UNIVERSITY

একাদশ বর্ষ ৷৷ প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ঃ ১৩৬৮

756.3
.008/15

এ ই স ং খ্যা য়

লাইব্রেরি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি : অদিতা ওহদেদার ॥ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন : সুশীল কুমার ঘোষ ॥ অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ : তিনকড়ি দত্ত ॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ : শ্রীগ্রন্থাগারিক ॥ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার : হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ॥ রবীন্দ্র চর্চা : গ্রন্থপঞ্জী ॥

গ্রন্থ সমালোচনা ● সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

শশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পাদিত)

রজনী, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ (প্রতি খণ্ড ১·৭৫), **চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর** (২·০০), **রাজসিংহ** (২·৫০)।

প্রতি খণ্ডে আছে—বিশদ ভূমিকা—যাহাতে সম্পূর্ণ উপন্যাসের চরিত্র-বিশ্লেষণ—মূল উপন্যাস—আর তার টীকা। প্রতি খণ্ডই ৯″×৫½″ সুন্দর বাঁধাই—সুলভ মূল্য।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস মানুষের জীবনশিল্প ও সমাজমুকুর। এই মহাগ্রন্থে সূচনা থেকে সাম্প্রতিক পর্ব পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বিরাট ও বিচিত্র কলেবরের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। প্রধানতঃ শিল্প ও মনোবিশ্লেষণের পথ থেকে দেখা হয়েছে বলে এর মূল্য যে কত বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ এর চতুর্থ সংস্করণ—শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

এই গ্রন্থে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে। এতে ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালী ও রামচন্দ্রের কালীকীর্তন ও শাক্ত পদাবলী সংযোজিত হওয়াতে এর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ৯″×৫½″ ; পৃঃ ৩৪১ ঃ মূল্য ৮·০০।

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা—ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সর্বভারতীয় জীবন, সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বে ভরা এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে গ্রন্থকারের একেবারেই নূতন দান। বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বিচিত্র বারমাস্যায় সংকলনে বিরচিত এই আলোচনা গ্রন্থ বাংলার লোক-সাহিত্যে একেবারে নূতন। ৯″×৫½″ ; পৃঃ ২৫২ ঃ মূল্য ৬·৫০।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (শশাঙ্ক বাগচী সম্পাদিত)

বিস্তারিত ভূমিকা—মূল সনেট ও তাহার ব্যবস্থা।

৯″×৫½″ ; পৃঃ ১৬৮ ঃ মূল্য ৩·৫০।

মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২

ফোন ঃ ৩৪-৩১০৫

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :—

- Forms & Registers etc.
- Maps. Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models Scientific Apparatus & Glasswares

We mannfacture :—

- Forms & Registers
- Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus Scientific Apparatus Prize & Library Books Gas & Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

Head Office :
80/15 Grey Street, Calcutta
Phone : 55-3512
Gram : ARTUNION, Cal.

City Sales Office :
80/3 Mahatma Gandhi Road
(Junction of College Street and Harrison Road)

Laboratory Furnishing is our Speciality

রেকর্ডে কবিকণ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠে

গান ও আবৃত্তি

P8366 আজি হতে শতবর্ষ পরে : আবির্ভাব

P8367	আমি সংসারে মন দিয়েছিনু ; অঞ্জনে দেহ আলো
P11855	শেষ পারানীর কড়ি ; আমারে কে নিবি ভাই
P11856	Readings from 'Gitanjali' and 'Crescent Moon'
P11859	কৃষ্ণকলি ; ভ্রষ্টলগ্ন
VE2545	ভারততীর্থ ; ভগবান তুমি যুগে যুগে
VE2551	আজি হতে শতবর্ষ পরে ; এই দেবতার ; হে মোর সন্ধ্যা
P11857-85	কর্ণকুন্তী-সংবাদ
EALP1256	একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে কবিগুরুর কণ্ঠে এগারোখানি গান ও আবৃত্তি

বহু গান ও স্বরলিপি সমন্বিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

রেকর্ড-সঙ্গীত

তৃতীয় সংখ্যা এখনও আছে
দাম ১৷৷০, রেজেষ্ট্রি ডাকে ২৲

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ দমদম, কলিকাতা—২৮

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ৷৷ কলিকাতা চৌদ্দ

ফোন : ২৪—৪৬৮৭

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বাঙ্গালীর অতি প্রিয় এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটি সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী-চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ও নবজাগরণ যুগের আলেখ্য। [৪৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃতমাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে। প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲]

গ্রন্থাগার পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ব্যাখ্যা। [২৲]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙলা আধুনিক শব্দকোষ। [১২।০]

: পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

লাইব্রেরীতে রাখবার মতো কয়েকটি বই

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন

(And Quiet Flows the Don-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)

ডন নদীর তীরে তীরে দুর্ধর্ষ কসাকদের দুর্দম প্রাণরঙ্গ—বিপ্লবের পূর্বে বেপরোয়া জীবনের বেআবরু দুরন্তপনা আর বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধে রক্তস্নানে সে জীবনের নবতর রূপায়ণ—এই উপন্যাসের উপজীব্য। বত্রিশ ফর্মার বই, সুদৃশ্য জ্যাকেট। ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন

(Don Flows Home to the Sea-এর অনুবাদ)

বিপ্লবের যুগে কসাক জীবনের অনবদ্য রূপায়ণ। ৬·৫

ইলিয়া এরেনবুর্গ

নবম তরঙ্গ

১ম খণ্ড ... ... ৪·৫

২য় খণ্ড ... ... ৬·০

পারীর পতন ৮·৭

লিওনিদ সোলোভিয়েভ

বুখারার বীরকাহিনী ৩·০

আলেকজান্দার কুপরিন

রত্নবলয় ৫·৫

আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

১ম খণ্ড : দুই বোন ... ৫·০

২য় খণ্ড : উনিশো আঠারো ৫·০

৩য় খণ্ড : বিষণ্ণ প্রভাত ... ৬·০

[তিন খণ্ড একত্রে] ... ১৫·০

হাওয়ার্ড ফাস্ট

স্পার্টাকাস ৫·০

শেষ সীমান্ত ৪·০০/৩·২

সদরুদ্দিন আইনী

সেকালের বুখারায় ৪·০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২ ১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪।

গ্রন্থাগার

একাদশ খণ্ড ॥ ১৩৬৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্পাদক : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

নির্ঘণ্ট : ১৩৬৮

এই নির্ঘণ্ট মোট তিনভাগে বিভক্ত :

১। গ্রন্থকার-আখ্যা সূচী। আখ্যা হতে গ্রন্থকারের নামে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার-আখ্যা সূচী বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

২। বিষয় সূচী। নির্দিষ্ট বিষয়াধীনে গ্রন্থকারের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

৩। বিভাগ (ফিচার) সূচী। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগ বা ফিচারের অন্তর্গত (যথা, গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংবাদ, পরিষদ কথা, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়) প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধের সূচী তৈরী করা হয়েছে। ফিচার বা বিভাগগুলি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত।

৪। নির্ঘণ্টে সংশ্লিষ্ট সংলেখের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

এই সূচীটি সংকলন করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীপ্রদীপকুমার চৌধুরী।

গ্রন্থকার-আখ্যা সূচী

অজিতকুমার রায়। বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থ। ৩০২।

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। দ্রঃ তিনকড়ি দত্ত।

অনাথ বসু স্মরণে। দ্রঃ প্রমীলচন্দ্র বসু।

অমিতা মিত্র। গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূলকথা। ৩৩৮।

অমিতা মিত্র এবং গীতা মিত্র। গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা। ৫১৮।

অরুণকুমার ঘোষ। শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার : সংগঠন ও পরিচালনা। ৪২৩।

—গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী। ৩৮০।

আজকের সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার। দ্রঃ মরোয়া, আঁদ্রে।

আদিত্য ওহদেদার। গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থ-বীক্ষণ। ৫৪৩।

—রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি। ৬।

আদি মুদ্রণ। দ্রঃ গণেশ ভট্টাচার্য।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গ্রন্থসূচি, সংহিতা ও ভাষ্যগীয় নাম। দ্রঃ সি. ভি. সুব্বারাও।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, সংঃ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী। ৩০৬।

উইলিয়ম কেরী : একটি বিচিত্র জীবন। দ্রঃ মীরা সান্যাল।

উইলিয়ম কেরীর বিলম্বতম অন্তবাষিকী। দ্রঃ সজনীকান্ত দাস।

উইলিয়ম কেরী স্মরণে। দ্রঃ চঞ্চলকুমার সেন।

কলিকাতা। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের করণীয় কয়েকটি নির্দেশ। ৪৮০।
কাগজের কথা। দ্রঃ প্রতিমা সেনগুপ্ত।
কেরী গ্রন্থাগার। দ্রঃ গীতা মিত্র।
কেরীর জীবনপঞ্জী। দ্রঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সংক।
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। গ্রন্থপঞ্জী ও জাতীয় বিধি-ব্যবস্থা। ১১৯।
—বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও উইলিয়ম কেরী। ১৭৩।
কৃষ্ণা দত্ত, সংক। রবীন্দ্রচর্চা : গ্রন্থপঞ্জী। ৩৮।
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা ঘোষ। বিবর্তনের ধারায় বাংলা শিশু সাহিত্য। ৪৩১।
গণেশ ভট্টাচার্য। আদি মুদ্রণ। ১৯৮।
—গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধ। ২৪৮।
—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান। ২৮৫।
গীতা মিত্র। কেরী গ্রন্থাগার। ২১৫।
—বইয়ের যত্ন ও ব্যবহার। ৩৩৩।
গোপালচন্দ্র পাল। বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন। ৩১৯।
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। বইয়ের কথা। ৩৫৭।
গ্রন্থপঞ্জী ও জাতীয় বিধি-ব্যবস্থা। দ্রঃ কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য।
গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থবীক্ষণ। দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার।
গ্রন্থ সমালোচনা। ইন্ডিয়া। ন্যাশনাল লাইব্রেরী। অথর ক্যাটলগ অব ইন্ডিয়ান নেমস। ৩৬৭।
—ইকনমিক, ক্যালকাটা। ইন্ডিক নেমস ; ইনক্লুডিং প্রোসিডিংস অব দি সেমিনার অন দি হেডিংস অব ইন্ডিক নেমস হেল্ড অ্যাট ক্যালকাটা, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬০—১ জানুয়ারী, ১৯৬১।
—কেশবন, বি. এস.। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরী। ৩৬৫।
—ভারত সরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয় সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিভাগ ১৩৫৮। ৩৩।
—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক। ৪০২।
গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূলকথা। দ্র অমিতা মিত্র।
গ্রন্থ সূচিকরণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ। দ্র মীরা সান্যাল।
গ্রন্থসূচির বাহ্যিক আকৃতি। দ্রঃ বিমলেন্দু মজুমদার।
গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা দ্রঃ অমিতা মিত্র ও গীতা মিত্র।
গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধতা (সম্পাদকীয়)। ৪০৪।
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ (সম্পাদকীয়) ৩২৮।
গ্রন্থাগার গৃহ। দ্রঃ শ্রীগ্রন্থাগারিক, ছন্ম
গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধ। দ্রঃ গণেশ ভট্টাচার্য।
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। দ্র শ্রীগ্রন্থাগারিক, ছন্ম।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান। দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান। দ্রঃ গণেশ ভট্টাচার্য।

গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কয়েকটি মূল-নীতি। দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংবাদ। ৪৫১।

গ্রন্থাগার সংবাদ। ৯৮, ১৬০, ২১৯, ২৭৬ ৩৫১ ৪৮৮, ৫৭৬।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। দ্রঃ সন্তোষ বসু।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূপন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার। দ্রঃ বিনয়ভূষণ রায়।

গ্রন্থাগারে জনসংযোগ। দ্রঃ জগমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারে বই-এর বার্ষিক হিসাব-নিকাশ। দ্রঃ জগমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারে রাজনীতি (সম্পাদকীয়)। ২৮১।

গ্রন্থাগারের অংগসজ্জা ও অলংকরণের রূপকল্প। দ্রঃ বনবিহারী মোদক।

গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম। দ্রঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থের আংগিক ও উপাদান (সম্পাদকীয়) ৩৭১।

গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী। দ্রঃ অরুণকুমার ঘোষ।

চঞ্চলকুমার সেন। উইলিয়ম কেরী স্মরণে। ১৭৭।

—দেশ বিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। ১৯৩।

—ব্রাউন ও নিওব্রাক' চার্জিং প্রথা। ১০।

—'রংগনাথনকৃত প্রধান পঞ্চনীতি'। ৫২৭।

চলমান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযান সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা। দ্রঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঃ গ্রন্থপঞ্জী। দ্রঃ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, সংক।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বই ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ৪৬৩।

চৈতালী সেন। ত্রয়ী ঃ কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড। ১৬৭।

ছাত্র বিশৃংখলার একটি উপায় ঃ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার। দ্রঃ ট্যান্ডন, এম. এম. এল.।

ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর। দ্রঃ নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-নির্বাচন। দ্রঃ মিতা মিত্র।

ছোটদের দুটি আদর্শ গ্রন্থাগার ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু ও কিশোর বিভাগ। দ্রঃ প্রেমতোষ হালদার।

ছোটদের পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার ব্যবহার। দ্রঃ সত্যভামা বিশ্বাস।

জগমোহন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে জন-সংযোগ। ৩৮৪।

—গ্রন্থাগারে বই-এর বার্ষিক হিসাব-নিকাশ। ৭৩।

জেলা গ্রন্থাগার ঃ রহড়া। দ্রঃ মনোরঞ্জন রায়।

ট্যান্ডন, এম. এম. এস.। ছাত্র বিশৃংখলার একটি উপায় ঃ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার। ৪৯১।

ডিল, কাথারীণ। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। ২৯৮।

তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, সংক। বাংলার কৃষি-বিজ্ঞান : গ্রন্থপঞ্জী। ৪৮২।
তিনকড়ি দত্ত। অভিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। ২১।
ভাঁ
এরী : কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড। দ্রঃ চৈতালী সেন।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গ্রন্থাগার তৎপরতা। দ্রঃ বিনয়ভূষণ রায়।
দিব্যজ্যোতি মজুমদার। নব ভাবধারা : উইলিয়ম কেরী। ১৮৩।
দিলীপ চৌধুরী। বাংলার ক্যাক্সটন : চার্লস উইলকিন্স। ২১৩।
দেশ গড়ার ভূমিকায় শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)। ৪৫৯।
দেশবিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। দ্রঃ চঞ্চলকুমার সেন।
নবজাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দ্রঃ সন্তোষকুমার বসু।
নব ভাবধারা : উইলিয়ম কেরী। দ্রঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার।
নিরক্ষরতা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়)। ১০৪।
নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়। ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর। ৪৪১।
পরিষদ কথা। ১৭, ১৫৯, ২৭২, ৩৫৭, ৩৯৮, ৪৪৮, ৫৩৮, ৫৭২।
পাঠাগারের ব্যবহার। দ্রঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
পার্থসারথী গুহ। বইকে চিনুন, বইকে জানুন। ৫৬২।
প্রতিভা সেনগুপ্ত। কাগজের কথা। ৫৫১।
প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পাঠাগারের ব্যবহার। ১০৭।
প্রবীর রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান। ৭৯।
—গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কয়েকটি মূলনীতি। ২৬২।
—সূচিকরণে ভাব বিনিময়। ১৪০।
প্রমীলচন্দ্র বসু। অনাথনাথ বসু স্মরণে। ৪৭৬।
প্রীতি মিত্র। সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৫১০।
প্রেমতোষ হালদার। ছোটদের দুটি আদর্শ গ্রন্থাগার : জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে শিশু ও কিশোর বিভাগ। ৬৪৪
বইকে চিনুন, বইকে জানুন। দ্রঃ পার্থসারথী গুহ।
বইয়ের কথা। দ্রঃ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
বইয়ের ঘর ও ব্যবহার। দ্রঃ গীতা মিত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ২০৫
ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন। ৩২৭।
—শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনকে অভিনন্দন। ৩৭৩।
—ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ : ভূমি পঞ্চবার্ষিক যোজনা ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ। ৩৬৬।
পরিষদ ভবন তহবিল : ভবন উপসমিতি সমাচার। ৫৭৩।
বনবিহারী মোদক। গ্রন্থাগারের অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণের রূপকল্প ৬৪।
—যে বই ফেরে না। ৩৭৪।
—শহরতলী ও পল্লী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাপত্য। ২৩৬।

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও উইলিয়ম কেরী। দ্রঃ কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য।
বাংলা বই : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। দ্রঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার ক্যাক্সটন : চার্লস উইল্‌কিন্স। দ্রঃ দিলীপ চৌধুরী।
বাংলার মুদ্রণে স্মরণীয় যাঁরা : বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা (উইল্‌কিন্স, পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র)। দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলায় কৃষি-বিজ্ঞান : গ্রন্থপঞ্জী। দ্রঃ তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং সুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, সংক।
বাংলার চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থ। দ্রঃ অজিতকুমার রায়।
বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন। দ্রঃ গোপালচন্দ্র পাল।
বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির। দ্রঃ মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ।
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে কবিগুরু প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বার্তা-বিচিত্রা। ১০২—১০৩, ১৬১—১৬২, ২২২—২২৩, ২৭৮—২৮০, ৩২৬, ৩৬৪, ৪০১, ৪৯৩—৪৯৪, ৫০৯, ৫৭৮।
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। দ্রঃ মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন। দ্রঃ বিনয়ভূষণ রায়।
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের করণীয় কয়েকটি নির্দেশ। দ্রঃ কলিকাতা। ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস।
বিদ্যালয় শিক্ষায় ... গারের ভূমিকা। দ্রঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়।
বিনয়ভূষণ রায়। গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূপন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার। ৩৪৬।
—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রন্থাগ... তৎপরতা। ৫২৮।
— বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন। ২৪৩।
বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত। সূচিকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন : ভারতে প্রস্তুতিকার্য। ১৫৭।
বিবর্তনের ধারায় বাংলা শিশু সাহিত্য। দ্রঃ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা ঘোষ।
বিমলেন্দু মজুমদার। গ্রন্থসূচির বাহ্যিক আকৃতি। ১১১।
২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সংক। কেরীর জীবনপঞ্জী। ২১০।
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। ১২।
বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার তৎপরতা। দ্রঃ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মুদ্রণে স্মরণীয় যাঁরা : বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা (উইল্‌কিন্স, পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র)। ১১১।
ব্রাউন ও নিওয়ার্ক চার্জিং প্রথা। দ্রঃ চঞ্চলকুমার সেন।
ব্যক্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা (সম্পাদকীয়)। ৪১৫।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জনৈক সদস্য (হুম্ম)। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় সমীপেষু। ৪৬১।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় সমীপেষু। দ্রঃ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জনৈক সদস্য (হুম্ম)।

ভারতীয় রেনেসাঁস ও উইলিয়ম কেরী (সম্পাদকীয়)। ২২৪।

ভাষা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৫৪০।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। দ্রঃ ডিল, কাথারীণ।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির। ৩৯০।

মনোরঞ্জন রায়। জেলা গ্রন্থাগার : রহড়া। ৩৯৩।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। মুদ্রণ শিল্প ও নবযুগ। ২০৭।

মরোয়া, আঁদ্রে। আজকের সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার। ৫৯।

মানুষ গড়ার কারখানা : শিশু গ্রন্থাগার। দ্রঃ স্বপনবুড়ো, হুম্ম।

মার্কিণ দেশের একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। দ্রঃ রাইলী, আনাডেলা।

মিতা মিত্র। ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-নির্বাচন। ৪২৬।

মীরা চৌধুরী। দ্রঃ মীরা সান্যাল।

মীরা সান্যাল। উইলিয়ম কেরী : একটি বিচিত্র জীবন। ১৮৬।

—গ্রন্থ সূচীকরণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ ১০৯।

মুদ্রণ শিল্প ও নবযুগ। দ্রঃ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত।

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ৪৬৭।

যাদের হারিয়েছি (সম্পাদকীয়)। ৫৮০।

যে বই ফেরে না। দ্রঃ বনবিহারী মোদক।

'রঙ্গনাথন কৃত প্রধান পঞ্চনীতি'। দ্রঃ চঞ্চল সেন।

রবীন্দ্র চর্চা : গ্রন্থপঞ্জী। দ্রঃ কৃষ্ণ দত্ত, সংক।

রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প (সম্পাদকীয়)। ৫৪।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি। দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। দ্রঃ সুশীলকুমার ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে কবিগুরু প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী ২৮।

—লাইব্রেরি।

—লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। ৩।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। দ্রঃ বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাইলী, আনাডেলা। মার্কিণ দেশে একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ৪৭৪

লাইব্রেরি। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শহরতলী ও পল্লী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাপত্য। দ্রঃ বনবিহারী মোদক

শিবশংকর চক্রবর্তী। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার তৎপরতা। ৩৮৭।

শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনকে অভিনন্দন। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার ঃ সংগঠন ও পরিচালনা। দ্রঃ অরুণকুমার ঘোষ।
শ্রীগ্রন্থাগারিক. ছন্দ। গ্রন্থাগার গৃহ। ২২৭।
—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। ২৪।
ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
সজনীকান্ত দাস। উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। ১৫৬।
সত্যভামা বিশ্বাস। ছোটদের পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার ব্যবহার। ৪১৪।
সন্তোষ বসু। গ্রন্থাগার সংরক্ষণে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা। ৩৪৯।
—নবজাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৫০১।
সালতামামি (সম্পাদকীয়)। ৫৭৯।
সি. ডি. সংখ্যারাও। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা ও ভারতীয় নাম। ১২৫।
সুবোধ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৪৭০।
সুশীলকুমার ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। ১৮।
সূচিকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ভারতে প্রস্তুতি কার্য। দ্রঃ বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত।
সূচিকরণ সম্পর্কে আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন (সম্পাদকীয়)। ১৬৩।
সূচিকরণে ভাববিনিময়। দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী।
সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দ্রঃ প্রীতি মিত্র।
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম। ২৫৩।
—চলমান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযান সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা। ২৯০।
স্বপনবুড়ো, ছন্দ। মানুষ গড়ার কারখানা ঃ শিশু গ্রন্থাগার। ৪০৭।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ২৯।

বিষয় সূচী

অনাথনাথ বসু—জীবনী ও আলোচনা
প্রবীরচন্দ্র বসু। অনাথনাথ বসু স্মরণে। ৪৭৬।
উইল্‌কিন্স, চার্লস—জীবনী ও আলোচনা
দিলীপ চৌধুরী। বাংলার ক্যাক্সটন ঃ চার্লস উইল্‌কিন্স। ২১৩।
ওয়ার্ড, উইলিয়াম—জীবনী ও আলোচনা
চৈতালী সেন। ত্রয়ী ঃ কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড। ১৬৭।
কাগজ
প্রতিমা সেনগুপ্ত। কাগজের কথা। ৫৫১।
কৃষি বিজ্ঞান—গ্রন্থপঞ্জী
তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং সুরাজ কৃষ্ণ মণ্ডল, সংক। বাংলায় কৃষি-বিজ্ঞান ঃ গ্রন্থপঞ্জী। ৪৮২।

কেরী উইলিয়ম—জীবনী ও আলোচনা
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও উইলিয়ম কেরী। ১৭৩।
চঞ্চলকুমার সেন। উইলিয়ম কেরী স্মরণে। ১৭৭।
চৈতালী সেন। ত্রয়ী : কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড। ১৬৭।
দিব্যজ্যোতি মজুমদার। নব ভাবধারা : উইলিয়ম কেরী। ১৮৩।
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সংক। কেরীর জীবনপঞ্জী। ২১০।
মীরা সান্যাল। উইলিয়ম কেরী : একটি বিচিত্র জীবন। ১৮৬।
সজনীকান্ত দাস। উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। ১৬৫।
কেরী গ্রন্থাগার (শ্রীরামপুর)।
গীতা মিত্র। কেরী গ্রন্থাগার। ২১৫।
গ্রন্থ
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। বইয়ের কথা। ৫৫৭।
পার্থসারথি গুহ। বইকে চিনুন, বইকে জানুন। ৫৬২।
গ্রন্থ আদান-প্রদান (লেন্ডিং)।
বনবিহারী মোদক। যে বই ফেরেনা। ৩৭৪।
গ্রন্থ প্রকাশ—বাংলাদেশ
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বই : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ৪৬৩।
গ্রন্থবিদ্যা—গ্রন্থবীক্ষণ
অদিতা ওহদেদার। গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থবীক্ষণ। ৫৪৩।
গ্রন্থ সংরক্ষণ
অমিতা মিত্র। গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূল কথা। ৩০৮।
গীতা মিত্র। বইয়ের যত্ন ও ব্যবহার। ৩৩৩।
বিনয়ভূষণ রায়। গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূলন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার। ৩৪৬।
সন্তোষ বসু। গ্রন্থাগার সংরক্ষণে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। ৩৪৯।
গ্রন্থ—হিসাব-নিকাশ (স্টক টেকিং)
জগমোহন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে বই-এর বার্ষিক হিসাব-নিকাশ। ৭৩।
গ্রন্থাগার
প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পাঠাগারের ব্যবহার। ১০৭।
গ্রন্থাগার আন্দোলন—আফ্রিকা
সন্তোষকুমার বসু। নব জাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৫০১
গ্রন্থাগার আন্দোলন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
বিনয়ভূষণ রায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গ্রন্থাগার তৎপরতা। ৫২৮।
গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন। ৩২৭।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ : তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক যোজনা ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ। ৫৬৬।
গ্রন্থাগার আন্দোলন—বাঁকুড়া
গোপালচন্দ্র পাল। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলন। ৩১৯।
গ্রন্থাগার আন্দোলন—ভারত
ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জনৈক সদস্য, (ছদ্ম)। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় সমীপেষু। ৪৬১।

গ্রন্থাগার আন্দোলন—লাতিন আমেরিকা
অমিতা মিত্র ও গীতা মিত্র। গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা। ৫১৯।
গ্রন্থাগার আন্দোলন—সোভিয়েত রাশিয়া
প্রীতি মিত্র। সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৫১০।
গ্রন্থাগার—আসবাবপত্র
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম। ২৫৩।
গ্রন্থাগার—জন-সংযোগ
জগমোহন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে জন-সংযোগ। ৩৮৪।
গ্রন্থাগার—দর্শন ও তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লাইব্রেরি। ১।
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। ৩।
শ্রীগ্রন্থাগারিক, ছদ্ম। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। ২৪।
গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান
প্রবীর রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান। ৭৯।
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—পঞ্চনীতি
চঞ্চল সেন। 'রঙ্গনাথন কৃত প্রধান পঞ্চনীতি'। ৫২৭।
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—শিক্ষণ শিবির
মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির। ৩৯০।
গ্রন্থাগার ভবন
শ্রীগ্রন্থাগারিক, ছদ্ম। গ্রন্থাগার গৃহ। ২২৭।
গ্রন্থাগার ভবন—অঙ্গ সজ্জা
বনবিহারী মোদক। গ্রন্থাগারের অঙ্গ সজ্জা ও অলঙ্করণের রূপকল্প। ৬৪।
গ্রন্থাগার ভবন—দর্শন ও তত্ত্ব
প্রবীর রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কয়েকটি মূলনীতি। ২।
গ্রন্থাগার ভবন—পরিকল্পনা
গণেশ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার পরিকল্পনা আন্তরাষ্ট্রিক সম্বন্ধ। ২৪৮।
গ্রন্থাগার ভবন—বিদ্যালয়
বিনয়ভূষণ রায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন। ২৪৩।
গ্রন্থাগার ভবন—স্থাপত্য
বনবিহারী মোদক। শহরতলী ও পল্লী গ্রন্থাগারের গৃহ স্থাপত্য। ২৩৬।
গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগার
অরুণ কুমার ঘোষ। গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী। ৩৮০।
চব্বিশ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার (রহড়া)
মনোরঞ্জন রায়। জেলা গ্রন্থাগার : রহড়া। ৩৯৩।
চিকিৎসা বিজ্ঞান—গ্রন্থপঞ্জী
অজিতকুমার রায়। বাংলার চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থ।
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, সম্পা। চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী। ৩০৬।
জাতীয় গ্রন্থাগার—শিশু বিভাগ
প্রেমতোষ হালদার। ছোটদের দুটি আদর্শ গ্রন্থাগার : জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু ও কিশোর বিভাগ। ৪৪।
ধূপন প্রকোষ্ঠ (ফ্যাকুয়াম ফিউমিগেশন)
বিনয়ভূষণ রায়। গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূপন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার। ৩৪৬।
নিওয়ার্ক চার্জিং প্রথা
চঞ্চলকুমার সেন। ব্রাউন ও নিওয়ার্ক চার্জিং প্রথা। ৯০।

পাঠপুস্তক—শিশু
সত্যভামা বিশ্বাস। ছোটদের পাঠপুস্তক ও গ্রন্থাগার ব্যবহার। ৪১৪।
বাংলা শিশু সাহিত্য
ভূঁকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা ঘোষ। বিবর্তনের ধারায় বাংলা শিশু সাহিত্য। ৪৩১।
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের করণীয় কয়েকটি নির্দেশ। ৪৮০।
মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ৪৬৭।
সুবোধ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৪৭০।
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
রাইলী, আনাডেলা। মার্কিণ দেশের একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ৪৭৪।
বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির গ্রন্থাগার
নিবশঙ্কর চক্রবর্তী। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার তৎপরতা। ৩৮৭।
ব্রাউন চার্জিং প্রথা
চঞ্চলকুমার সেন। ব্রাউন ও নিওয়ার্ক চার্জিং প্রথা। ১০।
ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার
গণেশ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান। ২৮৫।
চঞ্চলকুমার সেন। দেশবিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। ২৯৩।
ডিল, কাথারীণ। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। ২৯৮।
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। চলমান গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা। ২৯০।
মার্শম্যান—জীবনী ও আলোচনা
চৈতালী সেন। ত্রয়ী : কেরী, মার্শম্যান ওয়ার্ড। ১৬৭।
মুদ্রণ
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। মুদ্রণ শিল্প নবযুগ। ২০৭।
মুদ্রণ—ইতিহাস—প্রাচীনযুগ
গণেশ ভট্টাচার্য। আদি মুদ্রণ। ১৯৮
মুদ্রণ—বাংলাদেশ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা মুদ্রণে স্মরণীয় যাঁরা : বাংলা ছাপা হরফের জন্মকথা (উইলকিন্স পঞ্চানন, মনোহর, কৃষ্ণচন্দ্র)। ৯১
রঙ্গনাথন, শিয়ালি রামামৃত—অভিনন্দন
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনকে অভিনন্দন। ৩৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রী
আদিত্য ওহদেদার। রবীন্দ্র দৃষ্টি লাইব্রেরী। ৬।
তিনকড়ি দত্ত। অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২১।
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থচিন্তা। ১২।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাগবাজার রি লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে কা গুরু প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী। ২।
সুশীলকুমার ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার আন্দোলন। ২৮।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার। ২৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থপঞ্জী।
কৃষ্ণা দত্ত, সংক্ষ।
রবীন্দ্রচর্চা : গ্রন্থপঞ্জী। ৩৮।
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগার—শিশুবিভাগ।
প্রেমতোষ হালদার। ছোটদের দুটি আদর্শ গ্রন্থাগার : জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু ও কিশোর বিভাগ। ৪৪৪।
শিশু গ্রন্থাগার।
টান্ডন, এম. এম. এল.। ছাত্র বিশৃঙ্খলার একটি উপায় : শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার। ৪১১।
স্বপনবুড়ো, ছদ্ম। মানুষ গড়ার কারখানা : শিশু গ্রন্থাগার। ৪০৭
শিশু গ্রন্থাগার—গল্পের-আসর।
নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়। ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর। ৪৪১।
শিশু গ্রন্থাগার—গ্রন্থনির্বাচন।
মিতা মিত্র। ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থনির্বাচন। ৪২৬।
শিশু গ্রন্থাগার—গ্রন্থ ব্যবহার।
সত্যভামা বিশ্বাস। ছোটদের পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার ব্যবহার। ৪১৪।
শিশু গ্রন্থাগার—পরিচালনা।
অরুণ ঘোষ। শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার : সংগঠন ও পরিচালনা। ৪২০।
সাধারণ গ্রন্থাগার।
মরোয়া, আঁদ্রে। আজকের সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার। ৫৯।
সূচীকরণ।
মীরা চৌধুরী। গ্রন্থ সূচি করণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ। ১০৯।
সূচীকরণ—আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
প্রবীর রায়চৌধুরী। সূচিকরণে ভাববিনিময়। ১৪০।
বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত। সূচিকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন : ভারতে প্রস্তুতিকার্য। ১৫৭।
সূচীকরণ—বাহ্যিক আকৃতি।
বিমলেন্দু মজুমদার। গ্রন্থসূচির বাহ্যিক আকৃতি। ১১১।
সূচীকরণ—ভারতীয় নাম
সি. ডি. সুব্বারাও। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গ্রন্থসূচী সংহিতা ও ভারতীয় নাম। ১২৫।
সূচীকরণ—সংহিতা।
সি. ডি. সুব্বারাও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা ও ভারতীয় নাম। ১২৫।
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। গ্রন্থপঞ্জী ও জাতীয় বিধিব্যবস্থা। ১১১।

বিভাগ সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

[বিষয় : গ্রন্থাগার আন্দোলন—
পশ্চিমবঙ্গ—জেলা ভিত্তিক]

কলিকাতা

কলিকাতা ইস্টালী কমলা লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। ২১৯।
চিত্তরী স্মৃতি পাঠাগারের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। ৯৮।
চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। ৪৮৮।
জীবনমিলন লাইব্রেরীর বার্ষিক সভা। ১১।
বয়েজ ওন লাইব্রেরী। ২৭৬।
ভারতী পরিষদের একসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। ৪৮৯।

চব্বিশ পরগণা

জাববারিয়া লাইব্রেরী। ২৭৬।

তারগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতির উন্মোচন। ৩৫৯।
বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী। ৪৮৯।
বজবজ ব্রতী সংঘ। ২২০।
বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে তিন মনীষীর স্মরণানুষ্ঠান। ২২০।
বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন। ৩৫৯।
বেলগড়িয়া সুধাস্মৃতি পল্লী পাঠাগারে রবীন্দ্র জীবনী প্রদর্শনী। ৩৫৯।
বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারে বঙ্কিম জন্মোৎসব। ৯৯।
বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লীপাঠাগারে বিতর্ক সভা। ৫৭৬।
বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরীতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ৫৭৬।

দার্জিলিং

জেলা গ্রন্থাগারে কিশোর বিভাগের উদ্বোধন। ৩৬০।

নদীয়া

নবদ্বীপ থানা গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১০০।
শান্তিপুর অক্ষয় গ্রন্থাগারে বার্ষিক সাধারণ সভা। ৩৬০।

মুর্শিদাবাদ

কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘ। ৪৯০।
মনীন্দ্রনগর যুব সংঘ। ৩৬১।
রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার। ২৭৬।
রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার। ৩৬১।

মেদিনীপুর

খড়িশা সারদা লাইব্রেরীতে সমাজ শিক্ষা দিবস অনুষ্ঠান। ৩৬২।
চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার। ২৭৭।
বাবজারহাট তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ৩৬২।
সরলা জাগৃতি সাধারণ পল্লী পাঠাগার। ৪৯০।

পুরুলিয়া

গোবিন্দপুর বীণাপাণি পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। ৪৮৯।

বর্ধমান

কয়দা ভারতী পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন। ২২১।
কল্যানবগ্রাম আশুতোষ গ্রন্থাগার। ৫৭৬
কেতুগ্রামে তিনটি গ্রন্থাগারের মিলন। ২২০।
গ্রন্থাগারে রাজনীতি। ১৬০।
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে আবৃত্তি নৃত্য-সংগীত প্রতিযোগিতা। ১৬০
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্ম তৎপরতা। ৫৭৭।
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে বিশিশু-দিবস উদ্‌যাপন। ৩৬০।
মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। ১১
বহরকুলি শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। ১০০।

বাঁকুড়া

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার। ২২১

বীরভূম

সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। ৪৮৫
সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রতিকৃতি উন্মোচন ৫৭৭।
সিয়ান শ্রীদুর্গা পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস পালন। ৩৬১।

সিয়ান শ্রীদুর্গা পাঠাগারের কর্মতৎপরতা। ১০০।

হাওড়া

গোয়ালদহ জ্ঞান মন্দিরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী। ৫৭৭।

জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপন। ৩৬২।

বিজুপদ স্মৃতি পাঠাগারের গ্রামাঞ্চল বিভাগের উদ্বোধন। ২৭৭।

ভারত পাঠাগারের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব। ১০১।

ভাস্কুড় আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। ৪৯১।

হুগলী

কোন্নগর জ্যোতিঃ সঙ্ঘে বিশ্বশিশু দিবস অনুষ্ঠান। ৩৬৩।

চণ্ডীতলা 'মিলনী'তে প্রীতি সম্মেলন। ৩৬৩।

চাতরা বিবেকানন্দ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব। ১০১।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী। ৪৯২, ২২১।

দুদকোমড়া সুহৃদ সঙ্ঘ। ৪৯১, ২২১।

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা। ৩৬৩।

বিবেকানন্দ পাঠাগার (শ্রীরামপুর)। ৪৯২।

বদ্যবাটি ক্লাব। ৪৯০।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে কেরী দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব। ২৭৭।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী। ৪৯১।

হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও চুঁপেন্দ্র পাঠ নিকেতন। ৪৯২।

গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংবাদ

[বিষয় : গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ—গ্রন্থাগার সপ্তাহ]

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রীয় জনসভা। ৪৫১।

চব্বিশ পরগণা

ভারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার। ৪৫৩।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার। ৪৫৩।

জলপাইগুড়ি

রাংগালীবাজনা দেবেন্দ্র পাঠাগার। ৪৫৪।

নদীয়া

কৃষ্ণনগর শিবেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি পাঠাগার। ৪৫৪।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। ৪৫৪।

পারহাট গ্রাম উন্নতি পরিষদ। ৪৫৪।

বাঁকুড়া

ইন্দাস নবারুণ সঙ্ঘ লাইব্রেরী। ৪৫৫।

ডাঙ্গা সুভাষ লাইব্রেরী, পাত্রসায়র। ৪৫৫।

নড়রা পল্লী গ্রন্থাগার। ৪৫৫।

পাত্রসায়রের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী। ৪৫৫।

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার, বিষ্ণুর। ৪৫৫।

বীরভূম

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি। ৪৫৬।

সিয়ান শ্রীদুর্গা সাধারণ পাঠাগার। ৪৫৬।

মেদিনীপুর
খড়িলা সারদা লাইব্রেরী। ৪৫৭।
জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক। ৪৫৬।
ব্যবস্তারহাট ভূষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন। ৪৫৭।
মোহাটী বন্ধুবাদল সংঘ বীণাপাণি লাইব্রেরী। ৪৫৭।
রণজিতপুর রামনারায়ণ পাঠাগার, রোহিণী। ৪৫৭।
শহীদ পাঠাগার। ৪৫৭।

হাওড়া
নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার, পাতিহাল। ৪৫৮।

গ্রন্থ সমালোচনা
ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরী। অথর টেবল ফর ইণ্ডিয়ান নেম্‌স। ৩৬৭।
ইরাস্‌লিক, ক্যালকাটা। ইণ্ডিক নেম্‌স; ইনক্লুডিং প্রোসিডিংস অব দি সেমিনার অন দি হেনডারিং অব ইণ্ডিক নেম্‌স হেলড অ্যাট ক্যালকাটা, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০—১লা জানুয়ারী, ১৯৬১। ৩৬৯।
কেশবন, বি. এস.। ইণ্ডিয়াস ন্যাশনাল লাইব্রেরী। ৩৬৫।
ভারত সরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয়। সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিভাগ ১৩৫৮। ৩৩।
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক। ৪০২।

পরিষদ কথা
(বিষয় : গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)
কাউন্সিলের প্রথম সভা। ৪০০।
গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা সভা। ৫৭২।
গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য। ৫৩৮।
গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষা। ১৫৯।
নিজস্ব গৃহ নির্মাণকল্পে পরিষদের জমি ক্রয়। ২৭২।
পরিষদ কর্মীর অবসর গ্রহণ। ১৫৯।
পরিষদ কার্যালয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগাযোগ। ৪৪৮।
পরিষদ কার্যালয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের আগমন :
উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব পি. এন. কাউলা। ৩৯৮
—ঘানার প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ইভলিন ইভানস। ৩৯৮
—ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক জন স্মিটন। ৩৯৮
সার জন সার্জেণ্ট
ডক্টর রঙ্গনাথন। ৩৯৮।
পরিষদ কার্যালয়ে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব ১৯৭।
পরিষদ কার্যালয়ে হিউইট-এর সম্বর্ধনা ৫৭২।
পরিষদ ভবন তহবিল : ভবন উপসমিতির সমাচার। ৫৭৩।
পরিষদকে রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্য ৫২২।

পরিষদের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির। ২৭৩।
পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিল। ৯৭।
পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব। ৪৪৯।
পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। ৩৯৯।
পশ্চিম বঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী। ৯৭।
পে কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ। ৩৫৭।
পে-কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে পরিষদের স্মারকপত্র প্রেরণ। ২৭২।
প্রকাশন বিভাগ সমাচার। ২৭২।
প্রবন্ধ নির্ঘণ্ট প্রকাশের আয়োজন। ৫৩৮।
পুলীন্দ্র স্মৃতি সভা। ২৭২।
শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য রৌপ্য পদক দানের সিদ্ধান্ত। ৫৩৮।
বোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৫৩৮।
সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভা। ১৫৯।
বার্ট-লিব পরীক্ষার ফলাফল। ২৭৩।
হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠক। ৪৪৯।

বার্তা-বিচিত্রা

[বিষয় : গ্রন্থাগার আন্দোলন—সংবাদ পরিক্রমা]

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে বার্টন দেশের যোগদান। ২৭৮।
উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য হাঙ্গেরীতে সর্বাত্মক আন্দোলন। ৫৩৯।
উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ গ্রন্থাগারের শিলান্যাস। ৩৬৪।
কলিকাতায় জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ। ৪৯৩।
কলিকাতায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারিক। ২৭৮।
কলিকাতায় ভক্টর রঙ্গনাথন। ৪০১।
কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৪৯৪।
গ্রন্থ উৎপাদন সম্পর্কে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। ৫৭৮।
গ্রন্থাগার জগতের দুই দিকপালের জীবনাবসান। ১০২।
গ্রন্থাগার রাখার জন্যে হোটেলের প্রতি হুকুম জারি। ৯০২।
গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে মহিলাদের সমাগম। ১৬১।
গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের লেখকগণকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা। ১৬১।
চতুর্থ ইরাসলিক সম্মেলন। ৫৬৪।
ছোটদের উপযোগী বাংলা অভিধান রচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। ২৭৯।
ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল। ২৭৯।
ডিপ-লিব্ পরীক্ষার ফলাফল। ৪৯৩।
ডিপ-লিব পরীক্ষায় শ্রীমতী নন্দিতা পালের শীর্ষস্থান অধিকার। ৫৭৮।
তাকুরিয়া বাপুজী স্মৃতি সংঘে গ্রন্থপক্ষ পালন। ৩২৬।
তমলুক মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন। ২২৩।

তাঁবুতে গ্রন্থ প্রদর্শনী। ২৭৮।
দিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস। ২২২।
পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী শ্রীমোহন ভাটিয়া। ৪০১।
'পল্লীডাক' পত্রিকার উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিক্রমা। ২৮০।
পশ্চিমবঙ্গে মিউজিয়াম এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা। ৫৩১।
পশ্চিম বাংলার শিশু ও কিশোরদের পাঠরুচির সমীক্ষা। ৪৯৩।
পুরুলিয়ার জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির। ২৮০।
প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক সংযোগ ও সহযোগিতা। ১০৩।
বই আদায়ের অভিনব উপায়। ২২৩।
বই আদরের নূতন উপায়। ১০৩।
বিলাতে শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের পরীক্ষামূলক আয়োজন। ১৬২।
বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরীর টাকী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যোগদান ১৬২।
বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা। ২২৩।
ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। ৩২৬।
ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ২২২।
ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (ইরাসলিক) সম্মেলন। ৫৩১।
রঙ্গনাথন গ্রন্থপঞ্জী। ৪০১।
রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদে বসিরুদ্দিন এর সম্বর্ধনা। ৫৭৮।
লেখক-পাঠক সমবায়। ১৬২।
শ্রীকেশবন সমাচার। ২২২।
শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়ের ওয়াটুমফ পুরস্কার প্রাপ্তি। ২২২।
সবাক গ্রন্থ। ১০৩।
সাম্প্রতিক সর্বাপেক্ষা অধিক অনুদি গ্রন্থাগার। ১০২।
সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ও সেমিনার। ৩৬৪।
সোদপুরে পাঠাপুস্তক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন। ৩২৬।
হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী। ৩৬৪।
সম্পাদকীয়
[বিষয় : গ্রন্থাগার আন্দোলন]
গ্রন্থের আঙ্গিক ও উপাদান। ৩৭১।
গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধতা। ৪০৫
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ। ৩২৮।
দেশ গড়ার ভূমিকায় শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার। ৪৫১।
নিরক্ষতা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ১০৪
বৃত্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন পদমর্যাদা। ১৯৫।
ভারতীয় রেনেসাঁস ও উইলিয়ম কেরি ২২৪।
ভাষা প্রসঙ্গে। ৫৪০।
যাঁদের হারিয়েছি। ৫৮০।
রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প ৫৪।
সালতামামি। ৫৭১।
সূচিকরণ সম্পর্কে আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৬৩।

UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

বৈশাখ ১৩৬৮

756·3
·068/15

লাইব্রেরি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও; কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে [illegible] হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত বাক্তির [illegible] পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই

ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস সন্ধান ও আবিষ্কার এখা দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈ ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে; কেহ কাহাকেও উপে করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসি পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস এখা এস। এখানে আলোকের জন্ম সঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনো আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃ পুত্র, তোমরা দিব্য ধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সা ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব সমাজ আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সঙ্গীতের মা বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?

আমাদের পদ প্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছেন আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করি আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীল আকাশ নাই সেখান হইতে অনন্তকালের চির জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র লিপি কি কেহ মুছি ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মা জাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরে খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ ন খুদিতেছে বাঙ্গালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে জড় অদৃষ্টের সহিত মানব আত্মার সংগ্রাম চলিতেছে। সৈনিকদিগকে আহ্ব করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেব আমাদের উঠোনের মাচায় উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপী চালাইতে থাকিব!

বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহা আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙ্গালি কণ্ঠের সঙ্গি মিলিয়া বিশ্ব সঙ্গিত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

['বালকে' পত্রিকার ১২৯২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হ

লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন,
কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৩৮

গ্রন্থলুব্ধতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্দুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা-সংগ্রহই হোক, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহই হোক, সেই সংগ্রহবায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় এ কথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহব্যাধিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা ক'রে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার-তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু রকমের আধার—এক অভিধান, আর-এক সাহিত্য। গণনা ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশি ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি এ কথা মানতেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে-চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা, তৎনষ্টং যন্ন দীয়তে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি ব'লে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে অনুষ্ঠান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বানানো—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তা হলে বোঝা যাবে, লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশী বড়ো হলে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেইজন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যতঃ ভাণ্ডার; ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, সেল্‌ফভর্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।

মনে করো কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্তভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তা হলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই-সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে। বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ-সভা-রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ-স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ, তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন—তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরির উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে-কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাবশ্যক

কর্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয় তবে সেই লাইব্রেরি-গুলিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি

আদিত্য ওহদেদার

প্রতিভার একটা লক্ষণ হল এই যে, সে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে সংহত করতে পারে। অল্প কথায় বহুকে প্রকাশ করতে পারে। এ কথার প্রমাণ রবীন্দ্র-নাথের লেখার মধ্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রমাণ হল লাইব্রেরি সম্বন্ধে কবির রচনা।

আমাদের চিন্তাভাবনার এমন কোনো দিক নেই যেদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী চালিত হয় নি এবং পরিচয় নিলে দেখা যায় প্রত্যেকটি দিকে কবির লেখনী যেভাবে চালিত হয়েছে, তাতে সেই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞেরও মনে বিস্ময় জাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কবির রচনার মূল্য অনুভব ক'রে। লাইব্রেরি বিষয়ে কবির রচনার মধ্যেও একথার ব্যতিক্রম নেই।

মাত্র দুটি ছোট রচনার মধ্যে লাইব্রেরি সম্বন্ধে কবির বক্তব্যকে আমরা পাই। কিন্তু তারই মধ্যে ধরা পড়েছে লাইব্রেরি সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা। এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের মধ্যেও আর কোনো মৌল চিন্তা পাওয়া দুরূহ। প্রতিভার দৃষ্টি এমনি, যা দেখে তা নিমিষের জন্যে হলেও, তার চরম দেখে।

লাইব্রেরি সম্পর্কে কবির প্রথম রচনা 'লাইব্রেরি' শিরোনামায় প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ পৌষ সংখ্যায়। দ্বিতীয় রচনা—'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'। এটি আসলে একটি অভিভাষণ। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে কবি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন, এবং অভিভাষণটি সেই উপলক্ষে রচিত। স্পষ্টতই, রচনা দুইটির মধ্যে কালগত ব্যবধান অনেক। একটি কবির প্রথম যৌবনের রচনা, তখন তাঁর কবি-খ্যাতি উদীয়মান এবং বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত; অন্যটি কবির পূর্ণবয়সের রচনা, তখন তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত—নোবেল প্রাইজ দ্বারা অভিনন্দিত।

কিন্তু এই ব্যবধান সত্ত্বেও রচনা দুইটির মধ্যে একটা পরম্পরা আছে। নিজস্ব গুণে এরা এক অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক বস্তুর মতো লাইব্রেরির ও দুটো মুখ্য দিক আছে—এক, ভাবগত; দুই, কার্যগত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি রচনায় লাইব্রেরির এই দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, এবং এই কারণেই লাইব্রেরি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকে নি।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি[১] লাইব্রেরি সম্বন্ধে ভাব বা তত্ত্বমূলক রচনা। কবির ভাবদৃষ্টি লাইব্রেরির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছে এবং সে আলোকে তা উদ্ভাসিত হয়েই উঠেছে।

লাইব্রেরি তো বইয়ের সমষ্টি যে বই আবার কতকগুলো কাগজ ও ছাপার অক্ষরের সমষ্টি; কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে দেখলে এই বাহ্য সমষ্টির মহত্ত্ব ধরা পড়ে। কবি এই মহত্ত্ব অনুভব করেছেন বলেই এমনভাবে বলতে পেরেছেন: "মহা-সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

---

১ "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

বই বলতে আমরা কতটুকু বুঝি। আমাদের বোধকে কবি তাঁর ভাষার দ্বারা কতখানি না প্রসারিত করেছেন! —"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে কিন্তু কে জানিত শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।"

বইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং যেহেতু জ্ঞানেই মানুষের মুক্তি অতএব লাইব্রেরি হল মানুষের পরিত্রাণ পাবার স্থান। কবির ভাষায় লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

কবি তাই সকলকে লাইব্রেরিতে আহ্বান করেছেন। সেখানে অজ্ঞানান্ধকার দূর করা আলোকের জয়সংগীত ও মহাপুরুষদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। —কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানুষের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জয়সংগীত গান হইতেছে।

"অমৃতালোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন,—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ। সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।"

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় রচনা 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'-এর বিষয় বস্তু রচনার শিরোনামেই স্পষ্ট। এ রচনা লাইব্রেরির কার্যগত দিকটাকে অবলম্বন করেছে। মনে রাখতে হবে যে এ রচনা যখন লিখিত হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতী হিসেবে পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত—দেশে এবং বিদেশে। তিনি বিশ্বভারতী সংগঠন করেছেন

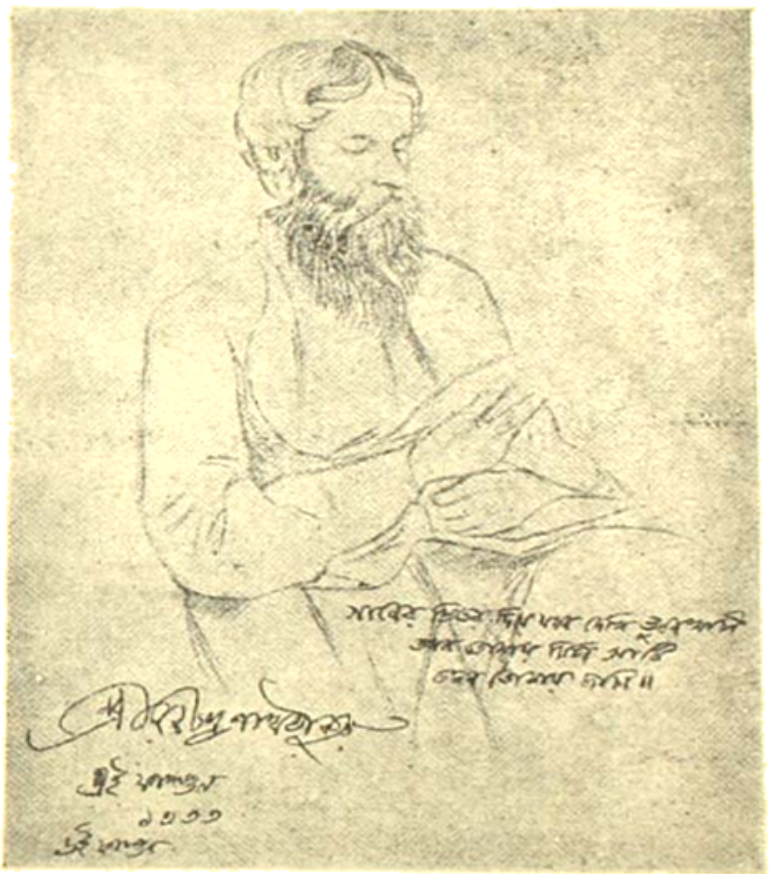

গীতাঞ্জলির ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণের (১৯১২-১৩) জন্যে কবিবন্ধু উইলিয়াম রদেনষ্টাইন পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের যে ছয়টি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন, এই ছবিটি তার মধ্যে একটি। পরে 'মিউজিক অব হিন্দোস্তান' গ্রন্থেও ছবিটি মুদ্রিত হয়েছিল।

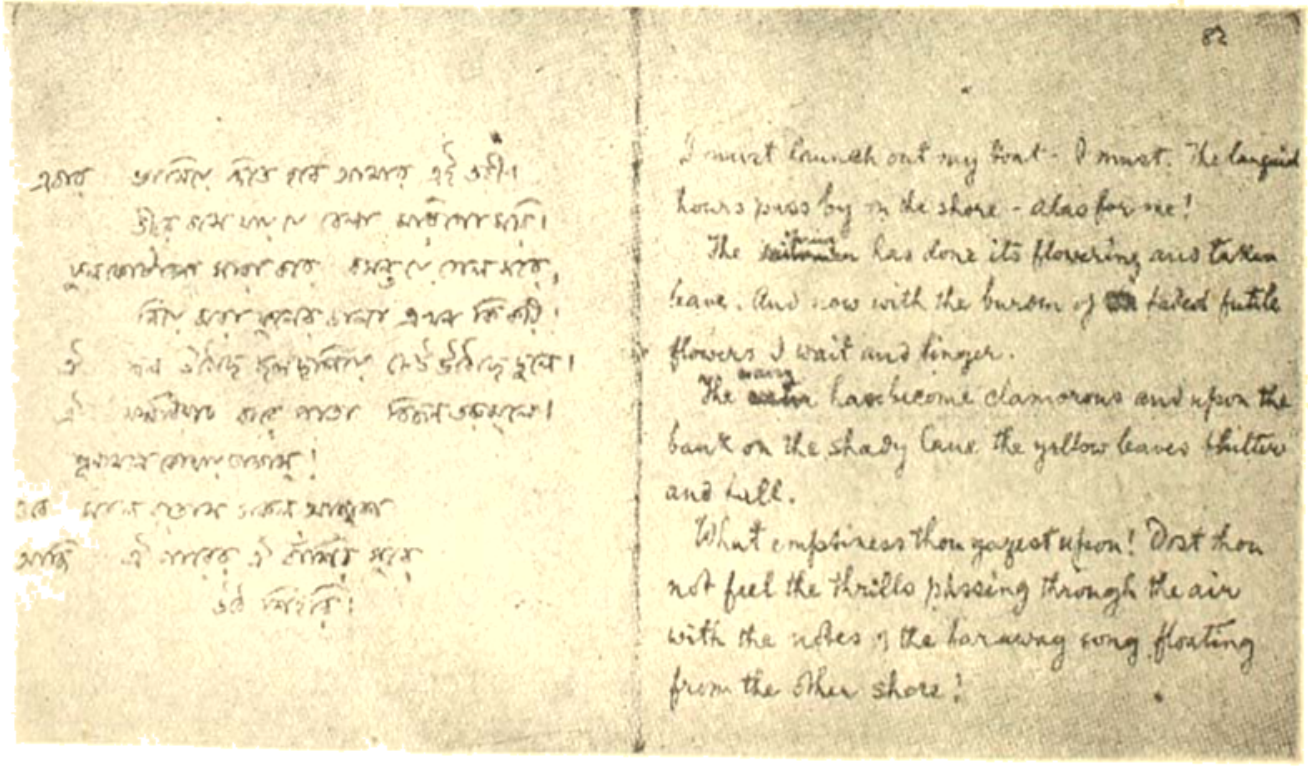

I must launch out my boat - I must. The languid hours pass by on the shore - alas for me!

The autumn has done its flowering and taken leave. And now with the burden of faded futile flowers I wait and linger.

The many have become clamorous and upon the bank on the shady lane the yellow leaves flutter and fall.

What emptiness thou gazest upon! Dost thou not feel the thrills passing through the air with the notes of the harvang song floating from the other shore!

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি থেকে

এবং সেই কারণে লাইব্রেরির কার্যগত দিকটা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ঘটেছে। ফলে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার একটা বাস্তব ভিত্তিভূমি রয়েছে। সেই কারণেই বোধ হয় কবি লাইব্রেরির কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিরলঙ্কৃত ভাষায় এত স্পষ্ট হয়েছে।

কবি প্রথমেই বলেছেন যে লাইব্রেরির মনে রাখা উচিত যে সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয়। অতএব লাইব্রেরির মূল্য বা সত্য শুধু তার সংগ্রহের মধ্যে নেই। —"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্থ। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা ক'রে রাখে।" অবশ্য সংগ্রহের যে উপযোগিতা নেই তা নয়, কিন্তু লাইব্রেরির সার্থকতা ফুটে ওঠে এই সংগ্রহের যে অংশ ব্যবহৃত হয়। কবি বলেছেন, "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।

অতএব রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি একটা নিষ্ক্রিয় গ্রন্থ সংগ্রহ নয়। সে একটি সক্রিয় বস্তু যাতে হতে পারে সে বিষয়ে কবির নির্দেশ স্পষ্ট। —"লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যে হেতু তার বই আছে। সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।"

সক্রিয়তাই লাইব্রেরিকে বড়ো করে। কবি তাই বড়ো লাইব্রেরির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে—"যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই। যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে।"

লাইব্রেরি সক্রিয় হলে সে পাঠককেও তৈরি করতে সক্ষম হয়। কবি স্পষ্টই বলেছেন, "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে।"

কিন্তু লাইব্রেরি তো নিজে নিজেই সক্রিয় হতে পারে না। লাইব্রেরি সক্রিয় হয়, বড়ো হয় লাইব্রেরিয়ানের জন্যে। লাইব্রেরিয়ানই লাইব্রেরির কর্তব্য পালন করবার জন্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন।

কবি তাই লাইব্রেরিয়ানের কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, "লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থ বোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না। ···লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, শেল্‌ফভরির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।"

এই যোগ্যতা লাইব্রেরিয়ান কী ভাবে আয়ত্ত করতে পারেন? এ বিষয়ে ও কবির নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। আজকাল গ্রন্থাগারবিদ্যায় আমরা যা শিখছি, তার সবই দু একটি কথায় কবি প্রকাশ করেছেন। যেমন গ্রন্থ নির্বাচন। কবি বলেছেন, লাইব্রেরিয়ানের জানা চাই "বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।" এবং "বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত" হওয়া চাই।

তারপর কবি বলেছেন, লাইব্রেরির গ্রন্থ তালিকা এমন হওয়া উচিত যার মধ্যে 'আহ্বান' আছে, 'পরিচয়' আছে। এই রকম তালিকা তৈরি করাই তো আধুনিক sclentific cataloguing-এর উদ্দেশ্য।

লাইব্রেরির একটা বৃহৎ অংশ পত্র পত্রিকা নিয়ে। কিন্তু এগুলি যদি কেবল সংগৃহীত থাকে তাহলে তাদের ব্যবহার বহুলাংশে ব্যাহত হয়। পত্র পত্রিকার ব্যবহার যাতে ব্যাপক হয় সেজন্যে তাদের সূচী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আজ কাল স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও এ কাজের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। মাসিক পত্র থেকে "বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করে" তার তালিকা প্রস্তুত করার কথা তিনি বলেছেন, কারণ তাতে সেই প্রবন্ধগুলি "পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে।"

লাইব্রেরিকে সক্রিয় করার একটা বিশেষ উপায় হল যাকে আজকাল বলা হয় display work. রবীন্দ্রনাথ এদিকেও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।"

কিন্তু লাইব্রেরির সব কাজ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আছে। সেই মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হলে লাইব্রেরির সকল কর্তব্যের অর্থ স্পষ্ট

হয়ে ওঠে। কবির সত্যদৃষ্টিতে লাইব্রেরির সেই মূল উদ্দেশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন, "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ। গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া—এই হল লাইব্রেরীর সম্বন্ধে আদি ও শেষ কথা। এই কাজের জন্যেই লাইব্রেরীর মূল্য লাইব্রেরিয়ানের মূল্য এবং মর্যাদা। আর এই একমাত্র কাজের জন্যেই Library Scienceএর উদ্ভব এ বিষয়ে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার সার্থকতা।

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশে আজও দেখি শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই—কি বিভাগীয় কর্তাব্যক্তি, কি শিক্ষকশ্রেণীর গুরুজন—লাইব্রেরির মূল্য সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নন। ভাবতে বিস্ময় জাগে রবীন্দ্রনাথ কত আগে, যখন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, লাইব্রেরির প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, এবং লাইব্রেরির কী মূল কাজ সে বিষয়ে শেষ কথা বলে গেছেন।

শুধু তাই নয়, কবি লাইব্রেরিয়ানের পদমর্যাদা স্বীকার করে গেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। পৃথিবীর আর কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি লাইব্রেরিয়ানকে এভাবে সম্মানিত করেছেন কি না জানি না। বিশ্বকবির কাছ থেকে লাইব্রেরিয়ানরা পরিচয়পত্র পেয়েছেন, সুতরাং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দীপবর্তিকার মতো যে-বাণীরূপ পেয়েছে, আমাদের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে তাকে সযত্নে সকলের সম্মুখে তুলে ধরা উচিত। কবির দুটি রচনা থেকে বাছা বাছা সূক্তি চয়ন করে তাদের প্রতিলিপি বড় বড় অক্ষরে লিখে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন, যাতে সর্বদাই তা সকলের চোখে পড়ে। এতে লাইব্রেরি প্রকৃত বড় হয়ে ওঠার প্রেরণা পাবে। লাইব্রেরিয়ানরা নিজেদের পছন্দসই সূক্তি চয়ন করতে পারেন, তবে নমুনা হিসেবে আমরা দুটি সূক্তি তুলে ধরছি—

(১) অমৃতালোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছে সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

(২) শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষেই নয়, রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রমাত্রেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে নানান দিক থেকে নানাবিধ টুকরো অবস্থায় এনে খাড়া করে দেখবার চেষ্টা। শতবার্ষিকীর সুবাদে এটা ব্যাপকতর হয়েছে। এ ধরণের আলোচনাতে যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক ধরা পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তার ফলে আমাদের চিন্তা এবং বহুমুখী আস্বাদনের জগৎও বিস্তৃততর হয়। যদিও কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চমকপ্রদ গালভরা অথচ অস্বাচ্ছন্দ্যকর শিরোনামার অনুসরণে গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথকেও দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে বোধকরি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগতের এই দিকটাকে অযথা গণ্ডীবদ্ধ করা হয়। তাই শুধু গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ না করে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন গ্রন্থচিন্তার আকাশপটটি হৃদয়ে প্রতিফলিত করবার চেষ্টাই সঙ্গত।

গ্রন্থাগার পরিচালনার বিদ্যা আজকের দিনে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থ সংরক্ষণেই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয় না, জ্ঞানের বিশালতর ক্ষেত্রের জরীপ করে পথের সংকেতও তাঁকেই দিতে হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার একদিকে রয়েছে গ্রন্থ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি, গ্রন্থবর্গীকরণ এবং সংরক্ষণের বিবিধ বৈজ্ঞানিক আয়োজন, অন্যদিকে রয়েছে গ্রন্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকবর্গ ও গবেষক মণ্ডলীর কাছে এনে হাজির করা। সুতরাং গ্রন্থাগার যেমন একদিকে গ্রন্থের ভাণ্ডার, অন্যদিকে তেমনি গ্রন্থালোচিত বিষয়ের স্মারক এবং নির্দেশক। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য একদিকে যেমন গ্রন্থ সমূহের সুষ্ঠু সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্যদিকে তেমনি সুসমঞ্জস উপায়ে আলোচনা এবং গবেষণায় সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মনে এই সত্যগুলি এত সহজে ধরা দিয়েছিল যে ভাবতে গেলে কিছুটা আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। অথচ আজীবন যাঁর কারবার বিদ্যা ও জ্ঞান নিয়ে তাঁর কাছে এ সত্য ধরা পড়াই তো স্বাভাবিক। অত্যন্ত অল্প কথায়

তিনি গ্রন্থাগারের স্বরূপ এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের কথা বলে গেছেন। এবং কী আশ্চর্য, এইটুকুর মধ্যে গ্রন্থবিদ্যার সব কথাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। সুদূর ১২৯২ সালে তিনি লিখছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহানন্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" মানুষের উপলব্ধির একমাত্র ধারক ও প্রসারযন্ত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ 'অতীতকে বর্তমানে বন্দী' করে রাখে, এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দেয়। রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থের এই স্থিতিশীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের স্বরূপ কেমন হবে তাও শুনুন। "এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে, বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসংগে থাকে, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।" অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সর্ব বিষয়ের বই তো থাকবেই, একই বিষয়ের বিভিন্ন মতবাদের বইও থাকবে পাশাপাশি। কোনো বিশেষ দল বা বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাত থাকবে না গ্রন্থাগারিকের, ব্যক্তিগত চিন্তায় থাকলেও গ্রন্থাগার নির্মাণে তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ববিধ মত ও পথের পুস্তক সংরক্ষিত হবে গ্রন্থাগারে, যাতে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক চিন্তা করতে পারেন। গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাইএর এই মূল নীতি আজকাল গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন। একথাও জানেন যে এই সংগ্রহ নিপুণভাবে করতে হবে যাতে অবান্তর পুস্তক গ্রন্থাগারকে অযথা ভারাক্রান্ত না করে। ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বলছেন দেখুন,— "অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে।" অর্থাৎ এমন বই দিয়ে গ্রন্থাগার ভরে তুলতে হবে যেগুলি পাঠকবর্গের কাজে লাগবে; অকেজো বই চটকদার অথবা নামকরা হলেও যদি ব্যবহারে না লাগে তো শুধু শুধু শোভাবর্ধনের জন্য রাখা অর্থহীন, কেননা সব বই সব গ্রন্থাগারের উপযুক্ত নয়। রংগনাথন ও

তাঁর গ্রন্থবিজ্ঞানের পঞ্চনীতি প্রথমেই বলেছেন, 'Books are for use,' বই ব্যবহারের জন্য। সংগ্রহের পূর্বে পাঠকগোষ্ঠীর মান অনুযায়ী পুস্তকের পঠনযোগ্যতা ও পঠন সম্ভাবনীয়তা বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। দেশে বিদেশে এমন গ্রন্থাগারের অভাব নেই যেগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থসংখ্যার কৌলিন্যে আভিজাত্য দাবী করে; অথচ এমন গ্রন্থাগারই অভিজাত যার বাছাই করা পরিমিত সংগ্রহ উচ্চস্তরের।

"লাইব্রেরিকে ব্যবহারযোগ্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত পাই। আজকাল সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং কোনও বিশেষ বিষয়ের বা গবেষণা গ্রন্থাগারের পারস্পরিক পার্থক্য ও স্বনির্ভর প্রয়োজনীয়তা সর্বস্বীকৃত। কোন গ্রন্থাগার কী ধরণের হবে, কোন কোন বই সেখানে তালিকাভুক্ত হবে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট নীতি থাকা শুধু প্রয়োজন নয়, আবশ্যিক। তা না হলে একদিকে যেমন অনর্থক অর্থব্যয় হবে অপর দিকে তেমনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সুষ্ঠু সমাবেশ হবে অসম্ভব। এই 'পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ' করতে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বা খণ্ডিত বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিও এই সূত্রে ভেবে দেখা যায়। কেননা 'লাইব্রেরির পরিচয়' বলতে বুঝি তার সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, নির্বাচিত পুস্তকের বিষয়গত সীমা।

গ্রন্থ তালিকা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা লক্ষণীয়। "সাধারণত লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই। তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় নাই, যে নিজে এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড় লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। গ্রন্থতালিকা তৈরী করবার আধুনিক যে পদ্ধতি তার মূল কথাটাও এই। কেবলমাত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তার নামের নিষ্প্রাণ তালিকা নয়, গ্রন্থপরিচিতিও আবশ্যক। এই থেকে subject catalogue বা বিষয়ানুগ তালিকার সৃষ্টি। উপরন্তু এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা করবার জন্য রয়েছে display বা পুস্তকের ঘোষণা, এবং আনুষঙ্গিক সব পদ্ধতি যাকে গ্রন্থাগারের ভাষায় বলা হয় publicity বা প্রচারের কাজ। এই

ধরণের তালিকা প্রণয়ন ও ঘোষণার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগারের 'প্রকৃতি'টি জানানো। গ্রন্থাগারের 'অপ্রকৃতি' অপেক্ষা 'প্রকৃতি' যে প্রধান তা আজকের গ্রন্থাধ্যক্ষরা সকলেই জানেন, এবং ছোট বা বড় সব গ্রন্থাগারেরই তাই লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।" এতে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারের তরফে 'আহ্বান' জানানোর কথা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্বের কথা। রংগনাথন তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রন্থনীতিতে বলেছেন 'every reader his book' এবং 'every book his reader', অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠককে দিতে হবে পছন্দ মতো বই এবং প্রতিটি বইএর জন্যই থাকবে এক বা একাধিক পাঠক। পাঠক শুধু চাঁদা দিয়ে নয়, তাঁর চাহিদা দিয়েও গ্রন্থাগারকে 'তৈরী' করে তোলে। গ্রন্থাগারও প্রতিটি বইএর জন্য 'আহ্বান' জানিয়ে 'তৈরী' করে তোলে পাঠক সম্প্রদায়। আমরা আধুনিক গ্রন্থসেবীরা জানি কিভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তকের পাশে অনুরূপ বিষয় সংক্রান্ত আরো বই রেখে, এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে পাঠকদের আগ্রহ বাড়াতে হয় এবং একটি পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হয়। শুধু তাই নয় পাঠকের রুচির পরিবর্তন বা রুচির গঠনও এই উপায়ে সম্ভব। পাঠক সাধারণের রুচিগঠনের সামাজিক দায়িত্ব আংশিকভাবে গ্রন্থাগারিকের উপরে বর্তায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থ-ভাণ্ডারের কাণ্ডারীবৃত্তি ছাড়াও রুচি সংরক্ষণ এবং বিধানুগ বিশ্লেষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন। "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।" আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞানের এইটিই প্রধান ভিত্তি। সমগ্র গ্রন্থ জগতেরই শুধু নয়, অধীত বিদ্যার প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধেই গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান থাকা চাই। এবং এই জ্ঞানের প্রয়োগে পাঠকবর্গকে সাহায্য এবং এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালনা করবার যোগ্যতাও গ্রন্থাগারিকের থাকা চাই। 'গ্রন্থবোধ' থেকে তিনি গ্রন্থের ভালমন্দ এবং সেই সেই গ্রন্থকে ভিত্তি করে সামাজিক ভালমন্দ যাচাই করে যেন নিতে পারেন। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি মনে করেন "প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভারূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই।" এবং আশা করেছেন গ্রন্থাগারিক "এই মণ্ডলীকে

তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে" পারবেন ; কেননা "তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ পাঠকের।"

আজকাল আমরা Union list of serials তৈরী করবার কথা ভাবি, library co-operationএর কথা ভাবি এবং Farmington planএর গুণগান করি। তেত্রিশ বছর আগেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পড়েছিল। পত্রিকার প্রবন্ধাদির সার সংকলন বা abstractionএর কথাও তিনি বলেছেন। গ্রন্থাগারে যেসব দেশীয় বা বৈদেশিক পত্র-পত্রিকা আসে "যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা" প্রস্তুত করেন তবে "পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে।" এই জাতীয় নানাবিধ পত্র-পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে কোনো গ্রন্থাগার যদি "খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভাল বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়" তবে একদিকে যেমন প্রকাশকেরা সেখানে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নূতন বইএর খবর দিতে পারেন অন্যদিকে তেমনি তামাম দেশের পাঠক সেখান থেকে বই বা পত্রিকা এনে কাজে লাগাতে পারেন। এর ফলে যেমন সকলের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায় তেমনি অন্যান্য গ্রন্থাগারও অনুরূপ তালিকা প্রণয়ন এবং বৈশিষ্ট্য অর্জনে উৎসাহিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তার আরেকটি দিকও আছে। তিনি বলেছেন, "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তার গৌণ কাজ।" 'সচেষ্টভাবে' গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হলে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ পরিচয়ও গ্রন্থাগারিকের নিজের থাকা প্রয়োজন। আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকের এই গুণটির উপরে জোর দেয় সবচেয়ে বেশি, এবং এজন্য পুস্তকের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় অর্থাৎ bibliography, এবং সর্বসাধারণকে পঠনের ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা, অর্থাৎ referenceএর কাজে দীক্ষিত হতে হয়। 'গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা' গ্রন্থাগারিকের পক্ষে 'গৌণ কাজ' হলেও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থের সমাবেশই এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্য নয়, স্বল্প ব্যবহৃত অথচ অপরিহার্য গ্রন্থ কখনো ব্যবহারে লাগতে পারে মনে করেও গ্রন্থাগারে

সমাবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ 'গ্রন্থবোধ' সম্পন্ন গ্রন্থাধ্যক্ষ সুনিপুণ ভাবে এই দুই দিক বজায় রেখে পুস্তক নির্বাচনের কাজ করবেন এবং 'সচেষ্টভাবে' তাঁর 'পাঠক মণ্ডলীর' কাছে সেগুলির 'পরিচয় সাধন' করিয়ে দেবেন। গ্রন্থাগারিককে একাধারে গ্রন্থাধ্যক্ষের ও পাঠকের কাজ করতে হবে। 'আতিথ্য পালনের' সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেবেন স্ব-প্রবর্তিত আতিথ্যের স্বাদ। সেইখানেই তাঁর পরিপূর্ণ শিক্ষা ও যোগ্যতা।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলির মধ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের পরিচয়ের ভিত্তি রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নন, গ্রন্থের অধ্যক্ষ; এবং একথা গ্রন্থাগারের সব কর্মীর পক্ষেই খাটে। এই জন্যই প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। তাঁর কথায়, গ্রন্থের স্বল্প পরিধির মধ্যে যেমন রয়েছে জ্ঞানের বিশাল বারিধির পরিচয় তেমনি এই স্বল্প ভাষণের মধ্যেও রয়েছে গ্রন্থবিদ্যা এবং গ্রন্থাগার বিদ্যার ভূমিকা। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেও চিন্তাকার্পণ্য দেখান নি এবং সেইটিই গ্রন্থবিদ-জগতের গর্ব।

••• When a whole body of men train themselves for a particular narrow purpose, it becomes a common interest with them to keep up that purpose and preach absolute loyalty to it. Nationalism is the training of a whole people for a narrow ideal; and when it gets hold of their minds it is sure to lead them to moral degeneracy and intellectual blindness. We cannot but hold firm the faith that this age of Nationalism, of gigantic vanity and selfishness, is only a passing phase in civilisation, and those who are making permanent arrangements for accommodating this temporary mood of history will be unable to fit themselves for the coming age, when the true spirit of freedom will have sway.••• Creative Unity.

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

সুশীলকুমার ঘোষ

বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা চিরকাল মনে থাকিবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপে তাহার দর্শন প্রয়াসী বলিলে তিনি প্রফুল্ল বদনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন। আমাদের সুযোগ্য সভাপতির নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করি জানাইলে তিনি উক্ত পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে জানাইয়া অনন্য সুলভ স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশীর্বাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন. সংবাদপত্রে উক্ত পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকি। পরে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করিলেন :

"আমি ত আমার মন্তব্য ইতিপূর্বে বলিয়া দিয়াছি। গ্রন্থাগার আমার নিকট অতি মূল্যবান বস্তু,—সমাজের এক অপরিহার্য অবয়ব। গ্রন্থাগার ভবনে সঞ্চিত থাকে অমূল্য সম্পদ—পুরাবৃত্তের কাহিনী, প্রাচীন ঋষি ও সুবিজ্ঞ মনীষীদের চিন্তাধারা যাহা শাশ্বত কাল ধরিয়া আমাদের প্রাণে বল ও জ্ঞান সঞ্চার করিবে। বিগত যুগের বিবিধ জ্ঞান ও রত্ন আমাদের আহরণ করিতে সুযোগ দেয় এই গ্রন্থাগার। এইজন্য আমার নিকট ইহা পবিত্র ভূমি। দেশ বিদেশকে ইহা নিকটে টানিয়া আনে। সুদূর প্রতীচ্য দেশের বিভিন্ন বার্ত্তা এমন কি প্রাচ্য কাহিনীও যাহা কালের কবলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—তৎসমুদয় ইহার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত। সেজন্য লাইব্রেরি আমার নিকট প্রিয় বস্তু।

সকল দেশের পূজ্যপাদ চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি কোথায় পাইব ? লাইব্রেরি না থাকিলে ঐগুলি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারিত।"

আমি গুরুদেবকে বলিলাম, আমরা সেজন্য প্রত্যেক লাইব্রেরিকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্রভাবে সযত্নে রক্ষা করিতে উপদেশ দেই। ঐ অমূল্য গ্রন্থগুলি লাইব্রেরি গৃহের বাহিরে যাইবে না। প্রয়োজন হইলে পৃথক

আসনে বসিয়া ঐগুলি লোকে পাঠ করিবেন। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয় সোল্লাসে কহিলেন, আমারও সেই নির্দেশ। যদি ঐ মূল্যবান পুস্তক সমূহ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রতি গ্রন্থালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ খুলিয়া পৃথক আসনে উহা অধ্যয়ন করিবার বিধি থাকে, তাহা হইলে সমাজ সেবার একটি প্রয়োজনীয় কার্য নিষ্পন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন রত্ন উদ্ধারের এক সুনিশ্চিত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সকল চিন্তা ও সারগর্ভ পুস্তকের সংখ্যা ও বিবরণ জনসাধারণকে জানানর প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা সংবাদপত্রে ও অন্যত্র প্রকাশের যে আবশ্যক তাহা আমি মনে করি।

আমি বলিলাম আমাদের আর একটি লক্ষ্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া গ্রন্থালয় সমিতি প্রতিষ্ঠা পূর্বক উহার মাধ্যমে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপন—যেমন কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থ সকল গ্রন্থালয়ে থাকিবে। নিজ এলাকার চাহিদা অনুসারে এবং স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয়ীভূত পুস্তকগুলি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। এই পন্থানুক্রমে কোন লাইব্রেরি হইবে ইতিহাস-প্রধান, কোন লাইব্রেরি হইবে কাব্য-প্রধান, কোনটি বা গল্প প্রধান কিংবা উপন্যাস প্রধান। এইরূপে ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্বের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা দ্বারা অধ্যয়ন, গবেষণা ও তথ্য নির্ণয়ের পক্ষে লাইব্রেরি আন্দোলন উপযোগী হইয়া উঠিবে। ইহাদ্বারা বায় সঙ্কোচ আপনা হইতে নির্বাহ হইবে। আলোচনা-গবেষণার কার্যও যে সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেই বৎসরই আমাদের সভাপতি মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেবের নিকট নিবেদন করিলাম, সদূর উদ্দেশ্য—গ্রন্থমালা প্রকাশের দ্বারা মানব মন সংগঠন ও পাঠক-চিত্ত উন্নত করা। পরে সসম্ভ্রমে বলিলাম, আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনার বিশ্বভারতীর জ্ঞানকেন্দ্র হইতে এই আদর্শ সফল করিয়া পথ-প্রদর্শকের কার্য করুন। তিনি বলিলেন, "আমি শিক্ষা দানের ভার লইয়াছি, জ্ঞান-কেন্দ্ররূপে ইহা কার্য করিয়া যাইবে।" "আমি বিনীতভাবে বলিলাম, জগতের যাবতীয় লোক বিশ্বভারতীতে জ্ঞানলাভের জন্য পদার্পণ করেন, বিশিষ্ট ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—অগণিত ছাত্র সমাবেশ হয়, ছাত্র-ছাত্রীর আকুল উৎসাহ বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গন মুখর করিয়া রাখে। ভাবধারা

প্রস্ফুটনে জ্ঞান তৃষ্ণা মিটানর আকাঙ্ক্ষায় শিক্ষা অর্জন বিষয়ে, কলাবিদ্যার অনুশীলনে, শিল্প-বিস্তারে আপনার বিশ্বভারতী জগৎজোড়া নাম করিয়াছে।

অতএব বিশেষ সমীচীন হইবে আপনি যদি এই জ্ঞানতীর্থ হইতে Everyman's Library Series বা Home University Library Series-এর মত ধারাবাহিক পুস্তকমালা স্বল্প মূল্যে প্রকাশ করেন। মাত্র এক শিলিং মূল্যে জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঐ গ্রন্থমালায় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ঐরূপ গ্রন্থমালার অভাব দেখিয়া আমরা বিক্ষুব্ধ। কবিবর কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের এ স্থলে কেবল শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের ইহাকে কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। এই স্থানে বিরাট লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিয়াছি। বহু লোক, বিভিন্ন সম্প্রদায়, অসংখ্য জাতি এখানে অধ্যয়ন করেন।

আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমাদের উদ্দেশ্য লোকেদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা স্থাপন। ইংরাজীতে যাহাকে বলে, Teaching University—অধ্যাপনার ব্যবস্থা আমরা বিধিমতে করিয়া থাকি। উপযুক্ত অধ্যাপক লইয়া আসি দেশ বিদেশ হইতে।

আপনার প্রস্তাব সমাজের ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে উপযোগী। আপনি এই মূল্যবান প্রস্তাব গ্রন্থ প্রকাশকদের নিকট করিলে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইহা পুস্তক বিক্রেতাদের আদর্শ—ইহা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য, আমরা পুস্তক প্রকাশ করিতে যাইব কেন? আমি সলজ্জভাবে বলিলাম, জ্ঞান চর্চ্চার জন্য, বিদ্যা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা ও জ্ঞান-রাশি দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—তাহাদের পড়ান হয় বিবিধ সংখ্যায়, ঐ সকল জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিলে ক্ষতি কি? মিলটন-সেক্সপীয়র, এরিস্টটল-প্লেটো, ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি তো এখন জগতের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনি তো বিশ্ববাসীর কল্যাণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে আর কয়টি আছে?

আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সবই বুঝি,—আপনি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশের কথা গুরুদাস লাইব্রেরি, বুক কোম্পানী, বরেন্দ্র লাইব্রেরি প্রভৃতি বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার নিকট গিয়া বলুন সমাজের হিতসাধন হইবে, তাঁহারাও লাভবান হইবেন।"

ইহার বহুকাল পরে বিশ্বভারতী হইতে "বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ" নামক গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটির সমান মূল্য, স্বল্প ব্যয়ে ক্রয় করিবার উপযোগী, মূল্য মাত্র আট আনা। প্রথম প্রকাশকাল ১৩১০ সাল, প্রথম পুস্তক—

১।	সাহিত্যের স্বরূপ	... ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২।	কুটির শিল্প	... ...	ঋক্ষশেখর বসু
৩।	ভারতের সংস্কৃতি	...	ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪।	বাংলার ব্রত	...	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫।	জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	...	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইত্যাদি—

জনকল্যাণ সাধিত হইল সাফল্যের সহিত আমরাও নিবিড় আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম আন্তরিকভাবে।

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

তিনকড়ি দত্ত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে রবিবাসর নামক সাহিত্যসেবীগণের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও পরে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রবিবাসরের অধিনায়ক।

এই ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের অনেক আগেই তিনি যখন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রথম সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন তখন থেকেই আমরা জানতে পারি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবিগুরুর আন্তরিক সহানুভূতির কথা।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বরোদারাজ্যের গণদেবীতে (বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) যে প্রথম বরোদারাজ্য গ্রন্থাগার সম্মিলন হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বাণীটি পঠিত হয়। এই সম্মেলনের কার্যবিবরণীর সঙ্গে

বিজয়বাদা থেকে প্রকাশিত Indian Library Journal-এর ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ঃ

With a grand plan in mind
I toil day and night,
Till something large is built at last,
Truth and illusion mixed,
But my tiny hopes wait long.
The joys that are frail,
In the vision of which mingle
Some stray notes of a song.
A breath of hidden flowers
The whisper in the shade of a familiar tree,
And a leisure brimming
Over with dread bubbles.
When god's will to create
Shook the sky into fiery whirls,
His power, in the beginning of years,
Built up its triumph in towering hills,
But his dreams waited millions of barren nights
Before He smiled on His first shy flower.
(March 18,1925).

তিনি পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আয়োজিত All India Public Library Conferenceএর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে মনোজ্ঞ অভিভাষণটি তৈরী করে দেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে দেখবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করবার সুযোগ হয় যখন তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশনে আসেন। পরে আরও কয়েকবার তিনি রবিবাসরে আসেন এবং রবিবাসরকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সে সময় কবির নানা কর্মসাধনার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন আমাদের প্রথম গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয় সেই সময় তিনি এই বাণীটি পাঠিয়েছিলেন ঃ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
28. 4. 37.

I wish the efforts of the Bengal Library Association all success. The Association will meet a great demand in the country by training qualified librarians.

পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদের কার্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা হয় শান্তিনিকেতনে। তাঁকে যখন জানাই সহজ ভাষায় লেখা নানা বিষয়ের বইয়ের অভাবের কথা-যা আমাদের ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'সাহিত্যের বাজার' সম্বন্ধে আলোচনা চক্রে ব্যক্ত হয়েছিল। ঐ চক্রে লেখকের বক্তব্য বলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠকের বক্তব্য বলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশকের বক্তব্য বলেন সজনীকান্ত দাস। তিনি সব শুনে হেসে বলেন আমারও খুব ইচ্ছা সহজ ভাষায় লেখা, কিন্তু সেটা বড় শক্ত কাজ। তিনি লিখেছেন—

সহজ ভাষায় লিখতে আমায় কহ যে
সহজ ভাষায় যায় না লেখা সহজে।

তিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারটি নিজের পছন্দমত করে গড়ে তোলেন। তিনি যে কি একাগ্রতার সঙ্গে নানা বিষয়ের বই পড়তেন জ্ঞান আহরণের জন্য—তার সাক্ষ্য রয়েছে এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবিগুরুর পঠিত নানা বইয়ের পাশে লেখা মন্তব্যগুলিতে ও দাগ দেওয়া জায়গায়। প্রভাতবাবুকে তিনি স্নেহভরে বলতেন "বইবাহিক"। প্রভাত বাবু প্রায় সকল সর্বভারতীয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছেন। এই গ্রন্থাগারের উপর তলায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতিকে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকতে দেখেছি। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহে বাঙ্গলাভাষায় নানা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানের বই বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্রে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন আসুন আমরা তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবরূপ দেবার জন্য পরিষদের "গ্রন্থাগার বিদ্যাভবন" নির্ম্মানের সংকল্প গ্রহণ করি। এতদুদ্দেশ্যে কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নিকট থেকে একখণ্ড জমি সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিদ্যাভবনে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ সুবিধা হইতে পারবে।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগ্রন্থাগারিক

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, এস মোর দাদা।

বড়োর সাথে আত্মীয়তার সূত্র সন্ধান করা এবং ক্ষীণ আত্মীয়তা আবিষ্কৃত হ'লে তা'কে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হিসাবে প্রচার করা সাধারণ লোকের রীতি। সারা পৃথিবী যখন রবীন্দ্র বন্দনায় রত, তাঁর বহমুখী অনন্যসাধারণ প্রতিভার রবি-রশ্মিতে বিশ্বজগৎ যখন উদ্ভাসিত তখন কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাথে গ্রন্থাগারিক গোষ্ঠীর আত্মীয়তার সূত্র-সন্ধানের প্রয়াসকে কারও কাছে হয়তো হ্যাংলামি মনে হ'লেও এ কার্য অস্বাভাবিক নয়।

গ্রন্থাগারিকের অনেক দায় রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন। আত্মীয় বন্ধু ছাড়া অন্যের দায় স্বেচ্ছায় কে নিজের স্কন্ধে নেয়? জন সমাজে গ্রন্থাগারিকের পরিচয় দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কাজ। সে কাজ রবীন্দ্রনাথ যত সহজে সম্পন্ন ক'রেছেন কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অধিকতর আয়াসে সে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হ'তো না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' সত্যই তো মানুষের যত চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতির বন্যা সে সবই তো নিষ্প্রাণ গ্রন্থে আবদ্ধ হ'য়ে গ্রন্থাগারে স্থানলাভ করেছে। ভগীরথের মত সেই বন্যা ধারার সন্ধান যে পায়, কঠিন বরফের আবরণ ভেদ ক'রে সেই আবিষ্কৃত স্রোতধারা তাকে ভাসিয়ে যায় কোন আনন্দলোকে, কোন জ্ঞান সাগরে, কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যে। এত অল্প কথায় গ্রন্থাগারের শক্তির প্রচ্ছন্ন বেগধারার যে পরিচয় তিনি সবার সামনে উপস্থিত ক'রেছেন তার তুলনা কোন্ গ্রন্থাগারিকের বর্ণনায় পাওয়া গেছে? কাজেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকের

শুধু আস্বীর নন তিনি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী অর্থাৎ তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী।

গ্রন্থাগার সমাজের সকল মতের, সকল পথের লোকের যে অবাধ মিলন-কেন্দ্র, এখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের গ্রন্থের যে পাশাপাশি নিঃশব্দ ও নির্দ্বন্দ্ব সমাবেশ সে কথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী কত ইনিয়ে বিনিয়ে ভণিতা ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর সেই বক্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন মাত্র কয়েক ছত্র কালির আঁচড়ে—'এখানে (গ্রন্থাগারে) জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।'

'কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কতশত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে।' দূর-দূরান্তরের, যুগ-যুগান্তরের জ্ঞান ও বাণীর আহরণ হয় গ্রন্থাগারে। স্থান ও কালের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে অতীত ও দূরের মানুষের মনের সাথে, মণীষার সাথে পাঠকের মুখোমুখি পরিচয় ঘটিয়ে দেয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের এমন সত্য ও সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথের তুলিতেই চিত্রিত হওয়া সম্ভব। গ্রন্থাগার দরদী না হলে গ্রন্থাগারের এমন সার্থক রূপরেখা আর কে ফুটিয়ে তুলতে পারে!

গ্রন্থাগার মানব সভ্যতার প্রাচীন অবদান। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক কালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পড়ুয়া না হয়েও রবীন্দ্র-নাথ এই বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল নীতির যে ইঙ্গিত ও আলোচনা করে গিয়েছেন তাঁর রচনায় বহুদিন পূর্ব্বে, আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রের তাহা অনুধাবন-যোগ্য।

যে যুগে গ্রন্থ সহজ লভ্য ছিলনা সে যুগে গ্রন্থের ব্যবহার কামা হ'লেও ব্যাপকভাবে গ্রন্থ ব্যবহার উৎসাহিত করা সম্ভবতঃ সম্ভব ছিল না। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। গ্রন্থ আজ আর দুর্লভ বস্তু নয়। গ্রন্থের পূর্ণ ব্যবহার হ'লে গ্রন্থ সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করে। আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে এই কথাই পুন পুনঃ উচ্চারিত হ'চ্ছে। আর এই কথাকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের

মূল ভিত্তি হিসাবে এ যুগে গ্রহণ করা হ'য়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চা না ক'রেও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই মূলনীতির অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, 'লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।' গ্রন্থাগারের বাঞ্ছনীয় আদর্শ ও এ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণার মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে শুধু যে সচেতন তাই নয় তিনি লাইব্রেরির খ্যাতির মান কিসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন। তিনি কিছুটা ক্ষোভের সাথে ব'লেছেন, 'বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেক খানিই তার গ্রন্থ সংখ্যার উপর। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপন অহংকার—তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মান লাভের জন্য ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।'

এ যুগের গ্রন্থাগার হবে সজীব ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। ব্যবহারের জন্য গ্রন্থের সৃষ্টি এই বোধ মনে জাগ্রত রেখে প্রতিটি পাঠকের উপযোগী গ্রন্থ সরবরাহ ক'রবে পাঠকদের, এই গ্রন্থাগার। পক্ষান্তরে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রতিটি গ্রন্থের প্রতি উপযুক্ত পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ ক'রবে গ্রন্থাগার। ইহাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা, ইহাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল নীতি। এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য পথ, উপায় ও ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কাজ। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র প্রচারিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্ততঃ প্রথম সূত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ ক'রেছেন তার কিছু প্রমাণ আমরা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির মধ্যে পাই। এ সমস্ত উক্তিই রঙ্গনাথনের 'পঞ্চসূত্র' প্রচারের পূর্বের উক্তি। পরবর্তী আরও তিনটি সূত্র সম্বন্ধে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নির্দেশিত উপায়াদি সম্বন্ধেও প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি বহু পূর্বেই আলোচনা ক'রেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্যে এসব বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেন নি। তাঁর সহজ স্বাভাবিক মননশীল উপলব্ধি থেকেই এই সকল আলোচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি ব'লেছেন 'লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হ'চ্ছে তার সম্পদের দায়। যে হেতু তার বই আছে সেই হেতু তার সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে

ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেনা, সক্রিয়ভাবে সে যেন ডাক দিতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের মতে—'লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য ক'রতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাংগ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ করা চলেনা। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথ ঘাট নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থ তালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফের কোন আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা' নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।' গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গ্রন্থাগারকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলার এবং তার কার্যধারা ও কর্মক্ষেত্রে সম্প্রসারণের যে বিধান দেওয়া আছে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তার প্রতিচ্ছবির প্রকাশ। নিজে গ্রন্থাগারিক না হ'য়ে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন পাঠ গ্রহণ না ক'রে যিনি আপন প্রতিভার দীপ্তিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনেক মূল বিষয়কে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উদ্ভাসিত ক'রেছেন তাঁকে গ্রন্থাগারিকের নিকট-আত্মীয়, তাঁকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ভিন্ন আর কি বলা চলে?

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহ দানে রবীন্দ্রনাথ কখনও কার্পণ্য করেন নি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যখন নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ ক'রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি নিজে সম্মেলনে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। কিন্তু এই অধিবেশনে তাঁর যে সুচিন্তিত ও অমূল্য ভাষণ পঠিত হয় তা' গ্রন্থাগার সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। এই ভাষণের কোন কোন অংশের উদ্ধৃতি আলোচ্য নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সর্ব প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের যখন উদ্বোধন হয় রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ' থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই উদ্যমের সাফল্য কামনা করে লিপি পাঠিয়েছিলেন এবং গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ক'রে পরিষদ এ বিষয়ে একটা বড় অভাব পূরনের কাজ ক'রেছেন ব'লে জানিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের

সংগঠন ও উন্নতির জন্য তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে হয়তো হুগলীর শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় অথবা অন্য কেহ বিষদ বিবরণ দিতে পারবেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থাগারও তাঁর স্নেহলাভে বঞ্চিত হয় নি। রামমোহন লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থাগারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ঐ সব গ্রন্থাগারের সভায় অনেক সময়ে উপস্থিত হ'য়ে ভাষণ দিয়েছেন অথবা প্রবন্ধাদি পাঠ ক'রেছেন।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর এত প্রীতি এত দরদ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁর এত জ্ঞান তাঁকে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানী অথবা গ্রন্থাগারিকের আত্মীয় ব'লে উল্লেখ ক'রলে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ করা হবে না কিংবা গ্রন্থাগার অথবা গ্রন্থাগারিকের সাথে তাঁর সম্পর্ক কষ্ট কল্পিত ব'লে মন্তব্যকরা কখনই সংগত হবে না।

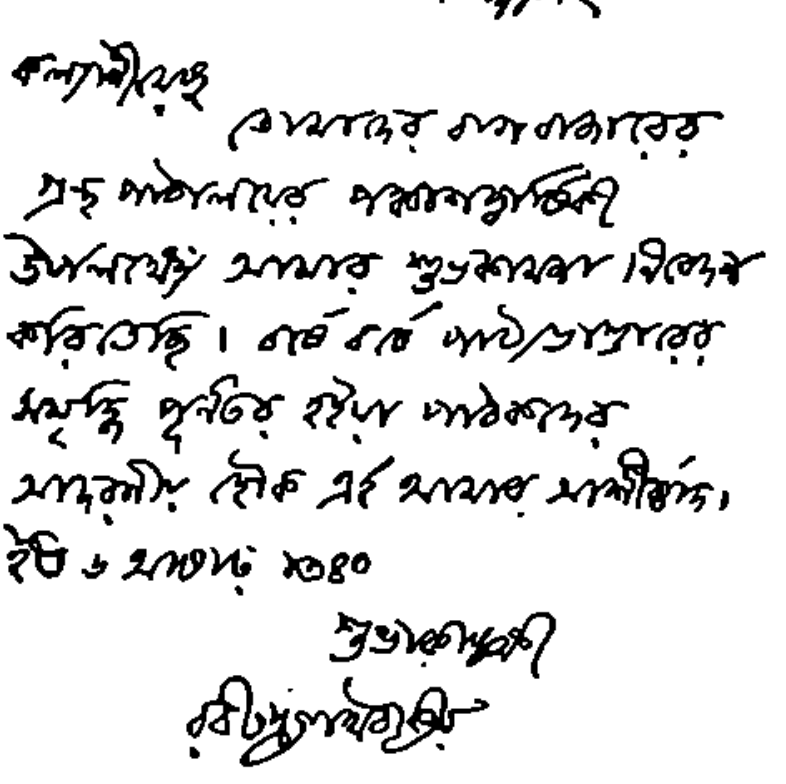

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে কবিগুরু প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ইংরেজ দার্শনিক কার্লাইল বলিয়াছেন,—"পুস্তক সংগ্রহই বর্তমানকালে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।" এই সত্য রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যখন তরুণ তখন কলিকাতায় কোন কোন ধনীর বা পণ্ডিতের গৃহে পুস্তক সংগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের ব্যবহার করিবার সুবিধা ছিল না। লর্ড মেটকাফ অল্পদিনের জন্য বড়লাট হইয়া এদেশে সংবাদপত্রকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে)। সেই কাজের জন্য তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের অপ্রীতিভাজন হন এবং তাহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ হয়। কিন্তু এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই কাজের জন্য তাঁহাকে কেবল অভিনন্দিতই করেন নাই, পরন্তু তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে গৃহ নির্মাণ করেন—গঙ্গার পূবে সেই "মেটকাফ হলে" কলিকাতার প্রথম জনসাধারণের ব্যবহার্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণ, তখনও কলিকাতায় যানবাহনের সুবিধা ছিল না। সেই কারণে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন।

এই সময়ে বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলের কয়েকজন যুবক একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। যিনি তাঁহাদিগের দলে দলপতি হইয়া সম্পাদকরূপে বহুদিন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করিয়াছিলেন—সেই গৌরহরি সেন লিখিয়াছিলেন :—

"কিন্তু টাকা কোথায়? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ, ক্লাসের ছাত্র, আমি এফ-এ ফেল হইয়া টোটো কোম্পানীর কার্য করি। কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠিপত্র লিখিয়া আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও বিপিনের পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল; তিনি বলিলেন—'তোমাদের কিছু টাকা ও এই ঘরটা দেব।' এই ঘরটা মানে বিডন

ষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাড়ীতে চুকিতে বাঁ ধারের ঘর। ঐ ঘরের দত্ত মহাশয় হরিনাম করিতেন, হিসাব লিখিতেন ও ঘুমাইতেন। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনাভাড়ায় কিয়দধিক চার বৎসর ছিল।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী—সরস্বতী পূজার দিন—লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়; নাম হয় চৈতন্য লাইব্রেরী অ্যান্ড বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব।

লাইব্রেরী স্থাপনাবধি রবীন্দ্রনাথ ইহার কল্যাণকামী ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। আশু ঘোষ চৌধুরী তখন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন—তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, 'ভারতী'তে বিদেশী কবিদিগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি বার্ষিক অধিবেশনে ইংরাজী প্রবন্ধ —"সাহিত্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"—পড়িলেন। সভাপতিত্ব করিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নরিস। ইঁহার কাজের সমালোচনা করায় 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতের অবমাননার অপরাধে কারাদণ্ড হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন লাইব্রেরী রেজেষ্টারী করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি। তখন সভাপতি—পাদ্রি আলেকজাণ্ডার টমরী; সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আশুতোষ চৌধুরী, আলেকজাণ্ডার পেডলার ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। এই গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং সে সকলের প্রথমটি লাইব্রেরী কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়—

(১) "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি।" যে সভায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন।

(২) "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণতঃ সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন না—কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধ যে সভায় পঠিত হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধে এদেশের রাজনীতিক চিন্তার মূলধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) "বঙ্কিমচন্দ্র।" বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চৈতন্য লাইব্রেরী যে শোকসভার আয়োজন করেন, তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই প্রবন্ধ পঠিত ও 'সাধনায়' প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহের অন্যতম।

(৪) "মেয়েলী ছড়া।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(৫) "স্বদেশী সমাজ।" এই প্রবন্ধ রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। তিনি স্বয়ং সেই সমাজ গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার আদর্শে নানাস্থানে সমাজ গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। যে সময় বৈদেশিক আদর্শ বাঙ্গালীকে অভিভূত করিয়াছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া কিরূপে আমরা স্বায়ত্ত সমাজে গঠিত করিতে পারি; ইহাতে তাহারই আলোচনা করিয়াছিলেন।

(৬) "পথ ও পাথেয়।" যে সভায় ইহা পঠিত হয়, তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন।

(৭) "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।" এই প্রবন্ধ চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পঠিত হয়।

(৮) "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা।" যে সভায় এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতেও আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। ইতিহাস রচনার আদর্শে প্রথম পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন—ভল্‌টেয়ার। তিনি দেখাইয়া দেন যে, রাজাদিগের বিবরণ, যুদ্ধের বিবরণ ও জয় পরাজয় লিপিবদ্ধ করা—এ সকল প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ নহে। দেশের জনগণের অবস্থা—সমাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যতীত ইতিহাস হয় না। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অপ্রকাশ এবং সেই বৈশিষ্ট্য বর্জন করিলে যে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের তাহাই বক্তব্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত চৈতন্য লাইব্রেরীর ঘনিষ্ঠতাহেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহার কয়টি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কিভাবে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। তখনই রবীন্দ্রনাথ ইহার কর্মীদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ যে লাইব্রেরীর জনপ্রিয়তা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি ও তাহার গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ যে লাইব্রেরীর সদস্যদিগের দ্বারাই হইয়াছে, ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।

আজ পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় সরকার গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বুঝিয়া দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ও তাহার উন্নতি সাধনে অর্থব্যয় করিতেছেন। এক বিষয়ে তাঁহারা সংবিধানে প্রতিশ্রুত কর্তব্য এখনও প্রতিপালন করেন নাই—দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন নাই। তাহা যখন পালিত হইবে তখন দেশের উন্নতি কত দ্রুত হইবে তাহা জাপানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর তখন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আরও বর্ধিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থাগারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়া—তাহার সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ও তাহাতে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লোককে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার কার্যে তাঁহার বহু কার্যের মধ্যেও—আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন অবস্থা অন্যরূপ ছিল—প্রয়োজনও অন্যরূপ ছিল। তাঁহার যে সকল কার্য তাঁহার দেশবাসীরা সাদরে ও সাগ্রহে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, গ্রন্থাগারের সৃষ্টি ও পুষ্টি সে সকলের অন্যতম। তিনি দেশের বিদেশী সরকার যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন—প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে অসম্মত তখনই গ্রন্থাগারের দ্বারা সে কাজ সিদ্ধির উপায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন—

সম্মুখে নীলোর্মিমালা ভাঙ্গি পড়ে বেলাবালু পরে,
সুচাগ্র মেদিনী যেন কোনরূপে জয় নাহি করে ;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শত ক্ষুদ্র ঘাতে প্রবাহিয়া
শান্ত নীল সিন্ধুবারি চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।

ইহাও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে। সেজন্য তাঁহার দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

[সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত।]

• • • ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। • • •

রাশিয়ার চিঠি

স্কেচ : গণেশ ভট্টাচার্য

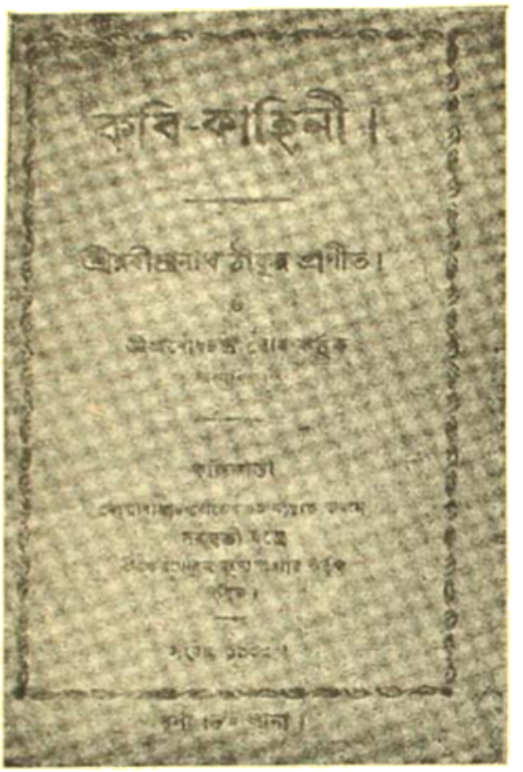
কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের প্রতিলিপি

UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGAL

ওঁ

কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের
শিশু বিভাগের উন্নতি কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩।২।৩৬

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম-এর শিশু বিভাগের উদ্দেশে কবি এই শুভেচ্ছা বাণীটি প্রেরণ করেছিলেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

ভারত সরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয়। সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিভাগ ১৯৫৮ ; সম্পাদক : বি. এস. কেশবন ; সহ-সম্পাদক : সুনীলবিহারী ঘোষ। কলিঃ, স্টেট্ ব্যুরো অব্ এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬০। ০·২০, ২৭৬ পৃঃ। মূল্য ৫·০০।

ইংরেজ শাসনের আমলে আমাদের দেশে প্রকাশিত পুস্তকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হইত এবং ঐ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সূচী হইতে আমাদের দেশের পুস্তক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যাইত। তাহা ছাড়া প্রতি প্রদেশের সরকারী দপ্তরেও সংশ্লিষ্ট প্রদেশে প্রকাশিত পুস্তক জমা দিতে হইত এবং ঐ দপ্তর হইতে সরকারী গেজেটে ঐ সব পুস্তকের বিবরণ প্রকাশ করা হইত। ব্রিটিশ মিউজিয়ম সূচী ছিল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য এবং গেজেটে প্রকাশিত বিবরণ শৃঙ্খলাবিহীন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থসমূহের সাধারণ বিবরণ সংগ্রহ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সহজ ছিল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে আমাদের পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত না হওয়ায় সুশৃঙ্খলে নিমিত ভারতীয় সমস্ত পুস্তকের সূচী পাইবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালে গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত ডেলিভারী অব বুক্স্ এন্ড নিউজ পেপারস্ এক্ট অনুসারে আমাদের দেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারে সমস্ত ভারতীয় গ্রন্থ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রন্থানুরাগীদের নিকট খুবই সন্তোষজনক। দিল্লীতে প্রতিষ্ঠাতব্য সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ঐ পুস্তক সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্তও গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লীতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রন্থপঞ্জী কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকগুলি অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভারতের সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের বিবরণ একই বিষয়ক্রমে রোমান লিপিতে নির্মিত হইয়া

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নামে প্রকাশিত হয়। মূল্যাধিক্যের জন্য ঐ গ্রন্থপঞ্জী আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক, ছোটখাট গ্রন্থাগার ও স্কুল কলেজগুলির পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই; সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের উপাদান ও উদ্যোগের সহায়তায় বাংলা পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জী স্বল্প মূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। পুস্তকের প্রস্তাবনায় এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে; কিন্তু মূল্যের স্বল্পতা এই পুস্তকখানির একমাত্র এমন কি প্রধান গুণ বলিলেও এই পুস্তকের প্রতি অবিচার করা হইবে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর রোমান লিপির গ্রন্থপঞ্জী হইতে আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির তালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ের অপচয় হইত। বাংলা গ্রন্থের তালিকা নির্মাণ করিতে গিয়া বাংলা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ এত বেশী থাকিত এবং সেগুলিকে বাদ দিতে যে সময় নিয়োগ করিতে হইত, বর্তমান গ্রন্থ সেই সময় বাঁচাইয়া দিতে পারিবে। আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক গ্রন্থসূচী ব্যবহার করিতেই অভ্যস্ত নহেন। তাহাদিগকে এখন রোমান লিপিতে রূপান্তরিত রূপ হইতে বাংলা বইয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বলা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত আশাবাদী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আলোচ্য গ্রন্থ আমাদের সাধারণ পাঠককে গ্রন্থসূচী ব্যবহার শিখাইতে পারিবে এবং বাংলা অক্ষরে বাংলা বইয়ের বিবরণ থাকায় আমাদের দেশের গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম প্রতিভাত হইবে। আমাদের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থায় পাঠক সহায়ক নিয়োগ করা সুদুষ্কর, সুতরাং এইরূপ গ্রন্থপঞ্জী না হইলে সাধারণ পাঠক কখনই গ্রন্থপঞ্জীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলি সুপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সূচীকরণের কথা আমাদের চিন্তা করিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা পুস্তকের সূচী বাংলা লিপিতেই নির্মাণ করিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সে বিষয়ে অবশ্যই সাহায্য করিবে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হয় আলোচ্য গ্রন্থখানির একাধিক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া ইহার বিবরণগুলি কাটিয়া লইয়া যথোপযুক্ত শিরোনামা লিখিয়া সূচীর পত্রকে আঁটিয়া দিতে পারিলেই গ্রন্থাগারের সূচী হইয়া যাইবে এইরূপ পরিকল্পনা লইয়া এই গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করিলে আরও ভাল হইত। বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রিত অংশ অবশ্য দৈর্ঘ্যে ৫ ইঞ্চির অধিক স্থান নেয় নাই। তথাপি দৈর্ঘ্যটি আরও

একটু সঙ্কুচিত করিতে পারিলে ভাল হয়। তাহা ছাড়া একই গ্রন্থকারের রচিত বিভিন্ন পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম একবার মাত্র লিখিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রন্থপঞ্জীর পক্ষে অসুবিধাকর না হইলেও এই পুস্তকখানিকে সূচী হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে অনুকূল নয়। মনে হয়, গ্রন্থকার নামের পুনরাবৃত্তি করিতে যে ব্যয়াধিক্য ঘটিবে তাহা সুবিধার বিবেচনায় অন্যায্য হইবে না।

এই গ্রন্থের বিবরণকে সূচী হিসাবে ব্যবহার করিবার আরও একটি অসুবিধা আছে। গ্রন্থের বিষয় সঙ্কেত ডিউইর পদ্ধতি হিসাবে লিখিত থাকিলেও—গ্রন্থের বিন্যাস উহার দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে সঙ্কেতিত হইবে না। গ্রন্থকার সংখ্যা, প্রতিলিপি সংখ্যা প্রভৃতি আরও ইহার সহিত যোগ করিয়া সম্পূর্ণ ডাক-সংখ্যা (call number) লিখিতে হইবে। অথচ ঘন সন্নিবিষ্ট মুদ্রিত অংশে এই সংখ্যা লিখিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইবে। মনে হয়, মুদ্রিত অংশের দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হইলে পত্রকে অলিখিত অংশ রাখা যাইবে এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে এই সঙ্কেত লিখিবার স্থান পাইতে অসুবিধা হইবে না।

মূল রোমান লিপির জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে সরকারী ও বেসরকারী পুস্তক-গুলিকে পৃথকভাবে বিন্যাস করা হইয়াছে। একই বিষয়ের সমস্ত গ্রন্থগুলির বিবরণ একত্র করাই গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহারকের মূল লক্ষ্য। অবশ্য কোন একখানি গ্রন্থপঞ্জী, বা কোন এক জায়গা দেখিয়াই এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নহে। তথাপি যতদূর সম্ভব বেশী বিষয় একত্র পাইলেই যে পাঠকের সুবিধা হয় ইহা সন্দেহাতীত সত্য। রোমান লিপির গ্রন্থপঞ্জীর অনুকরণ না করিয়া এই গ্রন্থখানিতে একই ক্রমে সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ উপন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ডিউইর সঙ্কেতগুলি ইউরোপীয় লিপিতে লেখা হইয়াছে। পুস্তকখানির মূল অংশ মনোটাইপে মুদ্রিত। সুতরাং মুদ্রাকরদের অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিজাতীয় লিপিতে সংখ্যা ও জাতীয় লিপিতে গ্রন্থের অন্যান্য বিবরণ মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। অথচ এই ক্লেশ স্বীকারের যুক্তি বোঝা গেল না। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ বাংলা লিপির সহিত অপরিচিত কেহই ব্যবহার করিবেন না। সুতরাং মাত্র বাংলা লিপির সহিত পরিচিত সকলেই যাহাতে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত। ইউরোপীয় লিপিতে সংখ্যাগুলি লেখায় ঐ লিপির সহিত অপরিচিত বাঙালী পাঠকের পক্ষে

পুস্তকখানির উপযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে। যদি এই অবাঞ্ছিত অবস্থার কারণ ইহা হয় যে ডিউইর পদ্ধতি অনুসরণ করিলে উহার সঙ্কেতগুলি ইউরোপীয় লিপিতে লিখিতেই হইবে তাহা হইলে অত্যন্ত আক্ষেপের কারণ হইবে। আরবীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিকেই ডিউই তাঁহার সঙ্কেতের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কেননা আরবীয় সংখ্যা দশমিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য আরবীয় সংখ্যা উদ্ভাবনের সময়, ইউরোপীয় লিপিতে লিখিত হয় নাই। বাংলা লিপিতে আমরা যে ভাবে সংখ্যা লিখি তাহা যে তথাকথিত আরবীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেখা এবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের বিবেচনার বিষয় সঙ্কেতগুলি বাংলা লিপিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই গ্রন্থে প্রারম্ভিক পত্রগুলিকে মূল পত্র হইতে পৃথকভাবে বুঝাইবার জন্য পত্রসংখ্যাগুলি শূন্য লিখিয়া ও বিন্দু বসাইয়া লেখা হইয়াছে। নূতন মুদ্রার যুগে যখন ক্রমশঃই পণ প্রভৃতির সঙ্কেত আমাদের অনভ্যস্ত হইয়া আসিবে তখন আমাদের মূল গ্রন্থের সহিত প্রারম্ভিক পত্রকে পৃথক করিবার সঙ্কেত উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই পুস্তকে গৃহীত রীতিটি এই বিষয়ে কালোপযোগী হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অনুবর্গক্রমে রচিত (classified order) ; ইহার সহিত অনুবর্ণ নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইলেও মূল বিষয়টি অনুবর্গ। গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহারবাদের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু অনুবর্গ সূচীর সহিত অন্ততঃ পক্ষে একটি গ্রন্থকার সূচী ও একটি বিষয় নির্ঘণ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার, বইয়ের নাম, বিষয় নাম প্রভৃতি একই বর্ণক্রমে একটি মাত্র নির্ঘণ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বিষয় সঙ্কেতের গুরুত্ব এবং অন্য সমস্ত বিবরণের গুরুত্ব অনুবর্গ সূচীতে একরূপ নহে। বিষয়গুলিকে পৃথক নির্ঘণ্টে সাজাইলে ব্যবহারকারীদের সুবিধা হইত বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের সংকলকও এইরূপ মনে না করিলে গ্রন্থের প্রারম্ভে ডিউই বর্গীকরণের বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করিতেন না। তাহা ছাড়া বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে সংযোজন করিতে গেলে ইহার দিকে অধিকতর দৃষ্টি পড়িত এবং একই বিষয়ে নামের পর্যায় শব্দগুলিকেও হয় গ্রন্থপঞ্জীতে ব্যবহৃত বিষয় শিরোনামার সহিত, না হয় সঙ্কেত সংখ্যার সহিত সংযুক্ত করা হইত। আমাদের দেশে বাংলা বইয়ের সূচীকরণে

ব্যবহারযোগ্য বিষয় শিরোনামের জন্য পৃথক গ্রন্থ না থাকায় এই প্রয়োজন আরও বেশী বলিয়া মনে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আলোচ্য গ্রন্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত নক্‌শা পুস্তকখানির বিষয় নাম লেখা হইয়াছে হস্তশিল্প। নির্ঘণ্টে যথাবিধি হস্তশিল্পের জন্য ইহার ডিউইর সঙ্কেত সংখ্যা ৭৪৫·৩ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অনেক পাঠকের পক্ষে বিষয়টিকেই হাতের কাজ মনে করা আশ্চর্য হইবে না। এবং স্বভাবতঃই তাঁহারা হাতের কাজ এই বিষয় নামের পর সঙ্কেত সংখ্যা আশা করিবেন। অবশ্য হাতের কাজ হস্তশিল্প দেখুন বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ অনুবর্গ সূচীতে নির্দেশের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব কম করা হয় এবং হাতের কাজ এই বিষয় নামের পরও ডিউইর সঙ্কেত সংখ্যাই লিখিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে নির্ঘণ্টে হাতের কাজ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বিষয় নির্ঘণ্ট পৃথক নির্মাণ করিলে এইগুলি চোখে পড়িত এবং এই সমস্ত সামান্য ত্রুটি হইতেও গ্রন্থখানি মুক্ত হইত।

নিঃসন্দেহে, আলোচ্য গ্রন্থ একটি যুগান্তকারী প্রকাশন—ইহার বহুবিধ সুবিধা সুস্পষ্ট এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
　　মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
　　অস্বাদিতমধু যেমন যুথী অনাঘ্রাতা
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে বহু পুরানাত্মা * * *

ক্ষণিকা

রবীন্দ্রচর্চা ঃ গ্রন্থপঞ্জী

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থনির্বাচন উপসমিতির (সর্বশ্রী অজিত মুখোপাধ্যায়, সভাপতি ; কৃষ্ণা দত্ত, আহ্বায়ক ; মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মিত্র, গৌরী রায়, অমিতা মিত্র, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, কান্তিভূষণ রায়) পক্ষ হইতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী বাংলা ভাষায় লিখিত বইয়ের একটি নির্বাচিত তালিকা সমাপ্ত প্রায়। উক্ত তালিকার পরিপূরক হিসেবে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিষয় অনুযায়ী বর্গীকৃত এই তালিকাটি প্রকাশ করা হইল। তালিকাটি সঙ্কলন করিয়াছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত। এই তালিকাটি প্রস্তুত কালে শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী সমূহের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। তালিকার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্র শত বার্ষিকী বর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম ব্যতীতও প্রকাশকের স্থান (কলিকাতা ব্যতীত অন্য স্থানে প্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে), প্রকাশকের নাম, প্রকাশনের বৎসর এবং মূল্য উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপর কিশোরদের জন্য লিখিত কোনও গ্রন্থ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই তালিকাটি গ্রন্থানুরাগী জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধার্থ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

॥ সাধারণ গ্রন্থ ॥

অমরেন্দ্রনাথ রায়

রবিয়ানা। গুরুদাস, ১৩২৩। ০·৭৫।

অমল হোম

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী সঙ্ঘ, ১৩৭৮।

অমল হোম

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং। এম সি সরকার। ২.৭৫।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

কবি রবীন্দ্রনাথ। জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৬১। ৩·০০।

অনিলচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৩৬০।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু। মহাজাতি প্রকাশক। ৩.৭৫।

অরবিন্দ পোদ্দার
রবীন্দ্রনাথ—শত বর্ষ পরে। ইণ্ডিয়ানা।

অরবিন্দ পোদ্দার
রবীন্দ্র মানস। ইণ্ডিয়ানা। ৪·০০

অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য, ইণ্ডিয়ানা। ২·৫০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র বিতান। এ, মুখার্জী।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-মনীষা। ক্লাসিক প্রেস। ৫·০০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সমীক্ষা। এ, মুখার্জী।

আদিত্য ওহ্‌দেদার
রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা। এডারেন্ট বুক হাউস। ৭·০০।

আদিত্য ওহ্‌দেদার
রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক। এসোসিয়েটেড পাব। ৪·৫০।

আদিত্য ওহ্‌দেদার
সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। এডারেন্ট বুক হাউস।

(কাজী) আবদুল ওদুদ
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। লোটাস লাইব্রেরী। ১৯১৪ (?)। ০·১২।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমা ; প্রথম খণ্ড। বুক হাউস, ১৩৫৪। ১২·০০।

(মৌলবী) একরামুদ্দীন
রবীন্দ্র-প্রতিভা। গুরুদাস,১৯১৪। ১·০০।

কণক বন্দ্যোপাধ্যায়
রবি পরিক্রমা। এ, মুখার্জী, ১৩৬০। ২·০০।

কানাই সামন্ত
রবীন্দ্র প্রতিভা। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড।

কানাই সামন্ত (হরিপদ কেরানি)
শাজাহান। চন্দননগর, রামেশ্বর দে। ১৩৬০।

কান্ত পাবলিশিং হাউস
কবি-পরিচিতিঃ সপ্ততিতম রবীন্দ্র জন্মতিথি। ১৩১৮। ২·০০।

ক্যালকাটা বুক হাউস
'রবীন্দ্র-স্মৃতি'। ১৯৬১।৩·৫০।

ক্ষুদিরাম দাস
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়। বুক-ল্যাণ্ড। ১০·০০।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সম্পা
সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ।

গুণময় মান্না
রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল পাব. ১৩৬২। ৪·৫০।

গোপালচন্দ্র রায়
রবীন্দ্রনাথের হাস্যপরিহাস। ডি. এম.। ২·৫০।

গোপাল হালদার
রবিতীর্থ। বেঙ্গল পাব। ৪·০০।

গোপাল হালদার, সম্পা
রবীন্দ্রনাথ। ন্যাশনাল। ১৯৬১। ৫·০০।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন মৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ। মুখার্জী বুক হাউস।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবি-রশ্মি। এ,মুখার্জী। ২ খণ্ড। ১৫·৫০।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচিতি। বোস মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৭৯। ১·৫০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পা
রবি প্রদক্ষিণ। বসুধারা প্রকাশনী, ১৯৬১।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পা
শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ। পশ্চিম বঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৬১। ৫·০০।

জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী
রবীন্দ্র মানস। জেনারেল প্রিন্টার্স। ৩·০০।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা। শান্তি লাইব্রেরী, ১৩৬২। ২·২৫।

তমোনাশ দাশগুপ্ত
রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয়। মডার্ণ বুক এজেন্সি। ১·৫০।

দক্ষিণারঞ্জন বসু
শতাব্দীর সূর্য। এ, মুখার্জী। ৫·০০।

দেবীপদ ভট্টাচার্য, সম্পা
রবীন্দ্রনাথ। ইণ্ট লাইট বুক হাউস, ১৯৬১। ১২·৫০।

ধীরানন্দ ঠাকুর
রাবীন্দ্রিকী। বুকল্যাণ্ড। ৫·০০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৫২। ২·৫০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা। ক্যালকাটা পাবু, ১৯৬১।৪·০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুধাংশু-শেখর সেনগুপ্ত
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ব্যানার্জী ব্রাদার্স, ১৩৪৮। ১·৫০।

নলিনীকান্ত গুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ। কালচার পাবলিশার্স ১৩৫৮। ২·০০।

নলিনীকুমার ভদ্র ও অন্যান্য
কবি প্রণাম। শ্রীহট্ট, বাণীচক্র ভবন, ১৩৪৮। ১৫০।

নীলরতন সেন, সম্পা
রবী-দ্র বীক্ষা। এশিয়া পাব.
১৯৬১। ১০·০০।

নীহার রঞ্জন রায়
রবী·দ্র সাহিত্যের ভূমিকা। ব.ক
এম্পরিয়াম, ১৩৫৩। ২খঃ।
১০·০০।

পুলিনবিহারী সেন, সম্পা
রবী·দ্রায়ণ। বাক্‌সাহিত্য,
১৯৬২। ২ খ·। ২০·০০।

প্রবাসজীবন চৌধুরী
রবী·দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ।
সংস্কৃতি বৈঠক, ১৩৩৬। ১·৫০।

প্রবাসজীবন চৌধুরী
রবী·দ্রনাথের সৌ·দর্য·দর্শ·ন। এ,
মুখার্জী, ১৩৬৩। ২·৫০।

প্রমথনাথ বিশী
রবী·দ্র বিচিত্রা। বিশ্বভারতী।
৫·০০।

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র সরণি। মিত্র ও ঘোষ।
১২·০০।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন
রবী·দ্র স্মারক গ্রন্থ। ১৯৬১।
২·০০।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য·
প্রভাতরবি। প্রকাশনী, ১৩৫০।
২·৫০।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
রবিতীর্থে। বাণী নিকেতন।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
রবী·দ্রসাহিত্যে পত্নী-চিত্র। নব-
জীবন পাব্‌ হাউস, ১৩৪৩।
০·৭৫।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
রিয়ালিস্ট রবী·দ্রনাথ। বাণী-
নিকেতন, ১৯৬১।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র কথা। দেবকুমার বসু,
১৩৬২। ১·০০।

বিমানবিহারী মজুমদার
রবী·দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান,
বুকল্যা·ড। ৬·০০।

বিশু মুখোপাধ্যায়
কবি প্রণাম।

বিশু মুখোপাধ্যায়, সম্পা
রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে। এম সি
সরকার।

বিশ্বনাথ দে
রবীন্দ্র স্মৃতি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পা
রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ।
ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১। ৫·০০।

বীরেন নাথ
রবীন্দ্র-বাণী। সমাজবাদী সাহিত্য
পরিষৎ, ১৩৬১। ০·২৫।

বুদ্ধদেব বসু
সাহিত্যচর্চা। ত্রিবেণী। ৩·৭৫।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম। নাভানা।
৩·০০।

মোহিতলাল মজুমদার
রবি-প্রদক্ষিণ। হাওড়া, বঙ্গ-ভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬। ৬·০০।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী
রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য। আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৬। ১·৭৫।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও অন্যান্য
সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্র নাথ। মিত্র ও ঘোষ। ১·২৫।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ।

যোগেশচন্দ্র বর্মন রায়
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, ১ম খণ্ড। কিশোরগঞ্জ, লেখক, ১৩৩৯। ২·০০।

রণজিৎকুমার সেন
ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ। এ, মুখার্জী।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব পরিষদ
কবি প্রশস্তি। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১৩৩৮। ১·০০।

রবীন্দ্র পরিচয় সভা
জয়ন্তী উৎসর্গ। বিশ্বভারতী, ১৩৩৮। ৩·৫০।

রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
অরবিন্দ-রবীন্দ্র। প্রবর্তক পাব ১৩৬২। ৪·০০।

শক্তিচরণ চট্টরাজ
কবিগুরু স্মরণে।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে। আনন্দ পাব। ৩·৫০।

শচীন সেন
রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়। বীডার্স কর্ণার, ১৩৬২। ৭·০০।

শিবনারায়ণ রায়
রবীন্দ্রনাথ। মিত্রালয়।

শুভ গুহঠাকুরতা, সম্পা
রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা। দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ, ১৯৬১। ২·০০।

সজনীকান্ত দাস
রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। শতাব্দী গ্রন্থ ভবন। ৬·০০।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সম্পা। রবীন্দ্র স্মৃতি
পূর্বাশা প্রেস। ১·৫০।

সরোজকুমার বসু
রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস। জেনারেল প্রিন্টার্স। ২·০০।

সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খঃ রবীন্দ্রনাথ। ইস্টার্ণ পাব। ১৫·০০।

সুধীর চক্রবর্তী, সম্পা
রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প। কথাশিল্প, ১৯৬১। ৫·০০।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ। এম. সি. সরকার, ১৩৫৯। ৩·০০।

সুমথনাথ ঘোষ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বুক ইনডাস্ট্রিজ, ১৯৪১। ০·৮৭।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

রবি দীপিতা। মিত্র ও ঘোষ। ৫·৫০।

হরপ্রসাদ মিত্র, সম্পা

রবীন্দ্র-চর্চা। সুরুচি প্রকাশনী, ১৯৬১।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র দর্শন। সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৩। ২·০০।

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রংপুর, লেখক।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসুমতী।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক

অভিধান ও সূচী

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র রচনা কোষ। ক্যালকাটা পাব। ৬·৫০।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র নির্দেশিকা। ক্যারিয়ন পাবলিকেশনস্, ১৯৬১। ১০·০০।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র অভিধান : ১ম খণ্ড। বুকল্যান্ড। ৬·০০।

হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান। লেখক, ১৯৬১। ৪·৫০।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বর্ষপঞ্জী : রবীন্দ্র জয়ন্তী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৮। ০·২৫।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী। বিশ্বভারতী। ০·৫০।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়। সাহিত্য নিকেতন, ১৩৫০। ০·৫০।

উপন্যাস

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

নৌকাডুবির প্লট। লেখক, ১৯৫৪।

পুলকেশ দে সরকার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। সাহিত্য। ৩·৫০।

বিশ্বপতি চৌধুরী

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। ৩·০০।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য। নিউ এজ, ১৩৬২। ৩·৫০।

মনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। ভারতী বুক ষ্টল। ৮·০০।

বেণু মিত্র
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে। জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৫১। ২·০০।

কবিতা

অজয়কুমার রায়
রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এ, মুখার্জী।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
কাব্য পরিক্রমা। বিশ্বভারতী। ২·২৫।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ : কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা। বিশ্বভারতী, ১৩১৩। ১·৫০।

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রবীন্দ্র প্রতিভা। কমলা বুক ডিপো, ১৯৫০। ১·২৫।

অমিতা মিত্র
রবীন্দ্র কাব্যালোক। এ মুখার্জী। ৫·০০।

অমিয়কুমার সেন
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী, ১৩৫৪। ৩·০০।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের পুরবী। শান্তি লাইব্রেরী। ৩·০০।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের বলাকা। শান্তি লাইব্রেরী। ৪·৫০।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের মহুয়া। শান্তি লাইব্রেরী। ৫·০০।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। শান্তি লাইব্রেরী, ১৩৬২। ২·০০।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের "মানসী"। করুণা প্রকাশনী। ৩·০০।

অশোক সেন
কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)। জুলিয়া পাব্-হাউস, ১৩১৬। ৫·০০।

অশোক সেন
রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব। এইচ, সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৫৬। ৩·০০।

(কাজী) আবদুল ওদুদ
রবীন্দ্র কাব্য-পাঠ ও নব পর্যায়। মোসলেম পাব্ হাউস, ১৩৩৪। ১·২৫।

(কাজী) আবদুল ওদুদ
রবীন্দ্র কাব্য-পাঠ : মনোবিকাশের ধারায় অনুসরণ। মোসলেম পাব্ হাউস, ১৩৩৪। ১·৭৫।

উপেন্দ্রকুমার কর
গীতাঞ্জলী-সমালোচনা (প্রতিবাদ) মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট, চন্দ্রনাথ প্রেস, ১৩২১। ০·৩৭।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা। বিশ্বভারতী। ১২·০০।

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
গীতাঞ্জলীর ভাবধারা। রসচক্র-সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭। ১·০০।

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
বলাকা কাব্য পরিক্রমা। এ, মুখার্জী, ১৩৫৯। ৪·৫০।

খগেন্দ্রনাথ বসু
রবীন্দ্র কাব্য। স্টাণ্ডার্ড বুক কোং, ১৯৪৮। ১·৫০।

জগদীশ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-কাব্য গোধূলি। বঙ্গবাসী কলেজ বাঙলা সাহিত্য সমিতি। ০·২৫।

জগদীশ ভট্টাচার্য
সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল। ৬·০০।

জীবনবল্লভ চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্য পরিচয়। নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ২·০০।

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম
কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও রস। শিলচর, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৩৮। ০·৭৫।

ননীলাল ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথের কাব্য। দাস অ্যাণ্ড কোং, ১৯৩২। ০·৫০।

প্রবোধচন্দ্র সেন
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ব-ভারতী, ১৩৫২। ২·৫০।

প্রবোধচন্দ্র সেন
বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। চক্রবর্তী চাটার্জী, ১৩৩৮। ০·২৫।

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর। বিশ্বভারতী ৩·০০।

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ। মিত্র ও ঘোষ। ২খঃ। ৮·০০।

প্রিয়লাল দাস
রবীন্দ্রনাথ। সেন ব্রাদার্স, ১৩৪০।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ। মানসী প্রেস, ১৩২৯।

বিমলকান্তি সমাদ্দার
রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব। গুরুদাস। ৫·৫০।

বিশ্বপতি চৌধুরী
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের মানসী। লিপিবন্ধন, ১৯৬১।

মনোরঞ্জন জানা
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কাব্য)। এন. ব্যানার্জী। ৭·০০।

মোহিতলাল মজুমদার
কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য। কমলা বুক ডিপো, ১৩৫৯। ২খঃ। ১১·৫০।

রাইহরণ চক্রবর্তী
কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৩৫০।

রাধাচরণ দাস
কবির স্বপ্ন ; ২য় সং। সন্তোষ কুমার রায়, ১৩৫৭। ০·৬২।

রামকানাই দেবশর্মা
রবীন্দ্র-গীতা। শ্রীমন্দির। ১ম অর্ধ-১৩৫৯। ২·০০। ২য় অর্ধ। ১৩৬০। ১·০০।

রামনারায়ণ কর
কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা। ইউ. এন. দাস, ১৩২৬।

শিবকৃষ্ণ দত্ত
রবীন্দ্র-সাধনা (কাব্য গ্রন্থের সমালোচনা)। গুরুদাস লাইব্রেরী, ১৩৩৬। ১·০০।

শিশির কুমার ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য। মিত্রালয়।

সরসীলাল সরকার
রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা। বিশ্বভারতী, ১৩৪৮। ১·০০।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবির কথা। কাহিনী, ১৩৬১। ২·৫০।

চিত্রকলা

মনোরঞ্জন গুপ্ত
রবীন্দ্র-চিত্রকলা। বিশ্বভারতী। ৬·০০।

সুধীরচন্দ্র কর
চিত্রভাণ্ড। কবিতাভবন, ১৩৪৯। ০·২৫।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের রেখার কাজ। এশিয়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস সিন্ডিকেট, ১৩৫৯। ১·০০।

ছোটগল্প

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। মিত্র ও ঘোষ। ৪·০০।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জোড়াসাঁকোর ধারে। বিশ্বভারতী। ৪·০০।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ
ঘরোয়া। বিশ্বভারতী। ২·৫০।

অসিতকুমার হালদার
র বি-তী থেঁ। পাইওনিয়র। ৫·০০।

(মোহাম্মদ) আজিজুল হক
রবীন্দ্র স্মরণে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
রবীন্দ্র স্মৃতি। বিশ্বভারতী। ২·০০।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়
মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন, ১৯৩৯। ১·৫০।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী। ইন্দুমাধব সেনগুপ্ত, ১৩৪৮।

অগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-কথা। জয়শ্রী পুস্তকালয়, ১৩৪৮। ৫·০০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
কবি স্মরণে। বসুধারা প্রকাশনী। ২·০০।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ। এ. মুখার্জী। ৩·৫০।

দেবজ্যোতি বর্মণ
রবীন্দ্রনাথ। কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৩৪৮। ১·২৫।

ধীরেন্দ্রলাল ধর
আমাদের রবীন্দ্রনাথ। ক্যাল-কাটা পাবু। ৮·০০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল, ১৩৫০। ১·৫০।

নির্মলকুমারী মহলানবীশ
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে। মিত্র ও ঘোষ। ৩·০০।

নির্মলকুমারী মহলানবীশ
বাইশে শ্রাবণ। মিত্র ও ঘোষ। ৬·০০।

নীরেন্দ্র গুপ্ত
রবি কাহিনী।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু
আমাদের বিশ্বকবি। কো-অপারেটিভ বুক ডিপো, ১৩৪৮। ০·৭৫।

প্রতিমা দেবী
নির্বান। বিশ্বভারতী, ১৩৪৯। ১·০০।

প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ
কবিগুরু স্মরণে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জীবনী। বিশ্বভারতী, ৪র্থঃ। ৪৫·০০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জীবনকথা। বিশ্ব-ভারতী। ৬·০০।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের যেনা মানুষ। ইণ্ট লাইট বুক হাউস।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই। ১৯২১।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র চরিত। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ১·৫০।

মণি বাগচী
রবির আলো। চিন্‌কো। ৩·০০

মৈত্রেয়ী দেবী
কবি সার্বভৌম। বিশ্বভারতী। ৩·০০।

মৈত্রেয়ী দেবী
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থম। ৭·৫০।

মৈত্রেয়ী দেবী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থম। ৭·৫০।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। দেব সাহিত্য কুটির, ১৩৫৫।

রাইচরণ চক্রবর্তী
মর্তের রবীন্দ্রনাথ। পটুয়াখালি, আদিল ব্রাদার্স, ১৩৫৩। ১·০০।

রাণী চন্দ
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী, ১৩৪৯। ৩·০০।

রামনন্দ মিশ্র
স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত। লেখক। ০·৬।

লীলা মজুমদার
এই যা দেখা। ত্রিবেণী প্রকাশন। ৩·০০।

শান্তিস্তত ঘোষ
কালিম্পঙের দিনগুলি। ক্লারিয়ন পাবলিকেশন, ১৯৬১। ৩·০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। ৩·০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। ৩·০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
সেকালের রবীন্দ্র তীর্থ। গুপ্ত প্রেস, ১৩৫৩। ২·৫০।

শরৎকুমার রায়
রবীন্দ্র-স্মৃতি। প্রকাশ প্রেস।

শশিভূষণ দাস
রবি অস্তমিত(মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ)। সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ০·৬।

শিবীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রবি সভাজন। খড়দহ, ইন্দিবর মুখোপাধ্যায়, ১৩৪৮।

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী,
বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। রীডার্স কর্ণার, ১৯৬১। ১০·০০।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। সোমেন্দ্রভূষণ রায়, ১৩৫৫। ১·০০।

সবুজ সাথী
অনেক মানুষ একটি মন। এশিয়া পাব্, ১৯৬১। ২·০০।

সাধনা কর ও সুধীর কর
আমাদের গুরুদেব। লেখক। ১৩৪৮।

সীতা দেবী
পুণ্য স্মৃতি। প্রবাসী, ১৩৪৯। ২·৭৫।

সুধীরচন্দ্র কর
কবি কথা। বিশ্বভারতী। ৩·৫০।

সুধীরচন্দ্র কর
সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ। লেখক। ০·২৫।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বীপময় ভারত। বুক কোং, ১৩৪৭। ৪·০০।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। পাইওনিয়র, ৩·০০।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ। লিলির পাবলিশিং হাউস। ২·০০।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-স্মৃতি। লিলির পাবলিশিং হাউস। ৩·৫০।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের কথা। সান্যাল অ্যান্ড কোং, ১৩৫৩। ৩·৫০।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ। বুক কোং, ১৩৪৮। ০·৭৫।

নাটক

অশোক সেন
রবীন্দ্রনাথ, ২য় পর্ব : সাঙ্কেতিক নাটক। এ, মুখার্জী। ৪·৫০।

অশোক সেন
রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা। এ, মুখার্জী। ৬·০০।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা। বিশ্বভারতী। ১২·০০।

জীবনকৃষ্ণ শেঠ
রবীন্দ্র-নাটক প্রসঙ্গ। বাক্-সাহিত্য। ২·০০।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিগুরুর রক্ত করবী। শান্তি লাইব্রেরী। ৩·০০।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
'রক্ত করবীর' তত্ত্ব ও তাৎপর্য। মডার্ণ বুক এজেন্সি। ১·৫০।

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ। ওরিয়েন্ট। ৩ খণ্ড। ১৫·০০।

বিভাস রায়চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী। দীপংকর রায়চৌধুরী। ২·০০।

ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ
রক্তকরবীর মর্মকথা। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৩৩৩।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা। জিজ্ঞাসা, ৬·০০।

হরনাথ পাল
নাটকবিতায় রবীন্দ্রনাথ। ক্যালকাটা বুক হাউস। ২·৭৫।

হেমেন্দ্রকুমার রায়
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। ৩·৫০।

প্রবন্ধ

বাসুদেব মাইতি
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য। ডি. এম.। ২·০০।

বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন আশ্রম। থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৩৫৭। ১·০০।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
ব্রহ্মবিদ্যালয়। বিশ্বভারতী। ১·৮০।

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী, ১৩৬০। ৪·০০।

বিশ্বভারতী
বিভিন্ন বৎসরে সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ সমূহ।

বুদ্ধদেব বসু
সব পেয়েছির দেশে। নাভানা। ২·৫০।

ভারত পরিব্রাজক
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঃ ব্রহ্মযজ্ঞ শান্তিনিকেতন। ধর্ম ও কর্ম কার্যালয়, ১৩২১। ০·৩৭।

সাধনা কর
শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। সুপ্রকাশন, ১৩৬০। ০·৫০।

সাধনা কর
৭ই পৌষের ইতিহাস। সুধীর কর। ০·১২।

সুধীরচন্দ্র কর
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা বিশ্বভারতী। ৪·০০।

সুধীরঞ্জন দাস
আমাদের শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। ৫·০০।

সুধীরঞ্জন দাস
বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ।

শিক্ষাদর্শ

প্রতিভা গুপ্ত
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৬·০০।

প্রবোধচন্দ্র সেন
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। জেনারেল বুকস্। ৫·০০।

ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। ৫·০০।

প্রশস্তি ও সমালোচনা

অনিলরঞ্জন বিশ্বাস
বিদায়-গোধূলি। বি. সরকার এণ্ড কোং। ০·২৫।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী। ইন্দুমাধব সেনগুপ্ত, ১৩৪৮।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
ইহা কড়িও নহে; কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠেকড়া। হিতবাদী পুস্তকালয়, ১৩২২। ০·৬।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সম্পা
পঁচিশে বৈশাখ। পাবনা, রবীন্দ্র সংসদ। ০·২৫।

দিবজেন্দ্রলাল রায়
আনন্দ বিদায় (প্যারডি)। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৯১২। ০·৫০।

নরেন্দ্রনাথ লাহা
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৯ তম জন্মোৎসবে সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণ। নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি। ১৩৫৬।

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ; সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৫১, ডায়মণ্ড-হারবার।

প্রবোধচন্দ্র সেন
হবিগঞ্জ অশীতিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। হবিগঞ্জ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি ১৩৫৯।

প্রভাত বসু, সম্পা
রবীন্দ্রনামা। বুকম্যান, ১৩৫৩। ১·৫০।

মৈত্রেয়ী দেবী, সম্পা
পঁচিশে বৈশাখ। বুক হাউস। ৩·০০।

রবীন্দ্র-সংসদ, উলুবেড়িয়া
অর্ঘ্য। উলুবেড়িয়া, রবীন্দ্র সংসদ। ১৩৫০।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ; সভাপতির অভিভাষণ। নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি, ১৩৫৭।

শরৎচন্দ্র বসু
পঁচিশে বৈশাখ ; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষড়শীতিতম জন্মদিবসে সভাপতির অভিভাষণ। নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, ১৩৫৩।

সজনীকান্ত দাস
পঁচিশে বৈশাখ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৫০। ১·৫০।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা
রবি তর্পন। প্রবর্ত্তক, ১৯৬১। ৩·০০।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য
রবীন্দ্র মঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৮।

সুখময় বসু ও সুধীর সেন, সম্পা
রবি-প্রকাশ। করিমগঞ্জ রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, ১৯৬১। ২·০০।

সঙ্গীত ও নৃত্য

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সংগম। বিশ্বভারতী। ০·৮০।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা। এম, সি, সরকার। ২·০০।

কালিদাস নাগ
সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাব। ২·৫০।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি
হিন্দু-সংগীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সংগীত পরিষদ বিদ্যালয়। ১৩২৫।

জয়দেব রায়
রবীন্দ্র-গীতি। বুক হাউস। ১৩৬০। ৩·০০।

দুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কথা ও সুর। বিশ্বভারতী, ১৩৪৫। ২·০০।

নীহারবিন্দু সেন
রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমপর্যায়। জাতীয় নাট্য পরিষদ, ১৯৫০।

প্রতিমা দেবী
নৃত্য। বিশ্বভারতী, ১৩৫৬। ৩·০০।

প্রফুল্ল কুমার দাস
রবীন্দ্র সংগীত প্রসংগ। ১ম খণ্ড। জিজ্ঞাসা। ৩·৫০।

প্রবোধচন্দ্র সেন
ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, ১৩৫৬। ০·৫০।

প্রভাতকুমার গুপ্ত, সম্পাদক
গীতবিতান বার্ষিকী। গীতবিতান, ১৩৫০। ৩·০০।

শান্তিদেব ঘোষ
রবীন্দ্র সংগীত। বিশ্বভারতী। ৬·০০।

শুভ গুহ ঠাকুরতা
রবীন্দ্র সংগীতের ধারা। এম, সি, সরকার। ৬·০০।

শেফালিকা শেঠ, সংকলক
রবীন্দ্র সংগীত প্রসংগ। রবীন্দ্র নাথ শেঠ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গান। করুণা প্রকাশনী। ৪·০০।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সংগীতে রবীন্দ্রনাথ। নবভারত পাব। ২·০০।

স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা

নেপাল মজুমদার
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ; ১ম খণ্ড। বিদ্যোদয়, ১৯৬১।

প্রফুল্ল কুমার সরকার
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। শ্রীগৌরাংগ। ২·৫০।

প্রবোধচন্দ্র সেন
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ। এ, মুখার্জী।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
কথা বনাম কাব্য। অনুকূলচন্দ্র বসু, ১৩১২। ০·১২।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। বাণী নিকেতন, ১৯৬১।

বিনয় কুমার সরকার
রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী। স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ১৩২০। ০·৬২।

ভারত চন্দ্র মজুমদার
জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, ১৩৩৮। ১·০০।

লোকেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত
দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। লিপ্টন বুক এজেন্সী। ০·৭৫।

শৈলেশ বসু
জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৪৭। ০·৭৫।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। প্রভাত কুমার মিত্র, ১৩২৮। ০·২৫।

সুধীরচন্দ্র কর
জনগণের রবীন্দ্রনাথ। সিগনেট প্রেস, ১৩৩৫। ২·৫০।

স্বদেশরঞ্জন দাস
সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ০·২৫।

• • • আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি; নিম্নতনদের ন্যায় ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীদের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টি তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো। • • •

কালান্তর

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প

অন্তিমকালে গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন যে তমসাচ্ছন্ন পথে যারা নিজ অন্তর্নিহিত দীপশিখার আলোয় পদক্ষেপ করতে সক্ষম, পথনির্দেশের জন্যে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না—জ্ঞানার্জনের আকুতিই তাদের সত্তার শিখরে পৌঁছবার প্রেরণা সঞ্চার করে। উত্তরকালে বুদ্ধ-ভক্তরা তাঁর উপদেশ পালনের পরিবর্তে ভগবানের আসনে বসিয়ে বুদ্ধকে উপাসনা করেছে। ইতিহাসের পাতায় এমনি নজির অনেক পাওয়া যায় যেখানে যুগান্তকারী মহামনীষাসম্পন্ন বহু মানুষকে অবতারে পরিণত করা হয়েছে; ধূপধুনা জ্বালিয়ে চিত্র পূজা করা হয়েছে; কিন্তু তাঁদের নীতিকথা পালন করার অবকাশ ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথও এখন সেই পর্যায়ে চলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথকে লোকে যতটা না জেনেছে, বুঝেছে ও মেনেছে তার বহুগুণ অধিক পরিমাণে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁকে পূজার উপচার দিয়েছে। রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দে সারা দুনিয়ায় যে উৎসবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তা অনুরূপ আর কোনও মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। আত্যন্তিক আনন্দের কথা দল মত ও জাতি নির্বিশেষে সকলেই আজ এই উৎসবের অংশভাক; কিন্তু এই উদ্দীপনা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হোত যদি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সকলের রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত; যদি তাঁর আদর্শ ও জীবনদর্শনকে মানুষ জেনে বুঝে গ্রহণ করত; প্রবৃত্ত হোত যদি তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার গুণাবধারণে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার আবেদনই সাধারণতঃ বেশী। তাঁর শতমুখী ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম হলেও ভাবুক রবীন্দ্রনাথও কোনও অংশে খাটো ছিলেন না। নৃত্য-গীত-কলা-সাহিত্যের চতুর্বর্গে তিনি যেমন নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি জগতের সমকালীন ভাবুকসভায় তাঁর আসন সার্বভৌম শ্রেষ্ঠত্বে সুচিহ্নিত।

ইতিহাসের পাতায় রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ যুগ। রামমোহন প্রবর্তিত রেনেসাঁসী ভাবধারার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উত্তরবাহক। সমাজজীবনের এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই যা রবীন্দ্র চিন্তালোকে পুষ্টিলাভ করেনি। অথচ রবীন্দ্র জীবন ও মননের পূর্ণ পরিচয় লাভ তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে অল্পবিস্তর ঘটে থাকলেও তাঁর চিন্তার প্রভাব পড়েছে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

রবীন্দ্র চিন্তা ও জীবনাদর্শকে নানালোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কবির চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধীতাও আছে এবং চিন্তাধারা সুসমন্বিত ও অখণ্ড কোন রূপ নেয় নি। তবুও কবির সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে বোধ ও বিশ্বাস এবং শিল্প ও সাহিত্য চিন্তার পূর্বাপর বিচার দ্বারা অনায়াসেই একটা দার্শনিক ক্রমানুরূপ খাড়া করা যায়।

কবির এই জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে দেশ ও জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যা বর্তমান রক্ত মোক্ষণক্লান্ত মানব সমাজকে প্রকৃতই সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্যের পথে নিয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ মানবতাধর্মী ছিলেন। মানুষকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোপরি মানদণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করতেন। সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান এবং দেশ ও জাতির নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জনের তিনি তীব্র নিন্দা করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীকে তিনি প্রবল আঘাত হেনেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক যুগ-সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে কবি জীবনের মূল্যায়ন করেছেন। বলেছি, তাঁর মত ও আদর্শে প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা কম—বর্তমান সমাজের চেহারা যাঁরা দেখতে পান তাঁরা একথা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।

বর্তমান সমাজের উপর থেকে নীচের তলা পর্যন্ত দৃষ্টি মেললে সর্বস্তরে চোখে পড়ে ধর্মান্ধ, যুক্তিবিমুখ মানুষের মিছিল; গর্হিত কার্যকলাপ ও দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব; অশালীন আচরণ ও কুরুচির পরিবেশ।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হয়ে গেছে; ভাষার ভিত্তিতে বৈরিতা ও বিশৃংখলা দেশকে পুনরায় খণ্ডিত করবে কিনা বলা যায় না; বর্ণের ভিত্তিতে বিহার মন্ত্রীসভার রদবদল প্রসঙ্গের সাম্প্রতিক এক সংবাদে তাই আশ্চর্য হইনি।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির জটিল ও বিরাট বিষয়ে আজ হঠাৎ এই পত্রিকায় আলোচনা ফেঁদে বসেছি কেন সে প্রশ্ন হয়ত পাঠকের মনে প্রথমেই উদিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার দেশ ও সমাজের একটি অনুবর্তী অংগ। দেশ বলতে আমরা মানুষকে বুঝি। মানুষের মধ্যে যা কিছু দোষত্রুটি আছে তার মূলে রয়েছে অশিক্ষা ও সমাজ-চেতনার অভাব। সমাজ-শিক্ষা ও চেতনার উন্মেষ শিক্ষালয়ে কিছুটা ঘটে, কিন্তু তার বিকাশ ও অস্তিত্ব বহুলাংশে বর্তায় গ্রন্থাগারের 'পর।

গ্রন্থাগারিক একজন সমাজ-কর্মী। সমাজোন্নয়নে তাঁর ভূমিকা খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। মানুষকে আদর্শ নাগরিকের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা কোনও অংশেই গুরুত্বহীন নয়।

রবীন্দ্র জীবনাদর্শে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলার কাজে গ্রন্থাগার-কর্মীর ভূমিকা বোধ করি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রন্থাগার কর্মী অপরের চেয়ে অনেক বেশী সার্থক-ভাবে রবীন্দ্রবাণী পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। এইজন্যে বলছি যে রবীন্দ্রনাথকে জানা ও জানানোর প্রধান উপকরণ যা তা' হোল কবির রচনাবলী। এবং গ্রন্থ নিয়েই গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল কাজকারবার বলে এ ব্যাপারে তাঁদের সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। গ্রন্থ ছাড়াও এ কাজে অন্যান্য উপায় গ্রন্থাগার-কর্মীরা অবলম্বন করতে পারেন যেগুলির মাধ্যম সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী—যাত্রা, কথকতা থেকে সুরু করে সভা, প্রদর্শনী, সিনেমা স্লাইড প্রভৃতি বহু কিছুরই সাহায্য গ্রন্থাগার-কর্মীরা নিতে পারেন।

পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগারে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় রবীন্দ্র গ্রন্থের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ কম। যে গ্রন্থগুলি পঠিত হয়ে থাকে তাও গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা প্রভৃতি লঘু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাকি বহু বিষয়ে কবির অজস্র লেখা আছে যেগুলি তাঁর মৌলিক ও গভীর চিন্তার পরিচয় দেয়, অথচ চাহিদা সেগুলির নগন্য বললেই চলে। গ্রন্থাগার কর্মীকে দেখতে হবে কি উপায়ে সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থপাঠে ভারসাম্য রুচির উদ্রেক ঘটে।

রবীন্দ্র সংগীত শোনা ও রবীন্দ্র নাটক দেখার পর মূল লেখাটি পড়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে। সেই ইচ্ছাটিকে চরিতার্থ করার দায়িত্ব হোল কর্মীদের। এ কাজে দেওয়ালপত্র, গ্রন্থ-প্রদর্শনী প্রভৃতি

পন্থা কার্যকরী হতে দেখা গেছে। কিন্তু অল্পশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকের সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবধারার পরিচয় ঘটানো যায় কিভাবে কর্মীদের সে বিষয়েও যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে।

রবীন্দ্র জীবন ও মনন সম্পর্কে বহু গ্রন্থাগারে হামেশাই সভা ও বক্তৃতার আয়োজন হয়ে থাকে। অনুরূপ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ চিঠিপত্র প্রভৃতি পড়ে শোনানো ও আলোচনার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও যোগাযোগ সিনেমা স্লাইড ও দেওয়াল পত্রের দ্বারা সকলকে অবহিত করা একটি উত্তম পন্থা; গ্রন্থাগার গৃহে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি দেওয়াল পত্রের সাহায্যে নিয়মিত প্রদর্শিত হতে পারে; শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সেগুলির নিয়মিত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এইভাবে সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্র ভাবধারার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে ও কবির সর্ববিষয়ের গ্রন্থপাঠে লোকে ক্রমেই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে।

নানারূপ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ সেগুলির সুবিধা গ্রহণ করেন না এবং অনুষ্ঠানাদিতেও লোকের আশানুরূপ উপস্থিতি দেখা যায় না বলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় আক্ষেপ করেন। এর কারণ, পরিবেশন পদ্ধতি সাধারণ লোকের গ্রহণ ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করে যায়। গুরু গম্ভীর অনুষ্ঠান-সূচী সাধারণ লোক ত বটেই উচ্চ শিক্ষিত মানুষকেও দূরে সরিয়ে দেয়। জোর করে তেঁতো ওষুধ খাইয়ে মানুষের রোগ সারানো যায়, কিন্তু বিস্বাদ অথচ পুষ্টিকর কোনও খাদ্য গ্রহণে মানুষকে জোর করে প্রবৃত্ত করা যায় না। গ্রন্থাগারও এক প্রকার খাদ্য বিপণি। সেখানে মনের খাদ্য মেলে। গ্রন্থাগারেও মানুষ যেতে পারে যদি তার রসনার উপযোগী গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাই গ্রন্থাগারে মনের পুষ্টির জন্যে যে খাদ্য সম্ভার থাকবে তা যেন অবশ্যই লোকের রুচি অনুযায়ী হয়। ভাল গ্রন্থ কোনও সদস্যকে জোর করে গছিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেটি তাঁর বাড়ীতে অপঠিত হয়ে পড়েই থাকবে। গ্রন্থপাঠ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের প্রবৃত্তি দুইই ধীরে ধীরে পাঠকের মনে গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সূচীকেও তেমনি হৃদয়গ্রাহী করা দরকার—ইংরেজিতে যাকে বলে 'এডুকেশন থ্রু এন্টারটেনমেণ্ট'। রবীন্দ্র গ্রন্থপাঠে মানুষকে প্রবৃত্ত করা ও রবীন্দ্র ভাবধারায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে একথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

উচ্ছৃংখল ও ক্ষয়িষ্ণু বর্তমান সমাজ-জীবনকে নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত করতে হলে চাই যুগোপযোগী জীবন দর্শন। মানুষের মধ্যে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে আশা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে দরকার লোকের সামনে আদর্শ একটি চিত্র তুলে ধরা। রবীন্দ্র চিন্তার উপাদানে মানুষের সহজাত সুপ্ত শুভ বৃত্তিগুলির উন্মেষ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি প্রবণতা দেখা দিলে জনজীবনের গতি অবশ্যই কল্যাণকর হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে কর্মীদের হবে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ।

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

"গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র ; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৷০ আনা (৫০ নয়া পয়সা)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া পত্রিকা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খামে দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার কার্যালয়ে ৩৩, বৃজরিমল লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল ৪টা হইতে ৯টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। ফোন : ৩৪-৭৩৫৫

"গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় চিঠাপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, (Central Library, The University, Calcutta12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরমস্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২৩৮২

গ্রন্থাগার বৈশাখ ১৩৬৮ Regd. No. C-3910

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

পরিষদ গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্তির পথে

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক

শ্রীবিমল কুমার দত্ত'র

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

★

শ্রীমতী বাণী বসুর

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী

★

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দেড়হাজার

নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা

★

West Bengal Library Directory

★

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ক লি কা তা ১৪

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

একাদশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৬৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এ ই স ং খ্যা ঃ

আজকের সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার : আঁদ্রে মরোয়া
গ্রন্থাগারের অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণের রূপকল্প : বনবিহারী মোদক ॥ গ্রন্থাগারে বই-এর বার্ষিক হিসাব নিকাশ : জগমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : পরিসংখ্যান : প্রবীর রায়চৌধুরী ॥ ব্রাউন ও নিওবা চার্জিং প্রথা : চঞ্চলকুমার সেন ॥

পরিষদ কথা ● গ্রন্থাগার সংবাদ ● সম্পাদকী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জন্ম শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

—সুলভ মূল্যে—

আগামী ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলায় "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" নামে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী ১০ খণ্ডে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে অনেক নূতন বিষয় থাকিবে যাহা এখনও বাংলা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। প্রতি খণ্ডে প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং মিডিয়াম অক্টেভো সাইজের হইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলীর মূল্য, কাপড় বাঁধাই ৸০৲ টাকা এবং বোর্ড বাঁধাই ৩০৲ টাকা। যাঁহারা উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম ১০৲ টাকা জমা দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। বাকি টাকা একসঙ্গে বা ২।৩টি কিস্তিতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে দিতে হইবে। ডাক মাশুল পৃথক লাগিবে। গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইলে, পুস্তক প্রাপ্তি বিষয়ে অগ্রাধিকার পাইবেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে পুস্তক বিতরণ হইবে। বিতরণ বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ডে জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থাবলীর পুরা টাকা পাওয়া পর গ্রাহকগণকে বই দেওয়া হইবে।

সুলভ মূল্য কেবলমাত্র উক্ত জয়ন্তী বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিবে। বর্তমানে মাত্র চারি সহস্র সেট পুস্তক ছাপা হইতেছে।

কিস্তির টাকা নগদ, মনিঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠাইতে পারেন। চেক স্থানীয় না হইলে আরও ১.৫০ ন.প. বেশি লাগিবে।

ঠিকানা ঃ—ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps. Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
- Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards.
- Geographical ApparatusScientific Apparatus Prize & Library Books Gas & Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই. বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

Head Office :

80/15 Grey Street, Calcutta
Phone : 55-4366
Gram : ARTUNION, Cal.

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road
(Junction of College Street and Harrison Road)

Laboratory Furnishing is our Speciality

ন্যাশনালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সদরুদ্দীন আইনীর

সেকালের বুখারায়

সেকালের বুখারা···ঐতিহাসিক কালের সীমারেখায় নয়। কয়েক দশক আগে বিগত শতাব্দীর শেষ বা বিংশ শতাব্দীর শুরু···যখন বুখারায় ছিল মধ্যযুগীয় কাল, ছিল ধর্মান্ধতা, আমীর আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লাদের অমানুষিক শোষণ, নির্যাতন আর লালসার মৃগয়াভূমি।

তাজিক সোভিয়েত-সাহিত্যের প্রবক্তা সদরুদ্দীন আইনী যিনি কোনক্রমে আমীরের রোষ থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তাঁর এই সুবৃহৎ উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন সেকালের বুখারার চিত্র, যে-চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে অগুণিত মানুষের মুখ, তাদের সুখ-দুঃখ, বিরহ বেদনার বিচিত্র অনুভূতি।

রুশ ভাষা থেকে অনুদিত ঃ সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ঃ দাম ঃ চার টাকা।

★ ★ ★

লিওনিদ সলোভিয়েভের

বুখারার বীর কাহিনী

আমীর শাসিত বুখারার খোজা নাসিরুদ্দীনের বিচিত্র দুঃসাহসিক কাহিনী। দাম ঃ ৩.০০

সদ্য প্রকাশিত

নরহরি কবিরাজের

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

(পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ)

দেশ ও বিদেশে নন্দিত বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। দাম ঃ ৫.০০

★ ★ ★

গোপাল হালদার সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ

(শত-বার্ষিকী প্রবন্ধ সংস্করণ)

দাম ঃ ৫.০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন

দাম ঃ ৯.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থ া গা র প রি ষ দ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

আজকের সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার

আঁদ্রে মরোয়া

[জনসনের জীবনী লিখে বসওয়েল যেমন ইংরাজি সাহিত্যে অমর, বহু উৎকৃষ্ট বই-এর মধ্যে শুধু শেলীর জীবনীগ্রন্থ 'এরিয়েল' লিখে আঁদ্রে মরোয়া (১৮৮৫—) সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক এবং জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা মরোয়া একজন শীর্ষ স্থানীয় ফরাসী সাহিত্যিক। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে মরোয়া আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতামালার অংশ নেবেন বলে প্রকাশ। ইউনেস্কো প্রকাশিত কুরিয়ার পত্রিকা থেকে এই প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার'-এ ধারাবাহিক ভাবে বেরুবে। অনুবাদ করেছেন বোস ইনষ্টিট্যুটের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অশোকা ধর।]

আদিকাল থেকে অগণিত মানুষ বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে এসেছে ; এই পূর্বজদের জ্ঞান ও স্মৃতির সঞ্চয় নিয়েই আমাদের সভ্যতা, এই সভ্যতাকে আমরা নিজেদের করে নিতে পারি যদি পূর্বসূরীদের সঞ্চয়ের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তার একটি মাত্রই উপায় আছে—বই পড়া, তারই দ্বারা আমরা সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারি।

বই-এর প্রয়োজন বক্তৃতা বা ছায়াছবি মেটাতে পারে না, ছবি হল লিখিত কোন বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার প্রকৃষ্ট মাধ্যম, কিন্তু তা কোন বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিশেষ কোন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না। ছায়াছবি কথার মতই প্রবাহিত হোয়ে আমাদের কাছে হারিয়ে যায় কিন্তু বই আমাদের চির-জীবনের সঙ্গী।

বিখ্যাত ফরাসী প্রবন্ধকার Montaigne তিন ধরণের সংযোগ-সেতুর কথা বলেছেন—প্রেম, বন্ধুত্ব আর বই, এই তিনটিই সমগোত্রীয়। বইকে ভালবাসা যায় কারণ তারা বিশ্বস্ত বন্ধু, এমন কি আমি এ কথাও বলব যে অনেক সময় তারা স্বয়ং লেখক অপেক্ষাও রসিক ও জ্ঞানী হয়। বইয়ের ভেতর লেখক নিজের যা কিছু ভাল দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর বাক্যালাপ চমকপ্রদ হতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। কিন্তু বইয়ের রহস্য উদ্ধারের প্রচেষ্টা কখনও শেষ হয় না।

আরো কথা আছে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব ঈর্ষাশূন্য মনে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, মানুষে মানুষে আকাশ পাতাল বিভেদ থাকতে পারে, কিন্তু Balzac, Dickens, Tolstoy, Cervantes, Goethe, Dante এবং Melville প্রমুখেরা এদের মধ্যে এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ ; কোন একজন জাপানী, রুশীয় বা আমেরিকান আমার কাছে অপরিচিত হতে পারে কিন্তু আমাদের সকলেরই পারস্পরিক বন্ধু আছে—এরা হোল War & Peace-এর Natasha, la Chartreuse de Parme-র Fabrice এবং David Copperfield-এর Micawber—এরা আমাদের সকলেরই বন্ধু।

আমাদের বন্ধনদশার মুক্তি দিতে পারে বই, আমাদের কারুরই অন্যকে সম্পূর্ণরূপে জানবার মত এমন কি নিজেকে জানবার মত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য নেই, এই বিপুল নিষ্পন্দ বিশ্বে আমরা সবাই নিঃসঙ্গতা অনুভব করি; তার জন্য দুঃখও পাই। দুনিয়ার অবিচারে, জীবনের রুক্ষতায় আমরা আহত হই। কিন্তু বই পড়েই একথা আমরা জানতে পারি যে আমাদের চেয়েও বিরাট মানুষেরা আমাদের মতই দুঃখ পেয়েছেন, আমাদের মতই মুক্তির সন্ধান করেছেন।

অন্যের মনে প্রবেশ করার উপায় হল বই। তার সাহায্যে আমরা অনায়াসে পৃথিবীর যাবতীয় নীচতা, ক্ষুদ্রতা এবং নিজেদের নিষ্ফল গুমরানোর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারি. শৈলবাসের মুক্ত অবকাশে যে শারীরিক সুস্থতা আনে, বই পড়ে কাটিয়ে দেওয়া কোন একটি সন্ধ্যা মনের মধ্যে তেমনি সজীবতা এনে দেয়। সেই অতুঙ্গ চূড়া থেকে আমরা বল সঞ্চয় করে ফিরি, মন আমাদের সমস্ত অবিচলতা থেকে মুক্ত হয় এবং সমভূমিতে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে আমরা সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হতে পারি।

অতীত সন্ধানের একমাত্র সড়ক হল বই। যে মানব গোষ্ঠীর জীবনে আমরা হয়ত কোনদিন যাব না তাদেরও জীবন কথা জানবার উপায় হল বই। বিশ্বাস স্পেনে ভ্রমণ করা অপেক্ষা Frederic Garsiahorka'র নাট্যাবলী স্পেনের আত্মাকে চেনবার অনেক বেশী সুযোগ এনে দেয়। Tolstoy এবং Chekov রুশীয় আত্মার যে কয়েকটি দিক উন্মোচন করে গেছেন তা আজো সত্য হয়ে আছে, Saint Simon-এর 'Memoires' যত ফ্রান্সকে যেমন আমার কাছে সজীব করে তোলে তেমনি Hawthorne অথবা Mark Twain-এর উপন্যাস আমেরিকার সেই আত্মাকে আমার মানসপটে এনে দেয় যে আমেরিকা আজ লুপ্ত, তাই বই পড়ে আমি আরো বেশী আনন্দিত হই যখন দেখি যে জগতে আমরা বাস করছি এবং যে জগৎ আমাদের কাছ হতে দূরে সরে গেছে——সে দুয়ের মধ্যে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষ-সাধারণের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। হোমার রচিত রাজাদের যে উত্তেজনা, বর্তমান যুগের কোন যুদ্ধগোষ্ঠীর সেনানায়কের সেই একই উত্তেজনা দেখতে পাই। Census সহরে Marcel Proust সম্পর্কে ছাত্রদের বক্তৃতার সময়ে আমি দেখেছি—সেই সব মধ্য পশ্চিমের চাষার ছেলেরা ফরাসী চরিত্রের মধ্যে তাদের নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল। "কিন্তু শেষ কথা হ'ল যে জাতি একটাই——মানব জাতি।" আমাদের সঙ্গে মনীষীদের মূলগত প্রভেদ নেই, যা প্রভেদ তা হ'ল পরিমাণগত এবং সেই জন্যেই তাঁদের জীবনী আমাদের কাছে এত চিত্তাকর্ষক।

নিজেকে জানার পরেও অন্য কিছু জানাবো বা অন্যকে বুঝবো বলেই আমরা বই পড়ি, বই পড়ে শুধুমাত্র আমরা এটুকু আনন্দই লাভ করিনা। চারপাশের ঘটনাবলীকে স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে দেখার পক্ষে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বড় বেশী জড়িত থাকি। নিজেদের প্রবণতায় তাদের যথাযথ বিচার করতে অক্ষম হই। আমাদের অনেকেরই জীবন Dickens অথবা Balzac-এর যে কোন উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু আমরা সে অভিজ্ঞতা থেকে কোন আনন্দ লাভ করিনা—সে বরং নিরানন্দই পাই। লেখকের কাজ হল জীবনের একটা বিশ্বস্ত ছবি উপস্থিত করা। কিন্তু সে ছবি থাকবে এত দূরে যাতে জড়িয়ে পড়ার কোন ভয় না করে আমরা যেন তার রস উপভোগ করতে পারি।

পাঠক কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা জীবনী পড়ার সময় মনের শান্তি নষ্ট না করে উন্মাদনার রাজত্বে বাস করে। Santayan এর মতে জীবন এবং শান্তির যে সম্মিলিত ছবি আমরা বাস্তবে খুঁজে পাই না তা শিল্পকলাই আমাদের চোখের সামনে পরিস্কার করে তুলে ধরে। ইতিহাস, আমাদের মনের সুস্থতা আনে। আমাদের আত্ম সংযম এবং ধৈর্যরক্ষার শিক্ষা দেয় ইতিহাস। যে প্রচন্ড মতভেদকে কেন্দ্র করে একদা সমস্ত গৃহযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে তা যে আজ কেবলমাত্র উচ্চতর্ক, বিতর্ক, মত এবং কবরিত—এ শিক্ষা আমরা ইতিহাস থেকেই পাই। এ শিক্ষা হল জ্ঞান এবং যুক্তি মূল্য নির্ণয়ের শিক্ষা। যে কোন শ্রেষ্ঠ বই পড়ার পর সেই আগের মানুষটি হারিয়ে যায়—সে হয় এক নতুন পূর্ণতর মানুষ।

আমাদের দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করবার, নব নব আবিষ্কারে জীবন যাত্রাকে রূপান্তরিত করে কৃষ্টিবান সমাজের যোগ্য হওয়ার এই সুযোগকে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসার মত জরুরী কাজ মানুষের কাছে আর দ্বিতীয় নেই। ইহা একমাত্র সম্ভব সাধারণ গ্রন্থাগারের মারফৎ।

আমরা এমন যুগে বাস করি, যখন জনসাধারণের সমানাধিকার। তাদের শাসনকার্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার, জনমত সংগঠন এবং শান্তি অথবা যুদ্ধ নীতির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি অধিকারগুলি অধিকতর রাষ্ট্রে দেওয়া হচ্ছে। সেই সব দেশে এককথায় সমস্ত জাতীর জীবন তথা বিশ্ব পরিচালনায় সাধারণ মানুষেরাই প্রভাব বিস্তার করছে। এই ক্ষমতাই গণতন্ত্র এবং তারা যখন সমস্ত ক্ষমতার উৎস তখন সমস্ত প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের নিঁখুত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমি এ বিষয়ে একমত যে তারা ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়গুলি থেকে এ শিক্ষা পায় কিন্তু গ্রন্থাগার ভিন্ন বিদ্যালয়ের পক্ষে এ শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ থাকে।

গ্রন্থাগারের অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণের রূপকল্প

বনবিহারী মোদক

নয়ন-রম্য বস্তুর দিকে সবাই আকৃষ্ট হয়। প্রথম দৃষ্টিতে যে-জিনিষটি ভাল লাগল, সে জিনিষের প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। দর্শনেন্দ্রিয়ের পথে সে আবেদন এসে একেবারে আমাদের মরমে পৌঁছোয়। গুণাগুণের চুলচেরা বিচার সুরু হবার আগেই আমাদের অবুঝ মনটা তাতে আসক্ত ও নিবিষ্ট হয়ে পড়তে থাকে। "আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারি"—একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, কথাটা ভুল নয়।

সচেতন সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজন ও উপযোগীতা সম্পর্কে আগে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম না; হাল-আমলের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর দৌলতেই এ বিষয়ে আমরা বুঝতে শিখেছি—বহু জনপোষিত হলেও, এ ধারণাটা আদৌ সত্যি নয়। "সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু," "রম্যাণি বীক্ষা"—এই ধরণের শ্লোকাংশগুলোই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, দ্রষ্টব্য বস্তুকে দ্রষ্টার চোখে রমণীয় করে তোলার সার্থকতার কথা সুপ্রাচীনকালেও ভারতে অজানা ছিল না। সত্য ও শিবের সংগে 'সুন্দর'-ও ভারতীয় মনীষার ধ্যেয় ছিল।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, বই নির্বাচন সম্বন্ধে গ্রন্থাগারকে 'বিভাগীয় বিপণি'-র (Departmental Store) সংগে তুলনা করা হয়ে থাকে। আহৃত পণ্যের নমুনাগুলো ক্রেতা সাধারণের চোখের সামনে আকর্ষণীয় ও লোভনীয়রূপে তুলে ধরতে পারার সাফল্যের উপরই নির্ভর করে বিভাগীয় বিপণির ম্যানেজারের কৃতিত্ব। রুচিসম্মত সাজসজ্জার দ্বারা গ্রন্থাগারকে দৃষ্টিসুখকর ও আকর্ষণীয় করে' যে কুশলী গ্রন্থাগারিক অনাসক্ত, নিস্পৃহ ও উদাসীন মানুষ-দেরও গ্রন্থ সংগ্রহের জ্ঞানসত্রের কাছে টেনে আনতে পারেন, তাঁর কৃতিত্ব কি আরও অভিনন্দনযোগ্য নয়?

শুধু গ্রন্থাগার-বিমুখ উদাসীন লোকেরাই যে এর ফলে আকর্ষণ বোধ করবেন, তাই-ই নয়। গ্রন্থাগার যাঁরা ব্যবহার করেন, সেই পাঠক সাধারণও নবসজ্জার রম্যরূপে সাজানো গ্রন্থাগারকে আরও বেশী ভালবাসতে সুরু করবেন।

গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ রুচিস্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হ'লে পাঠকক্ষে বসে পড়াটা তাঁদের পক্ষে আরও প্রীতিকর হবে। গ্রাহকরাও আরও বেশীসংখ্যক বই নিতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন।

শুধু বিভাগীয় বিপণির জন্যে নয়, সমস্ত প্রকার সজ্জা ও অলঙ্করণের জন্যেই পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ ও পরামর্শ নেওয়া হয়। ঠিক কী ভাবে সাজালে সংস্থাটি উপযোগীতা ও নয়নরম্যতার দিক থেকে সর্বাধিক সুফল লাভ করবে—অভ্যন্তর ও বাহিরের সজ্জার সেই সর্ববিধ বিষয়েই তাঁরা নির্দেশ দেন। দৃষ্টিশোভন ও কার্যকরী সুবিধে যুক্ত হতে হলে গ্রন্থাগার গৃহটিকে কিভাবে তৈরী করতে হবে—স্থাপত্যবিষয়ক সেই পরিকল্পনা থেকে সুরু করে আলোক ব্যবস্থা পর্যন্ত সবকিছুর জন্যেই সেখানকার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় সাহায্য পান। আমাদের দেশে এর শতাংশের এক শতাংশের এক অংশও পাওয়ার উপায় নেই। এখানকার বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সজ্জা ও অলঙ্করণের দরকার মাফিক দিগ্‌দর্শন পাবার মত ভাল বইও মেলে না এদেশে। সবচেয়ে পরিতাপের কথা, এদেশের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের পাঠাক্রমেও, গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি আজ পর্যন্ত অবহেলিতই রয়ে গিয়েছে। কাজেই এদেশের গ্রন্থাগারকর্মীদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি'-র (Trial and error method) পথ ধরে এগুনো ছাড়া গত্যন্তর কি ?

"Love of beauty is taste, creation of beauty is art"—আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গেও কথাটি অনুধাবনযোগ্য। সৌন্দর্যানুভূতিটা বড় জিনিষ ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র সৌন্দর্যবোধ সম্বল করে মহৎ কারুকৃতি সৃষ্টি সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই সৃজনপ্রতিভা ও নৈপুণ্য। চর্চার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ এবং প্রযুক্ত কলাকৃতির বিচার ও মূল্যায়ন—সৌন্দর্যের নয়নরম্য রূপদানের জন্যে এছাড়া পথ নেই।

সুনির্বাচিত বস্তুর সুসমঞ্জস বিন্যাসই সজ্জা। সজ্জাপ্রকরণে harmony বা সমন্বয়সাধনের গুরুত্বই সর্বাধিক। এই সমন্বিত রূপ সৃষ্টি করতে হলে symmetry ও balance (ভারসাম্য)এর দিকে নজর রাখতে হয়। এখন সহজ একটি দৃষ্টান্ত ধরে এই ভারসাম্য জিনিষটি কি, সেটা বুঝে নেওয়া যাক। ঘরের বাঁপাশে উজ্জ্বল রঙের বড় একটি জিনিষ রেখে, ডানদিকের অনুরূপ স্থানটি যদি যদি খালি রাখি বা হাল্কা রঙের

ছোট্ট একটি জিনিষ রাখি—তাহলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। ডানদিকের এই যে শূণ্যতাটি এত বেশী চোখে লাগছে, বা-পাশের জিনিষটির মত কোন একটি জিনিষ সেখানে বসিয়ে দিলেই সে শূণ্যতাটা আর দৃষ্টিকটু ঠেকবে না। দু-পাশের স্থানপূর্তিতে একই রকমের volume mass ও রং সমাবেশ করার ফলেই এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হল। প্রাত্যহিক জীবনে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। টেবিলের একপাশে একটিমাত্র ফুলদানি রাখাটা যে অশোভন—একটু ছেলেও সেটা বোঝে।

এর পরেই আসে দৃষ্টিকোণের প্রসঙ্গ। যে বিশেষ দিকটি থেকে দর্শকের চোখ দ্রষ্টব্য জিনিষটি দেখছে, সেই দৃষ্টিকোণটি থেকে বস্তুটির সর্বোত্তম viewটাই যেন দেখা সম্ভব হয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধ্যানী বুদ্ধের সুন্দর একটি আবক্ষ মূর্তি আপনি আপনার লাইব্রেরীর পাঠককে বসিয়েছেন। বেশ মানানসই জায়গায় চমৎকার একটি ত্রিপয়ের ওপর রেখেছেন সেটি। কিন্তু পাঠকেরা যেদিক দিয়ে ভেতরে ঢোকেন এবং যেখানে বসেন, সেখান থেকে মূর্তিটির শুধু পাশের দিকটাই হয়ত চোখে পড়ে লোকের। অন্য পারিপাট্য যত চমৎকারই হয়ে থাকুক, দৃষ্টিকোণের বিচারে এখানেই আপনার ভুল হয়েছে বুঝতে হবে। পাঠকদের প্রবেশপথ ও বসবার জায়গা থেকে চোখ তুলে চাইলেই মূর্তির সামনের দিকটাই যেন নজরে পড়ে সবার—সেটাই হবে সঠিক দৃষ্টিকোণে স্থাপনা।

উপরোক্ত তত্ত্বগত সংকেত দুটি মনে রেখে বইয়ের তাক বা আলমারি, আসবাবপত্র এবং সজ্জার অন্যান্য উপকরণ কোনটি কোথায় বসবে, আগে সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা তৈরী করে নিতে হবে। কাগজে নক্সা এঁকে নিতেও বাধা নেই। সজ্জাপ্রকরণের প্রথম কাজ স্থান বণ্টনের বিষয়টা আরও সুশৃংখল-ভাবেই সমাধা হবে তাতে।

বাস্তবভাবে হাতে-কলমে কিভাবে কি করতে হবে—এইবার সেই প্রায়োগিক আলোচনায় আসা যাক। এদিকে সজ্জাকার্যের সর্বপ্রথম ধাপ হল পরিচ্ছন্নতা বিধান। গ্রন্থাগারগৃহের এখানে সেখানে নানারকমের জঞ্জাল যদি পড়ে থাকে, হাজার সাজানগোছানও তাহলে বৃথা হবে। এবিষয়ে মনে রাখতে হবে—Anything out of place is a dirt। স্থানচ্যুত দ্রব্যমাত্রই আবর্জনার সামিল। বিশেষ করে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একথা যত বেশী খাটে, তত আর অন্য কিছু সম্বন্ধেই নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলে—A book misplaced is a book

lost। কাজেই, প্রত্যেকটি টুকিটাকি জিনিষও যাতে ঠিক ঠিক জায়গায় থাকে এবং গ্রন্থাগার গৃহের কোনখানে কোন নোংরা জঞ্জাল বা কাগজের টুকরো যেন পড়ে না থাকে—এবিষয়ে সদাসতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি সব সময়েই রাখতে হবে।

এখন আসছে গ্রন্থাগার গৃহের নানা অংশের কথা। গৃহটির চৌহদ্দির মধ্যে যা কিছু আছে—বাইরের দরজা বা গেট, প্রবেশপথ, উঠোন ও বাগান, বারান্দা, ঘরগুলো, বহিঃসীমার পাঁচিল—সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই গ্রন্থাগারকর্মীদের কিছু না কিছু করবার আছে। সাইনবোর্ডটা কোন জায়গায় কিভাবে টাঙালে পথচারীরা সবাই সেটা দেখতে পাবেন অথচ ঝড়-জলে বোর্ডটির বা লেখাগুলোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বাগানের ফ্লাওয়ার বেডের মরশুমী ফুলগুলো সঠিক ঋতুর আগেই লাগানো এবং জলসেচন হচ্ছে কিনা; কোন্ কোন্ ফুলের টব বারান্দায় সবচেয়ে মানানসই হবে; বারান্দার ছাদ বা চালের নীচে তোরণের মত স্থানগুলোতে কি ধরণের ঝোলানো টবে অর্কিড দেওয়া যাবে—স্থান, কাল, অবস্থা ও সংগতিভেদে গ্রন্থাগার কর্মীদেরই এসব ঠিক করতে হবে।

প্রবেশ পথে নির্দেশিকা প্রভৃতি রাখা ভাল। পাঠকক্ষ, লেন্ডিং সেকশন, অফিস, শিশুবিভাগ—এগুলির কোন্‌টা কোন দিকে অবস্থিত, তীর-চিহ্নিত দিগ্‌দর্শিকা থাকলে, ঢুকবার সংগে সংগে একজন আগন্তুকের পক্ষেও সহজেই সেটা বোঝা সম্ভব হবে। তাছাড়া, প্রত্যেকটি ঘরে ঢুকবার দরজার মাথায় ছোট ছোট সুদৃশ্য প্লাস্টিকের বোর্ডে 'অফিস', 'পাঠকক্ষ : পুরুষ', 'পাঠ-কক্ষ : মহিলা', 'শিশু-বিভাগ', 'লেন্ডিং সেকশন' প্রভৃতি পরিচিতিগুলো লিখে দিতে পারলে মর্যাদা-দ্যোতক রুচিরম্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্লাস্টিকের বোর্ডের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে, হ্যাক্-স'তে কাটা প্লাই-উডের সুগঠিত অক্ষর মসৃণ কাঠের ফলকে বা জলিবোর্ডে এঁটেও ব্যবহার করা যায়। মাত্র দু-একখানি ঘর ও স্বল্প আর্থিক সংগতি নিয়ে যে সব সাধারণ গ্রন্থাগার কাজ চালান, তাঁদের পক্ষে এ সব নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কোন্ বেলায় কতক্ষণ খোলা থাকে, কোনদিন ছুটি, admission-প্রার্থীদের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী—সামনের ঘরের বারান্দায় দরজার দুপাশে মাঝারি আকারের সুদৃশ্য নোটিশ বোর্ডে এগুলো সুন্দরভাবে টাঙিয়ে দিলেই তাঁদের কাজ চলবে।

এরপর ঘরগুলোর আভ্যন্তরীণ সজ্জার কথা। দেওয়াল, মেঝে, ছাদ—ঘরের সমস্ত অংশেই সৌন্দর্যের স্পর্শ লাগা চাই। মেঝেতে কার্পেট, লিনো-লিয়ম বা রবারের চাদর বিছোবার সংগতি যে সব গ্রন্থাগারের নেই, পরিষ্কার

একরঙা মেজেতে দু একটি আলপনা দেওয়াই তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ ও শোভন ব্যবস্থা। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ এবং কখনও কখনও টেলপীস্‌গুলোতেও নানান রকমের নকসা থাকে আজকাল। মোটামুটি আঁকার হাত আছে এমন যে-কেউ এগুলোর অনুকরণে বেশ সুন্দর সুন্দর আলপনা দিতে পারবেন। আগেকার দিনে কাড়লণ্ঠন দিয়ে ছাদ সাজানোর রেওয়াজ ছিল। এখন এটার চল্‌ নেই, তাছাড়া কাঁচের কাড়লণ্ঠনও বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এগুলোর জায়গায় রঙীন জাপানী ফানুস ব্যবহার করলে নামমাত্র খরচে বেশ দৃষ্টিশোভন হবে। ছাদের যেখানে সেখানে গুটিকতক ফানুস ঝুলিয়ে দিলেই চলবে না। ছাদটির আয়তন, ঘরের ফাঁকা অংশ—এগুলো বিবেচনা করে মানানসই কায়দায় বেশ একটু লম্বা করে ঝুলিয়ে দিতে হবে ফানুসগুলো।

বিরাট বিরাট তৈলচিত্র আর রঙীন দেওয়ালগিরি—আগেকার দিনে এগুলোই ছিল দেওয়াল সাজাবার শৌখিন উপকরণ। আজকাল দেওয়ালের সাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত মামুলী ধরণের হয়ে থাকে। ফলে অনেক প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও সেগুলো গ্রন্থাগারে আগত পাঠকসাধারণের তারিফ পায় না। মনীষীদের ছাপানো প্রতিকৃতি, চার্ট, পোস্টার—সাধারণতঃ এই সব দিয়েই লাইব্রেরী ঘরের দেওয়াল সাজান হয়ে থাকে আজকাল। জানালা বাদ দিলে সাদা দেওয়ালের অনেকখানি অংশ ঢেকে রাখে বইয়ের শেলফ্‌ এবং আলমারি। বাকী জায়গাটুকুও যদি ঐ সব জিনিষ দিয়ে ভরে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা জবরজং হয়ে পড়তে বাধ্য। কাজেই, নেহাৎ না-রাখলে-নয় এমন দু-একটি ছবি রেখে বাকী সব কিছু নামিয়ে রাখলেই ভাল হয়। বিশেষ বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপন বা দিবস-পালনের দিন ঠিক প্রাসঙ্গিক ছবি ও চার্ট পোস্টার লাগালে, সেটা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠবে—ও সব জিনিষ সব কিছুই যদি খুলে রাখা হয়, দেওয়ালগুলো কি তাহলে একেবারে খালিই থাকবে? না; একেবারে খালি রাখলে ভাল দেখাবে না। গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যার পবিত্র পীঠস্থান। এর অলঙ্করণেও চাই পূত ও সৌম্য ভাবদ্যোতক ব্যঞ্জনা। বাংলার লোকশিল্পের কয়েকটি সুনির্বাচিত মোটিফ্‌ (motif) এখানে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের সংগে কাজে লাগাতে পারব। কল্কা, চাঁদমালা, শঙ্খ, পদ্ম, চরণ, মীনচিহ্ন—চারুকলার এই সব ব্যঞ্জনাময় প্রতীকগুলি বাংলার নিজস্ব জিনিষ।

একমাত্র মীনচিহ্নটি ছাড়া অন্য সবগুলোই এখনও কোন-না-কোন ক্ষেত্রে

ব্যবহার হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যাঁরা খুঁতখুঁতে চরণ চিহ্নটি সম্বন্ধে তাঁরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু বিশেষ দেবতা বা দেবীর পায়ের ছাপ হিসেবেই যে ওটির ব্যাখ্যা করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

দুটো আলমারি বা দুটো জানালার মাঝের ফাঁকা দেওয়ালটুকুতে অভ্রচূর্ণ খচিত চাঁদমালা যে আশ্চর্য রূপমায়ার সৃষ্টি করে, বর্তমান প্রবন্ধলেখক নিজে একাধিকবার সেটা সাফল্যের সংগে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

পর্দার প্রচলনটা, কেন জানিনে, হু-হু করে বেড়ে চলেছে আজকাল। শুধু বসত বাড়ীতে হলে কথা ছিল না, এমন কি অফিস-আদালতেও এ বস্তুটির বিলক্ষণ আদর আজকাল! বড় বড় পদাধিকারীদের বিরাটতর মর্যাদা আর আব্রুটা বাইরের হাওয়া পাছে উড়িয়ে নিয়ে যায়—হয়ত এই ভয়েই এ-ব্যবস্থা হচ্ছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এই অনাবশ্যক বিড়ম্বনাটা বাংলার গ্রন্থাগারকর্মীরা একান্তই যদি এড়াতে না পারেন, তবে মহিলাদের পাঠকক্ষের জানালা-দরজা পর্যন্তই তাঁরা যেন এটার ব্যবহার সীমিত রাখেন। সে-পর্দা দৃষ্টিপীড়াদায়ক কোন কটকটে চড়া রঙের যেন না হয়, ব্যস্।

পাঠককে মনঃসংযোগের উপযোগী আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমী দুনিয়ায় দেওয়ালের রং এবং আলোক-প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার ওপর এত যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেটা অনর্থক নয়। নিদেনপক্ষে, ঘরের রঙটাকে অনতি উজ্জ্বল ঈষৎ নীলাভ আমরাও করতে পারি। আলোর কথায় পরে আসছি।

এখানে একটু সতর্ক হবার দরকার আছে। গ্রন্থাগারের, বিশেষ করে পাঠকক্ষটির, অল্পসজ্জার মৌলিকতা ও নূতনত্ববিধানের ভাবাবেগে আমরা যেন বাস্তব উপযোগীতার কথা ভুলে না যাই। পূর্বোল্লিখিত মোটিফ্‌গুলোই শুধু যত্র-তত্র ব্যবহার করব, অন্য দরকারী জিনিষও কিছুই রাখব না—একথা মনে করলে গ্রন্থাগার ক্রমে ক্রমে আর্ট এগজিবিশনের গ্যালারী হয়ে উঠবে। আর যাই-ই হোক, গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য তাতে ব্যাহতই হবে। প্রাপ্তব্য গ্রন্থাদি সম্পর্কে আকর্ষণীয় শৈলীতে সংক্ষেপে লেখা জ্ঞাপনী; সহজবোধ্য ও সুলিখিত graph ও চার্টের মাধ্যমে পরিসংখ্যান ও তথ্য—পাঠককে এসবও কিছু কিছু রাখা অত্যাবশ্যক। মফঃস্বলের অনেক সাধারণ গ্রন্থাগারেই দেখা যায়—নিষেধ-সূচক কোন-না-কোন বিজ্ঞপ্তি। "পাতা মুড়িবেন না"—রবার স্ট্যাম্পের এই

ছাপও বইয়ের যত্র তত্র দেখেছি। সে স্ট্যাম্পের 'না' শব্দটি ছেলেরা (শুধু কি ছেলেরাই ? তাহলে আর দুঃখ ছিল কি ?) নিপুণ হাতে বেমালুম মুছে দিয়েছে—এটাও নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ্য করেছেন। এরকম নিষেধাত্মক নির্দেশে কোন কাজ হয় না। তার চেয়ে বেকেলাইট বা প্লাস্টিকের শীটের ওপর অন্য রঙের উত্থিত (raised) হরফে, সম্ভব না হলে কাঁচের পিছন পিঠে উজ্জ্বল ও বিপরীত (contrasting) রঙে,—'এই জাতীয় সম্পদ। সযত্ন ব্যবহারে এর আয়ু বাড়াতে সাহায্য করা আপনারও কর্তব্য'—এই ধরণের অনুজ্ঞাবাচক আবেদন লিখে পাঠকক্ষের এবং লেন্ডিং সেকশানের সুবিধেমত জায়গায় টাঙিয়ে দিলে কিছুটা সুফল আশা করা যায়।

সবারই নজরে পড়ে এবং সকলেই কাছে এসে দেখতে পারেন—গ্রন্থাগার-গৃহের ভিতরে এমন কোন একটি জায়গায় তৈরী করতে হবে 'ডিস্‌প্লে কর্ণার'। সামান্য আয়োজন আর উপকরণ নিয়ে ছোট্ট একটু জায়গাতেই এটা করা সম্ভব। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারেই এ সবের কোন বালাই নেই। বইয়ের জ্যাকেট, বই, সাময়িকপত্র, সমালোচনার কাটিং এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুমুদ্রিত পাবলিশার্স ক্যাটালগও (উদ্দিষ্ট বইখানা যদি ইতোমধ্যেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলেই ; নচেৎ কদাপি নয়।) ডিস্‌প্লে কর্ণারে প্রদর্শিত হতে পারে।

যত আকর্ষণীয় জিনিষ যত সুন্দরভাবেই প্রদর্শিত হোক না কেন, একবার সাজানোর পর অনেকদিন পর্যন্ত আর যদি কোন অদলবদল না করা হয়, আগ্রহ ও কৌতূহলের উদ্রেক না করে প্রদর্শিত বস্তুগুলো তাহলে বিরক্তিকর একঘেয়েমিরই সৃষ্টি করবে। "ক্ষণে ক্ষণে যং নবতাং উপৈতি, তদেব রূপং রমণীয়তায়া", ডিস্‌প্লে কর্ণার সম্বন্ধে এই কথাটা হওয়া চাই ধ্যানের বীজমন্ত্রের মত। শুধু প্রদর্শিত দ্রব্যগুলোই নয়, সাজানোর ধরণ এবং উপকরণগুলোও প্রতি সপ্তাহে বদলান দরকার।

জনপ্রিয় বিষয়ের সদ্য প্রকাশিত নতুন বইগুলো গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়ামাত্র ডিস্‌প্লে কর্ণারে সেগুলোর জ্যাকেট এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা উচিত। সেই বিষয়ে এবং সম্পর্কিত বিষয়ে পূর্বপ্রকাশিত যে সব পুরনো বই অবজ্ঞাত অবস্থায় গ্রন্থাগারে পড়ে রয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তিতে সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের কথাও আকর্ষণীয় ভংগীতে উল্লেখ করতে হবে। এর ফলে উপকার হবে দুটি : (১) সেই বিষয়ের প্রায়-পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সেই

বিজ্ঞাপনেই পাঠকেরা পেয়ে যাবেন। (২) কদাচিৎ ব্যবহৃত পুরণো বইগুলোরও চাহিদা ও পঠন-পাঠন বাড়বে।

৫।৭ দিন পরের একটি তারিখ উল্লেখ করে সেই বিজ্ঞপ্তিতে একথাও ঘোষণা করা হবে যে—উল্লিখিত দিন অমুক সময় থেকে প্রদর্শিত ও বিজ্ঞাপিত বইগুলো লেন্ডিং সেকশন থেকে ইস্যু করা সুরু হবে। ঘোষিত দিনের আগেই ঐ বইগুলোর প্রসেসিং-এর কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে ফেলা চাই ; নচেৎ আগ্রহী পাঠকদের মনে গ্রন্থাগারের কর্মতৎপরতার প্রতি অনাস্থা এসে যাবে। একবার এইভাবে অনাস্থার ভাব জন্মালে, পরে হাজার তৎপরতা দেখালেও আর সেটা দূর হবে না।

সদ্যসংগৃহীত যে-সব বই খুব জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলো যদি মাত্র এক কপিই এসে থাকে, তাহলে প্রদর্শন ও প্রচারের দ্বারা সেগুলোর প্রতি পাঠকদের অতিরিক্ত আগ্রহ জাগিয়ে না তোলাই ভাল। যাঁরা বই পেলেন না, কোন সান্ত্বনা বা যুক্তির কথাই তাঁরা শুনতে চাইবেন না। বিষয়টা তুচ্ছ, গ্রন্থাগারকর্মীরাও এক্ষেত্রে অনন্যোপায়, তবু এই নিয়ে হুজ্জোত এবং তিক্ততা সৃষ্টি হতে হামেশাই দেখা যায়।

আর একটি কথা। ভাল বই লেন্ডিং সেকশনে প্রথম ছাড়ার সময় নিয়মানুপদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। "ব্যক্তিগত খাতিরের লোককে আগে দিয়েছেন", —পক্ষপাতিত্বের এই অভিযোগটা উত্থাপন করার কোন সুযোগই যেন কেউ না পান। বেশী কপি এক সংগে ছাড়তে পারলে কোন ল্যাঠা নেই। অন্যথায় রিকুইজিশন্ স্লিপে (যে গ্রন্থাগারে এ-প্রথা চালু নেই, সেখানেও সাময়িকভাবে এটা নেওয়া যেতে পারে। কাজের অনেক সুবিধে হবে তাতে। অন্ততঃ আলোচ্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রক্ষার এটা একটা সেরা উপায়।) পেশ করার ক্রমিক নাম্বার দিয়ে, এক একটি বইয়ের বিষয় প্রার্থীদের ওয়েটিং লিস্ট তৈরী করবেন।

ডিস্প্লে কর্ণারে কি ভাবে বইগুলো সাজাবেন ? ইস্পাতের সরু শিকের তৈরী ঘূর্ণায়মান র‍্যাকই এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। এতে অনেকগুলো করে তাক থাকে, বইগুলো তাতে সাজিয়ে দিলেই চলে। আমদানির অত্যধিক কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধের ফলে আজকাল এ-ধরণের জিনিষ মেলা ভার। মার্কিণ এবং বিলেতী বই আমদানীকারী বড় ফার্মগুলোর সংগে যোগাযোগ করে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে, পাওয়া যেতেও পারে। জিনিষটির

ধরণ-ধারণ এবং স্পেসিফিকেশন্ ঠিকমত সমঝিয়ে দিতে পারলে আমাদের দেশের দক্ষ মিস্ত্রিরাও মোটামুটি কাজ চলার মত জিনিষ খাড়া করে দিতে পারেন।

সবশেষে আলোর কথা। সাজ সজ্জা রাত্তিরেই খোলে ভাল। আলোক-প্রক্ষেপণ নিখুঁত হলে, সজ্জার ছোট খাট ত্রুটিও ঢাকা পড়ে যায়। নিম্নোক্ত তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে আলোকসজ্জা বিজ্ঞানসম্মত হবে : (১) আলোটা চোখে দেখা যাবে না, শুধু রশ্মিটা অবাধে এসে দ্রষ্টব্য বস্তুকে আলোকিত করবে ; অর্থাৎ আলোটা থাকবে লুকোনো, অন্ততঃ ঢাকনীর আড়ালে। (২) নরম আলো (তার মানে টিমটিমে নয়, ফোটোগ্রাফীর ভাষায় যাকে বলে সফ্‌ট্ লাইট ; অর্থাৎ উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলো) দরকার। (৩) পাঠকদের মাথার ওপরে পিছন দিকে বা-পাশ ঘেঁষে আলোটা থাকবে, অর্থাৎ আলোকরশ্মি পিছন থেকে বা কাঁধের ওপর দিয়ে এসে পাঠ্যবস্তুতে পড়বে।

গ্রন্থাগারের, বিশেষতঃ পাঠকক্ষের পক্ষে এটাই হবে আদর্শ আলোকসম্পাত। এই ব্যবস্থা তিনটি কার্যকরী করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। দূর মফঃস্বলের যে-সব জায়গায় বিজলী সরবরাহ নেই, সেখানে এ সব ব্যবস্থার কোন প্রশ্নই ওঠে না ; পেট্রোমাক্স, হ্যাজাক্ বা গ্যাসের বাতি দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া সেখানে গতি নেই। কিন্তু অন্য সর্বত্রই পূর্বোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা যায়। চোখ ধাঁধানো নয়, এরকম স্নিগ্ধ আলোর জন্যে ফ্লোরেসেন্ট টিউব বা কোটেড (মিল্কি) ল্যাম্পেই কাজ হয়।

সজ্জাপ্রকরণ প্রয়োগিক কলা। অন্য যে-কোন প্রয়োগিক কলার মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই এটি রূপ নিতে থাকে। আঙ্গিকের নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই ভাবময় দ্যোতনায় এর উত্তরণ। বিশুদ্ধ গাণিতিক নিয়মে দুই আর দুয়ে চার এখানে কিছুতেই করা সম্ভব নয়। এর প্রতিটি রূপকল্পই আপেক্ষিক। গ্রামাপরিবেশের শ্যামলিমার কোলে ছোট্ট একটি গ্রন্থাগারে যে-রূপকল্পগুলোই যে মানস-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে, শহরতলীর ধূলিমলিন কলকোলাহলে একই আকার-আয়তনের আরেকটি লাইব্রেরীতে ঠিক সেগুলোই হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ। রূপকারের চোখই তাই একাজে সবচেয়ে বড় নিয়ামক। একমাত্র তাঁর কল্পনাই সৃষ্টি করতে পারে নয়নাভিরাম ছন্দ ও বণিকা।

গ্রন্থাগারে বই-এর বার্ষিক হিসাব-নিকাশ

অগমোহন মুখোপাধ্যায়

সাধারণ গ্রন্থাগারে বই এবং বাঁধানো পত্রিকাগুলোর বার্ষিক হিসাব নিকাশ বা Inventory-র উপকারিতা অনেক। সাধারণভাবে inventory বলতে আমরা বুঝি গ্রন্থাগার থেকে কোন বই হারিয়েছে কিনা দেখা। কিন্তু এটা ছাড়াও এমন কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য এই Inventory-র সংগে জড়িত যে শেষ পর্যন্ত বই-এর হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা গৌণ বলেই মনে হয়।

গ্রন্থাগারে inventory-র উদ্দেশ্যগুলো হ'ল :

(১) গ্রন্থাগার থেকে অপ্রয়োজনীয় (unwanted) বইগুলো অপসারিত করা।

সাধারণ গ্রন্থাগারের একটা চিরকালের সমস্যা হচ্ছে 'স্থানাভাব'। গ্রন্থাগার থেকে অপ্রয়োজনীয় বইগুলোর অপসারণ এই সমস্যাটার বেশ খানিকটা সমাধান করে থাকে।

যে-সব বই বহুদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় সেল্‌ফে পড়ে থাকে, সাধারণ-ভাবে সেগুলোকেই অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ধরা যায়। inventoryতে প্রত্যেক বইটা পরীক্ষা করার সময় তার date due slip দেখে বইটা কেমন ব্যবহৃত হচ্ছে সেই তথ্যটা জানা যায় এবং তার ওপর নির্ভর করে বইটার প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করা চলে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, অপ্রয়োজনীয় বই বাছাই ত্রুটীপূর্ণ হলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ পংগু হয়ে যেতে পারে। কাজেই কোন বই বাতিল করার আগে দেখা উচিত সেই বিষয়ের ওপর লেখা অন্য বই গ্রন্থাগারে আছে কিনা। যদি না থাকে এবং এই বইটা যদি obsolete (অচল) না হয় তবে অব্যবহৃত হলেও বইটাকে অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না ; কারণ এই বইটা কোন এক সময় কোন পাঠকের প্রয়োজনে আসার সম্ভাবনা থাকে।

অপ্রয়োজনীয় বই বলতে বুঝতে হ'বে যে সব বই সাধারণভাবে সুদূর ভবিষ্যতেও কোন পাঠকের কাজে আসার সম্ভাবনা নেই।

যে সব বই-এর একাধিক কপি গ্রন্থাগারে থাকে সে ক্ষেত্রেও দেখা উচিত পাঠকদের চাহিদা মেটাতে সব কপিগুলো রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। যদি সব কপিগুলোর ব্যবহারের সমষ্টি খুব বেশী না হয়, তবে প্রয়োজনমত কপি গ্রন্থাগারে রেখে বাকী কপিগুলো unwanted duplicate হিসাবে গ্রন্থাগার থেকে অপসারিত করা যেতে পারে।

(২) Obsolete বা অচল বইগুলোকে বাতিল করে দেওয়া।

Inventoryতে বইগুলো পরীক্ষা করার সময় অতিরিক্ত প্রয়াস ব্যতিরেকেও Copyright বা মুদ্রণের তারিখটী বই থেকে দেখে নেওয়া যায়। copyright বা মুদ্রণের তারিখটী যদি বেশ পুরাতন হয় এবং যদি ঐ বইগুলির নূতন সংস্করণ বা ঐ বিষয়ের উপর নূতন বই ছাপা হয়ে থাকে তবে পুরাতন বই-গুলো obsolete হিসেবে বাতিল করে প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের নূতনতম সংস্করণ অথবা ঐ বিষয়ের উপর লেখা নূতন বই দিয়ে তাদের শূণ্য স্থান পূরণ করা উচিত।

সাধারণভাবে current topics এবং technical subjects-এর (প্রয়োগ-বিদ্যা) উপর লেখা বইগুলোই অল্প সময়ের মধ্যে অচল হয়ে পড়ে। কাজেই Inventoryর সময় এই বিভাগগুলোর ওপর বেশী নজর দেওয়া দরকার।

এইভাবে obsolete বইগুলোকে বাতিল করে নূতন বই কেনার উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সজীব রাখা।

(৩) যে-সব প্রয়োজনীয় বই ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে Inventoryর সময় সেই বইগুলো বাছাই করে বাঁধাতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজনীয় কোন বই যদি বাঁধাই-এরও অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের নূতন কপি কিনে replacement-এর (প্রতিস্থাপনের) বন্দোবস্ত করা।

গ্রন্থাগারের নিত্যকর্মের মধ্যে loan desk-এ বই দেওয়া বা নেবার সময়, এবং সেলফে অনুসন্ধান করে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বইগুলো বাছাই করে বাঁধাতে দেওয়া হয়। কাজেই অনেকে মনে করতে পারেন Inventory-র সময় পুনরায় এই বাঁধানোর কথা আসে কেন। এই মনে করাটা খুব অযৌক্তিক না হলেও Inventory-র সময় বই বাঁধানোর কথাটা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। কারণ গ্রন্থাগারের নিত্য কর্মের মাধ্যমে ঐ কাজ সম্পন্ন হলেও এমন অনেক বই সেলফে থাকে যেগুলো ওপর থেকে দেখলে বেশ ভালই মনে হয় অথচ ভেতরে hinge বা signature খোলা থাকে এবং সেগুলো Inventory-তে প্রত্যেকটি বই

হাতে নিয়ে পরীক্ষা করার সময় ছাড়া নজরে আসে না।

গ্রন্থাগারে বই সংরক্ষণে এবং গ্রন্থাগারকে পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে বাঁধাই-এর কাজটী অত্যাবশ্যকীয়।

(৪) ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বইগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত করা।

Inventory-তে বইগুলো পরীক্ষা করার সময়, এমন বই নজরে আসে যার ছবি বা পাতা ইচ্ছাকৃতভাবে কাটা থাকে। এই ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বইগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কোন কাজে আসে না। Inventoryতে এই বইগুলো বাছাই করে বাতিল করা এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী নূতন কপি কিনে প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(৫) Inventory-র সময় কোন বইএর cataloguing, classification. book card বা pocket-এ কোন ত্রুটী নজরে এলে সেগুলোর সংশোধন করা, এবং বই-এর Spine-এর ওপর call number, রচয়িতার নাম, বই-এর নাম ভুল থাকলে বা অস্পষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো relettering-এর বন্দোবস্ত করা।

(৬) Inventory-তে এবং তারপরেও নানাভাবে অনুসন্ধান করে যে বইগুলো না পাওয়া যায় সেগুলো হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

Inventoryর উদ্দেশ্য যেমন কি কি এবং কখানা বই গ্রন্থাগার থেকে হারিয়েছে নির্ধারণ করা, তেমনি যে বইগুলো হারিয়েছে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী আশু প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত করে গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়াও Inventory-র একটী বিশেষ উদ্দেশ্য বলে ধরা যায়।

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যগুলো ছাড়াও Inventory-র সংগে পরোক্ষভাবে জড়িত উদ্দেশ্যগুলো হল হারানো বইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ (security) ব্যবস্থার সংশোধন বা পরিবর্তন করা, এবং যদি এককালীন Inventory-র জন্য গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা হয় তবে সেই বন্ধের সুযোগে আসবাবপত্র পরিষ্কার ও পালিশ, এবং গ্রন্থাগার গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ইত্যাদি কাজ সমাপন করা।

কাজেই সর্বসাকল্যে দেখা যায় যে Inventory-র পর গ্রন্থাগার পরিচ্ছন্ন ও নূতন রূপ ধারণ করে।

Inventory করার পদ্ধতি সাধারণতঃ দু প্রকার—একটী হচ্ছে গ্রন্থাগারের সমস্ত সংগ্রহের এককালীন Inventory, অপরটী—বিভাগীয় Inventory বা

Inventory by class. Open access গ্রন্থাগারে এককালীন inventory নিতে হ'লে গ্রন্থাগার কিছুদিন বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়। সেই জন্য বছরের সব থেকে slack period-এ এই inventory করা, এবং এই উদ্দেশ্যে ন্যূনতম দিনের জন্য গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা উচিত।

বিভাগীয় inventoryতে গ্রন্থাগার বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয় না, এবং বছরের যে কোন সময়েই এক একটী বিভাগ নিয়ে এই কাজ করা যায়। আমেরিকায় এই ধরণের Inventory প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে Inventory squad রাখা হয়, যাদের কাজই হল সারা বছর ধরে একটীর পর একটী বিভাগ নিয়ে Inventory করে যাওয়া।

তবে মাঝারী ধরণের গ্রন্থাগারগুলোতে এককালীন inventory বেশী প্রযোজ্য, এবং এককালীন Inventory সব ক্ষেত্রেই বিভাগীয় Inventory-র থেকে নির্খুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায়।

Closed shelves গ্রন্থাগারে বইগুলো আয়ত্তের মধ্যে থাকে, কাজেই সেখানে গ্রন্থাগার বন্ধ না করেও উপরোক্ত যে কোন একটী প্রক্রিয়ায় Inventory করা চলে।

যে ভাবেই Inventory করা হোক, pre-Inventory একটী প্রস্তুতির প্রয়োজন। যদি এককালীন Inventory-র জন্য গ্রন্থাগার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে প্রথম কাজটী হল গ্রন্থাগারে এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ এই বন্ধের সংবাদটী পাঠকবর্গকে বেশ কিছু দিন আগেই জানিয়ে দেওয়া। অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিতে loan desk এবং catalogue বিভাগের ভূমিকাই বেশী। ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত shelf list card এবং book card-গুলো ব্যবহারযোগ্যভাবে একত্রীভূত করা, এবং ঠিক Inventory-র আগে নিখুঁতভাবে shelf reading (সেলফে বই সাজানো) preInventory প্রস্তুতির দুটি বিশেষ অংগ।

Inventory করার মূল প্রণালী হল accession recordএর সংগে বই মিলিয়ে দেখা। Ledger বইএ accession record রাখা হলে ledger বইটী ধরে সেলফে বই মিলিয়ে Inventory করতে হয়। যে সব গ্রন্থাগারে shelf list থাকে সেখানে প্রতিটি বই সেলফ্ থেকে নামিয়ে তার shelf list card এর সংগে মিলিয়ে দেখা হয়, এবং বইটী ত্রুটীবিহীন হলে, shelf list card এ এবং বইএর নির্দিষ্ট পাতায় এবং book card-এ সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট Inventory চিহ্নটী দিয়ে বইটী সেলফে রেখে দেওয়া হয়। এইভাবে Inventory

শেষ হলে যে সমস্ত shelf list card-এ Inventory চিহ্ন না থাকে তাদের বইগুলো হারিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোন কোন গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বই-এর জন্য দুটী ভিন্ন রংএর বুক কার্ড করা হয়। এই দুটী বুক কার্ডের মধ্যে একটীকে এক বছর বুক কার্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং অপরটীকে accession বা shelf list card হিসাবে রাখা হয়। Inventory এর সময় আগের বছরের accession বা shelf list card হিসাবে ব্যবহৃত কার্ডগুলো একটী একটী করে তাদের নির্দিষ্ট বই-এর book pocket-এ দেওয়া হয় এবং যে রংএর কার্ডগুলো এতদিন বুক কার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলো তুলে accession বা shelf list card হিসাবে রাখা হয়। এইভাবে কার্ড বিনিময় শেষ হলে আগের বছরের accession বা shelf list file-এ কার্ডগুলো উদ্বৃত্ত থাকে তাদের বইগুলো হারিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

সম্প্রতি একটী গ্রন্থাগারে দেখলাম একটী খাতায় accession number গুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত numbering machine-এর সাহায্যে ছেপে নিয়ে সেই খাতাটীর সাহায্যে সেলফে বই Inventory করা হচ্ছে এবং যে বইটী পাওয়া যাচ্ছে খাতায় তার accession number এর পাশে Inventory চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে কাজ শেষ হলে খাতায় যে সব accession number এর পাশে Inventory চিহ্ন থাকবে না সেই বইগুলো হারিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

Accession record এর প্রকারভেদে Inventory প্রণালী ভিন্ন হলেও যেভাবে Inventory নির্ভুল ও কম সময় ও কম শ্রম সাপেক্ষ হয় সেই প্রণালীই গ্রহণ করা উচিত।]

সেলফে বই Inventory শেষ হবার পর loan desk এবং bindery record-এ যে সব বুক কার্ড থাকে সেগুলো inventory করা হয়ে থাকে। অবশ্য এই কার্ডের বইগুলো যখন গ্রন্থাগারে ফিরে আসতে থাকে তখন, bindery ছাড়া অন্য বইগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

Post-Inventory-এর প্রথম কাজ হল সংশোধন এবং relettering-এর জন্য বইগুলো processing বিভাগে পাঠানো। (প্রসঙ্গতঃ যে সব গ্রন্থাগারে বই সংরক্ষণের জন্য মলাটের ওপর বার্ণিশ ব্যবহার করা হয় সেখানে এই দুটী সংশোধন এবং relettering-এর জন্য আনা বইগুলো পুনরায়

সেল্‌ফে পাঠানোর আগে আর একবার বাণিশ করে দেওয়া উচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এইভাবে reburnish করা বইগুলো নূতনভাবে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।)

পরের কাজ হ'ল, বাঁধানোর জন্য বইগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বা দপ্তরীখানায় পাঠিয়ে দেওয়া এবং বাঁধাইএর অনুপযুক্ত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বইগুলো ছিঁড়ে ফেলা। অবশ্য এই বইগুলো ছিঁড়ে scrap হিসাবে বিক্রী করে গ্রন্থাগার কিছু পয়সাও পেতে পারে।

এখন বাকী রইল অপ্রয়োজনীয় এবং অচল হিসাবে বাতিল বইগুলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ গ্রন্থাগারে যে বই অপ্রয়োজনীয়, বিভিন্নমুখী চাহিদা ও গবেষণার কাজে সেই বই কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কাজেই এই বাতিল বইগুলোর ওপর সম্ভাব্য গ্রন্থাগারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং যতগুলো সম্ভব বই এইভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রদান করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য অচল বইগুলোর কোন বিশেষ আকর্ষণ না থাকলে সেগুলো নষ্ট করাই শ্রেয়। Unwanted duplicate হিসাবে বাতিল বইগুলো অন্যান্য গ্রন্থাগারে সহজভাবেই প্রদান করা যেতে পারে।

এই সংগে আর দুটো কাজ হ'ল বাতিল এবং হারানো বইগুলোর পৃথক-ভাবে এবং classified সংখ্যা গণনা করা এবং তাদের catalogue card-গুলো প্রয়োজনমত সংশোধন বা catalogue থেকে অপসারিত করা। বাতিল এবং হারানো বইগুলোর পৃথক এবং সমষ্টিগত সংখ্যাই inventory-র result (ফলাফল)।

অচল, বিনষ্ট ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হিসাবে বাতিল এবং হারানো বই-গুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা অনুযায়ী replacementএর (প্রতিস্থাপন) কথা আগেই বলা হয়েছে। Inventory-র শেষে যখন এই কাজটী শুরু করা হয়, তখন নভেল, উপন্যাস বা ঐ জাতীয় বইগুলো ছাড়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই বইগুলির নতুনতম সংস্করণ বা সেই বিষয়ের ওপর লেখা নতুন বই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা উচিত।

গ্রন্থাগারে বই হারানোর সমস্যা তো আছেই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হয়ত থাকবে। কাজেই কি কি বই হারিয়েছে দেখা থেকে inventory-র মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি কি বই হারিয়ে, অচল হয়ে এবং বিনষ্ট হয়ে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ

পংগু হয়ে গিয়েছে সেগুলো নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনমত তাদের replacement-এর (প্রতি স্থাপনের) বন্দোবস্ত করে গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পুষ্ট করা। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা এবং জনসেবার মান তার সংগ্রহের ওপরই নির্ভর করে। এই জনপ্রিয়তা এবং জনসেবার উচ্চ মান বজায় রাখতে হলে উপরোল্লিখিতভাবে বার্ষিক Inventory করা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান

প্রবীর রায় চৌধুরী

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী, ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান এবং Pierre Bourgeois-র প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও পরিসংখ্যানের মূল্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে পরিসংখ্যানের প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ হচ্ছে। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের এই প্রভাব সম্পর্কে Goethe একবার Eckermannকে বলেছিলেন "It has been claimed that the world is governed by statistics ; what I am sure of is that statstics show us whether it is well or badly governed".

গ্রন্থাগারের ন্যায় একটি সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত হ'লে পরিসংখ্যান প্রথমত গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কার্যকলাপের ও বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সার্থকতা বা ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরতে পারে। গ্রন্থাগারের কর্মীদের কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য, পাঠকদের চাহিদা সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়ের জন্য পরিসংখ্যানের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক এই পরিসংখ্যানের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগার

ব্যবস্থা ও সংগঠনের দ্রুত পরিবর্তন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত পরিসংখ্যান গ্রন্থাগারের কর্মধারা সম্পর্কে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ও পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে। তৃতীয়ত সমপর্যায়ের গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে আর্থিক সংগতি, তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ সহজসাধ্য হয়।

পরিসংখ্যানের এই তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন (IFLA) ও ইউনেস্কোর পক্ষ হতে যুক্তভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইউনেস্কোর একটি দলিলে বলা হয়েছে (Unesco/ST/R/15/1956) "গ্রন্থাগারিকরা ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যসমূহের সাংস্কৃতিক মূল্য সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। বর্তমান যুগে যখন মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের দ্রুত বিকিরণই হ'ল সর্বপ্রধান সমস্যা, তখন জ্ঞান বিকিরণে বইয়ের ভূমিকা—যা অপেক্ষাকৃত মন্থর, কিন্তু জ্ঞানার্জনের নিশ্চিত উপকরণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।"

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান গ্রহণে সর্বপ্রধান বাধা হ'ল প্রমাণীকরণের অভাব। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ George Leyh তাঁর Handbuch der Bibliothekswissen-Sceft গ্রন্থে বলেছেন, "পঞ্চাশটির অধিক দেশে একটি সর্বব্যাপী সম্মত সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজে (যা সুনিশ্চিতভাবে অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে) ইউনেস্কোর এই প্রচেষ্টা উচ্চাশা বলেই মনে হয়"। এই ধরণের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে ইউনেস্কো ও ইফলার পক্ষ হতে যে পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয়েছে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বছরে গৃহীত এই পরিসংখ্যান সমূহ বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি, বিভিন্ন কর্মধারা এবং সর্বোপরি জনতার বিভিন্ন অংশের উপর সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রভাব সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। পরিসংখ্যানের বিভিন্ন তথ্যগুলি গতানুগতিকভাবে পাঠ করলে চলবে না। প্রতিটি সংখ্যার একটি বিশেষ অর্থ আছে। বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা, শিক্ষিতের হার, আর্থিক সংগতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অবস্থা, পাঠ্য সামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার

কাঠামো ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্যসমূহ পাঠ করা প্রয়োজন। প্রমাণীকরণের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সময় পুরোপুরি নির্ভুল চিত্র হয়ত নাও পাওয়া যেতে পারে বা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার অভাবে গৃহীত তথ্যের যথার্থ উপলব্ধি নাও হতে পারে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানকে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিসংখ্যান গ্রহণে প্রমাণীকরণ হওয়া প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ভুল ও ব্যাপক তথ্যের সমাবেশ সম্ভব হলে এই পরিসংখ্যানের ফলাফল জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনার কাজকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করবে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিপূরক। ইউনেস্কো ও ইফলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পুস্তক বিনিময়, ইউনিয়ন ক্যাটালগ ইত্যাদি গঠনের যে উদ্যোগ চলছে, তাতে এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগবে।

আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিসংখ্যানের প্রয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি। এমনকি ইউনেস্কো সংগৃহীত তথ্যে ভারতবর্ষের উল্লেখও নেই। সরকারী সাহায্যে ও উদ্যোগে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিসংখ্যান গ্রহণের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা এবং তথ্য সরবরাহের কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই পরিসংখ্যান গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়াও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠানগত গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিসংখ্যান গ্রহণ প্রয়োজন। সংগৃহীত তথ্য সমূহ গ্রন্থাগার নির্দেশিকাতে (ডাইরেক্টরী) প্রকাশিত হলে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের এই প্রয়োগ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রয়োজনে ইহার প্রয়োগ সম্ভব। পাঠকদের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়ের জন্য, কর্মীদের কর্মক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য, গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রয়োগের সাফল্য ও ব্যর্থতা যাচাইয়ের জন্য

এবং জনসাধারণের উপর গ্রন্থাগারের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য স্থানীয়ভাবেও পরিসংখ্যান গ্রহণ সম্ভব ও উচিত।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিসংখ্যানের ভূমিকা সম্পর্কে এই কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করে দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক তথ্যমূলক চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান—ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে ১৯৫২ সাল হতে প্রকাশিত Basic facts and figures বইয়ে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হচ্ছে। ইউনেস্কো ও ইফলার পক্ষ হতে গ্রন্থাগার সমূহকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে ইউনেস্কোর সংজ্ঞা হল যে সব গ্রন্থাগার জনসাধারণ বা জনসাধারণের বিশেষ কোন অংশের জন্য (যথা শিশু, শ্রমিক, কর্মচারী, সৈনিক, কয়েদী, অন্ধ ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরণের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে (যথা জন-শাসন কর্তৃপক্ষ, সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি, সমিতি ও সংস্থা; হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, জেলখানার কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি)। ইউনেস্কো এই পরিসংখ্যানের তুলনামূলক পাঠে যথেষ্ট সতর্কতার কথা বলেছে কারণ বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

জেলা গ্রন্থাগার সমূহের পরিসংখ্যান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে যে গ্রন্থাগার নির্দেশিকা (ডাইরেক্টরী) প্রকাশিত হচ্ছে তার জন্য জেলা গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পঃ বঃ সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার বা সমপর্যায়ের গ্রন্থাগারের মধ্য হতে ১৬টি গ্রন্থাগার হতে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। কুচবিহার ও মালদহ জেলা হতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তথ্য পাওয়া যায় নি। সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা অনুযায়ী এইসব জেলা গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগার বলা চলে না। কারণ জনসাধারণের নিঃশুল্ক অবাধগম্য অধিকার নেই। ১৯৫১ সালের জনগণনার পর জনসংখ্যা ও লিক্ষিতের হার বিশেষ পরিবর্তনের জন্য তা দেওয়া হল না।

তালিকা ১ঃ আন্তর্জাতিক সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
দেশ	বছর	গ্রন্থাগার	বই (হাজার হিসেবে)	বই ধারকার (হাজার হিসেবে)	পাঠক (হাজার হিসেবে)	দান (হাজার হিসেবে)
এডেন, কলোনী	১৯৫৮	২	১৭	...	১২	১
আলবেনিয়া	১৯৫৮	১২	২৫৭	...	১৮৬	...
অঙ্গোলা	১৯৫৮	৪	২২	৭	৫	...
আর্জেন্টিনা	১৯৫২	১৩২৪[১]	১৫১৮		...	
অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৪	৩২০	৩৩৩৯	...	...	...
অস্ট্রিয়া	১৯৫৮	২২৬০	২৩৯৫	৪২১০		২৪৪
বেলজিয়াম	১৯৫৬	২৪৬৪[২]	১০১১৩	১৫৫৬৭	৮৩০	
ব্রেজিল	১৯৫৫	৪৪৪[৩]	২৮৫৮	৩২৮৮[৩]	...	
বুলগেরিয়া	১৯৫৪	৪৩২১[৪]	৩৬০০		...	
কাম্বোডিয়া	১৯৫৪	১	৩		১	
কানাডা	১৯৫৮	৮৭৩	১২৪০৫	৪৫৮৭৯	...	...
কানাল অঞ্চল	১৯৫৮	৪	১৮৩	৮৭৫	৭৫০	১৫
কেপভের্দ দ্বীপ	১৯৫৮	২	৪	৭	৭	...
চিলি	১৯৫৮	১৮৫	৬৮১	...	...	...
চীন গণতন্ত্র	১৯৫৮	২৩	৫৭৩[৮]	২৪৪৮[১]	২৩৬৫[১০]	...
কলোম্বিয়া	১৯৫৮	১১৬	৩৫৭	২০০৩	১৫০৪	
কঙ্গো[১১]	১৯৫৮	৪২৭	৫০৭	৪৭৫[৩]	২০	
কিউবা	১৯৫৬	১১৮	৪৯৫	...	...	
সাইপ্রাস	১৯৫৮	৯	৫২		...	...
চেকোস্লোভাকিয়া	১৯৫৮	১৪৪৩১[১২]	১৯২৩০	৩৩৩২২[১৩]	১৩১৭০	১৬৬২
ডেনমার্ক	১৯৫৮	১৩৬৫	৬৯০০	২১২০৯	...	৭৯২
ফারাও দ্বীপপুঞ্জ	১৯৫৮	৮	১২	...	...	১
ফিজি	১৯৫৮	৪	৩৩	...	৫৫	৪
ফিনল্যান্ড	১৯৫৮	৩৯৩১	৫২৫৩	১৪৪২৭	...	৬৯৬
ফ্রান্স	১৯৫৮	৪৩[১৪]	৭৭২১[১৫]	৩৭৯৩[১৫]	১১০৫[১৫]	২০৯
গাম্বিয়া	১৯৫৮	১	১৫	—	...	১

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
জার্মানী, পশ্চিম	১৯৫৮	১০৩৬১	২৫৫০০	৩১২০০[১৩]	...	১৩০০[১৩]
জার্মানী, পূর্ব	১৯৫৮	১১৫৪০[১১]	১১০০০	৩৫১০০	...	২১৪৯
ঘানা	১৯৫৮	১৩	১০০	...	...	২৬
জিব্রাল্টার	১৯৫৮	৩	৪৭	...	...	১
গ্রীস	১৯৫৭	১৪২	...	...	...	...
গ্রীনল্যান্ড	১৯৫৮	১৪	৭	—	...	২
গুয়াম	১৯৫৮	৭	১১৩	২২০	২১৪	১৮
গুয়াটেমালা	১৯৫৫	৭৫	৭৯	...	১১১	...
হন্ডুরাস	১৯৫৬	৩২	১৭	...	...	...
হংকং	১৯৫৮	৬	১৯[১৮]	৬৫[১৮]	২০৪[১৮]	১০[১৮]
হাঙ্গারী	১৯৫৮	৪৩৬০[১১]	৫০৬৩	১৭৬১৩	৭৭৫	...
আইসল্যান্ড	১৯৫৭	২৩৬	৪০৫	...	...	১৫
ইরান	১৯৫৮	৫৭	২৫১	...	...	...
ইরাক	১৯৫৮	৩৫	১৯৬	...	৬২১	...
আয়ারল্যান্ড	১৯৫৮	২৬৮১[১০]	২২২৬	...	...	...
ইসরাইল	১৯৫৮	৬০০	১৮০০	...	...	২৭[১১]
ইটালী	১৯৫৫	২৮৬৫	১৬০৪১	৫২০৩	...	...
জাপান	১৯৫৮	৭৬০	১৩৬৮৪	...	১১৬৩৬	৬৫৮
কেনিয়া	১৯৫৮	৮	১৫৭	...	৫৬৫	১৭
কোরিয়া, রিপাঃ	১৯৫৮	১৬	২১৭	৩৮৪	৫২৬	...
কুয়েত	১৯৫৪	২	১১	১১	১২	—
লাওস	১৯৫৬	৪	৪	৪	২	...
লুক্সেমবুর্গ	১৯৫৬	৫	৪৫	৮৫[১২]	...	৬[১২]
মাকাও	১৯৫৮	২	৪০	৮	৫	...
মাল্টা ও গোজো	১৯৫৮	৪৮	৯১২৩	১১০	...	...
মাওরিটিয়াস	১৯৫৮	৮	১২৮	৩৯৮	১৮৫	১০
মোজাম্বিক	১৯৫৮	৫	৩২	৮	৪	...
নেদারল্যান্ডস্	১৯৫৩	৩৬৪৮	৫৮৮৬	১৮৬৭৪	..	...
নেদারল্যান্ডস্ অ্যান্ট	১৯৫৪	২	৫১	১০৬	১০	৩

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
নেদারল্যাণ্ডস্: নিউগিনি	১৯৫৮	৭	১২	৩৩		১
নিউগিনি	১৯৫৪	৪	২০	৫		২
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৫৯	১৬৪	২২১৭	১৫১৬২		৪৯২
নরওয়ে	১৯৫৭	১১৪৮	৩৮১৮	৬২৪০	...	...
পাকিস্তান	১৯৫৮	৫৯	৩৯৩	...	...	...
পানামা	১৯৫৮	৬৯	১২২	...	...	...
পাপুয়া	১৯৫৪	২	১৮	৪১	...	২
পেরু	১৯৫৪	১৬০	৭৬[৭০]	...	...	...
ফিলিপাইন	১৯৫৮	২৭৬	৬১০	৭৭৪৫	৪৪০০	৩৫১
পোল্যাণ্ড	১৯৫৮	৬৫৯৪	২৭০৫৬	৫৬১১১	...	৩০৬৩
পর্তুগাল	১৯৫৮	৫৫২	২৭২০[৭৫]	...	৮৯১[২৭]	
পর্তুগীজ ভারত	১৯৫৮	২৯	১৪০	৭৪	১৩১	...
পর্তুগীজ গিনি	১৯৫৮	১	৩৯	৩	৩	...
রুয়ান্ডা	১৯৫৮	৪৯	৫৬	৪১[৭৩]	...	৮[৭৩]
রুমানিয়া	১৯৫৮	১৮৫০১[৭৭]	২৮৮৬৭	২২৯৩৪	৪০৫৮	..
সেণ্ট হেলেন	১৯৫৮	১	৩	৮	—	১
সাওটোমে	১৯৫৮	১	২	—	—	...
স্পেন	১৯৫৫	৭৪৭	২৬০০[৪]	৩৩০০	...	...
স্পেনিশ গিনি	১৯৫৮	১	৯	...	...	...
স্পেনিশ পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৫৮	২	৩	১	১	...
সুদান	১৯৫৮	৪	৩০[৭৮]	৪০[৭৮]	৩৬[২৮]	৫[৭৮]
সুরিনাম	১৯৫৪	৭	২০[৭৮]	২০[৭৮]	১৫[৭৮]	...
সুইডেন	১৯৫৮	২১০১	১৩৫৭২	২৯১৮৮	...	১৩০৭
সুইজারল্যাণ্ড	১৯৫৮	১২২[৭৯]	৩৪২১	২২৪৭	...	১৭৩০
থাইল্যাণ্ড	১৯৫৮	১৭২	১২৩৪	৬১৩	৯৯২	২০১
ট্রিউনিসিয়া	১৯৫৮	১৩৮	১৫৬	১৬১	১৬৩	১১
তুরস্ক	১৯৫৭	২৩৫	১৫৫০	...	...	...
উগাণ্ডা	১৯৫৮	১৮	৫	...	৬	৬

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৫৮	৩৬৮	৪৯৩৩	১৪৭৮৩	...	৫৩৭
সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক[৩১]	১৯৫৭	১৯	২৪৭	৩৫১	২৭৪	১০
ব্রিটেন	১৯৫৮	৫৫৯[৩২]	৭১০০০	৩৯৭০০০[৪]	...	১৪৪৭০
আমেরিকা	১৯৫৮	৭৮৭১	২০০০০০০	৪৯০০০০[৩৩]	...	৩০৫০০[৩৩]
রাশিয়া	১৯৫৮	১৩৭৬০৯	৭৫২৬০৪	...		...
ভিয়েৎনাম রিঃ	১৯৪৪	৩	৬৪	৮৮	৯১	২
ভার্জিন দ্বীপ বরোদব	১৯৫৮	৩	৫৫	১৬	...	...
(পঃ দ্বীপপুঞ্জ)	১৯৫৮	১	৭৪			২২
জামাইকা (পঃ দ্বীপপুঞ্জ)	১৯৫৮	১৫	২৭৭	২৭৭		৯০
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (পঃ দ্বীপপুঞ্জ)	১৯৫৮	৩	২৮০		১০০	
উইন্ডওয়ার্ড দ্বীপ (পঃ দ্বীপপুঞ্জ)	১৯৫৮	৪	৬৫	৫১	৩০[১৮]	২৭
যুগোস্লাভিয়া	১৯৫৮	৪৯১৭	৬৯৬৭	১২৫০৯	১৯০	১০৬৮
জাঞ্জিবার ও পেম্বা	১৯৫৮	৫	৫	...	২৭	—

তালিকা ২ঃ পঃ বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার সমূহের পরিসংখ্যান

জেলা	বছর	সভ্যসংখ্যা বাক্তিগত (বার্ষিক হিসাব)	সভ্যসংখ্যা প্রতিষ্ঠানগত (বার্ষিক হিসাব)	পুস্তক সংখ্যা (বার্ষিক হিসাব)	পাঠক সংখ্যা (বার্ষিক হিসাব)	পুস্তক সরবরাহ (বার্ষিক হিসাব)
আসানসোল	১৯৫৯	কাজ শুরু		হয়নি	—	
	১৯৬০		৭৭	১৯৩২	৩০০০	১৭৫০
কুচবিহার	১৯৫৯	৮২৪	২২	৩৬৫৮	৭৮৩	১৯৭৬৪
	১৯৬০	—	—	—	—	—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	
জলপাইগুড়ি	১৯৫৯	৩৯২	—	৩১১৫	২৫,৯৪২	২৩,২৪৫	
	১৯৬০	২৬৮	১৮	৬৮৫৪	২৪,৮৮৮	২২,৪০০	
তমলুক	১৯৫৯	১৫৬৮	২৬	৭৩৬৩	২২৩৮০	১৪৫১০	
	১৯৬০	২০ ৯০		১০৮৮৬	২২০০০	৩১২৮৫	
দার্জিলিং	১৯৫৯	২৮৯	১০	১৪৪৭	৩৪৭৬২	৫৮৭১	
	১৯৬০	৪০০		৮৩৮৪	৪০০০০	৭৩৫৭৪	
বাঁকুড়া	১৯৫৯	১৫৩	২৫	—	২৫০৫	১৪০৩৪	
	১৯৬০	৪০০		৪০০০	২৫০০০	—	
বীরভূম	১৯৫৯	৮১	৮৬	৫৩৫৪	৭১৬	১৩৩৪৯	
(সিউড়ি)	১৯৬০	১১১৩		৭০৯১	১১১৩	৩২২৮০	
বর্ধমান	১৯৫৯	৭৪২	২০৮	১০১১০	৪৭৭৯৮	৪২২৬৮	
	১৯৬০	৭৭৫	১৮৬	১০৪৩৬	২৩৪০০	২৮২৭৩২	
মালদহ	১৯৫৯	৩৬৫	২৭	১০৪২৫	২৫৫৯৫	১৮২৫৪	
	১৯৬০	—	—	—	—	—	
মেদিনীপুর	১৯৫৯	—	৫২	৩৯৮২	৬৩৫১	—	*ভ্রাম্যমাণ
	১৯৬০	—	—	৪৫৯৫	২৩৭২২*	৬৭১৬*	গ্রন্থাগারের তথ্যসহ
মুর্শিদাবাদ	১৯৫৯	৫২৫	১০	৬৫২৩	২৫৫০১	২২১৭৫	
(বহরমপুর)	১৯৬০	৪১৬	৬৩	৭৭০৪	১৬৩৪০*	১৯৮৫৮*	*১৯৫৯-১৯৬০
নদীয়া	১৯৫৯	১৪৭	১২৮	১৭৩৮	১১০২	৩৮৯৬৭	
(কৃষ্ণনগর)	১৯৬০	১১৬*	১৩০*	১০১৩৫*	৯০০০*	৩৫১০৮*	ঐ
পুরুলিয়া	১৯৫৯	৪১৩	২৬	৭০৩৪	৪৬৭	৬৪২৬	
	১৯৬০	৬০১	৫০	৮০৭২	১০৭*	৩৪১৩৭	*দৈনিক
হাওড়া	১৯৫৯	৫৩	২২৪	৭৪৪৫	৩৫৪৭৬	১০০৮৩	
	১৯৬০	৬০	২৪২	১৭৪২	৩৬১৮৮	১৬৪১	
হুগলী	১৯৫৯	১০০	১	৫৫১০	৭০০	৮৭৬০	
(চুঁচুড়া)	১৯৬০	১৩৫	২৪	৬৭৩০	৬৫*	২৬৬৮৮	*দৈনিক
বিদ্যানগর	১৯৫৯	১৬২	১৫০	৪৩০২	৫১০২	১২০৬৭	
	১৯৬০	৩৫০	২০০	৬০০৯	১৬০৫০	১৮০০০	
রহড়া	১৯৫৯	১০৭৩	৬৪	১০১৮৬	৫২১৭৪	৩৬৫৭৪	
	১৯৬০	—	—	১৩৫৬১	২০০০	৪০০০০	
পঃ দিনাজপুর	১৯৫৯	২৬০	৭২	৭০৮২	৫০৪০০	৩৪৪৫৩	
(বালুরঘাট)	১৯৬০	৩২০		৭৪০৫	৪৯২৭৫	৩৫০৯৮	
উত্তরপাড়া	১৯৬০	১০	×	১৪৬০৪	১৭২০০	৩০৮১	

১ নম্বর তালিকার ব্যাখ্যা

* অনুমিত সংখ্যা। ... তথ্য পাওয়া যায় নি।

১ গ্রন্থাগার ও বাড়ীতে পড়ার জন্য যে বই ইসু করা হয়েছে তার হিসাব।

২ ১৯৫৫ সালে এ ছাড়াও ১৭১৪টি জন-গ্রন্থাগার (১ কোটী পুস্তক সংখ্যা সহ) ছিল এবং ১৯৫৩ সাল হতে ১০২৪টি গ্রন্থাগার শ্রমিক কেন্দ্র, সৈনা নিবাস কেন্দ্রে জেলখানায়, হাসপাতালে এবং কৃষি সমবায়ে গড়ে উঠেছে।

৩ শুধুমাত্র ইউরোপ বাসীদের জন্য গ্রন্থাগার (৩৬টি গ্রন্থাগারে ২৯১০০০টি বই আছে)।

৪ ১৯২১ সালের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির তথ্য শুধু দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক অননুমোদিত পাঠাগারের অসংখ্য পাঠক আছেন।

৫ যে সব গ্রন্থাগারে ১০০০ বা ততোধিক বই আছে।

৬ প্রায় ৩৫০টি গ্রন্থাগারে।

৭ এ ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে ৩৭০৬টি (১৮০০০০০ বই) গ্রন্থাগার আছে।

৮ ২০টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

৯ ১৮টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

১১ পূর্ব বেলজিয়াম কঙ্গো।

১২ এ তথা সব ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য নয়, যথা ট্রেড ইউনিয়ন হাসপাতাল, মিলিটারী এবং জেল গ্রন্থাগার সমূহ ধরা হয় নি।

১৩ ১৯৫৬ সালে।

১৪ শুধু বিশেষ মিউনিসিপাল গ্রন্থাগার। এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৫০০টি মিউনিসিপাল লাইব্রেরী এবং ২১টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে।

১৫ ৩৮টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

১৬ যে সব মিউনিসিপালটিতে ২০,০০০ অধিক জন সংখ্যা আছে।

১৭ এ ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে ৪৪৯৭টি (৪৪০০০০০ বই) গ্রন্থাগার আছে।

১৮ শুধু একটি গ্রন্থাগারের তথা।

১৯ এ ছাড়াও ২২২৮টি ট্রেড ইউনিয়ন গ্রন্থাগারে আছে : ৩৭০৪০০০টি বই, ৬৮২০০০টি পাঠক এবং ৪৯৩৩০০০টি ইসু।

২০ পরিচালনা কেন্দ্রের তথ্য।

২১ ১৭টি বৃহৎ গ্রন্থাগারে ৩৮০০০০টি বই আছে।

২২ ৪টি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান।

২৩ ৪২টি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান।

২৪ যে সব গ্রন্থাগার ধরা হয় নি: শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গ্রন্থাগার (৫১০৬টি গ্রন্থাগার, ৫০১৩০০০টি বই, ৩১৪০০০টি সভ্য, ১৯২২০০০টি ইস্যু) ট্রেড ইউনিয়ন (২৮৩৩টি গ্রন্থাগার, ৪২৭১০০০টি বই, ৫৬০০০০টি সভ্য, ৬১৩১০০০টি ইস্যু); রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন সমূহের গ্রন্থাগার, হাসপাতাল ও জেল গ্রন্থাগার।

২৫ ৪৫১টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

২৬ ৪৫টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

২৭ এতে ধরা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন গ্রন্থাগার (৪৮৫৬টি গ্রন্থাগার, ৯২১১০০০টি বই, ১০৭২০০০টি পাঠক এবং ৪২৪৪০০০টি ইস্যু) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহের গ্রন্থাগার এবং সমবায় গ্রন্থাগার সমূহ।

২৮ ৩টি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান।

২৯ কয়েক হাজার জন-গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার ও হাসপাতাল গ্রন্থাগার ধরা হয় নি।

৩০ শ্রমিকদের জন্য ৯২টি গ্রন্থাগারের তথ্য।

৩১ শুধু মিশরের তথ্য।

৩২ ৬৫৯টি সাধারণ গ্রন্থাগারের অধীন ৩৩,৬৭৩টি সরবরাহ কেন্দ্রের তথ্য (স্কুল, হাসপাতাল ও জেল গ্রন্থাগার সহ)।

৩৩ ১৯৫৬ সালে ৬৩৭৫টি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৭,৩০,০০,০০০টি বই।

২ নম্বর তালিকার ব্যাখ্যা

পঃ বঙ্গে জেলা গ্রন্থাগার সমূহের ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যানের এই তুলনামূলক আলোচনা করলে কয়েকটী সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে: (১) পরিসংখ্যান প্রেরণে অনেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই বা আগ্রহ দেখান নাই (২) কয়েকটি ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার সমূহের কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ হলেও অনেক ক্ষেত্রে কর্মের বিস্তৃতি আশানুরূপ নয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরিসংখ্যান কম। (৩) সহরের

জনসাধারণের অধিকাংশ এবং জেলায় অবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগারের সভ্য নয়। এর প্রধান কারণ : নিঃশুল্ক অবাধ গম্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপিত হয় নি। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আদর্শ হতে অনেক দূরে। (৪) কয়েকটি ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নি। সম্ভবত এই কয়েকটি কারণের জন্য : (ক) সামগ্রিকভাবে জেলার অনগ্রসরতা, (খ) জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নূতন কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রয়োগের অক্ষমতা, (গ) প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রীর অভাব ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি, (ঘ) নিঃশুল্ক অবাধ গম্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব, (ঙ) বে-সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সমূহের সংযোগের অভাব, (চ) পুস্তক ক্রয় ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যয়ের জন্য অর্থের অভাব ও যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী সাহায্যের অভাব। (৫) এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সহরের জনসংখ্যার একটি অংশকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—ইহা নিঃসন্দেহে অগ্রগতি।

ব্রাউন ও নিওয়ার্ক চার্জিং প্রথা

চঞ্চলকুমার সেন

গ্রন্থাগার থেকে বই ধার দেবার সময় কয়েকটা নিয়ম মেনে চলা হয় এবং কার কাছে কি কি বই ধার দেওয়া হোল তার একটা হিসাব সব গ্রন্থাগারেই কোন না কোন রকমে রেখে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী একেই বলা হয় চার্জিং।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন চার্জিং প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথার সাহায্যে গ্রন্থাগারিক অনেক বিষয়ে অনেক খবরাখবর জানতে পারেন। যেমন ১। কোনো একটি বই কে ধার নিয়েছে। ২। কোন সময়ের মধ্যে সে বইটা ফেরৎ আসবে। ৩। কোন কোন বই ফেরৎ দেবার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ফেরৎ আসে নি। ৪। কোন একদিনে, কোন এক মাসে বা কোন এক বছরে

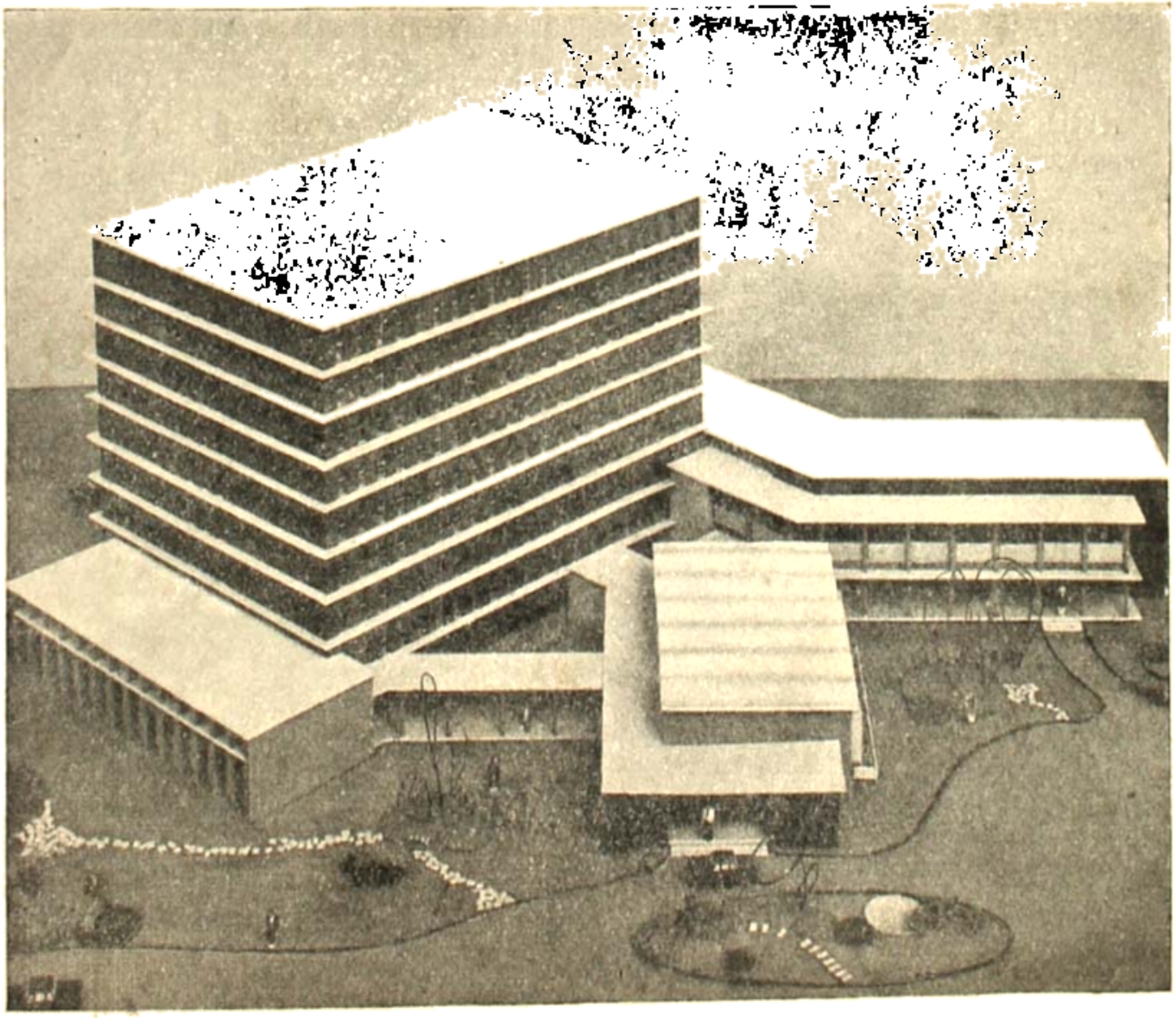

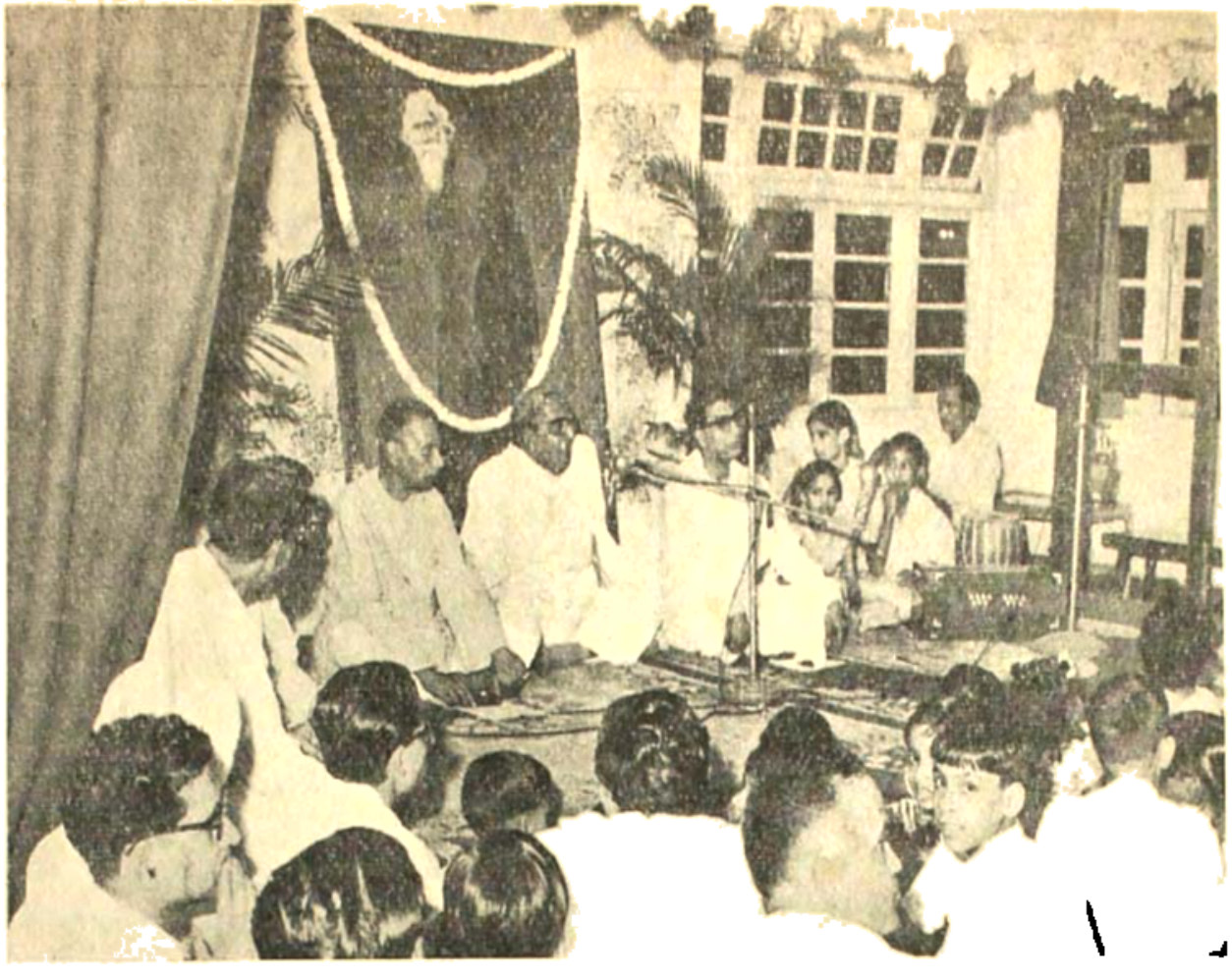

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে ১৮ই জুন জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ। চিত্রে ডক্টর রায়কে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রবীন্দ্র কবিতাপাঠ ও সংগীত অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে।

কতগুলো বই গ্রন্থাগার থেকে পাঠকদের (Borrower) কাছে ধার স্বরূপ দেওয়া হ'য়েছে, ইত্যাদি।

বিভিন্ন চার্জিং প্রথার মধ্যে ব্রাউন (Browne) ও নিওয়ার্ক (Newark) প্রথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলাণ্ড ও আমেরিকার অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে বই ধার নেবার ব্যাপারে এই দুটো প্রথার একটাকে মেনে চলতে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে এই দুটো প্রথাকে নিয়েই আলোচনা ক'রব।

ব্রাউন প্রথা ঃ

ব্রাউন প্রথা অনুযায়ী পাঠক (Borrower) যে কখানা বই ধার নেবার অধিকারী সে কখানা টিকিট গ্রন্থাগার থেকে তাঁকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক টিকিটেই একটা করে পকেট থাকে। টিকিটের মাপ সাধারণত ৩"×২" হয়। টিকিটের পকেটের উপরে পাঠকের নাম, ঠিকানা; পাঠকদের নাম রেজিষ্ট্রী খাতা (Borrowers' register) অনুযায়ী নম্বর এবং সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী লেখা থাকে। প্রত্যেক বইয়ের সামনের মলাটের ভিতরের দিকে বইয়ের অ্যাক্‌সেসন নম্বর (Accession no. কল নম্বর, (Call no.) এবং গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী লেখা একটা লেবেল লাগিয়ে রাখা হয়। একে Board label বা Rules label বলা হয়। বোর্ড লেবেলের নীচে, একটা পকেট লাগিয়ে অ্যাক্‌সেসন নম্বর, কল নম্বর, লেখকের নাম ও বইয়ের নাম লেখা একখানা কার্ড ঐ পকেটের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'বুক কার্ড' (Book card) বুক কার্ডের মাপ সাধারণতঃ ৪"×২" হয়। বইয়ের ফ্লাইলিফে (Flyleaf) বা এণ্ড পেপারে (End paper) একটা তারিখ পত্রিকা (Date label) লাগিয়ে রাখা হয়। তারিখ পত্রিকার উপরের অংশে লেখা

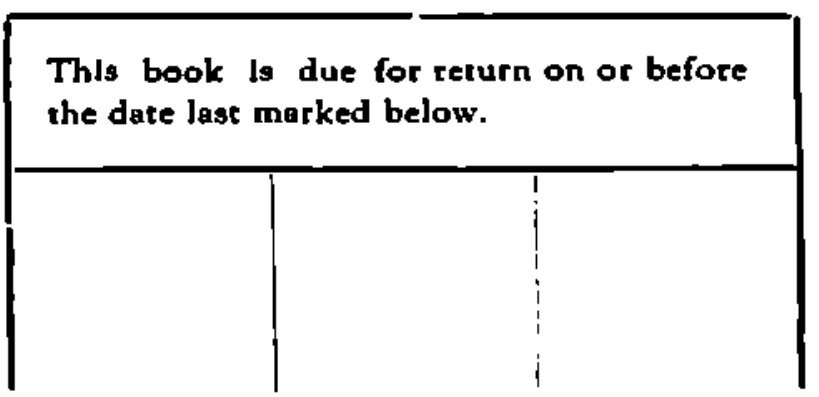

Date label

থাকে "উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে বা শেষ তারিখ থেকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে (১৫ বা ২১ দিন) বই ফেরৎ দিতে হবে।" নীচের অংশে লম্বালম্বি ভাবে (Vertically) দাগ কেটে কয়েকটা কলাম (column) তৈরী করা হয়।

পাঠক যখন গ্রন্থাগার থেকে বই ধার নিতে আসেন তখন বইয়ের পকেট থেকে বুক কার্ড'টা বের করে পাঠকের টিকিটের পকেটে ভ'রে বইয়ের তারিখ পত্রিকায় তারিখ উল্লেখ ক'রে টিকিটখানা জমা রেখে বইটা পাঠককে দিয়ে দেওয়া হয়। পরে টিকিটখানাকে তারিখ নির্দে'শিকার (Date gulde) সাহায্যে প্রথমে তারিখ অনুযায়ী ও তারপর বুক কার্ডে'র কলনম্বর, অ্যাকসেসান নম্বর বা লেখক অনুযায়ী ট্রের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়। সারা দিনে কোন কোন বিষয়ে কখানা বই ইস্যু হোল একটা কাগজে সেটা লিখে রাখা হয়। একে Circulation Statistical Sheet বলা হয়।

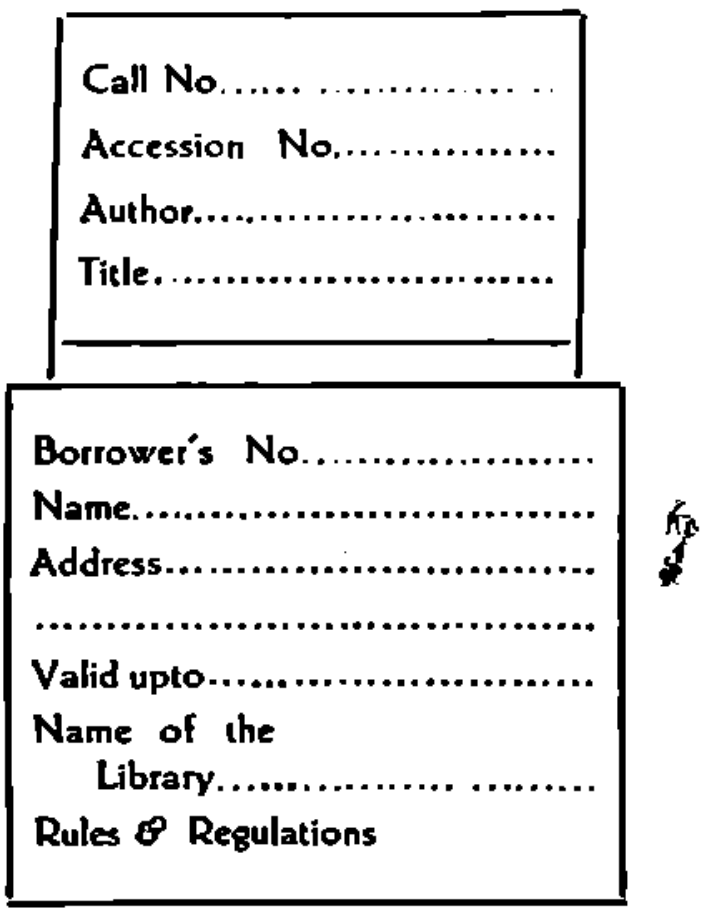

ব্রাউন প্রথা অনুযায়ী পাঠকের টিকিটের পকেটের মধ্যে বুক কার্ড চার্জ করা অবস্থায় রয়েছে।

বই ফেরৎ দেবার সময় পাঠক বইখানা না কাউন্টারে নিয়ে গেলে তারিখ পত্রিকা থেকে তারিখটা দেখে ট্রে থেকে বুক কার্ড সমেত টিকিটখানা বের ক'রে তা থেকে বুক কার্ডটা আলাদা ক'রে সেটাকে যথাস্থানে বইয়ের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে টিকিটখানা পাঠককে ফিরিয়ে দিতে হবে। ফেরৎ নেবার সময় অবশ্য দেখে নিতে হবে বইটা নির্দিষ্ট দিনের পরে ফেরৎ এসেছে কি না (Over due হয়েছে কিনা) যদি তাই এসে থাকে তাহোলে জরিমানা (Fine) যা প্রাপ্য হবে সেটা পাঠকের কাছ থেকে নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রে থেকে বুক কার্ড বের ক'রে বইয়ের পকেটে স্থানান্তরিত করাকে স্লিপিং বলে, (Slipping). বই ফিরিয়ে দেবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বই ফেরৎ না এলে পাঠককে চিঠি লিখে বই ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বোস্টনের লাইব্রেরী বুরোর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক নিনা, ই, ব্রাউন (Nina E. Browne) ব্রাউন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

নিওয়ার্ক প্রথা ঃ

এই প্রথা অনুযায়ী পাঠককে গ্রন্থাগার থেকে বই ধার নেবার জন্যে একখানা টিকিট দেওয়া হয়। ঐ টিকিটে কোন পকেট থাকে না। কিন্তু বইয়ের মধ্যে পকেট থাকে। পকেটের উপরে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, ও কল নম্বর লেখা থাকে এবং পকেটের মধ্যে বুক কার্ড রেখে দেওয়া হয়। পাঠকের টিকিটের উপরের অংশে পাঠক সংখ্যা, পাঠকের নাম, ঠিকানা; গ্রন্থাগারের নাম ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী লেখা থাকে। নীচের খালি অংশকে লম্বালম্বি ভাবে দাগ কেটে দুটো কলাম (column) তৈরী করা হয়। একটাতে বই কোন তারিখের মধ্যে ফেরৎ দিতে হবে সেই তারিখটা (Date due) লেখা হয় এবং অন্যটাতে বই যেদিন ফেরৎ এল সেদিনের তারিখ (Date of return) অনুরূপ ভাবেই উল্লেখ করা হয়। বেশী বই চার্জ করবার সুবিধার জন্যে দুটোর জায়গায় চারটে কলাম তৈরী ক'রে দ্বিতীয় দুটোতে প্রথম দুটোর পুনরুল্লেখ করা হয়। বুক কার্ডের উপরের অংশে কল নম্বর, লেখকের নাম ও বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম লেখা থাকে। নীচের অংশকে লম্বালম্বি ভাবে দাগ কেটে কেটে চারটে কলামে পরিণত করা হয়। প্রথম কলামে বই যে তারিখে ফেরৎ দিতে হবে সেই তারিখটা লেখা হয় এবং দ্বিতীয় কলামে পাঠকের টিকিটের নম্বর উল্লেখ করা হয়। বেশী বই চার্জ করবার সুবিধার জন্যে পরের দুটো কলামে প্রথম

দুটোর পুনরুল্লেখ করা হয়। বইয়ের ফ্লাইলিফে একটা তারিখ পত্রিকাও লাগিয়ে রাখা হয়।

এই প্রথা অনুযায়ী কোন বই গ্রন্থাগার থেকে ধার নিতে হোলে পাঠককে তার টিকিট ও বইখানি বই ইসু করবার কাউণ্টারে হাজির করতে হবে। যিনি বই ইসু করবেন তিনি পাঠকের টিকিটখানা ও বই গ্রহণ করে পাঠকের টিকিটের প্রথম কলামে বই ফিরিয়ে দেবার তারিখ Date stampএর সাহায্যে অথবা কালি দিয়ে লিখে উল্লেখ করবেন এবং ঐ সাথে বইয়ের তারিখ পত্রিকায়ও তারিখটা উল্লেখ করে দেবেন। তারপর বইয়ের পকেট থেকে বুক কার্ডখানা বের করে প্রথম কলমে বই ফিরিয়ে দেবার তারিখ ও দ্বিতীয় কলামে পাঠকের টিকিটের নম্বর লিখে পাঠকের টিকিটের সাথে ভাল করে মিলিয়ে প্রথমে তারিখ নির্দেশিকার সাহায্যে তারিখ অনুযায়ী এবং পরে লেখক অনুযায়ী বা কল নম্বর অনুযায়ী ট্রের মধ্যে সাজিয়ে রাখবেন। এবার বইখানা ও টিকিটখানা পাঠককে ফিরিয়ে দিতে হবে। একসাথে বেশী বই চার্জ করতে হোলে পাঠকের টিকিটে প্রতিটি বইয়ের জন্যে একবার করে তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

এই প্রথা অনুযায়ী পাঠককে কোন বই ফেরৎ দিতে হোলে সেই বইয়ের সাথে তার টিকিটখানাও সঙ্গে করে আনতে হবে। যিনি বই ফেরৎ নেবেন তিনি বইয়ের তারিখ পত্রিকা থেকে তারিখটা দেখে বুককার্ডের ট্রের মধ্য থেকে ওই বইয়ের কার্ডখানা বের করে নেবেন। পাঠকের টিকিটের বই ফেরৎ হবার তারিখের কলামে (Date of return) তারিখ লিখে বুক কার্ডখানা বইয়ের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবেন। ট্রে থেকে বুককার্ড বের করে আবার বইয়ের পকেটে ঢুকিয়ে রাখাকে স্লিপিং বলে। এরপর টিকিটখানা পাঠককে ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশ্য বই ফেরৎ নেবার সময় দেখে নিতে হবে বইটা ফিরিয়ে দেবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পরে ফেরৎ এসেছে কিনা। যদি পরে ফেরৎ এসে থাকে তাহোলে জরিমানা যেটা প্রাপ্য হবে সেটা পাঠকের কাছ থেকে নিয়ে নিতে হবে।

নিওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরী, নিউজার্সি থেকে নিওয়ার্ক প্রথার প্রচলন প্রথম সুরু হয়।

ব্রাউন প্রথার সুবিধা ঃ

১। এই প্রথা অনুযায়ী খুব তাড়াতাড়ি বই চার্জ করা যায়। কারণ বুককার্ডে ও পাঠকের টিকিটে কোন কিছু লিখবার দরকার হয় না।

২। বই রাখবার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে পাঠককে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার (Over due) নোটিশ সহজেই দেওয়া যায়।

৩। প্রত্যেক বই ফেরৎ নেবার সাথে সাথে পাঠকের টিকিট পাঠককে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়। এটা বই ফেরৎ দেবার রসিদের কাজ করে।

৪। বইয়ের তারিখ পত্রিকায় বইটা কতবার ইস্যু হোল তার একটা চিরস্থায়ী রেকর্ড থেকে যায়। এ থেকে পাঠকদের মধ্যে বইটার চাহিদা সহজেই অনুমান করা যায়।

ব্রাউন প্রথার অসুবিধা :—

১। যে কখানা টিকিট পাঠককে দেওয়া হয় পাঠক সে কখানা বইই এক সঙ্গে ধার করতে পারেন। সুতরাং পাঠকের টিকিটের সংখ্যা কম হোলে তাঁকে অল্প বই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

২। কাউন্টারের অনেকখানি জায়গা পাঠকের টিকিট রাখবার জন্যে বায় করতে হয়।

৩। একজন নির্দিষ্ট পাঠক কতগুলো বই এবং কি ধরণের বই পড়লেন তার পরিসংখ্যান করা সম্ভব হয় না।

নিওয়ার্ক প্রথার সুবিধা :

১। একখানা টিকিটে একসাথে অনেকগুলো বই ইস্যু করা যায়।

২। প্রত্যেক বইয়ের কার্ডে এবং তারিখ পত্রিকায় বইটা কতবার ইস্যু হোল তার একটা চিরস্থায়ী রেকর্ড থেকে যায়। এ থেকে পাঠকদের মধ্যে বইটার চাহিদা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩। একজন নির্দিষ্ট পাঠক কতগুলো বই পড়লেন তার পরিসংখ্যান পাঠকের টিকিট থেকে সহজেই করা যায়।

নিওয়ার্ক প্রথার অসুবিধা :—

১। তিন জায়গায় তারিখ লিখতে ও এক জায়গায় পাঠকের টিকিটের নম্বর লিখতে অনেকখানি সময়ের অপচয় হয়।

২। পাঠকের টিকিটের নম্বর বুককার্ডে লিখবার সময় ভুল হয়ে যেতে পারে। আর একবার এ রকম ভুল হোলে বইটা খুঁজে পেতে ত কষ্ট হবেই উপরন্তু অন্য পাঠককে (ভুল করে যাঁর নম্বরটা লেখা হয়েছে) সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার নোটিশ দিয়ে শুধু শুধু হয়রাণ করা হবে।

৩। পাঠকের টিকিটে যদি বই ফিরিয়ে দেবার তারিখ (Date due) এবং বই ফেরৎ হয়ে যাবার তারিখ (Date of return) লিখতে ভুল হয় তাহোলে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।

৪। যদি কোন পাঠককে বই রাখবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার নোটিশ দিতে হয় তাহোলে বুককার্ড থেকে তাঁর নম্বরটা নিয়ে Borrowers' Register খুলে তা থেকে নাম ঠিকানা প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাঁকে ঐ নোটিশ পাঠাতে হবে। সুতরাং এর ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকখানি সময়ের যে অযথা অপচয় হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞাপন

অপ্রত্যাশিত কারণে 'গ্রন্থাগার পত্রিকার বিগত বৈশাখ ১৩৬৮ সংখ্যাটি ফুরাইয়া গিয়াছে। যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা জমাইয়া রাখেন না তাঁহাদের ঐ সংখ্যাটি পরিষদ কার্যালয়ে অনতিবিলম্বে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ঐ সংখ্যাটির পরিবর্তে ডক্টর রঙ্গনাথনের পশ্চিমবঙ্গের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার আইন বইটির বঙ্গানুবাদ অথবা ডক্টর আদিত্য ওহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' বইটির ২য় ভাগের যে কোনও একটি দেওয়া হইবে।

এতদ্ব্যতীত পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিও ফুরাইয়া যাওয়ায় আমরা নগদ মূল্যে এগুলি কিনিতে চাই ঃ

৮ম খণ্ড ১৩৬৫—১ম, ৩য় সংখ্যা
৯ম খণ্ড ১৩৬৬—৯ম ,,
১০ম খণ্ড ১৩৬৭—১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১০ম সংখ্যা

* * *

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সংবাদ, ছবি ইত্যাদি আমরা সাদরে বিবেচনা করিয়া থাকি; অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। কাজ হইয়া গেলে ছবিও ফেরৎ দেওয়া হয়।

পত্রিকার আকর্ষণ, বৈচিত্র্য ও উন্নতির জন্য লেখকদের নিকট হইতে গতানুগতিক প্রবন্ধের পরিবর্তে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সর্ববিধ সমস্যা ও প্রয়োজনের উপর প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পত্রিকা সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ প্রকাশন উপ-সমিতি সাদরে বিবেচনা করিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত তিনটি বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি আহ্বান করা হইতেছে ঃ

উইলিয়াম কেরী
গ্রন্থাগার ভবন
গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র

সম্পাদক গ্রন্থাগার

পরিষদ কথা

পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মতৎপরতা নানাভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষদ কার্যালয়ে স্থানাভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এজন্যে নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত করেছেন। জমি ও গৃহনির্মাণের জন্যে একলক্ষ টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি তহবিল খোলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর গোয়াবাগান স্কীমের অন্তর্ভুক্ত একটি জমির জন্য যে চেষ্টা চলছিল ট্রাস্টের শর্তানুযায়ী তা পরিষদের গ্রহণ ক্ষমতার অতীত বলে উক্ত জমির পরিবর্তে পরিষদ অন্যত্র সুবিধা অনুযায়ী জমি কিনিতে মনস্থ করেন।

পরিষদ কার্যালয়ে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিষদ কার্যালয়ে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে বক্তাদের মধ্যে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে পরিষদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল কুমার দত্তর একটি গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছেন।

পশ্চিম বঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

ডাইরেক্টরী প্রস্তুতি কার্য বর্তমানে সমাপ্ত প্রায়। আশা করা যাচ্ছে আগষ্ট মাসে মুদ্রণের কাজ শুরু করা যাবে। ডাইরেক্টরীতে পশ্চিম বঙ্গের তিন হাজার সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও রাজ্যের যাবতীয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার সংবাদ সংক্ষিপ্তাকারে কাগজের এক পৃষ্ঠে সুস্পষ্টভাবে লিখে পাঠালে সুবিধা অনুযায়ী তা' এই বিভাগে প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকার সীমিত কলেবরের জন্যে সময় বিশেষে অনেক সংবাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দেবার প্রয়োজন ঘটে। রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সভা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, সাংগীতিক অনুষ্ঠান ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন ; এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এত বেশী সংবাদ পরিষদ কার্যালয়ে এসেছে যে সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই অক্ষমতার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে আমরা মার্জনা চাইছি।]

কলিকাতা

চিত্তরঞ্জন স্মৃতি পাঠাগারের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব

গত ১লা বৈশাখ থেকে তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে দিয়ে পাঠাগারের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব ও একাদশ বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার শেষে কাবুলিওয়ালা কথাচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু পাঠাগারের নূতন অবৈতনিক পাঠগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। পরে স্থানীয় শিল্পীরা এক সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ঐদিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পদক দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেক বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগীদের এবং শিশু বিভাগের প্রত্যেক প্রতিযোগীকে রবীন্দ্রগ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

জীবন-মিলন লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১১ই জুন জীবন-মিলন লাইব্রেরী ও রেনবো ক্লাবের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী ও হিসাব নিকাশ পঠিত হয়। বিবরণীতে জানা যায় যে ৭০ জন কিশোর সদস্য সহ লাইব্রেরীর বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ৩২২ এবং গ্রন্থ সংখ্যা ১০,৭৮৮। সাধারণ বিভাগে সারা বছরে পুস্তক লেনদেনের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হোল :

উপন্যাস	১১,৩৭০	জীবনী	৩৬৫
রহস্য	২,০৫৮	বিবিধ	৩৪১
পত্রপত্রিকা	৮৭২	ধর্ম	৩৩৩
গল্প	৮৩২	ইতিহাস	২৭৫
প্রবন্ধ, সাহিত্য	৫৯৭	কবিতা	১৬৩
ভ্রমণ	৪৬০	নাটক	৭৮
অনুবাদ	৩৭৪	বিজ্ঞান	১৪০

কিশোর বিভাগে মোট ৮,৬৩১ খানি পুস্তক সারা বছরে লেনদেন হয়েছে বলে প্রকাশ। সভায় লাইব্রেরীর পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচনও সম্পন্ন হয়।

চব্বিশ পরগণা

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারে বঙ্কিম জন্মোৎসব

পাঠাগারে গত ৭ই জুলাই শ্রীগৌর পালের সভাপতিত্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ সরদার বঙ্কিম সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। জাতীয়তা মন্ত্রের ঋষিরূপে বঙ্কিমের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীঅজিতকুমার লাহিড়ী। সভাপতি তাঁর ভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রকে নবযুগের স্রষ্টারূপে অভিহিত করেন।

বর্ধমান

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর চতুর্দশ বার্ষিক সভা

গত ৬ই জুন মানকর পল্লী মংগল লাইব্রেরীর চতুর্দশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে আহূত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন অবর বিদ্যালয়

পরিদর্শক শ্রী এ, খালেক এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মানকরের সাবরেজিস্ট্রার শ্রী জি, সাহা। এই উপলক্ষে লাইব্রেরী সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ছাত্রীদের আবৃত্তি এবং সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে।

বহরকুলি শ্রীগণাধর গ্রন্থাগারের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অবৃজানন্দ মহারাজ। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও কালনা মহকুমা শাসক শ্রীবিমল কুমার ভট্টাচার্য ভাষণ দান করেন।

বীরভূম

সিয়ান শ্রীদুর্গা পাঠাগারের কর্মতৎপরতা

সীমিত সংগতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দুই বৎসর কালের এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে বলে জানা গেল। পাঠাগারে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। একটি কিশোর বিভাগও শীঘ্রই খোলা হবে। সদস্য ও গ্রন্থ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী সাহায্যও পাওয়া গেছে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে এই পাঠাগার নানারূপ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে বলে প্রকাশ।

নদীয়া

নবদ্বীপ থানা গ্রন্থাগার সম্মেলন

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় গত ৩০শে এপ্রিল গ্রন্থাগার ভবনে নবদ্বীপ থানা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। উদ্বোধন করেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীকামিনী কুমুদ চৌধুরী। থানা এলাকার ৩০টি গ্রন্থাগার থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী বলেন যে থানার অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও কেবল কর্মীদের উৎসাহের আনুকূল্যে নিজ অস্তিত্ব বজায়

রেখেছে ; এই সকল গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। ভাষণে অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী শচীন্দ্র মোহন নন্দী, নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ সান্যাল ও শ্রীমতী গীতি চক্রবর্তী অংশ গ্রহণ করেন। অধিকতর সরকারী সাহায্য, গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধকরণ, শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারকে একটি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হিসাবে পরিণত করা প্রভৃতি বিষয়ে আটটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

হাওড়া

ভারত পাঠাগারের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

গত ২৮শে মে পাঠাগারের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রীপৃথিপতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের আবৃত্তি ও সংগীত এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ অভিনীত 'আজকাল' নাটকটি খুব উপভোগ্য হয়।

হুগলী

চাতরা বিবেকানন্দ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

জেলা পাঠাগার পর্ষদ-এর সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে গত ১৭ই জুন পাঠাগারের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ত্রিগুনানাথ বন্দোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বর্ষের কার্য বিবরণী পাঠ করেন। পরদিন পাঠাগারের সদস্যগণ 'প্রতিধ্বনি' ও 'সংক্রান্তি' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন।

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থাগার জগতের দুই দিক্‌পালের জীবনাবসান

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় ঘটেছে ডবলিউ সি বেরউইক সেয়ার্স'র নাম তাঁদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। বর্গীকরণ সম্পর্কে সেয়ার্স'র লেখা বই বিশ্বের বহু দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। সম্প্রতি সেয়ার্স'র মৃত্যুতে তাঁর দীর্ঘ ষাট বছরের কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে সেয়ার্স'র ছাত্র ডক্টর রঙ্গনাথন বলেন যে জ্ঞানস্কন্ধ ও একনিষ্ঠ গ্রন্থাগার কর্মী সেয়ার্স'র নাম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিলেতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে মনীষী সেয়ার্স'র সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট; তিনি লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের (ইউ, কে) সভাপতি হন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে সেয়ার্স অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আশী অতিক্রম করেছিল।

চুরাশী বৎসর বয়সে মেলভিল ডিউই'-র ছাত্র আসা ভন ডিকিন্সনের দেহাবসান ঘটল। ডিকিনসনের নাম ভারতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে খুবই পরিচিত। পাঞ্জাব সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ১৯১৫ সালে লাহোর (পাঞ্জাব) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি সংগঠন করেছেন। তাঁর পরিচালনায় ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রথম প্রবর্তিত হয়। অনেকগুলি বইয়ের মধ্যে তাঁর পাঞ্জাব লাইব্রেরী প্রাইমার বইটি অন্যতম। মার্কিণ গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতির পদ তিনি একবার অলঙ্কৃত করেন।

গ্রন্থাগার রাখার জন্যে হোটেলের প্রতি হুকুম জারি

সংযুক্ত আরব রিপাবলিক সরকার সম্প্রতি এক ইস্তাহারে কায়রোর তিন সহস্রাধিক কাফের মালিকদের অবিলম্বে একটি করে ভাল বইয়ের গ্রন্থাগার রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ছয় মাস পর সেগুলির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে।

সাম্প্রতিক সর্বাপেক্ষা অধিক অনুদিত গ্রন্থকার

ইউনেস্কোর এক বার্ষিক বিবরণে (ইনডেক্স ট্রান্সলেসানাম) প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সালে রুশ প্রধান মন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের লেখা সারা পৃথিবীতে সর্বা-

পেক্ষা অধিক অনূদিত (১৯৮) হয়। ইতঃপূর্বে লেনিনের গ্রন্থানুবাদই (১৭৪) ছিল সর্বাধিক।

উক্ত বিবরণীতে আরও জানা যায় যে সোভিয়েত দেশে অনুবাদ হয় সবচেয়ে বেশী—দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিম জার্মানীর অনুবাদ সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক। ৬৭টি দেশের মোট ২৯,৬৬১ খানি অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল সোভিয়েতেই ৫,২৫৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। পশ্চিম জার্মানী (২০৬৮) এবং ফ্রান্স (১৪৬০) এ বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাইবেলের অনুবাদ সংখ্যা ১৭১, আগাথা কৃষ্টির রহস্যোপন্যাসের স্থান তার পরেই (১০৩)।

সবাক গ্রন্থ

অন্ধ লোকদের জন্যে বিলেতে সম্প্রতি এক ধরণের সবাক বই আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারক হচ্ছেন বিজ্ঞানী এল পেন্ডার। বইটি একটা টেপ-রেকর্ডারের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। ঐ প্রকার ৭০০টি বিভিন্ন বই কিছুকাল আগে রয়াল ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট বিশ লক্ষ দীর্ঘকালীন রেকর্ডের সঙ্গে সরবরাহ করেছেন। একটা দীর্ঘকালীন রেকর্ড (লঙ প্লেয়িং রেকর্ড) বাজাতে ৪০ মিনিট সময় লাগে এবং একটি সবাক গ্রন্থ পুরো বাজাতে ২২ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক সংযোগ ও সহযোগিতা

চেকোস্লোভাকিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার প্রকাশকরা তাঁদের বার্ষিক গ্রন্থ নির্বাচন-নীতি নির্ধারণকালে গ্রন্থাগারিকদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। চেক সরকার গ্রন্থাগারিকদের এক নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁরা যেন পাঠকদের পঠনপাঠন সম্পর্কে সমীক্ষা করে এবং পাঠক, প্রকাশক ও বিজ্ঞানীদের মিলিত বৈঠকে পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে আলাপ আলোচনার সাহায্যে পুস্তক ব্যবসায়ীদের উন্নত ধরণের গ্রন্থ প্রকাশনে পরামর্শ দান করেন। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে প্রথম পথ প্রদর্শন করেছেন।

বই আদায়ের নূতন উপায়

বিলেতের গিল্ডফোর্ড অঞ্চলে গ্রন্থাগার থেকে বই বাড়ী নিয়ে গিয়ে ফেরৎ না দিলে সে বই ফেরৎ আনার জন্যে একজন 'বেলিফ' নিযুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন সেখানকার কাউন্টি কাউন্সীল। বই শেষ পর্যন্ত আদৌ পাওয়া না গেলে কাউন্টি আদালত থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

সম্পাদকীয়

নিরক্ষরতা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

এরিস্টট্‌ল বলতেন যে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার মানদণ্ড নয়; অক্ষরজ্ঞান জ্ঞানার্জনের নিছক একটি মাধ্যম মাত্র, লক্ষ্যও নয়-ই; এবং নিরক্ষর মানুষ যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনও কথা নেই।

তবে কি পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক সেন্সাসে বিগত দশকে রাজ্যের সাক্ষর সংখ্যার আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়ার সংবাদে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই?

দুশ্চিন্তার কারণ ষোল আনাই আছে। অক্ষরজ্ঞান সংস্কৃতির মান নির্ণয় না করুক বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজ আজ যেখানে এসে পৌঁছেচে সেখানে জ্ঞানবিদ্যা অক্ষরাশ্রয়ী হতে বাধ্য। দৈনন্দিন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অক্ষরজ্ঞানকে পরিহার করে চলা এখন কল্পনাতীত।

তবুও আজ সারা দুনিয়ার অর্ধেকের উপর মানুষ নিরক্ষর। আমাদের দেশেই তো বারো আনা লোক লিখতে পড়তে জানে না। অসভ্য বর্বর বলে অভিহিত নিশ্চয় তাদের করা যাবে না। চাষবাসের নিয়মকানুন তাদের কণ্ঠস্থ, কেনাবেচাও তারা নিবিবাদে করে, রামায়ণ-মহাভারতের নীতিকথা তাদের অজানা নয়, যাত্রাগান কথকতার মধ্যে দিয়ে অবসর বিনোদন তাদের খারাপ কি করে হয় বলি?

তাহলেও বলব অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। কারণ যে-যুগে অক্ষর জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল গৌণ, তাকে বহুকাল পূর্বেই পেছনে রেখে গতিশীল সমাজ আজকের অবস্থায় পৌঁছেচে, যখন সমাজ জীবন হয়ে পড়েছে জটিল ও বৈচিত্র্যময়, মননের ক্ষেত্র হয়েছে বহু গুণে বিস্তৃত ও বর্ধিত; ব্যক্তিমানুষের জীবনও সর্বদা বিড়ম্বিত। হিসাবের কারচুপি করে মহাজন নিরক্ষর চাষী-মজুরকে নিঃস্ব করে দেয়; বিদেশ থেকে ছেলের চিঠি পেলে সারা গ্রাম ঘুরে সেটা পড়িয়ে না নেওয়া পর্যন্ত পিতার অস্বস্তি কাটে না; তীর্থ করতে বেরিয়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীকে হাজার ঝামেলায় পড়তে হয়; নিরক্ষর সহরবাসীর কাছে এ ধরণের সমস্যাগুলো নিয়তই আরও প্রকটভাবে হাজির হয়। নয়া পয়সা ও মেট্রিক পদ্ধতির বিভ্রান্তিতো সেগুলির কাছে তুচ্ছ। অক্ষরজ্ঞানটা তাই এখন মানুষের প্রারম্ভিক ও একটা প্রধান প্রয়োজন।

নিরক্ষর প্রধান আমাদের দেশে সমস্যা এখন দুটো। একদিকে লোককে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া—যেটা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; অপরদিকে দেশের আশু উন্নতির আনুকূলো দরকার দেশবাসীর পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি সাধন—অর্থাৎ শিক্ষা। দুটোই চাই। প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টা বাধা পাবে, আবার প্রথমটার অপেক্ষায় দ্বিতীয়টাকে মুলতুবী রাখলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে।

অক্ষর জ্ঞানের সম্প্রসারণ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করার আগে অসাক্ষরদের সঙ্গে আধুনিক চিন্তার কি কোনও সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না? তাদের কি চলতি দুনিয়ার ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো অসম্ভব? উত্তরটা নেতিবাচক না হলে সুবিধাজনক ও কার্যকর প্রণালী কি হতে পারে তা' অনুসন্ধেয়।

নিরক্ষরতা জ্ঞানার্জনের অন্তরায় একথা পুরোপুরি মানি না এবং গ্রন্থাগারের কাছ থেকে নিরক্ষর ব্যক্তি তার মনের ক্ষিদে মেটাবার রসদ পাবে না একথাও অচল প্রমাণিত হয়েছে। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বহুবার খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। পাছে কেউ বই নিয়ে যায় তাই এক সময় গ্রন্থাগারে বই শেকলে বেঁধে রাখা হত; ক্রমে বই বাড়ী নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ এবং অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা দেখা দিল। এখন গ্রন্থের স্থান নিচ্ছে মাইক্রোফিল্ম। গ্রন্থাগার থেকে গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম ইত্যাদি ধার পাওয়া যায়; এসব ছাড়াও নানাধরণের অনুষ্ঠানকে এখন গ্রন্থাগার-এর নিয়মিত কার্যক্রমের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কাজেই গ্রন্থাগারের অক্ষরাশ্রয়ী কৌলিন্যের বিচ্যুতি ঘটে গেছে। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রন্থাগারকে এখন সম্ভাব্য সকল মাধ্যমে শিক্ষা ও তথ্যানুসন্ধানের কেন্দ্র হিসাবে দেখা হচ্ছে।

তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মত নিরক্ষর প্রধান দেশে গ্রন্থাগারের সাহায্যে মানুষ নির্বিশেষে সকলকে প্রয়োজনীয় খবর ও তথ্য পরিবেশন করা নিশ্চয় বিধিবহির্ভূত হবে না।

অক্ষরজ্ঞান বিতরণের জন্যে দেশে বহুদিন ধরেই হ্যারিকেন জ্বালানো ও তেল পোড়ানো কম হয়নি। স্লেট, পেন্সিল, মাদুরের জন্যেও খরচ হয়েছে অনেক। তবু কেন সাক্ষরের সংখ্যা বাড়েনি। (জন সংখ্যা বেড়েছে যেখানে শতকরা ৩২, সাক্ষরের সংখ্যা সেখানে বেড়েছে শতকরা মাত্র ৮) আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

থেকে সমস্যাটার যথোচিত বিবেচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। বয়স্কদের কাছে বর্ণপরিচয় খুলে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' আওড়ালে তাদের মনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে না, বরং অযচেন মনের একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ও নতুন প্রণালীতে জনশিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে এ সমস্যার সুরাহা সহজভাবে হতে পারে বলে মনে করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে রুশ দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

যাঁরা বলেন যে নিরক্ষর প্রধান দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গাড়ি ঘোড়ার আগে গাড়ী যোতার সামিল, তাঁদের কথা বর্তমান গ্রন্থকেন্দ্রীক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিক থেকে খুবই খাঁটি। এদেশের অবস্থা ও আশু প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন রাখে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সরকার এখন সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থযানে করে গ্রন্থ সরবরাহ হচ্ছে। কিন্তু সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি যে গ্রামাঞ্চলে কতজন এর সুযোগ গ্রহণে সক্ষম? বহু গ্রামই আছে যেখানকার সাক্ষরের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। কাজেই এই ব্যয়বহুল ব্যবস্থা সার্থক হবে যদি নিরক্ষর ও সদ্যসাক্ষরদের জন্যে বিকল্প কোনও সুবিধা থাকে।

প্রথমোক্ত কথায় ফিরে আসি—অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। ছবি, মডেল, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে নিরক্ষরকে তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অঙ্গ হতে পারে। নিরক্ষর চাষীকে চাষবাসের আধুনিক তথা অথবা মজুর কিংবা কারিগরকে তার জীবিকা সম্পর্কিত খোঁজখবর দেওয়ার সঙ্গেই বই ও খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ে শোনানো ও বোঝানোর দ্বারা তাদের অন্যান্য কৌতূহলও চরিতার্থ করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে আমরা একাধিকবার করেছি।

গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধায় নিরক্ষর লোকের অধিকারকে রূপায়ণের ভেতর দিয়ে স্বীকৃতি দিলে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি প্রসার লাভ করবে; এবং দেশের বর্তমান বহুমুখী উন্নয়ন কার্যের পক্ষে সকলকে অনুকূল ও উপযোগী করে তোলা সহজ হবে।

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরমস্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Trey, Plastic Preodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)
৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-২৩৮২

গ্রন্থাগার জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ Regd. No. C-3910
মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

পশ্চিম বঙ্গের জন্য গ্রন্থাগার আইন

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার এখনও সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়নি, জনসংখ্যার এক নগণ্য অংশ গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম; তাও মামুলী চিত্তবিনোদনেই মূলতঃ সেগুলির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। আর্থিক অসচ্ছলতা, অবৈজ্ঞানিক পরিচালন পদ্ধতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্বের প্রধান অন্তরায়। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের উদ্যম ও সদস্যদের চাঁদাই সেগুলির একমাত্র মূলধন। কিন্তু আজকের দিনে সর্বজনের শিক্ষার প্রশ্ন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অবহেলিত হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল-কলেজোত্তর মানুষের আজীবন শিক্ষাক্রমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সুশিক্ষিত হবার সুযোগ শুধু গ্রন্থাগারেই মেলে। অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রে তাই আইনের মাধ্যমে এমন এক উপায় অবলম্বিত হয়েছে যার ফলে মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে তেমনি সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও স্বচ্ছল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া প্রচারে পরিষদ ব্রতী হয়েছেন। বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রঙ্গনাথন খসড়াটি প্রণয়ন করেছেন, খসড়াটির প্রচার ও জনমত সৃষ্টি করে সেটিকে বিধিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের। অবিলম্বে একটি কপি সংগ্রহ করুন। পরিষদের সদস্যরা শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন পাবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

S. R. Ranganathan

Library Personality & Library Bill for West Bengal
Rs. 2·00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ ৩৩ হুজুরিমল লেন ॥ কলিকাতা-১৪

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদ প্রেস, ২৩,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY

একাদশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা য়

পাঠাগারের ব্যবহার : প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥ গ্রন্থ-সূচিকর
তত্ত্ব ও প্রয়োগ : মীরা চৌধুরী ॥ গ্রন্থ সূচির বাহ্যি
আকৃতি : বিমলেন্দু মজুমদার ॥ গ্রন্থপঞ্জী ও জাতী
বিধি-ব্যবস্থা : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ॥ আন্তর্জাতিক
জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা ও ভারতীয় নাম ॥ সি. বি
সুব্বারাও ॥ সূচিকরণে ভাব বিনিময় : প্রবীর রা
চৌধুরী ॥ সূচিকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন
ভারতে প্রস্তুতি কার্য : বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ॥

পরিষদ কথা ● গ্রন্থাগার সংবাদ ● সম্পাদকী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বাঙ্গালীর অতি প্রিয় এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটি সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিবেশে যথারুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [১২]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী-চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ও নবজাগরণ যুগের আলেখ্য। [৪৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলিত, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃতমাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে। প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲]

গ্রন্থাগার পদাবলী-রসিক ও কীর্ত্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ব্যাখ্যা। [২৲]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গলা আধুনিক শব্দকোষ। [১২৷৷০]

: পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps, Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments, Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models, Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
- Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus, Scientific Apparatus, Prize & Library Books, Gas Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road
(Junction of College Street and Harrison Road)

Head Office & Show Room :

80/1B Grey Street, Calcutta
Phone : 55-4366
Gram : ARTUNION, Cal.

Laboratory Furnishing is our Speciality

ন্যাশনালের প্রকাশিত বই

ছোট গল্প :

ননী ভৌমিক : চৈত্রদিন ৪·০০

অরুণ চৌধুরী : সীমানা ১·৭৫

উপন্যাস :

অমরেন্দ্র ঘোষ : চরকাশেম ৩·৭৫

কাহিনী :

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী : ভাগনাদিঘির মাঠে ১·৭৫

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে ১·২৫

গোলাম কুদ্দুস

একসঙ্গে ২·০০

বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ :

ম্যাকসিম গর্কি

মা ৪·০০

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি

ইস্পাত ৬·০০

হাওয়ার্ড ফাস্ট

স্পার্টাকাস ৫·০০

শেষ সীমান্ত ৪·০০

লিওনিদ সোলোভিয়েভ

বুখারার বীরকাহিনী ৩·০০

মিখাইল শলোখফ

ধীরপ্রবাহিনী ডন ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

আলেকজান্দার কুপরিন

রত্নবলয় ৫·৫০

জুলিয়াস ফুচিক

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ১·৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি :-১২, ১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি :-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

আষাঢ় ১৩৬৮

পাঠাগারের ব্যবহার

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা ভাল বটে, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পড়া। আগেকার দিনে পড়িয়া আর পড়াইয়া পণ্ডিতেরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল। আজকাল আর লেখাপড়া শেখবার জন্য, জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্য, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হ'লে কিছু হবে না, একথা বলা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন, প্রতিভায় উজ্জ্বল—তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশব চন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। মেকলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসবার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুয়েজ খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয় নি। বিলেত থেকে ভারতে আসতে হত 'কেপ-অব্-গুড-হোপ' ঘুরে। তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত। গিবন্ অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত জ্ঞানী কয়জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন—'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস'—এক অতি অপূর্ব্ব জিনিষ। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন্ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দুবেলা তাঁহার আহার জুটত না। একদিন তিনি তাঁহার পুস্তক প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন, নীচে সই করেছিলেন—'খাদ্যহীন'। এই জনসন লাইব্রেরীতে প'ড়ে প'ড়ে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার তাঁর সংগতি ছিল না। মহাপণ্ডিত কার্লাইলের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর পিতা রাজ-মিস্ত্রীর কাজ করতেন। অতি দরিদ্র ছিলেন

এঁরা। কার্লাইল বলতেন—'বুকে যে আমি জমিদারের ছেলে হ'য়ে জন্মাইনি, তাই মানুষ হয়েছি'। তাঁর পিতা তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে এসে তিনি বললেন—'একমাত্র গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নাই।' তবুও যে তিনি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালিয়ান, কেল্ট ও জার্মাণ ভাষা শিখেছিলেন। ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করে পণ্ডিত হননি। এঁদের কারও নামের পিছনে ক্যান্টাব অক্সন নেই। এঁরা ভারতে থেকেই লেখাপড়া করে পণ্ডিত হয়েছেন। অনেক জাপানী লণ্ডনে যায়, বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে আনতে। তাঁদের কাউকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লণ্ডনের ডাক্তার (Doctor) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন আমাদের দেশের Doctorate কি কিছু নয় যে, আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব? আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিষ হচ্ছে জ্ঞান-স্পৃহা। পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার Imperial Library ও University Library থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোট করি, যেন রাত পোহালে আমার এম, এ, এগজামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান বই খুব কম লোকই পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটি প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখিতে কি সময় নষ্ট! কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে জার্মাণ শিখে তারপর সেই ভাষার মারফৎ অপর যা কিছু শিখতে হবে, তবে সে ঐ কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে। অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব লেখা যায়।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারে, পরের আর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি, মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে পড়া দরকার। যাকে বলে "well-informed", তাই হওয়া দরকার। 'well-informed' না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই। *

* 'মাধবী'—মেদিনীপুর, চৈত্র, ১৩৩৬।

গ্রন্থ সূচিকরণ ঃ
তত্ত্ব ও প্রয়োগ

মীরা চৌধুরী

দোকানে বা গুদামে জিনিষপত্র বিক্রয় বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে রাখতে হলে সেসবের একটা সুসংবদ্ধ তালিকা অবশ্যই সেখানে রাখতে হবে। কারণ দোকানের প্রতিটী জিনিষ খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং তার মূল্য নির্ধারণের জন্য এই তালিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এবং যে উদ্দেশ্যে জিনিষগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে তালিকায় তার উপযোগী সমস্ত বিবরণ দিতে হবে। যেমন ধরুন কোন ঘড়ির দোকানে—বিভিন্ন কারিগরের তৈরী বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ধাতুর যে সব ঘড়ি আছে তার পূর্ণ বিবরণ সহ তালিকা থাকবে সেখানে। সেই তালিকায় ঘড়িগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয়তা, দাম এবং দোকানের মধ্যে তাদের অবস্থিতি অনুসারে নম্বর দিয়ে নির্দেশ করা হবে। এই তালিকা প্রণয়নেরও একটী প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ম থাকে এবং ক্রেতার কতকগুলি বাঁধাধরা সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এমন বিবরণ এতে থাকে। এই তালিকায় হয়তো থাকবে (১) যে নম্বর অনুসারে ক্রেতা ঘড়িটী কিনতে বা দেখতে চাইতে পারেন, (২) ইস্পাত বা সোনা যাতে ঘড়িটী তৈরী হয়েছে সেই ধাতুর নাম, (৩) ঘড়ির আয়তন এবং কারিগরের নাম, (৪) ভিতরের যন্ত্রের বিবরণ, যথা জুয়েল ইত্যাদি, (৫) ধাক্কা বা জল লাগলে নষ্ট হয় না এরূপ বৈশিষ্ট্য এবং (৬) দাম। এইসব খুঁটীনাটী বিষয় জানবার পর ক্রেতা বুঝতে পারবেন কোন্ বিশেষ ধরণের ঘড়িটী তাঁর ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে এবং নম্বর অনুসারে তখন তিনি সেই ঘড়িটী চাইতে পারবেন।

কোন গ্রন্থাগারে বই, সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র, গেজেট, পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, গানের স্বরলিপি, মানচিত্র, চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড এবং আরও অন্যান্য ধরণের মুদ্রিত বা চিত্রিত বস্তুর সমাবেশ। এবং গ্রন্থাগারের এই সম্পদকে উপযুক্তভাবে বর্গীকৃত এবং সূচিবদ্ধ করতে হয়। গ্রন্থাগারের এই বিচিত্র সম্পদের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে স্মরণ রাখা কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই জ্ঞানলাভের বহু মূল্যবান মাধ্যম চিরদিনের মত পাঠকের অগোচরে থেকে যেতে পারে। এবং পাঠক তাঁর প্রয়োজনীয় তথা সম্বলিত কোন জিনিষ গ্রন্থাগারে আছে কিনা বুঝতেও পারবেন না। সেই জন্য সূচি প্রণয়ন গ্রন্থাগারের পক্ষে অতি প্রয়োজন। (১) কোন বই-এর লেখকের নাম, বই এর নাম বা বিষয়বস্তু মনে রাখলেই পাঠক এই সূচী থেকে সেই বই খুঁজে পাবেন। (২) গ্রন্থাগারে কি আছে পাঠক জানতে পারবেন। (৩) সূচীবদ্ধ প্রতিটী বইএর উপযোগীতা এবং দাম জানতে পারবেন। (৪) এবং যে বিশেষ চিহ্ন দ্বারা সমস্ত বইএর মধ্য থেকে একটী নির্দিষ্ট বই পাওয়া যাবে সেই চিহ্নটীও সূচিতে সেই বইএর বিবরণীর সঙ্গে থাকবে।

গ্রন্থসূচির একটী সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাক। গ্রন্থসূচী হচ্ছে গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক, সাময়িক পত্র, মানচিত্র ইত্যাদির সুশৃংখল একটি বিবরণ যা'র থেকে আমরা এই সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত বিষয়, সম্যক্ পরিচয় লাভের খুঁটীনাটী, জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে মূল্য এবং গ্রন্থাগারে তাদের চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে জানতে পারি। গ্রন্থসূচীর মধ্যে একটীমাত্র নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের পুস্তকাদিরই বিবরণ পাওয়া যাবে।

এই সংজ্ঞাটীকে একটু বিশদভাবে বোঝান যাক। গ্রন্থসূচী হচ্ছে প্রথমতঃ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির বিবরণ। সুশৃংখল এই প্রণালী অক্ষরানুগ হতে পারে বা বর্গীকৃত হতে পারে। অর্থাৎ (১) গ্রন্থের বিবরণগুলি লেখকের নাম, (শীর্ষ) বা বইএর বিষয়বস্তুর নাম অনুযায়ী অক্ষরানুগভাবে সাজানো থাকবে। (২) অথবা প্রথমে বিষয়বস্তুর পরিবর্তে বর্গীকরণের নম্বর অনুযায়ী ক্রমিকভাবে সাজিয়ে নিয়ে প্রতিটী বর্গের অন্তর্ভুক্ত বিবরণীগুলীকে লেখকের নাম অনুযায়ী অক্ষরানুগভাবে অথবা প্রকাশনের তারিখ অনুযায়ী সাজাতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটী বর্গানুক্রমিক। এবং এর দ্বারা একটী বর্গ বা বিষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুর শাখা প্রশাখার উপর রচিত সমস্ত বই-এর বিবরণ একত্র পাওয়া যায়। এই বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থসূচী কেবলমাত্র একটী নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পরিচায়ক মাত্রই নয় উপরন্তু সেই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকাদির বিষয়বস্তুরও পরিচয় দান করে। অর্থাৎ পুস্তকের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে সবই বিষয়ানুগ গ্রন্থসূচীর মধ্যে আলোচিত হবে যদিও বর্গীকরণের পরে বইখানি একটী মাত্র বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। বিবিধ বিষয় সমন্বিত বই-এর প্রতিটী অংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। সমগ্র সংগ্রহের মধ্যে প্রতিটী পুস্তকের স্থানটী নির্দেশ করে এমন একটী প্রতীকচিহ্ন গ্রন্থসূচিতে ব্যবহৃত হবে। এই প্রতীক চিহ্নকে 'ডাক সংখ্যা' বলা হয়।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থসূচির মধ্যে টীকা সহযোগে পুস্তকের বৈশিষ্ট্য – তার সাহিত্য-রূপ (literary form), এবং যদি বিভিন্ন সংস্করণে তার শীর্ষকের (title) পরিবর্তন করা হয়ে থাকে সেসব খবর পাঠককে দেওয়া হবে। প্রকাশকের স্থান, প্রকাশকের নাম, এবং প্রকাশন কালেরও উল্লেখ এখানে থাকবে। তাছাড়া বই-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা, চিত্রসংখ্যা, উচ্চতার মাপ এই সমস্ত গ্রন্থসূচিতে সন্নিবিষ্ট হবে। যার ফলে পাঠক তাঁর প্রয়োজনমত মোটামুটিভাবে কোন বিষয়ে জানবার জন্য বা গভীরভাবে কোন বিষয় অনুশীলন করবার জন্য তাঁর প্রয়োজনমত বিভিন্ন ধরণের বই গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

গ্রন্থসূচির বাহ্যিক আকৃতি

বিমলেন্দু মজুমদার

পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় *গ্রন্থসূচি কাকে বলে, গ্রন্থসূচি ও তালিকার পার্থক্য কি, গ্রন্থসূচি ও গ্রন্থপঞ্জীর পার্থক্য কি, সূচিকরণ কাকে বলে, সূচিকরণ-সংহিতার প্রয়োজন কি জন্য ও সূচিকরণ সংহিতা অনুযায়ী কাজ করিলে কি সুবিধা হয়, গ্রন্থসূচির দ্বারা গ্রন্থাগারে কি কি কার্য সাধিত হয় এবং গ্রন্থসূচি ঠিক কি কি কার্য কি ভাবে করে. গ্রন্থসূচিতে ঠিক কি কি বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে এইসব বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এ ছাড়া আমরা মানিয়া লইয়াছি যে, যে কোন গ্রন্থাগারেই হোক সুষ্ঠুভাবে কাজের জন্য গ্রন্থসূচির প্রয়োজন অপরিহার্য। যেহেতু আমরা গ্রন্থসূচির প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়াছি অতএব, এখন গ্রন্থসূচি তৈরীর পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক যে সেই গ্রন্থসূচির আকার বা আকৃতি কি কি ধরণের হয়। এই আকৃতি আবার দুই রকমের : (১) বাহ্যিক আকৃতি ও (২) ভিতরের আকৃতি। অর্থাৎ বাহ্যিক আকৃতি বলিতে আঙ্গিক বা বাহিরের গঠন বুঝায়, কিন্তু ভিতরের আকৃতি বলিতে কিভাবে বা কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়মানুযায়ী সেই গ্রন্থসূচি লিখিত ও সাজান হয় তাহাই বুঝায়। প্রথমে আমরা বাহ্যিক আকৃতি লইয়া আলোচনা করিব ; পরে গ্রন্থসূচির ভিতরের লিখন ও সাজাইবার পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যাইবে। গ্রন্থসূচির বাহ্যিক আকৃতি—গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জিনিষের সূচী প্রণয়ন করা হয় সে জিনিষগুলি অর্থাৎ পুস্তকগুলি যে উপাদানে তৈয়ারী, গ্রন্থসূচিও প্রায়ই সেই বস্তু দিয়াই তৈয়ারী হয়। বহু বৎসর পূর্বের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমে মানুষ যখন তাহাদের চিন্তাধারা ও কীর্তিকলাপের লিখিত বিবরণ পাকাপাকিভাবে তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততির সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিল তাহা মৃত্তিকা ফলকেই লিপিবদ্ধ করিত। তখন সেই সকল মৃত্তিকা ফলকের তালিকা বা সূচিও মৃত্তিকা ফলকেই তৈয়ারী হইত, কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়নের উপাদান বা সামগ্রীর পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রন্থসূচিরও উপাদান ঠিক সেইমত বদলাইতে লাগিল। ক্রমে যখন পুস্তক তৈয়ারীর উপাদান হিসাবে কাগজ ব্যবহৃত হইতে লাগিল তখন গ্রন্থসূচিও সেইরূপ কাগজের দ্বারাই প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথমে পুস্তকের মত দেখিতে সূচি তৈয়ারী

---

* 'গ্রন্থাগার'—জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭ দ্রষ্টব্য।

হইল। ইহাকে Book form catalogue বলা হয়। বাংলায় যাহাকে আমরা "গ্রন্থাকৃতি" বলিতে পারি ; তারপরে আসিল ইংরাজীতে যাহাকে Card form বলা হয়। এই কার্ডের আকৃতির সূচি আজকাল পৃথিবীর বেশীরভাগ গ্রন্থাগারে প্রচলিত হইয়াছে। পরে কয়েকটি কারণে Sheaf form বা "গুচ্ছাকৃতি" সূচির প্রচলন হয় এবং ইউরোপের অনেক গ্রন্থাগারে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

গ্রন্থসূচি লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে গ্রন্থাগারিক বা সূচিকারকের প্রথমে ইহার বাহ্যিক আকৃতি কিরূপ হইবে তাহা স্থির করা দরকার। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে তাঁহার জানা দরকার যে ভাল গ্রন্থসূচি বলিতে কি বুঝি। অর্থাৎ ভাল গ্রন্থসূচির পক্ষে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন। সেই গুণাগুণগুলি জানিলে তবেই সেই "মাপকাঠিতে" ভাল সূচির গুণাগুণ বিচার করিবার সুবিধা হইবে। যে কোন ভাল গ্রন্থসূচির পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত বা বেশীরভাগ শর্ত পূরণ করা চাই। অর্থাৎ গ্রন্থসূচি লিখন সুরু করিবার পূর্বে গ্রন্থাগারিক বা সূচিকার দেখিবেন যে তিনি যে বাহ্যিক আকৃতির বা form-এর গ্রন্থসূচি তৈয়ারী করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা এই কয়টি শর্তের সবগুলি বা বেশীরভাগ পূরণ করে কিনা এবং তাঁহার গ্রন্থাগারের পক্ষে ঐ কয়টি শর্তের যেগুলি পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক সেগুলি সেই আকৃতির সূচি পূরণ করিতে পারে কিনা। শর্ত কয়টি নিম্নে দেওয়া হইল :

১। গ্রন্থসূচি প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির উপযোগী হওয়া চাই। কেননা নূতন নূতন গ্রন্থের সংলেখগুলি প্রায় প্রতিদিনই সূচিতে সংযোগ করিতে হয়। সূচি এমন হওয়া চাই যাতে অতি সহজে এই সংযোগ বা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

২। সূচিতে হালনাগাদ (up-to date) অবধি যে যে পুস্তক গ্রন্থাগারে আসিয়াছে তাহার সংলেখগুলি সংযুক্ত থাকা চাই।

৩। একই রকমের বিষয়বস্তুর বা একই লেখকের লেখা পুস্তকের সংলেখগুলি (entries) যেন ঠিক একজায়গায় সাজান যায়। অর্থাৎ ধরুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যত পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে তাহাদের সংলেখগুলি যেন অতি সহজে একত্র সাজান সম্ভব হয়, তাঁহার লেখা পুস্তকগুলি যখনই যতদিন অন্তরেই গ্রন্থাকারে আসুক না কেন।

৪। সূচি এমন হওয়া চাই যে, ছিঁড়িয়া যাওয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়ার দরুণ বই ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ বইগুলির সংলেখ কয়টিও যেন অতি সহজেই উৎপাটিত করিয়া বা মুছিয়া দেওয়া যায়।

৫। বই-এর সংলেখগুলিও মাঝে মাঝে বদলান দরকার হইতে পারে। যেমন নানাকারণে অনেক বিষয়বস্তুর নামের পরিবর্তন হয়, সেই সঙ্গে সেই সেই বিষয়ের সংলেখগুলিতে সেই নূতন নাম লেখা প্রয়োজন হইতে পারে এবং সেগুলিকে আবার

নূতনভাবে সাজাইবারও দরকার হইতে পারে। এইরূপ বদলানর প্রয়োজন হইলে সূচিটি যেন অতি সহজেই এই পরিবর্তন কাজের উপযোগী হয় এবং এই পরিবর্তন যেন যতদূর সম্ভব সহজে করা যায়।

৬। গ্রন্থসূচিটি এমন হওয়া চাই যাতে ইহা পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী হয় এবং হাতের কাছে পাওয়া যায়।

৭। কোন কোন গ্রন্থাগারের পাঠকের পক্ষে গ্রন্থাগারে আসা হয়ত শারীরিক কারণে বা দূরে বাস করার দরুণ সম্ভব না—সেক্ষেত্রে তিনিও যাহাতে গ্রন্থসূচি দেখিবার সুযোগ পান, সূচিটি সেইরূপ আকৃতির হওয়া চাই অর্থাৎ যাহাতে প্রয়োজন হইলে সূচিটি পাঠকের কাছে পাঠান সম্ভব হয়।

উপরে লেখা সব শর্তগুলি হয়ত কোন একটি গ্রন্থসূচির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে যতগুলি বেশী সংখ্যক শর্ত পূরণ করা যায় ততই ভাল। এখন দেখা যাক্ যে সাধারণতঃ যে তিন প্রকারের আকৃতির গ্রন্থসূচি সচরাচর দেখা যায় তাদের কোন্ কোন্‌টি ঐ শর্তগুলির কি কি পূরণ করিতে সমর্থ।

প্রথমে আমরা "পুস্তকাকৃতি" গ্রন্থসূচির বিষয় আলোচনা করিব।

পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচি

পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচিগুলি ঠিক বই-এর পৃষ্ঠার আকারের হয় ও বই-এর মত বাঁধান হয়। লেখাগুলি অবশ্য হাতেলেখা, টাইপ করা, সাইক্লোস্টাইল করা অথবা ছাপার অক্ষরে হইতে পারে।

এই শ্রেণীর গ্রন্থসূচির সুবিধাগুলি ও অসুবিধাগুলি নীচে দেওয়া হইল :

সুবিধা—অন্যান্য আকৃতির সূচির অপেক্ষা এর কতকগুলি সুবিধা আছে যথা :

১। ইহা সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া যাওয়া যায়, সেজন্য গ্রন্থাগারের যে কোন অংশেই পাঠকের সুবিধামত নিয়া গিয়া ব্যবহার করা চলে। অনেকগুলি খণ্ডে তৈরী বা খুব বড় না হইলে পাঠক এইরূপ গ্রন্থসূচি বাড়ীতে নিয়া নিজের অবসর মত দেখিতে পারেন। ইহা যে-কোন সাধারণ বই-এর মতই সহজে ব্যবহার করা যায়।

২। এতে সংলেখগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যে যে কোন লোকের পক্ষে ইহার পৃষ্ঠার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া যাওয়া অতি সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ, যাহা "কার্ড গ্রন্থসূচির" পক্ষে সম্ভব নয় ; কারণ কার্ড ক্যাটালগে একটির পর একটি কার্ড বাছাই করা অনেকটা সময়সাপেক্ষ। সত্য কথা বলিতে কি অন্য যে কোন আকৃতির গ্রন্থসূচির অপেক্ষা পুস্তকাকৃতি সূচি ব্যবহার করা অতি সোজা।

৩। এরূপ গ্রন্থসূচির জন্য খুব কমই জায়গার দরকার হয়। বা হয়ত "কার্ড সূচির" পক্ষে সম্ভব নয় কারণ পত্রক বা কার্ডসূচি ও তাহার পত্রকাধারগুলি বা card cabinet রাখিতে পুস্তকাকৃতি সূচি অপেক্ষা অনেক বেশী জায়গা লাগে।

৪। সর্বশেষে বলা দরকার এই পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচিগুলি জাতীয় গ্রন্থাগার বা বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য; কারণ যাঁহারা সমীক্ষা এবং গবেষণার কাজ করেন তাঁদের পক্ষে এবং অন্য ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এইরূপ বড় গ্রন্থাগারের পুস্তকাকৃতি সূচি গ্রন্থপঞ্জী (Biblioraphy) হিসাবে কাজে লাগান যায় এবং সেজন্য এইসব পুস্তকাকৃতি সূচি গবেষণা কার্যে রত ব্যক্তিদের ও ছোট গ্রন্থাগারের বিশেষ কাজে লাগে।

কিন্তু এরূপ গ্রন্থসূচির কতকগুলি অসুবিধাও আছে, যথা ঃ

১। এই সূচি প্রয়োজন হইলে ইচ্ছামত হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। কেননা ছাপা বা লেখা হইয়া গেলে আর সেই সংলেখগুলি মুছিয়া ফেলা বা ছিঁড়িয়া ফেলা ঠিক সম্ভব নয়। কেননা প্রয়োজন হইলে নূতন বই যেমন যেমন পাঠাগারে আসে তাদের সংলেখগুলি সূচির ঠিক ঠিক জায়গায় সংযোগ করিয়া দিবার মত সুবিধা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন যাহা পুস্তকাকৃতি সূচির পক্ষে ঠিক তত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

২। যদি পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচি ছাপা হয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যায় যে ছাপাখানা হইতে বার হইবার পর মুহূর্তেই একে আর up-todate বা "বর্তমানকাল পর্যন্ত সংশোধিত" বা "হালনাগাদ পর্যন্ত সংশোধিত" বলা যায় না। কেননা ইতি-মধ্যে গ্রন্থাগারে আরও আরও অনেক বই আসিয়াছে যাদের সংলেখগুলি এই ছাপা সূচিতে সংযোজিত করা সম্ভব হয় নাই।

৩। তাছাড়া এরূপ আকৃতির "ক্যাটালগ" বা সূচি ছাপানর খরচও সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে খুবই ব্যয়সাধ্য। [কম কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে এরূপ গ্রন্থসূচিতে নূতন সংলেখ সহজে সংযোগ করা যায় না বা কোন বই কোন কারণে ফেলিয়া দেওয়া হইলে বা ছিঁড়িয়া গেলে তাহার সংলেখগুলিও সহজে ফেলিয়া দেওয়া বা মুছিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই কাজটি "পত্রক-গ্রন্থসূচির" পক্ষে খুবই সহজে করা যায়।

অবশ্য লেখাগুলির উপর আঠা দিয়া কাগজ মারিয়া বা কালি দিয়া কাটিয়া অবান্তর সংলেখগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া চলে, কিন্তু এরূপ করিলে দেখিতে মোটেই ভাল লাগে না।

পত্রকাকৃতিসূচি বা "কার্ড ক্যাটালগ"

কার্ড বা "পত্রকাকৃতি" গ্রন্থসূচি বলিতে সেরূপ গ্রন্থসূচিকেই বুঝায় যাতে প্রত্যেকটি সংলেখ পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি পত্রক বা কার্ডে লেখা থাকে। প্রত্যেক সংলেখ একটি পৃথক পত্রকে লেখা থাকে বলিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক সংলেখ পৃথক এক একটি "একক", সেজন্য পত্রকগুলি ইচ্ছামত সরান নড়ান সাজান বা বাছাই করা চলে। এই পত্রকাকৃতি গ্রন্থসূচি গুচ্ছাকৃতি সূচির sheef form ক্যাটালগ অপেক্ষা

প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব হইতে প্রচলন হইয়াছে। এই আকৃতির গ্রন্থসূচি ফরাসী দেশে কয়েকটি বড় গ্রন্থাগারে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত আছে দেখা যায় এবং তথা হইতে এইরূপ গ্রন্থসূচি আজকাল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে প্রচলিত হইয়াছে।

পত্রকগুলিকে সারিবদ্ধ ভাবে পত্রকাধার বা card trayতে এবং এই আধার-গুলিকে আবার পায়রার খোপের মত দেখিতে আধারে প্রবেশ করাইয়া রাখা হয়।

পত্রকগুলি সাধারণতঃ ৭½ × ১২½ সেণ্টিমিটার বা ৫ × ৩ ইঞ্চি মাপের হয়। কিন্তু একথা যেন মনে রাখা হয় উপরে লেখা দুটি মাপ ঠিক এক নয় কিছুটা পৃথক। পত্রক গ্রন্থসূচির সুবিধা কি কি নিম্নে দেওয়া হইল :

১। কার্ড ক্যাটালগ বা পত্রকাকৃতি সূচি খুবই flexible অর্থাৎ প্রয়োজনানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি করা খুবই সহজ।

২। ইহাতে নূতন সংলেখগুলি অতি সহজেই যোগকরা যায় এবং ঠিক ঠিক জায়গায় ইচ্ছামত সাজান যায়। অতএব এই সূচিতে হালনাগাদ পর্যন্ত গ্রন্থাগারে যে যে গ্রন্থ আসিয়াছে তাহার সংলেখগুলি অতিসহজেই সংযুক্ত করা সম্ভব। সেজন্য এই সূচিকে অতি সহজে up todate বা হালনাগাদ অবধি সংশোধিত করা যায়—যা পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচির পক্ষে তত সহজে করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে করা সম্ভবই হয় না।

৩। এছাড়া প্রত্যেকটি সংলেখ এক একটি আলাদা Unit বা "একক" বলিয়া একইরূপ সংলেখগুলিকে অর্থাৎ একইরূপ বিষয় বস্তুর সংলেখগুলিকে একই জায়গায় রাখা বা সাজান খুব সহজসাধ্য। তাছাড়া যদি গ্রন্থাগারে একজন লেখকের লেখা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক বৎসরের বিভিন্ন সময়েও আসে সেই পুস্তকগুলির সংলেখগুলিকে একত্র বা এক জায়গায় লেখকের নামের পর পুস্তকের শিরোনাম অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজান খুবই সোজা। কিন্তু পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচির পক্ষে ইহা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ একবার ছাপা হইয়া গেলে সেই সংলেখগুলিকে আবার সরান নড়ান এবং প্রয়োজনানুযায়ী বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজান এরূপ সূচির ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব।

৪। এছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই মাঝে মাঝে কিছু বই ফেলিয়া দেওয়া বা সরাইয়া নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বইগুলির সংলেখগুলিও—সরাইয়া ফেলিতে হয়। কার্ড ফর্ম বা পত্রকাকৃতি গ্রন্থসূচির পক্ষে ইহা খুব সহজেই করা যায়। অর্থাৎ সেই সেই বই-এর সংলেখগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বা শুধু সরাইয়া নেওয়া অতি সহজ। কিন্তু পুস্তকাকৃতি গ্রন্থসূচির পক্ষে এইরূপ ক্ষেত্রে সেই সেই সংলেখগুলির উপর আঠালিয়া কাগজ আঁটিয়া বা কালি দিয়া কাটিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই; কিন্তু এরূপ করিলে সূচিটি অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়। অপর পক্ষে কার্ড সূচিতে এই কাজটি অতি সুন্দরভাবে করা সম্ভব এবং পাঠক জানিতেই পারিবেন না যে কোনও সংলেখ সরাইয়া লওয়া হইয়াছে কিনা।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ের নামের পরিবর্তন

করিতে হয় বা Classification number-এর পরিবর্তন করিতে হয়। সেসব ক্ষেত্রে পত্রকাকৃতি সূচির পক্ষে সেই সেই সংলেখগুলি মাত্র সরাইয়া নিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া আবার যথাস্থানে সাজাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কিন্তু পুস্তকাকৃতি সূচির পক্ষে ইহা করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। অসুবিধাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। পত্রকাকৃতি সূচি একজায়গা হইতে অন্যত্র সরাইয়া নড়াইয়া নিয়া যাওয়া বেশ অসুবিধাজনক। সে জন্য যিনি সূচি দেখিতে বা ব্যবহার করিতে চান এরূপ সূচির ক্ষেত্রে তাঁহাকেই সূচি যেখানে রাখা হয় সেখানে আসিতে হইবে। সূচিটি আংশিকভাবে অবশ্য লইয়া যাওয়া যায় অর্থাৎ একটি tray বা পত্রকাধার মাত্রই নিয়া যাওয়া যায়, সব সূচিটি লওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে পুস্তকাকৃতি সূচিতে অনেক সুবিধা, কারণ তাহা অতি সহজেই এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়।

২। এছাড়া পত্রকাকৃতি সূচি পুস্তকাকৃতি সূচি অপেক্ষা অনেক বেশী জায়গা দখল করে। সেজন্য অনেক স্থলে জায়গার ভাড়াও মাসে বেশ কিছু টাকা বেশী দিতে হইতে পারে। তাছাড়া বেশীরভাগ গ্রন্থাগারে জায়গারও অভাব।

৩। পত্রকাকৃতি সূচির ক্ষেত্রে পাঠককে একটি একটি করিয়া কার্ড বা পত্রক নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতে হয় বলিয়া অনেক বেশী সময় লাগে এবং পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনও করিতে পারে। কিন্তু পুস্তকাকৃতি সূচির ক্ষেত্রে একটি পৃষ্ঠায় অনেকগুলি সংলেখ এক সঙ্গে থাকে বলিয়া পাঠক নিমেষের মধ্যে অনেকগুলি সংলেখের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে পারেন।

৪। পত্রকাকৃতি সূচি একটি গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ একটি থাকে, কিন্তু পুস্তকাকৃতি সূচি হইলে গ্রন্থাগারে কয়েকটি সংখ্যক সূচি রাখা সম্ভব। এজন্য কর্মীদের ও পাঠকের উভয় দলের পক্ষে পত্রকাকৃতি সূচির ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যাহা পুস্তকাকৃতি সূচির ক্ষেত্রে করিতে হয় না।

৫। অনেক পাঠাগারে এমন পাঠক আসিতে পারেন যিনি ইচ্ছা পূর্বক কয়েকটি কার্ড বা সংলেখ ছিঁড়িয়া গ্রন্থাগারের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন। কারণ এরূপে ছিঁড়িয়া ফেলিলে কার্ড সূচি ব্যবহারকারী পাঠাগারের কর্মীদের পক্ষে ধরা খুবই কঠিন। এবং সংলেখ ঠিক জায়গায় না থাকিলে বইটির আর ঠিকমত ব্যবহার সম্ভব নয়, ইহা বইটি হারাইয়া যাওয়ার মতই ক্ষতিকর।

৬। অনেক সময় কোন কোন পাঠকের শারীরিক অসুস্থতা বা দূরে বাস করার দরুণ পাঠাগারে আসা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে কার্ড ক্যাটালগ তাঁদের কাছে পাঠান যায় না, কিন্তু পুস্তকাকৃতি সূচি থাকিলে পাঠান সম্ভব হইতে পারে।

তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে কার্ড সূচি বা পত্রকাকৃতি সূচির অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী সেজন্য আজকাল পৃথিবীর বেশীরভাগ গ্রন্থাগারে এইরূপ সূচির প্রচলন হইয়াছে।

গুচ্ছাকৃতি বা Sheaf ক্যাটালগ

পুস্তকাকৃতি ও পত্রকাকৃতি বা কার্ডফর্ম ক্যাটালগে কতকগুলি অসুবিধার উদ্ভব হওয়ায় লোকে ইহার বদলে নূতন ধরণের কিছু করা যায় কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে গুচ্ছাকৃতি ক্যাটালগের উদ্ভাবন হইল। এইরূপ ক্যাটালগে কতকগুলি একই মাপের মোটা কাগজের ব্যবহার করা হয়। কাগজগুলি সাধারণ কাগজ অপেক্ষা একটু মোটা, কিন্তু কার্ড অপেক্ষা পাতলা। কাগজগুলির বামদিকে প্রায় দুইঞ্চি তফাতে দুইটি বড় ছিদ্র করা হয় যাহার ভিতর দিয়া flat binderএর খাড়া দাঁড়ান স্ক্রু দুটি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তারপর Binder-এর আর একটি ঢাকনা সেই স্ক্রুগুলির উপরে চাপিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। সেই কাগজগুলির উপরে সংলেখগুলি হাতে লেখা Type করা বা ছাপা হয়। সেই Sheaf Binder গুলি পায়রার খোপের মত খোপে শোয়াইয়া বা খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। এবং প্রয়োজন হইলে খোপ হইতে বাহির করিয়া বই-এর মত পাতা উল্টাইয়া ব্যবহার করা যায়। সংলেখগুলি সরান নড়ানর দরকার হইলে সেগুলির ধাতুর Clasp (বন্ধনী) গুলি খুলিয়া সহজেই ঠিক ঠিক জায়গায় সাজান যায়। অর্থাৎ ইহাতে ক্যাটালগ up-todate বা হাল নাগাদ অবাধ সংশোধিত করা খুবই সহজ। এতে কার্ড ক্যাটালগের চেয়ে জায়গা অনেক কম লাগে। Union Catalogueএর পক্ষে গুচ্ছাকৃতি সূচি খুব প্রয়োজনীয়, কেননা Union Catalogueএর নীচে অনেকটা জায়গার প্রয়োজন, যে জায়গা কার্ড ক্যাটালগে ততটা থাকে না।

Union Catalogue বলিতে বুঝায়, কতকগুলি গ্রন্থাগার অনেক সময়ে একটি সমবায় ব্যবস্থায় নিজ নিজ গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক আসে তাহাদের প্রধান বা লেখক সংলেখ (Author entryর) এক কপি করিয়া সেই য়ুনিয়ন অফিসে পাঠাইয়া দেয়। Union অফিস প্রথম গ্রন্থাগারের পাঠান সংলেখ পাইবামাত্র একটি সংলেখ লেখে। এবং তার নীচের জায়গায় চৌকা ছক কাটিয়া যতগুলি গ্রন্থাগার সমবায়ে যোগদান করিয়াছে ততগুলি চৌকা ছক কাটিয়া একটি করিয়া নম্বর বা সংকেত চিহ্ন দিয়া দেয়।

এর অসুবিধা ঃ

এরূপ সূচিতে ৫"×৩" কার্ডের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা থাকে বলিয়া অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে যে ছাপা সংলেখযুক্ত কার্ড কিনিতে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া নূতন সংলেখগুলি ঠিক জায়গায় সংযোগ করিতে কার্ড সংলেখ অপেক্ষা অনেক সময় লাগে।

উপরোক্ত ৩ রকম আকৃতির (বাহ্যিক) ক্যাটালগই সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে প্রচলিত দেখা যায়। এ ছাড়া Film বা ফিতার আকৃতির ক্যাটালগ নাকি আমেরিকার কোন কোন গ্রন্থাগারে চালু আছে শোনা যায়। অর্থাৎ একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই সেই ফিল্মের ছবি একটি পর্দার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে থাকে এবং

পাঠক চক্ষের নিমেষে অনেকগুলি সংলেখ পড়িয়া ফেলিতে পারেন এবং যখন প্রয়োজন বোতাম টিপিলেই ফিল্মের ছবি বা সংলেখগুলির ঘোরা নিমেষে বন্ধ হইয়া যায়। এবং পাঠক সেই সংলেখগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া তাহার Call Number ইত্যাদি টুকিয়া লইতে পারেন।

কিছুদিন পূর্বে লেখকের সহিত জনৈকা বিখ্যাত জাপানী গ্রন্থাগারিকের সাক্ষাৎ হয়। সেই মহিলা বলেন যে জাপানে Prof. Akioka এক রকম Catalogue উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে কার্ড ফর্ম এবং পুস্তকাকৃতি সূচির উভয়েরই সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই ক্যাটালগ একটি পুস্তকের মত দেখিতে। কিন্তু প্রতি পাতায় অনেকগুলি করিয়া Plasticএর পকেট আছে। সেই পকেটগুলির তিনদিক বন্ধ ও মুখটি খোলা। সেই খোলা দিক দিয়া একটি Visiting কার্ড বা তদপেক্ষা ছোট কার্ডে লেখা সংলেখগুলি ঢুকাইয়া দেওয়া যায় বা প্রয়োজন হইলে খুলিয়া লওয়া যায়। পকেটগুলি Plasticএর হওয়ার দরুণ সংলেখওলা কার্ডগুলি অতি সহজেই পাঠক পড়িতে পারেন। এই সংলেখযুক্ত কার্ডগুলি অতি সহজে সরান নড়ান বা বদলান যায় বলিয়া এরূপ সূচিকে Up-todate করিয়া রাখা অতি সহজ। অথচ পুস্তকাকৃতি বলিয়া পাঠকরা সহজেই ইহা নাড়াচাড়া করিতে পারেন এবং ইচ্ছামত জায়গায় বা টেবিলে লইয়া গিয়া এই সূচি পড়িতে পারেন। জানি না অদূর ভবিষ্যতে এরূপ আকৃতির গ্রন্থ সূচীর বহুল প্রচলন হইবে কিনা। অথবা হয়ত ইহা অপেক্ষা অন্য কোনরূপ আকৃতির সূচি অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতেও পারে।

ভবিষ্যতে অন্য কোন সংখ্যায় গ্রন্থ সূচির ভিতরের আকৃতি বা লিখন ও সাজাইবার পদ্ধতির বিষয় আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্যে প্রবন্ধ ও ফটো ইত্যাদি আহ্বান করা যাইতেছে :

- গ্রন্থাগার ভবন
- গ্রন্থযান
- গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র

অমনোনীত প্রবন্ধ ও ফটো ফেরৎ দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে সুস্পষ্টরূপে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থপঞ্জী ও জাতীয় বিধি-ব্যবস্থা

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

"……'And would not order work be served much more quickly and efficienlty, if the producers of national bibliographies simply got together privately and worked out some basic agreements of their own? No matter how international agreement is achieved can a national bibliography ignore a national code? Buyers of books will still have their problems if books are entered in one way in national-bibliographies and in another way in dealers' catalogues and library catalogues.'

This thought-provoking remark of Mr. Paul S. Dunkin will create a vigorous desire in the mind and heart of every Indian librarian and bibliographer that a national code of cataloguing for India is not only overdue but imperative, so that it may properly mould the future structure of the I. N. B. (Indian National Bibliography)."

—The Library Association Record, vol. 61, No. 3; March 1959, P. 65.

"……'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নির্মাতারা নিজেরা একত্র হয়ে যদি একটা মূল ঐক্যে পৌঁছাতে পারেন তাহলে বইপত্র দেওয়া বা পাঠানো আরো তাড়াতাড়ি আর আরো সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। সার্বজাতিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করতে জাতীয় বিধি ব্যবস্থা (code) অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। আপাততঃ সার্বজাতিক সামঞ্জস্য বিধানের কথা পরে ভাবলেও চলবে। অবশ্য তার পরও ক্রেতাদের সমস্যা থেকেই যাবে, যদি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে এক ধরণের সংলেখ আর পুস্তক বিক্রেতাদের তালিকায় অন্য অন্য ধরণের সংলেখ করা হয়।'

পল এস, ডানকীনের এই চিন্তা-জাগানো মন্তব্যে প্রত্যেক ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থপঞ্জী নির্মাতা গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য হবেন, ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ভবিষ্যৎ কাঠামোকে সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্যে ভারতের গ্রন্থসূচি প্রণয়নের বিধি-ব্যবস্থা আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল বটে, তবে আজ আর না হলে চলে না।"

কথা ক'টি অনুধাবন যোগ্য আর অতি সত্য। কম কথায় তা এই দাঁড়ায়,—ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী আর গ্রন্থসূচি প্রণয়নের নিয়ম-কানুন (code) গড়ে তোলার আশু প্রয়োজন। আর তার জন্যে দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মিলতে

হবে, মিলেমিশে সেই সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত একক চেষ্টায় এ হবার নয়, আর পরের নজিরে আমাদের জাতীয় কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয় সে কথাটা বুঝবারও সময় হয়েছে আজ।

উপরের কথাকটি জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি' সার্বজাতিক হওয়ার আগে ভারতীয় হওয়া যে দরকার এ কথা না বুঝবার মতো মূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের। নইলে আমাদের হাস্যকর অসহায় অবস্থা কোনদিনই ঘুচবে না। আর এর জন্যে ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের নিয়ম-কানুন (code) গড়ে তুলতে হবে প্রথমেই। বইপত্রের কথা না ধরে শুধু নামের সংলেখের কথাই ধরা যাক। উল্লিখিত লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের রেকর্ডের প্রবন্ধে 'বিনোবা ভাবে' কে 'ভাবে, বিনোবা' করার অযৌক্তিকতার কথা বলা হয়েছে। নিজেদের নিয়ম-কানুন (code) গড়ে না তুলে আমরা যদি শুধু পরের অনুকরণ করেই গর্ব অনুভব করতে চাই তো এ ধরণের হাস্য সংলেখ হবেই। এখানে একটা কথার অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের নামের গোড়ার দিকে ফোরনেম বা মূলনাম ও শেষের দিকে 'সারনেম' অর্থাৎ পারিবারিক নাম (প্রধানতঃ পিতার অথবা পিতৃপুরুষের) বসানো হয়ে থাকে। ফলে প্রধানতঃ সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেই পাশ্চাত্ত্য নামের সংলেখ করতে 'সারনেম' বসানোই রেওয়াজ। যেমন, জর্জ বার্ণার্ড শ' কে শ' জর্জ বার্ণার্ড বা শ' জি, বি, রূপে সংলেখ করা। কিন্তু প্রাচ্য নামের পদবী আর পাশ্চাত্ত্য নামের সারনেম এক জিনিষ নয়, দুয়েতে আকাশ পাতাল তফাৎ। বিশেষতঃ ভারতীয় নামের পদবী হয় জাতিভেদ প্রথা বা ধর্মের সঙ্গে জড়িত, নয় রাজা মহারাজার প্রদত্ত উপাধি মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই এই পদবী অর্থহীন আভিজাত্যের উগ্র প্রকাশ বলেই তা অর্থহীন। এছাড়া ভারতীয় ঐতিহ্যে এ পদবীর মূল্য কোনদিনই ছিল না। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস বা ভারতীয় অন্য ধর্মগ্রন্থাদিতে এ জন্যেই পদবীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না, পদবীর কোন জাগতিক দাম স্বীকার করাও হয়নি। পরাশর, যাজ্ঞবল্ক, জনক, রাম, রাবণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ব্যাস, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, বুদ্ধ, অশোক, শ্রীহর্ষ, শশাঙ্ক কেই বা এদের পদবীর খবর রাখে? কাজেই ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর চন্দ্র শর্মা একই লোকের এই তিনটি পদবী যতই সত্য হোক তাতে করে জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। এমত ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য ধরে মূল নামের সংলেখ করাই একমাত্র নিরাপদ পন্থা, এমন কি পদবী ছেঁটে ফেললেও কোন ক্ষতিই হবে না। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের 'কোডে'ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (এ্যাংলো আমেরিকান, এ. ল. এ., এল. এ, ভাটিকান, প্রাসিয়ান ইনস্ট্রাকশনস্ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) প্রাচ্য প্রথারই প্রাচ্য নামের সংলেখ করার রেওয়াজই চালু ছিল। ১৯০৮ সালে পদবী ধরে অতিরিক্ত সংলেখের (added entry) ব্যবস্থা করা হলেও আসলে এ প্রথার কোন পরিবর্তন করা হয়নি, প্রধান সংলেখ (main entry) মূল নাম দিয়েই করার ব্যবস্থা ছিল।

তারপর ১৯৪৯—১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরিবর্তিত ব্যবস্থায় (Additions and changes 1949—1958) পদবীর ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে করে, প্রত্যেক পদবীর, মূলনামের আর পদবী ও মূল নামের বিভিন্ন ব্যানানের সংলেখ করতে হয় আর সে যে কি ভয়াবহ অবস্থা তা গ্রন্থপঞ্জী নির্মাতারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন। এই জটিলতার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের জাতীয় বিধি প্রণয়ন ও প্রাচ্য প্রথায় পদবীর পরিবর্তে মূল নামে সংলেখ ব্যবস্থা। শুধু ভারতীয় নামের বেলায়ই নয়, সমস্ত প্রাচ্য নামের বেলায় এ বিধি সমান খাটবে।

দুঃখের বিষয় আমেরিকা আমাদের আজ পেয়ে বসেছে। নইলে ইংরাজ, জার্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি যে আমাদের নাম বিকৃত করেনি—প্রাচ্য প্রথায় ভারতীয় নাম ব্যবহারের রীতি চালু রেখেছিল তার নজির লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্লিন, প্যারিস, উপ্‌শ্যালা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আছেন আর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও 'বিদ্যাসাগর, আই, সি.' না করে—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরই রাখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে 'চ্যাটার্জি, বি, সি,' নয় এ কথাটা বুঝবার মতো সুবুদ্ধি আমাদের কবে হবে জানিনে। সি, আর, দাসকে, 'দাস, সি, আর.' করলে তার মানে আর মান দুইই খোয়া যাবে। আর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে 'মুখার্জী, এ,' করলে কিছুই বোঝা যাবে না। গত ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে ইয়াস্লিক (IASLIC—Indian Association of Special Libraries & Information Centres) অধিবেশনে ভারতীয় নামের সংলেখ প্রধানতঃ মূলনাম ধরে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় বিধি প্রণয়নে এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবেই স্মরণীয় সন্দেহ নেই।

ইংলণ্ড আমেরিকায় সাধারণতঃ এ. এল. এ. (আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন) কোড বা এংলো আমেরিকান ক্যাটালগ কোড অনুসরন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশেরও নিজেদের নিয়মকানুন (code) রয়েছে। পাশ্চাত্য নামের বেলায় আমরাও সাধারণতঃ তাদের নিয়ম মেনেই চলে থাকি। পদবী (surname) আগে বসিয়ে তারপর মূল নাম (forename) লিখে সংলেখ করাই সাধারণ নিয়ম। যেমন, জর্জ বার্ণার্ড শ'কে শ' জর্জ বার্ণার্ড বা শ', জি. বি. লেখা। এ নিয়ম আমরাও মেনে চলি, কিন্তু আমাদের পক্ষে এ নিয়ম মেনে চলার বিপদ আছে। নামের একটা সঙ্গতা বা এ্যাসোসিয়েশন (Association) থাকে। বিদেশী নামের বেলায় সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথকে বিদেশীরা স্মিথ, ভি. এ. করলেও আমাদের দেশে 'ভিন্সেণ্ট স্মিথ' রাখার পক্ষেই রায় পড়বে। এ. কনান ডয়েল (A Conan Doyle)কে ডয়েল, এ. সি. না করে কনান ডয়েল, এ. রাখাই হবে ঠিক। এছাড়া ম্যাক্সমুলার, মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতি নামের বেলায়ও আমাদের

ঠিক একই ধরনের অসুবিধে। ধরা যাক, পার্ল বাক। ইংরাজীতে বাক, পার্ল এস. চললেও বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় এ সংলেখের সত্যি কোন অর্থ হবে কি? এর কারণ নামের সংগতা বা এ্যাসোসিয়েশন। দান্তে আলিঘেরিকে 'আলিঘেরি, দান্তে' কোন দেশের কেউই লিখবেন না, আর মার্কাস অরেলিয়াস এ্যান্টোনিনাস-কে 'অরেলিয়াস, মার্কাস এ্যান্টোনিনাস মার্কাস' না লিখে 'এ্যান্টোনিনাস, মার্কাস অরেলিয়াস' বা 'এ্যান্টোনিনাস, এম. এ.' লিখে সংলেখ করলে সব দেশেই সেটা অর্থহীন হবে। লেটিন নামের বেলায়তো আমাদের পদে পদে হোঁচট খেতে হবেই। কোড বা নিয়ম-কানুনে লেটিন নামের সংলেখ সম্বন্ধে যে বিধান আছে, আমার তো মনে হয়, তা শুধু আমাদের কাছেই নয়, বিধান রচয়িতাদের কাছেও অস্পষ্ট। এছাড়া সে সব নামের সংগতা বিষয়ে আমরা তো একেবারেই অন্ধকারে। তার চেয়ে পদবী (surname) আগে না বসিয়ে আর মূলনাম (forename) পিছিয়ে না দিয়ে আখ্যাপত্রে যে নাম যেমনটি আছে কিংবা গ্রন্থকার যে ভাবে তাঁর নাম লিখতেন (কিংবা যে নামে পরিচিত) ঠিক তেমন রাখাই কি নিরাপদ আর বেশী যুক্তিযুক্ত নয়? সর্বত্র সমানভাবে এ নীতি অনুসরণ করলে তাতে সত্যি অসামঞ্জস্যের কোন কারণই থাকবে না আর এক সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া এ ধরণে উলটে নাম বসানোর পিছনে কোন বড় যুক্তি আছে বলে আমার তো মনে হয় না। বলা বাহুল্য, যুক্তির চেয়ে গায়ের জোর বেশী রয়েছে এর পিছনে। জর্জ বার্ণাড শ' তাঁর নামকে শ', জি. বি. করতে রাজী হতেন না নিশ্চয়। কোনও লেখকই নিজের নাম উলটে বসাতে রাজী হবেন না। তার চেয়ে গ্রন্থকার যেমন নাম লিখতেন তেমনি বা আখ্যাপত্রে যেমন নাম আছে তেমনি নামের সংলেখ করলে অসামঞ্জস্যের যেমন কোন কারণই থাকবে না তেমনি বহু জটিলতার হাত থেকেও বাঁচা যাবে। আমাদের বিধি-ব্যবস্থা যাঁরা রচনা করবেন তাঁরা এ বিষয়ে ভেবে দেখলে ভালো হয়। 'সার্বজাতিক সমস্যার কথা পরে ভেবে দেখলেও চলবে' (No matter how International agreement is achieved) না বলে সেই সঙ্গেই সার্বজাতিক সমস্যার কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধ্যান ধারণা থাকবে, আর তা বিভিন্ন সাহিত্যের বা ভাষার বই পত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করবে, ততদিন জাতীয়তার মারফতেই সার্বজাতিক সমস্যার সমাধানও খুঁজতে হবে। আর বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধ্যান ধারণা চিরদিন থাকবেই। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন নিয়মকানুনকে (code) সার্বজাতিক মর্যাদা দেওয়া ছাড়া উপায় কি? আর এই এক পথেই মাত্র এ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে সাধারণ নিয়মকানুনগুলো ব্যাপক, সহজ আর সকলের গ্রহণযোগ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগারের ব্যাপারে বর্তমানে আমরা একেবারেই দেউলে আর পরমুখাপেক্ষী। অতীতের আমাদের পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতি যে অবৈজ্ঞানিক ছিল তা নয়, প্রতীক-

সংখ্যার ব্যবহার আর অক্ষর দিয়ে বুঝানোতে (প্রতীক-অক্ষর) আসলে তফাৎ নেই কিছুই। আক্ষরিক বর্গীকরণ পদ্ধতি আজো চালু আছে (যেমন, Expansive classification) আর চিরদিনই চালু থাকবে। এমন কি অক্ষরের সাহায্যেই ডিউয়ী বর্গীকরণ পদ্ধতিরও সম্যক প্রয়োগ সম্ভব। এছাড়া শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ প্রণীত 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি'ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরই তৈরী। অবশ্য তাই বলে অতীতকে আঁকড়ে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নাই, আর আমরা যদি 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি' গ্রহণ না করে ডিউয়ী প্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকি সেটাও এমন দোষের কিছু নয়। আমাদের বেলায় অসুবিধে হলেও সব মিলিয়ে এর সুবিধে বিস্তর একথা মানতে হবে। যদিও আমাদের পক্ষে এর অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকটা ভাববার কথা, তবু আসলে সেটাও একমাত্র বক্তব্য নয়। কথাটা হচ্ছে ডিউয়ী বর্গীকরণ পদ্ধতি গ্রহণের পর আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন সজাগ হওয়া।

ডিউয়ীতে ভারতীয় গ্রন্থাদির জন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে (প্রায় সর্বত্র) এক একটা ভগ্নাংশিক প্রতীক-সংখ্যা (notation) মাত্র নির্দিষ্ট করা রয়েছে ; যেমন, বাংলা ভাষার জন্যে ৪৯১'৪৪, তামিল ভাষার জন্যে ৪৯৪'৮১১, হিন্দুধর্মের জন্যে ২৯৪'৫, দর্শনের জন্যে ১৮১'৪ ইত্যাদি। এর উপর আমাদের বইপত্র সম্বন্ধে পশ্চিমীদের জ্ঞান এতো কম যে তাদের পক্ষে নির্ভুল প্রতীক-সংখ্যা দেওয়া বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেমন ডিউয়ীতে রামায়ণ মহাভারতের প্রতীক-সংখ্যা ২৯৪ অর্থাৎ ধর্মে দেওয়া আছে, হওয়া উচিত ৮৯১'২১ অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্য। কাজেই ডিউয়ী নির্দিষ্ট এই প্রতীক-সংখ্যাকে ভিত্তি ধরে ভারতীয় গ্রন্থাদির উপযোগী প্রতীক-সংখ্যা তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের জন্যে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের প্রতিনিধি নিয়োগে কমিটি গঠন করে তবেই এমন একটা দুরূহ কাজ সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় বইপত্রের জন্যে ডিউয়ী নির্দিষ্ট প্রতীক-সংখ্যাগুলোকে বাড়িয়ে সংখ্যা তৈরী করতে গেলে তা এমন এক বর্ধিত আকার নেয় যে, সেটা ব্যবহার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি মূল প্রতীক সংখ্যার ব্যবহারেও বহু ক্ষেত্রেই অসুবিধের। যেমন, ধরা যাক বাংলা তামিল অভিধান। এর প্রতীক সংখ্যা হবে : ৪৯১'৪৪০৩৪৯৪৮১১। ভগ্নাংশিক না হলে এই সংখ্যাকে ছোট করে বড় জোর ৪৯১'৪৪৩৪৯৪৮১১ করা যেতো (যদিও এর থেকে কিছুই বোঝা যেতো না)। কিন্তু এই সংখ্যাটি কোনো পুস্তকে ব্যবহার করা সত্যি অসুবিধের হতো নাকি ? এর বদলে আমরা যদি 'বাং. ভা. ও তা. ভা.' লিখি তাতেই বা ক্ষতি কোথায় ? বাংলা ভাষার মূল প্রতীক-সংখ্যা ৪৯১'৪৪'কে স্বচ্ছন্দে বাং. ভা. দিয়ে আর তামিল ভাষার প্রতীক সংখ্যা ৪৯৪'৮১১-কে তা. ভা. দিয়ে সহজেই বুঝানো চলে। ঠিক এই রকম ডিউয়ী নির্দিষ্ট প্রতীক সংখ্যার

বললে ভা. ধ. (=২৯৩) দিয়ে ভারতীয় ধর্ম অথবা ভা. দ. (=১৮১·৪) দিয়ে ভারতীয় দর্শন বুঝানো সহজ নয় কি ? গ্রন্থাগারিকেরা এ বিষয়ে ভেবে দেখলে ভালো হয়। আর যদি ডিউয়ীকে অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে আমাদের সুবিধের জন্যেই ডিউয়ীকে অনুসরণ করে আমাদের বইপত্রের জন্যে একটা সর্বভারতীয় প্রতীক-সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ভাবে ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। এদিকে একক ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত কিছু কিছু কাজ হয়েছে সত্যি কিন্তু সর্বভারতে প্রয়োগের জন্যে সর্বভারতে গ্রহণোপযোগী প্রতীক-সংখ্যা তৈরি করতে হলে ভারতের বিভিন্ন উন্নত ভাষাভাষীদের প্রতিনিধি নিয়োগে কমিটি গঠন করা আশু দরকার। বিশেষ করে গ্রন্থপঞ্জীর বিধি-ব্যবস্থা (Code) বা নিয়মকানুন গড়ে তুলতে হবে আমাদের। স্মরণ রাখতে হবে, ভারতের জাতীয় নিয়ম কানুন গড়ে তোলার উপরই ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ভবিষৎ কাঠামো নির্ভর করছে। সুখের বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থপঞ্জীর নিয়ম কানুনের আশু প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে গত ১৩৬৫ সালের বার্ষিক অধিবেশনে এ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করেছেন ও সে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য তালিকায়ও জাতীয় বিধি-ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই দুই প্রতিষ্ঠান যদি সর্বভারতীয় কমিটি নিয়োগ করে ভারতে প্রয়োগোপযোগী বিধি-ব্যবস্থা (code) প্রণয়নে অগ্রণী হন তো ভালো হয়।

গ্রন্থপঞ্জীর বিধি ব্যবস্থা (code) আর প্রতীক-সংখ্যার (notation) কথাই কিন্তু সব নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব দিকই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আর দেরি না করে কাজে হাত দিতে হবে আমাদের। ভারতীয় বই পত্রের বিষয়-সূচী (subject catalogue) আর সে সমস্ত বিষয়ের পরিভাষাও তৈরী করা দরকার। ইংরেজির অনুকরণে সেটা করা সম্ভব নয়, আমাদের কৃষ্টিধারার সঙ্গে তাদের তফাৎ বিস্তর। এই বিষয়ানুগ তালিকার ভারতীয় পরিভাষা তৈরি করতে গিয়ে গ্রন্থাগারিকদের বার বার নাজেহাল হতে হয়। শিল্প-সঙ্গীতের কথা না তোলাই ভালো, অন্যান্য বিষয়েও অসুবিধে খুব কম নয়। একই বিষয় বহুভাবে বলা চলে, বহু প্রতিশব্দ রয়েছে একই বিষয়ের। সুতরাং গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়ানুগ পরিভাষা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নইলে 'মুসলমান ধর্মে' আর 'ইসলামে', 'ভেষজ বিজ্ঞানে' আর 'ভৈষজ্য বিজ্ঞানে', 'তক্ষকর্মে' আর 'কাঠের কাজে','সমাজতত্ত্ব'-'সমাজ বিদ্যা' আর 'সমাজ বিজ্ঞানে', 'শিল্প'-'যন্ত্রশিল্প' আর 'শিল্পকলায়' এবং এইরূপ প্রতিপদে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ঠেকতে হবে। দুই গ্রন্থাগারে তো দু'রকমের হবেই, এক গ্রন্থাগারেও একই বিষয়ের বহু পরিভাষা হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় গ্রন্থের বিষয়ানুগ পরিভাষা আজ সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া দরকার। এই জাতীয় বিধি ব্যবস্থা তৈরি বা বিষয়ানুগ পরিভাষা তৈরির কাজে সরকারী সহযোগিতা পাওয়া যায় তো খুবই ভালো, কিন্তু না পাওয়া গেলেও আর দেরি না করে আমাদের কাজে নামতে হবে। আগেই বলেছি, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়। সর্বভারতীয় কমিটি

গঠন ক'রে হবেই এমন দুরূহ কাজ সম্ভব হতে পারে। গ্রন্থপঞ্জীর জাতীয় বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এই একই কথা, সর্বভারতীয় কমিটি নিয়োগ না করে সেটাও সম্ভব নয়। বাংলা আর হিন্দী ছাড়াও ভারতে আরো ভাষা আছে আর গ্রন্থপঞ্জীর বিধিব্যবস্থা বা নিয়মকানুন (code) প্রণয়নে সে সব ভাষার বই-পত্রের বিশেষত্বও আমাদের মেনে নিতেই হবে। কাজটা বলতে বা শুনতে যতো সহজ শোনায় আসলে কিন্তু ততটা সহজ নয়। বিচিত্র ঐতিহ্য এ দেশের গ্রন্থাদির—এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বিধি ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। আর এর জন্যে যোগ্য লোক বেছে নিতে হবে। তা না করতে পারলে ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত বা সরকারী প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা নয়, কৌতুকাবহ প্রহসনে পরিণত হবে।

এ সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য হলো, জগতের কাছে নিজেদের আর হাস্যাস্পদ না করে ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীর জাতীয় বিধিব্যবস্থা (code) তৈরি করা প্রয়োজন। তারপর তা যদি সার্বজাতিক মর্যাদা পায় ভালো, না পায় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই আমাদের।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা ও ভারতীয় নাম

সি. ডি. সুব্বারাও

[বস্তু সংক্ষেপ (abstract) : ডঃ রঙ্গনাথন্ ও শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তের ভারতীয় নাম বিষয়ক পদ্ধতি দুইটির সূক্ষ্ম আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলনাম (forename) বিষয়ক সমস্যার সমাধানটির উন্নতি করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের উপর ইয়াস্‌লিকের (IASLIC) মৌলিক আলোচনা সভার (Seminar) নির্দেশের প্রভাব এবং এই সূত্রে জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা (ICC) রচনা সম্ভব কিনা আলোচনা করা হয়েছে। আখ্যাপত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠার গ্রন্থকার-উল্লেখনটি (author statement) মুদ্রিত করাই সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।]

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় নামের সমস্যাটির দিকে ডঃ রঙ্গনাথন ছাড়া আর কারও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নি। ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর অনুবর্গসূচীতে (Classified Catalogue Code) ভারতীয় নামের সমস্যাটিকে পাশ্চাত্য দেশের নামের সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে তিনি উপযুক্ত পরিভাষা প্রস্তুত করবার চেষ্টা

করেন ও এই সমস্যাটিকে ভাবগত (Subjective) ও বস্তুগত (Objective) দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মূলনামের উত্তর-স্থায়ী (Post-Substantive) অংশের একটি তালিকা ও গ্রন্থসূচি বিষয়ক পদগুলির হিন্দী অনুবাদ (পরিভাষা) দিয়েছেন। এই বইটিকে অনেক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিদ্যালয়ের গ্রন্থসূচি (catalogue) বিষয়ের অবশ্য পাঠ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকাগুলিতে এ সম্বন্ধে লেখা বেরুলেও পাঠক সমাজের ঔদাসিনোর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গ্রন্থকারদের উৎসাহ কমে যাওয়ায় এই সমস্যাটি সমাধানের পথে আর একটুও অগ্রসর হয় নি। ১৯৫২ সাল থেকে শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ক্রমাগত পদবীগুলির (Surname) প্রমাণীকরণ (Standardisation) বিষয়টির উপর লিখেছেন। ইনি আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সভায় (I F L A) আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি বিধিব্যবস্থা রচনা বিষয়ক আলোচনাকালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। খুঁটিয়ে দেখলে সভায় উভয় পক্ষের মত; ইয়াসলিকের (IASLIC) মৌলিক আলোচনা সভার (Seminar) ভারতীয় নাম বিষয়ক সংকল্পগুলির (resolutions) তাৎপর্য ও ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের রীতি পাঠোপযুক্ত বিষয় বলেই আমার বিশ্বাস।

ডঃ রঙ্গনাথনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতা রচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্লেষণ-ধারা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে. আখ্যাপত্রে (title page) নামের প্রধান অংশটি সুস্পষ্ট করে গ্রন্থকার উল্লেখনটির (Statement) মান নির্দিষ্ট করাই অর্থনীতির দিক দিয়ে সুবিধাযোগ্য পথ। পক্ষান্তরে তিনি এক ভাষিক, এক আঞ্চলিক বা এক জাতীয় সংহিতাগুলি রচনা করে আন্তর্জাতিক সংহিতা প্রস্তুতির পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, এই নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে কিনা এবং বহুর মধ্যেও এ যথার্থ মর্যাদা পাবে কিনা চিন্তা করবার বিষয়। যদি দু'টি সমাধান পদ্ধতিই সুষ্ঠু হয় তাহলে ছোট পদ্ধতিটিই মেনে নেওয়া ভালো। একথা মানতেই হবে যে সি. সি. সি. (Classified Cataloguing Code) পদবী ও মূল নামগুলির জন্য একটি সাফল্যজনক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, কিন্তু তা ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আখ্যাপত্রের উলটো পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার উল্লেখনটি মুদ্রিত করাকে সমর্থন করে (Indian Standard Institution Specification ৭৯৩-১৯৫৬)।

বিনয়বাবুর লেখাগুলি উপপাদ্য বিষয়কে "প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিপরীত অসম্ভব" এই পদ্ধতিতে প্রমাণ করবার বিশেষ চেষ্টা করে। সুতরাং এগুলি বিশ্লেষণমূলক নয়, সমাধানানুসারী। দু'টি পদ্ধতিই (১) বিশ্লেষণ ও সূত্র নির্ধারণ এবং (২) নিরীক্ষণ ও সূত্রের প্রয়োগভূমির প্রসার সাধন, গবেষণা কার্যের পরিচিত কৌশল।

পদবীগুলি নিয়ে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে যে : যখন ভারতীয় ভাষায় এগুলির বুৎপত্তি অনুযায়ী রূপ এক, তখন রোমক লিপিতে

প্রচলিত এগুলির বিভিন্ন বানানের প্রমাণীকরণ সম্ভব। যদি এই সিদ্ধান্তটি প্রচলিত হয় তবে ভারতবর্ষ ইংরাজী ভাষাপন্ন (Anglicised) পদবীর (surname) দেশ হবে এবং গ্রন্থকারগণ তাঁদের নামের বানান তাঁদের ইচ্ছামত করবার মৌলিক অধিকার হারাবেন। যদি এই প্রস্তাবটি মেনে নেওয়া হয় তবে জাতীয় সংহিতা রচনা সম্ভব হতে পারে। প্রতিজ্ঞাগুলিকে প্রমাণ না করে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য জেদ্ করা হচ্ছে, জোর করে সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা বিশ্লেষণ ও তার ফলে মতৈক্যে উপস্থিত হওয়া নয়। ভারতের মূল নামগুলির (forenames) অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ও পরিচিতি পদগুলিকে (term of reference) সংকুচিত করে "রোমক লিপি প্রযুক্ত অখণ্ড গ্রন্থসূচিতে ভারতীয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থসূচি প্রণয়ন" পদ্ধতিতে "ভারতীয় গ্রন্থকার যাঁরা রোমক লিপি ব্যবহার করেছেন তাঁদের গ্রন্থসূচি প্রণয়ন" প্রচেষ্টার আগ্রহ বোঝা শক্ত।

পদবী ভ্রম

ভারত পদবীর দেশ। এই প্রথম প্রতিজ্ঞাটি সম্পর্কে, ইয়াসলিকের (IASLIC) ভারতীয় নাম বিষয়ক মৌলিক আলোচনা সভা (ডিসেম্বর ১৯৬০) এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ভোট দেন। হিন্দী ও পাঞ্জাবী অঞ্চল এবং আসাম ও দক্ষিণ ভারত সর্বসম্মতিক্রমে মূলনামের পক্ষ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পদবীকে বাঁচাতে চাইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মূলনামের পক্ষ সমর্থন করেন। ভূতপূর্ব বোম্বাই ও উড়িষ্যা সর্বসম্মতিক্রমে পদবীকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। আসলে ভারতে মূলনামের সমস্যাটিই দুটির মধ্যে অধিকতর ও যথার্থ সমস্যা। বাংলা ও আসামে যদিও পদবীর প্রচলন রয়েছে তবুও মূলনাম ও পদবীকে একসঙ্গে জড়িয়ে ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করাই প্রথা। পদবী আছে বলেই এই মানে নয় যে পদবীই সংলেখ পদ। দক্ষিণ ভারত ও পাঞ্জাবে পদবীর কোন বালাই নেই। তবুও বিনয়বাবু "পদবী ভ্রম" ধাঁধায় আটকে গেছেন। কিন্তু এটা এড়ানো যায় না, যখন কেউ নাম বিষয়ক গবেষণা কার্য বিশেষভাবে না করে পূর্বকল্পিত সূত্রে পৌঁছাবার বিশেষ আগ্রহ দেখান বা চেষ্টা করেন।

বিনয়বাবুর মতে পদবীর ব্যবহার সারা ভারতেই প্রচলিত। এমন কি দক্ষিণ ভারতেও যে নাম ও পদবী উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এটাও তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। হয়তো এটা একটা অনুকরণ অভ্যাস কিম্বা অসহায় গতিহীন অবস্থা (drift) যেটা নামের শেষ অংশটিকে (পদবী) গঠন করেছে। এই প্রথার প্রচলনের কেবলমাত্র স্পর্শনের পালা চলেছে ; কিন্তু মূল বিস্তার করতে পারে নি। "পদবী ভ্রম" সমর্থকগণের এই ধরণের উদাহরণ সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হবে না যদি তাঁদের বিশ্লেষণ কার্য অগভীর হয় ; কিন্তু যদি গভীরে যাওয়া যায় তা হলে শুধু মূল-নামই টিকে থাকবে।

এই রকম হওয়ার কারণ এই যে, যখন অল্প সংখ্যক ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য বা সরকারী চাকুরী নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যান, তখন ঐ দেশের সমাজ তাঁদের বড় নামগুলিকে এইভাবে ছোট করে নেন। যথা :—রেড্ডী, রাও, মুখার্জি, মুলে ইত্যাদি। ভারতীয় নামের শেষ অংশগুলি পাশ্চাত্য দেশে খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে অদ্ভুত নামের অল্প সংখ্যক লোকগুলিকে সহজেই নির্দিষ্ট করা যেত। মূলনামগুলি কখনও ব্যবহার করা হ'ত না। এঁরা দেশে ফিরে এলে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে বা দেশের সভ্য সমাজে, অধিকাংশ জনসাধারণ যে এলাকায় পড়ে না সেখানে, কল্পিত পদবীগুলিই ব্যবহৃত হতে থাকে। যখন মূলনাম প্রচলিত অঞ্চলের কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে চাকরী নিয়ে পদবী অঞ্চলে আসতে হ'ল তখন মূলনামেরই (forename) একটা সুবিধা মত ছোট করা অংশ পদবী (surname) রূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো। দীর্ঘ মূলনামের পরিবর্তে ছোট করা পদবী, বর্ণনাম (caste name) বা বংশ মূলপুরুষ জ্ঞাপক (patronimic) পদটী (পদবী !) একটি ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত। পদবীগুলি ছোট এবং রুচিসম্মত হওয়াতে এগুলি মূলনাম প্রচলিত অঞ্চলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। তার ফলে, পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা দূরে থাকুক, এগুলি আদ্য অক্ষরের মধ্যে লুকানো মূলনামকে প্রাণবন্ত করেও তুললো না। ভারতে যখন গড়ে শতকরা ২০ জন শিক্ষিত এবং এর মধ্যে শতকরা ১০ জন মাত্র গ্রন্থকার তখন এই নমুনার উপর ভিত্তি করে তিনি যে পদবী সমাধানমূলক সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন তা নির্ভরযোগ্য ফল দিতে পারে না। এই শতকরা ২ জনের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ জন রোমকলিপিতে লিখেছেন বা বস্তুত ইংরাজী। এমন অবস্থায় ভারতের হাজারটি লোকের মধ্যে এই দুজনের অধিকাংশই যাঁরা সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা পদবী দ্বারাই পরিচিত হয়েছেন বা হতে বাধ্য হয়েছেন। এই বিষয়গুলির অবতারণার উদ্দেশ্য নামের পক্ষে দেশপ্রেম জাগানোও নয় বা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বভাব বিশ্লেষের সুবিধাটিকে পদবীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাও নয় বরং সত্যানুসন্ধানের নির্ভেজাল চেষ্টা মাত্র।

অধিকাংশ গ্রন্থাগারিক মনে করেন যে, পদবীর বানানের মধ্যে প্রমাণীকরণ, তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করার পক্ষে (ready reference) সহজ (বোধগম্য) হয় এবং এতে কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। এ প্রস্তাবটি মেনে নিলেও, বাংলা দেশের পদবীর সংখ্যা প্রায় ২০০০-এর মত হবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে পদবীর প্রচলন তেমন প্রকট হয় নি, সেখানে পদবীগুলির শব্দ সংখ্যা বরং কম হওয়াই সম্ভব—বেশী তো হতেই পারে না। গ্রন্থসূচিগুলিতে পদবীর বানানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন হলে, একই পদবী বিশিষ্ট এক হাজারের উপর না হলেও অন্তত একশটির মত সংলেখপত্র (card) দেখতে পাওয়া যাবে। যখন পদবী অনুসারে সংলেখ পত্র রচনা করা হয় তখন সাধারণত সংলেখ-পত্রগুলিকে সাজানোর সুবিধার জন্য নাম অংশটি আদ্যাক্ষরে দেওয়া হয়। একজন পাঠক যদি মুখার্জি, এ, কে, বা ঘোষ, জি, বি'র বই খোঁজেন,

তবে তিনি অনেকগুলি মুখার্জি, এ, কে, ও ঘোষ, জি, বি, দেখতে পাবেন। তখন একমাত্র বইটির নামই প্রয়োজনীয় সংলেখ-পত্রটিকে নির্দিষ্ট করতে পারবে, কারণ সংলেখ-পত্রে আখ্যানটির পরে গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত গ্রন্থকারের নামটির বানান বা পর্যায়ক্রমের কোন প্রকার পরিবর্তন না করে অবিকল পুনরুক্তি করা হবে। গ্রন্থ সন্ধানের বিভিন্ন পথগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের নাম অনুসারে গ্রন্থ সন্ধানকে বিষয় অনুসারে গ্রন্থ সন্ধানের পরেই স্থান দেওয়া হয়। গ্রন্থ সন্ধানের এই পথটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে যদি পদবীর বানানগুলির মধ্যে প্রমাণীকরণ করা হয়। নির্দিষ্ট বানানের দ্বারা যখন পদবীগুলি বানান করা হবে তখন গ্রন্থকারগণ তাঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারাবেন। কিন্তু যদি আখ্যা-পত্রটির (title page) অবিকল অনুকরণ করা হয় এবং সংলেখটি যদি নামে দেওয়া হয় তবে সংলেখ-পত্রগুলিকে সাজাবার সময় অজিত কুমার মুখার্জি তাঁর নামের শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত বানানের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারবেন, আর যদি দুই বা তিনজনের নাম পদবী এক হয় এবং তাঁরা যদি তাঁদের নামের বানানগুলিও একেবারে একই পদ্ধতিতে করেন, তখন অনুসন্ধান কেবলমাত্র ঐ কখানি সংলেখ পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। একথা মানতে হবে যে, নামের শব্দ সংখ্যা পদবীর শব্দ সংখ্যা থেকে অনেক বেশী হওয়াতে নাম অনুসারে সংলেখ-পত্রগুলি লেখা হলে সংলেখ পত্রগুলি সাজাবার সময় সেগুলি তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু এতটা রক্ষা করতে পারবে যে অনুসন্ধান খুব অল্প সংখ্যক সংলেখ-পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্যক্তিমাত্রেই তাঁদের নামের বানান তাঁদের ইচ্ছামত করবার যথার্থ অধিকার আছে কিনা এবং গ্রন্থাগারিকদের যুক্তি, যে নামের বানানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন হলে পাঠকদের সময় অযথা নষ্ট হবে না এই বিষয়গুলির বিচার বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কল্পিত (ধার্য) সীমারেখার মধ্যে শ্রীহিংগওয়ে ভালোভাবে গ্রন্থাগারিক বনাম গ্রন্থকার বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

মূলনামরূপ সমাধান

বিনয়বাবুর কাছে মূলনামের বিশ্লেষণটি হচ্ছে, হয় সরল ভাষান্তর করণ, না হয় নামের অংশকে স্থানান্তরীকরণ। এই দুটি পদ্ধতিই বিষয়টি সহজ না হওয়া সত্ত্বেও অতি সহজ করে নেওয়ার উপায়। গ্রন্থাগার বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রতি পাঠকদের ঔদাসীন্য, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (INB) বিভাগের সিজারের (Caesar) স্ত্রীর মত মনোভাব, নিষ্চেষ্ট আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ এই সমস্ত মিলিত কারণগুলি একটি প্রভুত্বব্যঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা বেলভেডিয়ারের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। INB-র দৃঢ় বিশ্বাস যে নামের যতগুলো ভাগ থাকুক না কেন কেবলমাত্র মন্ত্রবলে নামের ক্রমটি উল্টে দিতে পারলেই সংলেখ পদটি (entry word) পাওয়া যাবে।

ইয়াসলিকের (IASLIC) ভারতীয় নাম বিষয়ক মৌলিক গবেষণা সভার (Seminar) প্রথম সংকল্পটি (resolution) হচ্ছে : **"গ্রন্থকার যে কোনরূপ বানান ব্যবহার করুন না কেন,** রোমক বর্ণমালায় বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড গ্রন্থসূচিতে একই গ্রন্থকার শিরোনামায় (heading) একত্রিত করা হবে।" (চিহ্নিত অংশটি আমার)। গ্রন্থকারের ভাষা ও তার ইংরাজী ভাষান্তরিত রূপের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে। যথা : —

ইংরেজীতে নাম—সুব্বারাও, সি. ভি. এস্.

ভারতীয় ভাষায় নাম—চুন্দুপল্লী ভেঙ্কট শিব সুব্বারাও

কার্যকরী কথিত রূপ—সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী।

INB যখন নামের স্থায়ীপদকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না তখন ভারতীয় ভাষায় লেখা বইগুলির সংলেখ—"ভেঙ্কট শিব সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী"তে লিখতে হবে এবং রোমক লিপিতে লেখা বইগুলির সংলেখ, "সুব্বারাও, সি ভি. এস্."—এ দিতে হবে। যদি নামের স্থায়ী পদটি মানা হয় তাহলে পূর্ব অংশ (pre-substantive) ও উত্তর অংশগুলি (post substantive) খুবই পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তর অংশ বিষয়ক অভিধান স্থায়ী অংশটিকেও নির্ধারিত করে দেবে, তখন যে অংশটি এর আগে আছে সেটাই পূর্ব অংশ। এই নিয়ম অনুসারে "সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী" সর্বদাই তার কার্যকারিতা (effectiveness) রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু বেশীর ভাগ বড় নামগুলি (যাদের অনেকগুলি বিশেষণ 'adjectives) ও সহায়কপদ (auxilleries) আছে) তাদের অভিযোগ তখনও থেকে যাবে, যখন নামগুলির শেষ অংশটিকে প্রথমে নিয়ে আসার পরেও পর্যায়ক্রম রক্ষা করা হবে।

বিশেষণ ও সহায়ক পদগুলি যথা :

১। সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী ভেঙ্কট শিব।

২। আঞ্জনেয়ুলু, একা সীতা রাম।

স্থায়ী পদটির উপর খুব বেশী নির্ভর করে এবং স্থায়ী পদের পূর্বে সন্নিবেশিত হলে অর্থপূর্ণ হয় কিন্তু যখন তাকে স্থায়ী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন মনে হয় যেন সে বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল। যদি স্থায়ী পদটির পরে বাকি পদগুলির প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষরগুলি ধরা যায়, তবে সেটিই সংলেখ পত্রগুলি সাজাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হবে।

এই সমাধানটিকে আরও অর্থপূর্ণ ও দৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে, একে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, আর একটি সমাধানও দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তর স্থায়ী ও স্থায়ী অংশ দুটিকে বেছে নেওয়ার পর যদি পূর্ব-স্থায়ী পদটির বাকি অংশটিকে একটি অর্ধ বৃত্তের মধ্যে রেখে প্রথম শব্দটি সবশেষে নিয়ে যাওয়া হয়।

নাম ঃ— চুন্দুপল্লী ভেঙ্কটশিব সুব্বারাও
১ ২ ৩

১—পূর্ব-স্থায়ী অংশের প্রথম পদ।

১ ও ২—পূর্ব-স্থায়ী।

৩—স্থায়ী (উত্তর স্থায়ী এর অন্তর্গত)

সংলেখ—(ভেঙ্কট শিব) সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী।

এখানে নামের অর্থ রক্ষিত হচ্ছে কিন্তু সংলেখ-পত্রগুলি সাজাবার সময় শুধু কার্যকরী কথিত অংশটি ধরা হবে। বস্তুত, এ রকম করাতে নামের অবাবহৃত অংশটি আর ব্যবহার হতে পারে না। অর্থবৃত্তগুলি (brackets) ব্যবহারের ফলে সংলেখ-পত্রগুলি সাজাবার সময় প্রত্যেকটি পদের সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন দরকার হয় না। এইভাবে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিচারের বদলে অর্থপূর্ণ সূত্রে পৌঁছবার পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আমরা আগে যা মেনে নিয়েছি সেই অনুসারে, যদি সংলেখ-পত্রগুলিকে সাজাবার সময় উত্তর-পদের (post-substantive) পর বাকি পদের প্রথম অক্ষরগুলি শুধু গ্রহণ করা হয়, অর্থবৃত্তের ভেতরের পূর্ব-পদ-গুলির (pre-substantive) কেবলমাত্র আদ্যাক্ষরগুলিকে গ্রহণ করে, তাহলে শুধু সি. ভি. এস্. থেকে যাবে। কিন্তু পাঠকের মনে এই সম্পর্কে একটা সন্দেহ থেকে যাবে যে সুব্বারাও সি. ভি. এস্. ; আর (ভেঙ্কট শিব) সুব্বারাও, চুন্দুপল্লী কি একই গ্রন্থকার? যদি এঁরা একই গ্রন্থকার হন, তবে এই নিয়ম প্রয়োগ করে এই দুখানি সংলেখ-পত্রকে খুবই কাছে আনতে পারা যাবে। গ্রন্থসূচিকার নিজেই সমস্যায় পড়ে যাবেন যদি সামান্য একটু বানানের তারতম্য থাকে যথা—"রাও" ও "রাউ"।

"কার্যকরী কথিত নাম" এই ধারণাটিকে অনেকেই সুনজরে দেখছেন না এবং এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ এটাকে পরিষ্কার করতে পারবে।

(১) পুরো নাম ঃ—বাইরি সেট্টি অশ্বত্থ নারায়ণ সেট্টি

কার্যকরী কথিত নাম ঃ—বাইরি সেট্টি নারায়ণ

এখানে বর্ণ নাম (caste name) "সেট্টি" ও বিশেষণ "অশ্বত্থ" বাদ দেওয়া হয়েছে।

ইংরাজী ভাষাপন্ন (Anglicised) অনুবাদ ঃ—সেট্টি, বি. এ. এন্.

নামটিকে খুসী মত ভাঙ্গা ঃ—বাইরি সেট্টি অশ্বত্থ নারায়ণ সেট্টি।

(২) পুরো নাম ঃ—চুন্দুপল্লী ভেঙ্কট শিব সুব্বারাও

কার্যকরী কথিত নাম ঃ—সুব্বারাও চুন্দুপল্লী।

(স্থায়ী (substantive) পদের সহায়ক-পদ (auxiliaries) দুটি "ভেঙ্কট" ও "শিব" বাদ দেওয়া হয়েছে।

ইংরাজী ভাষাপন্ন (Anglicised) রূপ ঃ—মিস্টার রাও, সি. ভি. এস্. এস্.

নামটি খুসীমত পুথকীকরণ ঃ—চুন্দুপল্লী ভেঙ্কট শিব সুব্বা রাও।

(৩) পুরো নাম ঃ—পেদ্দাপুরম্ শিবরামকৃষ্ণ আইয়াভরি শাস্ত্রী।
কার্যকরী (effective) কথিত নাম ঃ আইয়াভরি শাস্ত্রী, পেদ্দাপুরম্।
(সহায়ক পদগুলি—শিবরামকৃষ্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।)
ইংরাজী ভাষাপন্ন (Anglicised) রূপ ঃ মিস্টার শাস্ত্রী, পি. এস্. আর. কে. এ.
নামটিকে খুসীমত ভাংগা ঃ—পেদ্দাপুরম্ শিব রাম কৃষ্ণ আইয়াভরি শাস্ত্রী।

এঁদের মা বাবা ও নিকট আত্মীয়েরা সকলেই আগের উদাহরণগুলির প্রত্যেকটির পুরো নামগুলি জানেন। এই উদাহরণগুলির দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে নামের বংশ-মূল-পুরুষ (patronymic) শব্দটি জোর করে পদবীর মত ব্যবহার করে নামটিকে ইংরাজী ভাষাপন্ন করা (Anglicise) আর কার্যকরী (effective)ভাবে ব্যবহারের জন্য নামের মধ্যে থেকে স্থায়ী-পদটি বেছে বার করা, এই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। এমন কি যাঁর নাম তিনিও দীর্ঘ নামের ব্যবহারের পক্ষপাতী না হতে পারেন।

শ্রী এন্. জি. রংগ—এঁর পুরো নামটি হচ্ছে নিডুব্রোলু গোগিনেনি রংগ নায়কুলু —নামটি ঠিক লেখা হয়নি, বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্বতন্ত্র দলের এই মাননীয় নেতা পত্রোত্তরে লিখেছেন যে, "আমার ছোটবেলার নাম জানার আপনার এত আগ্রহ কেন? একথা সত্যি যে, ছোটবেলায় আমার ডাকনাম রংগনায়কুলু ছিল। আমার গ্রাম হচ্ছে নিডুব্রোলু। কিন্তু ১৯২০ সাল থেকে জনসাধারণ আমাকে 'এন্. জি. রংগ' বলেই জানেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে 'আচার্য' বলে।" একটি নির্ভর-যোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সম্পর্কে জানায় যে পুরো নামটি শুদ্ধ ভাবেই লেখা হয়েছে। এখন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা (experts) নামের স্থায়ী অংশ (substantive), অংশ (presubstantive) ও উত্তর-অংশ (post-substantive) পূর্বরূপে বিশ্লেষণকে (analysis) জোর করে নিয়ে আসা গোলমাল মনে করে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন এর গোড়া বা ভিতটা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

পূর্ব-অংটিকে শেষে নিয়ে এলেই নির্ভুল সংলেখ (entry) রচনা করা যাবে, INBর এই ধারণাটিকে বাস্তবায়িত (substantiate) করতে হলে তার আগে পূর্বস্থায়ী পদগুলির একটি অভিধান রচনা হওয়া দরকার। যখন পূর্ব-স্থায়ী পদ-গুলি, স্থান-নাম (place name) পূর্ব-পুরুষের নাম (ancestral anthro-ponyms) জাতিকর্মের নাম (job) বা কোন গুণ (attribute) এইগুলির মধ্যে যে কোনটির দ্বারা গঠিত হতে পারে, তখন এই পূর্ব-স্থায়ী পদগুলির একটি অভিধান প্রস্তুত করা সত্ত্বেও সেটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কোন উপায় নেই। এই রকম করাতে বিপদও আছে, কারণ এখানে ব্যক্তির নিজস্ব নামের সংগে তার পূর্বপুরুষের নাম মিলে গিয়ে গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। বিনয়বাবুর মতে নামের উত্তর-স্থায়ী (post substantive) পদগুলির অভিধান তৈরী করা দরকার। এই উত্তর-স্থায়ী পদের অভিধানটি স্থায়ী (substantive) পদটিও নির্দিষ্ট করে দেবে এবং নামের

যে অংশটি স্থায়ী পদের আগে থাকবে সেটাই পূর্ব-স্থায়ী পদ হবে। সূত্রে পৌঁছাবার জন্য সম্ভাব্য পথটিই মেনে নেওয়া দরকার। INBর সতিকারের দোষটি হচ্ছে, একটি সংহিতা (code) রচনা করার চেষ্টা পর্যন্ত না করে ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই এঁরা এঁদের সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছান।

মূলনাম সমর্থকদলের সমস্যা হচ্ছে (১) নামের বিভিন্ন অংশগুলি, (২) আখ্যাপত্রে এগুলিকে সাজানর নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব, (৩) যে শব্দ সমষ্টি সম্পূর্ণ নামটি গঠন করেছে তার বিচ্ছিন্ন ভাগ ও (৪) এর শেষ অংশে অবস্থিত ভ্রান্তি উৎপাদক বর্ণ (caste) বা পদবী (title) বংশ-মূল-পুরুষ জ্ঞাপক (patronymic) পদ বা পদগুলি। তৃতীয় বাধাটি ছাড়া যেটি এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বাকি প্রতিবন্ধক-গুলির বিষয় "অন্ধ্রদেশীয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থসূচী প্রণয়ন : একটি অধ্যয়ন" এই রচনাটিতে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ইয়াসলিকের (IASLIC) ভারতীয় নাম বিষয়ক মৌলিক আলোচনা সভার (seminar) নির্বাচিত রচনাগুলির অন্তর্গত। নাম ও পদবীর বিভিন্ন রকমের বানানের কারণ হচ্ছে এক শতাব্দীর পুরোনো প্রতিবর্ণীকরণ তালিকাটির (transliteration table) জনপ্রিয়তার অভাব। এই তালিকাটি (table) খুবই পান্ডিত্যপূর্ণ, সেইজন্য ডাইরেক্টরী (Directory) ও হুজ্ হু (who's who) গুলিতে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু সংস্কৃত থেকে অনুবাদের সময় এটি ব্যবহৃত হয়। পূর্বোক্ত রচনাটিতে উক্ত তালিকাটির গুরুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট না করে এটিকে প্রচলিত ব্যবহারের নিকটে আনতে চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী

I N B বিভাগের (unit) প্রতিবর্ণীকরণের (transliteration) মান আরও উন্নত হওয়া দরকার। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীটির মাত্র দুটি পাতায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যাওয়ার সময় শুধু তেলেগু ভাষার বইগুলির প্রতিবর্ণীকরণেই প্রায় এক ডজন ভুল চোখে পড়ে। I N B-র মতে ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics) ও লিপির মধ্যে মিল আনা অসম্ভব। যখন প্রকৃতপক্ষে পূর্ণানুস্বারের উচ্চারণ সাধারণত দু, ভাবে করা হয়ে থাকে, তখন তাঁরা এর ধ্বনিগত (phonetical) পাঁচটি বিভিন্ন রূপই মেনে নিয়েছেন। এইভাবে যখন যেমন সুবিধা তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত মানটিকে কখনও মেনেছেন আবার কখনও অগ্রাহ্যও করেছেন। তাঁরা গোঁড়া ব্যাকরণবিদ্দের মত মৃত অক্ষরগুলিকে সজীব করেছেন কিন্তু সন্দেহজনক নিশ্চিন্ততায় আরও দুটি অক্ষরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

সংলেখ-পত্র (entry) রচনার নীতিগুলি স্থির না করে এবং সংলেখ-পদটি (entry word) নির্দিষ্ট না করে তাঁরা গ্রন্থকারদের নামের একটি বৃহৎ তালিকা (অভিধান)

প্রকাশ করবেন স্থির করেছেন। ত্রুটী স্খালনের চেষ্টার ক্রমে, এই ভাবে পৌর-নির্বাচনী তালিকার অধিকাংশই ছাপাতে হবে।

এ পর্যন্ত INB-র সংলেখ রচনার নির্ধারিত নিয়মাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি বা এঁরা এঁদের নিয়মাবলীকে কোন পত্রিকা বা পুস্তকে প্রকাশ করেন নি। যদিও তাঁদেরই পক্ষে ভারতীয় নামের "জাতীয় গ্রন্থসূচী বিধিব্যবস্থার" একটি সুন্দর রূপ দেওয়ার সুবিধা ছিল। এর পরিবর্তে এর সম্পাদক এবং "ভারতীয় নাম" বিষয়ক মৌলিক আলোচনা সভার সভাপতি তাঁর ভাষণে এই সভাকে এই আশ্বাস দেন যে "এই আলোচনা সভা যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবেন INB তারই অনুসরণ করবেন। INB হিন্দী, বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটী সংলেখ-পত্র (catalogue) পদবীতে (surname) রচনা করেন। কেবল দক্ষিণ ভারতীয় ও পাঞ্জাবীর বেলায় মূল নামে সংলেখ লেখা হয়। IASLIC-এর আলোচনা সভা উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটী নামগুলির পদবীতে (surname) সংলেখ দেওয়া হবে স্থির করেছেন। সভায় বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষাগত বিভাগগুলি তাঁদের আলোচনায় একমত হন। INB কর্মিগণ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মিগণ ইয়াসলিকের (IASLIC) সভায় মূল নামের পক্ষে ভোট দেন। এঁরা এর আগে কখনও কোন গ্রন্থাগারিক সভার সামনে এঁদের সিদ্ধান্ত-গুলিকে প্রকাশ করেন নি। এখন INB-কে এই তিন বছরের প্রচলিত প্রথাটিকে পরিবর্তন করতে খুব বেশী রকম ঝাঁকানি খেতে হবে সন্দেহ নেই।

INB-র ক্রমবর্ধিত (cumulated) ইংরাজী সংস্করণে, বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রথা অনুসারে পদবীতে বা নামে সংলেখ দেওয়া হয়। এটা দুঃখের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের পূর্বকৃত সিদ্ধান্তগুলি, ঠিক হোক বা ভুলই হোক, ভারতীয় ভাষাগুচ্ছগুলি (fascicule) প্রণয়নের সময় মেনে চলেন না। যদিও খুব সামান্য পরিবর্তনও যাতে না হয়, তারজন্য INB-র উচ্চ কর্মচারীদের কড়া তত্ত্বাবধানেই এগুলি বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তবুও INB-র বাংলা ভাষাগুচ্ছে (fascicule) মূলনামে সংলেখ করা হয় এবং এর আগে প্রকাশিত ক্রমবর্ধিত (cumulative) ইংরাজী সংস্করণে পদবীতে সংলেখ করা হয়। একই গ্রন্থসূচিবিদ্‌দের দ্বারা একই গ্রন্থকার দুবার দুভাবে সংলিখিত হচ্ছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পণ্ডিত ও ভাষাবিদ্‌গণের সাহায্যে মূলনামে সংলেখ রচনার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। বিনয়বাবু যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা এর মধ্যেই দুবার, এমন কি তাঁর সামনেও খণ্ডিত (repudiated) হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীটির সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা ও সংস্কার হওয়া দরকার।

এখন পর্যন্ত এমন কোন নিয়ম পাওয়া যায় নি যার দ্বারা নাম গোষ্ঠীর (forename group) গৃহ (house) বা স্থান (place) নামটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব, যাতে শুধু সেই অংশটুকুই উলটে নেওয়া চলে।

আখ্যা পত্রে দেওয়া নামটির অনুবাদ ও পর্যায়ক্রম রক্ষা সম্পর্কেও কোন নিয়ম নেই। যখন বইটি সুদূরের অন্যান্য মহাদেশে পৌঁছায়, তখন গ্রন্থকারের নামটির অনুবাদের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে যদি কিছুই নির্দিষ্ট করে বোঝা না যায়, তাহলে গ্রন্থসূচি নির্মাণ বিষয়ক সব নিয়মাবলীই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষার বইগুলির গ্রন্থসূচি তৈরী করার সময় ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণ এঁদের "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী" বিষয়ক বইগুলি তাঁদের টেবিলে পান না। এই বৃহৎ গ্রন্থগুলির পরিবর্তে সব সময় ও সব ক্ষেত্রে প্রযোজিত হতে পারে এই রকম কয়েকটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এই ধরণের নিয়মাবলী রচনা করাই ইফ্‌লার (IFLA) উদ্দেশ্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতা

কোন নিয়মই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে না, এবং জাতীয় সংহিতা (national code) রচনার চেষ্টাও নিষ্ফল হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতে "পদবী" ও "নাম" এই দুটি দল বর্তমান থাকবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থকারগণ সুপরিচিত হয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরা কোন ভাষা ও সংস্কৃতি অঞ্চলের অন্তর্গত, সেটা বোঝা শক্ত। গ্রন্থের প্রকাশ স্থান (publication) ও গ্রন্থকারের বাসস্থান (residence) থেকে গ্রন্থকার কোন ভাষা ও সংস্কৃতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা বোঝা যায় না। রাষ্ট্র রাজনৈতিক নিয়মাবলীর ধ্বস্তব রূপ এবং এই রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর আসা-যাওয়ার পথে কোনরকম বাধা নেই। ভারতের বড় বড় নগর, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনে ভারতের ভাবোচ্ছ্বাসময় জীবনকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। উত্তর-স্থায়ী পদগুলি (post substantive) আমাদেরকে সমাধানের কাছে আনতে পারে না, কারণ, অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি : গুপ্ত, সেট্টি. দিক্ষিত এগুলি গ্রন্থকারের ভাষা ও সংস্কৃতি অঞ্চল অনুসারে পদবীরূপে বা নামরূপে ব্যবহৃত হয়। যদি শ্রীবালসুব্রমনিয়মের রচনাটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরা হয়, তবে মহীশূর রাজ্যের একই ভাষা ও সংস্কৃতি অঞ্চলের মধ্যেই যাঁরা একই কানাডা (kannada) ভাষাভাষী, সেখানে মহারাষ্ট্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ধারওয়ার, বেলগ্রাম ও উত্তর কানাডা জেলাগুলিতে পদবীর প্রচলন রয়েছে, কিন্তু এই রাজ্যেরই অন্যান্য অংশে নাম ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ : বি. ডি. জাট্টি ; এস্. নিজলিংগাপ্পা। নামের উত্তর-স্থায়ী (post-substantive) পদগুলির এইরূপ ব্যতিক্রমের একটি তালিকা কোন কাজে আসে না,—কারণ এর দ্বারা কোন একটি বিশেষ গ্রন্থের গ্রন্থসূচি রচনা করতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। এ কথাটি সহজেই বোঝা যায় যে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর (INB) নিয়মাবলী নির্ধারিত করার মধ্যে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল বলেই এগুলি নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু যদি তা সম্ভব হ'ত তবে এই নিয়মাবলীকেই জাতীয় সংহিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারতো। ব্যতিক্রম মেনে প্রত্যেকটি ভাষার

জন্যে আলাদা আলাদা বিধান রচনা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে একটি নাম সম্পর্কিত ও অন্যটি পদবী সম্পর্কিত, আঞ্চলিক বিধিব্যবস্থা রচনা করা সম্ভব। সংলেখ-পদটি নিরূপণ যদি জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক সম্মানের সঙ্গে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জড়িত থাকে তবে জোর করে কেউ এর আপোস মিটমাট করাতে পারবেন না। যদি দ্বৈত ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয় এবং ভাষা ও সংস্কৃতির সংগম সীমান্ত আঞ্চলগুলিতে নামদল ও পদবীদল সুসমঞ্জস রক্ষা করে মিলিত হতে পারেন ও ক্ষেত্র বিশেষে, পদবীদল প্রয়োজন হলে সত্যের সম্মান রক্ষা করে আঞ্চলিক প্রচলন অনুসারে নামে সংলেখ রচনা করেন, সে ক্ষেত্রে একটি জাতীয় সংহিতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সংঘবদ্ধ (federated) আঞ্চলিক সংহিতাগুলি, যেগুলির মধ্যে সাধারণভাবে মিল নেই, সেগুলিই জাতীয় সংহিতা হবে। এইরূপ জাতীয় সংহিতা নিয়ে যখন আন্তর্জাতিক সংহিতা সংকলিত হবে, তখন এটি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। যতদিন পর্যন্ত পদবী ও নাম একে অন্যের স্থান ছেড়ে না দেবে, ততদিন ভারতের কোন জাতীয় সংহিতা রচিত হতে পারে না।

অন্ধের মত ডঃ রঙ্গনাথনের ধারণাগুলি অনুসরণ করাও অনুচিত। কোন সমাধানের ও তার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিটি বিসর্জন দিয়ে একটি স্লোগানের (slogan) রূপ নেওয়া ঠিক নয়। এই সমস্যাটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডঃ রঙ্গনাথনই বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন এবং তিনি বুঝতে পারেন কেন "জাতীয় গ্রন্থসূচী সংহিতা" প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, এবং সেই জন্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণায় নিযুক্ত হন। সব গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) ও গ্রন্থসূচিগুলির (catalogue) সব চেয়ে প্রধান ত্রুটী হচ্ছে যে, গ্রন্থসূচিকার একমাত্র আখ্যাপত্র (title page) ছাড়া আর কিছুরই সাহায্য পেতে পারেন না। তিনি অর্থহীন যুক্তিতর্কগুলি বাদ দেন যেগুলি থেকে কোন সমাধানে পৌছান সম্ভব নয়, কিন্তু যথাস্থানে জোর দিয়ে এটা বুঝিয়ে দেন যে গ্রন্থকার উল্লেখনটির (statement) মান নির্ধারিত করে গ্রন্থের আখ্যাপত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় এটিকে মুদ্রিত করা প্রয়োজন।

যদি অন্ধ্র, আসাম, বাংলা প্রভৃতি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হত, তাহলে, এক একটি ভাষার সংহিতাগুলিকে (codes) কি রাষ্ট্রীয় সংহিতা বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হত? পাকিস্তান, ইউ, এ, আর, (UAR) ও মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংহিতা থাকতে পারে? রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে সমস্ত মুসলিম সংস্কৃতি অঞ্চলগুলি বলতে গেলে একটিই সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হবে। ভারতীয় মুসলিম-গণও ঐ সংহিতার অন্তর্গত হবেন। খৃষ্টানগণ সাধারণত পদবী দ্বারা পরিচিত, তাঁরা এ. এল্. এ. (ALA) সংহিতার অন্তর্গত। ইসলাম, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, হিন্দু ও জোরোষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীগণ যখন তাঁদের ভাষায় তাঁদের নামের গঠনের বিশিষ্টতা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ান, তখন আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতা রচনা করার অসুবিধা আরও বেড়ে যায়। এটা একটা আপাতবিরোধী সত্য (paradox) যে

হিন্দুধর্মের মধ্যে আবার পদবী ও নাম এই দুইটি দল রয়েছে। যদি উড়িষ্যা ও ভূতপূর্ব বোম্বাই পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ না করতো, তাহলে ভারতবর্ষে নামের উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় গ্রন্থসূচি সংহিতা রচনা সম্ভব হ'ত। এর অভাবে অন্য সমাধানটি হচ্ছে, ভারতীয় মানক সংস্থা (Indian Standards Institute) গ্রন্থকার উল্লেখনের (author statement) যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটিকে স্বীকার করে আখ্যা-পত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি এই পন্থাটি অনুসরণ করা হ'ত, তবে আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতার (ICC) কলেবর যথেষ্ট ক্ষীণতা প্রাপ্ত হ'ত। ভারতের মত বহুভাষাভাষী দেশ যেখানে দ্বৈত শাসণ নামে মাত্র প্রচলিত এবং যেখানে একটি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থসূচি-সংহিতা রচনা অসম্ভব সেখানে গ্রন্থকার উল্লেখনের (author-statement) মান নির্ধারণ করে দেওয়াই একমাত্র উপায়। একটি আন্তর্জাতিক পদবী সংহিতা ও একটি আন্তর্জাতিক নাম সংহিতা রচনা করা সম্ভব, যদি এক একটি, একই ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি অঞ্চলগুলি অন্ততপক্ষে একটি রাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যদি সেই অঞ্চলগুলি এই দুটির একটিকে বেছে নেয়। গ্রন্থকার উল্লেখনের (author-statement) মান নির্ধারিত হবে, তা ছাড়াও একটি রাজ্যের মধ্যে একভাষা-সংহিতাগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আঞ্চলিক সংহিতাগুলি, গ্রন্থ প্রকাশের আগেই গ্রন্থসূচী (catalogue) রচনা করার সময় (pre-natal) প্রয়োজন হবে। ইফ্‌লা (IFLA) পাশ্চাত্য দেশগুলির জন্য একটি পদবী-সংহিতা (surname code) ও প্রাচ্য দেশগুলির জন্য নাম-সংহিতা (forename code) সংকলন করতে সমর্থ হতে পারেন কিন্তু ভারতকে তার নির্ধারিত মান গ্রন্থকার-উল্লেখনটি (author-statement) আখ্যা পত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা রূপ সমাধানটি মেনে নিয়ে এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক-গ্রন্থসূচি-সংহিতা রচিত হয়েছে বলেই এটা ঠিক নয় যে সব দেশে যথাযথ গ্রন্থকার-উল্লেখনটি (author-statement) যদি আখ্যাপত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় বা সংকলন গ্রন্থগুলির সূচীপত্রে মুদ্রিত করা হয় তবে কোন সুবিধাই হবে না। যখনই গ্রন্থকার উল্লেখনটি (author-statement) নির্ভুল নয় বলে সন্দেহ হবে তখন আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতা (ICC) দেখার প্রয়োজন হবে। ভাগ্যক্রমে ভারতীয় মানক সংস্থা (Indian standards Institute) এই যুক্তিটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন এবং গ্রন্থকার উল্লেখনের মান নির্ধারণ করে আখ্যাপত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় সেটিকে মুদ্রিত করবেন স্থির করেন।

গ্রন্থসূচি-উল্লেখন

যদি ইউনিট কার্ডের (unit card) সব খুঁটিনাটিগুলি আখ্যাপত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় গ্রন্থসূচি (catalogue) উল্লেখন (statement) হিসাবে মুদ্রিত হয়,

গ্রন্থপ্রকাশের সময়, এমন কি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই গ্রন্থসূচিকার সব সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন। একভাষা সংহিতাগুলি ও আঞ্চলিক সংহিতাগুলি ভারতের মত দেশে, রাষ্ট্রীয় সংহিতাগুলি বা বিভিন্ন অঞ্চল যেগুলি রাষ্ট্রগুলি গঠন করেছে তাদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি সংহিতা (code) গুলি ব্যবহার করা সম্ভব। যখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হবে তখন, সন্দেহ দূর করার জন্য গ্রন্থকারকেই পাওয়া যাবে। আখ্যাপত্রের (title page) উল্টো পৃষ্ঠায় নামের স্থায়ী পদটি (potent word) সুস্পষ্ট ও বড় হরফে ছাপানতে গ্রন্থের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হবে এই বলে প্রকাশকগণ কোন আপত্তি করতে পারবেন না, যখন গ্রন্থাগারিক সংলেখনটি আখ্যাপত্রের খালি পড়ে থাকা উল্টো পৃষ্ঠাটির মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছেন। গ্রন্থস্বত্ব (কপি রাইট), সংস্করণ, মূল্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি যেগুলি সাধারণত আখ্যা পত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় ছড়ান থাকে, সেগুলিকে গ্রন্থসূচি—উল্লেখনের মধ্যেই স্থান দেওয়া যায়। এইভাবে সারা পৃথিবীর গ্রন্থসূচি (Catalogue) প্রস্তুতির সময় অনেক সংক্ষেপ করা যায়, কারণ সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি আখ্যাপত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় দেওয়া রয়েছে। প্রধান সংলেখটি (main entry) লেখার সময় গ্রন্থে মুদ্রিত উল্লেখনটি (Statement) শুধু নকল করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ট্রেসিংগুলি (tracing) ও অতিরিক্ত (added) সংলেখগুলি রচনা করে নিতে হবে। এইভাবে, সরকারের কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানগুলিকে (centralized establishments) বিক্রয়, সংগ্রহ, লাভলোকসান সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি বিক্রয় (distribution) করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থসূচি উল্লেখনটিও (catalogue-statement) বিতরিত হচ্ছে এবং এতে পাঠকেরও কোন অসুবিধা হয় না।

প্রকাশকের দপ্তরে অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগারিক চাকরী পাবেন। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (enterprise) তাঁদের বেতনের হার একটি নূতন অর্থ গ্রহণ করবে, কারণ এই হার সমাজ তাঁদের সেবার কি মূল্য ধার্য করেছেন তা নির্দেশ করে দেবে। সরকারী গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, এঁদের বেতনের হার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের সমান হবে বলে প্রচার করেছেন। বেশী উপার্জন করা ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে (private enterprise) বাণিজ্যিক প্রয়োজন (commercial necessity) প্রতিপন্ন হতে পারাই সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশ্বাস (convince) করানর শ্রেষ্ঠ উপায়। গ্রন্থাগারিক যখন প্রকাশকের গ্রন্থসূচি-গুলি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহগুলির মূল্য নির্ধারণ, গ্রন্থগুলিকে বিক্রয়কেন্দ্রে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা এবং গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চয়ই উন্নত হবে। যখন গত তিন মাস ধরে এই বিষয় চিন্তা করছিলাম তখন শ্রীনীলমেঘদলের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থসূচি প্রস্তুত করা (pre-natal cataloguing) বিষয়ক রচনাটি পাঠ করি। জ্ঞান তরঙ্গে অতি অল্প চিন্তাই সম্পূর্ণ মৌলিক, সেইজন্যই

এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধারণার মৌলিকতার দিক থেকে অগ্রগতি অতি সামান্য। গ্রন্থসূচি উল্লেখন (catalogue-statement) রূপ ধারণাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য এটিকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচি সংহিতার (ICC) উপসংহার রূপে উপস্থিত করেছি।

[ইয়াসলিক বুলেটিনের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় ৩৭ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠার মধ্যে এই রচনাটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীসুবোকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদটি সংশোধন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।]

References :—

1. Hingwe, K. S.—Standardization of Maharashtrian Surnames.
[Evaluation of Sri Benoyendra Sengupta's article publised in IASLIC Bulletin V. 4 No. 4. (Dec. 1959).]
IASLIC Seminar on Indic names P. 7 & 8. (unpublished).

2. Subba Rao, C. V.—' Cataloguing Andhra authors—a study"
IASLIC Seminar on Indic names P. 10 (unpublished).

3. Balasubramanian, S.—"Rendering of South Indian names appearing on the title pages of works in Roman alphabets : an outline of the problems involved with some suggestions for discussion."
IASLIC Seminar on Indic names P. 6 (unpublished).

4. Neelameghan, A.—"Cataloguing at source and Standardisation of Cataloguing."
Annals of Library Science V.7 No. 1 March 1960 P. 13-15.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

গৃহ-নির্মাণ তহবিলে

আপনার দান কি পাঠিয়েছেন ?

সূচিকরণে ভাববিনিময়

প্রবীর রায়চৌধুরী

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সাথে সাথে মানব সমাজের জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন—ব্যক্তিগত বা সামাজিক—এই উদ্দেশ্য সার্থক করতে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হ'ল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পাঠ্যবস্তুকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য গ্রন্থাগারের সাথে প্রবর্তিত হয়েছে গ্রন্থসূচির। যতদূর জানা যায় ব্যাবিলনের লোকেরা প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ক্রমে ব্যাবিলন হতে গ্রন্থাগারের আদর্শ আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মিশরে ছড়িয়ে যায়। Dorothy May Norris তাঁর গ্রন্থে (A History of Cataloguing and cataloguing methods 1100—1850 : with an introductory survey of ancient times) বলেছেন "Long before we reach 700 B. C., cataloguing was such a commonplace thing that no one thought it worthwhile either to make or preserve any records as to the methods of compiling catalogues then in use" (p. 2)। খৃষ্ট পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের আক্কাদে যে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় তার পাঠ্যবস্তু বিষয় অনুযায়ী বর্গীকৃত ছিল। গ্রন্থাগারের পাঠ্য সামগ্রীর নির্দেশিকা হিসেবে গ্রন্থসূচির প্রবর্তন হয়। এই সূচিকরণ বহুলাংশে বর্তমান কালের সূচির অনুরূপ। পাঠক সূচি দেখে একখণ্ড প্যাপিরাসে গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম, বর্গীকরণ সংখ্যা এবং পাঠকের নাম লিখে গ্রন্থাগারিককে দিলে তিনি ঐ গ্রন্থ যথাস্থান হতে এনে পাঠককে দিতেন। প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে বিভিন্ন গ্রন্থাকারে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থসূচির অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় যার পরিপূর্ণ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশের সাথে সাথে গ্রন্থাগারেরও বিকাশ হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান জটিল এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত করার জন্য সৃষ্টি হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জন্ম হয় ১৮৭৬ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলভিল ডিউই কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্কুল স্থাপনের সাথে সাথে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম মূল বিষয় হিসেবে আধুনিক পদ্ধতিতে সূচিকরণের প্রবর্তন ও বিকাশ এর সাথে শুরু হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র বর্গীকরণ ও সূচিকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও সমীক্ষা চলছে। বর্গীকরণ ও সূচিকরণের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও প্রমাণীকরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে

বিভিন্ন বর্গীকরণ 'স্কীম' ও সূচিকরণ 'কোডে'র। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে কয়টি সূচিকরণ কোডের প্রচলন আছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : (১) এ. এল. এ. রুল (A.L.A. Cataloguing Rules for author and Title Entries ; 2nd edition. Chicago, 1946). (২) এ. এ. কোড বা এংলো-আমেরিকান কোড বা জয়েন্ট কোড (Cataloguing Rules : author and Title Entries ; compiled by the Committees of the Library Association and American Library Association. English Edition, 11th reprint, London, 1955), (৩) ক্লাসিফাইড ক্যাটালগ কোড (Classified Catalogue Code. With additional rules for dictionary catalogue code. By S. R. Ranganathan. 4th ed. Madras 1958)। এ ছাড়া আছে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দেশের নিজস্ব পদ্ধতি যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল :

(১) Rules for compiling the catalogue of printed books, maps and music in the British Museum. Revised ed. London, 1936.

(২) Bibliotheque Nationale. Usages suivis dans la rédaction du catalogue des livres Imprimés. Nouv. ed. Paris, 1940.

(৩) Bodleian Library. Oxford cataloguing rules, 1939.

(৪) Vatican. Bibliotica Vaticana. Rules for the catalog of printed books. Translations from the 2nd Italian ed. Chicago, A.L.A., 1948.

(৫) The Prussian Instructions ; translated from the 2nd ed, Ann arbor, University of Michigan Press, 1938.

ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে জাতীয় সূচিকরণ 'কোডের' প্রচলন আছে।

এ. এল. এ. রুল আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের বাফেলো সম্মেলনে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গৃহীত হয়। ঐ বছর Library Journal (v. 8. p. 251–54) এবং Cutter-এর Rules for a dictionary catalog এ (3rd ed. 1891) প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ রুল নির্মাণে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক Panizzi-র British Museum Rules (of 1841)। ১৯০৮ সালে ঐ কোডের প্রথম পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কোডের বিভিন্ন ধারার সংশোধন প্রয়োজন বোধ হওয়ায় ১৯৪৯ সালে Clara Beetle-র সম্পাদনায় ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(ব্রিটিশ) লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের রুল ১৮৮৩ সালে লিভারপুল সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম রুল ও বডলিয়ান লাইব্রেরী রুলের সাথে প্রকাশিত হয়। ১৯০২ সালে বার্মিংহাম সম্মেলনে সূচিকরণের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদক নির্বাচিত হন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক Mr. Jast। এ. এল. এ. ১৯০০ সালে সূচিকরণের ধারা সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। মেলভিল ডিউই যখন জানতে পারেন যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে (ব্রিটিশ)

লাইব্রেরী এসোসিয়েশন একটি কমিটি গঠন করেছেন, তিনি প্রস্তাব করলেন সমস্ত ইংরেজী ভাষাভাষী দেশের জন্য একটি "কোড" বা নিয়মাবলী গৃহীত হওয়া উচিত। প্রধানতঃ এই প্রচেষ্টার ফলেই এ. এ. কোড বা জয়েণ্ট কোডের সৃষ্টি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ. এল. এ. এবং (ব্রিটিশ) লাইব্রেরী এসোসিয়েশন একমত হতে পারেন নি এবং কোডে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দুটি কোডেরই উদ্দেশ্য হ'ল আভিধানিক সূচিতে (Dictionary catalogue) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থের গ্রন্থকার (author) এবং আখ্যার (tittle) নামে সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ (integrated) সূচি প্রস্তুত করার নির্দেশাবলী দেওয়া। ডাঃ রঙ্গনাথনের ক্লাসিফাইড ক্যাটালগ কোড হ'ল বর্গীকৃত সূচির (classified catalogue) নিয়মাবলী। আভিধানিক সূচির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমে আসছে এবং বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহে বর্গীকৃত সূচির জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান আলোচনা আভিধানিক সূচিকে কেন্দ্র করে হওয়ায় ডাঃ রঙ্গনাথনের বর্গীকৃত সূচি আলোচনার বাইরে রাখা হল।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের সূচি (catalogue) প্রচলিত আছে : ১) গ্রন্থাগার সমূহের সূচি (Library catalogue) অধিকাংশ গ্রন্থাগার এ. এ. কোড বা এ. এল. এ. কোড বা ক্লাসিফাইড কোড অনুসারে সূচি নির্মাণ করে। কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থগারে (যথা ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইত্যাদি) নিজস্ব পদ্ধতির (Practice) প্রচলন আছে (২) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (National bibliography)—যথা ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (B.N.B.) ও ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (I.N.B.) ইত্যাদি (৩) পুস্তক ব্যবসায়ীদের সূচি সমূহ (Trade Bibliography)—যথা Books in Print, Cumulative Book Index, Cumulative Book List, Reference Catalogue of Current Literature ইত্যাদি। (৪) বিভিন্ন বিষয় ও গ্রন্থকারের উপর পঞ্জী বা সূচি (Subject and author bibliography) যথা Winchell's Guide to Reference Books, Cambridge Bibliography of English Literature, Gandhiana ইত্যাদি।

সূচিকরণের ছাত্রদের নিকট সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল বিভিন্ন ধরণের ধারা ও পদ্ধতির মধ্যে কি ভাবে সংগতি ও সামঞ্জস্য আনা যায়, কি ভাবে অসংগতি ও বৈপরীত্য দূর করা যায়। তা ছাড়া আরও যে সব সমস্যা রয়েছে তা হ'ল : মুখ্য সংলেখ (main entry) নির্বাচনের সমস্যা অর্থাৎ গ্রন্থকার সংলেখ (author entry) ও আখ্যা সংলেখ (title entry) নির্বাচনের সমস্যা, যৌথ সংস্থা বা সংগঠনের ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনের সমস্যা, শীর্ষান্তর সংলেখ (reference entry) ও অতিরিক্ত সংলেখ (added entry) নির্মাণের সমস্যা, ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনের সমস্যা : নাম মূল (Personal name বা Fore name) বা নামান্ত (Surname বা Family name) সংলেখ উপাদান (entry element) হিসেবে গৃহীত হবে কিনা? ভারতীয় নামান্ত

(surname বা Forename) কি পদ্ধতিতে, কি নীতিকে কেন্দ্র করে প্রমাণীকরণ (standardization) ও রূপান্তরিত (transliteration) করা হবে ? অনামা গ্রন্থ (anonymous works), ধর্মীয় গ্রন্থ (sacred books), অনুক্রমিক প্রকাশন (serial publication) প্রভৃতি প্রকাশনের সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনের সমস্যা। এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত ধারা সমূহ (Rules) এই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে অসংগতি রয়েছে—আর আছে প্রমাণীকরণের অভাব। জ্ঞানের রাজ্যে আজ আর কোন দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ভাষা ভেদ নাই। পাঠ্যবস্তুর যথার্থ নির্দেশিকা হিসেবে সুবিন্যস্ত পূর্ণাংগ সূচির (integrated catalogue) প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে ইফ্‌লা (I. F. L. A.—International Federation of Library Associations) ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, জাতীয় বিশেষজ্ঞ, জাতীয় ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণের জন্য ১৯৫৯ সালের ২০—২৫শে জুলাই লন্ডনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সভা হয়। সভায় স্থির হয় যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে "The International Conference should be concerned with questions relating to the alphabetical catalogue of author and title. The aim should be to reach definite agreement on basic principles governing the choice and form of entry in the alphabetical catalogue"

আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে সূচিকরণের এই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক Seymour Lubetzky তাঁর দুটি গ্রন্থে :

1. Code of cataloguing rules, author and title entry. An unfinished draft ; with an explanatory commentary by Paul Dunkin. Washington, A. L. A , 1960.

2. Cataloguing rules and principles ; a critique of the A. L. A. rules for entry and a proposed design for their revision. Washington, Library of Congress, 1954.

Lubetzky অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন : "Whoever embarks on a study of the development of our cataloguing rules, from their spectacular trial before a royal commission and their brilliant defence by Panizzi in 1849 (Report of the Commission appointed to inquire into the constitution and Government of the British Museum. London, 1850) to the appearence of the 'A. L. A. Cataloging Rules for author and title entries' in 1949, a round century later,

can not fail to be impressed with the broad knowledge, keen thinking, and fruitful imagination which the founders of the rules have brought to the profession of cataloging. At the same time, one can hardly view with equanimity and continuous proliferation of the rules, their growing complexity, and the obscurement of the objectives and design of the code as a whole. One is impelled to ask : Are all these rules necessary ? Are all the complexities inevitable ? Is there an underlying design which give our code unity and purpose" (Cataloging rules and Principles, p. 1)

উপরে উল্লিখিত ঐ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য Lubetzky এ. এল. এ কোডের একটির পর একটি ধারা তুলে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করেছেন আর প্রশ্ন তুলেছেন ঃ এই ধারার (rule) প্রয়োজনীয়তা আছে ? ইহা কি সংহিতার (code) অন্যান্য ধারার (rule) সাথে যথার্থভাবে সংশ্লিষ্ট ? ইহা কি অন্যান্য ধারার (rules) উদ্দেশ্য ও নীতির সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে রচিত হয়েছে ? এই অনুসন্ধান দেখাবে আমাদের সংহিতার (code) কাঠামোর দুর্বলতা। Lubetzky শুধু সংহিতার (code) অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি, আগামী দিনে যে সংগতিপূর্ণ সংহিতা তৈরী হবে তার উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আমাদের সূচিকরণ সংহিতার (Cataloguing code) বিভিন্ন ধারার দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত। তাঁর মতে "The first objective is to enable the user of catalog to determine readily whether or not the libraey has the book he wants. The catalog is constantly searched by many readers and members of the staff, and the quicker this information can be found the better the catalog. The second objective is to reveal to the user of catalog under one form of author's name, what works the library has by a given author and what editions or translations of a given work. Many users of the library, particularly scholars and students, require this infornotion which otherwise might have to be gathered laboriously from various parts of the catalog." (Cataloging Rules and Principles, p. 36). Lubetzky-র এই সমালোচনা ইফলা সম্মেলন উপলক্ষে রচিত অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষিত হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী সম্মেলনেও Lubetzky নির্ধারিত নীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে।

সূচিকরণের উপর এই সম্মেলন উপলক্ষে ইফলা দেশ বিদেশের সূচিকরণ বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে সংগঠিত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এই প্রবন্ধ সমূহের কয়েকটি আমাদের দেশেও এসেছে। সূচিকরণের ছাত্রদের এই প্রবন্ধগুলির যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধমালার প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসার গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক Andrew D. Osborn। প্রবন্ধটির নাম হ'ল : Relation between cataloguing principles and principles applicable to other forms of bibliographical work. Osborn গ্রন্থাগার সূচি (Library catalogue), জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (National bibliography) ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের সূচি (Trade bibliography) সমূহ একে অপরকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং এই সব সূচির মধ্যে প্রমাণীকরণ ও সংগতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। জার্মানীতে জাতীয় গ্রন্থাগারের সূচি হ'তে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নির্মিত হওয়ায় এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সূচি ও ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির (B.N.B.) সূচিতে অনেক পার্থক্য আছে। এই ধরণের পার্থক্য সর্বত্র। কিউ-মুলেটিভ বুক ইণ্ডেকস্ (C.B.I.) ও লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেসের (Library of Congress) সূচিতে অনেক পার্থক্য ও অসংগতি আছে। Lubetzky ও Osborn এর মতে প্রুসিয়ান ইনস্ট্রাকসন, এ. এ কোড এবং ততোধিক এ. এল. এ কোডে খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হবে। তাদের মতে এই সব বিস্তৃত "technicalities" পরিত্যাগ করলে সকলকে একটি নীতিতে একত্রিত করা যাবে।

Osborn তাঁর প্রবন্ধে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরে সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনে অসংগতি ও বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক) The Life and Minor works of George Peele. by David H. Horne. New Haven, Yale University Press; London, Oxford University Press. 1952।

এই বইটির সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনে অসংগতি ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন।

সূচি (Catalogue)	সংলেখ উপাদান (Entry element)
(১) Yale University Press Catalogue—	Horne, David H. (আর কোন অতিরিক্ত সংলেখ (added entry) নাই)
(২) Oxford University Press Catalogue—	The Life and minor works of George Peele (আখ্যার নামে) (Peele-এর নাম নির্ঘণ্টে (Index) আছে)
(৩) Library of Congress—	Horne, David H. এবং বিষয় সংলেখ (subject entry)। (Peele-এর নামে কোন অতিরিক্ত সংলেখ নাই)

(৪) British National Bibliography—	Peele, George (জীবনীই প্রধান ধরা হয়েছে। Horne-এর "minor works"-এর জন্য অতিরিক্ত সংলেখ করা হয় নি)
(৫-৭) Books in Print English Catalogue Reference Catalogue of current Literature—	Horne, David H. (Peele-এর নামে অতিরিক্ত সংলেখ নাই)
(৮) Cumulative Book List—	Horne, David H. (Peele-এর নামে অতিরিক্ত সংলেখ আছে)

(খ) The Scottish Economy. A Statistical account of Scottish Life. By members of the staff of Glasgow University. Edited by A. K. Cairncross. Cambridge University Press, 1954. অসংগতি লক্ষ করুন :

সূচি (Catalogue)	সংলেখ উপাদান (Entry element)
(১) Cambridge University Press Catalogue—	Publication of the Department of Social and Economic Research, University of Glasgow. Social and Economic Studies. General Editor : A. K. Cairncross. (অনুক্রমিক তালিকা বা series-এর অধীনে)
(২) Library of Congress—	Glasgow. University. (যৌথ শীর্ষের (corporate heading) অধীনে ; তবে আরও নির্দিষ্ট "Glasgow. University. Dept. of Social and Economic Research" ব্যবহার করা হয় নি)

(৩-৭) British National Bibliography
Cumulative Book Index
Books in Print — Cairncross, A.K., *ed.*
English Catalogue
Reference Catalogue of
Current Literature

(গ) Murray, Sir James Augustus Henry, ed. A New English Dictionary of Historical Principles-র সরকারী ভাবে স্বীকৃত একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হ'ল The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles ; prepared by W. Little, H. W. Fowler, S. Coulson ; Revised and Edited by W. Little. ঃ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করুন ঃ

Library of Congress
Winchell's Guide to Reference Books — Murray-র নামে (যদিও আখ্যা পৃষ্ঠায় (title page) এই নামের উল্লেখ নাই)
B. N. B.
Malcle's ও অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী — আখ্যার (title) নামে

"The Concise Oxford Dictionary of Current English, adopted by H.W. Fowler and F.G. Fowler from the Oxford Dictionary" গ্রন্থটি যদিও ' Shorter"-এর ন্যায় Murray-র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (abridgement), এর ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরণের নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা ঃ

Library of Congress
Books in Print — Fowler-র নামে
Reference Catalogue of
Current Literature
B. N. B.
ও — আখ্যার (title) নামে
Malcle's

(ঘ) **প্রচলিত শীর্ষকে (customary headings) আমরা প্রাধান্য দেব কিনা ?**

Lubetzky-র খসড়া প্রস্তাবে এ সম্পর্কে নূতন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা ঃ

"A person commonly identified by a name other than his real name is entered under that name" (Rule 15) ; If the name is used both in full, and in abbreviated form, entry under the full name is preferred, except when the full name is long and the abbreviated form

is most frequently used and better known (Rule 28b, প্রচলিত শীর্ষ Unescoকে United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationর পরিবর্তে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে) ; a corporate body commonly identified by a conventional name is entered under this name" (Rule 32b) এবং "a country, state, province or other jurisdiction which is generally known by a conventional name is entered under this name" (Rule 46).

প্রচলিত শীর্ষের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হ'ল একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নাম যদি একইভাবে পরিচিত থাকে, আমরা কোনটি নেব ? যথা, "George Bernard Shaw", "Bernard Shaw", "G. B. S."। এসব ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত তালিকার প্রয়োজন আছে কিনা ?

(৬) সরকারী প্রকাশনের (Government Publication) শীর্ষ (Heading) সম্পর্কে—

সরকারী প্রকাশন সম্পর্কে এ. এ. কোড (ধারা নং ৫৮) এবং এ. এল. এ. কোড (ধারা নং ৭২) দুই ক্ষেত্রেইনির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশ, রাজ্য, সহর ইত্যাদির অধীনে রাখার জন্য এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হতে যে সব গ্রন্থ প্রকাশ হয়ে থাকে ঐ সব গ্রন্থ নির্দিষ্ট দেশ, রাজ্য ও সহরের নির্দিষ্ট বিভাগের অধীনে রাখা হবে। কিন্তু এর ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। Library of Congress যদি কোন গ্রন্থের রচয়িতা হয় তাহলে ঐ গ্রন্থটিকে সূচিকরণের নিয়ম অনুযায়ী U. S. Library of Congressর অধীনে রাখা হবে। কোন নির্দিষ্ট পাঠককে ঐ গ্রন্থ পেতে হলে U.S. Govt.-র বিভিন্ন বিভাগের অধীন অসংখ্য কার্ড ঘেঁটে তবে নির্দিষ্ট শীর্ষে (Heading) পৌঁছবেন। অথচ Library of Congressর অধীনে রাখলে পাঠক অনেক সহজে নির্দিষ্ট সূচীতে পৌঁছতে পারবেন ।। Osborn-এর মতে "The only possibility of reconcillation would be for libraries to decide that the form of name to use for government bodies would be 'Department of Agriculture', 'Patent Office', or 'Reichstag', followed when necessary for purposes of distinction by the name of the country, state, etc. Adoption of this practice would be in keeping with Lubetzky's general desire to call institutions by their name (Rure 27) and his acceptance of 'Library of Congress' in place of the former U.S. Library of Congress" (IFLA paper no. 1)

Osborn-র প্রবন্ধে যে সব বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে তা হ'ল :

(১) গ্রন্থপঞ্জী, পুস্তক ব্যবসায়ীদের সূচি, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি গ্রন্থাগার সূচির (Library Catalogue) নীতি নির্ধারণে প্রভাবান্বিত করবে কিনা ?

(২) এই ধরণের প্রভাব যদি গৃহীত হয় তবে তা একজন পাঠককে সহজে ও দ্রুতভাবে পাঠ্যবস্তু খুঁজতে ও পেতে সাহায্য করবে কিনা ?

(৩) মুখ্য সংলেখ (Main entry) নির্ধারণে প্রচলিত প্রথা (Custom) তত্ত্বগত ভিত্তির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করবে ?

(৪) কিভাবে প্রচলিত (customary) বা "সাধারণভাবে স্বীকৃত" (generally accepted) প্রথা স্থির হবে ?

(৫) আখ্যা পৃষ্ঠায় (Title page) যদি গ্রন্থকারের নামের আগে by' বা সমতুল্য কথা ('par', 'von') থাকে তবে তাকে সংলেখ উপাদান (Entry element) করা হবে, না গ্রন্থের বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে শীর্ষ (Heading) নির্ধারিত হবে ?

সম্মেলন উপলক্ষে প্রবন্ধমালার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হ'ল : The Function of the Main Entry in the alphabetical Catalogue. লিখেছেন তিনজন : Seymour Lubetzky (পরিচয় অনাত্র), Eva Verona (যুগোশ্লাভিয়ার জাগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত গ্রন্থ বিভাগের প্রধান), Leonard Jolley (পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক)। তিনটি প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে Lubetzky ও Veronaর প্রবন্ধ দু'টি। এই প্রবন্ধ তিনটি রচিত হয়েছে ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির লণ্ডন বৈঠকের প্রস্তাব অনুযায়ী। ঐ প্রস্তাবে সূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"(a) that the catalogues must serve two purposes :

(i) to locate a particular publication by its author's name or its title as given in the publication ;

(ii) to bring together entries for all editions and translations of one work and all works of one author ;

(b) that the catalogue will consist of a main entry for each item with added entries and references where necessary"

এই প্রবন্ধের যে সব প্রশ্নের উপরে মতামত চাওয়া হয়েছে তা হ'ল :

(১) যখন সূচির দু'টি উদ্দেশ্য (উপরে উল্লিখিত) একটি সংলেখের (entry) মাধ্যমে সোজাসুজিভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, তখন কোন উদ্দেশ্যটি মুখ্য সংলেখে (main entry) সার্থক করার চেষ্টা করা হবে ?

(২) সূচিকরণে ও তালিকা প্রস্তুতকালে "প্রতিটি গ্রন্থের জন্য একটি সংলেখের (entry) প্রয়োজনীয়তা" এই নীতি কি মুখ্য সংলেখ (main entry) নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করবে ?

(৩) অধিকাংশ পাঠক ঠিক যে গ্রন্থটি চায় সেই গ্রন্থটির যথাযথ নির্দেশ দেওয়াই কি মুখ্য সংলেখের (main entry) প্রধান কর্তব্য ?

(৪) পাঠকদের অনুসন্ধান ও চাহিদার উদ্দেশ্য কি বিশেষ একটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে হয়, না বিশেষ একটি গ্রন্থের সংস্করণকে কেন্দ্র করে হয় ?

(৫) একটি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণসমূহ একটি সংগতিপূর্ণ অবিরত শীর্ষের (Uniform constant heading) অধীনে আনলে কি পাঠকদের এই অনুসন্ধান সহজসাধ্য হবে ?

(৬) যখন গ্রন্থকারের নামের জন্য একটি সংগতিপূর্ণ শীর্ষ (Uniform heading) ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন বিভিন্ন নামে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থসমূহ কি একই নামের অধীনে আনা হবে অথবা বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থের সাথে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য ভিন্ন নামের অধীনে আনা হবে ?

(৭) যখন কোন গ্রন্থের আখ্যাকে (title) সংগতিপূর্ণ শীর্ষ (Uniform heading) হিসেবে নির্বাচন করা প্রয়োজন হয়, তখন নীতিগতভাবে ঐ গ্রন্থটি কি মূল আখ্যার (original title) অধীনে হবে অথবা যে স্থানে সূচিকরণ করা হচ্ছে সে স্থানে বিশেষ সময়ে যে আখ্যাটি (title) প্রচলিত আছে তার অধীনে হবে ?

ইফলা সম্মেলন উপলক্ষে সপ্তম আলোচ্য প্রবন্ধ লিখেছেন Roger Pierrot (প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশনালের তত্ত্বাবধায়ক)। প্রবন্ধটির বিষয় হ'ল : Entry of anonymous works under standard or Form of Titles। ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির লন্ডন বৈঠকে (১৯৫৯) অনামা প্রকাশন (anonymous works) সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয় :

"(1) choice of headings for anonymous works issued under varied titles

(2) use of form-headings and form sub-headings for certain types of publications"

অনামা প্রকাশন (anonymous works) সূচিকরণের একটি বিশেষ সমস্যা। এ. এ. কোড (নং ১১২) এবং এ. এল. এ. কোড (নং ৩২) উভয়ই যখন অনামা প্রকাশনের (anonymous works) গ্রন্থকার জানা যায় তখন গ্রন্থকারের নামে মুখ্য সংলেখ (main entry) এবং আখ্যার (title) নামে অতিরিক্ত সংলেখের (added entry) সুপারিশ করেছেন। যখন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যাবে না তখন আখ্যার (title) নামে মুখ্য সংলেখ (main entry) হবে।

এই প্রবন্ধটিতে যে সব প্রশ্নের উপর মতামত চাওয়া হয়েছে তা হ'ল :

যে সব অনামা প্রকাশনের আখ্যা পরিবর্তিত হয়

(১) যদি ধরে নেওয়া হয় যে একটি গ্রন্থের সব সংস্করণ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার বিভিন্ন সংলেখসমূহ (entries) একটি শীর্ষের (Heading) অধীনে হবে, তা হলে এই শীর্ষ (Heading) কি হবে ?—

(ক) যে সব গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন আখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—সেই ক্ষেত্রে ?

(খ) অনুবাদের ক্ষেত্রে—নূতন, বা অনূদিত আখ্যার (translated titles) ক্ষেত্রে ?

(গ) যে সব গ্রন্থের উৎপত্তি সন্দেহজনক, অথচ বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ, সংস্করণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এমন ধরণের গ্রন্থের ক্ষেত্রে ? (অর্থাৎ অনামা গ্রন্থের ক্ষেত্রে ?)

(২) অনামা ধ্রুপদী সাহিত্যের (anonymous classics) শীর্ষ (Heading) নির্বাচনের জন্য কোন প্রামাণ্য ও সংগতিপূর্ণ তালিকার প্রয়োজন আছে কি না ?

প্রকার বা রূপ শীর্ষ (Form headings)

(৩) অনুবর্ণ (alphabetical) গ্রন্থকার—আখ্যা সূচিতে (author-title catalogue) এক ধরণের বিশেষ প্রকাশন যার কোন নির্দিষ্ট (distinctive) আখ্যা (title) নেই, সেই সব ক্ষেত্রে রূপ শীর্ষ (Form headings) প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ?

(৪) যদি তাই হয় (৩ নং) কোন ধরণের গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে ?

(৫) যদি না হয় (৩ নং) তবে ঐ ধরণের গ্রন্থের সূচী নির্মাণের জন্য অন্য কোন প্রস্তাব করা যেতে পারে কি ?

সম্মেলনের জন্য অষ্টম আলোচ্য প্রবন্ধ লিখেছেন Paul S. Dunkin (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক)। অনুক্রমিক প্রকাশনের (Serial Publication) ক্ষেত্রে প্রুশিয়ান ইনস্ট্রাকসন (Prussian Instruction) সব সময়েই আখ্যার (title) অধীনে সংলেখ (entry) সুপারিশ করেছে। অপরদিকে এ্যাংলো-আমেরিকান পদ্ধতি (A. A. Code এবং A. L. A. Code উভয়ই) আখ্যার অধীনে সংলেখ (entry) সুপারিশ করলেও, যে সব অনুক্রমিক প্রকাশন (Serial Publication) যৌথ সংস্থা হতে উদ্ভূত তাদের ক্ষেত্রে ঐ সংস্থার অধীনেই সংলেখের (entry) সুপারিশ করেছে। কিন্তু উভয় কোডেরই দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে আখ্যা (title) পরিবর্তনের সাথে সাথে। এ. এল. এ. কোডে (Rule 5c) সুপারিশ করা হয়েছে সর্বশেষ আখ্যার (latest title) অধীনে, এ. এ. কোডে (Rule 121) সুপারিশ করা হয়েছে প্রথম আখ্যার (first title) অধীনে, প্রুশিয়ান ইনস্ট্রাকসনে (Rule 227—229) সুপারিশ করা হয়েছে প্রথম এবং পরিবর্তিত আখ্যার (first and successive titles) অধীনে। ডঃ রংগনাথনের ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ্ কোডে (Rule 7D42) প্রতিটি পরিবর্তিত আখ্যার অধীনে সংলেখের (entry) সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিটি সংলেখে (entry) অনুক্রমিক প্রকাশনের ইতিহাস এবং গ্রন্থাগারে তার কি কি সংখ্যা আছে (Holdings)

তার বর্ণনা দেবে। ডাঃ রংগনাথনের নীতি সব উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করবে, কিন্তু প্রতিটি অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) জন্য অনেকগুলি মুখ্য সংলেখ (main entry) করতে হবে।

Dunkin-এর প্রবন্ধে যে সব প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছে তা হ'ল :

যে সব অনুক্রমিক প্রকাশনের (serials) আখ্যা (titles) পরিবর্তিত হয় সে সব ক্ষেত্রে সংলেখ (entry) নির্বাচন সম্পর্কে

(১) মুখ্য সংলেখ (main entry) কার অধীনে হবে ?

(ক) প্রথম আখ্যার (earliest title) অধীনে ?

(খ) সর্বশেষ আখ্যার (latest title) অধীনে ?

(গ) অথবা মুখ্য সংলেখ (main entry) প্রতিটি পরিবর্তিত আখ্যার (successive title) অধীনে ?

(২) প্রথম প্রশ্নের (গ)র সম্মতিসূচক কি একটি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ একটি সংগতিপূর্ণ শীর্ষের (uniform heading) অধীনে আনার নীতির বিরুদ্ধে নয় ?

(৩) সূচিকরণে অর্থ, সময় ও লোকজনের অভাব কি ১নং প্রশ্নের উত্তর কে প্রভাবান্বিত করবে ?

যৌথ সংস্থা হ'তে উদ্ভূত অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) সংলেখ (entry) সম্পর্কে

(৪) বিশেষ নীতি অনুযায়ী কি অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) সূচিকরণ করা উচিৎ অথবা অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যদি যৌথ গ্রন্থকারের (corporate authorship) নীতি গৃহীত হয়ে থাকে সে অনুযায়ী সূচিকরণ হওয়া উচিত ?

(৫) যৌথ গ্রন্থকারের (corporate authorship) নীতি কি বিশেষ এক শ্রেণীর অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ?

(৬) যদি তাই হয় (৫ নং) তবে ঐ শ্রেণীর অনুক্রমিক প্রকাশন (serial publication) কিভাবে নির্ধারিত হবে ?—(ক) অনুক্রমিক প্রকাশনের আখ্যা (title of serial publication) অনুযায়ী (নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট) ? (খ) অথবা অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) অন্তর্গত বিষয় অনুযায়ী (যথা, যৌথ সংস্থার কর্মধারাকে বর্ণনা করছে ইত্যাদি)

(৭) যৌথ গ্রন্থকারের (corporate author) প্রায়শ নাম পরিবর্তনের জন্য অনুক্রমিক প্রকাশনের (serial publication) কি আখ্যার (title) নামে সংলেখের (entry) প্রয়োজন আছে ?

সম্মেলনের আলোচনার জন্য নবম প্রবন্ধ লিখেছেন Ruth C. Eisenhart (নিউ-ইয়র্কের ইউনিয়ন থিওলজিকাল সেমিনারির গ্রন্থাগারিক)। প্রবন্ধটি আখ্যা হ'ল : Cataloguing of Liturgies and Religious Texts in the Alphabetical Catalogue। ধর্মীয় গ্রন্থের এই সমস্যাটি অবশ্য মুখ্য সংলেখ (main entry) ও যৌথ গ্রন্থকারের

(corporate author) সমস্যার সাথে সংযুক্ত। Eisenhart অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন তার মধ্যে প্রধান হ'ল : ধর্মীয় পুস্তককে কিভাবে দেখা উচিৎ—যৌথ গ্রন্থকারের প্রকাশন বা অনামা প্রকাশন ইত্যাদি ?

এ ছাড়াও 'ইফলা' সম্মেলন উপলক্ষে আরও কয়েকটি আলোচ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এই প্রবন্ধমালার কয়েকটি এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি।

ভারতীয় নামের সমস্যা

ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির লণ্ডন বৈঠকে স্থির হয় যে আরও কয়েকটি "বিশেষ সমস্যা" নিয়ে আগামী সম্মেলনে বিশেষ আলোচনা হবে। ইফলার প্রস্তাব অনুযায়ী এই বিশেষ সমস্যার একটি হ'ল "Special Study of deferent types of non-European names, particularly Islamic names, and the various groups of Indic names"। এ ছাড়াও এই ধরণের নামের বিশেষ অনুধাবনের প্রস্তাব করা হয়েছে : "With a view to Co-ordination of the forms of these names used in catalogues should be carried out with the help of special working groups drawn from the countries and regions concerned"। ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির লণ্ডন বৈঠকে প্রাচ্যদেশীয় লেখকদের নামের প্রশ্নে আলোচনার জন্য যে প্রশ্নটি তুলে ধরা হয় তা হ'ল "On what principles should different types of oriental names be incorporated in catalogue using the Roman alphabet ?" প্রস্তুতি কমিটি ভারতে এই সম্পর্কে আলোচনার নির্দেশ দেন।

ভারতীয় নামের এই সমস্যা অত্যন্ত জটীল। এ. এল. এ. কোড (Rule 70), এ. এ. কোড (Rule 54) এবং ক্লাসিফাইড ক্যাটালগ কোড (Rule 1212 of 1934ed.) —যেভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে তা অনেক ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের কাছে মনঃপুত নয়। এইসব কোড প্রধানতঃ বংশগত নামকে প্রারম্ভিক শব্দ (Starter word) করার সুপারিশ করেছে। ভ্যাটিকান কোড ও প্রুসিয়ান ইন্সট্রাক্সনেও এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য নামের দৃষ্টিভংগী থেকে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। অধিকন্তু সমস্যাটি সম্পর্কে এইসব কোডে বিস্তৃত অনুধাবনও হয়নি। বহুভাষাভাষী এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্তমানে এই সমস্যাটি বিচার করা হচ্ছে। প্রমাণীকরণের কোন চেষ্টা হয়নি।

সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজে সাহায্য করার জন্য ইয়াসলিকের (Indian Association of Special Libraries and Information Centres, Calcutta) উদ্যোগে ৩০শে—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ ও ১লা জানুয়ারী, ১৯৬১ তারিখে কলিকাতায় ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ও সূচিকরণ বিশেষজ্ঞদের

এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন এবং পরিচালনা করেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডাঃ শুক্লা। ইয়াসলিকের এই সেমিনারে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ

(১) বহু ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত নাম, বংশগত নাম বা উপাধি, সম্মানসূচক নাম (Honorific name) ইত্যাদির উৎপত্তি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ;

(২) ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান (entry element) বা প্রারম্ভিক শব্দ (Starter word) কি হবে ?—ব্যক্তিগত নাম Personal name) ?—বংশগত নাম বা উপাধি (Family name বা Surname) ?—বা উভয়ই (ক্ষেত্রবিশেষে) ?

(৩) ভারতীয় বংশগত নামের (Family name বা Surname) যে বিভিন্ন বিকৃতিকরণ (distortion) বা রূপান্তরিতকরণ (transliteration) হয়েছে—সে ক্ষেত্রে কোন প্রমানীকরণ (standardisation) সম্ভব কিনা ?

(৪) ভারতীয় ভাষায় সূচিকরণ বিষয়ের বিভিন্ন ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ তৈরী করা।

সম্মেলন উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থিত করেন জাতীয় গ্রন্থের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত। প্রবন্ধের বিষয় বস্তু ছিল Rendering of indic name of person in Catalogning entries। অন্যান্য প্রবন্ধ লেখেন কে. এস. হিংওয়ে (Standardiration of Maharashtrian surnames), কে. আর. রাও (Indic family names. cast names or surnames), এম. বালসুব্রামানিয়ান (Rendering of South Indian names appearing on the title pages of works in Roman Alphabets), সি. ভি. সুব্বারাও (Cataloguing Andhra authors : A study) প্রভৃতি।

বিনয় সেনগুপ্তের প্রবন্ধে ভারতীয় নামের সংলেখ শব্দ (entry word) বা প্রারম্ভিক শব্দ (starter word) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Lubetzkyর খসড়া কোডটি থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"A personal name with a surname is normally entered under the surname..... In such a catalog it is generally appropriate and practicable to represent an authar, personal or corporate, under the vernacular form of the name, and work under its original title—simply because in many cases there well be no translated form or there will be various translated forms—with some exceptions specified in the rules. In a catalog of a library limited to materials in a particular language, the name or title by which an author or work is known in that language may be prefered". শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত আন্তর্জাতিক সংগতিপূর্ণ সূচির (International integrated catalogne) দিকে লক্ষ রেখে প্রস্তাব করেছেন যে সব ভারতীয় গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে বংশগত নাম, উপাধি অথবা কোন শব্দ বা

শ্রীমতী ক্রুগারের ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ

কলিকাতা ইউ. এস. আই. এস. (USIS) গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টর শ্রীমতী রুথ সি ক্রুগার পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার মহলে সুপরিচিতা। জানা গেল তিনি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লেবাননের রাজধানী বিরুটে অনুরূপ পদের কর্মভার গ্রহণ করবেন।

১৯২৩ সালে স্নাতক উপাধি প্রাপ্তির দু' বছর পর দক্ষিণ ডাকোটা নিবাসী শ্রীমতী ক্রুগার স্টেট টিচার্স কলেজ থেকে গ্রন্থাগার শিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবং আরও বছর দশেক পর তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পাশ করেন।

শিক্ষিকার কাজে তাঁর কর্মজীবনের সুরু ; তারপর বিভিন্ন কলেজে গ্রন্থাগারিকতার কাজ এবং গ্রন্থাগার শিক্ষণে অধ্যাপনার কাজও করেন।

ইউ. এস. আই. এস.-এ যোগদান করে শ্রীমতী ক্রুগার প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল এবং পরে তাইপেতে কিছুকাল কাটান। '৫৭ সাল থেকে তিনি কলকাতায় কর্মরত রয়েছেন। এদেশের গ্রন্থাগার তৎপরতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও সহানুভূতি এখানকার গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় করে তুলেছিল।

সম্প্রতি এক চা-চক্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শ্রীমতী ক্রুগারকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। তাঁর জায়গায় শ্রীমতী আর্নাডেল রাইলি নিযুক্ত হয়েছেন।

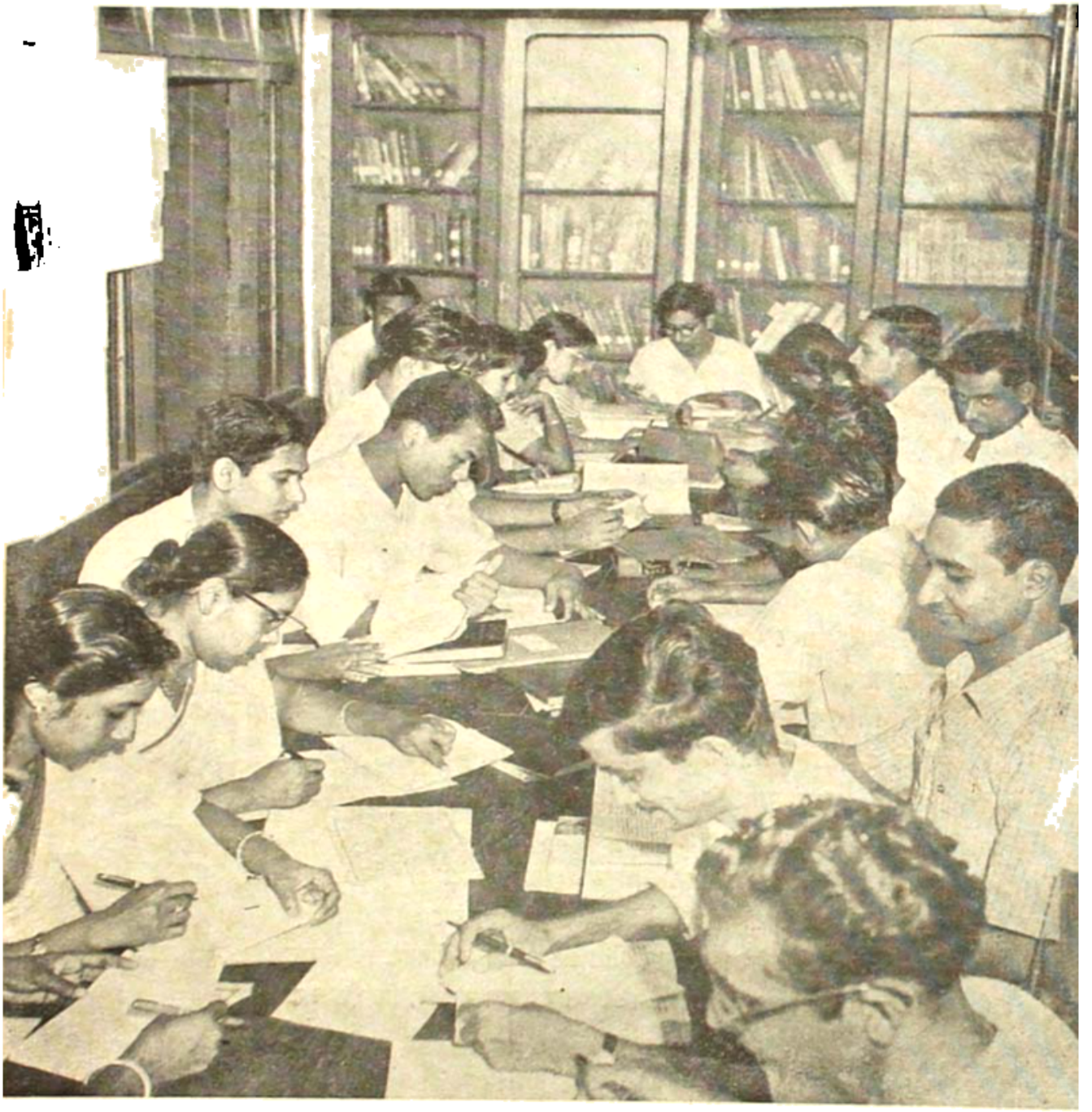

পরিষদ কার্যালয়ে স্থান সংকুলানের প্রশ্ন ইদানিং অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। চিত্রে পরিষ
গ্রন্থাগারের একটি দিক দেখা যাচ্ছে।

শব্দগুচ্ছ যদি পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে ঐ শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে সংলেখ উপাদান (entry element) রূপে গ্রহণ করা উচিত।

এই মতামত ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে :

(১) আন্তর্জাতিক কোড কি জাতীয় প্রথা বিসর্জন দিয়ে তৈরী হবে ?

(২) আন্তর্জাতিক কোডের ধারাগুলিকে শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলির ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রথাকে কেন্দ্র করেই হবে ?

(৩) অধিকাংশ ভারতীয় ব্যক্তিগত নামে পরিচিত। এই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'বংশগত নাম' বা 'পদবী'কে যদি সংলেখ উপাদান (entry element) হিসেবে গ্রহণ করা হয় তা সূচিকরণের মূল নীতি—'পাঠকেরা যে নামে একটি গ্রন্থ সূচিতে খুঁজবে'—সেই নীতির বিরুদ্ধাচারণ হবে না ?

(৪) আন্তর্জাতিক কোড কি জাতীয় কোডসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত নয় ?

(৫) ভারতীয় নামের কোন অংশ—ব্যক্তিগত নাম বা বংশগত নাম—পাঠকদের কাছে অধিক পরিচিত ? কোন অংশকে সংলেখ উপাদান (entry element) হিসেবে নির্বাচন সঙ্গত হবে ?

(৬) প্রাচ্যের সব দেশেই কি গ্রন্থকার "বংশগত নামে" পরিচিত ?

(৭) পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কোডে ভারতীয় নামের যথাযথ বিশ্লেষণ কি করা হয়েছে ?

(৮) একই গ্রন্থাগারে রোমান লিপিতে লেখার জন্য এক নীতি ভারতীয় লিপিতে লেখার জন্য আর এক নীতি—ইহা কি স্ববিরোধী নয় ?

ইয়াসলিক সেমিনারে উপস্থিত অধিকাংশ প্রতিনিধি ব্যক্তিগত নামের অধীনে সংলেখ উপাদান (entry element) নির্বাচনের সুপারিশ করেছেন, যদিও কিছু প্রতিনিধি পদবীর নামে রাখার সুপারিশ করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে নীতির প্রশ্নে উপস্থিত প্রতিনিধিরা একমত হ'ন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় :

"(1) In an integrated Alphabetical Catalogue in Roman Alphabets entries for different works by one and the same author should be brought together under only one specific author heading, regardless of the forms of name he has adopted.

(2) Considering the diverse nature of different cultural and linguistic groups in India it has been expressed unanimously that no practical purpose could be served by having one uniform rule for auther headings ; hence it is decided that different cultural and linguistic groups should have freedom to determine the most potent

part or parts of the names (either the personal name or surname) for the purpose of author heading.

(3) Distinct variant linguistic forms of names of persons having one common etymological origin should be treated as separate names for the purpose of the Alphabetical Catalogue.

(4) Different spellings used for the basically same entry word for an author's name when rendered in Roman alphabets should be standardized and used as such in an Alphabetical Catalogue.

(5) After having decided that standardization of spellings of authors' names should be made in all appropriate cases this Seminar requests the IASLIC immediately to form a committee comprising representatives of the National Library, Indian National Bibliography and experienced librarians and persons specially interested in the subject for finding out ways and means to standardize spellings of authors' names and report within six month to IASLIC.

সেমিনারের অন্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় বংশগত নাম বা পদবির (Surname or Family name) প্রমাণীকরণের জন্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরী হয়, সে কমিটি ইতিমধ্যে প্রমাণীকরণের কাজ সমাপ্ত করেছেন। তাছাড়া ইয়াসলিকের উদ্যোগে ভারতীয় ভাষায় সূচিকরণের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ ও তৈরী করা হয়েছে।

ইফলার আগামী সম্মেলন উপলক্ষে সূচিকরণের বিভিন্ন বিষয়ে যে বিতর্ক চলছে সে সম্পর্কে খানিকটা আভাষ এই প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করেছি। সূচিকরণের ছাত্রদের সমস্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করা যাচ্ছে সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিদ্বয় (শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত ও ডঃ শুক্লা) ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের মতামত যথাযথভাবে ব্যক্ত করবেন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে সার্থক আন্তর্জাতিক কোড প্রণয়নে সহায়তা করবেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে যে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে সে কমিটির বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত স্থির করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সূচিকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে উঠুক। ইফলা সম্মেলন সার্থক হোক।

এই প্রবন্ধে যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি

1. Norris, Dorothy May. A History of Cataloguing and Cataloguing methods, 1939

2. A. L. A Cataloguing Rules for author and Title Entries, 2nd ed. 1949.

3. Cataloguing Rules : Author and Title Entries, L.A. 1958.

4. Ranganathan, S. R.—Classified Catalogue Code, 4th ed. 1958.
5. Cutter, C. A.—Rules for a Dictionary Catalogue.
6. Lubetzky. Seymour—Cataloguing Rules and Principles, 1954.
7. Lubetzky, Seymour—Cataloguing Rules, Author and Title Entry, An Unfinished draft, 1960.
8. I.F.L.A.—International conference on Cataloguing Principles : Working paper No. 1, 2, 3, 4, 7. 8. 9.
9. Resolution of the meeting of I.F.L.A. Working group, held in London, 20th—25th July, 1959.
10. IASLIC—Working papers on the seminar on Indic names.
11. Different articles & news published in L.A.R., Libri, Journal of I.L.A & I A.S.L.I.C. Bulletin, etc.

সূচিকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঃ ভারতে প্রস্তুতিকার্য

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচিকরণের নীতি নির্ধারণের জন্য পারিসে ১৯৬১ সালের শেষে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনা করবার জন্য ইফলার (International Federation of Library Associations) উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে একটি প্রস্তুতি সভা হয়। ঐ সভায় স্থির হয় আগামী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে 'The International conference should be concerned with questions relating to the alphabetical catalogue of author and title. The aim should be to reach a definite agreement on basic principles governing the choice and form of entry in the alphabetical catalogue".

ইহা ছাড়া স্থির হয় যে কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে "বিশেষ অনুধাবন" ও "সাধারণভাবে একমত" হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ঐ ধরণের একটি বিশেষ সমস্যা হল ঃ বিভিন্ন ধরণের অ-ইউরোপীয় নাম, বিশেষ করে মুসলমান নাম এবং বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় নাম। প্রস্তুতি কমিটির সভায় ইহাও স্থির হয় যে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের কর্মীদের সহায়তায় এই ধরণের নামের বিশেষ পরিশীলন হওয়া উচিত। প্রস্তুতি কমিটির সভায় উপস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধিকে (বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত) অনুবাদ সূচিতে (alphabetical catalogue) বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় নামের যথাযথ সংহতি রক্ষার জন্য বিশেষ সমীক্ষার সুপারিশ করা হয়। লণ্ডনের বৈঠকে প্রস্তাবাকারে

কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়। প্রাচ্য দেশীয় 'ব্যক্তিগত নামের' ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তা হ'ল কি নীতির উপর ভিত্তি করে রোমান লিপি ব্যবহৃত সূচিতে প্রাচ্য দেশীয় নামকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ?

ভারতীয় নাম সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যে ইয়াসলিকের উদ্যোগে '৬০ ও '৬১ সালে দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষোক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি, এস, কেশবন এবং সম্মেলনের কার্যকরী অধিবেশনগুলি পরিচালনা করেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডক্টর সি. পি. শুক্লা। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত কয়েকটি দলে বিভিন্ন রাজ্য হতে আগত প্রতিনিধিগণ আলোচ্য প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একটি প্রস্তাব অনুযায়ী রোমানাক্ষরে নামের বানানে বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটিতে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। কমিটি রোমানাক্ষরে নামের বানানগুলি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সূচিকরণে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলির বিভিন্ন ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর (INB) বিভিন্ন ভাষার সহ-সম্পাদকদের নিয়ে ইতঃপূর্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। উক্ত কমিটি তাঁদের চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করেছেন।

এদিকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধগুলির বিচার-বিবেচনার জন্যে স্বতন্ত্র একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধগুলি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি সমিতির লণ্ডন কার্যালয় থেকে বিতরিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। শ্রী সি, পি, শুক্লা দ্বিতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয়জনের যাতায়াত প্রভৃতির ব্যয়ভার লণ্ডনের প্রস্তুতি কমিটি বহন করবেন বলে প্রকাশ।

প্রস্তুতি কমিটির অনুরোধে ভারত ও পাকিস্থানের একটি যুক্ত কমিটি মুসলমান নাম সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে এক চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলকাতায় উভয় দেশের প্রতিনিধিগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

পরিষদ কথা

সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভা

নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্যে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ই-টালী স্কীমের অন্তর্ভুক্ত একখণ্ড জমি কেনবার চেষ্টা করছেন। কিস্তিবন্দীহারে জমির দাম পরিশোধ করার সুবিধা লাভের জন্যে পরিষদ সংবিধানের একটি অংশের সংশোধনের প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে আগামী ২০শে আগষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

পরিষদ কর্মীর অবসর গ্রহণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপরিচিত কর্মী শ্রীঅরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি পরিষদের সেবা করে এসেছেন।

দৈনন্দিন পরিচালন কার্যে তাঁর যে নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা পরিলক্ষিত হত তা এ ধরণের যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে এক মস্ত মূল্যধন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান নিবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষা

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন ও সপ্তাহান্তিক উভয় বিভাগের সমাপ্তি পরীক্ষা একযোগে আগামী আগষ্ট মাসের সতেরো তারিখ থেকে সুরু হচ্ছে। এবছর সর্বসমেত প্রায় ২০০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

নদীয়া

জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১০ই জুন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পঠিত বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে জেলা গ্রন্থাগারের নূতন গৃহের নির্মাণ কার্য শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। ১০৪টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্যসহ জেলা গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা বিগত বর্ষশেষে ৩০০ ছিল। পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে বারো হাজার। গ্রন্থযানের সাহায্যে ২০,৩৪০টি পুস্তক সারা বছরে সরবরাহ করা হয়। গাড়ী মেরামতের জন্যে ৪ মাস পুস্তক বিলি বন্ধ থাকে। জেলার বিভিন্ন থানার সুনির্বাচিত ২০টি গ্রন্থাগার সরকার প্রবর্তিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের গৃহ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির খোলবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

বর্ধমান

গ্রন্থাগারে রাজনীতি

অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ যে গত ২রা আগষ্ট বিজয়চাঁদ গ্রন্থাগারে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায়। প্রারম্ভে পর্ষদ সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনের পর সম্পাদক বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করলে বিধান পরিষদ সদস্য জনাব সাদুল্লা (সি. পি.) একটি বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান যে পশ্চিম জার্মাণীর কোনও এক পত্রিকা যা' সোভিয়েত ও চীনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে তা' গ্রন্থাগারে রাখা হয় কেন ? জেলা কংগ্রেস সদস্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেন যে গ্রন্থাগার রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের ক্ষেত্র নয়। ফলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাকযুদ্ধ ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। শান্তি রক্ষার্থে সভাপতিকে পুলিশের স্মরণাপন্ন হতে এবং পরে সভাভঙ্গ করে দিতে হয়। সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়।

ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে আবৃত্তি-নৃত্য-সংগীত প্রতিযোগিতা

গত ৬ই জুন ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের সম্মুখস্থ স্থায়ী রংগমঞ্চে ঝাড়গ্রাম সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে এক আবৃত্তি-নৃত্য-সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তিতে শ্রীমতী মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও নৃত্যে শ্রীমতী ছায়া ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে মহিলা সদস্যদের অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে মহিলাদের সমাগম

পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগারিক বৃত্তির সম্প্রসারণের তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইদানিং সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার একটি শিক্ষণ কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত করেছেন। পরিষদ শিক্ষণে প্রবেশার্থীদের যে প্রারম্ভিক psychometry test দিতে হয় তাতে দেখা গেছে যে মেয়েদের মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মপ্রবণতা বেশী। এটা প্রত্যক্ষ করেই কলকাতার জনৈক প্রবীন গ্রন্থাগারিক পরিহাস করে বলেন যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে মেয়েদের সমাগম একপক্ষে ভাল—কারণ তাতে বৃত্তির ক্ষেত্রে ততটা সমস্যা দেখা দেয় না। (মেয়েদের অধিকাংশেরই বিয়ে থা' হয়ে গেলে তাদের ঘর সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াটাই কি তার কারণ)? সম্প্রতি বিলেতে অনুরূপ কারণ কিন্তু ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। হাউস অব কমন্সে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীকেনেথ টমসন বলেন :

"... A good deal of this wastage (as a factor in the shortage of qualified librarians) is due to young women leaving the service to marry or look after their families. I doubt whether we can do much about this. We attract into the work a nice type of girl and she attracts a nice young man and they go off together. Neither bribery nor blandishment can pervail against bliss. ."

(Liaison : May 1961)

গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের লেখকগণকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা

গ্রন্থাগার আন্দোলন পুস্তক শিল্প তথা গ্রন্থকারদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে একটা কথা উঠেছে ইউরোপের কয়েকটি দেশে। কারণ যে গ্রন্থ লোকে ঘরে ঘরে কিনে পড়তে পারে সেটা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় বলে তা' আর কেউ কেনে না; ফলে গ্রন্থের বিক্রয় হ্রাস পায়। সুইডেনে ইতিমধ্যেই একটা আইন চালু হয়ে গেছে যে গ্রন্থাগার বাবদ সরকার কর্তৃক দেয় অর্থের একটা অংশ লেখকদের দেওয়া হবে। ফিনল্যাণ্ডেও সম্প্রতি একটা খসড়া আইনে বলা হয়েছে যে সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারগুলিকে মোট যে অর্থ সাহায্য করা হয় তার শতকরা ৫ ভাগ দেশের অন্যূনাধিক ৪০০ জন লেখককে দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি লেখক বছরে প্রায় ৫০ পাউণ্ড করে পাবেন। বিলেতের পার্লামেন্টে সার এলান হারবার্ট উত্থাপিত 'Public Lending Right Bill'-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেখানকার লাইব্রেরী এসোসিয়েসন বলেছেন যে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা স্বতন্ত্র যা' যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে মোটেই খাটে না।

লেখক-পাঠক সমবায়

ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ইলাসট্রেটেড উইকলি' পত্রিকায় বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে একটি বিষয় পরিবেশিত হচ্ছে, তাতে ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকগণ তাঁদের অভাব-অভিযোগ বিশেষ করে উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি পাঠকদের অনীহার কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ পাঠকরা তাঁদের পছন্দসই বই পড়েন এবং গ্রন্থকারদের সর্বপ্রকার বই তাঁরা কিনতে বা পড়তে নারাজ। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে লেখকরা তাঁদের উচ্চ আদর্শ ও অনুপ্রেরণতার কথা বলেছেন অনেক; কিন্তু পাঠকদের অর্থানুকূল্য ব্যতীত পুস্তক ব্যবসা অচল। কেরালায় লেখক ও পাঠকরা সমবায় প্রকাশনের মধ্যে দিয়ে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান করেছেন। সমবায়ের মাধ্যমেই লেখক ও পাঠকদের দূরত্ব হ্রাস পেতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে উভয়ে উভয়কে প্রভাবান্বিত করে এ সমস্যার যথোচিত সমাধান করতে পারে। পাকিস্তানেও সমবায়ের মধ্য দিয়ে লেখক ও পাঠকগণ সংযুক্ত হয়েছেন। কলকাতায় যে লেখক সমবায় গড়ে উঠেছে তার কর্মতৎপরতার খবর এখনও পর্যন্ত বিশেষ পাওয়া না গেলেও সম্ভাবনা তার অবশ্যই আছে।

বিলাতে শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের পরীক্ষামূলক আয়োজন

বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েসন চলতি বছরের শেষাশেষি শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের জন্যে হার্টফোর্ডসায়ারে এক পরীক্ষামূলক আয়োজন করছেন। উদ্দেশ্য ছোটদের সুনির্বাচিত গ্রন্থপাঠ সম্পর্কে শিক্ষাদান; গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস ও প্রণালী জানা থাকলে যে বিচিত্র শিক্ষা ও আনন্দ সম্ভারের সন্ধান মেলে সে বিষয়ে শিশু ও তার অভিভাবকদের অবহিত করে তোলা এবং ছোটদের নিজ নিজ অঞ্চলের গ্রন্থাগার সদস্যপদ গ্রহণে উৎসাহ দান। বেতার চলচ্চিত্র ও সংবাদ পত্রের সাহায্য ছাড়াও ছোট ছোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। তাতে দীর্ঘ বক্তৃতার বিশেষ সুযোগ থাকবে না। চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই প্রচেষ্টায় উক্ত অঞ্চলের গ্রন্থ বিক্রেতারা, পাঠশত বিদ্যালয় ও বত্রিশটি গ্রন্থ পাঠকেন্দ্র অংশ গ্রহণ করবে।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরীর টাকী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যোগদান

চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নতুন একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরী নিযুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেল। শিবির শিক্ষণ, পত্রিকা প্রকাশন, উন্নত পরিচালন কার্য প্রভৃতির জন্যে তিনি বীরভূমে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইতঃপূর্বে তিনি নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

সূচিকরণ সম্পর্কে আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন

এমন দিন ছিল যখন গ্রন্থসূচি নির্মাণের জন্য বিশেষ কিছু নীতি বা সূত্র অনুসরণের প্রয়োজন আছে এই কথাই পণ্ডিত সম্প্রদায়কে বুঝানো সহজ ছিল না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক পেনেৎসিকে গ্রন্থ-সূচি নির্মাণের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতে বেশ খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশ্য তদবধি কয়েকটি মূলসূত্র অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ-সূচি নির্মাণ করিতে হইবে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

পাঠক ও গ্রন্থের প্রকার ও পরিমাণের উপর গ্রন্থসূচি অনেক অংশেই নির্ভর করিয়া থাকে। এক যুগে যখন পাঠকের সংখ্যা ছিল পরিমিত, গ্রন্থের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। তখনকার দিনে পাঠকেরা বেশীর ভাগই ছিলেন বিদ্যাব্যবসায়ী বা বিদ্যাব্যসনী। নিজ নিজ বিষয়ের গ্রন্থের প্রকাশক ও বিবরণ তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত থাকিত না, গ্রন্থসূচি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি আছে কিনা ইহা নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইত। অবশ্য এই খবরটুকু পাইবার জন্যও গ্রন্থসূচি শিরোনাম নির্বাচন করিবার সময় বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হইত—ঐ সব বিচারের সিদ্ধান্তকে নীতি হিসাবে নিরূপণ করিয়া লিখিয়াও রাখা হইয়াছিল।

গ্রন্থের পরিমাণও তখন ছিল পরিমিত। সুতরাং প্রত্যেকটি গ্রন্থ যাহাতে পাঠকের গোচরে আসে সেই উদ্দেশ্যে পুস্তকগুলির নানাবিধ নির্দেশক পত্রক (Reference Card) নির্মাণ করা দুঃসাধ্য ছিল না। পত্রপত্রিকার সংখ্যাও ছিল পরিমিত। সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদির সূচি নির্মাণ করাও অসম্ভব ছিল না।

আজ পাঠক ও গ্রন্থ উভয়েরই পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে প্রকার অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যাব্যবসায়ী মাত্র নহেন এরূপ বহু ব্যক্তিরই আজ গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের পরিমাণ এত বাড়িয়াছে যে আজ গ্রন্থাগারিকগণকে সংক্ষিপ্ত সূচি এবং নির্বাচিত গ্রন্থসমূহমাত্রের সূচি করার কথা ভাবিতে হইতেছে।

বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগার বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ করিয়া তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই শতাব্দীতে অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গ্রন্থাগারও সম্ববদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। আন্তর্গ্রন্থাগার আদান প্রদানের মাধ্যমে পাঠক সমাজের অধিকতর সেবা করা আজ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সম্ভব হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ পুস্তক ব্যবসায়ীরাও আজ সম্ববদ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁহাদের প্রকাশিত তাবৎপুস্তকের বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করিতেছেন।

এই সমস্ত পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থ-সূচি নির্মাণের নীতিগুলি পুনরায় সমীক্ষা ও বিবেচনা করার আবশ্যক দেখা দিয়াছে। পরিশ্রমের অপব্যয়

যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া পুস্তক সম্বন্ধে সহজ খোঁজ কিভাবে দেওয়া যায়, আন্তর্গ্রন্থাগার আদান প্রদানের সুবিধার জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারের পক্ষে একরূপ সূচি নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থতালিকাকে কতদূর পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীর কাজে ব্যবহার করা যায় এই সমস্তই আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই সমস্ত সমস্যার আলোচনা করিয়া গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সূচিকরণের জন্য গ্রহণীয় নীতি নিরূপনের উদ্দেশ্যেই একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্মেলনের প্রথম পর্ব পূর্বেই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

সম্মেলনে প্রধানতঃ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট ঐ সব প্রবন্ধের ভিত্তিতে ঐ সমস্ত বিষয়ের মতামত আহ্বান করা হইতেছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের দেশের মতামত নিরূপণের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সম্মেলনের বিস্তৃত কর্মসূচির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ঐ আলোচনাচক্রে উত্থাপিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থের সূচিতে গ্রন্থকার শিরোনাম কিরূপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে মাত্র ঐ সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল। যদিও ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থার ঐ বিষয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ও অধিকার অনস্বীকার্য তথাপি আমাদের মনে হয় ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণ ভারতীয় নামের বিষয় ব্যতীতও সূচীকরণের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কম আগ্রহান্বিত নহেন। এমতাবস্থায় সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে অধিকতর বিবেচনা ও আলোচনার অবসর আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করিয়া ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের মত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন ব্যতীত আর কেহ এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন না, আমরা এরূপ মনে করি না। এমতাবস্থায় সমস্ত বিষয়টি সাধারণে প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে, জাতীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

এযাবৎ সম্মেলনের পক্ষ হইতে ১১টি প্রবন্ধ প্রচার করা হইয়াছে।

এই সমস্ত প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী লিখিত একটি প্রবন্ধ পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমুৎসুক গ্রন্থাগারকর্মিগণ আগ্রহের সহিত মূল প্রবন্ধগুলি দেখিলে হয়ত অনেক নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারিবেন।

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরমস্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Trey, Plastic Preodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-২৩৮২

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক - ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

★

উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক—৬৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—৩৲ টাকা।

★

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক—২৲ টাকা।

★

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা, হিন্দি পাক্ষিক-পত্র : বার্ষিক—১·৫০ টাকা।

★

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক—৫৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা

★

মগ্‌রেরী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক—৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস,

ক লি কা তা — ১

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

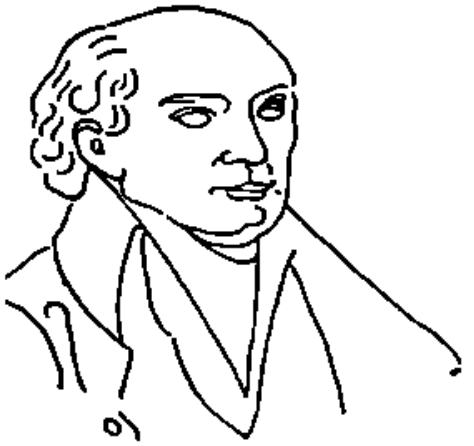

একাদশ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ
শ্রাবণ ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা

উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী : সজনী দাস ॥ ত্রয়ী : চৈতালী সেন ॥ বাংলাদেশের গ্রন্থাগ উইলিয়ম কেরী : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ॥ উইলিয়ম স্মরণে : চঞ্চল কুমার সেন ॥ নব ভাবধারা : দিব্যেন্দু মজুমদার ॥ একটি বিচিত্র জীবন : মীরা সান বাংলার মুদ্রণে স্মরণীয় যাঁরা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা আদি মুদ্রণ : গণেশ ভট্টাচার্য ॥ মুদ্রণ শিল্প ও ক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ॥ কেরীর জীবনপঞ্জী : বি মুখোপাধ্যায় ॥ চার্লস উইলকিন্স : দিলীপ চৌ কেরী গ্রন্থাগার : গীতা মিত্র ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বুকল্যাণ্ডের সাহিত্য-গ্রন্থ

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস ১৩·০০
রবীন্দ্র অভিধান (১ম)—সোমেন্দ্রনাথ বসু ৬·০০
রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ৬·০০
রাবীন্দ্রিকী—ধীরানন্দ ঠাকুর ৪·৫০
বিদেশী ভারত-সাধক—সোমেন্দ্র নাথ বসু ৩·৫০
চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১২·৫০
ইডেনে শীতের দুপুর—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৩·৭৫
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প—গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ৩·০০
মধুসূদনের কবি মানস—শিশির দাস ৩·০০
ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান—ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬·০০
উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ১০·০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

গ্রাম : 'বানীবিহার' ফোন : ৩৪—৪০৫৮

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্স্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Preodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২৩৮২

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps, Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments, Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models, Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
- Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus, Scientific Apparatus, Prize & Library Books, Gas Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road
(Junction of College Street and Harrison Road)

Head Office & Show Room :

80/15 Grey Street, Calcutta
Phone : 55-4366
Gram : ARTUNION, Cal.

Laboratory Furnishing is our Speciality

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার পরিষদের

গৃহ-নির্মাণ তহবিলে

আপনার দান কি পাঠিয়েছেন ?

৩১ শ্রাবণ ১৩৬৮

সবিনয় নিবেদন,

সাম্প্রতিক কালে আমরা তিনখানি ধর্ম-সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। প্রতিটি বই-ই অনায়াসে অননাতার দাবী করিতে পারে।

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য [১৫৲] গ্রন্থটির রচয়িতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিকাল হইতে যে শক্তি-সাধনা চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রকৃতি কি, কী-ই বা তাহার বিভিন্ন রূপ এবং সেই অঙ্গে আঞ্চলিক শাক্ত সাহিত্যই বা কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা এবং শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। গ্রন্থই এই বিষয়ে একটি বিশ্বকোষ। সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৯৲] গ্রন্থটি সমস্ত আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া যুগোপযোগী উন্নত রুচিসম্পন্ন প্রকাশন-সৌষ্ঠবে অতুলনীয় করা হইয়াছে এবং গ্রন্থটি ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি সারগর্ভ ইতিহাস-আশ্রিত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ায় যতদূর সম্ভব এই গ্রন্থে শুদ্ধপাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিল্পী শ্রীসুধা রায়ের বহু রঙীন ও একরঙা চিত্রে শোভিত। আপামরজনসাধারণ কর্তৃক গ্রন্থটি আদরণীয় হইবে বলিয়া ভরসা করি।

বৈষ্ণব পদাবলী [২৫৲] আমাদের তৃতীয় গ্রন্থ। দুই শতাধিক পদকর্তা হইতে প্রায় চার হাজার পদের সুষ্ঠু সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও পদের বর্ণানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-সাহিত্যামোদী ও কীর্তনীয়াগণের একটি বহুদিনের অভাব মিটিয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। একটি গ্রন্থেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সার সংরক্ষিত হইয়াছে।

প্রতিটি বই-ই লাইনো হরফে মুদ্রিত। সুদৃঢ় বাঁধাই ও মনোরম প্রচ্ছদপট। উপহারে ও গ্রন্থাগারের পক্ষে অতুলনীয়। গ্রন্থাগারে ও পুস্তকব্যবসায়িগণকে আমরা যথাযথ কমিশন দিয়া থাকি। আমাদের আরও বইয়ের তালিকার জন্য লিখুন। নমস্কারান্তে, ইতি—

বিনীত

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৯

॥ ন্যাশনালের নতুন বই ॥

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় প্রবাসে।
বইটিতে সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

পৌণে ছশো পৃষ্ঠার বই

কাগজে বাঁধাই : ছ টাকা • বোর্ডে বাঁধাই : ২.৫০

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (২য় সং) ০.৪০

কৃষক-সমস্যা (৩য় সং) ০.৫০

M. Ahmad

Communist Party of India

Years of Formation (1921—1933) 0.56

গোপাল হালদার সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ

(শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন) ৫.০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন ৯.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা ১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

শ্রাবণ ১৩৬৮

উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী

সজনীকান্ত দাস

১৯৬১ সাল বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর আমরা অনেক কৃতী বাঙ্গালীর জন্ম-শতবার্ষিকী ও উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী পালন করছি। ১৮৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, ১লা মার্চ অক্ষয় মৈত্র জন্ম গ্রহণ করেন, ৭ই মে রবীন্দ্রনাথ, ৮ই জুলাই কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, ২রা আগষ্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৭৬১ সালের ১৭ই আগষ্ট উইলিয়ম কেরী ও ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবর নীলরতন সরকার জন্ম গ্রহণ করেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেরী কোলকাতায় আসেন। কোলকাতায় আসবার আগে তিনি ৩২ বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছেন। ১৮৩৪ সালের ৯ই জুন কেরী শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ এই দীর্ঘ ৪১ বছর কেরী বাংলাদেশে কাটিয়ে, বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার সেবা করে গেছেন। এর মধ্যে বারবার দেশে ফিরে যাবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি একবারের জন্যেও দেশে ফিরে যান নি। সেজন্যে তাঁকে আমরা নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী বলে দাবী করতে পারি। আমি উইলিয়ম কেরীর ৫০ খানা জীবনীর সন্ধান পেয়েছি। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির এতবেশী জীবনী আমারত মনে হয় খুব কমই আছে।

টমাস কেরীকে জাহাজে বাংলা শেখাতে শেখাতে নিয়ে আসেন। উইলিয়াম চেম্বার্স প্রথম বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করবার জন্যে সচেষ্ট হন এবং টমাসকে রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেল অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। টমাস কেরীকে বাইবেল অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। ইংরাজদের সঙ্গে তখন নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলছিল; পাদ্রীরা বা পাদ্রীদের ছদ্মবেশে অনেকে তখন নেপোলিয়নকে গুপ্ত খবর সরবরাহ করত। এই কারণেই ইংরাজরা মিশনারীদের ভাল চোখে দেখত না। তাই কেরীকে এখানে এসে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

কেরী প্রথম নিলু দত্তের বাড়ীতে এসে ওঠেন, তারপর কিছুদিন সুন্দরবনের কাছে টাকী অঞ্চলে চাষ বাস করেন। কেরীর জীবনে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। তিনি তাঁতীর ছেলে ছিলেন, জুতো সেলাইয়ের কাজ করতেন। এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচারের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা

তিনি বাল্যকালেই শিখে ফেলেছিলেন। জর্জ উডনি মদনাবাটিতে কেরী ও টমাসের জন্যে নীলকুঠির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঠিক করে দেন। মদনাবাটিতে আসবার পথে চাঁদুরিয়া হাটে কেরী প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে একটা বিদেশী ভাষার প্রতি এতখানি দক্ষতা অর্জন করা খুবই আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই। এরপর কেরী রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেল অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৮৭৮ সালে বাংলাদেশে ছাপাখানা তৈরী হয়ে গেছে। হেষ্টিংসের প্রচেষ্টায় ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে ভারতবর্ষের আইন তৈরী হয় এবং ফার্সী থেকে ইংরাজীতে হলহেড সাহেব এই আইন অনুবাদ করেন। উইলকিনস তখন নিজে নিজে টাইপ প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন এবং ছাপার কাজও বেশ সহজসাধ্য করে তুলতে খানিকটা সক্ষম হয়েছেন। এই সময় হলহেড সাহেবের গ্রামার ছাপা হয়। এই গ্রামারে হিন্দীর বিরুদ্ধে হলহেড সাহেব প্রতিবাদ জানান। প্ল্যাডউইন ও গিলক্রাইষ্ট উর্দুভাষা প্রচারের পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮০১ সালে ইউলিয়াম কেরী এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান।

কোম্পানীর শাসন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ওয়েলেসলী কোম্পানীর কর্মচারীদের ইংরেজী আইন, ইংরেজী সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যে সচেষ্ট হন। ওয়েলেসলী কেরীকে শ্রীরামপুর থেকে ডেকে পাঠাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের অনুরোধে কেরী শিক্ষকতা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষার সাথে সংস্কৃতের মিল থাকার দরুণ এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার মিল থাকার জন্যে কেরীকে সংস্কৃত ও বাংলা শিখতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। কেরী প্রথম অনুভব করেন হিন্দুস্থানী ভাষার হাত থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হবে। তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন রকমের কথোপকথন সংগ্রহ করে কেরী "কথোপকথন" প্রকাশ করেন। কেরীর প্রধান প্রচেষ্টা ছিল বাংলা ভাষাকে ব্যাকরণ ও অভিধান সম্মতভাবে বিশুদ্ধ করা এবং সংস্কার করা। তিনখণ্ডে কেরীর অভিধান বাংলাভাষায় ছেপে বের হয় ১৮২৫ সালে। এই অভিধানে তিনি বলেছেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান, সংস্কৃত বাংলাভাষার মা, সুতরাং বাংলাভাষাকে শব্দ তৈরী করবার জন্যে কারো কাছে হাত পাততে হবে না, যে কোন শব্দ সে সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করতে পারবে। কেরী বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই দুশো বছর পর আজ আমরা কেরীকে স্মরণ করছি। গীতায় কর্মযোগীর যে সব বিশ্লেষণ আছে তার সবই কেরীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কেরীকে আমি দধীচি বলে অভিহিত করতে চাই। দধীচির মতই তিনি তাঁর অস্থি দিয়ে বাংলাভাষাকে রক্ষা করে গিয়েছেন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশের সংক্ষিপ্তসার। প্রতিবেদক : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন।

ত্রয়ী ঃ
কেরী • মার্শম্যান • ওয়ার্ড

চৈতালী সেন

ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নবজাগরণের মহাতীর্থ শ্রীরামপুরের স্থান অনন্যসাধারণ। নবাবী আমল থেকে দেশ যখন কোম্পানীর শাসনে প্রবেশ করে তখন ভারতের কি সামাজিক অবস্থা কি চিন্তাচর্চা সবই পরিণত হয়েছিল এক বদ্ধ জলাশয়ের গতিহীনতায়। সেই জলাশয়ে নুড়ি নিক্ষেপ করে ক্ষণিকের তরঙ্গ সৃষ্টির পরিবর্তে জলাশয়ের সঙ্গে বৃহত্তর এক স্রোতস্বিনীর সংযোগ স্থাপন করেছিল শ্রীরামপুরে আগত গুণিজ্ঞানীদের এক ছোট্ট দল। খৃষ্টের বাণী বিতরণই ছিল অবশ্য এই দলের লক্ষ্য। কিন্তু ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল এই সংঘের যুগান্তকারী বৈচিত্র্যময় কর্মতৎপরতা আর জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বহু ব্যক্তিই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন টমাস ও কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান, মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম, তেমনি ছিলেন ফেলিক্স কেরী, হান্না ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান, পঞ্চানন ও মনোহর এবং এমনি আরও অনেকেই—প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত যাঁদের নাম চোখে পড়ে না, যেমন ডেনিস গবর্ণর বাই সাহেব, যাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে শ্রীরামপুর মিশনের জন্ম আদৌ হোত কিনা সন্দেহ।

ছাপাখানার পত্তন এদেশে বহু পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু অনিয়মিত ও এমেচারি পর্যায় থেকে ছাপাখানাকে সর্বসাধারণের প্রয়োজনে লাগানর চেষ্টা শ্রীরামপুরেই হয় সর্বপ্রথম। ছাপার তাগিদে এদেশের বহু ভাষার হরফ ঢালাই, পাঠ্য পুস্তক ও জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ মুদ্রণ, ব্যাকরণ ও অভিধানসম্মত প্রণালীতে শুধু বাংলাই নয়, অন্যান্য বহু ভাষারই উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে দিয়ে যে বীজ বুনেছিলেন সেদিনকার শ্রীরামপুরের সেই কর্মিদল—সে বীজ হতে অঙ্কুরিত তরু উত্তরকালে বহু কৃতী মানুষের হাতে লালিত পালিত হয়ে আজকের মহামহীরুহরূপে আমাদের সামনে বর্তমান। 'জ্ঞানের আলোর বর্ণা ধারা'র উৎসপথ খুলে দিয়ে সেদিনকার তমসাচ্ছন্ন দেশকে আলোকিত করেই শুধু সেই মশালধারীরা ক্ষান্ত হননি, তৎকালীন সামাজিক বর্বরতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে তাঁরা অগ্রণী ছিলেন।

বিলেতে ও কলকাতার ইংরেজ মহলে কিন্তু শ্রীরামপুরের তখন খুব দুর্নাম। ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ কোনও গতিকে ঠাণ্ডা করা গেছে। সিপাহীদের ক্ষেপে যাবার পিছনে নাকি ধর্মবিশ্বাসে আঘাতই ছিল প্রধান কারণ। ইংরেজরা চাইছিল না নেটিভদের কোনও ভাবে ঘাঁটাতে। কর্ণওয়ালিস খোলাখুলি বলেই দিলেন যে আমরা দুপয়সা কামাতে এসেছি, ('.. have no other object than to render Indian empire subservient to the Interest of England...with Investments

from territorial revenue.') দেশোন্নয়ন করতে (not for 'Intellectual culture of the natives') নয়। এই সময় মিশনারীদের ভারতে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে বিলেতে তুমুল বাকবিতণ্ডা বেঁধে গেছল। অনেকেই বলেছিল :

'...that one of the leading causes of the separation of America from England was the establishment of colleges and seminaries in the different provinces, and that it should be our object in India to steer clear of the rock on which we split in America.'

এইটেই যদিও ছিল আসল কারণ, তাহলেও অনেকে বলল যে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা অন্যায়। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তখনকার কালের সাহেবরা হিন্দুদের নানাভাবে তোয়াজ করত, কোম্পানীর তহবিল থেকে কালিঘাটে পুজো দেওয়ার নজিরও আছে। মনের পেছনে সযত্নে রক্ষিত প্রকৃত অভিসন্ধি অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল :

'...People were to be kept in a state of complete and permanent ignorance,...that England might be enabled to hold the country without anxiety, and monopolise its trade and drain its resources.' ভারতীয়দের মধ্যে জাতিভেদ, কুসংস্কার অজ্ঞানতা ইংরাজ শাসনের পক্ষে অনুকূল বলেই খৃষ্টের সমান অধিকারের বাণী ভারতে প্রচার নিষিদ্ধ হয়।* তাছাড়া মনে তখন উঁকি মারছিল :

'...Consequence of the alarming progress of the French Revolution, and the proneness of the times to movements subversive of the established order...'*

আজকালকার বিশেষ কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপের মত তখনকার দিনে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার বোধ হয় খুব রোমান্টিক ছিল। নইলে শত বাধা উপেক্ষা করে ভারতে পাড়ি দেবার কি কারণ থাকতে পারে। কেরীর ভারতে আসাত রীতিমত একটা এডভেঞ্চার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ডেনিস সরকারের আনুকূল্যে শ্রীরামপুরে মিশনারীরা ঘাঁটি গেড়ে বসে।

মিশনারীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সরজমিনে তদন্তের জন্যে স্বয়ং হেষ্টিংস সাহেব শ্রীরামপুরে এলেন। দেখলেন পাদ্রীরা ছাপাখানা খুলে বসেছে, টাইপ ঢালাই করছে, কাগজ তৈরী করছে। খবরের কাগজ প্রকাশের তোড়জোড় করছে। নেটিভদের ধর্ম ও সংস্কারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করছে না। সাধারণ লোকের সংগে সম্পর্ক তাদের মধ্যুরই। লোকে ছড়া বেঁধেছে :

হেয়ার কিবন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ।।*

---

* ঔদার্যের নামাবলী পরা ওয়েলেসলির একটা উক্তিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়— '...whether it would be altogether safe to circulate the Bible, which taught the doctrine of equality.'

হেষ্টিংস আশ্বস্ত হলেন—না, ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষায় এরা প্রতিকূল নয়।

সাম্রাজ্যস্রষ্টা ধুরন্ধর হেষ্টিংস সেদিন দূরদৃষ্টির অভাবে ঘুনাক্ষরেও টের পেলেন না যে তিনি যে সাম্রাজ্যের সৌধ গেঁথে তুলছেন তার ভিত আলগা করে দিচ্ছে শ্রীরামপুর মিশনের সেই ধর্মযাজকেরা। বই ছেপে, বিনা পয়সায় ইস্কুল খুলে, খবরের কাগজ ছেপে, জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়িয়ে নেটিভদের ঘুমিয়ে থাকা শক্তিকে জাগিয়ে তুলে, মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে একটা নিরব বিপ্লব বাঁধাবার যোগাড় করছে। টের পেলে ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হোত।

শ্রীরামপুর মিশনের যা কিছু গৌরব তা কারোও একার পাওনা নয়। মিশনের প্রতিটি কর্মীই তার অংশভাক। তবে মিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনকার্যে যাঁরা ছিলেন পুরোগামী—তাঁরা হলেন উইলিয়ম কেরী, যোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড।

কেরী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন : 'Himself the outcome of the social and political forces which began a century ago in the French Revolution, and are still at work, William Carey was a living personal force to the new era...In politics, in philosophy, in literature, in scientific research, in a just and benevolent regard for the peoples of every land.'[৭]

কেরীর পান্ডিত্য ও প্রতিভা তেমন কিছু ছিল না বলে অনেকেই মনে করেন। গোঁড়া পাদ্রী বলেও কেরীর প্রতি অনেকে বিরূপ। কিন্তু যখন দেখি অসংখ্য ভাষাবিদ কেরী সাহেব ব্যাকরণ-অভিধানের কাজের ফাঁকে বিজ্ঞান-গ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত, শুধু অক্ষর ঢালাই আর কাগজের মণ্ড তৈরীতেই তাঁর মন নিবদ্ধ নয়, কৃষি ও পশুপালনের গবেষণায় মন তাঁর নিময় তখন চিত্ত তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। দেশ ও সমাজ চিরতরে ত্যাগ করে, স্ত্রীপুত্র পরিবারের সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল, ব্যাধিতে পরিব্যাপ্ত একটা দেশে তিনি আমরণ কাল মাটি কামড়ে কিসের নেশায় নিমজ্জিত ছিলেন? কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে দিয়ে কোম্পানীর বিষনজরকে উপেক্ষা করে তিনি কি শুধু খৃষ্টের বাণী বিতরণেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসই দেয়। একদিকে সতীদাহ, সাগরে পুত্র বিসর্জন, কুষ্ঠরোগীদের হত্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর ক্লান্তিবিহীন প্রচেষ্টা, অন্যদিকে নিখরচায় বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা মায় মহাজনদের উৎপীড়ন থেকে খাতকদের বাঁচাবার জন্যে ব্যাঙ্ক পরিচালন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কেরীর মানবদরদী মনের সন্ধান মেলে। শ্রীরামপুর মিশনের বহুবিধ কর্মতৎপরতার মধ্যমণি ছিলেন কেরী। তাঁর গুণার্ণব চরিত্রের একটি দিক হোল অসাধারণ সংগঠন শক্তি। শুভ উদ্দেশ্যে কূটবুদ্ধি প্রয়োগে তিনি পেছপাও হতেন না। উইলকিন্স পঞ্চাননকে টাইপ ঢালাইয়ের কাজ শিখিয়েছিলেন বলে তিনি পঞ্চাননকে সর্বদা নিজের কাছে আটকে রাখতেন। পঞ্চাননকে কিছুদিনের জন্যে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাবার জন্যে উইলকিন্সের কাছে কেরী অনুমতি

প্রার্থনা করেন। উইলকিন্স একাধিকবার সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে কেরী কোম্পানীর কাছে নালিশ করেন যে কাজ-জানা একমাত্র এই লোকটিকে একজনই শুধু ব্যবহার করবে কেন? কোম্পানী সে অভিযোগে কর্ণপাত করেনি। তখন কেরী অনা অছিলায় পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখেন। কোম্পানী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে কেরী ডেনীস সরকারের স্মরণাপন্ন হয়ে কোম্পানীর প্রচেষ্টা বানচাল করে দিলেন। এতে নাকি পঞ্চাননের প্রচ্ছন্ন হাত ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার সুযোগে কেরী কোম্পানীর সিবিলিয়ানদের প্রভাবান্বিত করে তাঁর আদর্শে তাদের নিয়োগ করতেন। উত্তর ভারত, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাঁর ছাত্ররা সাধারণত কাজ করতেন। তাঁর এক ছাত্র জন লরেন্স পাঞ্জাবে জমির বন্দোবস্ত ও খাজনা নির্ধারণের সময় শপথ করিয়ে বলতেন ঃ

'বেওয়া মাত জালাও। বেটী মাত মারো। কোড়হি মাত দাবাও।' ('Thou shalt not burn thy widows, thou shalt not kill thy daughters, thou shalt not bury thy lepers'.)

কেরীর চেয়ে বছর সাতেক ছোট ছিলেন মার্শম্যান (১৭৬৮—১৮৩৭)। কেরীর মতই ছোটবেলায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর কপালে জোটেনি। তাই বোধ হয় তাঁর বুভুক্ষু মন একটা বই প্রাপ্তির আশায় তাঁকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে প্রলুব্ধ করত। বয়স পনেরোর কোঠা পেরুবার আগে তিনি শতাধিক বই পড়ে ফেলেছিলেন। সর্ববিষয়ের অনির্বাচিত অসংখ্য গ্রন্থপাঠের ফল ভালর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। অসাধারণ স্মরণ শক্তির দৌলতে মার্শম্যানের কোনও ক্ষতি হয়নি। বালক মার্শম্যানের বই পড়ার নেশার সুযোগ নিয়ে জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ী মার্শম্যানকে তার দোকানে নিযুক্ত করে। কাজ ছিল বইয়ের মোট বওয়া আর অবসর সময়ে বই পড়া। একদিন খুব ভারি একটা মোট বইতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তায় সে বসে পড়ে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যখন সে তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। ফিরে যায় তখন সে তার বাবার তাঁতশালায়। সর্বভুক মন তার গিলতে সুরু করে ধর্ম, দর্শন, উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বই। পরিণত বয়সে মার্শম্যানকে আমরা দেখি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদরূপে। চীনা ভাষায় তাঁর প্রভূত দখল ছিল। কনফুসিয়াসের দর্শন তিনি প্রথম অনুবাদ করেন। বাংলায় মুদ্রিত প্রথম পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয়। কোম্পানীর সঙ্গে পাছে বিরোধ বাঁধে তাই কেরী প্রথমে পত্রিকা প্রকাশনের বিরোধী ছিলেন। পত্রিকাটিকে তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পত্রিকার প্রথম গ্রাহক হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। মার্শম্যানের সঙ্গে রামমোহন রায়ের মসিযুদ্ধ সুবিদিত। বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে মার্শম্যান পরিবারের অবদান অপরিমেয়। মার্শম্যানের স্ত্রী হান্না বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁদের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ভারতের ইতিহাস রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা দেশের ইতিহাস লিখে গেছেন।

বয়সে ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৪) মার্শম্যানের চেয়ে বছর খানেক ছোট ছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ সাংগ করে ছাপাখানায় শিক্ষানবিশিতে ওয়ার্ডের মানসিক প্রবণতা বিকাশের সুযোগ পায়। প্রুফ দেখার কাজের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ডের মন লেখাপড়ার স্বাদ পেল। শিক্ষানবিশি শেষ হবার সংগে সংগে 'ডাবি মার্কারি' পত্রিকার সম্পাদনার ভার ওয়ার্ডের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়েই ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র ওয়ার্ডের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। ফলে ওয়ার্ড ডাবিতে একটা রাজনৈতিক দলের শাখা খুলেছিলেন। লন্ডন নগরী ছিল এই দলের কেন্দ্র। প্রধান মন্ত্রী পিট দলটিকে রাজদ্রোহী হিসাবে অভিহিত করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্যে ওয়ার্ডকে একাধিকবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় ওয়ার্ডের এইভাবে ছ'টা বছর কেটে গেলে ওয়ার্ডের মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ধর্মযাজকতায় ওয়ার্ড নিজেকে নিয়োগ করেন। ভারতে আসার আগে কেরী ওয়ার্ডের সাহচর্য চেয়েছিলেন। আত্মগোপন করে ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ওয়ার্ডের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধি লাভ করে। মৌলিক গ্রন্থ রচনায় ও অনুবাদ কার্যে ওয়ার্ড কেরীর যোগ্য সহযোগী ছিলেন। ভারতীয় বহু ভাষার এবং হিন্দুশাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শ্রীরামপুর মিশনের উন্নতিকল্পে ওয়ার্ড বিলেত ও আমেরিকায় গিয়ে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

কেরি, ওয়ার্ড মার্শম্যানের জীবনাদর্শ একই তন্ত্রীতে বাঁধা ছিল। চিন্তাচর্চা, ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রবণতায় তিনজন যেন একই দেহে মিশে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা বহু টাকা উপার্জন ও মিশনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অর্জিত সমুদয় অর্থ তাঁরা মিশনে জমা দিতেন এবং শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ হোত মিশনের তহবিল থেকে। অথচ অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে এঁরা শেষ জীবন কাটিয়েছেন। সংকল্প ও আদর্শ থেকে এঁরা কখনই চ্যুত হননি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এঁদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলার মাটিকে ভালবেসে এঁরা বাংলার সংগে নিজেদের লীন করে গেছেন। নব প্রাণরসে সিক্তিত করে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে উর্বর করেছেন; নবীন বাংলার পথিকৃতদের মধ্যে এঁরা শীর্ষস্থানীয়: তাই এই তিন মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

পাঠ্য নির্দেশ

১। S. Pearce Carey : William Carey, 1924
২। George Smith : Life of William Carey, 1885
৩। J. C. Marshman : The life and labour of Carey, Marshman & Ward, 1873
৪। বিনয় ঘোষ : জনসভার সাহিত্য, ১৯৫৫
৫। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, ১৮৭৪

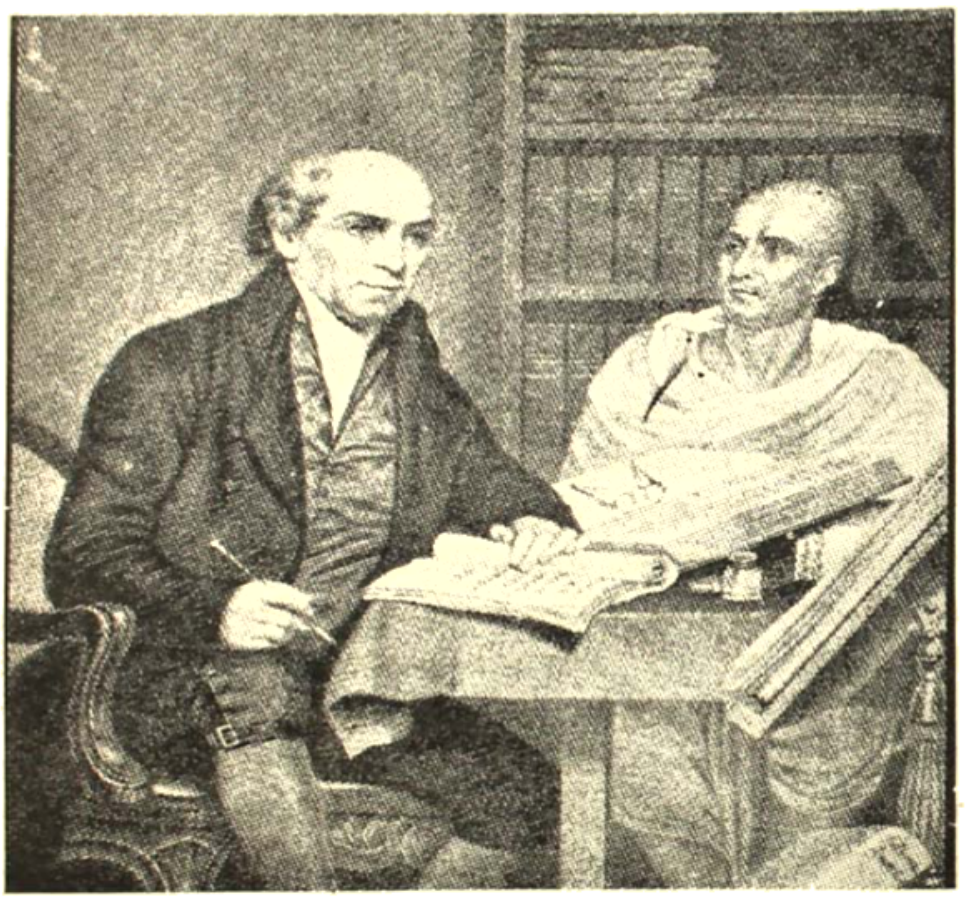

হোমের আঁকা কেরীর বিখ্যাত তৈলচিত্র। চিত্রে অপর যাঁকে দেখা যাচ্ছে, জর্জ স্মিথ লিখিত কেরীর জীবনীগ্রন্থে এঁকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীসজনীকান্ত দাসের মতে ইনি হলেন গোপাল ন্যায়লঙ্কার

[ফটো ও ব্লক : আনন্দবাজার পত্রিকা]

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও উইলিয়ম কেরী

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের নরদামটন সায়ারে উইলিয়ম কেরীর জন্ম। আজ তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। সে উপলক্ষে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন আমাদের কর্তব্য। আমাদের কর্তব্য এই জন্যে যে, এই বিদেশী মহাত্মার কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি। সে ছিল এক অন্ধকার যুগ। কোম্পানী-রাজ তখন এ দেশকে শোষণ আর রাজারক্ষা নিয়েই ব্যস্ত। শিক্ষা তো দূরের কথা এই অ-খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হোক এও তাঁরা চান নি। ভয়, পাছে রাজ্যনষ্ট হয়, শোষণের পথ বন্ধ হয়, খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবধারা প্রচারের ফলে শাসিতেরা নিজেদের শাসকদের সমান ভাবে। ইষ্ট ইন্ডিয়া বোর্ডের কাছ থেকে এ দেশে আসবার ছাড়পত্রই (লাইসেন্স) পান নি কেরী সেদিন। বে-আইনী রাজরোষকে উপেক্ষা করে তাঁকে এ দেশে আসতে হয়েছিল। তাঁর কর্মবহুল জীবনের সমগ্র পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। জীবনী নিয়ে আলোচনাও এ নয়। কথায় বলে 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ'—সব জানতেন বা মর্যাদা দিতেনই শুধু নয়, বাস্তব জীবনে তাঁকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হয়েছে।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন্স-এর 'এসিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা থেকে আধুনিক যুগে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্র বলা চলে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইল্‌কিন্স্‌ সাহেবের বাংলা হরফ তৈরি ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা আর শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীদের পুস্তক প্রকাশনা সফল করে তোলে সে আন্দোলনকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়। ছাপাখানারও পত্তন হয় সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর বাংলা ভাষায় ব্যাপক বইপত্র ছাপা হতে থাকে শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই। আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনায়ও হাত ছিল উইলিয়ম কেরীর। এক কথায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনিই স্রষ্টা। তিনি নিজে প্রচুর লিখেছেন, অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছেনও। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ইংরেজি অভিধান থেকে আরম্ভ করে 'কথোপকথন' আর বাংলা পত্র-পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের জন্যে উইলিয়ম কেরী কি করেছেন, শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)'-এ তার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। আর, একজন বিদেশীর পক্ষে এ নিতান্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগারের সঙ্গে উইলিয়ম কেরী প্রত্যক্ষভাবেও জড়িত ছিলেন। একথা

ভুললে চলবে না ১৮০৬ সালে শ্রীরামপুর পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েলফেয়ার কমিটি' ই পরবর্তীকালের 'শ্রীরামপুর হিতকারিনী সভা (১৮৪৫)' ও 'শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৭১)।' এই ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'জনসাধারণকে পুস্তক ও পুঁথি পাঠের সুযোগ দেওয়া আর তাদের শিক্ষিত করে তোলা'। শ্রীরামপুরের গভর্ণর কর্ণেল ক্রেগ (Colonel Krefting) নিজ বাড়ির একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন এই ওয়েলফেয়ার কমিটির বইপত্র রাখার জন্যে। উইলিয়ম কেরী লাইব্রেরী ভালবাসতেন। ১৮০০ সালেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তাঁর বোনদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে বলতে দেখা যায় : '…and a good library which will, no doubt much increase, if the institution be continued…' এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার যে কতো সমৃদ্ধ ছিলো তার ধারণা করা যায় তাঁর মৃত্যুর আগে দেওয়া সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশনামা থেকে। সব দিয়ে থুয়ে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ দান করেছিলেন শ্রীরামপুর কলেজকে আর তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ বিক্রী করে যা পাওয়া যাবে সেই টাকাটাই শুধু রেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্যে। এর থেকে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার কতো মূল্যবান ছিলো তা বোঝা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারও উইলিয়ম কেরীর চেষ্টাতেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

উইলিয়ম কেরীর বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। আজকের এই ভাষা-বিপত্তির দিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরীর কি মত ছিলো তা পড়লে বেশ মজা লাগবে। বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন (১৮১৮) :

'…Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct ; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other Countries of Europe. In all the Courts of Justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of the particular country, and seldom understand any other ;…

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India ; …four-fifths of

the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East.……'

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কর্তৃপক্ষ কলেজের বাংলা বিভাগ তুলে দেবার তোড়জোড় করেন। কেরীর কাছে কলেজ-কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পত্র লিখলে কেরী যে উত্তর দিয়েছিলেন তার থেকে অংশবিশেষ তুলে দিলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে :…'Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second Pundit are retained in the Persian and Hindoosthanee Department I must consider them as equally necesary in this.

'…It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue.'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরীর এ দূরে দৃষ্টি আজো আমাদের অবাক করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদানের কথা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী দেশী-বিদেশী পণ্ডিতবৃন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। রামকমল সেনের A Dictionary in English and Bengalee, 1838 বই-এর ভূমিকা, উইলসন সাহেবের মন্তব্য ও ডাঃ সুশীল কুমার দে'র Bengali Literature, p.155. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। সত্য বটে বাংলা ভাষায় খৃষ্ট ধর্মের প্রচারই এই সাহিত্য কর্মের আসল উদ্দেশ্য ছিলো; কিন্তু আজ সেটাকেই বড় করে দেখলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরীর কৃতিত্বকে লঘু খর্ব করাই হবে না, তাঁর উপর রীতিমতো অবিচার করাও হবে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের বনেদের উপরই আজ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মহামহীরুহ ব্যাপক বিচিত্রতার গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

আরেকটা কথা। অনেকের ভুল ধারণা আছে, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রচার ও সতীদাহ নিবারণ আইন রামমোহনের কীর্তি। এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। উইলিয়ম কেরী ও তাঁর নির্বাচিত পণ্ডিত মণ্ডলীর গ্রন্থপঞ্জী দেখলেই বোঝা যাবে বেদান্ত উপনিষদ্ প্রচার আসলে উইলিয়ম কেরীই আরম্ভ করেছিলেন। রামমোহন তারই জের টেনে চলেছেন মাত্র। আর সতীদাহ নিবারণ আইনের সবটুকু কৃতিত্বই যে কেরী প্রমুখ পাদ্রীদের প্রাপ্য এ কথা বলাই বাহুল্য। ১৮০২ সালে আইন ক'রে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়। লর্ড ওয়েলেসলি তখন বড়লাট। সে বৎসরই কেরী

চারদিকে লোক পাঠিয়ে সতীদাহ সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করতে আরম্ভ করেন ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে সতীদাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কি মতামত আছে জানতে চান। পণ্ডিতেরা জানান, শাস্ত্রমতে সতীদাহ অবশ্য করণীয় ব্যাপার মোটেই নয়। ক্রমে সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে থাকে। তারপর কেরী এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদের জন্যে সতীদাহের তথ্য সম্বলিত ও পণ্ডিতদের লিখিত লিপি সহ এক স্মারক-লিপি কলিকাতায় বড় লাটের কাউন্সিলে ও শ্রীরামপুরের দিনেমার কাউন্সিলে পেশ করেন। এমন ভাষায় সে স্মারকলিপি রচিত হয়েছিলো, সতীদাহের সমস্ত নিষ্ঠুর দিক তাতে প্রকট হয়ে ওঠে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মারকলিপি উক্ত কাউন্সিলে পেশ করা হয়। বড় লাট ওয়েলেসলি যদি এই লিপি পেশের সাত দিনের ভিতর এ দেশ থেকে বিদায় গ্রহণ না করতেন তো তখনই এ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন জারী করা হতো। ওয়েলেসলি চলে যাওয়ায় এ বিষয় আপাততঃ চাপা পড়ে যায়। পরে কেরীর এই স্মারক-পত্রের উপর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বড়লাট বেণ্টিঙ্ক সাহেব আইন জারী করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করেন ও সেদিনই আইনের কপি উইলিয়ম কেরীর নিকট পাঠান। অসুস্থ শরীর নিয়েও সেদিনই এই আইনের বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছিলেন উইলিয়ম কেরী।

উইলিয়ম কেরীর বহুমুখী কর্মধারার কথা চিরদিন বাঙ্গালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

[১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট নরদামটনসায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে সপরিবারে তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় ও সুন্দরবনে কিছুদিন কাটাবার পর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালদহের মদনাবাটির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে রামরাম বসুর সহায়তায় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন ও বাইবেল অনুবাদের কাজে হাত দেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীরা কলিকাতায় আসেন ও ইংরেজ রাজ্যে স্থান না পেয়ে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে চলে যান। এর পর কেরী মালদহ থেকে শ্রীরামপুরে আসেন ও তাঁর নেতৃত্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশন-ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী রচিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ও কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ছাপাখানা থেকে বাংলা বই পত্র প্রকাশিত হতে থাকে, আর কেরী ও তাঁর পণ্ডিতমণ্ডলীকে ঘিরে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ইজুন ৭৩ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু হয়।]

উইলিয়ম কেরী স্মরণে

চঞ্চল কুমার সেন

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে প্রায় দু'শ' বছর ইংরাজ ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। এই দীর্ঘ দু'শ' বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে আমরা দেখতে পাই ইংরাজ শুধু আমাদের প্রবঞ্চনাই করেনি, মাঝে মাঝে বন্ধুভাবে উপকার ক'রবারও চেষ্টা ক'রেছে। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে আমরা যে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন সহ্য ক'রেছি তার তুলনা হয়না একথা যেমন সত্য, তেমনি আবার উইলিয়াম কেরী ও ডেভিড হেয়ারের কাছ থেকে আমরা যে সহানুভূতি, উৎসাহ ও শিক্ষার উদ্দীপনা লাভ ক'রেছি ইতিহাসে তারও তুলনা মেলা ভার।

উইলিয়াম কেরীর জীবনী অপরাজেয় জীবন সংগ্রামের প্রতীক। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটন সায়ারের পলাস পিউরি গ্রামে এক তাঁত ব্যবসায়ীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কেরী। প্রথম জীবনে কেরী ছিলেন এক জুতোর কারখানার কারিগর। রবিবার সকালেও তাঁকে জুতোর বোঝা বহন ক'রে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে হ'ত। এই কারখানায় কেরী তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে ধর্মজীবনের আস্বাদ পান এবং পাপকে বর্জন ক'রবার আদর্শ গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি তাঁর অবসর জীবনের কিছু কিছু সময় উপাসনার কাজে অতিবাহিত ক'রতে সুরু করেন। ২১ বছর বয়সে কেরীর নাম ধর্ম প্রচারকদের তালিকাভুক্ত হয়। ২২ বছর বয়সে ব্যাপটিজম-এ দীক্ষিত হন কেরী। কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যেও প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণা এবং বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ ছিল উইলিয়াম কেরীর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং অবসর সময়ে তাঁর জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবারও চেষ্টা ক'রতেন তিনি।

কলম্বাসের অভিযান এবং ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণ কাহিনী কেরীকে বিধর্মীদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে প্রলুব্ধ করে। কেরী তাহিতি দ্বীপে ধর্ম প্রচার ক'রবার সংকল্প গ্রহণ করেন। অর্থের অভাবে তাঁর সে প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে তখন হঠাৎ তাঁর পরিচয় হয় জন টমাসের সঙ্গে। টমাস দীর্ঘদিন বাংলা দেশে থেকে বাংলা দেশ ও জনসাধারণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। টমাসের প্ররোচনা ও অনুরোধে কেরী তাঁর সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র দেন কেরী, কিন্তু তাঁর সে অনুমতি পত্র প্রত্যাখ্যাত হয়। অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন ক'রতে

বাধ্য হন কেরী। দীনেমার সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দীনেমার জাহাজে চেপে ব্যাপটিস্ট মিশনের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশে টমাসের সংগে সপরিবারে যাত্রা করেন উইলিয়াম কেরী। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বার কেরী কলকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের কখনোই ভাল চোখে দেখতেন। তাই কেরীকে প্রথম প্রথম গোপনে মিশনের কাজ চালাতে হ'য়েছে। ভারতীয় ভাষার মাধুর্য ও শক্তিমত্তা কেরীর মনকে সহজেই অভিভূত ক'রে ফেলে। রাম রাম বসুর সহায়তায় কেরী বাংলা ভাষা লিখতে শুরু করেন। এই সময় কেরীকে খুব আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে টমাসের প্রচেষ্টায় মালদা জেলার মদনাবাটিতে এক নীলকুঠির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পান উইলিয়াম কেরী। মদনাবাটিতে অবসর সময়ে রাম রাম বসুর সহায়তায় নিউ টেষ্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ ক'রতে শুরু করেন তিনি। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে যায়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ একখানা পত্রে এ বিষয়ে কেরী লেখেন :—

"I have been with the printer at Calcutta to consult him about the expense of printing the New Testament, which is now translated, and may be got ready for the press in a little time. It has undergone one correction, but must undergo several more. I employ a Pandit merely for this purpose, with whom I go through the whole in as exact a manner as I can. He judges of the style and syntax, and I of the faithfulness of the translation."

নিউ টেষ্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি তৈরী হ'য়ে গেলে কেরী চিন্তা ক'রতে লাগলেন কিভাবে এই পাণ্ডুলিপি ছাপা যায়। লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনের কাছে মুদ্রাযন্ত্র, যন্ত্র পরিচালক ও কাগজের জন্যে আবেদন জানিয়ে পত্র দেন কেরী। ইতিমধ্যে একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল একটা কাঠের তৈরী মুদ্রাযন্ত্র কলকাতায় বিক্রী করা হবে। নীলকর সাহেব মিঃ উডনি এই যন্ত্রটি মাত্র ৪৬ পাউণ্ডে ক্রয় করে কেরীকে উপহার দেন। মদনাবাটিতে কেরী তাঁর বাড়িতে এই যন্ত্রটি স্থাপন করেন।

প্রেস ত কেনা হোলো এখন সমস্যা দেখা দিল টাইপ কোথায় পাওয়া যাবে। বাংলা টাইপ তৈরী ক'রবার জন্যে কেরী প্রথমে লণ্ডনের বিখ্যাত টাইপ ফণ্ট প্রস্তুতকারক "Caslon"কে অর্ডার দেবেন স্থির করেন। কেরীর ধারণা ছিল প্রত্যেক অক্ষরের পাঞ্চ ৫ শিলিং করে পড়বে কিন্তু পরে দেখা গেল প্রতিটি অক্ষরের পাঞ্চ বিদেশ থেকে আনতে গেলে এক গিনি অর্থাৎ ২১ শিলিং মত ব্যয় ক'রতে হবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে কেরীকে লণ্ডন থেকে টাইপ তৈরী করিয়ে আনবার সংকল্প ত্যাগ করতে হয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান দীনেমার সরকারের

অধীনে শ্রীরামপুরে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেরীকেও তাঁরা শ্রীরামপুরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানান। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী তাঁর প্রেসকে সাথে করে শ্রীরামপুরে এসে উপস্থিত হন। মদনাবাটি থেকে শ্রীরামপুরে চলে আসবার কারণ কেরী তাঁর কয়েকটা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী লিখেছেন :—

"The setting up of the press would have been useless at Mudnabatty, without brother Ward and perhaps might have been ruined if it had been attempted. At this place, we are settled out of the Company's dominions and under the government of a power very friendly to us and our designs."

শ্রীরামপুরে এসেই কেরী পাণ্ডুলিপি ছাপানর কাজে মনোনিবেশ করেন। পাণ্ডুলিপি ভাল করে কপি করা এবং ভ্রম সংশোধন করবার ব্যাপারে তিনি ফাউন্টেনের সাহায্য গ্রহণ করেন। সুদক্ষ ও বিচক্ষণ মুদ্রণ বিশারদ ওয়ার্ড, ব্রানসডন ও ফেলিক্সের সহায়তায় ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাপার অর্থ সংগ্রহ করবার জন্যে মার্শম্যান ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুরে পৌঁছবার দু মাসের মধ্যেই কেরী পঞ্চানন কর্মকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। উইলকিনসের অধীনে পঞ্চানন কর্মকার পাঞ্চ কাটা ও টাইপ তৈরীর ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কেরী পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহরকে শ্রীরামপুরে আহ্বান করে টাইপ তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে কেরী তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা ছেপে ফেলতে সমর্থ হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী কেরীর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ কেরীকে ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় বাইবেলের অনুবাদে উৎসাহিত করে তোলে। পঞ্চানন ও মনোহরের সহায়তায় বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয় ভাষায় টাইপ ফন্ট প্রস্তুত করবার কারখানা স্থাপন করেন উইলিয়ম কেরী। নিজেদের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও এখান থেকে টাইপ বিক্রী করা হত। উইলিয়ম কেরীর প্রতিষ্ঠিত এই কারখানা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টাইপ ফাউন্ড্রী। পঞ্চানন এখানে ৭০০ দেবনাগরী অক্ষরের পাঞ্চ তৈরী করেন। পঞ্চাননের মৃত্যুর পর মনোহর টাইপ তৈরীর কাজ চালিয়ে নিয়ে চলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর মনোহরের কর্মজীবনে মনোহর বাংলা, দেবনাগরী, পার্শী, আরবি প্রভৃতি ৪০টি বিভিন্ন ভাষার লেখা পুস্তক ছাপা হয়েছে। অসমীয়া ও মারাঠি ভাষায় লেখা প্রথম ছাপা পুস্তক শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকেই ছাপা হয়।

উইলিয়ম কেরীর কর্মজীবন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্বন্ধে আমরা শ্রদ্ধেয় ওয়ার্ডের লেখা একখানা চিঠি থেকে খানিকটা ধারণা করতে পারি। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড লিখেছেন :

"As you enter, you see your cousin in a small room reading or

writing and looking over the office, which is more than 170 ft. long. There you find Indians translating the scriptures into the different tongues or correcting proof sheets. You observe, laid out in cases, types in Arabic, Persian, Nagri, Telugu, Punjabi, Bengali, Marhathi, Chinese, Orlya, Burmese, Kanarese, Greek, Hebrew and English. Hindus, Mussalmans and Christian Indians are busy—composing, correcting, distributing.....

Beyond the office are the varied type casters, besides a group of men making ink and in spacious openwalled-round place, our paper mills for we manufacture our own paper."

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে কেরীর জীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করা এবং সেই সব অনুবাদের সাহায্যে ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ ক'রে কেরী অনুভব করেন ইংল্যাণ্ড থেকে আগত সিভিলিয়ান ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্যে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রাচীন গৌরব বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করা ও ছেপে প্রকাশ করা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করার বিষয়ে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন একখানা চিঠিতে কেরী লিখেছেন :—

"You must know then, that a college was founded last year in Fort William, for the instruction of the junior civil servants of the Company who are obliged to study in it three years after their arrival. I always highly approved of the institution; but never entertained a thought that I should be called to fill a station in it. The Rev. D. Brown was Provost and the Rev. Claudius Buchanan, Vice Provost; and to my great surprise I was asked to undertake the Bengali professorship. When the appointment was made I saw that I had a very important charge committed to me and that I had no books or helps of any kind to assist me. I, therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Basu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in Bengali language; which we are also printing.....

I am appointed teacher of the Sanskrit language and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am therefore writing a grammar of that language which I must also print, if I should be able to go through it and perhaps a dictionary which I began some years ago."

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে যে সব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উইলিয়ম কেরীর নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা

অনুবাদ, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাসের কপি ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগারে (বেলভিডিয়র, কলকাতা) এখনো সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মারাঠী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং উইলিয়াম কেরী সংস্কৃত ও বাংলার সাথে মারাঠী ভাষার শিক্ষকতা গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ হন। ইতিপূর্বে কলেজ থেকে কেরীকে মাসে ৫০০ টাকা বেতন দেওয়া হত। মারাঠী ভাষার শিক্ষকতা গ্রহণ করবার সাথে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষ কেরীর বেতন বাড়িয়ে প্রথমে মাসিক ৭০০ এবং পরে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০০০ টাকা করে দেন। পরোক্ষভাবে কেরীর প্রেসকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ বেতনের পরিমাপ এত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এরকম আভাষ মহানুভব কেরীর একখানা পত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেরীর প্রেস থেকে বাইবেলের বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয় ভাষায় যে সব অনুবাদ ছেপে বেরিয়েছে তার একটা তালিকা জর্জ স্মিথের Life of William Carey অনুযায়ী নিচে দেওয়া গেল :

১৮০১—বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ, ১৮০২-৯ বাংলা ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮০৮—সংস্কৃত নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ। ১৮১১-২২—সংস্কৃত ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮০৯-১১—হিন্দী নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ। ১৮১৩-১৮—হিন্দী ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮১১—উড়িয়া নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ। ১৮১৯—উড়িয়া ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮১১—মারাঠী নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ। ১৮২০—মারাঠী ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮১৫-১৯—অসমীয়া ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮১৫-২২—কনোজী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

১৮১৫ - জয়পুরী ভাষায় " "

১৮১৫—পাঞ্জাবী ভাষায় " "

১৮১৮—তেলেগু ভাষায় " "

১৮১৯—কোনকানি (Konkani) " "

১৮১৯—মুলতানী ভাষায় " "

১৮২০—কাশ্মীরী ভাষায় " "

১৮২০ —গুজরাটী ভাষায় " "

১৮২০-২৬—ডোংরী (Dongri) " "

১৮২০—কোশলী ভাষায় Gospel of Matheiw-র অনুবাদ
১৮২১—নেপালী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ
১৮২১—ভুগেলী (Bhugeli) " "
১৮২১—মাড়োয়ারী ভাষায় " "
১৮২২—উদিপুরী ভাষায় " "
১৮২২—কানাড়ী ভাষায় " "
১৮২২—ব্রজ ভাষায় " "
১৮২২—হারাওটি (Haraoti) " "
১৮২৩—বিকানিরী ভাষায় " "
১৮২৪—ভট্টী (Bhatti) ভাষায় " "
১৮২৪—মাগধী ভাষায় " "
১৮২৫—সিন্ধী ভাষায় Gospel of Matheiw-র অনুবাদ।
১৮২৬—কুমায়ুনী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ।
১৮৩২—অসমীয়া ভাষায় ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।
১৮৩২—গাড়োয়ালী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ।
১৮৩২—পাল্পা (Palpa) ভাষায় " "

এ ছাড়াও পার্শী, বার্মিজ, হিন্দুস্থানী, সিংহলিজ, ও চাইনিজ ভাষায় Gospel of Matheiw-র অনুবাদ।

কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কেও কেরী যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সেই গবেষণালব্ধ ফলাফল On the Agriculture In India নামক বক্তৃতামালায় স্থান পেয়েছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কেরীর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রলেও বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল উইলিয়ম কেরীর। বাংলা গদ্য সৃষ্টির ব্যাপারে উইলিয়াম কেরীর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ ছাড়াও কথোপকথন, ইতিহাস মালা, বাংলা ব্যাকরণ, ও বাংলা-ইংরাজী অভিধান রচনা করে এবং সমাচার দর্পন, দিগ্‌দর্শন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সহায়তা ক'রে কেরী বাংলা গদ্যের প্রভূত উপকার সাধন করে গেছেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন সকাল বেলা মহানুভব কেরীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। বাংলা দেশের শ্যামল মাটির কোমল শয্যায় চির নিদ্রায় নিদ্রিত হন রেভারেণ্ড ডক্টর উইলিয়ম কেরী। কেরী বাংলা দেশকে ভালবেসেছিলেন—বাংলা ভাষাকেও ভালবেসেছিলেন তিনি। কেরী ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকেও ভালবেসেছিলেন তিনি। তাই আজ কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে গিয়ে বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা, ভারতবাসী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন শ্রদ্ধেয় উইলিয়ম কেরীকে ভুলে না যান।

নব ভাবধারা ঃ উইলিয়ম কেরী

দিবাজ্যোতি মজুমদার

ইউরোপীয় সাহিত্য ও জনজীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস যে উচ্ছল উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রল তার সূচনা লক্ষ্য করা যায় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের পর হ'তে। কালের ব্যবধানে কিছুটা স্তিমিত হ'লেও এই ভাবধারা নতুন সাড়া জাগাল ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে। শৃঙ্খল ভাষার নেশায় পদদলিত শোষিত জনগণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'ল। জাতীয় চেতনা নব-আলোকিত মানুষকে এগিয়ে চ'লবার আহ্বান জানাল। অবহেলিত, নিগৃহীত মানুষ জীবনে বেঁচে থাকবার যে সত্য দাবী তার সার্থকতা অনুভব ক'রল। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দার্শনিকগণ তাঁদের ঋজু লেখনীতে সবার উপরে মানুষের অধিকারকে ক'রলেন স্থাপন। মোটকথা সাধারণ লোক যেমন নিজের দেশকে বুঝবার ও আপন ক'রবার একটা আকর্ষণ অনুভব ক'রল, তেমনি চিন্তাশীল মানবদরদীদের কাছ হ'তেও তারা পেল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা। এর সুষ্ঠু প্রতিফলন সাহিত্যেও দৃষ্ট হয়। "The devotion to everything national incites to the study and the literary representation of the 'people'—that is to say, the lower classes of society.....".[১] এই সে যুগের চিত্র। এইখানেই প্রাচীন সংস্কার, অন্ধ ঐতিহ্য পরিত্যাগ ক'রে নতুন যুগে, নতুন সমাজ গঠন প্রচেষ্টায় মানুষের পদক্ষেপ গতিশীল ও দৃঢ় হ'ল। সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার মর্ম-উপলব্ধি ঘটল। এই কালেই দেখা গেল 'the emergence of the crowd upon the stage of history'.[২] বাস্তিলের পতন শুধু একটি স্থূল দুর্গের পতন নয়—প্রাচীন জীর্ণ অবক্ষয়ী সমস্ত ভাবধারা ও মতবাদের উৎসাদন। এ নব-চেতনা শুধু ফ্রান্সের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, সমগ্র ইউরোপকেও তা নবচিন্তায় আলোড়িত ক'রল।

তাই এই পরিবেশের মধ্য হ'তে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর ইংলণ্ড থেকে যখন একটি জাহাজ বাংলার নদীকূলে এসে ভিড়ল, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ জাহাজ যাঁদের বহন ক'রে নিয়ে আসছে তাঁরা সাথে ক'রে আনবেন সাগরপারের নবচেতনা ও এক সংস্কার-বিমুক্ত মনন। নবজাগৃতি ও বহুকালসঞ্চিত সুপ্তি-ভাণ্ডার দেশ থেকে যাঁরা এলেন আমরা তাঁদের কাছে কি পেলাম তা' গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়।

উইলিয়ম কেরীর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি নরদামটনসায়ারের ব্যাপটিস্ট মিশনের একজন পাদ্রী। তিনি শুধুই ধর্মপ্রাণ নন, অনদকে পাপমুক্ত করে ধর্মপ্রাণ ক'রতেও অতি-উন্মুখ। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান অখণ্ডতায় চরম বিশ্বাসী তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল মিশন প্রতিষ্ঠার। যারা অখ্রীষ্টান তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের পবিত্র-মহিমা প্রচার-উদ্দেশ্যেই

তাঁর ভারতে আগমন। বাংলা দেশ ও বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে প্রচুর উৎসাহী হ'য়েও তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য। 'সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলাদেশের আকাশ-আচ্ছন্ন করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।'* এই কুসংস্কার তাঁরা দূর ক'রতে চেয়েছিলেন প্রধানত বাইবেল প্রচারের মাধ্যমে। তাই দেখি এই প্রচেষ্টার সফলতার জন্য তিনি বাইবেল অনুবাদে অত্যধিক মনোনিবেশ করেন। তাঁর বাইবেল-অনুবাদে ব্যাঘাত ঘটবে ব'লেই তিনি প্রথমে স্বীকৃত হ'য়েও বেদ-অনুবাদে অগ্রসর হন নি। দেশের মানুষের কাছে নিজের জিনিষ পৌঁছে দেবার সার্থকতা তিনি অনুভব ক'রেও তা উপেক্ষা করেন নিজ ধর্ম-প্রচারকল্পে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গদ্যপুস্তক St. Mathew's Gospel-এর (মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত) অনুবাদ হ'তে যার প্রচেষ্টা লুক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। এই কালের মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্ট, ওল্ড টেস্টামেণ্ট প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ শুধু বাংলায় নয় অন্যান্য বহু ভাষায় অনূদিত হয়। এর মধ্যে দিয়েই সাধারণ লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ক'রবার একটা ক্ষীণ আশা ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সংস্কার-আবৃত মানুষের কাছে অবশ্য তাঁকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসতে হ'য়েছে।

কালের সাথে সমান পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চ'লতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইউরোপের মানুষ হ'য়েও তিনি উপলব্ধি ক'রতে পারেন নি. 'There was no lack of religious feeling but it had lost freshness, depth and force.' মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আবহাওয়ার মধ্যেই যেন তাঁর চিন্তাধারা নিহিত। নতুন পরিবেশে নবভাব তাঁর চিন্তায় লক্ষ্য করা যায় না—যদিও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, উৎসাহী, কৌতূহলী ও সর্বোপরি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তবুও নানা গুণের সমন্বয় থাকা সত্ত্বেও তাঁর বড় পরিচয় তিনি ধর্মপ্রচারক। ধর্মবিশ্বাস ও প্রচারক মন তাঁর অনেক স্বাধীন কাজে বাধার সৃষ্টি ক'রেছে।

সমাজের মানসক্রিয়ার কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ ঘটালেও তাঁর পক্ষে সংস্কারমুক্ত হেয়ার, বেথুন, হ্যাভেল প্রভৃতির ভূমিকা নেওয়া ছিল অসম্ভব। উইলিয়ম এডাম পাদ্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উদারতার পরিমাপ করা সত্যই অসম্ভব। অনেক সমালোচক কেরীর প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের ফলে মার্শম্যান ও টমাসকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেন নি। কিন্তু এই দুজনের সহযোগিতা কেরীর কর্মপন্থাকে অগ্রসরতা দান ক'রেছে।

বাংলার জনগণ তখন ছিল অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ ও রক্ষণশীল। পাশ্চাত্ত্যের নতুন চিন্তা তাদের মনে কিরূপ কাজ ক'রত বলা শক্ত। মানুষের অকর্ষিত মনের অচলাবস্থা স্বীকার ক'রে নিয়েও একথা বলা যায় কেরী কি নবমানবতা, নবচিন্তা প্রচারে এতটুকু সচেষ্ট হ'য়েছিলেন ?

বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু বাইবেল-অনুবাদ ও

ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্যই কি তিনি প্রথমে বাংলাভাষা শেখেন নি ? এই মনোভাব কি প্রথম হ'তে কার্যকর হন নি ?

কিন্তু একটি কথা। তিনি অন্যান্য অনেক গোঁড়া পাদ্রী অপেক্ষা সংস্কারমুক্ত ছিলেন ? শ্রীরামপুর মিশন হ'তেই বাঙালীর ধর্মগ্রন্থস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত (ধর্মগ্রন্থ ছাড়া এই কাব্যদ্বয়কে আর কিইবা আখ্যা দেওয়া যায়) মুদ্রিত হয়। এর জন্য বাঙালী চিরকাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রবে।

বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে গদ্য-প্রচারকের ভূমিকাতে তাঁর দান অনস্বীকার্য (যদিও অনেকে ভাবাবেগে তাঁর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অধিক সম্মান আরোপ ক'রে থাকেন)। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর কর্মাবলীকে কোনো-সময়েই কোনোদিক দিয়েই উপেক্ষা ক'রবার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সার্থক অবদান বহুজ্ঞাত ও বহুআলোচিত।

নবযুগস্রষ্টা রামমোহনের আবির্ভাবের পর হতেই কেরীর প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এই সময় হ'তেই বাংলার জাগরণ শুরু হয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হ'ল। 'The vigour and freedom of English literature and English thought, the great effort of French intellect of the 18th century ……all these have influenced and sharpen the intellect of modern Bengal.'[৪] এসবের কিছুই কিন্তু আমরা কেরীর মধ্য দিয়েই পাই না। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কর্মী পুরুষদের কাছ হ'তে কি পাই নি সেটাই বড় কথা নয়, যা পেয়েছি তাকেও উপেক্ষা না করে শ্রদ্ধার্ঘ জানানোই সমীচীন। কিন্তু বিপ্লবোত্তর ইউরোপের একটি মানুষের কাছে আমরা কি নবচিন্তার কিছুটা আভাসও প্রত্যাশা ক'রতে পারি না ? কেরীর প্রতি অশ্রদ্ধায় নয় বরং বাংলাগদ্যের একজন উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎকে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েই উপযুক্ত প্রশ্নাবলীর উৎসার।

১ Brandes : Main current in the 19th cent. literature.
২ Somervell : Modern Europe.
৩ সজনীকান্ত দাস : বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস।
৪ Ramesh Chandra Dutta.

উইলিয়ম কেরী ঃ একটি বিচিত্র জীবন

মীরা সান্যাল

ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনের এক অখ্যাত পল্লী। এক তন্তুবায় পরিবারের একটী বালক। তার শৈশবেই পিতা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন। গ্রামের গীর্জায় কেরাণীর কাজও করতে লগেলেন। বালক কেরী গ্রাম্য পরিবেশে গাছপালা, পশুপাখী কীটপতংগ খোঁজা আর দেখাই তার কাজ। এই পৃথিবীকে জানবার এক অদম্য কৌতূহল। চোখে তার সুদূরের স্বপ্ন। কলাম্বাসের কাহিনী আর ক্যাপ্টেন কুকের যোজনামঃ তার প্রিয় পাঠ্য।

ছোটবেলায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়বার অভ্যাস ছিল। তার ভাই তার সম্পর্কে বলেছেন, 'From a boy he was studious deeply and fully bent on reading all he could'. কেরী নিজেও তাঁর পরবর্তী জীবনে বলেছেন নিজের সম্পর্কে, 'I can plod. This is my only genius. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything'. এই অধ্যবসায় আর সাহস একদিনের এক অখ্যাত গ্রাম্য বালককে এক ভাস্বর জীবনে উত্তীর্ণ করেছে।

পড়ার এত নেশা আর পৃথিবী সম্পর্কে এত অদম্য কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বারো বছর বয়সে কেরীকে স্কুল ছাড়তে হল। ইচ্ছা ছিল চাষবাস করার। শরীরে সইল না। অনিদ্রা রোগ হল। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে যেতে লাগল। তার পিতা তখন এক বদমেজাজী রুক্ষভাষী মুচির কাছে জুতো সেলাইএর কাজ শিখতে দিলেন। প্রতি রবিবার কেরী কাঁধে করে সারা সপ্তাহের তৈরী আর মেরামত করা জুতোর বোঝা খরিদ্দারদের বাড়ী পৌঁছে দিতেন।

এই সময়ে তার সংগে Non conformist পরিবারের একজন সহকর্মী ছিল। তার সংগ কিশোর কেরীর চরিত্র ও মনে অনেক পরিবর্তন আনল। মিথ্যাভাষণ, শপথ করা ও অন্যান্য অনেক নিন্দনীয় অভ্যাস তখন তিনি বর্জন করলেন। একান্তে প্রার্থনা করার অভ্যাস হল। সতের বছর বয়সে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার বাসনা জন্মাল মনে। তবু মিশনারী হওয়া তখন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। কুড়িবছর বয়সে তিনি নিজের পেশায় দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তখন বিবাহ হল। ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। পরের বছর 'ব্যাপ্টিজম্' হল। তবু কেরী তখনও নিজেকে একজন মুচি বা একজন অখ্যাত ধর্মপ্রচারক ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতেন না।

পরে কেরী লিস্টারে ধর্মযাজক হলেন। ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ

পড়ে তিনি 'miseries of heathendom' (অখৃষ্টানদের দুঃখ) মোচনের কথা ভাবতেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে একদল যুবক এসিয়া ও আমেরিকায় মিশনারী পাঠাবার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন। কিন্তু উৎসাহ তাঁদের প্রচুর থাকলেও টাকা একেবারেই ছিল না। তারা দানের জন্য আবেদন জানালে খুব সামান্য টাকাই পেলেন।

কেরীর মনোগত বাসনা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতী দ্বীপে যাবার কিন্তু বাংলা দেশ থেকে তখন দেশে ফিরলেন জন টমাস। তাঁর কাছে বাংলা দেশের মনোরম বর্ণনা পেয়ে কেরীর মন ঝুঁকল বাংলা দেশে আসার জন্য। তখন তিনি এই নবগঠিত সংঘের কাছে বাংলা দেশে যাবার প্রস্তাব দিলেন। খেয়ালী জন টমাসের সংগেই তাঁকে বাংলা দেশে পাঠান হল। তখন ভারতবর্ষ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুক্ষিগত। তাঁদের অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতের পথে পা বাড়ালে ফেরৎ যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু বাইবেল—যাতে কোন লোক কোম্পানীর চোখে ছিল বিপজ্জনক। কারণ এখানে ছিল কোম্পানীর বাণিজ্য বিলাস বাসন আর শোষণের ঘাঁটি। ধর্মের দোহাই শোনবার মতো মন তাদের ছিল না। কেরী আর টমাস লাইসেন্স পেলেন না।

তবু একদিন তাঁরা নিজেদের সংসার শুদ্ধ এক ডেনমার্কের জাহাজে চড়ে ভেসে পড়লেন ভারতের পথে। সেদিন ছিল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন। পাঁচমাসের ক্লান্ত বিরক্তিকর সমুদ্রযাত্রার পর ১১ই নভেম্বর জাহাজ বাংলা দেশের কূলে ঠেকল। এই পাঁচমাসের সমুদ্রযাত্রার কালে কেরীর বাংলা ভাষার হাতেখড়ি হয় জন টমাসের কাছে। জন টমাস ছিলেন রামরাম বসুর ছাত্র। পরে রামরাম বসুর কাছে কেরী নিয়মিতভাবে বাংলা শিখেছিলেন। রামরাম বসু টমাসের সংগে দেখা করতে এলেন। তখনই কেরী তাঁকে নিজের মুন্সী হিসাবে নিযুক্ত করলেন। টমাস কলকাতায় ডাক্তারী করতে চলে গেলেন। কেরী তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে রামরাম বসুর সংগে রইলেন মানিকতলায় নেলুদত্তের বাড়ীতে। তাঁর এক বছরের খরচের টাকা দু' মাসে শেষ হয়ে গেল। দুঃখে কষ্টে কেরীর স্ত্রী পাগল হয়ে গেলেন। রামরাম বসুর আত্মীয় তাঁকে সুন্দরবনে নিষ্কর কিছু জমি দিলেন। সেইখানে সাপের আর বাঘের আস্তানায় কেরীকে গিয়ে পরিবারবর্গকে নিয়ে থাকতে হল। এর কিছুদিন পরেই জন টমাস তাকে মালদহের মদনাবতীতে এক নীল কুঠির কাজ জুটিয়ে দিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তিনি মদনাবতীতে আসেন আর ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন।

১৭৯৮ অক্টোবরে একখানি চিঠি এল। উইলিয়ম ওয়ার্ড লিখছেন তিনি বাংলা দেশে আসবেন, বাকী জীবনটা কেরীর সংগেই কাটাবেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সহ চারটী পরিবার শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেছেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মিশনারী হওয়ার অপরাধে তাঁদের তখনই ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু শ্রীরামপুরের ডেনিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের আশ্রয় দিলেন তাঁদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৭৯৯, ১লা ডিসেম্বর ওয়ার্ড মদনাবতী গিয়ে কেরীকে বললেন শ্রীরামপুরে চলে

আসতে। সেখানে তাঁরা স্কুল করবেন, ধর্মগ্রন্থ ছাপাবেন, ধর্মপ্রচার করবেন নির্বিঘ্নে। কেরীর মনে অনেক দ্বিধা ছিল। শেষে তিনি সম্মত হলেন। ঠিক সময়েই তিনি মদনাবতী ছাড়লেন। কারণ নতুন নীলকর মিশনারীদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তখনকার গভর্ণর জেনারেল হুকুম দিলেন কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোথাও প্রেস স্থাপন করা চলবে না।

কেরীর মনে ছিল অদম্য জ্ঞান পিপাসা, ছিল বাস্তবমুখী কর্মক্ষমতা। কেরী, ওয়ার্ড মার্শম্যানের ধৈর্য আর শ্রমশীলতা ছিল অসীম কোন বাধা তাঁদের নির্ভীক সংকল্পকে প্রতিহত করতে পারে নি। তাঁদের তিনজনের জীবনের ধারা একটা অখণ্ড প্রবাহে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কেরী আনন্দ খুঁজে পেলেন। এ দেশের এক একটা ভাষা শেখা যেন তাঁদের কাছে একটা মজার খেলার মত।

কেরীর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাইবেল অনুবাদ করে অখৃষ্টানদের কাছে তার বাণী পৌছে দেওয়া। সাড়ে পাঁচ মাস তিনি মদনাবতীকে ছিলেন, তার মধ্যে Old Testament-এর কয়েকটী অধ্যায় ছাড়া সমগ্র বাইবেল তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রসংগতঃ বলি এই বিদেশীর বাংলা ভাষার প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। আজ বাংলা ভাষা বিশ্বে তার আপন সম্মান করে নিয়েছে। বাঙালী কবি আজ বিশ্ব কবি, তাঁর রচনা শুধু ইউরোপেরই সাইত্রিশটী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু সেদিন বাংলা ভাষা ছিল 'আরবী পার্শী আর টোলো পন্ডিতদের সমাজেবদ্ধ সংস্কৃত ভাষার চাপে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। তবু সেই ভাষার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তার বিচিত্র সম্ভাবনা।

যাই হোক এখন কেরীর চিন্তা হল এই অনুবাদ কেমন করে ছাপান যায়। তিনি দেখলেন ইংল্যান্ড থেকে টাইপ এনে ছাপতে গেলে ১০০০০ কপি বই ছাপতে ৪৩,৭৫০৲ টাকা লাগবে। এত টাকা লাগবে শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৭৯৭ এর ডিসেম্বরে শুনলেন যে ভারতের প্রথম অক্ষর ঢালাইএর কারখানা কলিকাতায় স্থাপিত হয়েছে আর ফেব্রুয়ারীর পরেই শুনলেন যে ইংল্যান্ড থেকে একটী প্রেস এসেছে বিক্রীর জন্যে। নীলকর সাহেব Udny সেই প্রেসটী কিনে কেরীকে উপহার দেন। ১৭৯৮তে এই প্রেস মদনাবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি শ্রীরামপুরে এই প্রেসটী সংগে করে নিয়ে এলেন।

শ্রীরামপুরে ধর্মগ্রন্থ ছাপার কাজ মুখ হয়ে দাঁড়াল। কেরী আর ফাউন্টেন ছ'জনে প্রুফ দেখতেন কপি তৈরী করতেন। Brunsdon এবং Felixএর সহায়তায় Ward মুদ্রণের কাজ করতেন। এই কাজের বিপুল খরচ চালাবার জন্য মার্শম্যান ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল খুললেন। শ্রীরামপুরে আসার ছ'মাসের মধ্যে কেরী পঞ্চানন কর্মকারের দেখা পেলেন। পঞ্চানন Wilkins-এর কাছে টাইপ তৈরী শিখেছিলেন। পঞ্চানন এবং মনোহরকে কেরী মিশনের কাজে নিযুক্ত করলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮০১ সালে বাংলা বাইবেলের ছাপা সমাপ্ত হল।

এরপর কেরী সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করার সংকল্প করলেন। তখন তিনি পঞ্চানন আর মনোহরের সহায়তায় শ্রীরামপুরে প্রাচ্য ভাষার টাইপ তৈরীর কাজ সুরু করলেন।

১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস থেকে চল্লিশটী ভাষায় বারশ খণ্ড বই ছাপা হল। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কারণ এই সব ভাষার টাইপ এই সর্বপ্রথম তৈরী। অনেকগুলি আধুনিক ভাষায় বই প্রথম এই প্রেস থেকেই ছাপা হয়। মারাঠি এবং আসামী ভাষার প্রথম বইও এখানকার ছাপা। এই ছাপাখানা থেকে সে কালের সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ ও দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হত।

বাংলা মুদ্রণে যেমন বাংলা ভাষায়ও তেমনই কেরীর অবদান চিরস্মরণীয়। অদম্য উৎসাহের সংগে কেরী বাংলা ভাষা শেখেন এবং বছর দু'য়েকের মধ্যে অনায়াসে বাংলা লেখবার ও বাংলায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা অর্জন করেন। বাংলা ভাষাকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার আড়ষ্টতা থেকে তাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর একান্ত অনুরোধে তাঁর মুন্সী রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ছাপা পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব দেখে উইলিয়ম কেরীই এই কাজে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। সুতরাং এক হিসাবে তাঁকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি শুধু মুন্সী বা পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়েই ক্ষান্ত হন নি। নিজেও তিনি বাংলা লিখেছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরীর কথোপকথন বা Colloquies ছাপা হয়। মিশন প্রেস থেকে ছাপা এই বইখানির পুরো টাইটেল হল : Dialogues, Intended to facilitate the acquiring of the Bengalee language. এই কথোপকথনে এখনকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা তাদের হালচাল, আচার ব্যবহার ইত্যাদির সজীব চিত্র একত্রিশটী আলোচ্য অধ্যায় বা কাহিনী মারফত ফুটে উঠেছে। আঠোর উনিশ শতকে বাংলার সমাজ জীবনের সাহেব, আমলা, ভদ্রলোক, জমিদার ও রায়ত থেকে আরম্ভ করে চাষী মজুর, জেলে, ভিখারী, গাঁয়ের স্ত্রীলোক তখনকার সকল শ্রেণীর মানুষ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কথোপকথনে। এই বইয়ে যেমন তখনকার সমাজের মনোজ্ঞ ছবি বিধৃত তেমনই পরবর্তী কালের টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষা আর 'আলালী' ভাষার সম্ভাবনা এই পাঠ্য পুস্তকে অংকুরিত হয়েছিল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কেরী ৪ খণ্ডে বাংলা মহাভারত ও ৫ খণ্ডে বাংলা রামায়ণ সমাপ্ত করেন। এই দুইখানি ধর্মগ্রন্থ পরবর্তী বাংলা সংস্করণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে ছাপা 'ইতিহাস মালা' খানিও কেরীর জীবনের আর এক সাহিত্য কীর্তি। ইতিহাস মালা নামে ইতিহাস হলেও ইতিহাস নয়। আসলে গল্পমালা। আকবর, বীরবল, রাজা প্রতাপাদিত্য থেকে সুরু করে

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ফারসী বা বিভিন্ন হিন্দুস্থানী উপকথা আর বহু প্রচলিত আখ্যায়িকার এক সুন্দর সংকলন। অধিকাংশই অনুবাদ কিন্তু ভাষা তার সর্বত্রই সহজ সবল। পড়তে গিয়ে দুরূহ আরবী, ফারসী বা কঠিন সংস্কৃত শব্দের বেড়াজালে হোঁচট খেতে হয় না বারে বারে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কেরীর বাংলা অভিধানের প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ড ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে। এই অভিধানে ৫০০০ শব্দ আছে। কেরীর অভিধান অনেক কোষকারকে উদ্বুদ্ধ করেছে Reverend K. M. Banerjee Encyclopaedia Bengalensis প্রণয়নের চেষ্টা করেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ অপর ফলশ্রুতি। তাঁর পাণ্ডিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ১৩টী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত বিরাট শব্দকোষ বা পলিগ্লট ডোকাবোলারি। কেরী সাহেবের বাংলা গদ্য সাহিত্যে দান সৃষ্টিমূলক নয়। বাংলা গদ্যের সুপ্ত সম্ভাবনাময়তাকে তিনি জাগিয়ে তোলায় সাহায্য করেন। তিনি বাংলা ভাষায় রচনার প্রেরণা সঞ্চারিত করেন বিদগ্ধ মনে। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতের বন্দীশালা থেকে তিনি বাংলা ভাষাকে মুক্তি দেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপনায় ব্রতী হন। সেই সূত্রে তাঁর জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায় কলকাতায় যাপিত হয়। এই সময় তিনি বহু বাঙালী বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে আসেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ প্রমুখ পণ্ডিতদের সহিত তাঁর সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল।

কেরী ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। তিনি ১৮২৫ খৃঃ তার এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন…"My heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel pleasure in doing the little I can."

১৮০৪ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক অনুষ্ঠানে তিনি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষণ দেন তাতেও তিনি বলেন "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াছি……বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে……আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে এদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

একদা খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে এসে তিনি আমাদের দেশকে সমাজকে ভালবেসে ছিলেন। এদেশের সমাজ সংস্কারেও তিনি হাত দিয়েছিলেন। গংগায় সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ প্রভৃতি 'কুপ্রথা' বন্ধ করার জন্য তিনি লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড বেন্টিংককে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে তাঁদের যাত্রাপথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল।

বাংলার মুদ্রণে স্মরণীয় যাঁরা

বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা

● উইলকিন্স ● পঞ্চানন
● মনোহর ● কৃষ্ণচন্দ্র

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ২য় খণ্ড থেকে এই অংশটি প্রকাশিত হোল। প্রধানত যাঁর তথ্যবহুল লেখার মধ্যে দিয়ে বাংলার নবজাগরণের গোড়ার অধ্যায় আজ উদ্ঘাটিত হয়েছে সেই সুপণ্ডিত গ্রন্থবিদ ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি—সম্পাদক]

শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রসার মুদ্রাযন্ত্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত বলিয়া এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাঁহাদের কৌতূহল দেখা গিয়াছে। এই কারণে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির বিবরণ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সেরূপ সুক্ষ্মভাবে আলোচিত ত হয়ই নাই, এমন কি, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধানও হয় নাই। ইহার ফলে বাংলাদেশে মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ইউরোপে পৃথক হরফ সাজাইয়া মুদ্রণরীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কাঠের ব্লক হইতে পুস্তক ছাপা হইত। এই সকল ব্লকে পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না, একটি পৃষ্ঠা একসঙ্গে খোদাই করা হইত। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন, বাংলাদেশেও প্রথমে কাঠের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধারণা ভুল। এদেশে ছাপা ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তন করেন ইংরেজরা। সুতরাং যে সময়ে উহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে ছাপার রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ ছিল, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা হরফ ও ছাপার উৎপত্তি হয়। এদেশের লোক যদি নিজের বুদ্ধিতে নূতন করিয়া মুদ্রণপদ্ধতি আবিষ্কার করিত, তাহা হইলে হয়ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার কারণ থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া বাংলাদেশে একেবারে প্রথম হইতেই পৃথক সীসার টাইপ হইতে মুদ্রণরীতি প্রচলিত হয়।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। কোম্পানীর একজন সিবিলিয়ান-ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড কর্ত্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত A Grammar of the Bengal Language পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্ব্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত ইহা হইতেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ইংরেজরা এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এই

প্রয়োজনের বশে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গবর্ণর জেনারেল, তখন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হল্‌হেড বাংলা ভাষায় একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই পুস্তক লিখিত হইবার পর প্রশ্ন উঠে—বাংলা টাইপ ভিন্ন উহা কি করিয়া ছাপা যাইতে পারে? উহার পূর্ব্বে উইলিয়ম বোল্টস্‌ বিলাতে এক প্রস্থ (ফাউণ্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা একেবারে বিফল হয়। এই অবস্থায় ওয়ারেন হেষ্টিংস মিঃ (পরে স্যার) চার্লস্‌ উইলকিন্স নামে কোম্পানীর একজন সিবিলিয়ানকে বাংলা অক্ষরের ছেনি কাটিয়া দিতে অনুরোধ করেন। উইলকিন্স একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন. ওয়ারেন হেষ্টিংসের উৎসাহে ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ১৭৮৫ সনে প্রকাশ করেন, তৎপূর্ব্বে কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। এদেশের ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার নানা বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে শুধু নিজের খুশীতে বাংলা অক্ষরের দু একটি ছেনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ওয়ারেন হেষ্টিংসের জানা ছিল বলিয়াই তিনি উইলকিন্সকে বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হল্‌হেডের সহিতও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এই কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার জন্যে তিনি নিজের হাতে ছেনিকাটা, ঢালাই ও ছাপা প্রভৃতি সকল কাজ করেন। এইভাবেই প্রথম বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্ত্তন হয়। উইলকিন্সের এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে হল্‌হেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabat of a similar and proprotionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that his project, when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed.

The advice and even solicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengali types. He did, and his success has exceeded every expecta-

tion. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment ; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages."—N.B. Halhed : A Grammar of the Bengal Language ; Preface. PP. xvii-lv.

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ হুগলীতে এনড্রুসের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। সুতরাং হুগলীকে বাংলা ছাপার জন্মস্থান বলা উচিত। ইহার পর বাংলা ছাপার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮০০ সনে শ্রীরামপুরে কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীরা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপায়ে এদেশে খৃস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং বাংলা পুস্তক ছাপা সম্বন্ধে স্বভাবতই তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ থাকিবার কথা। একদিকে এই মিশনারী আগ্রহ, আর একদিকে প্রধানতঃ সরকারী আইন আদালতের প্রয়োজন, এই দুইয়ের জন্য বাংলা দেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ও উন্নতি হইতে লাগিল। হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে ১৭৮৫ সনে জোনাথান ডানকান্ কৃত সার ইলিজা ইম্পের রেগুলেশানের বাংলা অনুবাদ "কোম্পানী প্রেস" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক বলিয়া প্রকাশ। তাহার পর এন. বি. এডমনস্টোন ১৭৯১ ও ১৭৯২ সনে কতকগুলি রেগুলেশান বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় কোন ছাপাখানায় সার উইলিয়ম জোন্স সম্পাদিত কালিদাসের 'ঋতুসংহার' The Seasons নামে প্রকাশিত হয়। ইহাও সম্পূর্ণ বাংলা হরফে মুদ্রিত। ১৭৯৩ সনে বাংলা হরফে দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, ইহার একখানি কর্ণওয়ালিশের কোডের হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার কৃত বাংলা অনুবাদ ; অপরখানি কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত। বাংলা অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধান 'ইংগরাজি ও বাংগালি বোকেবিলরি'। ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে জন মিলারের the tutor বা 'শিক্ষা গুরু' কলিকাতার কোন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে কলিকাতার ফেরিস এন্ড কোম্পানীর প্রেসে ফরস্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।[১] ততদিনে হলহেডের

১ শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যাকরণে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল, উইলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্মকার তাহার কিছু উন্নতি করিয়াছিল। বাংলা ছাড়া নাগরী ও ফার্সী ভাষায় ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তনও উইলকিন্সের চেষ্টায় হয়।[২] ষোল বৎসর এদেশে কাটাইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া উইলকিন্স ১৭৮৬ সনে স্বদেশ গমন করেন। ১৮০৬ সনের মে মাসে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাংলা অক্ষর তৈয়ার করিতে প্রথম হইতেই উইলকিন্সের সহকর্মী হয় একজন বাঙালী; তাহার নাম পঞ্চানন কর্মকার। উইলকিন্স স্বহস্তে তাহাকে অক্ষরের ছেনি কাটা শিখাইয়াছিলেন। এই পঞ্চাননের কর্মপটুতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ সমসাময়িক বহু বিবরণে পাওয়া যায়। হল্‌হেডের ব্যাকরণে যে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল, পঞ্চানন তাহা অপেক্ষা আরও সুন্দর একটি সাট তৈয়ার করিয়াছিল। এই অক্ষরে ১৭৯৩ সনে কর্ণওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। অনেকদিন ধরিয়া এই অক্ষরের চলন ছিল। পঞ্চাননের জন্যই বাংলা হরফ নির্মাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। মার্শম্যান তাঁহার বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ১৭৯৮ সনের গোড়ায় পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, "দেশীয় ভাষায় ছাপার কার্য্য চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অক্ষর ঢালাইবার কারখানা (letter foundry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সার চার্লস উইলকিন্সের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই সেখানে ছেনি কাটার কাজ করিত।[৩]

১৮০০ সনের গোড়া হইতে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের ছাপাখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করে। কেরী তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পঞ্চাননকে নাগরী অক্ষরের একটি সাট রচনায় নিযুক্ত করিলেন। দেবনাগরে বহু যুক্তাক্ষর থাকায় সাত শত ছেনির প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৮০৩ সনের গোড়ায় এই কাজ প্রায় অর্দ্ধেকটা অগ্রসর হয়।[৪] কাজটি সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য মনোহর নামে একজন কর্মপটু যুবককে পঞ্চাননের সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই মনোহর পঞ্চাননের জামাতা।[৫] এই কাজে নিযুক্ত থাকাকালে পঞ্চানন বাংলা অক্ষরের আরও একটি সাট তৈয়ার করে। নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ যে অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নূতন অক্ষর তাহা অপেক্ষা আকারে ছোট এবং দেখিতে

---

২ "—He originated the models, prepared the materials, and shared the manual labor with his native assistants while he directed their operations···To this fount of Bengalee Types, he added others in the Nagree and Persian characters; and thus completely opened the way for the ultimate diffusion of knowledge throughout India."—The Friend of India for July 1818, P 61.

৩ John Clark Marshman: the life and times of Carey Marshman, and Ward, (1859), I, 80.

আরও সুন্দর।[৪] ১৮০৩ সনে এই নূতন অক্ষরে নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীরামপুর মিশন পঞ্চানন কর্ম্মকারকে পাইয়া শ্রীরামপুরে একটি টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার বৎসর তিনেক (১৮০৩-৪) পরে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়।[৫] পঞ্চানন ও তাহার শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে শ্রীরামপুর মিশন ১৮০৭ সনে একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—"Soon after our settling at Serampore the Providence of God brought to us the very artist who had wrought with Wilkins in that work, and in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter foundry; and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type-casting, and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists. These have cast for us two or three founts on a construction which bids fair to diminish the expense of paper, and the size of the book at least one-fourth, without affecting the legibility of the character,"—Memoir Relative to the Translations, 1807 as quoted by Geo. Smith. P. 181.

বাংলা ছাপার হরফের জন্ম কথা প্রসঙ্গে ১৮৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা খ্রীষ্টান অবজার্ভার' পত্রে যাহা লিখিত হয়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:—India had never seen printing in her own indigenous

---

৪ ১৮০৪ সনে দেবনাগরী অক্ষরের এই সাট তৈয়ারী হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ:

SANSCRIT AND BENGALEE DEPT.

A new and improved Devanagari type has been cast for the Sanskrit Language under the superintendence of Mr. William Carey.

1. In the fount there are types of all the compound letters,

2. By the construction of certain initial medial and final letters, the characters come in contact in the press as in writing.

A fount of types in the Orissa character (being the first in that language) is now casting under the superintendence of Mr. Carey.—Home Miscellaneous vol. No. 559.

৫ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নোটবহি হইতে জানা যায় যে, পঞ্চাননই জামাতা মনোহরকে ছেনি কাটার কাজ শেখায়; ইহাদের উভয়ের বাড়ী ছিল ত্রিবেণীতে। B: P. & P. July—Sep. 1916, P. 140.

৬ Marshman: The Life and Times of Carey Marshman, and ward, I, 178—79.

characters, till about twelve years before the arival of the brethren Carey and Thomas in India. She was indebted for its existence to the ingenuity and unceasing efforts of Lieut. Wilkins then a youngman in the Bengal army, and now, the justly celebrated Dr. Wilkins. The attachment of this young man to Indian literature is testified both by Sir William Jones and by Nathaniel Brassey Halhed, Esq. the author of the first and the most elegant grammar of the Bengalee language, which has yet appeared. This was printed at Hooghly, in 1784, with the first complete fount of Bengalee types. Lieutenant Wilkins fabricated respecting which, Mr. Halhed then in the civil service, testifies in his preface, that in cutting this fount, Lieut. Wilkins performed all the various operations of the type founder, from cutting the punches with his own hand to bringing them complete from the foundery.

* * *

Suffice it to say, that when Mr. Ward had arrived from England with the printing apparatus Bengalee types were still wanting.

If written characters had been sent home to form the exemplar of a fount of Bengalee types, as Carey and Thomas had contemplated ; it had been found that the cutting of 600 punches at eighteen shillings each, the Price in England for cutting the Smallest Roman character, rendered impossible for Fuller and his associates to advance the sum of more than five hundred pounds sterling for merely cutting a Bengalee fount of types. But what appeared beyond the means of both Carey in India, and to Fuller and his companions at home, Providence was pleased to supply in a way quite unexpected. About two months after Carey's arrival at Serampore, with Mrs. Carey and his four sons, a native named Panchanan of the caste of smiths who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengalee fount of types, applied to us for employment, offering to cut a fount at a rupee four annas each letter. Filled with gratitude to god for an occurrence so unexpected, we instantly retained him and fount of Bengalee types

---

৭ 'One of the very men who had assisted Wilkins in the fabrication of his types applied to the missionaries at Serampore when they had resided there only a few months ; and though he died in about three years, it was not till he had instructed a sufficient number of his own countrymen in the art, who in the course of eighteen years, have prepared founts of types in fourteen Indian alphabets…" —The Friend of India for July 1818 P. 64.

was gradually created for about 700 Rupees, Instead of £ 540 sterling, the price they would have cost in cutting at home.

The New Testament was brought through the press within eleven months, Carey having taken impression of the first page, March the 18th 1800, and the last page being printed Februry the 10th, 1801. With the Old Testament he proceeded at press without delay and finding after he had occupied himself in translation. So many years, that by far the greater part of the words in other dialects around him derived from the same source, (the Sanskrit Language), were precisely the same in meaning and import, the translation of the New Testament into some of these appeared quite within reach.—"Brief Memoir of the Late Rev. W. Carey, D. D. [Abridged from Rev. Dr. Marshman's Funeral Sermon.]"—The Calcutta Christian Observer for September 1834 pp. 451-54.

মৃত্যুর পূর্বে পঞ্চানন তাহার জামাতা মনোহরকে এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে ছেনি কাটা শিক্ষা দিয়া যায়। ইহারা আঠারো বৎসর কালের মধ্যে চৌদ্দটি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈয়ার করে।[৮] মনোহর ৪০ বৎসরেরও অধিককাল শ্রীরামপুরে কাজ করিয়া চীনা, উড়িয়া প্রভৃতি নানা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রী আবার টাইপ তৈয়ার করিতে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। ১৮৩০ সনে কৃষ্ণ মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রায় সত্তর বৎসরকাল ধরিয়া বাংলা হরফ তৈরি করিবার কাজে একটি পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। কৃষ্ণ মিস্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সত্য প্রদীপ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণ মিস্ত্রীর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়; উহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল: আমরা অত্যন্ত খেদপূর্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিতাপুত্র দুইজন অক্ষর ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু। তাঁহারা যে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইংগরাজ লোক কর্তৃক এই দেশ অধিকৃত

৮. Panchanan's apprentice Manohar, continued to make elegant founts of type in all Eastern languages for the Mission and for sale to others for more than forty years, becoming a benefactor not only to literature but to Christian to an extent of which he was unconscious for he remained a Hindoo of the Blacksmith Caste. In 1839, when he first went to India as a young missionary, the Rev. James Kennedy saw him as the present writer has after since seen his successor cutting the matrices or casting the type for the Bibles··· Serampore continued down till 1860 to be the Principal Oriental type foundry of the East."—Geo. Smith. The Life of William Carey (Everyman's Library ed.) p. 192.

হওনের পরও অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কোন বাংগালা পুস্তক ছাপা হয় নাই। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব বাংগালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণান্তর তদ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক হইলেন পরন্তু বাংগালা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু শিল্প কর্ম্মি উইলকিন্স সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে ক্রমে মনোহর মিস্ত্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সংগে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে বাংগালা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১৭৯৯ সালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক কেরি সাহেব ও মার্শম্যান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাসকরণপূর্ব্বক যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহাদের নিকট কর্ম্ম পাইয়া বাংগালা ও দেবনাগর ও উড়িয়া প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবান প্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষায় অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ঐ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়া ছিলেন···ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ম্মেতে অতি পটু। সীসার উপরে অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম ঘটিত অলংকার নির্ম্মাণ করিতে পারগ···আরো তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন।

আদি মুদ্রণ

গণেশ ভট্টাচার্য

পটভূমি :

বহুর মাঝে অল্প সময়ে নির্ভুল ও অবিকৃত জ্ঞান প্রচারের মাধ্যম হিসেবে পাণ্ডুলিপি আশানুরূপ কার্যকরী হলো না। এই উদ্দেশ্যে উন্নততর কোন পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলো। গ্রন্থ নির্মাণে মুদ্রণের ব্যবহার প্রচলিত হলো। চিত্র-মুদ্রণ (Picture prints) আধুনিক মুদ্রণের আদিরূপ।

চিত্র-মুদ্রণ (PICTURE PRINTS) :

কাঠের উপর রিলিফ পদ্ধতিতে নকশা কেটে তার উপর কালি বুলিয়ে ছাপ তুলে নেওয়ার পদ্ধতিকে চিত্র-মুদ্রণ বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনদেশে এবং

কাপড় ছাপার কাজে ভারতে বহুদিন আগে থেকেই এ প্রথার প্রচলন ছিল। ১৩দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Europe-এ কাগজের উপর মুদ্রণের কাজে এই পদ্ধতি প্রথম অনুসৃত হয়। প্রথমদিকে এই রীতিতে ছবি ছাড়া আর কিছু ছাপা হতো না। এই একই রীতিতে কাঠের উপর অক্ষর খোদাই (xylography) করে শব্দ বা কথা ছাপার পদ্ধতি চিত্র-মুদ্রণের পরবর্তী উন্নত রূপ। এই উভয় প্রণালীতে মুদ্রিত পাতাগুলি একত্র গ্রথিত করে গ্রন্থাকৃতি দেওয়া হতো। এগুলোকে বলা হতো Block books. অক্ষর খোদাই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বলে এই পদ্ধতিতে ছাপান গ্রন্থে কথার ভাগ খুবই কম থাকতো। তাছাড়া এভাবে খোদাই করা অক্ষর-গুলোকে অন্যকিছু ছাপার কাজে ব্যবহার করা চলতো না। ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে এ প্রথাও আশানুরূপ কার্যকরী হলো না। একক অক্ষর খোদাই-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হলো। আবিষ্কৃত হলো হরফ (Type)।

হরফ (TYPE) :

গ্রন্থ মুদ্রণে হরফের প্রথম ব্যবহার সম্বন্ধে নানা সূত্র সন্ধান করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মুদ্রণের কাজে হরফের প্রথম ব্যবহার হয় Holland-এ। কিন্তু নির্মাণ কৌশল বা নির্মিত রূপের দিক থেকে হরফের তখন নিতান্তই অপরিণত অবস্থা। ধারাবাহিক সংস্কারের মাধ্যমে হরফের পরিণত রূপ লাভ এখানে ঘটেনি। Laurens Janszoon Costerকে হরফের আবিষ্কর্তা বলে দাবী করা যেতে পারে; কিন্তু এ দাবীর সমর্থনে তথ্য প্রমাণের তেমন কিছু প্রাচুর্য নেই। অপরপক্ষে GERMANY-র MAINZ সহরে হরফ প্রথম আবিষ্কৃত হোক আর নাই হোক, তার পরিণতরূপ লাভ যে সেখানেই ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আবার সেই ঘটনার সঙ্গে John Gutenberg-এর সম্বন্ধ বহু তথ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং তাঁকেই আবিষ্কর্তার সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান যুক্তি সংগত।

আবিষ্কর্তা সম্বন্ধে যেমন মতভেদ আছে, আবিষ্কারের সঠিক সময় সম্বন্ধেও বিভিন্ন সূত্র বিভিন্ন মত পোষণ করে। ১৪৪০ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কে ছাপার কাজে হরফের প্রথম ব্যবহারের সময় বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

আবিষ্কারের পর বিভিন্ন দেশে মুদ্রণের কাজে হরফের ব্যবহার বিস্তৃত হলো। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর বহু অংশেই হরফের প্রথম ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। "কোথায় কবে কে কি" তালিকাটিতে ঐ সময়ের মধ্যে মুদ্রণের কাজে হরফের প্রথম ব্যবহার সম্বন্ধীয় আংশিক তথ্য সংকলিত হয়েছে। "কোথায়" শীর্ষক কলমটিতে পরিবেশিত হয়েছে স্থানের নাম, আর "কবে"র নীচে সঠিক বা আনুমানিক সময়। যাঁদের চেষ্টায় প্রচলন সম্ভব হয়েছে 'কে' কলমে তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে। 'কি' কলমটিতে পরিবেশিত হয়েছে গ্রন্থের নাম। Europeএর বহু অংশে জ্ঞামামান মুদ্রকদের দ্বারা হরফের প্রথম ব্যবহার প্রচলিত হয়। এ সম্বন্ধীয় কোন তথ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

কোথায়	কবে (খ্রীঃ)	কে	কি
Holland			
Haarlem	১৪৪০ (আঃ)	Laurens Janszoon Coster	*Donati*-র আদি Dutch সংস্করণ।
Utrecht	১৪৭৩	1. Nicolaus Ketelaer 2. Gerard de Leempt	
Germany			
Mainz	১৪৪৪-৪৫(আঃ)	John Gutenberg	*"Fragment of the last judgment"*
Strassburg	১৪৫০ (আঃ)	Johann Mentelin	
Bamberg	১৪৫৯-৬০		*Thirty-six-line Bible*
Augsburg	১৪৬৮	Gunther Zainer	*Maditationes Vitae Domini Jusu Christi*
Basle	১৪৬৮	Berthold Ruppel	
Nuremberg	১৪৬৮-৬৯(আঃ)	Johann Sensenschmidt	
Cologne	১৪৭০ (আঃ)	Ulrich Zell	Cicero প্রণীত *De Officiis*
Italy			
Subiaco	১৪৬২-৬৫	1. Conrad Sweynheym 2. Arnold Pannartz	*Donatus*-এর এক সংস্করণ
Rome	১৪৬৭	Ulrich Hahn	Cardinal Turrecremata প্রণীত *Maditationes de Vita Christi*
Venice	১৪৬৯	John of Speyer	Cicero প্রণীত *Epistolæ Famileares*
France			
Paris	১৪৭০	1. Michael Freiburger 2. Ulrich Gering 3. Martin Grantz	*Letters of Gasparino* Barzizi-র quarto সংস্করণ।
Lyons	১৪৭০	Guillaume Le Roy	
Spain			
Saragossa ?	১৪৭৩	Heinrich Botel (?)	An Indulgence
Barcelona	১৪৭৭	1. Nicholas Spindeler 2. Pedro Brun	Perottus প্রণীত *Rudimenta Grammaticæ*-র এক সংস্করণ।
Seville	১৪৯১	1. Meinardus Ungut 2. Stanislaus of Poland	
Alcala	১৫০৩ (?)	Stanislaus of Poland	

কোথায়	কবে (খ্রীঃ)	কে	কি
Southern Netherlands			
Alost	১৪৭৩	(1) Thierry Martens (2) John of Westphalia বা John of Pederborn	
Louvain	১৪৭৪	John Veldener	
Bruges	১৪৭৪-৭৬ (?)		
Brussels	১৪৭৬	"Nazareth"	
Antwerp	১৪৮২	Mathew van der Goes	
England			
West-minister	১৪৭৬	William Caxton	Le Fevre প্রণীত *Jason*-এর Caxton কৃত অনুবাদ
Oxford	১৪৭৬		Refinus প্রণীত *Expositio Sanctiferonimi In Simbolum Apostolorum*
St. Albans	১৪৭৯		Augustinus Dotus প্রণীত *Super Elegantiis Tullianis*
London	১৫০০	Wynkyn de Worde	
York	১৫০৯-১০	Hugh Goetz	*Directorium Sacerdotum*-এর এক সংস্করণ।
Cambridge	১৫২১	John Lair *also known as* John Siberch	Hentry Bullock প্রণীত *Oratio*র এক সংস্করণ।
Tavistock	১৫২৫	Thomas Richarde	Boethius প্রণীত *De Consolatione Philosophiae*
Abingdon	১৫২৮	Johannes Scolar	
Ipswich	১৫৪৭	Anthony Sooloker	*The Just Reckennyge...*
Worcester	১৫৪৯	Oswen	একখানি Prayer book
Cantebury	১৫৪৯	John Mychell	*The Psalms*-এর এক সংস্করণ
Norwich	১৫৬৬	Anthony de Solemne	

কোথায়	কবে (খ্রীঃ)	কে	কি
United States			
Cambridge, Mass.	১৬৩৮	Stephen Day	*Freeman's Oath*
Philadelphia	১৬৮৫	William Bradford	
Canada			
Boston	১৬৯২	Bartholomew Green	
Halifax	১৭৫২	John Bushell	*Halifax Gazette*
Quebec	১৭৬৪	(1) William Brown (2) Thomas Gilmore	*Quebec Gazette*
Montreal	১৭৭৭	Fleury Mesplet	*Officium in Honorem Domini Nostri J.C.*
Newark	১৭৯৩	Louis Roy	*Upper Canada Gazette*
India			
Goa	১৫৫৬	Joao de Bustamante	*Conclusoes e Outras Coisas*
Bombay	১৬৭৪-৭৫	Bhimjee Parekh	
Tranquebar (Madras)	১৭১২	Bartholemew Ziegenbalg	
Hooghly (Bengal)	১৭৭৮	Charles Wilkins	Nathaniel Brassey Halhed প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language.*

গ্রন্থপঞ্জী :

আদি মুদ্রণ সম্বন্ধীয় এই অনুবর্ণ গ্রন্থপঞ্জীটি R. B. Mckerrow, A. Esdaile, S. Jenett, N. E. Binns, K. A. Mallaber, P. Freer প্রভৃতি গ্রন্থবিদদের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে সংকলিত হলো। ভারতে আদি মুদ্রণ সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি : "The Carey exhibition of the early printing and fine printing" এবং Anant Kakba Priolkar প্রণীত The Printing Press in India ; its beginnings and early development নামক গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত করা হয়েছে।

Barua, B.K,
Assamese literature. 1941.
Benesch, O.
Artistic and intellectual trends from Rubens to Danmier as shown in book illustration. 1943.
Bennett, H.S.
English books ard readers, 1475. 1557. 1952.
Biggs, J.R.
Approach to type. 1949.
Biggs, J. R.
Illustration and reproduction. 1951.
Binns, N.E.
Introduction to historical bibliography. 1953.
Bland, D,
Illustration of books. 1951
Bliss, D.P.
History of wood engraving. 1928.
Bouchot, H.
The Book ; its printers, illustrators and binders. 1890,
Boxer, C.R.
A Tentative check-list of Indo-Portuguese imprints 1556-1674. (In Boletin do Instituto Vasco da Gama, No. 73. 1956).
Bruce, H. J.
First Marathi Press ; [extract from a paper on the literary work of the American Marathi Mission, 1881]
Butler, P.
Origin of printing in Europe. 1940.
Carey, E.
Memoirs of william Carey. 1837
(The) Carey exhibition of early printing and fine printing [at the National Library, Calcutta] 1955.
Carter, T. F.
The Invention of printing in China and its spreaed Westward. 1931.
Ceicago Club of Printing House Craftsmen. Committee on Invention of Printing. Contribution to the bibliography of printing. 1940-41.
Crane, W.
Of the decorative illustration of books old and new ; 3rd ed. 1921.
Das, S.
Bangla akshare mudrita pratham Bangla abhidhan. (In Sahitya Parisht Patrika, v. 43. 1343 B.S. pp. 163-170)
Das, S.
Bangla sahityer itihas. 1953.
De, S. K.
History of Bengali literature in the nineteenth century, 1800-1825. 1919.
De Vinne, T.L.
Invention of printing. 1877.
De Vinne, T.L.
Treatise on title pages. 1914.
Dickson, R.
Introduction of printing into Scotland. 1885.
Duff, E. J.
Early printed books. 1893.
Duff, E. J.
English provincial printers, stationers and book binders to 1557. 1912.
Duff, E. J.
Printers, stationers, and book binders of Westminster and London, from 1476 to 1535. 1906.

Esdaile, A.
Students manual of bibliography. 1932.

Freer, P.
Bibliography and modern book production. 1954.

Garnett, R.
Introduction of European printing into the East. (In International Library Conference. *2nd, London, 1898.* pp. 5-8)

(The) Gazetteer of Bombay City and island. v. 2 & v. 3, 1909 & 1910.

Goldschmidt E. P.
Medieval texts and their first appearance in print. 1943.

Goldschmidt, E. P.
Printed books of the Renaissance···type, illustration, ornament. 1950.

Gray, B.
The English print. 1937.

Grierson, G. A.
The Early publications of the Serampore Missionaries. (In Indian antiquary, v. 32. 1903. p. 241)

Guha, S.C.
Early Bengali printing on paper. (In Madras Library Association. Memoreis, 1941. pp. 54-65).

Haebler, K.
Study of incunabula, etc. 1933

Halhed, N. B.
A Grammar of the Bengal Language. 1778.

Hamilton, A.
Account of the East Indies, V. I. 1727.

Hardie, M.
English coloured books. 1906.

Hind, A. M.
Introduction to a history of woodcut. 1935.

Hosten, H.
The Three first type-printed Bengali books. (In Bengal, past and present ; journal of the Calcutta Historical Society, v. 40, 1914. Series 17-18. pp. 40(63).

Humphreys, H. N.
History of the art of printing from its invention to its widespread development in the middle of the 16th century. 1868.

Jacobi, C. T.
"Works of the private presses"; [a series of articles on individual presses]. (In The Penrose annual, v. 24-33. 1921-31).

James, P. B.
English book illustration, 1800-1900. 1947.

Jennett, S.
Making of books. 1951

John Rylands Library, Manchester.
Beginnings of printed book illustration. 1933.

Johnson, A. F.
Catalogue of engraved and etched English title pages to 1691. 1934.

Johnson, A. F.
French sixteenth century printing. 1928.

Johnson, A. F.
One hundred title pages, 1500-1800. 1928.

Johnson, A. F.
Type designs ; their history and development. 1934.

Keay, F. E.
The History of Hindi literature. 1920.

Lehmann-Hampt, H.
Peter Schoeffer of Gernsheim. 1950.

Lejard, A. ; *ed.*
Art of the French book. 1947.

Lewis, C. T. C.
Story of picture printing in England··· ; 19th century. 1928.

Mckerrow, R. B.
Introduction to bibliography for literary students. 1927.

Mackley, G
Wood engraving. 1948.

McMurtrie, D.C.
(The) Book. 1943.

McMurtrie, D. C.; *ed.*
Invention of printing ; a bibliography, etc. 1942.

Madan, F.
Brief account of the University Press at Oxford. 1908.

Mallaber, K. A.
A Primer of bibliography. 1960.

Marshman, J. C.
The Life and times of Carey, Marshman and Ward embracing, the history of the Serampore Mission. 1859.

Marshman, J. C.
Outline of the history of Bengal ···, 10th ed. 1859.

Mookerjee, S. C.
A note on the earliest Bengali punchcutter (Panchanan Karmaker) ; extracted from the notebook of Sambhu Chandra Mookerjee. (In Bengal, past and present,···v.40, 1914, series 17—18)

Morison, S.
Four centuries of fine printing. 1924.

Morison, S.
Type designs of the past and present. 1926.

Morrison, W. R.
A Brief history of South African printing and catalogue of exhibition of early South African printing. 1935.

Munshi, K. M.
Book in India. (In All India Library Conference, *5th*, Bombay, 1942. pp. 53-60).

Oswald, J.C.
History of printing. 1929.

Parasanis, D. B.
Marathi mudrankaleca samsodhaka kona ? (In Navayuga, v. 2. 1915).

Parkhi, R. S.
Early Marathi printing in India.

Peddie, R. A. ; *ed.*
Printing ; a short history of the art. 1927.

Plant, M.
English book trade. 1939.

Plomer, H. R.
Wynkyn de Worde and his contemporaries. 1925.

Pollard, A. W.
Early illustrated books, etc. ; 3rd ed. 1926.

Pollard, A. W.
Fine books. 1912.

Pollard, A. W.
Last word on the history of the title page. 1891.

Poortenaar, J.
Technique of prints and art reproduction process. 1934.

Prideaux, S. T.
Aquatint engraving ; a chapter in the history of book illustration. 1909.

Primrose, J. B.
(The) First press in India and its printers. 1940.

Primrose, J. B.
(The) First printing press in India ; [a summary of a paper read before the Bibliographical Society, London, 16th October, 1939].

(The) Printers of Mainz. (In times literary supplement, 6th May, 1949).

Priolkar, A. K.
(The) Printing press in India ; its beginnings and early development,··· 1958.

Priolkar, A. K.
Two recently discovered letters of Fr. Thomas Stephens. (In Journal of the University of Bombay, v. 25, pt. 2. 1956).

Propagation of the Gospel in the East ; 3rd ed. 1718.

Proserpio, Leo
The First printing presses in India. (In The New Review, v. 2, 1935. pp. 321–330).

Putman, G. H.
Books and their makers during the middle ages. 1896.

Ransome, W.
Private presses and their books. 1929.

Raynolds, G.
Wood engravings of Thomas Bewick. 1949.

Roberts, S. C.
History of the Cambridge University Press. 1521 to 1921. 1921.

Rodeles, C. G.
Early Jesuit printing in India. (In Journal of the Asiatic Society of Bengal, v. 9. 1913).

Salaman, M. C.
British book illustration yesterday and to-day. 1923.

Sandegreen, J.
From Tranquebar to Serampore : [Carey Lecture, 1955.] 1955.

Scholderer, V.
Printers and readers in Italy in the fifteenth century. 1949.

Schurhammer, G. & Cottrell G.W.
The First printing in Indian characters. (In Harvard Library Bulletin, v. 6. 1952).

Sen, D. C.
History of Bengali language and literature. 1911.

Sivaraman, K. M.
Evolution of the primary pages of a printed book. (In Memoirs of the Madras Library Association, 1941. pp. 54–65).

Smith, G.
The Life of William Carey··· 1885.

Stillwell, M. B.
Incunabula and Americana, 1450–1800. 1931.

Updike, D. B.
Printing types ; their history forms and use ; 2nd ed. 1937.

Updike, D. B.
Some aspects of printing, old and new. 1941.
Vaidya, Sunderrao Bhaskar.
Devanagari typography in India and Bombay.
Waknis, T. D.
Early printed books in Gujarati. (In All India Library Conference, *5th*, Bombay, 1942. pp. 226–238),
Warren, W. H.
Early Tamil printing. (In Madras Library Association. Memoirs, 1941. pp. 39–43).
Weltenkampf, F.
Illustrated books of the past four centuries. 1920.
Wilkins, C.
A Grammar of the Sanskrit language. 1808.
Winship, G. P.
Printing in the 15th century. 1940.
Winterich, J. T.
Early American books and printing. 1935.
Zigrosser, C.
Six centuries of fine prints. 1938.

"We have never seen a
perfect catalogue".
STEVENS.

মুদ্রণ শিল্প ও নবযুগ

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

চীন থেকে ইউরোপে কোন পথে কেমন করে ছাপাখানার আবির্ভাব হয়, না আলোচনা করেই একথা স্থিরভাবে আমরা জানি, Coster এবং Gutenburg উভয়েই যথাক্রমে Holland ও Germanyতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা আবিষ্কারের পিছনে সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনস্পৃহার ভাগিদই ছিল বেশী। এর পূর্বে মন্দিরের পুরোহিত আর গীর্জার ধর্মযাজকরাই জ্ঞান অর্জনের অধিকার একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। ধর্মই ছিল শিক্ষার বাহন। কিন্তু কোন ধর্মগ্রন্থই সাধারণ মানুষ পড়বার অধিকার পায় নি। তাই হাতে লেখা পুঁথির পাতায় বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের বাণী বন্দী হয়েছিল। ধর্ম্মযাজকরা "সকলের পিতা যিশু", কি বলেছেন, নিজেদের খুশী মত ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে শুনাতে কুণ্ঠিত হ'তেন বলে মনে করার কারণ নেই। হাতে লেখা পুঁথিকে এই বন্দী-দশা থেকে মুক্তি দিল ছাপাখানা। এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেল পৃথিবীর পরে। হাতে লেখা পুঁথি মুদ্রিত পুস্তকে রূপ পেল।

ইউরোপে এই বিপ্লব ঘটে গেল জনসাধারণের অলক্ষ্যে। কনস্টান্টিনোপল পতনের সংগে সংগে যে বিপ্লবের সূচনা, তারই অলক্ষ্য ইংগিতে 'ছাপাখানা'র সৃষ্টি। ভাবরাজ্যের বিপ্লবের বাহন হ'ল ছাপাখানার বাস্তব রূপ। মানুষের মনে যে রূপান্তর এল, তারই রূপ প্রতাঙ্ক করি মুদ্রিত পুস্তকে। Classical সাহিত্যের বহুল প্রচলন এবং Herodotus, Thucidyles প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের পক্ষপাত-হীন বিচার থেকে Arlstotle প্রমুখ দার্শনিকগণ মানুষের অন্তরে আগুন ছড়িয়ে দিলেন। সে আগুনে দিক্ দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'ল। ইটালীতে নবযুগ এল ১৪৫৩ সালে। এবং জার্মাণীতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ইংলণ্ডে নবযুগের সূচনা আরও একশত বৎসর পরে।

William Caxton ১৪৭৬ সালে ইংলণ্ডে Westminister Abbeyতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। Caxton লিপিকার অথবা মানবপ্রেমিক (Humanist) ছিলেন না। Edward IV এবং Earl of Arundel-এর আনুকূল্যে তিনি বই ছাপা আরম্ভ করেন। হাতে লেখা পুঁথি দিয়ে জনসাধারণের চাহিদা মিটান মোটেই যে সম্ভব নয়, চতুর Caxton খুব ভালভাবে একথা উপলব্ধি করেন। গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষার পাঠক সংখ্যা স্বভাবতঃই মুষ্টিমেয়—এবং এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য পুস্তক মুদ্রণ ব্যয় বহুল বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ ধারণা ক্যাক্সটনের ছিল। তাই Renaissance যুগের ভাবগ্রাহী classic সাহিত্য ছাপার দিকে ঝোঁক Caxton-এর মোটেই দেখা গেল না। অনুবাদগ্রন্থ এবং ইংরেজীতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রণের দিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পড়ল। সমসাময়িক পাঠকদের রুচি অনুযায়ী Caxton পুস্তক প্রকাশে মনোযোগী হলেন। ইংলণ্ডে তখনও Renaissance-এর ঢেউ লাগেনি। Humanism-এর আদর্শও ইংলণ্ডে তখন অবাস্তব ছিল। Caxton প্রথমেই যে কাজে হাত দেন, ধর্ম্মগ্রন্থই তাদের মধ্যে প্রধান। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে Golden legend-এর নাম মনে প্রথমেই আসে। মুদ্রক ও প্রকাশক রূপে Caxtonএর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

'I have submyssed myself to translate into English the "Legend of Saints" called 'Legenda Aurea' in Latin, and William Earl of Arundel, desired me—and promised me to take a reasonable quantity of them and sent me a worshipful gentleman promising that my said Lord during my life give and grant me a yearly fe"—

স্পষ্টই ধারণা হচ্ছে Earl of Arundel মোটা অঙ্ক মূল্যে তাঁর মুদ্রিত বই কিনবেন এই ভরসা দিয়েছেন।

এর পরে তিনি বিখ্যাত কবি চসারের Canterbury Tales (374p.) ছাপেন। যদিও Chaucer Renaissance-র কবি ছিলেন না, কিন্তু ইটালী ও ফরাসী দেশের নবযুগের প্রতিভার সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। Chaucer-এর Canterbury Tales-এর জনপ্রিয়তা সুবিদিত। পয়ারছন্দে লেখা এই সুন্দর আখ্যা-কাব্য প্রচারে Caxtonএর

দান অপরিসীম। Chaucer-এর বই ছাড়া Melory-র 'Mort Arther' Caxton-এর মুদ্রিত বইগুলির মধ্যে অন্যতম।

মধ্যযুগীয় লোকরুচি চরিতার্থ করার মাধ্যমে Caxton ইংলণ্ডে Renaissanceএর আগমন আরও কিছুদিন বিলম্বিত করে দেন, একথা অনেকে বলেন। প্রায় একশত বই Caxton মুদ্রিত করেন, এবং ২০ খানা বইএর অনুবাদ তিনি নিজেই করেন। নতুন পাঠকগোষ্ঠী কেউই Renaissance যুগের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের যুগপোযোগী একটা রূপ দেবার জন্য যে নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, ইংলণ্ডের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 'ইনীড্স্'এর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকার একটি অংশ স্মরণ করা যেতে পারে: I declyered and concluded to translate In Englysshe. And forthwyth toke a penne and ynke and wrote a leef or twenye, whyche I over sawe again to correcte it." এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে Caxton রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেছিলেন। একজন সাধারণ মুদ্রকের কাছ থেকে ভাষা সংস্কারের এরকম তীব্র আকাংখা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাহলে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে Renaissanceএর মূল লক্ষ্য Humanismএর পরিপন্থী Caxtonও নিজের অজান্তে নবযুগকে আহ্বান করেন—যেমনি করে Chaucerএর মধ্যে আমরা দেখি নবযুগের এক অন্তঃশীলা স্রোত।

১৪৯১ সালে Caxtonএর মৃত্যু। Worde তখন মুদ্রকের ভূমিকা নিলেন। John Tate প্রেসের প্রয়োজনে কাগজ তৈরি করেন ইংলণ্ডে। এবং Worde ইংলণ্ডে তৈরি কাগজে প্রথম পুস্তক মুদ্রণ করেন ১৪৯৫ সালে।

ইংলণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকালেও পাণ্ডুলিপির প্রচলন ছাপানো বই অপেক্ষা বেশীই ছিল। সংস্কারমুক্ত সামাজিক পরিবেশেই ছাপা বইএর প্রসার সম্ভব। নতুনকে গ্রহণ করার মত শক্তি মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের পক্ষেই অনুকূল হতে পারে। ইংলণ্ডে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একদিকে গোঁড়া সামাজিক পরিবেশ, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মনোভাবের জন্য মুদ্রণের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিলনা। ইংলণ্ডের মুদ্রকসমাজ শক্ত আইনকানুনের আওতায়, বিধি-নিষেধের প্রকোপে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। ১৫২৩ সালে Henry VIII, Stationer's Company-র হাতে মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের তদারকের ভার দেন। ১৫৫৭ সালে এই কোম্পানীর সদস্যরাই কেবল মুদ্রণ-প্রকাশনের অধিকার লাভ করে। কোম্পানী এমন সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে যে, কোন পুস্তক অপাঠ্য মনে হলে তৎক্ষণাৎ সেগুলি পুড়িয়েও ফেলতে পারত। এই সঙ্কুচিত পরিবেশে ছাপাখানার বিকাশ প্রায় অসম্ভব ছিল।

Renaissance যুগের প্রারম্ভে Wyit এবং Surrey, অমিত্রাক্ষর ছন্দে Sonnet লিখতে সুরু করেন। University witsরা পুরোদমে লিখে চলেছেন। কিন্তু

ইংলণ্ডে Renaissance এলেও ছাপাখানার প্রচলন পুরোপুরী হয়নি, এর জন্য দায়ী ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মনোভাব, রাষ্ট্রীয় অসহযোগ এবং চার্চের বিরূপতা। এই সকল বাধা অতিক্রম করা ইংলণ্ডের পক্ষে সহসা সম্ভব হয়নি। নবযুগের শক্তি মুদ্রণের বহুল প্রচারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সপ্তদশ শতকে চতুর্থ দশকেও মিল্টনের মত বিদ্যোৎসাহী প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে Aeropegatica, Pamplet কাব্যময় ভাষায় অভিযোগ করেন। মিল্টনের বিখ্যাত উক্তি : "Me thinks I see in my mind a noble and pulssant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks : methinks I see her as an eagle muning her mighty youth, and kindling her unabused sight at the fountain itself of heavenly radiance ; while the whole noise of timorous and flocking birds with those also that love the twilight, flutter about amazed at what she means". বলা বাহুল্য Miltonএর এ উক্তি Press actএর বিপক্ষে। অবশেষে Renaissance ও Reformationএর যুক্তি প্রভাবে পুষ্ট Miltonএর আন্তরিক চেষ্টায় Press act রদ হয়। ইংলণ্ডে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়।

কেরীর জীবনপঞ্জী

সংকলক : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭৬১—উইলিয়াম কেরীর জন্ম (১৭ই আগষ্ট)। নরদাম্পটন শায়ারের পলার্স পিউরি গ্রামে।

১৭৬৭—শিক্ষারম্ভ।

১৭৭০—স্থানীয় তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্স-এর নিকট লাটিন ভাষা শিক্ষা। কয়েকমাসের মধ্যেই লাটিন শব্দকোষ (vocabularium) মুখস্থকরণ। অর্থোপার্জনের চেষ্টা। হ্যাকলটনের জুতা নির্মাতা ক্লার্ক নিকলস্-এর সহযোগী হিসাবে চার বৎসর যাবৎ জুতা সেলাইয়ের কাজে শিক্ষানবিশী।

১৭৭৯—টি, ওল্ডের দোকানে শিক্ষানবিশী।

১৭৮১—ডরোথি প্লাকেটের সহিত বিবাহ।

১৭৮২—নরদামটন শায়ারের ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর পালক সঙ্ঘে যোগদান।

১৭৮৬—মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ। পিডিংটন (হ্যাকলটন) ত্যাগ। ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চভাষা শিক্ষা।

১৭৮৯—লিস্টার সহরের হাভিলেনে পাদরীরূপে প্রতিষ্ঠিত।

১৭৯২— An Enquiry into the obligation of Christian to use means for the conversion of the Heathen' পুস্তক প্রকাশ। কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen নামক সমিতি গঠন।

১৭৯৩—'প্রিন্সেস মারিয়া' জাহাজযোগে পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন শ্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা (১৩ই জুন)। জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা সুরু। কলিকাতায় পদার্পণ (১১ই নভেম্বর)। টমাসের মুন্সি রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটায় পরিচয়। রামরাম বসুকে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে নিজের মুন্সিরূপে গ্রহণ। নানারূপ বিপর্যয় ও দারিদ্র্যতায় কালযাপন। সুন্দরবনের 'দেহাটা'য় বাস। পত্নীর অর্ধোন্মাদ অবস্থা।

১৭৯৪—মালদহের মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত। সপরিবারে মদনাবাটীতে গমন (১৫ই জুন)। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চাঁদুরিয়া নামক স্থানে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দান।

১৭৯৫—বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন। বাইবেল মুদ্রণের ইচ্ছা। মদনাবাটীতে কৃষক ও প্রজাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন।

১৭৯৬—রামরাম বসুকে বরখাস্ত (জুন)। ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র পাঠাইবার জন্য ফুলারকে অনুরোধ।

১৭৯৭—ধর্মপ্রাণ উডনি'র নিকট হইতে দান হিসাবে একটি কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রাযন্ত্র প্রাপ্তি।

১৭৯৯—উইলকিন্স শিষ্য পঞ্চাননের সহিত পরিচয়। টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা। জর্জ উডনির নিকট হইতে মদনাবাটীর কুঠির কাজ বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রাপ্তি। খিদিরপুর গ্রামে উডনির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয়। মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানেই সংসার আরম্ভ। মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতির খিদিরপুরের বাসায় আগমন (১লা ডিসেম্বর)। মুদ্রাযন্ত্র সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে শ্রীরামপুরে যাত্রা (২৫শে ডিসেম্বর)।

১৮০০—শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন। কলিকাতা হইতে আসিয়া পঞ্চাননের মিশন ছাপাখানায় যোগদান। রামরাম বসুর পুনরায় মিশনারী গোষ্ঠীতে যোগদান। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তক প্রকাশ। বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স লিখিত 'A Letter to the Lascars' পুস্তিকার অনুবাদ ও প্রকাশ।

১৮০১—বাংলা 'নিউ টেস্টামেণ্ট' প্রকাশ। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলি কর্তৃক দুইশত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার

অধ্যাপকরূপে নিয়োগের প্রস্তাব প্রাপ্তি (৮ই এপ্রিল)। অধ্যাপক পদ গ্রহণ (৪ঠা মে)। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রকাশ (মে)। 'কথোপকথন' প্রকাশ (আগস্ট)।

১৪০২—'কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত' প্রকাশ।

১৮০৩—'ওল্ড টেস্টামেণ্ট—দাউদের গীত' প্রকাশ (জানুয়ারী)।

১৮০৪—বাংলা ভাষার সহিত মারাঠী ভাষার শিক্ষকতারও ভার গ্রহণ। মাসিক সাতশত টাকা বেতন প্রাপ্তি। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা' প্রকাশ (জুলাই)।

১৮০৭—বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন প্রাপ্তি। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব্ ডিভিনিটি' উপাধি প্রাপ্তি (৮ই মার্চ)। পত্নী জয়োধির মৃত্যু (৮ই ডিসেম্বর)। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট—ভবিষ্যবাক্য' প্রকাশ।

১৮০৯—লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা (১লা জানুয়ারী)। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট—রিশয়ালের বিবরণ' প্রকাশ (জুন)।

১৮১২—'ইতিহাস মালা' প্রকাশ (মার্চ)।

১৮১৫-২৫—'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' প্রকাশ।

১৮১৮—'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশ (মে)।

১৮২২—লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য মনোনীত।

১৮২৩—লণ্ডন জিওলজিক্যাল্ সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল সোসাইটিতে সভ্যরূপে যোগদান। ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকাল্‌চার সোসাইটি স্থাপন।

১৮২৪—এগ্রি-হর্টিকাল্‌চার সোসাইটির সভাপতিরূপে নিযুক্ত। মাসিক তিনশত টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের বাংলা-অনুবাদক পদে নিযুক্ত।

১৮২৯—সতীদাহ-নিবারক আইনের অনুবাদ।

১৮৩০—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বেতন পাঁচশত টাকা কমিয়া যাওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ বিপন্নবোধ।

১৮৩১—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পদ হইতে বিদায় গ্রহণ। মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে পেন্‌সন্ প্রাপ্তি।

১৮৩৪—৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু (২ই জুন)।

বাংলার ক্যাক্সটন ঃ চার্লস উইল্‌কিন্স

দিলীপ চৌধুরী

বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসের সূত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। একথা ভাবতেও আজ অবাক লাগে যে এ-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সূচনায় প্রথম দান একজন বিদেশীর। যাঁদের একান্ত চেষ্টায় মুদ্রণ ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হোয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী আর সাগর পারের অল্প কয়েকজন মিশনারী। একদা নিজেদের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কাজ করেছিলেন তা যে পরে একটা সুদূরে প্রসারী সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেবে একথা হয়ত কেউ ভাবতে পারেন নি। সেদিনকার সেই কিলবের কালেই বর্তমান বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার সম্ভব হোয়েছে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ বাংলার মুদ্রণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বছরে বাংলা হরফে ছাপা প্রথম যে বই প্রকাশিত হয় তার নাম—"A Grammar of the Bengal Language". লেখকের নাম Nathaniel Brassey Halhed এবং ছাপা হয় হুগলীতে। কিন্তু প্রথম বাংলা হরফে ছাপা এই বইটি প্রকাশের পিছনে হলহেড ছাড়া আর একটি নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে এবং সম্ভবত যাঁর দান হলহেডের চাইতে কম নয়, তিনি হলেন, চার্লস উইলকিন্স। হলহেড তাঁর সিভিলিয়ান বন্ধুদের বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য যে জিনিস রচনা করেছিলেন তা হয়ত কোনদিনই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হোত না, যদি না তিনি বন্ধু উইলকিন্সের সহায়তা পেতেন। হলহেড বুঝেছিলেন তাঁর বই প্রকাশের জন্য দরকার বাংলা টাইপের এবং তা সম্ভব একমাত্র উইলকিন্সের দ্বারাই। এর আগেও বাংলা টাইপ প্রস্তুতের চেষ্টা হোয়েছিল। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশে লন্ডন সহরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী মিঃ বোল্টস বাংলা টাইপ নির্মাণের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরেই অনুরোধ আসে উইলকিন্সের কাছে। উইলকিন্স স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে সফল হন। এ-কাজে তাঁর প্রেরণার উৎস কি তা আলোচনা ক'রতে হলে তাঁর দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার হোয়ে পড়ে।

সেই সময় অনেক ভাগ্যান্বেষী যুবক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে ইংলণ্ড থেকে পাড়ি দিত ভারতে আসার জন্য। চার্লস উইলকিন্সও এসেছিলেন ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সামান্য কর্মচারী হ'য়ে। তিনি খাস লন্ডনের লোক ছিলেন না। জন্ম তাঁর সমারসেট-এর (১৭৫০) কোন এক দরিদ্র পরিবারে। বাবার নাম ওয়াল্টার উইলকিন্স আর মা ছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট এনগ্রেভার রবার্ট

বেটম্যান রে-র ভ্রাতুষ্পুত্রী। চার্লস উইলকিন্সের কৈশোর বা শৈশব খুব সম্ভাবনা-পূর্ণ ছিল না। একথা কেউ তখন ভাবতে পারেননি যে এই চার্লস উত্তর কালে এক বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্ হিসাবে শুধুমাত্র ইংলণ্ড বা ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত হবেন। ১৭৭০ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি চাকরী নিয়ে কোলকাতায় আসেন। এখানে কয়েক মাস থাকার পর তাঁকে মালদায় পাঠান হয় কোম্পানীর কারখানায়। শুধুমাত্র কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সুরু ক'রলেন পারসী ও বাংলা শিখতে। নিজ অধ্যবসায়ের গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দু'টি ভাষাতেই সুপণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন। এরপর—সুরু হোল সংস্কৃত শিক্ষা। খুব শীঘ্রই তিনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে সুনাম অর্জন ক'রলেন। এবার তাকে কাজে লাগাতে তিনি মন দিলেন। তিনি উপলব্ধি ক'রলেন যে এ-দেশে মুদ্রণ শিল্প প্রবর্তন না ক'রলে তাঁর আকাঙ্খা বাস্তবে কোন দিনও রূপ নেবে না। তাই তিনি নিজ হাতেই বাংলা ও পারসী হরফ প্রস্তুত ক'রতে সুরু ক'রলেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা কোরল দুজন বাঙ্গালী—পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর কর্মকার, ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলীতে যে ছাপাখানার সৃষ্টি হোল উইলকিন্স ছিলেন তার প্রাণ স্বরূপ। হলহেডের ভাষায় তিনি ছিলেন একাধারে Metallurgist, Engraver, Founder and Printer. এই ছাপাখানা থেকে বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বই প্রকাশিত হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু যে হরফে এই বইটি ছাপা হোয়েছিল এবার সে-সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

উইলকিন্স এই হরফগুলি প্রস্তুত ক'রেছিলেন বাংলা প্রাচীন পুঁথির হরফ ও খুসখৎ মুন্সীদের অনুকরণে। উইলকিন্সের সৃষ্টি এই হরফগুলোর আকৃতির সমতা ও বিস্ময়কর শিল্প সৌন্দর্য আজও প্রতিটি মুদ্রণ শিল্পীকে মুগ্ধ করে। উইলকিন্সের দান শুধু এই হরফ নির্মাণে নয়। এর চাইতে বৃহত্তর দান হচ্ছে অন্য দুটি কর্মী সৃষ্টিতে, এবং তাঁরা হোলেন পঞ্চানন ও মনোহর।

উইলকিন্স যে বিদ্যা বহু অধ্যবসায় এবং বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে অর্জন করেছিলেন তা তিনি শিখিয়ে যান এই দুই বাঙ্গালী কর্মকারকে। মুদ্রণ ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যানকে নিয়ে তা পূর্ণ হয় না এই দুই কর্মকারকে না নিলে।

বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে উইলকিন্সের দান অপরিসীম। তিনি শুধুমাত্র এদেশে এই শিল্পের প্রবর্তন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি। এর উন্নতি ও প্রসারের জন্য তার প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করলেই স্মৃতি পটে ভেসে ওঠে আর একটি নাম—সে হচ্ছে ইংলণ্ডের Caxton. যাঁর কাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে উইলকিন্সকে বাংলার Caxton আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে।

আজ প্রায় দুই শতাব্দী পরেও প্রতিটি বাংলা বইয়ের প্রতিটি পাঠক সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর এই নামের যথার্থ উপলব্ধি ক'রে থাকে।

কেরী গ্রন্থাগার

গীতা মিত্র

ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরীর আবির্ভাব স্বর্ণযুগের সূচনা করে। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কেরীর অবদান অতুলনীয় হলেও, তাঁর সেই কৃতিত্বকে সম্পূর্ণভাবে জানার সুযোগ এতদিন ছিল না। ১৭৯৩ সাল থেকে ভারতে কেরীর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও ভারতের তৎকালীন সমাজজীবনের ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিকদের কাছে গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি আকর্ষনীয় বিষয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কেরীর কীর্তিকে তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে গবেষণা কার্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। শ্রীরামপুর কলেজ কেরীর ও তাঁর সমকালীন লেখকদের রচিত যাবতীয় পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার কলেজের প্রাচীন লাইব্রেরী থেকে পৃথক করে "কেরী গ্রন্থাগার" নামে গঠন করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেরী ও তাঁর বন্ধুদ্বয়—মার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাঁদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত গ্রন্থসমষ্টি নিয়ে ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামপুর কলেজ যখন ভারতীয় ও ইংরাজদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উদ্যোগী হয় সেই সময় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারটি পরিবর্ধিত হয়। এই ত্রয়ী মহাত্মাদের কর্মবহুল জীবনে যে গ্রন্থগুলি তাঁরা প্রকাশ করেন বা রচনা করেন তার দ্বারা এই গ্রন্থাগারটি আরও প্রসারিত হয়। গ্রন্থাগারের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভারতে মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থ এখানে সংগ্রহ করা হয়েছিল যা Principal Trafford-এর ১৮৭১ সালের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তারপর পুনরায় ১৯১০ সালে শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাস থেকে একটি পৃথক ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে কেরী গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীমতী Katherine S. Diehl (জনৈকা কুলব্রাইট বৃত্তিপ্রাপ্তা গ্রন্থাগারিক) বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটির সংগঠন ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলন কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। Willy Endowment Inc. (U.S.A.) একাজে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। আরও বিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের চেষ্টা চলছে।

"কেরী গ্রন্থাগারের" বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংগ্রহাবলীর একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস

সমসাময়িক পত্রিকা, পত্রগুচ্ছ, পার্লামেন্টের তৎকালীন কার্যবিবরণী ইত্যাদির প্রায় দুই হাজার পুস্তক এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে

ভারতের সঙ্গে ইংরাজদের সম্পর্ক, তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ, ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর বিচার, চীনের সহিত আফিম ব্যবসার ইতিহাস, তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন, হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা, জনগণের উপর কোম্পানীর শাসনের প্রভাব ও জনগণের মনোভাব ইত্যাদি ভারতের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে লিখিত বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন পুস্তকের এই সংগ্রহশালা ভারতের ইতিহাসের নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের লেখা ও তার মধ্যে রামমোহন রায়, প্রিন্সেপ, ডাফ প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলী উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রীস, রোম, মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ এখানে আছে।

প্রাচ্য সাহিত্য

প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্যের শতাধিক বই-এর সংগ্রহটি সমস্ত দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসম্ভার বলা যেতে পারে। কেরী প্রবর্তিত প্রণালীতে লেখা ও তৎকালীন শ্রীরামপুরে প্রস্তুত কাগজে লেখা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি অতি সযত্নে প্রতিকূল আবহাওয়া ও কীট পতঙ্গের হাত থেকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, কঠোপনিষদ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, পুরাণ জগধর কোষ, ভাব প্রকাশ, বৃহৎ কথা-সরিৎ-সাগর, বেদান্ত শরীরক, মীমাংসা, প্রাণতোষণী। কেরী সংকলিত অপ্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডে সংস্কৃত অভিধান, বহু ভাষিক অভিধান উল্লেখযোগ্য। বাংলা পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ছাড়া তালপাতায় পালিতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপিও আছে।

মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে উল্লেযোগ্য গায়ত্রী তন্ত্র (আনুঃ ১৮১০) হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ (১৭৭৮), মিশনারীদের অভিধান ও ব্যাকরণ, কেরীর সংস্কৃত (১৮০৬) পাঞ্জাবী (১৮১৭), মারাঠি (১৮০৫), কানাড়ী, (১৮১৭), বাংলা (১৮১৮), ব্যাকরণ ও তিন খণ্ডে বাংলা অভিধান, মার্শম্যানের চৈনিক অভিধান ও ব্যাকরণ, তিন খণ্ডে মার্শম্যান ও কেরীর রামায়ণের অনুবাদ (১৮০৬-১০) ইত্যাদি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম

প্রাচ্য ভাষায় বাইবেল অনুবাদের ইতিহাস ও কলাকৌশলের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণার বহু মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। ভারতের ছত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত কেরীর নিজস্ব ও তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বাইবেলগুলির সংগ্রহ, মার্শম্যানের চৈনিক বাইবেল, Zigenbalg ও Grundler-এর তামিল, Desranges-এর তেলেগু, Judson-এর বর্মী ভাষায় Martyn-এর ফারসী বাইবেল এখানে আছে। সিরীয়, পারসীয়, ইথোপিয়, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় সংকলিত ; Walton-এর

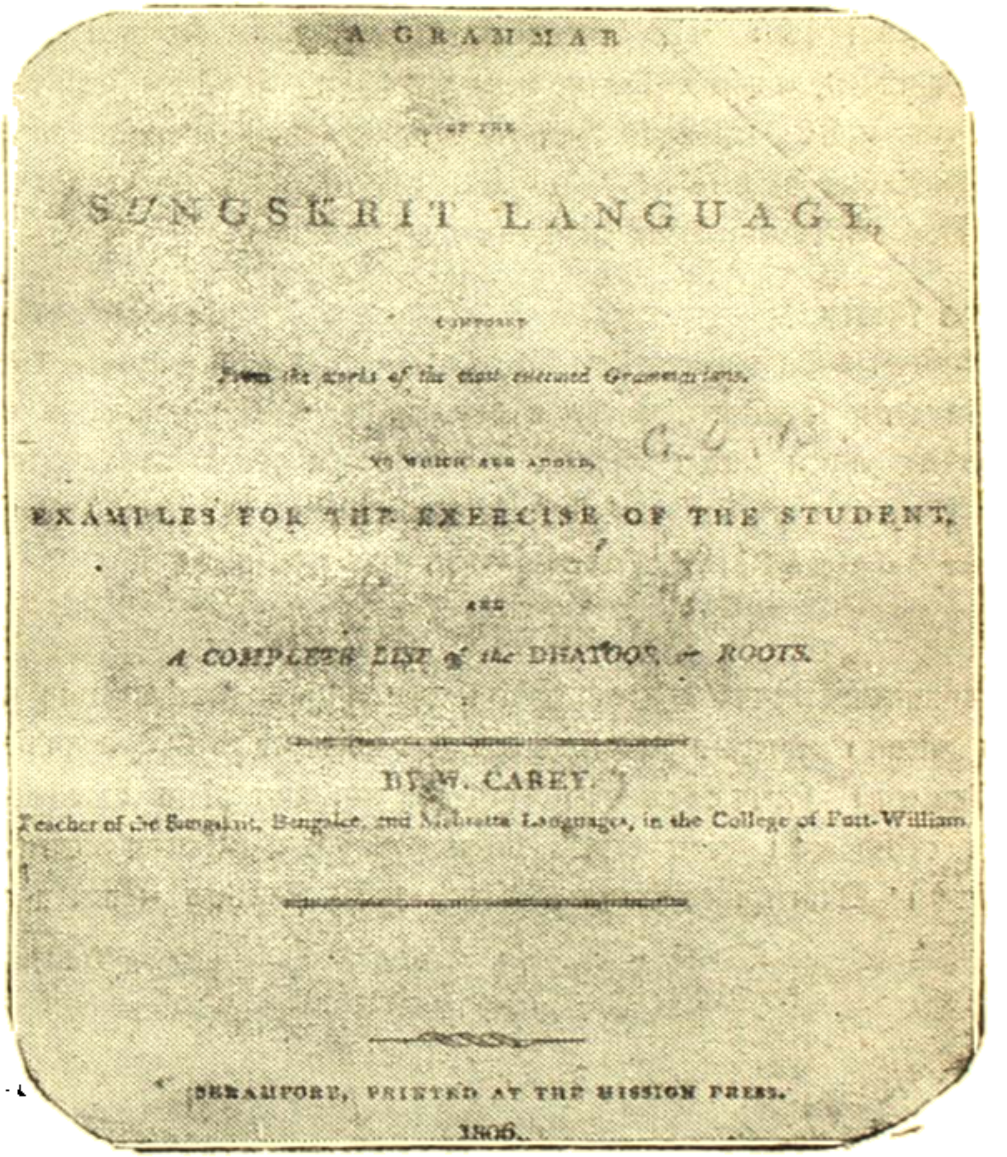

A GRAMMAR

OF THE

SUNGSKRIT LANGUAGE,

COMPOSED

From the works of the most esteemed Grammarians.

TO WHICH ARE ADDED,

EXAMPLES FOR THE EXERCISE OF THE STUDENT,

AND

A COMPLETE LIST of the DHATOOS, or ROOTS.

BY W. CAREY,

Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort-William.

SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1806.

কেরী রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতিলিপি

[ফটো ও ব্লক : যন্ত্রান্তর]

বহু ভাষিক বাইবেল (১৮৫৭), ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাইবেলের অভিধান, পরিভাষা ইত্যাদি, George's Alphabetum Tibetanum (১৭৬২), বাইবেলের উপর লিখিত Erasmus-এর Paraphrases on the New Testament (1548). নয় খণ্ডে Scripture-এর উপর লিখিত আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারের ইতিহাস, ভারত বিশেষতঃ বাংলা দেশে তাঁদের কার্যাবলী, আঞ্চলিক ইতিহাস, অজস্র পত্রপত্রিকা, জীবনীগ্রন্থ ইত্যাদি ছাড়াও নানাপ্রকার মুদ্রিত পুস্তিকাও এখানে সংরক্ষিত আছে। পারসীয় পাণ্ডুলিপি Francis Xavier এর Life of Jesus and his disciples তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মিশনারীদের লিখিত নানা প্রকার ধর্মপুস্তকও এখানে আছে।

কলা ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত Newton, Faraday, Boyle, Laplace, ইত্যাদির লেখা বিজ্ঞানগ্রন্থ, ল্যাটিন ও গ্রীক ক্লাসিক, ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের অসংখ্য বই এখানে আছে। সবচেয়ে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা' হলো কেরীর নিজস্ব উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির মধ্যে এশিয়া ও ভারতের জলজ উদ্ভিদের উপর লিখিত Plantae Aslaticae Rariors (১৮৩০)—তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি।

"কেরী গ্রন্থাগারের" নিয়মাবলী

সাধারণভাবে গবেষক ও ছাত্ররা গ্রন্থাগারিকের অনুমতি নিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হলে প্রতিদিনের জন্য ১৲ ও সর্বনিম্ন ৫৲ চাঁদা দিতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘদিনের জন্য অল্প চাঁদার হারে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়। স্বল্প অর্থের বিনিময়ে সামরিক অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রীরামপুর কলেজে গ্রন্থাগারিকের নিকট বিস্তারিত খবরাখবর পাওয়া যায়।

•'কেরী গ্রন্থাগার' সম্পর্কে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকার সাহায্যে এই নিবন্ধটি লিখিত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

১৯১১ সালের জুন মাসে এই লাইব্রেরীটি একটি ক্ষুদ্র ভাড়া বাড়ীতে মাত্র ১৭ জন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা পূর্বে কলিকাতার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার। ইহা এখন নিজস্ব সুন্দর একটি গৃহে অবস্থিত। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় বারো হাজার। একটি স্বতন্ত্র শিশু ও কিশোর বিভাগও আছে। আধুনিক পরিচালন পদ্ধতিও প্রবর্তিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারটি বহু পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে সমৃদ্ধ। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারটিকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন।

গত ২০শে আগষ্ট কমলা লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী ও মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ঐদিন গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ খোলা হয়েছে।

টালিগঞ্জে অনুশীলন ভবন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

বাটা কোম্পানীর কারখানায় কাজ করত ছেলেটি। নাম মাখনলাল। মৃত্যু হয় তার যক্ষ্মা রোগে। মৃত্যুর পূর্বে সে একটি গ্রন্থাগার খোলার জন্যে ৪০০৲ টাকা স্থানীয় জননেতা শ্রীআশুতোষ কালীকে দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে যায়। নিজেকে বঞ্চিত করে এই যুবকটি সৎকাজে ব্যয়ের জন্যে টাকা দিয়ে গিয়ে যে মহত্বের নিদর্শন রেখে গেল তার উল্লেখ করে শ্রীআশুতোষ কালী, গত ১৫ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় ছেলেটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঐদিন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। সভায় অধ্যাপক রবি বসু পাঠ্যপুস্তক রাখার জন্যে ১০০৲ শত টাকা এবং শ্রীসুশীল ঘোষ একটি আলমারি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

তরুণ প্রগতি সংঘে প্রফুল্লচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব পালন

গত ২রা আগষ্ট ১৬, কলিন ষ্ট্রীটে সংঘের গ্রন্থাগারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয় শ্রী শ্রীদাম সাহা সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীপরেশনাথ সাহা আচার্যদেবের ত্যাগ ও সেবা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পোন্নয়নে দেশবাসীকে উৎসাহিত করার ব্রত সকলকে গ্রহণ করার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। আচার্যদেবের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানার্জন ও গবেষণা কার্যে অসীম প্রয়াস ও অধ্যবসায় এবং বাঙালি জাতিকে নতুন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নত করার কাজে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চব্বিশ পরগনা

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে তিন মনীষীর স্মরণানুষ্ঠান

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে গত মাসে দেশের তিন জন মনীষীর জন্মোৎসব মর্যাদাসহকারে পালন করা হয়। প্রথমটি হয় ভারতরত্ন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ৮০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে। সভায় সর্বশ্রী হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিতীশ বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বসু। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী ও আলোক-চিত্রের একটি সুন্দর প্রদর্শনী খোলা হয়। সংগীত, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও এ দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য 'আর্তত্রাণ ভাণ্ডারের' উদ্বোধন করেন। ১৭ই শ্রাবণ পাঠাগারের কিশোর বিভাগের সাপ্তাহিক আসরে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন হয়। আচার্যদেবের রচনা ও চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনী দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

বজবজ ব্রতী সংঘের পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৩শে জুলাই '৬১, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীবিশ্বনাথ জানার সভাপতিত্বে বজ্‌ বজ্‌ ব্রতী সংঘের ১৫শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বৎসরের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে কর্মসচিব, শ্রীনিলা সেন বলেন যে, উক্ত বৎসরের প্রায় ৩৫০ খানি পুস্তক ও ৬০ জন সভ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বৎসরান্তে পুস্তক ও পত্রিকার মিলিত সংখ্যা প্রায় ২১০০ ও সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৮০তে পৌঁছায়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক আলোচ্য বৎসরেও গ্রন্থাগারটি বার্ষিক অনুদান লাভ করায় সংঘের পক্ষ হইতে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং গত জানুয়ারী মাস হইতে সঙ্ঘ বজ বজ্‌ পৌরসভার মাসিক অনুদান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, সংঘের অবৈতনিক পাঠকক্ষটিতে পাঠকবৃন্দের উপস্থিতির গড় বর্তমানে প্রায় ৫০ জন এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সংঘের নিজস্ব ভবন না থাকায় উহা নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি অর্জন বিভাগের মাধ্যমে নিকটস্থ একটি পতিত জমি অধিকারের চেষ্টার কথা তিনি সভায় বলেন এবং তজ্জন্য মুক্তহস্তে দান করার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। হিসাব রক্ষক শ্রীচিত্ত মণ্ডল কর্তৃক উপস্থাপিত বিগত বর্ষের হিসাবনিকাশ গৃহীত হবার পর পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান

কেতুগ্রামে তিনটি গ্রন্থাগারের মিলন

স্থানীয় উৎসাহী কর্মীরা আন্তরিক প্রচেষ্টায় কেতুগ্রামের তিনটি গ্রন্থাগারকে (উদয়ন সংঘ, ভরুন সংঘ ও কিশোর সংঘ) একটি মাত্র গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রামের একমাত্র গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হইয়াছে 'কবি রবীন্দ্র গ্রন্থাগার'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় ১৯৭৮ সালে কেতুগ্রাম উদয়ন সংঘে যখন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির হয় তখন পরিষদের যুগ্মসম্পাদক শ্রীঅরুণ দাসগুপ্ত প্রমুখ কর্মীরা এই উপদেশ দিয়ে স্থানীয় কর্মীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে পরিণত হবে আশা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদীনেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী নওয়াজ যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হইয়াছেন।

করন্দা ভারতী পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ই আগষ্ট মনোজ্ঞ এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে প্রভাত ফেরী ও পতাকা উত্তোলন এবং বেলায়, শিশু ও কিশোরদের প্রীতি সম্মেলন ও স্থানীয় ছাত্রদের একটি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উৎসব

ইন্দাস থানার মহেশপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ পাঠাগার ও পল্লীশ্রী বান্ধব সমিতির যুক্ত উদ্যোগে প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উৎসবের কর্মসূচী সূচিত হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে অপরাহ্ণে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিলোচন গুপ্ত। গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহে কর্মসূচীতে যোগদান করেন।

হুগলী

হুদকোমড়া সুহৃদ সংঘে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট সংঘের উদ্যোগে পালিত কর্মসূচীর মধ্যে অপরাহ্ণে সংঘ ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসাহী বহু গ্রামবাসী সভায় যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবেচারাম চক্রবর্তী। বিভিন্ন বক্তা দেশের বর্তমান প্রাদেশিকতা, ভাষা সমস্যা ও দেশোন্নয়নে জনসাধারণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০শে জুলাই অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে সমিতির ৩২৬৬ টাকা আয় ও ২৯০৩ টাকা ব্যয় হয়েছে। পুস্তক সংখ্যা ৩৫২৭ খানি ও সদস্য সংখ্যা ২৬১ জনে দাঁড়ায়। সারা বছরে বই লেনদেন হয়েছে ১২৬০০ খানি—পূর্ব বৎসর অপেক্ষা তিন হাজার কম। শিক্ষা, সাহিত্য, ও অন্যান্য বিষয়ে সভা ও আলোচনা চক্র সমিতির উদ্যোগে নিয়মিত হয়ে থাকে। সমিতির নিজস্ব সুপরিসর গৃহ আছে। বহু ব্যক্তি সমিতির পাঠকক্ষটি নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন।

বার্তা-বিচিত্রা

শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়ের ওয়াতুমল পুরস্কার প্রাপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রবীণ কর্মী ও প্রাক্তন সভাপতি শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বইটির জন্যে হনোলুলুর ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশন থেকে পাঁচ হাজার টাকার এক পুরস্কার পেয়েছেন বলে প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানবিক বিষয়াদিতে মৌলিক রচনার জন্য এবছর দশ জন ভারতীয় উক্ত পুরস্কার পেয়েছেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের নিকট প্রেরিত এক প্রস্তাবে প্রকাশ যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পরিষদের পরিচালনায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ভারতবর্ষে গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনের উদ্দেশ্যে একটি সর্ব-ভারতীয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হইবে। এই আলোচনাচক্রে মুখ্যতঃ ভারতীয় এবং বিদেশী গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিভিন্ন বিষয়ক, বিশেষভাবে ভারত বিষয়ক গবেষণার উপকরণাদির স্থান নির্দেশনা এবং তাহাদের মূল্যায়নের উপর আলোচনা করা হইবে এবং ঐ সমস্ত উপকরণগুলিকে গবেষণা কার্যে লাগানোর উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

দিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপরিচিত কর্মী শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস দিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে সম্প্রতি যোগদান করেছেন। তিনি এতাবৎকাল কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার অব সায়েন্স ইন লাইব্রেরীয়ানসিপ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে রাখালবাবু গত বৎসর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে রাখালবাবুর জনপ্রিয়তার দরুণ ও অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদে আসীন হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

শ্রীকেশবন সমাচার

ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেলের অনুরোধে ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবনের আন্তর্জাতিক সূচিকরণ সংক্রান্ত উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যপদ গ্রহণে সম্মতি দান করেছেন। কিছুকাল পূর্বে ভারতের বৈজ্ঞানিক

ও শিল্প গবেষণা সংসদ (CSIR) শ্রী কেশবনকে জাতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের (INSDOC) উপদেষ্টা মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। খবরে প্রকাশ যে শ্রীকেশবনের নেতৃত্বে শীঘ্রই ভারতের একদল বিশেষজ্ঞ পাঞ্জাব (লাহোর) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উলনার' সংগ্রহে রক্ষিত যাবতীয় সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিগুলির মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে লাহোর রওনা হবেন।

বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা

বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যে হালনাগাদ তথ্য ও খবরাখবর ন্যূনতম সময় ও আয়াসে পরিবেশনের জন্যে কুশলী কর্মীর অভাব ভারতে বহুদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছে। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুট Documentation Training & Research Centre-এর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তদনুযায়ী বাঙ্গালোরে শীঘ্রই একটি কেন্দ্রের কাজ সুরু হবে বলে প্রকাশ। ডক্টর এস, আর রঙ্গনাথন এই শিক্ষণ কেন্দ্রের অবৈতনিক অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেছেন।

তমলুক মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ২৬শে জুলাই পশ্চিম বঙ্গ সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় তাজপুরে বিশ্ববাণী পাঠাগারের (রুরাল লাইব্রেরী) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐ উপলক্ষ্যে তাজপুরে তমলুক মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন যে তমলুক মহকুমায় অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১১৫। গ্রন্থ বিনিময়ের প্রয়োজনে আরও রুরাল লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে অদ্যাবধি পশ্চিম বাংলায় ৬৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বই আদায়ের অভিনব উপায়

যথাসময়ে বই ফেরৎ না পাওয়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই গ্রন্থাগারগুলির কাছে এক মস্ত সমস্যা। এজন্যে নানারকম উপায়ও অবলম্বিত হয়। সম্প্রতি বিলেতের গিলিংহাম কাউন্টির কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনাদায়ী বইয়ের জন্যে তাঁরা আর কাউন্টি আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে ফৌজদারী আদালতের স্মরণাপন্ন হবেন। কারণ ফৌজদারী আদালতের খবর সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়, যা কাউন্টি আদালতের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। কাগজে নাম বেরুলে মানহানি হয় এবং তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে উক্ত কাউন্টি কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় রেনেসাঁস ও উইলিয়াম কেরী

মানব সভ্যতার প্রতীক নির্বাচনে ছাপাখানা নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্থান ও কালকে মানুষ যতটুকু জয় করতে পেরেছে তার প্রধান হাতিয়ার হয়েছে ছাপাখানা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে বাংলা দেশে যে সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হয় তা' হলো মুদ্রিত গ্রন্থের বিপ্লব। পুঁথি-পাণ্ডুলিপির কারাবাস থেকে বিদ্যাদেবীকে মুদ্রণের মাধ্যমে মুক্তিদান, তথা মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া এখতিয়ার হতে জ্ঞানবিদ্যাকে মানুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় মুদ্রণের সাহায্যে। নবীন বাংলার এই মুদ্রণ বিপ্লবের যাঁরা ছিলেন হোতা উইলিয়ম কেরী তাঁদেরই একজন।

কেরীর আগমনের পূর্বেই এদেশে ছাপাখানার ব্যবহার ও বাংলা হরফ তৈরীর কাজ কিছুটা হয়েছিল বটে, কিন্তু ছাপাখানাকে এমেচারি পর্যায় থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের নিয়মিত পর্যায়ে প্রযুক্ত করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এবং বাংলা হরফ নির্মাণের বিকাশ ঘটেছিল তাঁদেরই হাতে। পরে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের ভাষা, যেমন চীনা, নেপালী, ভূটানী, বর্মী প্রভৃতির হরফ নির্মাণ ও উন্নতিবিধানে তারাই হয়েছিলেন পুরোগামী। ভারতে এই মুদ্রণ বিপ্লবের নেতা হিসাবে কেরীর নাম চিরস্মরণীয়।

কিন্তু ছাপাখানা ও হরফের হাতিয়ার তৈরীই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। হাতিয়ারের সাহায্যে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে অভিযানই ছিল তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মুদ্রণের সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এঁরা শুধু বাঙালীদের নয় ভারতের প্রায় প্রতিটি জাতিকেই ঋণজালে আবদ্ধ করে গেছেন। ভারতে অনেক ভাষারই মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের কৃতিত্ব বহুলাংশে এঁদেরই প্রাপ্য।

ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নে কেরীর ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আছে : '.....Carey was the pioneer of the revived interest in the vernaculars.....' এবিষয়ে রামকমল সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে প্রভৃতি বহু ভাষাবিদই অনুরূপ উক্তি করেছেন। বস্তুতঃ ব্যাকরণ-অভিধান রচনার মধ্যেই কেরী নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। পঠনপাঠনের জন্যে উপযুক্ত গ্রন্থের আশু গুরুত্ব অনুভব করে প্রকাশন কার্যে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শন করেন। অনেকে বলেন যে বাইবেল ছাপাই ছিল কেরী ও তাঁর সহকর্মীদের সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। একথার যাথার্থ প্রমাণিত হোত যদি না তিনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রথম ছেপে বের

করতেন ; তাঁর সহকর্মী মার্শম্যান যদি না প্রথম কনফুসিয়াসের দর্শন অনুবাদ করে বের করতেন। বাংলা ভাষার তৎকালীন অপরিণত অবস্থায় তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে যে রত হয়েছিলেন সেকথা ভাবলে আজকের দিনেও বিস্মিত হতে হয়। শল্যচিকিৎসার কোষগ্রন্থ (১৮২০), কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যার উপর বহু বইপত্র এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়।

বাংলার নবজাগরণে ঐ সময়ের আর একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হোল শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র মুদ্রণ—যার প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে জনমানসের মুক্তি। এবিষয়ে মার্শম্যানের কৃতিত্ব অধিক হলেও কেরীর ভূমিকা কম নয়।

বিশেষ একটি দিক থেকে আজকের দিনে কেরীকে স্মরণ করার এক তাৎপর্য আছে। সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার যথোচিত স্থান ও অধিকারের দাবিতে কিছুকাল যাবৎ যে আন্দোলন চলেছে তার সূত্রপাত করেছিলেন কেরী আজ থেকে কমপক্ষে দেড় শ' বছর পূর্বে, যখন তিনি আদালতের ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলার দাবীকে ঘোষিত করেছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে তিনি জয়যুক্ত হন ; অর্থাৎ কোর্টকাছারিতে বাংলার দাবীকে মেনে নেওয়া হয়।

কিন্তু কেরীর কাছে আমাদের ঋণ শুধু মুদ্রণ ও ভাষার উন্নতির জন্যেই নয়। এদেশের সমাজসংস্কারে কেরীর ভূমিকা অপরিমেয়। গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জন, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগীদের হত্যা প্রভৃতি তৎকালীন বহু প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও ঐসব কুপ্রথার বিলোপ সাধনে কেরী ছিলেন অন্যতম পুরোধা।

শিক্ষার প্রবর্তন ও সামাজিক উন্নয়নে কেরীর ভূমিকা বিভিন্ন গ্রন্থ হতে অল্পবিস্তর জানা যায়। কিন্তু তাঁর জীবন ও মননের পূর্ণাঙ্গ কোনও বিবরণ দেখা যায় না। কেউ দেখে তাঁকে পাদ্রী হিসাবে, কেউ দেখে ভাষাবিদ ও মুদ্রণের প্রবর্তক হিসাবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কেরীর উদার মনোভাব ও উন্নত দৃষ্টি-ভঙ্গির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখার টুকরো কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে। কেরীর লেখা বই কয়েকটা দেখা গেলেও বহু লেখাই তাঁর এখনও অপ্রকাশিত আছে। কেরীর বই ও পাণ্ডুলিপি এবং মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ সযত্নে রক্ষা করছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি তাঁর সমুদয় রচনাবলীর মুদ্রণে তৎপর হন তাহলে কেরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কেরী প্রতিভার মধ্যে অনেকে বিদগ্ধ মন ও মৌলিক চিন্তার চিহ্ন খুঁজে পান না। নিজের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে কেরীর বিখ্যাত বিনয়নম্র নিরহংকার উক্তিই হয়ত তার কারণ—'যে আমি পন্ডিত নই, আমি পরিশ্রমী'। এধরণের উক্তি সক্রেটিস থেকে নিউটন পর্যন্ত বহু মনীষীই করে গেছেন। কিন্তু তা' দিয়ে তাঁদের বিচার করা মূর্খতার সামিল।

যদিও কেরী নিজেকে বাঙালি বলে মনে করতেন এবং বাংলা দেশের যাবতীয় কল্যাণে নিজের জীবনপাত করে গেছেন, কিন্তু আজকের বাঙালিরা তাঁকে একপ্রকার

ভুলেই গেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক তীর্থস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কেরীর কোনও ছবি নজরে পড়ে না, কেরীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল কিনা জানি না। তবুও পরিষদকে ধন্যবাদ দিই এইজন্যে যে তাঁদের প্রচেষ্টাতেই কেরী সম্পর্কে বাংলার যা কিছু মৌলিক তথ্যাদি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বহু লেখকের বই ঘেঁটে মনে হয়েছে যে খ্রীস্টান পাদ্রী কেরীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা তাঁর প্রতি সকলকে নিস্পৃহ ও বিমুখ করেছে। কিন্তু গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাইতো নির্ভেজাল ধর্মপ্রাণের লক্ষণ। আত্মাউপনিষদের মত বেদ-বাইবেলের সংমিশ্রণ ঘটালে হয়ত কেরীর নাম লোকস্মৃতি থেকে সহজে মুছে যেত না।

সজনীবাবু বলেছেন কেরীর জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা এত বেশী যা খুব কম মনীষীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু ঐসব গ্রন্থের প্রায় সবগুলিই ইংরেজিতে লিখিত এবং অধিকাংশ তাঁর আংশিক জীবনবৃত্তান্ত। কেরী সম্পর্কে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের অভাব কেরীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছে। বাংলায় বিভিন্ন গ্রন্থে কেরী সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা যা' হয়েছে তা' বাংলা গদ্যসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এবং কিছুটা মুদ্রণের গোড়াপত্তন প্রসঙ্গে। বছর কয়েক আগে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে কেরীর নামে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে সকলের দৃষ্টি মুদ্রণ সম্পর্কিত কেরীজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সম্প্রতিকালে কেরীর নামের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় কিছুটা ঘটেছে প্রমথ বিশী মহাশয়ের 'কেরী সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থের ছায়াচিত্রের মাধ্যমে। বস্তুতঃ কেরীর জীবন ও ভারতের নবজাগরণে তাঁর অবিসংবাদিত অবদান সাড়ে পনেরো আনারও অধিক উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছে এখনও অপরিজ্ঞাত। সুপটু ইতিহাসবেত্তার লেখনীতে কেরী চরিত্রের পরিপূর্ণ মূল্যাবধারণ হোক এই কামনা করি।

পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি ব্যক্তিপূজার নিমিত্তে যে প্রকাশিত হয়নি সেকথা উল্লেখের প্রয়োজন করে না। একটি বিশেষ যুগের প্রতিভূ উইলিয়ম কেরীর জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর ভূমিকা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোই এই সংখ্যার উদ্দেশ্য।

দেশবিদেশের খবরের জন্য

১। **উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র।

বার্ষিক—৬৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—৩৲ টাকা।

★

২। **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক।

বার্ষিক – ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

★

৩। **বসুন্ধরা**—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক পত্র।

বার্ষিক—২৲ টাকা।

★

৪। **শ্রমিক-বার্তা**—শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা, হিন্দি পাক্ষিক-পত্র।

বার্ষিক—১·৫০ টাকা।

★

৫। **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক—৫৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

★

৬। **মগ্‌রেরী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা।

বার্ষিক—৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ— ক। চাঁদা অগ্রিম দেয় ঃ

খ ঃ সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ;

ঘ। ভি. পি. ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক

রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

গ্রন্থাগার শ্রাবণ ১৩৬৮ Regd. No. C-3910
মূল্য—০০ নয়া পয়সা

পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থমালার কয়েকটী

প্রমীলচন্দ্র বসু
গ্রন্থকার নামা ২·০০
গ্রন্থাগারে বর্ণানুক্রমে লেখকের নাম অনুযায়ী গ্রন্থবিন্যাস করিবার পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বত্র ব্যবহার্য নির্দেশিকা

•

মীনেন্দ্রনাথ বসু ও কান্তি ভূষণ পাকড়াশী
লাইব্রেরী সংরক্ষণ ১·০০
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা

•

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা ২·৫০
সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী

•

S. R. Ranganathan
The Library Personality & Library Bill : West Bengal
Price Rs. 2·00

•

আদিত্যকুমার ওহদেদার
গ্রন্থবিদ্যা ঃ চিত্রণ ও গ্রন্থন ১·৫০

রবীন্দ্র চর্চা ঃ গ্রন্থপঞ্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৩, হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ (সান্ধ্য কার্যালয়)
ফোন : ৩৪-৭৬৫৫

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২০,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

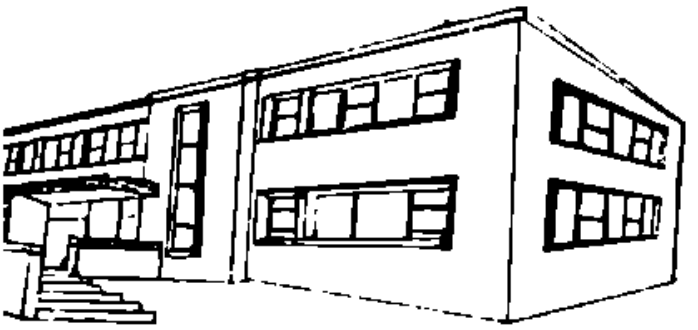

একাদশ বর্ষ ॥ পঞ্চম সংখ্যা
ভাদ্র ঃ ১৩৬৮

UNIV

এ ই স ং খ্যা য়

গ্রন্থাগার গৃহ : শ্রীগ্রন্থাগারিক ॥ শহরতলী ও পল্লী গ্রন্থাগারের গৃহ-স্থাপত্য : বনবিহারী মোদক ॥ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন : বিনয় ভূষণ রায় ॥ গ্রন্থাগার পরি কল্পনার আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধ : গণেশ ভট্টাচার্য্য গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম : সৌরেন্দ্র মোহ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কয়েক মূলনীতি : প্রবীর রায় চৌধুরী ॥

পরিষদ কথা ● গ্রন্থাগার সংবাদ ● বার্তা বিচি
সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

NEW BOOKS FOR LIBRARIES

A TAGORE READER

Edited by Amiya Chakravarty, Professor of Comparative Oriental Religions and Literature at Boston University, Massachusetts.

The centenary of the birth of Rabindranath Tagore is at present being celebrated throughout the world and this new selection from his writings has been published as a tribute to his memory. The anthology consists of a general preface, twelve chapter prefaces, notes, a glossary and the following chapters : Travel ; Letters ; Short Stories ; Autobiographical ; Conversations ; Fables ; Drama ; On India ; On Education ; Art and Literary Criticism ; Philosophical Meditations ; Poetry.

Price Rs 36·00 nP.

BEHIND THE GREEN CURTAINS

And Other Plays

By Sean O'Casey

This collection consists of three characteristic new plays by the great dramatist. The plays are in the true O'Casey tradition, a grand mixture of fantasy, outrageous farce, satire, symbolism, melodrama, expressionism, song, dance—all these dissimilar elements being woven together with the author's peculiar skill.

Price Rs. 10·00 nP.

A BOOK OF SCIENCE VERSE

The Poetic Relations of Science and Technology

Selected by W. Eastwood, M.A., Vice-Principal, Reading Technical College

This fascinating book is believed to be the first comprehensive collection of verse and prose relating to science and technology. It includes the most notable complete poems, extracts from longer poems, and extracts from the best known essays on the relations of science and poetry. The reader, whether he be general reader or student, scientist or literary man, will be surprised and delighted at the wealth of material in this field.

Price Rs 16·00 nP.

GONE WITH THE WIND

By Margaret Mitchell

This biggest best-seller of all time, after the Bible, is republished in the new look St. Martin's Library and is the first time ever as a one volume paperback. It has a brilliant four colour illustrated cover and comprises 1012 pages.

Price Rs. 6·00 nP.

MACMILLAN AND COMPANY LTD.

(Incorporated in England with Limited Liability)

294, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA-12.

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps, Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments, Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models, Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
- Mathematical Instruments
  Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus, Scientific Apparatus, Prize & Library Books, Gas Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road
(Junction of College Street and Harrison Road)

Head Office & Show Room :

80/15 Grey Street, Calcutta
Phone : 55-4366
Gram : ARTUNION, Cal.

Laboratory Furnishing is our Speciality

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সপ্তাহান্তিক বিভাগ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের আগামী সপ্তাহান্তিক বিভাগে প্রবেশেচ্ছুকদের আবেদন পত্র আগমী ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্র ও নিয়মাবলী পরিষদ কার্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত যে কোনও দিন ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ডাক টিকিটযুক্ত (৮ ন. প) ও ঠিকানা লিখিত খাম পাঠাইলে ডাকে আবেদন পত্র পাঠানো হইবে। শিক্ষণে প্রবেশার্থীদের আগামী ২৬শে নভেম্বর বেলা ১২টায় বরাহনগরে বি, টি, রোডে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুটে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা

আগামী ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অপরাহ্ণ ৪টায় পরিষদের এক অতিরিক্ত সাধারণ সভা (বিগত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনুমোদনের জন্য) এবং ঐ স্থানেই অপরাহ্ণ ৫টায় পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

॥ কয়েকখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ ॥

রোদ-জল-ঝড় (উপন্যাস)—যক্ষ্মা হাসপাতাল ও যক্ষ্মা রোগীদের নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাস। দাম ৪·৫০ নয়া পয়সা।
প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী।

শতাব্দীর সূর্য (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ৪র্থ সংস্করণ)—বহু সংস্করণধন্য এই রবীন্দ্র-স্মরণ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত। দাম ৫৲ টাকা। প্রকাশক—এ, মুখার্জি এ্যান্ড কোং।

ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড)—লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বাংলাদেশেরই ও-প্রান্তে যে স্মৃতিস্নিগ্ধ গ্রাম ফেলে এসেছে, অশ্রুর আখরে লেখা সেই সব গ্রামের মর্মস্পর্শী কাহিনী। দাম ৩৲ টাকা। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী।

পরম্পরা (উপন্যাস)—ভূয়া দেশসেবক এক আর্জব অপরাধীর বিস্ময়কর বিচিত্র চিত্র। দাম ৪৲ টাকা।—প্রকাশক মিত্রালয়।

একটি পৃথিবী একটি হৃদয় (গল্প সংগ্রহ)—আমেরিকার পটভূমিকায় রচিত বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্পের সংকলন। দাম ৪·৫০ নয়া পয়সা।
প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ।

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্‌স্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Periodical Jacket.
Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-২৩৮২

এন-বি-এ প্রকাশনা

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ
স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা ৫·০০
(৩য় সংস্করণ)

প্রমোদ সেনগুপ্ত
নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ৪·০০

সুকুমার মিত্র
১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২·৭৫

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন ২·৫০।২·০০
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ ০·৪০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ভারতীয় দর্শন ৯·০০

গোপাল হালদার সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ
(শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন) ৫·০০

বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ

আলেক্‌সি তলস্তয় :
অগ্নিপরীক্ষা ৩ খণ্ড একত্রে ১৫·০০
দুই বোন ১ম খণ্ড ৫·০০।২·৫০
উনিশশো আঠারো ২য় খণ্ড ৫·০০
বিষণ্ণ প্রভাত ৩য় খণ্ড ৬·০০।৩·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ :
পারীর পতন (একত্রে ৩য় খণ্ড) ৮·০০
নবম তরঙ্গ ১ম খণ্ড ৪·৫০
২য় খণ্ড ৬·০০

মিখাইল শলোখফ :
ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০
সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

আলেকজান্দার কুপরিন :
রত্নবলয় ৫·০০

লিওনিদ সলোভিয়েভ :
বুখারার বীরকাহিনী ৩·০০

সদ্‌রুদ্দিন আইনী :
সেকালের বুখারায় ৪·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ঃ ১৭৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
বাইপাস রোড, বেঙ্গাচিতি, দুর্গাপুর-৫

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

ভাদ্র ১৩৬৮

গ্রন্থাগার গৃহ

শ্রীগ্রন্থাগারিক

গ্রন্থাগারের প্রয়োজন স্বীকৃত হ'লে গ্রন্থাগারের জন্য গৃহের প্রয়োজনও স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে স্বীকৃত হয়। গ্রন্থাগার গৃহের সমস্যা এবং প্রয়োজন সকল গ্রন্থাগারের অবস্থা এক রকম নয়। প্রতিটি গ্রন্থাগারের আকার বা আয়তন; কার্যের ধারা, বৈশিষ্ট্য ও পরিধি; ইহাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রকৃতি ও বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা বিবেচ্য বিষয়ের সাহায্যে এই সমস্যা এবং প্রয়োজন নির্ধারিত হয়। তবে কয়েকটি মূল ও সাধারণ বিষয়ে কোন বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা এবং নীতি স্থির করা সম্ভব। এই প্রকার সাধারণ আলোচনা ও নীতির ভিত্তিতে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার নিজ নিজ প্রয়োজনমত গৃহ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অবস্থানুযায়ী একেবারেই অথবা ধাপে ধাপে গৃহ নির্মাণ কার্যে অগ্রসর হ'তে পারে।

গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জমির। জমি নির্বাচনের সুযোগ গ্রন্থাগারের না থাকলে গ্রন্থাগারের পক্ষে তা' দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। কারণ উপযুক্ত স্থানে এবং পরিবেশে গ্রন্থাগার-গৃহ নির্মিত না হ'লে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জমি নির্বাচনের সুযোগ বা স্বাধীনতা গ্রন্থাগারের থাকলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা ক'রে জমি নির্বাচন করা সংগত:

যাদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে তাদের সকলের অন্ততঃপক্ষে তাদের অধিকাংশের পক্ষে সহজে যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত স্থানে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মিত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এবং ব্যবহারকারীদের বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রের যতটা সম্ভব কেন্দ্রস্থলে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহজ উপায়ে যেখানে পৌঁছানর জন্য যানবাহনের সুবিধা আছে সে রকম স্থানে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শান্ত পরিবেশ গ্রন্থাগারের পক্ষে একান্ত কাম্য। কাজেই যানবাহনের সুবিধা সমন্বিত কোন প্রধান সড়কের অনতিদূরে শান্ত পরিবেশে গ্রন্থাগার গৃহের জন্য স্থান পাওয়া গেলে সে রকম স্থান নির্বাচন করাই সংগত। তবে যানবাহন সমাকীর্ণ রাস্তা পরিবেষ্টিত দ্বীপের মত জমি গ্রন্থাগার গৃহের উপযুক্ত বলে

বিবেচিত হয় না সে কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার গৃহের জন্য নির্বাচিত জমির পরিমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক তো বটেই, ভবিষ্যতে গৃহের সম্ভাব্য আয়তন বৃদ্ধির চাহিদা মিটাবার মত পর্যাপ্ত হওয়াও প্রয়োজন। স্থানটি এমন হওয়া আবশ্যক যা'তে গৃহ নির্মাণ হ'লে স্থানটির চতুর্দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক আলো ও বাতাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাঘাত না ঘটে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার গৃহের জমির দক্ষিণ ও পূর্বদিক উন্মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

জমি সহজে গৃহ নির্মাণের উপযোগী নিরেট এবং সর্ববিধ দায় ও বাধানিষেধ বিমুক্ত হওয়া আবশ্যক। নিকটবর্তী কোন গৃহ বা গুদাম থেকে গ্রন্থাগার গৃহে সহজে আগুন লাগার সম্ভাবনা শূন্য স্থান গৃহের জন্য নির্বাচন করা কর্তব্য। জমি নির্বাচনের পর গৃহের পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বিবেচ্য। গৃহের বহির্ভাগের পরিকল্পনার পূর্বেই অভ্যন্তরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। কারণ এ যুগের গ্রন্থাগার কোন স্থানের লোভাবর্ধনকারী নির্জীবকল্প অলংকার মাত্র নয়। ইহা একটি কর্মচঞ্চল সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। কর্মই ইহার ভিত্তি ও প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই গ্রন্থাগারের স্থাপন, গঠন ও পরিচালনের নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণের ব্যাপারে এই কর্মকে প্রাধান্য দেওয়াই স্বাভাবিক। আবার গ্রন্থাগারের কাজ-কর্ম এবং কাজ-কর্মের ব্যবস্থা সাধারণতঃ গৃহের অভ্যন্তরেই হ'য়ে থাকে। কাজেই গ্রন্থাগার গৃহের পরিকল্পনা প্রণয়নে গৃহের বহির্ভাগ অপেক্ষা গৃহাভ্যন্তরের আয়োজন ও ব্যবস্থার প্রাধান্য স্বীকৃত হতে বাধ্য।

গ্রন্থাগার-গৃহের পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষতঃ ইহার আভ্যন্তরিক পরিকল্পনার বিষয়ে গ্রন্থাগারিক এবং তাদের স্থপতির মতের গুরুত্ব থাকা উচিত। গৃহাভ্যন্তরের প্রয়োজনের যে ফিরিস্তি গ্রন্থাগারিক দেবেন এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের কাজকর্মের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দাখিল করবেন তার ভিত্তিতে স্থপতি গৃহাভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজের জন্য স্থান বিন্যাস করবেন তাঁর রচিত নক্সায়। অভ্যন্তরের নক্সা রচনার পর স্থপতি গৃহের বহির্ভাগের রূপের পরিকল্পনা করবেন। বহির্ভাগের পরিকল্পনা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যজ্ঞাপক ও স্থাপত্য শিল্পের সৌন্দর্যের পরিচায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে গৃহাভ্যন্তরের কাজকর্মের ব্যাঘাত বা অসুবিধা সৃষ্টি করবে এ রকম কোন ব্যবস্থা বহির্ভাগের পরিকল্পনায় রাখা সংগত হবে না।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনার প্রাথমিক যে কাজ তা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিকের করণীয়। সে কাজ হচ্ছে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবং বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার ক্রমের বিষয় উল্লেখ করে একটি বর্ণনা পত্র রচনা করা এবং তৎসহ বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের প্রতি দফার জন্য গৃহের অভ্যন্তরে কতটা স্থান প্রয়োজন হবে

তার হিসাব দাখিল করা। সেই বর্ণনা পত্র ও হিসাবের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিকের সাথে আলোচনান্তে গৃহের অভ্যন্তরের নক্সা প্রণয়ন করা স্থপতির পক্ষে সহজ হবে এবং এই ভাবে রচিত নক্সার ভিত্তিতে নির্মিত গৃহ গ্রন্থাগারের কাজের উপযোগী হবে।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির মধ্যে আলোচনা ব্যতীত গ্রন্থাগারের পরিচালকবৃন্দ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ, গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথেও পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো দেখা যাবে যে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতি ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোন পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হবে না। তাহলেও অন্ততঃ পক্ষে ভবিষ্যতে তিক্ত ও বিরূপ সমালোচনা পরিহার করার উদ্দেশ্যেও এরূপ আলোচনা করার সার্থকতা থাকে।

গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজের জন্য কতটা স্থান প্রয়োজন হবে গ্রন্থাগারিক তা কি করে নির্ণয় করবেন? চার রকম বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রন্থাগার গৃহের মধ্যে স্থানের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ গ্রন্থাদি রক্ষনার জন্য স্থানের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ পাঠকদের পাঠ ব্যবস্থার জন্য স্থান প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারের কাজের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের স্থানের প্রয়োজন এবং চতুর্থতঃ অন্যান্য কারণে স্থানের প্রয়োজন। এই চার দফার প্রতি দফার জন্য বর্তমানে কি পরিমাণ স্থান প্রয়োজন তা' হিসাব করে এবং গ্রন্থাগারের কার্য বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (দশ বছর, পঁচিশ বছর অথবা আরও বেশী কাল পর্যন্ত) অতিরিক্ত কতটা স্থান প্রয়োজন হতে পারে তা' অনুমান করে গৃহাভ্যন্তরে মোট কতটা স্থান প্রয়োজন হবে তা' নির্ধারণ করা যেতে পারে। উপরে বর্ণিত চার দফার প্রতিটি দফার জন্য কোন্ গ্রন্থাগারে কতটা স্থানের প্রয়োজন হতে পারে তার হিসাব দাখিলের উদ্দেশ্যে সর্বসম্মত অথবা সর্বত্র একভাবে প্রযোজ্য কোন নির্খুঁত মাপকাঠি না থাকলেও মোটামুটি কাজ চলার মত কিছু কিছু 'ফরমুলা' উদ্ভাবিত হয়েছে।

গ্রন্থ সমাবেশের জন্য কতটা স্থান রাখতে হবে, সে হিসাব করতে হলে সাত তাক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে প্রতি বর্গ ফুটে কতগুলি বই থাকতে পারে সে হিসাবের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের অনেকের মত এই যে গ্রন্থ-কক্ষের যাবতীয় আসবাবপত্রের জন্য স্থান, পুস্তকাধারের মধ্য দিয়ে অথবা দেওয়ালের ধার দিয়ে যাতায়াতের পথের জন্য স্থান, গ্রন্থ-কক্ষের বিভিন্ন তলায় উঠানামা করবার সিঁড়ি বা লিফটের স্থান, জানালার ধারে ধারে কিছু সংখ্যক পাঠকের বসে পড়ার স্থান ইত্যাদি। গ্রন্থ-কক্ষের সর্ববিষয়ের স্থানের হিসাব ধরে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রতি বর্গ ফুটে পনের খানা বই রাখা যেতে পারে। অনেকে আরও উদার মত পোষণ করেন। তাঁরা প্রতি বর্গ ফুটে বারখানি বই-এর হিসাব ধরে থাকেন। গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থের সংখ্যা এবং ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কত নতুন গ্রন্থ

গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হতে পারে তা অনুমান করে উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে গ্রন্থ-কক্ষের জন্য কতটা স্থান প্রয়োজন হবে তার হিসাব রাখা যেতে পারে।

এককালীন সর্বাধিক কতজন পাঠক গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে পাঠচর্চায় রত থাকতে পারেন, পাঠকক্ষে পাঠকদের ব্যবহারের টেবিল, চেয়ার ব্যতীত পুস্তকাধার ও অন্যান্য আসবাবপত্র, যাতায়াতের পথ ইত্যাদির জন্যও স্থান প্রয়োজন। পাঠকক্ষের সমস্ত প্রকার প্রয়োজনের জন্য যে স্থান আবশ্যক হিসাবের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বলা যেতে পারে যে এককালীন পাঠরত পাঠকদের জন্য গড়পড়তা পঁচিশ বর্গ ফুট স্থানের ব্যবস্থা রাখলে পাঠকক্ষের কাজ মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে চলতে পারে। অবশ্য গবেষক এবং উচ্চাঙ্গের পাঠকের সংখ্যা বেশী থাকলে গড়পড়তায় প্রতি পাঠকের জন্য কিছু বেশী স্থানের হিসাব ধরা সম্ভব হলে ভাল হয়। গ্রন্থ পাঠের জন্য পাঠকদের যে স্থান প্রয়োজন তার হিসাব ব্যতীত অন্যান্য কারণেও পাঠকদের যে স্থান প্রয়োজন তার হিসাবও রাখা আবশ্যক।

বিভিন্ন ধরণের কাজে রত বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাগার কর্মীদের সকলের জন্য স্থানের প্রয়োজন এক রকম নয় ইহা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘ সময় গ্রন্থাগার খোলা থাকলে সকল কর্মী কাজের জন্য এক সঙ্গে একই সময় উপস্থিতও থাকেন না। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে স্থানের ব্যবস্থা ক'রতে না পারলে একই সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক উপস্থিত কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের হিসাব নির্ণয় করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের ব্যবহারের আসবাবপত্র এবং যাতায়াতের পথ ইত্যাদির হিসাব সহ গড়পড়তা প্রতি কর্মীর জন্য একশত বর্গফুট অন্ততঃ পক্ষে পঁচাত্তর বর্গফুট স্থানের ব্যবস্থা ক'রতে পারলে কাজকর্মের সুবিধা হয় ব'লে মনে করা যেতে পারে। ঐ হিসাবের ভিত্তিতে এবং ভবিষ্যতে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা মনে রেখে কর্মীদের জন্য গ্রন্থাগার-গৃহের অভ্যন্তরে কতটা স্থান প্রয়োজন গ্রন্থাগারিক তার হিসাব প্রস্তুত করতে পারেন।

অন্যান্য যে সব কারণে গ্রন্থাগার গৃহের অভ্যন্তরে স্থান প্রয়োজন হয় তার কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এই সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কোন গ্রন্থাগারে কি পরিমাণ স্থান প্রয়োজন হ'তে পারে তার হিসাব নিজ নিজ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী গ্রন্থাগারিককে নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ বিষয়ে এক একটা ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট পরিমাণ বলে দেওয়া কঠিন। যে কারণেই কেউ গ্রন্থাগারে আসুন না কেন তাঁদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের একটি প্রবেশ পথ ও প্রবেশান্তরে একটি দরদালানে উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই দরদালানে আগন্তুককে তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য কোথায় যেতে হবে তার সন্ধান দেবার ব্যবস্থা থাকবে, ইহারই ধারে পাঠকদের গৃহে পাঠের পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত। যে কোন ব্যক্তির পুস্তক আদান প্রদানের জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণে গ্রন্থাগারে সাময়িক ভাবে অপেক্ষা ক'রতে হ'লে তার জন্য এই স্থানে ব'সবার

এবং অপেক্ষা করবার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। এই দরদালান গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশে যাবার পথের সংযোগ স্থল হিসাবে কাজ করবে। গ্রন্থাগারে যাঁরা আসবেন তাঁদের সকলকে সর্বপ্রথমে এই স্থানে প্রবেশ করতে হবে, কাজেই এই দরদালানের আয়োজন, বন্দোবস্ত ইত্যাদির উপর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁদের মনের সর্বপ্রথম ভাল বা মন্দ ধারণার সৃষ্টি নির্ভর করবে। এ বিষয়ে সচেতন থেকে পরিকল্পনার এই দরদালানের জন্য উপযুক্ত এবং যথা সম্ভব প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সজীব ও সক্রিয় গ্রন্থাগারে সর্বদা নানা বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য নিয়ত পরিবর্তনশীল নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই প্রদর্শনীর স্থান ও সকলের অবগতির জন্য গ্রন্থাগারের বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি রাখার উদ্দেশ্যে স্থানের প্রয়োজন হয়। এই প্রদর্শনী-কক্ষ বা স্থান গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পথের বা দরদালানের মধ্যে অথবা ইহার লাগোয়া অংশে বা কাছাকাছি হ'লে সকলের সুবিধা হয় এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। গ্রন্থসূচী বা ক্যাটালগ গ্রন্থাগারের পাঠক ও কর্মী উভয়েরই প্রয়োজন, কাজেই সেজন্য ইহার জন্য উপযুক্ত স্থান আবশ্যক।

সিঁড়ি ও প্রয়োজন স্থলে 'লিফটে'র জন্য গৃহাভ্যন্তরে যথাস্থানে স্থান বিন্যাস করা দরকার। গ্রন্থাগারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার ভাঁড়ার ঘরের স্থান, গ্রন্থাদি বাঁধাই বা মেরামত বা সংরক্ষণ স্থান, সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য হাতমুখ ধোবার ও বিশ্রামের স্থান, পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান, কর্মীদের আহার অথবা জলযোগ গ্রহণের স্থান, আলোকচিত্র গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ, অথবা আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য স্থান ইত্যাদি নানা কারণে গ্রন্থাগার গৃহের অভ্যন্তরে স্থানের প্রয়োজন হয়। গৃহের পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে এই সকল বিষয় মনে রেখে পরিকল্পনা প্রস্তুত না করলে পরে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করার পর বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের জন্য গৃহের নক্সায় বিশেষ বিশেষ বিভাগ ও কাজের অবস্থিতির নির্দেশ দিতে হবে। অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরের কোন অংশ এবং কোন অংশের কতটা স্থান কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে নক্সায় তার চিত্র আঁকতে হবে। যে সকল বিভাগ ও কাজ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত বলা বাহুল্য যতটা সম্ভব তাদের কাছাকাছি রাখাই সুবিধা ও বাঞ্ছনীয়। যে সকল বিভাগে পাঠকদের বা সাধারণের সদা সর্বদা যাতায়াত ক'রতে হয় অথবা দ্রুত কাজ সম্পন্ন ক'রে চলে যেতে হয় সে বিভাগগুলিকে যতটা সম্ভব প্রবেশ পথের দরদালানের কাছাকাছি রাখতে পারলে সকলের সুবিধা হয়। বৃহৎ গ্রন্থাগারের পক্ষে সমস্ত বিভাগকে গৃহের একই তলায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিভাগগুলিকে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা সহ একের ঠিক মাথার উপরের তলায় অন্যকে স্থাপিত করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার গৃহের প্রতি তলার উচ্চতা কতটা হবে ইহা একটি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কারণ অন্যান্য বিষয়ের কথা বাদ দিলেও এই প্রশ্নের সাথে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের প্রশ্ন এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত স্থানের সহজে অদলবদলের সম্ভাবনার প্রশ্ন জড়িত। গৃহের তলা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে উর্ধ্বে হ'লে উহা নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পায় ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই প্রধানতঃ প্রয়োজন ও ব্যবহারের সুবিধা এবং তৎপরে সৌন্দর্য বোধের ভিত্তিতে এই উচ্চতা নির্ণয় করা সংগত। পক্ষান্তরে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের জন্য গৃহাভ্যন্তরের যে যে অংশ এক সময়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় বিশেষ বিভাগ বা কাজের জন্য সেই চিহ্নিত অংশ ভবিষ্যতে সকল সময়ে সেই বিভাগ বা কাজের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত না হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ সকল স্থানের সহজে অদল বদল করা সম্ভব না হ'লে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কাজ সফল হবার পক্ষে ব্যাঘাত ও অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে। অথচ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা এক রকম না হ'লেও চলে বরং সর্বত্র একই রকম উচ্চতা থাকলে অনেক সময় অনেক স্থানের ঘন বর্গস্থানের অযথা অপচয় হয় এবং উচ্চতার ঐ অপ্রয়োজনীয় অংশ নির্মাণের ব্যয়ও অকারণ বৃদ্ধি পায়। ঘরে স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ভাল থাকলে অথবা গৃহটি বায়ু তাপ নিয়ন্ত্রিত গৃহ হ'লে গ্রন্থকক্ষের উচ্চতা আট ফুটের অধিক না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয় না বরং অধিকতর উচ্চতার জন্য যে অধিকতর অর্থ ব্যয় হবার কথা তা বেঁচে যায়। কিন্তু গৃহটি বায়ু তাপ নিয়ন্ত্রিত না হ'লে এবং পাঠকক্ষ বা অন্যান্য বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের উচ্চতা মাত্র আট ফুট হ'লে উচ্চতার ঐ ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয় না। ভবিষ্যতে স্থানের অদল বদলের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা ক'রলে গৃহের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে সে প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। একটা উপায় এই যে প্রতি তলায় গৃহের সমস্ত অংশের উচ্চতা পনের অথবা ষোল ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে, যাতে যে অংশকে গ্রন্থকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হবে তাকে উচ্চতার দিক থেকে সাড়ে সাত বা আট ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অথচ সহজে পরিবর্তনযোগ্য দুটি তলায় বিভক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। গৃহের অন্যান্য অংশের উচ্চতা পনের বা ষোল ফুট থাকতে পারে। দ্বিতীয় উপায় এই যে বায়ু তাপ নিয়ন্ত্রিত গৃহনির্মাণ সম্ভব হ'লে গৃহের সমস্ত তলারই উচ্চতা আট ফুট হিসাবে করা যেতে পারে। তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থা এই হ'তে পারে যে প্রতি তলার উচ্চতা বার তের ফুট থেকে চোদ্দ পনের ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে, গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ বায়ে সামর্থ অনুযায়ী। এক্ষেত্রে অবশ্য গ্রন্থকক্ষের অনেক ঘন বর্গ স্থান অযথা নষ্ট হবার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

গ্রন্থাগার গৃহ এমনভাবে নির্মিত হওয়া উচিত যা'তে গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভাগ বা কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলি প্রয়োজন মত সহজেই অদলবদল করা

সম্ভব হয়। একমাত্র গৃহাভ্যন্তরের উচ্চতার উপরই যে এই সম্ভাবনা নির্ভরশীল তা নয়। গৃহাভ্যন্তরে নির্মিত গৃহের ভারবাহী স্থায়ী দেয়ালগুলি প্রধানতঃ এ বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধা দূর করার জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা এমনভাবে করা যায় যাতে ছাদের এবং গৃহের ভার বহনের জন্য গৃহের অভ্যন্তরে ভার বহনকারী দেওয়াল গঠনের প্রয়োজন হয় না। গৃহের অভ্যন্তরে স্থায়ী দেওয়াল গঠিত না হলে প্রতি তলার ভিতরের সমুদয় অংশ ফাঁকা অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন মত সমুদয় ফাঁকা স্থানটিকে গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র দ্বারা অথবা হাল্কা অস্থায়ী পর্দার দ্বারা বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সহজে ভাগ করে নেওয়া এবং যে কোন সময়ে ঐরূপ বিভক্ত অংশগুলিকে পুনরায় অদল বদল করে নেওয়া সম্ভব হয়। ছাদের এবং গৃহের ভার বহনের জন্য গৃহের ভিতরে স্থায়ী দেওয়াল নির্মাণের পরিবর্তে অনেকগুলি সুদৃঢ় ও মজবুত থাম মধ্যে মধ্যে নির্মাণ করা হয়। থামগুলি প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে যাতে স্থূল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তার পরিকল্পনা করা হয়। এবং একই দিকে অবস্থিত থামগুলির পরস্পরের দূরত্ব একটা নির্দিষ্ট মাপের ভিত্তিতে স্থির করে নেওয়া হয়। এইরূপ চারটি থামের সাহায্যে যে একটি আয়তাকার ক্ষেত্র গঠিত হয় গৃহের প্রতি তলা সেই নির্দিষ্ট একটি আয়ত ক্ষেত্রের মাপের ভিত্তিতে গঠিত অনেকগুলি আয়তক্ষেত্রের সমাবেশে নির্মিত হয়। ইহার ফলে দৈর্ঘ্যের দিকেই হোক অথবা প্রস্থের দিকেই হোক প্রতি তলার থামগুলি একই দিকের নিকটতম থামগুলি থেকে সমান দূরে থাকে এবং এই সমুদয় থামের উপরই ছাদের ও গৃহের ভার সমানভাবে বিন্যস্ত হয় এবং প্রতি তলায় সাধারণতঃ বাহিরের দিকের দেওয়াল ব্যতীত গৃহের অভ্যন্তরে আর কোন স্থায়ী দেওয়ালের প্রয়োজন হয় না। স্থায়ী দেওয়ালের পরিবর্তে সেখানে থাকে একই দিকে একের থেকে অপরের সমদূরে অবস্থিত অনেকগুলি থাম। কাজেই প্রতি তলার ভিতরের অংশ ঐ থামগুলি ছাড়া ফাঁকাই থাকে। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে এই ফাঁকা জায়গাকে দরকার মত ভাগ করে নিয়ে খণ্ড খণ্ড অস্থায়ী কক্ষে পরিণত করা যায়। এইভাবে নির্মিত গৃহের সিঁড়ি, অথবা উপরে নীচে যাতায়াতের অন্য কোন বন্দোবস্ত যেমন 'লিফট' এবং জল চলাচলের নল ইত্যাদির সমাবেশের জন্য স্থানের প্রয়োজন। এই সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলি সাধারণত সহজে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য এইরূপ অপরিবর্তনীয় অংশগুলি যতটা সম্ভব গৃহের অংশ বিশেষে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে অন্যান্য অংশ প্রয়োজন মত অদলবদলের জন্য নির্ঝঞ্ঝাটে উন্মুক্ত থাকতে পারে।

যে আয়তক্ষেত্রের ভিত্তিতে প্রতি তলার সমস্ত অংশ গঠিত হবে সে আয়তক্ষেত্রের মাপ কি হবে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই। তবে গ্রন্থাগারের প্রতিটি তাকের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ তিন ফুট ধরা হয়, সে জন্য এই তাকের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে থামগুলির দূরত্বের পরিমাপ অনেক সময়ে স্থির করা যায়। অর্থাৎ তিন ফুটের পাঁচ গুণ, ছ গুণ, সাত গুণ ইত্যাদির হিসাব ধরে নিয়ে পনের

ফুট, আঠার একুশ ফুট ইত্যাদি দূরে দূরে একদিকের থামগুলির স্থান নির্দেশ করা হয়। তার ফলে গ্রন্থকক্ষের দুটি থামের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলি সুন্দরভাবে বসে যায়। দুমুখো গ্রন্থতাকগুলি সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চি চওড়া। থামগুলিও আঠার ইঞ্চি চৌকা বা গোল থাম হলে গ্রন্থতাকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাবে। চারটি থামবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রটি বড় হলে গৃহের অভ্যন্তরে থামের সংখ্যা কম হবে। ফলে গৃহাভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গা বেশী পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে সে ক্ষেত্রে গৃহের মেঝে অধিক মজবুত করা প্রয়োজন হবে এবং সেজন্য পুরু মেঝে তৈরীর খরচ বাড়বে। এই খরচ সীমাহীনভাবে বাড়ান সম্ভব নয়। কাজেই ব্যয়ের সামর্থানুযায়ী মাপের আয়ত-ক্ষেত্রের পরিধি আপনা থেকেই সংকুচিত হতে বাধ্য।

বায়ুতাপনিয়ন্ত্রিত গৃহ না হলে গ্রন্থাগার গৃহের অভ্যন্তরে সর্বদা বায়ু চলাচলের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সর্বদা গৃহাভ্যন্তরের দূষিত বায়ু নির্গমনের এবং বাইরে থেকে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে প্রবেশের সুব্যবস্থা গ্রন্থাগার গৃহে না থাকলে ঐ গৃহ অস্বাস্থ্যকর হয় এবং ব্যবহার-কারীরাও ইহা ব্যবহার করলে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করে থাকেন। পর্যাপ্ত সংখ্যায় জানালা, ভেন্টিলেটার, বিজলী পাখা ইত্যাদির ব্যবস্থার দ্বারা এ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হলেও বছরের সকল ঋতুতে এবং দিবারাত্রি সকল সময়ে জানালা খোলা রাখা সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয় না হতে পারে। সেজন্য বায়ু গমনাগমনের জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে; গ্রন্থাগার গৃহে তার আয়োজন রাখাও আবশ্যক।

দিনের বেলা গৃহাভ্যন্তরে সর্বদা স্বাভাবিক আলো যাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগার গৃহের পরিকল্পনা রচনা করা কর্তব্য। কারণ অপর্যাপ্ত আলো গ্রন্থাগারের পাঠক ও কর্মীদের কাছে শুধু বিরক্তিকর নয় আলোর সুব্যবস্থা না থাকলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এমন কোন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয় যার ফলে গৃহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক আলো প্রবেশের বাধা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ ও প্রশস্ত জানালার সাহায্যে গৃহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক আলো প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায়। মেঝে থেকে চার ফুট উর্ধ্বে জানালা স্থাপনের ব্যবস্থা অনেকে দিয়ে থাকেন। এইভাবে স্থাপিত জানালার উচ্চতা যতটা জানালার সমান ঘরের মেঝের সেই উচ্চতার দেড়গুণ পরিমাণ স্থানে পর্যাপ্ত স্বাভাবিক আলো ঐ জানালা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে বিশেষজ্ঞের ইহা অভিমত। দেওয়ালের বিপরীত দিকে মুখোমুখী দু'টো জানালা থাকলে দু'দিককার জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে দু দিককার জানালার উচ্চতার দেড়গুণ স্থান ভালভাবে আলোকিত হ'তে পারে।

গৃহের অভ্যন্তরে স্বাভাবিক আলো প্রবেশের জন্য আকাশ গবাক্ষের (Sky light) সাহায্য গ্রহণের কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু আকাশ গবাক্ষকে সাধারণতঃ নানা কারণে পছন্দ করা হয় না। প্রথমতঃ হিম ও উত্তাপের প্রভাবে ইহার সংকোচ

সাধনের ফলে ছিদ্র পথে গৃহাভ্যন্তরে জলচুয়ানো সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মকালে কাঁচের মধ্য দিয়া গৃহের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে পাঠকদের বিরক্তি ও অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং গ্রন্থাদির উপর রৌদ্র পড়ে গ্রন্থাদি নষ্ট করে। তৃতীয়তঃ ঊর্ধ্ব দিকে গৃহকে বাড়াতে হ'লে এই সকল আকাশ-গবাক্ষ অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। গৃহের মধ্যস্থলে আলোক প্রবেশের জন্য আলোক-কূপ রাখার পরিকল্পনা পূর্বে কেহ কেহ করতেন। কিন্তু ইহার ফলে গৃহাভ্যন্তরে অযথা স্থান নষ্ট হয় সেজন্য এবং অন্যান্য কারণে এ ব্যবস্থা অনেকেই পছন্দ করেন না।

গৃহের অভ্যন্তরের দেওয়ালের এবং আসবাব পত্রের রংএর সুনির্বাচন দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে অপর্যাপ্ত আলো থাকলে সে অবস্থায় কিছুটা উন্নতি সাধনও করা যেতে পারে। যে সব রঙ গৃহের ভিতরে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে দেওয়ালের গায়ে এবং আসবাব পত্রে পছন্দমত সেই সব রঙ ব্যবহার করলে এবং মধ্যে মধ্যে নূতন করে রং দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এ বিষয়ে উন্নতি সাধন সম্ভব।

গৃহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক আলোর সুব্যবস্থা থাকলেও গ্রন্থাগার গৃহে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ গৃহের সকল অংশে অথবা সকল কোণে পর্যাপ্ত স্বাভাবিক আলোর সন্তোষজনক ব্যবস্থা রাখা সব সময়ে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ আকাশে মেঘাচ্ছন্ন দিনে গৃহের ভিতরে পর্যাপ্ত স্বাভাবিক আলো থাকে না। তৃতীয়তঃ সন্ধ্যার পরে গ্রন্থাগার খোলা থাকলে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থার অপরিহার্য হয়। কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা তিনরকমে করা সম্ভব। যথা স্থানীয় আলো, সাধারণ আলো এবং উভয়ের সমন্বয়ে আয়োজিত আলো।

যে ব্যবস্থার দ্বারা গৃহের কোন নির্দিষ্ট অংশমাত্র আলোকিত হয় সেই ব্যবস্থাকে স্থানীয় আলোক ব্যবস্থা বলা যায়। যেমন পাঠকদের পাঠের প্রতিটি টেবিলের জন্য স্বতন্ত্র আলোর ব্যবস্থা, গ্রন্থসূচীর স্থানে স্বতন্ত্র আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে ব্যবস্থার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট অংশমাত্র আলোকিত না হয়ে গৃহাভ্যন্তরের একটা বিশাল অংশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয় তাকে সাধারণ আলোক ব্যবস্থা বলা যায়। স্থানীয় আলোর ব্যবস্থা করলে প্রাথমিক খরচ বেশী হয়। কারণ নানা স্থানে আলো রাখবার এবং জ্বালাবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। তাছাড়া অযথা কোন কোন জায়গায় আলো যাতে না জ্বলে তা দেখার জন্য বা আলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ভাল ব্যবস্থা রাখা দরকার। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের খরচ কম হয়। পক্ষান্তরে সাধারণ আলোর ব্যবস্থায় প্রাথমিক খরচ অনেক কম। কারণ এই ব্যবস্থায় নানা জায়গায় আলো বসাবার বা জ্বালাবার প্রয়োজন থাকে না। এক একটা আলোর দ্বারা অনেকটা জায়গা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়। তবে, এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের খরচ পড়ে। কারণ প্রয়োজনীয় স্থানের সাথে একই সময়ে অপ্রয়োজনীয় স্থানও একই আলোর দ্বারা আলোকিত রাখতে হয়। উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট আলোর

সাহায্যে ইহা করা হয়। কাজেই এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের খরচ অতিরিক্ত-ভাবেই বৃদ্ধি পায়।

কার্যতঃ স্থানীয় আলো ও সাধারণ আলো এই দুই প্রকার আলোর ব্যবস্থার সমন্বয়ে গৃহাভ্যন্তরে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা রাখাই সমীচীন। পাঠকদের টেবিল, গ্রন্থাধার, পত্রিকাধার, গ্রন্থসূচীর স্থান ইত্যাদি স্থানের জন্য স্থানীয় আলো এবং বহুজন দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত যাতায়াতের স্থান ইত্যাদির জন্য সাধারণ আলোর ব্যবস্থা রাখাই ভাল।

গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনার সাথে গৃহের আসবাব পত্রের পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। তবে এ বিষয়ে বিশদ ও স্বতন্ত্র ভাবেও আলোচনা করা যেতে পারে।

শহরতলী ও পল্লীগ্রন্থাগারের গৃহ স্থাপত্য

বনবিহারী মোদক

"ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা"—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এর বেশী কিছু আশা করেন নি। তবে, হাজার হোক কবি-মানুষ ত', জায়গা সম্বন্ধে কিছুটা বাছ-বিচার তাই তাঁকেও করতে হয়েছে—

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি, নাইকো হাটে গোল
ওরে কবি, এইখানে তোর কুটীরখানি তোল্ ;

কিন্তু আমরা ত' কবি নই। অমন মায়াময় স্বপ্নালু নিরালায় আমরা লাইব্রেরী গড়তে চাইব কোন্ অধিকারে ?

কবি আমরা নই। কিন্তু কাব্যানুরাগী রসবেত্তার হাতে তাঁর প্রিয় কাব্যগ্রন্থটি তুলে দেওয়ার ভারটা যে আমাদেরই ওপর। গ্রন্থপ্রেমী পাঠকের সব চাহিদা মেটানো আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যসীমার বাইরে। ওমর খৈয়ামের মত তিনিও হয়ত চাইবেন—

Here with a loaf of bread beneath the bough
A flask of wine, a book of verse—and thou···

অন্যগুলোর কথা থাক। কিন্তু, স্নিগ্ধ-শ্যাম বনবীথিকা এবং কাব্যগ্রন্থ—অন্ততঃ এ-দুটি চাহিদাও কি মেটাতে চেষ্টা করব না আমরা ?

এ-চাহিদা মেটানোর সংগে সংগে (১) পাঠকসাধারণের আনন্দ ও উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ; (২) গ্রন্থাগারকর্মীদের কাজের পরিবেশটি প্রীতিকর ও আনন্দোজ্জ্বল করে তুলবার জন্যে ; এবং (৩) জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে আগামী দিনের গ্রন্থাগারের ব্যাপকতর ও মহত্তর কার্যাবলীর উপযুক্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা এখন থেকেই

যথাসাধ্য করে রাখবার জন্যে, সবচেয়ে আগে দরকার সুনির্বাচিত স্থানে সুপরিকল্পিত-ভাবে তৈরী ছিমছাম একটি গ্রন্থাগার ভবন।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, অনেক কাকুতি-মিনতি করে গৃহকর্তার মন ভিজিয়ে তাঁর অব্যবহার্য-প্রায় বাইরের ঘরটিতে উপহারে পাওয়া গোটাকতক বই সাজিয়ে যেখানে গ্রন্থাগার চালাতে হয়, আমরাও সেই দেশেরই গ্রন্থাগারসেবী। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনের কথা ভাবতে গিয়ে কল্পনার রঙীন পাখা মেলে উধাও হওয়া আমাদের সাজে না।

গ্রন্থাগার নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরী বা কার্যকরী করার আগে নিজেদের অর্থ-সংগতির কথাটা প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের মনে রাখতে হবে। যতটুকু সাধ্য, সাধটা তার চেয়ে খুব বেশী উঁচু বলে ব্যর্থতা এড়ান যাবে না।

কিন্তু এখানে একটি কথা আছে। মনে করা যাক, হাতে আমাদের বেশী টাকা নেই। কষ্টে-সৃষ্টে মাত্র কাঠা-দেড়েক জমি কেনা গেল। সামনের দিকে সরু এক ফালি জায়গা রেখে, অন্য সব দিকের সীমানা-সই করে বাড়ী তোলা হল। কিন্তু তারপর? ভবিষ্যতে যখন গ্রন্থাগারটির কর্মপরিধি ও অর্থসংগতি দুই-ই বাড়বে, অকাতরে টাকা ঢেলেও আর কি তখন বাড়ান যাবে গ্রন্থাগার গৃহটি? তিন দিকেই হয়ত পাকা বসত-বাড়ী। নিজেদের ছোট্ট জমির ওপরেই দোতলা-তেতলা করবেন? তারও উপায় নাই। প্রথম তৈরীর সময় কম টাকায় কাজ সারতে হয়েছিল, তাই ১৫ ইঞ্চি ভিত এবং ৫ ইঞ্চি দেওয়াল দিয়ে ঘর উঠেছিল। এর ওপর দোতলা-তেতলা কোন মতেই সম্ভব নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে,—'বেশী খরচ সাধ্যাতীত, কাজেই যত কমে পারি লাইব্রেরীর বাড়ী তৈরী করার'—অন্ততঃ গ্রন্থাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে এ-যুক্তি অচল। ছোট হোক, বড় হোক, গ্রন্থাগার মাত্রকেই ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ রেখে বাড়ী তৈরী করতে হবে। ভবিষ্যতে কাজকর্ম বেড়ে গেলেও ঘর বা জায়গার অসংকুলান হবে না, দূর-দৃষ্টির সংগে পরিকল্পিত ও বহুদায়তন এ রকম গ্রন্থাগার গৃহ প্রথমেই যদি তৈরী হয়ে যায়, তাহলে ত' কথাই নেই। ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুবিধের কথা তাহলে অবশ্য বেশী না ভাবলেও চলবে। কিন্তু যেখানেই টাকার টানাটানি, বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে সেখানেই অন্ততঃ দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে: (১) ভবিষ্যতে অন্ততঃ ২।১টি নতুন ঘর তুলবার মত খালি জায়গা ক্রীত জমিতে থাকা চাই। (২) পরে দোতলা করার উপযোগী ভিত ও দেওয়াল (এবং সম্ভব হলে ছাদও) প্রথম তৈরীর সময়ই করে ফেলতে হবে।

কম খরচের গৃহনির্মাণের (Low-cost housing) জল্পনা-কল্পনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে সব দেশের স্থপতিরাই আজকাল মাথা ঘামাচ্ছেন। ভারত সরকারও স্বল্পব্যয়ে বসতবাড়ী তৈরীর কিছু কিছু পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলো কারখানায় তৈরী প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড্ অংশ জুড়ে সস্তায় দিব্যি বাড়ী বানিয়ে ফেলেছে। আমাদের ঐ পর্যায়ে পৌঁছুতে এখনও দেরী আছে।

নানা-রকমের সস্তা (অতএব প্রায়ই খেলো) উপাদান দিয়ে কোনরকমে ঘর বা বাড়ী খাড়া করবার একটা ঝোঁক আমাদের দেশে খুবই দেখা যাচ্ছে আজকাল। Lath-plaster wall-যুক্ত (প্যাটকাঠি, মুলিবাঁশ প্রভৃতির প্যাতলা ম্যাটিং-এর দেওয়াল করে তার ওপর কাদা বা সিমেন্টের পলেস্তারা দিয়ে চুনকাম করা) বা ঐ ধরণের অন্য কোন রকম কেরামতিতে তৈরী সরকারী ইমারত (?)-ও আজকাল হামেশাই তৈরী হচ্ছে। সরকার বা এইসব ধরণের বাড়ীর অন্য মালিকরা সবাই বোধ হয় দার্শনিক! 'নশ্বর এ পৃথিবীতে কী হবে দীর্ঘস্থায়ী বাড়ী তৈরী করে?'—এই-ই বোধ হয় তাঁদের চিন্তা-ধারা। তাঁরা নমস্য; তাঁদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যে লাইব্রেরী তৈরী করবে—মজবুত ও স্থায়িত্বই হবে তার প্রথম গুণ। দ্বিতীয় গুণ—অগ্নিনিরোধকতা; ঐসব তথাকথিত ইমারতে যেটা থাকতেই পারে না। এইসব কারণেই খড় বা ছনের চাল, দর্মার বেড়া প্রভৃতিও ব্যবহার করা চলবে না। তাছাড়া সস্তার তিন অবস্থা—বহুলপ্রচলিত এই প্রবচনটিও নেহাৎ হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারের জন্যে পাকা বাড়ীই করা ভাল। খুব সস্তায় বাজিমাতের মোহটা এবিষয়ে অন্ততঃ বর্জন করতেই হবে। গ্রন্থাগার গৃহের গঠন পরিকল্পনা ও স্থাপত্যশৈলী নিয়ে চিন্তা করার আগে স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে মূল কথাগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

প্রচুর আলো-হাওয়াযুক্ত, খোলা-মেলা, শুকনো এবং উঁচু জায়গাই গ্রন্থাগারের পক্ষে আদর্শ। বর্ষায় জল জমে, এমন নিচু বা স্যাঁৎসেতে জমিতে লাইব্রেরী তৈরী কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। যাতায়াতের সুবিধেযুক্ত জায়গায় গ্রন্থাগারের অবস্থিতি পাঠকসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহ বাড়ায়। বেশী দূরে অবস্থিত হলে যানবাহনের সব রকম সুবিধে থাকা স্বত্বেও পাঠকরা গ্রন্থাগারে আসতে চাইবেন না। এই সব কারণে জনপদের কেন্দ্রস্থলে ভদ্রপল্লীতেই গ্রন্থাগার নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে বেশীর ভাগ পাঠকের পক্ষেই গ্রন্থাগার নিকটে পড়বে এবং যাতায়াতেও কারও কোন অসুবিধে হবে না।

গ্রন্থাগারের পরিবেশটি একটু নিরিবিলি হওয়া দরকার। জনবহুল হাটবাজারের মধ্যে বা চিত্রগৃহের খুব কাছে লাইব্রেরী তৈরী করা ঠিক নয়। এতে দারুণ গোলমালে গ্রন্থাগারে মনঃসংযোগের উপযোগী শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরিবিলি খুঁজতে গিয়ে আবার হয়ত এমন এক জায়গায় লাইব্রেরী তৈরী হল, রাত্তিতে লাইব্রেরী বন্ধের পর সেখান থেকে বাড়ী ফিরতে শিশুরা বা ক্ষেত্র বিশেষে বড়রাও হয়ত ভয় পাবেন। বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ের গ্রন্থাগারগুলোর পক্ষে এ বিষয়ে একটু খেয়াল রাখা দরকার।

যানবাহনবহুল বড় রাস্তার ঠিক ওপরেই লাইব্রেরীর অবস্থিতি ভাল নয়। গাড়ী-ঘোড়ার বিরক্তিকর আওয়াজে লাইব্রেরীর কাজে খুবই বিঘ্ন হয় তাতে। তাছাড়া,

এ রকম রাস্তার হলে শিশুদের পক্ষে গ্রন্থাগারে যাতায়াতও নিরাপদ হবে না। বাচ্চারা গাড়ী চাপা পড়বে—এই আশংকায় অভিভাবকরাই তাদের গ্রন্থাগারে আসতে দেবেন না।

অগ্নিনিরোধক সতর্কতার জন্যে পাট বা অন্য দাহ্য পদার্থের গুদামের পাশে বা বসতবাড়ীর রান্নাঘর সংলগ্ন জায়গায়ও গ্রন্থাগার নির্মিত হওয়া উচিত নয়।

দেব-দেউল যদি দেখতে চিড়িয়াখানার মত হয়, তাহলে তার মত বিড়ম্বনা আর নেই। আমাদের কপালগুণে এ রকম বিড়ম্বনার নজির এ দেশে আকছারই চোখে পড়ে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রও সামনে কাপড়ের দোকান সাজিয়ে রাখতে অস্বস্তি বোধ করে না। আবার উল্টো নজিরও কিছু আছে। সরকারী দাক্ষিণ্যপুষ্ট জনসেবা-মূলক সংস্থাগুলোও আজকাল এমন সব বিরাট বিরাট সৌধ হাঁকিয়ে বসছে, উন্নত মাথা সদম্ভে উঁচু করে যেগুলো ধূলিমলিন গরীব দুঃখী মানুষকে ধমক দিয়ে বলছে—'দূরে থাক'। ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রম চোখে নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষাবঞ্চিত সেই হতভাগ্যের দল দূরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে সেগুলোর দিকে। ভাবে—'বাপরে, আমরা কি যেতে পারি ওখানে? ও ত' বাবুদের জন্যে.....'।

শহরতলী ও পল্লীর গ্রন্থাগার তৈরী করতে গিয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলো যেন আমরা ভুলে না যাই। বাইরে থেকে গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার বলে চিনে নিতে কারও যেন অসুবিধে না হয়। বাড়ীর বহির অবয়বটা যেন ছোটবড় সবাইকে সাদরে কাছে টানে, সংকোচ ও কুণ্ঠা নিয়ে কাউকেই যেন দূরে থাকতে না হয়। এই সর্তগুলো পূরণ করতে হলে গ্রন্থাগার গৃহকে যে সাংঘাতিক একটা কিছু করে তুলতে হবে—এ ধারণা ভুল। গৃহটির বহিরবয়ব যেন সহজ সাধারণ ও মর্যাদাদ্যোতক (simple and dignified) হয়। তাহলেই যথেষ্ট।

পটভূমি ও বাতাবরণের (environment) সংগে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী না হলে কোন জিনিসই মনোগ্রাহী হতে পারে না। একথা গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও খাটে। মনে করা যাক, বিদেশের কোন একটি ছোট লাইব্রেরী-বাড়ীর নক্সার অনুকরণে আমাদের একটি গ্রন্থাগার তৈরী করা হল। শুধু বাড়ী হিসেবে বিচার করলে গ্রন্থাগার গৃহটিকে হয়ত সর্বাংগ সুন্দরই বলা যাবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পটভূমির সংগে সেটা হবে নেহাতই বেমানান। শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে বেশীজৌলুস ফোটালে সেটি হয়ে দাঁড়াবে ঐশ্বর্যের সদম্ভ বিজ্ঞাপন। আবার কল-কারখানা অধ্যুষিত শহরতলীতে কুটীর-সদৃশ গঠন-শৈলীও হবে একান্তই বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু।

কোন কোন অঞ্চল বা স্থানের স্থাপত্যরীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। গ্রন্থাগার নির্মাণে সেই বিশেষ ধারাটি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, এতে গ্রন্থাগারটি স্থানীয় জনমনের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করতে পারে। সকলেই জানেন, রাঢ় অঞ্চলের সুদৃশ্য মাটির ঘরগুলো কেমন শান্ত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথও এর বৈশিষ্ট্যগুলো পরম সমাদরে অনুসরণ করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর

অনন্য সাফল্যও সর্বজনবিদিত। ইঁটের দেওয়ালেও চুনবালির পলেস্তারার ওপর চুনকামের বদলে সাধারণ পলিমাটির কলি করলে এর স্নিগ্ধ সমাহিত রূপটি আশ্চর্য সুন্দরভাবে ধরা পড়ে। যে-কোন গ্রাম্য পরিবেশে এগুলো চমৎকার মানায়, রাঢ় অঞ্চলে ত' কথাই নেই।

গ্রামীণ বাংলার শিল্পরীতি ও স্থাপত্যের স্বকীয় মৌলিকতা পল্লীকুটীরেই মূর্ত। দিল্লীর প্রজাতন্ত্র দিবসের মিছিলে রাজ্য সরকারগুলো যে সব 'ট্যাবলো' দেখান, পশ্চিমবাংলা সরকার প্রদর্শিত কুটীর তাতে একাধিকবার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে। বিদেশের শিল্পরসিক সুধিজনও এর ছন্দোময় সুষমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পল্লী-গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণে এর প্রতিরূপটি সার্থকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই রীতিতে তৈরী স্থাপত্যের সুন্দর একটি নমুনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ যেখানে রক্ষিত হয়েছে, নবদ্বীপ নিদয়াঘাটের সেই মন্দিরটি নিজের চোখে দেখলে যে-কোন উৎসাহী গ্রন্থাগারসেবী এ-রীতির সহজ-সুন্দর আবেদনটি অনুভব করতে পারেন।

যে কোন ইমারতের প্ল্যান ও নক্সা ইঞ্জিনীয়র বা স্থপতিরাই করেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার গৃহ দরকার, তার বিভিন্ন দিক ও প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা একমাত্র গ্রন্থাগারিকেরই থাকা সম্ভব। কাজেই, গ্রন্থাগার গৃহের পরিকল্পনা তৈরীর ষোল আনা ভার স্থপতির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে বাড়ী হয়ত বেশ মজবুতই হবে, কিন্তু কার্যকরী সুবিধে ও উপযোগিতাগুলো তাতে অম্লানরূপ মিলবে কিনা সন্দেহ। এজন্যে, গ্রন্থাগারিক ও স্থপতি দুজনে মিলে একযোগে যে প্ল্যান তৈরী করবেন, সেটাই হবে গ্রন্থাগার গৃহের পক্ষে আদর্শ।

গ্রন্থাগার গৃহের যে নক্সাটি এখানে দেওয়া হচ্ছে, তাতে প্রদর্শিত প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে দু-একটি হয়ত ছোট পল্লী গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগারের কর্মপরিধি কিছুটা বাড়বার সংগে সংগেই এগুলো indispensable হয়ে পড়বে। অপসারণযোগ্য হাল্কা পার্টিশন দুটি সরিয়ে ফেললে সভা, প্রদর্শনী, উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতির উপযোগী বেশ বড় একটি হল পাওয়া যাবে। ছোটখাট অনুষ্ঠানে স্টাকরুম সংলগ্ন পার্টিশনটি খুলবার দরকার হবে না; শুধু অপরটি খুললেই দিব্যি কাজ চলে যাবে। শিশু বিভাগে একটু গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যে সেটি একপাশে রাখাই শ্রেয়। মহিলা-বিভাগ ও মহিলা শৌচাগারের মধ্যে একটি দরজা থাকলেই তাঁদের দিকটা অনেকাংশে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবে। লেণ্ডিং সেকশনে পাঠক পিছু ২০ বর্গফুট এবং পাঠকক্ষে (বিশেষতঃ রেফারেন্স সেকশনের পাঠকক্ষে) পাঠক পিছু ১৮ বর্গফুট জায়গা রাখার নিয়ম। অবশ্য সাময়িকপত্রের পাঠকক্ষ আলাদা থাকলে, সেখানে জনপ্রতি ১২ বর্গফুট হিসেবে জায়গাই যথেষ্ট। ভিতরে যাতায়াতের পথগুলো অন্ততঃ ৪ ফুট চওড়া হওয়া দরকার। টেবিল এবং বুকশেলফের মধ্যেও কমপক্ষে ফুটতিনেক জায়গা রাখা প্রয়োজন।

পাঠকক্ষের মধ্যে দিয়ে অন্য ঘরে যাবার প্যাসেজ রাখা ঠিক নয়। যাতায়াতের পথ ঘরের বাইরে দিয়ে করাই ভাল। পাঠকসাধারণের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্যে সামনের দিকে একটিমাত্র বড় দরজাই আদর্শ। এতে গ্রন্থাগারকর্মীদের পক্ষে সকলের গমনাগমনের ওপর লক্ষ্য রাখার সুবিধে হয়। পাশের অন্য দরজাগুলোর উপরাংশে কাঁচের শার্সী লাগিয়ে সেগুলো বন্ধ রাখা যেতে পারে। পেছনে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট একটি দরজা থাকলে ভাল হয়। এটির ব্যবহার সর্বসাধারণের জন্যে নয়। কর্মীদের দরকারী জিনিসপত্র আনা নেওয়া, তাঁদের নিজেদের যাতায়াত—এসব কাজেই এটি ব্যবহৃত হবে। বাড়ীটির চারদিকের চার কোণে, যেখানে পৌঁছানো যায় এমন সুবিধেজনক ও মানানসই জায়গায় অন্ততঃ দু-টি করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার টাঙাবার হুক্ ও ব্র্যাকেট প্রথম থেকেই তৈরী করে ফেলা উচিত।

আঞ্চলিক আবহাওয়ার উপযোগী করে গ্রন্থাগারভবন নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের গ্রন্থাগার গৃহের দরজা জানালাগুলো খুব বড় বড় এবং খোলা খোলা হওয়া হওয়া দরকার। হাওয়া এবং আলো, দুটোই তাতে অবাধে ভেতরে ঢুকতে পারবে। আভ্যন্তরিক পরিবেশটিও তার ফলে মনোরম হবে। বর্ষাকালে বৃষ্টির ছাট্ সরাসরি দরজা জানালাগুলোর ওপর আছড়ে পড়লে চৌকাঠের দিকগুলো দিয়ে বা দু-কপাটের মাঝের ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু জল ভেতরে ঢুকতে পারে। দরজা জানলাগুলোর মাথায় চাকনী (স্থাপত্যবিজ্ঞানে এ-বস্তুটির নামটা হাস্যোদ্দীপক, 'chajja'; চলতি কথায় সাধারণতঃ sun-shed বলে) করে দিলে এই অসুবিধে অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। দরজা জানলার রং-ও এতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

ভিত গাঁথবার সময়েই বাড়ীটি ড্যাম্প-প্রুফ করে তুললে ভাল হয়। বাঁধানো বইয়ের চামড়ার অংশগুলোতে ছাতা ধরার সম্ভাবনা এতে খানিকটা অন্ততঃ কমে। গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত সিমেন্টে (চুন-সুরকীর ব্যবহার আজকাল ত' নেই বললেই চলে) ক্রিওজোট্ মিশিয়ে দিলে উইয়ের উপদ্রব কমে; অন্ততঃ দেওয়াল ফুঁড়ে বেরুবার সম্ভাবনা আর থাকে না। চুনবালির পলেস্তারা, এমন কি ভেতরের ইঁটেও এদেশে প্রায়ই 'নোনা ধরতে' দেখা যায়। একটা বর্ষা যেতে না যেতেই বাইরের দেওয়ালে কালচে সবুজ ছোপ (এ গুলোও এক ধরণের ছত্রাক) ধরে এবং দেখতে বিশ্রী হয়ে যায়। সিলভিক্রীট্ সিমেন্টের পাতলা কোটিং দিলে এই সব ক্ষতি ও অসুবিধে অনেকাংশে নিবারিত হতে পারে। দেওয়ালের রং-টাও এতে বেশ কয়েক বছর অবিকৃত, উজ্জ্বল ও সুন্দর থাকে।

আরও বহুদায়তন বা দোতলা বাড়ী তৈরীর অর্থ সংগতি যে সব গ্রন্থাগারের আছে, তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে—প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বেশীবার যাতে পাঠকদের উপর নীচ করতে না হয়। রেফারেন্স বই বা সাময়িকপত্র পড়ার এবং বই লেনদেনের ব্যবস্থা নীচের তলায় থাকাই ভাল। অফিস প্রভৃতি উপরের তলায় থাকলে ক্ষতি

নেই। গ্রন্থাগার কর্মীদেরও যদি বারে বারে ওঠানামা করতে হয় এবং লিফটের বন্দোবস্ত না থাকে, তাঁদের কর্মতৎপরতা সেবার মনোভাবও তাহলে ব্যাহত হতে বাধা। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে কর্তৃপক্ষ এবং প্রেক্ষাগৃহও (ছায়াছবি প্রদর্শনী এবং মঞ্চাভিনয়—দু' কাজেরই উপযোগী) অবশ্যই করাবেন। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা প্রবেশপথ থাকা দরকার।

বাইরের কোন গোলমাল যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে, তার জন্যে জানলা-গুলোতে পরপর দুখানি শার্সী (খড়খড়ি ও শার্সী যেমন অল্প ফাঁক রেখে পিঠে পিঠে থাকে, সেই ভাবে) লাগালে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ মেঝেতে রবারের চাদর পেতে দিয়ে সংগতিসম্পন্ন লাইব্রেরীগুলো চলাচলের সময় জুতোর বিরক্তিকর মসমসানি এবং চেয়ার টানার বিশ্রী আওয়াজও সহজেই বন্ধ করতে পারবেন। পিচ-মিশ্রিত জমানো অস্তরণ বসিয়ে বা পিচের কোটিং লাগিয়েও (Tar felting বা Tar flooring) মেঝের শব্দ কমানো সম্ভব।

শিশু বিভাগের বাচ্চাদের কলকাকলি যাতে অন্য ঘরে বড়দের একাগ্র অভিনিবেশে বিঘ্ন না ঘটায়, এ জন্যে ঐ বিভাগের কক্ষটির ভেতরের দেওয়ালগুলো কাঠের ফ্রেমে আঁটা পুরু ক্যানভাসে (চট রং করে দিলেও কোন মতে কাজ চলে) সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে দেওয়া যেতে পারে। আরও নিখুঁত করতে চাইলে সিলিঙেও অনুরূপ আবরণী দিতে হবে। এগুলো শুধু যে শব্দকে শোষণ করে নিয়ে গোলমাল কমাবে তাই-ই নয়, ছোটরা ভালবাসে এমন নানা রকম রঙচঙে ছবিও এতে সহজেই আঁকা যাবে। কিছুদিন পরপর সেগুলো বদলে অন্য রকম রং ও ছবি এঁকে দেওয়ারও কোন অসুবিধে থাকবে না। দেওয়ালের চুনবালির পলেস্তারা কাঁচা অবস্থায় অমসৃণ এবড়ো-খেবড়ো) (অবশ্য সামঞ্জস্য ও দৃষ্টিশোভনতা বজায় রেখে) করে দিলে দেওয়ালও শব্দ শোষণ করতে পারে।

একঘর থেকে অন্য ঘরের দিকে বা দূর থেকে পাঠকসাধারণের দুয়ারটির দিকে গ্রন্থাগারকর্মীরা যাতে সহজেই নজর রাখতে পারেন, সচ্ছল অবস্থার লাইব্রেরীগুলোর পক্ষে এজন্যে কাঁচের বড় বড় পার্টিশন ব্যবহার করা সুবিধেজনক। polarised glass-এর ভাল পার্টিশন বা শার্সী সুপরিকল্পিত স্থানে বসাতে পারলে আগন্তুক কর্মী নিষ্ক্রমণ-কারী পাঠকদের স্পষ্ট দেখতে পাবেন,-কিন্তু বিপরীত দিক থেকে হাজার ঘুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেও তাঁকে কেউ-ই দেখতে পাবেন না। এই অপ্রীতিকর অথচ অপ্রয়োজনীয় কাজটি সকলের অলক্ষ্যে থেকে করতে পারলে ঐ কর্মীর পক্ষেও তাঁর কর্তব্যটি অপেক্ষাকৃত কম অস্বাচ্ছন্দ্যকর বোধ হবে।

সকল অবস্থার সম্ভাব্য প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে পূর্বোক্ত নীতি-নিয়মগুলো প্রস্তাবিত হল। মূল নীতিগুলো অপরিবর্তিত রেখে খুঁটিনাটিগুলো প্রয়োজন মাফিক অদল-বদল করে নিয়ে কার্যকরী করলে, আদর্শ গ্রন্থাগার গৃহ সার্থকভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে। পাঠক প্রতি জায়গার পার্থক্যটা একটু বেশী বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু এটাই নিয়ম। নিয়মের পুংখানুপুংখ অনুসরণ নিতান্তই যদি সম্ভব না হয়, তবু নিয়মের যথাসাধ্য কাছে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

জীবন্ত প্রাণীদেহের (living organism) সংগে গ্রন্থাগারের তুলনা করা হয়। প্রাণীদেহের কতই ক্রম পরিণতি ও বৃদ্ধি এর স্বভাবধর্ম। গৃহ নির্মাণের সময় এদিকে আমাদের সতর্ক মনোযোগ রাখতে হবে, অর্থকৃচ্ছ্রতা বা অন্য যে কোন অজুহাতে আমরা যেন এর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে না ফেলি। আমাদের অদূরদর্শিতার জন্যে আমাদের অনাগত উত্তরপুরুষেরা যেন অসুবিধে ভোগ করতে বাধ্য না হন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন

বিনয় ভূষণ রায়

বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার ভবন তো দূরের কথা ভাল গ্রন্থাগারই নাই। এর জন্য বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা, স্থানাভাব এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসিনাই দায়ী। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য গ্রন্থাগার ভবন তৈয়ারী করা সম্ভব নহে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের একটি সুপরিসর ঘরে আধুনিক পদ্ধতিতে সজ্জিত গ্রন্থাগার যাহাতে স্থাপন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে স্থানাভাব নাই এবং যে সমস্ত বিদ্যালয়ের (Multipurpose Higher Secondary School ইত্যাদি) নূতন গৃহ নির্মিত হইতেছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গৃহ-সংযোজনের পরিকল্পনা করা সমীচীন।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনার আগে স্থান নির্বাচন করা একটি প্রধান সমস্যা। গ্রন্থাগার ভবনটি বিদ্যালয়ের এমন স্থানে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন যেখান থেকে বিদ্যালয়ের প্রতিটি স্থানে চটপট যাতায়াত করা চলে। স্থানটির পরিবেশ শান্ত এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে আলো, বাতাস যাহাতে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য স্থানীয় আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যেমন শীত প্রধান দেশে মেঘ ও কুয়াশায় প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পর্যাপ্ত আলোর অভাব থাকে। কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আলোর অভাব নাই। সূর্যের প্রখর তাপে ঘর যাহাতে গরম না হয় সেই জন্য বাতাসের বেশী প্রয়োজন। বৃষ্টি হইলে কোনও দিক দিয়া যাহাতে জল প্রবেশ না করিতে পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে অধিকাংশ বাড়ী টিন, কাঠ বা খড় দিয়া নির্মিত এবং অধিকাংশ বাড়ীতে কাঠ দিয়া রান্না হয়। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বাতাস বহিলে রান্নাঘর থেকে অগ্নি স্ফুলিংগ হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া

থাকে। সুতরাং বিদ্যালয় এবং সেই সাথে গ্রন্থাগারের অবস্থান এমন ভাবে হওয়া উচিত, যেখানে অধিকাংশ ঘটিবার সম্ভাবনা কম।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কক্ষ অথবা ভবন এমন স্থানে অবস্থিত হওয়া উচিত যাহাতে দূর হইতে দেখিবামাত্র সকলকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলে। সাধারণত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভবন একতলায় এবং চারিদিকে বারান্দাযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার ফলে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা হইবে এবং কখনও ছাত্র সংখ্যা বেশী হইলে বারান্দাটি পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে। গ্রন্থাগার ভবনের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

যে সমস্ত বিদ্যালয়ের একটিমাত্র কক্ষে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবেসেই সমস্ত কক্ষের একটিমাত্র দরজা (যাতায়াতের জন্য) থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে মোট পাঁচটি বিভাগে ভাগ করিতে হইবে। যথা :—(ক) পাঠকক্ষ, (খ) পত্রিকা বিভাগ, (গ) আলোচনা কক্ষ, (ঘ) গ্রন্থ সংরক্ষণ কক্ষ, (ঙ) গ্রন্থাগারিকের কক্ষ। ইস্যু ডেস্কটি কক্ষের মাঝখানে এবং দরজার নিকটে থাকিবে। ইহার ফলে একজন কর্মীর পক্ষে একস্থান হইতে সমস্ত কক্ষটির উপর নজর রাখা সহজ হইবে। ইস্যু ডেস্কের একদিকে থাকিবে পাঠকক্ষ এবং পত্রিকা বিভাগ, অন্যদিকে থাকিবে আলোচনা কক্ষ, গ্রন্থ সংরক্ষণ কক্ষ এবং গ্রন্থাগারিকের কক্ষ। আলোচনা কক্ষটিকে কাঁচের পার্টিশন দ্বারা পৃথক করিতে হইবে। ফলে গ্রন্থাগারিক ইস্যু কাউণ্টারে বসিয়া আলোচনা কক্ষের ছাত্রদের উপর নজর রাখিতে পারেন। বাহির হইতে যেমন বিদ্যালয় ভবন সংলগ্ন গ্রন্থাগার ভবন প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম, এইরূপ হওয়া প্রয়োজন তেমনি গ্রন্থাগার কক্ষের অভ্যন্তরটি এমন ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের মন গ্রন্থাগারের প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

বর্তমানে সর্বার্থসাধক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের মত গ্রন্থাগারেরও স্বতন্ত্র গৃহ থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার ভবনে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি থাকা প্রয়োজন :

(ক) পাঠকক্ষ : এই কক্ষে পুস্তক খোলা তাকে সাজান থাকিবে। ছাত্রদের এখানে অবাধ প্রবেশ অধিকার থাকা প্রয়োজন। তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত পুস্তক লইয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে এবং গ্রন্থাগারের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে।

(খ) গ্রন্থাগারিকের কক্ষ : এখানে গ্রন্থাগারিক এবং তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কাজ করিবেন। যথা—নূতন বই আসিলে তাহা তালিকাভুক্ত করা, বর্গীকরণ ও সূচিকরণ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কাজ তাঁহারা এখানে বসিয়া করিতে পারিবেন।

(গ) আলোচনা কক্ষ : গ্রন্থাগার ভবনে একটি কিংবা সম্ভব হইলে একাধিক আলোচনা কক্ষ থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত কক্ষ বড় হওয়ার প্রয়োজন নাই।

১০।১৫ জন ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক এখানে বসিয়া কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারেন এবং কার্যসূচী অনুযায়ী গল্প বলা, আলোচনা, ইত্যাদি কাজের জন্য যাহাতে ব্যবহার করিতে পারা যায় তার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(ঘ) পত্র-পত্রিকা কক্ষ : যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেশী এবং পাঠকক্ষে স্থান সংকুলান সম্ভব নহে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঠকক্ষ রাখা সমীচীন। এই কক্ষে বিদ্যালয়ে যে সমস্ত পত্রিকা রাখা হয় তাহা সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে।

(ঙ) সংরক্ষণ কক্ষ : যে সমস্ত পুস্তক ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহারে আসিবে এবং অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী পুস্তক সংরক্ষণ কক্ষে রাখা প্রয়োজন।

(চ) প্রেক্ষাগার : এখানে ছাত্রগণকে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। বাহিরের শব্দ এবং আলো যাহাতে ঘরে না প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ছ) বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই দপ্তরীর নিকট পুস্তক গ্রন্থন হয়। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পুস্তক গ্রন্থন একটা হাতের কাজ হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই হাতের কাজের বিভাগটি গ্রন্থাগার ভবনে থাকা উচিত। ইহার ফলে ছাত্রগণের হাতে কলমে কাজ দেখা সম্ভব হইবে এবং বিদ্যালয়ের পুস্তক গ্রন্থনের জন্য পৃথক খরচ লাগিবে না।

(জ) প্রদর্শনী কক্ষ : এই ঘরটিতে স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের আবিষ্কার, বিশেষ বিশেষ ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাতব্য চিত্র ও মডেল থাকিবে। ঐ সমস্ত চিত্র ও মডেল কালের অগ্রগতি ও পরিবর্তিত ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। যথা বর্তমানে মহাকাশে প্রেরিত রকেট প্রভৃতির চিত্র ও মডেল এবং ঐগুলির উপর হইতে পৃথিবীর উপরিভাগের আলোকচিত্র সকল প্রদর্শনী কক্ষে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। ছাত্রগণ ইহার ফলে এক স্থলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনা, আবিষ্কার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত বিষয় অবহিত হইতে পারিবে।

পাঠ কক্ষের আয়তন : গ্রন্থাগার ভবনের স্থান নির্বাচন যেমন একটি সমস্যা তেমনি পাঠ কক্ষের আয়তন একটি বিশেষ সমস্যা। পাঠ কক্ষটিতে কত ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা থাকিবে তাহা সাধারণত নির্ভর করে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার উপর। পাঠ কক্ষের আয়তন স্থির করিবার আগে পুস্তক সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যার উপর নজর রাখিতে হইবে। কিন্তু সব চেয়ে আগে মনে রাখিতে হইবে যে শিশুমন সাধারণত চঞ্চল। বয়স্কদের মত তাহাদের পক্ষে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং পুস্তক সংখ্যা এবং বসিবার স্থান বাদে তাহারা যাহাতে চলাফেরা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই বিষয়ে কয়েকটি report তুলিয়া ধরিতেছি :

A minimum provision of twenty five to forty square feet per pupil is taken as standard, and the area recommended is based on the maximum number of or pupils using the library at a single time. This gives the following minimum total areas :

School with 1 form entry : 1050 sq. ft. (i.e. Schools with 160 pupils).

School with 2 form entry : 1200 sq. ft. (a few more individual readers allowed for).

Schools with 3 form entry : 1,200 sq. fit with an additional reading room of 600 sq. fit. (to accommodate a second class).

Larger schools may need a second reading room. [১]

(২) Dimensions, seating capacity, and area formulas for the eading room are :

Floor space 25 Sq. ft. per reader. Seating capacity.

Enrolment Library reading room.

4-year Jr. or Sr. high school	250 or under	35 (size of maximum class)
,, ,, ,, ,,	250-499	50 minimum
,, ,, ,, ,,	500, up	10% of enrolment
Elementary school (Single Platoon)		40
Elementary school (Double Platoon)		80
Elementary school (un-departmentalized)		40 (For the large school, multiply this by the number of classes which must occupy the room at any one period. [৪]

সুতরাং যে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ২৫০ সেখানে ৮৭৫ বর্গ ফুট।

যে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৫০০ সেখানে ১২৫০ বর্গ ফুট।

যে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৮০০ সেখানে ২০০০ বর্গ ফুট।

(৩) Schools enrolling 200 pupils : largest class group plus 20, multiplied by 25 sq. ft. * বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যদি ২০০ হয় এবং সবচেয়ে যে শ্রেণীতে ছাত্র বেশী তাহার সংখ্যা যদি ৪০ হয় তবে পাঠকক্ষের আয়তন ঃ—১৫০০ বর্গ ফুট হওয়া উচিত।

The Secondary Education Commission-এর report অনুযায়ী কোন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৩০—৪০ এর বেশী হইবে না এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৫০০—৭৫০ জনের বেশী হইবে না। প্রতি ছাত্রের মাথা পিছু যদি ১০ বর্গ ফুট পরিমিত স্থান ধরা হয় তাহা হইলে ৪০ জন ছাত্র বসিতে পারে এইরূপ একটি শ্রেণীর কক্ষের আয়তন হইবে ৪০০ বর্গ ফুট। কিন্তু শ্রেণী কক্ষ এবং পাঠকক্ষটির আয়তন এক হইলে চলিবে না। পাঠকক্ষটির আয়তন শ্রেণীকক্ষ হইতে বেশী হইবে। কেন না পাঠকক্ষে শ্রেণী কক্ষ হইতে ছাত্র সংখ্যা বেশী হইবে। ইহা ছাড়া পাঠকক্ষে পুস্তক রাখিবার এবং বসিবার, আসবাব পত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাও খেয়াল রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র একসাথে পাঠকক্ষ ব্যবহার করিবে না। বর্তমানে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যার ১০ ভাগের ১ ভাগ (বেশী করিয়া ধরিলে) পাঠকক্ষ ব্যবহার করে। সুতরাং যে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৭১০ সেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্র যদি একসাথে পাঠকক্ষ ব্যবহার করে তবে তাহার সংখ্যা সাধারণতঃ ৭৫-এর বেশী হইবে না। ২৫ বর্গ ফুট পরিমিত স্থান যদি প্রতি ছাত্রের মাথাপিছু ধরা হয় তবে যে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৭৫০ জন সেখানে পাঠকক্ষের আয়তন ৭৫ × ২৫ = ১৮৭৫ বর্গ ফুট হইবে।

পাঠকক্ষের ভিতরের দিকের দেওয়ালে এবং আসবাব পত্রের রং শিশুর মনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। তবে যতদূর সম্ভব কাল রং ব্যবহার না করাই ভাল।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে শিশু-কেন্দ্রিক। শিক্ষার সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা এবং মানসিক বিকাশের সাহায্যে শিশুদের যাহাতে সুস্থ, সবল ও চিন্তাশীল নাগরিকে রূপান্তরিত করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা সব সময়েই করা উচিত। কিন্তু শুধু বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাহায্যে উহা কখনও সম্ভব নহে। গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে শিশুগণ বিভিন্ন ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় এবং সাথে সাথে একটি সবল এবং সুদৃঢ় মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারে।

১। Carnegie Report 1936, p. 13—15.
২। The Library in the School—Lucilew F. Fargo p. 218.
৩। A. L. A, School libraries today and tomorrow (Summarised in high lights) 1945.

গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধ

গণেশ ভট্টাচার্য

ভূমিকা :

গ্রন্থাগার পরিকল্পনা গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির সমবায় সিদ্ধ। সুষ্ঠু রূপায়ণে উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন অংগের মধ্যে কর্ম-সম্পর্কের ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার রূপ দেয়। স্থপতির দক্ষতায় গ্রন্থাগারিকের সুপারিশ সমূহ কার্যকরী ও আকর্ষণীয় রূপায়ণ লাভ করে।

পরিবর্তনশীলতা :

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংগগুলি পরস্পর কর্মসূত্রে সম্পর্কিত। কিন্তু অংগগুলির পারস্পরিক গুরুত্বের মান ও অনুপাত নির্দিষ্ট নয়; বরং পরিবর্তনশীল। এই কারণে গ্রন্থাগার পরিকল্পনার মূলমন্ত্র—পরিবর্তনশীলতা। কর্মে, নিয়ন্ত্রণে, তত্ত্বাবধানে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। সেই জন্য অংগগুলির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিকল্পনার ভিত্তি হলেও আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধের গুরুত্বও সমধিক।

সাধারণ অঙ্গ :

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ও সেবার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রন্থাগারের অংগ সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু গ্রন্থাগার নির্বিশেষে কতকগুলি সাধারণ অতি প্রয়োজনীয় অংগ আছে। পরিকল্পনার দৃষ্টিভংগী থেকে গ্রন্থাগারের সাধারণ অংগগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

অঙ্গ বিন্যাস :

- ০ গ্রন্থাগার
  - ০১ দরজা
    - ০১১ প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথ
    - ০১২ অন্যান্য প্রবেশ ও নির্গমন পথ
  - ০২ জানালা
  - ০৩ কক্ষ
    - ০৩১ সাধারণ পাঠ কক্ষ
      - ০৩১১ সাধারণ গ্রন্থ সম্ভার
      - ০৩১২ সাধারণ পাঠ স্থান
      - ০৩১৩ আদান প্রদান কেন্দ্র
      - ০৩১৪ সূচী

০৩২ সূত্র সন্ধান ও নির্দেশ কক্ষ
- ০৩২১ সূত্র নির্দেশী গ্রন্থ সম্ভার
- ০৩২২ পুস্তিকা সম্ভার
- ০৩২৩ সূত্র নির্দেশী কেন্দ্র
- ০৩২৪ পাঠ স্থান

০৩৩ সাময়িকী কক্ষ
- ০৩৩১ গ্রন্থিত সাময়িকী সম্ভার
- ০৩৩২ বিচ্ছিন্ন বর্তমান ও পুরাতন সাময়িকী সংখ্যা
- ০৩৩৩ পাঠ স্থান

০৩৪ প্রস্তুতি কক্ষ

০৩৫ বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার

০৩৬ কার্যনির্বাহক দপ্তর

—

০১১ প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথ :

আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রবেশ পথের জন্য স্থান নির্বাচনে কতকগুলি দিক বিশেষ ভাবে বিবেচ্য :

১। প্রধান প্রবেশ পথেই গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কাজের আরম্ভ।

২। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা জন্ম নেবে প্রধান প্রবেশ পথে।

৩। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বিভাগে গমনাগমনে কোন বিভাগীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে না।

৪। আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত বড় আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি প্রয়োজনবোধে আনয়ন ও অপসারণের উদ্দেশ্যে এই পথ ব্যবহৃত হতে পারে।

তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কাজে দক্ষতা অর্জন এবং পর্যাপ্ততা বিধান অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই কাজে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। এই বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবেশ ও নির্গমনের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র প্রধান পথ এবং আদান প্রদান কেন্দ্রটিকে ঐ পথের নিকটে সংস্থাপন করার সুপারিশ করা চলে।

বিবেচ্য দ্বিতীয় দিকটির আলোচনা থেকে অবশ্যই প্রধান প্রবেশ পথটিকে আমন্ত্রণের পরিবেশে সুনির্দিষ্ট করার প্রশ্ন এসে পড়ে। গৃহের আকর্ষণীয়তা, আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত, আসবাবপত্র সংস্থাপন সমস্তই প্রধান প্রবেশ পথ থেকে আংশিক পরিদৃষ্ট হওয়ার প্রশ্ন এর সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মনোরম পাঠস্থান এবং প্রধান প্রবেশ পথের নৈকট্যের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রধান প্রবেশ পথ থেকেই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বিভিন্নমুখী গতির সৃষ্টি। এখান থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন দিকে—পাঠকক্ষে, গ্রন্থ সম্ভারের দিকে,

আদানপ্রদান কেন্দ্রের দিকে, সূত্রসন্ধান ও নির্দেশ কক্ষে বা সূচীর দিকে। সুতরাং প্রধান প্রবেশ পথের সম্পর্কে এই সব বিভিন্ন অংগগুলির স্থান নির্বাচনে গমনাগমনের দ্বারা আণ্বিক শৃংখলা বিঘ্নিত না হওয়ার প্রশ্ন বিশেষভাবে বিবেচ্য।

চতুর্থ দিকটি বিবেচনা করে প্রধান প্রবেশ পথের আয়তন স্থিরীকৃত হবে। বিভিন্ন কক্ষের প্রবেশ পথের আয়তন স্থিরীকরণেও এই দিকটি বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

৩১২ অন্যান্য প্রবেশ ও নির্গমন পথ ঃ

বিভিন্ন কক্ষের প্রবেশ পথ ছাড়াও জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে অন্যান্য প্রবেশ ও নির্গমন পথের আবশ্যকতা রয়েছে।

৩২ জানালা ঃ

পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য জানালার প্রয়োজন। জানালা সংস্থাপনে বিশেষভাবে বিবেচ্য দিকগুলি যথাক্রমে ঃ

১। প্রত্যক্ষ সূর্যের আলো অবাঞ্ছিত।

২। পাঠস্থানে, আদান প্রদান কেন্দ্র, প্রস্তুতি কক্ষ প্রভৃতি অংগে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের বন্দোবস্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। দৃশ্যমান মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য পাঠস্থানের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করে।

উপরোক্ত দিকগুলি বিবেচনা করে এই সুপারিশ করা চলে যে, জানালা পথে প্রত্যক্ষ সূর্যের আলোকে পরোক্ষকরণের বন্দোবস্ত থাকবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাসের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত জানালা সংস্থাপিত হবে। পাঠস্থানের জন্য জানালা সংস্থাপনে ঐ স্থান থেকে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বিবেচনা করলে ভাল হয়।

৩৩১ সাধারণ পাঠ কক্ষ ঃ

সাধারণ পাঠ কক্ষের জন্য স্থান নির্বাচনে কতকগুলি আন্তরাঙ্গিক সম্পর্ক বিবেচনা করতে হবে ঃ

১। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রধান প্রবেশ পথ ও সাধারণ পাঠ কক্ষের নৈকট্য প্রয়োজন।

২। তত্ত্বাবধান ও সুনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আদান প্রদান কেন্দ্রটি সাধারণ পাঠ কক্ষের মধ্যে প্রধান প্রবেশ পথের সম্মুখে সংস্থাপন করার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে।

৩। সাধারণ গ্রন্থ সম্ভার ও সাধারণ পাঠ স্থানটির মধ্যে নৈকট্য গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার পক্ষে উপযোগী।

৪। সূচীর সর্বাধিক ব্যবহার সাধারণ গ্রন্থসম্ভার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে কারণে সাধারণ পাঠ কক্ষই সূচীর স্থান হিসেবে উপযোগী হলেও সংস্থাপনে কতকগুলি দিক বিবেচনা করতে হবে ঃ

১। সকল শ্রেণীর ব্যবহারকারীদের মধ্যে সূচীর ব্যবহার বিস্তৃত।

২। গ্রন্থাগারকর্মী, বিশেষ করে প্রস্তুতি বিভাগের সঙ্গে সূচীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সুতরাং সূচী সংস্থাপনে অপরাপর অঙ্গের সহজ ও অবাধ অধিগম্যতা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

•৩২ সূত্র সন্ধান ও নির্দেশ কক্ষ :

সূত্র সন্ধান ও নির্দেশ কক্ষের স্থান নির্বাচনে দুটি দিক বিশেষভাবে বিবেচ্য :

১। সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই বিভাগের ব্যবহার বিস্তৃত।

২। এই বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালন গ্রন্থাগারের অন্যান্য অঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং স্থান নির্বাচনে অপরাপর অঙ্গের বিবেচনায় এই অঙ্গের কেন্দ্রীয় অবস্থানই সুপারিশ যোগ্য।

•৩৩ সাময়িকী কক্ষ :

সাময়িকী কক্ষের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য দিকগুলি যথাক্রমে :

১। প্রধান প্রবেশ পথ থেকে এই অঙ্গে সহজ ও অবাধ অধিগম্যতা।

২। সূচীর সঙ্গে এই অঙ্গের সম্বন্ধ।

উপরোক্ত দিকগুলি বিবেচনা করে সাময়িকী কক্ষের জন্য সাধারণ পাঠকক্ষ সংলগ্ন উপযুক্ত কোন স্থানের সুপারিশ করা চলে।

•৩৪ প্রস্তুতি কক্ষ :

সূচী ও কার্যনির্বাহক দপ্তরের সঙ্গে এই অঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বিবেচনা করে প্রস্তুতি কক্ষের জন্য স্থানের সুপারিশে এই অঙ্গগুলির পারস্পরিক অবাধ ও সহজ অধিগম্যতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

•৩৫ বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার :

বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগারের জন্য স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য দিকগুলি যথাক্রমে :

১। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এবং গ্রন্থাগারকর্মী উভয়ের জন্যই এই অঙ্গের প্রয়োজন।

২। অধিকাংশ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী সাধারণ পাঠকক্ষে অবস্থান করে।

৩। প্রস্তুতি কক্ষে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগার কর্মী কাজ করে।

উপরোক্ত বিবেচনা থেকে এক বা একাধিক বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগারের সুপারিশ করা চলে। একটির ক্ষেত্রে অবস্থান ও আয়তন বিশেষভাবে বিবেচ্য। অবস্থান সম্বন্ধে এই অঙ্গের সাধারণ পাঠ কক্ষ ও প্রস্তুতি কক্ষের নৈকট্য সুপারিশযোগ্য।

একাধিকের ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকক্ষ এবং প্রস্তুতি কক্ষ সংলগ্ন দুটি বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার প্রাথমিক প্রয়োজন।

৩৬ কার্যনির্বাহক দপ্তর :

প্রস্তুতি বিভাগের সঙ্গে এই অংশের সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ। কার্য নির্বাহক দপ্তরের জন্য স্থান নির্বাচনে এই দুই অংশের মধ্যে অবাধ ও সহজ অধিগম্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

উপসংহার :

গ্রন্থাগার বিশেষে অংগ সংখ্যার তারতম্য অপরিহার্য। কিন্তু যে কোন অংগের জন্য স্থান নির্বাচনে আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধ বিশেষভাবে বিবেচ্য। এক কথায় গ্রন্থাগার পরিকল্পনার সৌষ্ঠব আন্তরাঙ্গিক সম্বন্ধের উপর প্রদত্ত গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গোলপার্ক 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুট অব কালচার' গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদারকে বছর কয়েক আগে সব সময়েই পকেটে একটা মাপবার ফিতে রাখতে দেখা যেত। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরিহাস করে বলতেন, 'কিহে, তুমি আজকাল লাইব্রেরীয়ানসিপ ছেড়ে দর্জীর ব্যবসা ধরেছ নাকি?' উত্তর তিনি কি দিতেন জানিনা তবে ইনষ্টিটুটের নয়নাভিরাম গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র সুন্দর ও নির্খুত হওয়ার পেছনে তাঁর যে সুপরিকল্পিত ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ফিতেটি ছিল তারই এক ক্ষুদ্র দ্যোতনা। গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ যেমন অপরিহার্য, গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র প্রস্তুতিকালে তাঁর মতামতও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রন্থাগারের সর্ববিধ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় খুঁটিনাটির খবর গ্রন্থাগারিকেরই নখদর্পনে থাকে। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞের মতামত না নিয়ে প্রখ্যাত ও প্রথম শ্রেণীর স্থপতির তৈরী নক্সা অনুযায়ী নির্মিত উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন গ্রন্থাগারের কিম্ভূতকিমাকার বাড়ি চরম ব্যর্থতার এক সুন্দর নিদর্শন হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্থপতি অথবা রাজমিস্ত্রি, কামার কিংবা ছুতোরের বিচক্ষণতা গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে কেউ আশা করে না। গৃহ এবং আসবাবপত্রের ব্যাপারে ঠিক যেটুকুর জন্যে তাঁর সুবিধা হয় অথবা দুর্ভোগ পোয়াতে হয় সেটুকু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাই সুপটু গ্রন্থাগারিকের থাকা দরকার। তাতে উত্তরকালে অনুতাপের কারণ ঘটে না।

দেশে ইদানিং নতুন নতুন গ্রন্থাগার গৃহ নির্মিত হতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ব্যয়ের খসড়া হিসাব তৈরীর সময় গৃহ নির্মাণের মোট ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ অর্থ আসবাবপত্রের জন্যে চিহ্নিত করে রাখা দরকার। হয়ত কেউ বলবেন যে অর্থাভাবে গৃহই সম্পূর্ণ করা কঠিন, আসবাবপত্র তৈরীর খরচ কে যোগাবে? এর একমাত্র উত্তর হলো এই যে আর্থিক সংগতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আসবাবপত্র সন্নিবেশে মনোনিবেশ করা। অর্থাভাবের জন্যে নিকৃষ্ট আসবাবপত্র দিয়ে ঘর বোঝাই করা অপেক্ষা পর্যায়ক্রমে অর্থসংগতি অনুযায়ী আসবাব ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করা ভাল।

পুরনো গ্রন্থাগারগুলিতে বহু সাবেকি আসবাবপত্র দেখা যায় যেগুলি দেখতে হয়ত অসুন্দর নয়, কিন্তু সেগুলি অনর্থক অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে পুরনো আসবাবপত্রের মায়া কাটিয়ে নতুনভাবে গ্রন্থাগারের আসবাব সংস্থানে উদ্যোগী হওয়া সংগত।

নতুন এবং পুরনো উভয় ধরণের গ্রন্থাগারগুলিকেই গৃহ-স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবপত্র বিন্যাসে যত্নবান হওয়া চাই। দেওয়ালের গা ঘেঁষে র‍্যাক রাখার সুবিধার্থে দুটি জানালার মধ্যবর্তী দেওয়াল এবং জানলাগুলির নীচের দেওয়ালের মাপের সঙ্গে মিলিয়ে র‍্যাক তৈরী হওয়া চাই। ঘরের মোট আয়তন অনুযায়ী কতগুলি র‍্যাক কিভাবে বসবে, পাঠকদের জন্যে কতগুলি চেয়ার ও টেবল থাকবে, গ্রন্থ লেনদেনের কাউন্টার কি আকারের হবে ও কোথায় থাকবে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের জন্যে স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন রাখে। আলো ও হাওয়া যাতে ঠিকমত পাওয়া যায় সেদিকে ছঁশ রেখে পাখা টাঙানোর হুক ও আলোর পয়েন্ট রাখার কথা ভুলে গেলে চলবে না। এছাড়া গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে ছাতা, ব্যাগ ইত্যাদি পাঠকদের কাছ থেকে চাকতির পরিবর্তে নিয়ে রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি টুকিটাকি বহুকিছুর জন্যে যেসব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন ঘটে তার একটি তালিকা তৈরী করে রাখলে পরে কাজ দেয়। এতে প্রয়োজন ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী আসবাবপত্র কমানো বাড়ানো চলে।

গৃহ নির্মাণের সময় যেমন মনে রাখতে হয় গ্রন্থাগারের স্থানীয় জনসংখ্যার স্ফীতি অনুযায়ী আগামী বিশ বছরের সম্প্রসারণ ও কর্মক্ষেত্রের সম্ভাব্য বিস্তারণ, তেমনি আসবাবপত্র নির্মাণকালে খতিয়ে দেখতে হয় বর্তমানে পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য জিনিস কি আছে যা গ্রন্থাগারে রক্ষিত হবে; দান, ক্রয় ও অন্যান্য খাতে আগামী বিশ বছরে কত বইপত্র সংযোজিত হতে পারে এবং কতগুলি বই বাতিল হবার সম্ভাবনা আছে। এজন্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এক উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দরকার।

গ্রন্থাগারের প্রধান উপাদান হিসাবে গৃহ এবং গ্রন্থের সঙ্গেই উল্লেখ্য হচ্ছে আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম। তিন কারণে আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয়: এক, সুষ্ঠু

ও সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি, গ্রামোফোন রেকর্ড, মাইক্রোফিল্মের সরঞ্জাম ইত্যাদি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে ; দুই, যাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন তাঁদের গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পড়া ও দেখার প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগারে আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানে যোগদানের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থার তাগিদে এবং তিন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সুষ্ঠু পরিচালন কার্যের সুবিধার্থে।

আসবাবপত্র নির্বাচন ও গড়নের মূলে তিনটি বিষয় থাকে, যথা : কার্যকারিতা, দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য।

কার্যকারিতা

কার্যকারিতা সম্পর্কে গোড়ার প্রশ্ন হলো যে নির্মেয় আসবাবপত্র কি কাজে ব্যবহৃত হবে। তদনুযায়ী আসবাবপত্রের গড়ন ও মাপ নির্ধারিত হবে, এছাড়া টুকিটাকি অনেকগুলি দিক সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক, যেমন—টেবলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে, চেয়ার প্রভৃতি বসবার জায়গাগুলি যথাসম্ভব আরামদায়ক হয়, চেয়ারের নীচে শব্দনিরোধক রবার লাগানো যেন থাকে, চেয়ার টেবল ইত্যাদির উচ্চতা যেন অসুবিধার সৃষ্টি না করে ইত্যাদি। ঝাড়পোঁছ করার সুবিধার্থে আসবাবপত্র সাদাসিধে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যে সরঞ্জাম এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্যে রক্ষিত কার্ড ক্যাবিনেট ইত্যাদি যেন প্রমাণ মাপে ও নিখুঁতভাবে গঠিত হয়। টেবল-চেয়ারের পায়ার কোণগুলি যেন তীক্ষ্ণ না হয়।

দৃঢ়তা

যখনই আমরা যে কোনও জিনিস কিনি প্রথমেই যাচাই করি সেটা কতটা টেঁকসই হবে। আসবাবপত্রের বেলায়ও তেমনি সেগুলি যে যথেষ্ট মজবুত হবে সে সম্পর্কে যত্নবান হবার জন্যে বিশেষ বলার প্রয়োজন করে না। এবিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে দেখতে হবে আসবাবপত্র কি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে। তদনুযায়ী নির্মাণ ও উপাদান স্থির করা উচিত।

সৌন্দর্য

আসবাবপত্রের সৌন্দর্যের দিকটা আমরা সাধারণতঃ উপেক্ষা করি। চিত্তাকর্ষক ও সুসদৃশ আসবাবপত্র গ্রন্থাগারের সাফল্যকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করে। কাজেই জিনিস শুধু মজবুত হলো কিনা এটাই চরম কথা নয়, তাকে সুষম ও মনোরম করে তোলার দিকেও যথাসাধ্য দৃষ্টি দিতে হবে।

দুঃখের বিষয় আসবাবপত্রের পরিকল্পনা ও নক্সা, উপযোগী সরঞ্জাম-সংস্থান ও গঠনসৌষ্ঠবের প্রতি আমরা নিতান্তই উদাসীন। ছিরিছাঁদহীন কতকগুলো টেবল, চেয়ার ও আলমারি আমরা গ্রন্থাগারে জড়ো করি। সেগুলির মাপ ও চেহারার

থাকে না কোনও শ্রী ও সামঞ্জস্য এবং ব্যবহারকালে নিয়তই সেগুলি অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ হয়। আভ্যন্তরিক রুচিবিগর্হিত বিসদৃশ এই পরিবেশ যুগপৎ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করতে অক্ষমতা প্রমাণ করে ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে নিরুৎসাহ ও নিজ কর্মস্থল সম্পর্কে গর্ব ও মমত্ব বোধে ব্যর্থতা প্রতিপাদন করে।

গ্রন্থাগার ক্রমেই সমাজের নিত্যব্যবহার্য একটি অঙ্গতে পরিণত হচ্ছে। সেখানে গ্রন্থ সম্ভারের আয়োজনের সঙ্গেই তার ছিমছাম ও সুসদৃশ, নয়নরম্য ও চিত্তাকর্ষক চেহারার দিকে নজর না দিলে তার সাফল্যের পথ সরে যায়। আজকাল পানের দোকান ও রেস্টুরেন্ট থেকে সুরু করে সর্বত্রই দেখি সাধ্যমত সাজসজ্জার চেষ্টা, মানুষের সময় ও আয়াস বাঁচিয়ে আরামদায়ক ও সুবিধাজনক ব্যবস্থার দিকে নজর।

এখন বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্ঃ

শেলফ্

এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলা ভাল যে গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা (open access system) অনুসৃত হবে একথা ধরে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার গৃহ ও তার আসবাবপত্রের মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হোল বইপত্র রাখবার শেলফ্। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুযায়ী শেলফের মাপ ও গঠন ভিন্ন হতে পারে। শেলফের প্রয়োজন শুধু বই রাখার জন্যেই নয়। পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাপ, ফিল্ম, মাইক্রোফটোর সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্যেও শেলফের প্রয়োজন।

শেলফ কাঠ অথবা লোহার হয়ে থাকে। শেলফের এক একটি ইউনিটের প্রস্থের প্রমাণ মাপ তিন ফুট। পাশাপাশি এক একটি ইউনিট রেখে যত ইচ্ছে শেলফের স্থান বাড়ানো যায়। শেলফ প্রয়োজনানুযায়ী একমুখো এবং দুমুখো করা যায়। খোলা, অনায়ত্ত সরানো এবং কমানো-বাড়ানোর সুবিধা শেলফে থাকা দরকার। শেলফের উচ্চতা তিন রকমের হয়। পূর্ণ উচ্চতা হোল লোহার ক্ষেত্রে ৭' ৬" যেটি কাঠের ক্ষেত্রে ৬' ১০"। মাঝারি উচ্চতা হোল ৫' এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা হচ্ছে ৩' ৬"। বইয়ের সাইজ অনুযায়ী শেলফের গভীরতা ৮"; ১০" এবং ১২" হয়। শেলফগুলো যাতে বইয়ের দৈর্ঘ অনুযায়ী কমানো-বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। দুটি তাকের মাঝে মোটামুটি ফুট খানেকের ব্যবধান রাখা যেতে পারে।

শেলফ্ প্রস্তুতির কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্থানান্তরে সরানো এবং গ্রন্থ সংখ্যার স্ফীতি অনুযায়ী শেলফের সম্প্রসারণ সমস্যা অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। সেজন্যে পরিকল্পনাকালে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে শেলফ্গুলি যেন প্রমাণ মাপের এক একটি ইউনিটে গঠিত হয়, যাতে দরকার হলে সেগুলি খুলে অন্যত্র আঁটা যায়।

লোহার শেলফ :

লোহার তৈরী শেলফের সুবিধা অনেক। এতে প্রচুর জায়গা বাঁচে। জলহাওয়ার সংকোচন-প্রসারণের সম্ভাবনা নেই। ইঁদুর, পোকামাকড়ের আক্রমনের সম্ভাবনাও থাকে না। নিখুঁতভাবে কাটাছেঁটা করলে খোলা ও আঁটা অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

পক্ষান্তরে লোহার শেলফ্ দৃশ্যতঃ নয়নাভিরাম নয়—মসৃণ পালিশ করা আলমারী কাঠে যেটা দেখা যায়। তাছাড়া লোহার শেলফ্ তৈতে গিয়ে বইয়ের ক্ষতি করে বলে লোহার শেলফ্ আমাদের দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। আজকাল ভাল কাঠ পাওয়া যায় না বলে এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ার দরুণ লোহার শেলফের চলন বেড়েছে। লোহার তাক তৈরীর সময় নজর দিতে হবে যে শেলফে ব্যবহার্য পাতগুলি কমপক্ষে যেন ১৮ গেজের হয়। ভাল লোহা না দিলে মরচে ধরার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। এবং ধার ও কোণগুলি মসৃণ অথবা মোড়া না থাকলে খোঁচা লাগার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

লোহার শেলফ্ সাধারণত দুধরণের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি তা হোল চারকোণে চারটে angle-এর ভেতর তাকগুলি আঁটা। angle গুলিতে ১" ব্যবধানে ফুটো করা থাকে যাতে তাকগুলি নামানো ওঠানো যায়। angle-এ আঁটা শেলফের মস্ত অসুবিধা এই যে দেড় ইঞ্চি angle-এর পেছনে বই থাকলে তা দেখা যায় না। দ্বিতীয় ধরণের র‍্যাকগুলিতে আমরা দুধারে খাড়া ৪" × ১" দুটি দণ্ডের মাঝখানে তাকগুলিকে উভয়দিকে আটকানো থাকতে দেখি; মেঝেতে দাঁড় করানো আলনার মত অনেকটা দেখতে। বইগুলি হেলান দেবার জন্যে দুধারে লোহার পাত আঁটা থাকে। এগুলির সুবিধের মধ্যে তাকগুলিকে সামনে পেছনে আরও বাড়ানো যায়। এক একটি শেলফের (single tier) প্রমাণ সাইজ হোল উচ্চতায় ৭" ৬", প্রস্থে ৩' এবং গভীরতায় প্রয়োজনানুযায়ী ৮" থেকে ১৮" ইঞ্চি পর্যন্ত। ৫ ফুট ও সাড়ে তিন ফুট উঁচু শেলফের ব্যবহার শুধু শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার অথবা দুটি বিভাগের মধ্যবর্তী বিভাজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উক্ত প্রথম সাইজটিকে উচ্চতায় হাতের নীচে অবধি দ্বিগুন মাপের করার প্রয়োজন হয় যখন গ্রন্থাগারের বইপত্র বৃদ্ধি পায়। উপরের তাকগুলি থেকে বইপত্র নামানো উঠানো এবং নিয়মিত ঝাড়পোঁছের জন্যে সাড়ে সাত ফুট উঁচুতে কমপক্ষে আড়াই ফুট চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা প্রয়োজন (কাপড়ের অনেক দোকানে এগুলি দেখা যায়)। সিঁড়ির সাহায্যে একটা প্রান্ত হতে ঐ প্ল্যাটফর্মে ওঠানামা করতে হয়। প্ল্যাটফর্মের ধারে একটা বেড়া থাকাও দরকার, যেন তার ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে কেউ পড়ে না যায়। সামনাসামনি দুটি শেলফের মধ্যবর্তী প্ল্যাটফর্মে অবশ্য বেড়ার প্রয়োজন হয় না। তবে ছাদ পর্যন্ত উঁচু এই ডবল শেলফ ব্যবস্থার প্রারম্ভে পর্যন্ত আলোর বন্দোবস্ত রাখতে হবে। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে এরূপ র‍্যাক আছে।

কাঠের শেলফ

Season করা ভাল কাঠ আজকাল পাওয়া শক্ত বলে অন্য কাঠে তৈরী আসবাবপত্র

শুষ্ক আবহাওয়ায় সংকোচনের ফলে ফাঁক হয়ে যায় এবং আর্দ্র বাতাস লাগলে প্রসারিত হয়ে ভীষণ এঁটে যায়। কাঠের তৈরী আসবাবপত্র দেখতে খুবই সুন্দর। লোহার মত না হলেও কাঠের আসবাব বহুকাল যাবৎ মজবুত থাকে। নিয়মিত যত্ন নিলে কাঠে ঘুন ধরে না। অনেক গ্রন্থাগারে (যেমন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে) বাহিরের আসবাবপত্র যা সকলের নজরে আসে সেগুলিকে কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। এবং ভেতরের শেলফ ইত্যাদি লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়। কাঠের তৈরী শেলফ মাপে লোহারই অনুরূপ কেবল উচ্চতায় ৬' ১০", ৫' এবং ৩' হয়ে থাকে। কাঠের শেলফ প্রয়োজন হলে অর্ডার মাফিক ছোট বড় মাপের করা চলে যেটা লোহার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ হয় না। কাঠের শেলফে বইয়ের সাইজ অনুযায়ী তাকগুলি নামানো ওঠানোর জন্যে ধারের খাড়াই তক্তা দুটির গায়ে চারকোণে উপর নীচে এক ইঞ্চি অন্তর ছোট ছোট গর্ত করা থাকে। তার মধ্যে খিল গুঁজে দিয়ে তাকটিকে ধরে রাখা হয়। মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারে এরূপ শেলফ দেখতে পাওয়া যায়।

পত্রপত্রিকার শেলফ

পত্রপত্রিকা রাখার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ও মহাজাতি সদন লাইব্রেরীর পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুবিধাজনক। প্রত্যেকটি তাকের ওপর দরজার মত এক পাল্লার একটা করে তক্তা পেছন থেকে সামনের দিকে ঢালুভাবে আঁটা থাকে। ঐ তক্তার উপর রাখা থাকে পত্রপত্রিকার হালনাগাদ কপিগুলো। এবং ঐ তক্তাটা তুলে ধরলে ভেতরে দেখতে পাওয়া যায় ওপরে ওপরে সাজানো প্রতিটি পত্রিকার আলাদাভাবে রাখা পুরোনো কপিগুলি। তক্তাটা ইচ্ছে করলে তুলে ধরে শেলফের ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এক ধরণের বুক কেসে এই পদ্ধতিটি দেখা যায়। এগুলির মাপ হচ্ছে দুটি তাকের মধ্যবর্তী ফাঁক ও ভিতরের প্রসারতা কমপক্ষে ১৪" (অর্থাৎ একটা খুব বড় পত্রিকার দৈর্ঘ) প্রস্থে ৪' এবং উচ্চতায় ৭½ ফুট।

টেবল

অপরিসর অথবা বেখাপ্পা উঁচু কিংবা নীচু টেবল পাঠকের কাছে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। সে জন্যে সঠিক মাপের টেবল চাই। ছোট পাতলা বই কোলে কিংবা হাতে রেখে পড়া যায়। কিন্তু কিছু লিখতে অথবা মোটা একখানা বই পড়তে গেলে টেবল না হলে চলে না। বড় টেবলে অনেকে বসতে পারে। কিন্তু যে পাঠক পড়াশুনার সময় একটু আব্রু (Privacy) খোঁজেন, তাঁর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা চলে না, তাঁর জন্যে ছোট টেবল রাখা উচিত। সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে টেবল ৩৬ ইঞ্চি চওড়া হলেই যথেষ্ট। পাঠকক্ষের স্থান অনুযায়ী টেবলের দৈর্ঘ ও সংখ্যা নির্ণীত হয়।

টেবল কাঠের হওয়াই ভাল, তাতে শীতকালে বসতে কষ্ট হয় না। পা ঢুকিয়ে যাতে বসা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পা রাখবার জায়গা একাধিক না থাকলে মুখোমুখি বসলে একই পা-দানিতে উভয় দিকে আসীন পাঠকদের পা ঠোকাঠুকি হয়ে

যায়। টেবল যেন নড়বড়ে না হয় এবং লেখবার বা টাইপ করবার সময় যেন না কাঁপে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা চাই। টেবলের ডিজাইন নানা ধরণের হয়।

টেবল তৈরীর সময় মনে রাখা চাই যে উপরিভাগের কাঠে যেন চিড় না ধরে এবং ফুলে উঠে ঢেউ খেলার মত অবস্থা না ঘটে। আজকাল ভাল তক্তা পাওয়া খুবই দুষ্কর, সে জন্যে ইদানিং তিন সিসের যে ভিনিয়ার কাঠের চলন হয়েছে তাই দিয়ে ওপরটা আঠা দিয়ে এঁটে দিলে টেঁকসই-ত হবেই, দেখতেও হবে অত্যন্ত মনোরম। কাঠের আঁশগুলি একই ধরণের ও আড়াআড়ি ভাবে থাকলে দেখাবে সুন্দর।

টেবিলের উচ্চতা বড়দের ক্ষেত্রে ৩০ ইঞ্চি এবং শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগারে ২২ থেকে ২৫ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া সুবিধাজনক। আবার বলি, টেবিলের নীচে স্বচ্ছন্দে পা গলানোর সুবিধা যেন থাকে। মাপ ও আকৃতিতে টেবল নানা প্রকারের হয়।

প্রথমেই ঢালু টেবলের কথা ধরা যাক। এগুলি একমুখো অথবা দুমুখো—দুই-ই হয়। ছোটদের গ্রন্থাগারের পক্ষে এগুলি বেশ উপযোগী। তবে বড় ও ভারী রেফারেন্স বই, এটলাস, ছবির বই রেখে দেখার উদ্দেশ্যে বড়দের গ্রন্থাগারেও এরূপ ঢালু টেবল রাখা দরকার। খবরের কাগজ রেখে ও খুলে পড়ার পক্ষেও এগুলি সুবিধাজনক। তবে খবরের কাগজ পড়ার জন্যে যে টেবল থাকবে তার মাপ খবরের কাগজ খুলে রাখা অবস্থার মাপের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খুব মোটা মোটা অনেক বই, এটলাস, অভিধান, ডিরেক্টরী আছে যা তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয় এবং বইগুলিরও ক্ষতি হয়। এগুলির জন্যে স্বতন্ত্র ছোট ছোট টেবল রাখা দরকার। এগুলি দেখতে অনেকটা ছোট র‍্যাকের মত। উপরিভাগ ঢালু হয়—যাতে একটা মোটা বই খুলে রেখে দেখা যায়। এগুলির নীচে একটি কিংবা দুটি তাক থাকে। ৫৪ ইঞ্চি চওড়া ও ৪০ ইঞ্চি উঁচু এই টেবলগুলির সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখতে হয়।

গ্রন্থাগার কর্মীরা যে টেবলে কাজ করবেন তা যেন মামুলি ধরণের না হয়। কার্ড রাখার জন্যে ক্যাটালগ ক্যাবিনেটের মত এক দিকে দুটি ট্রে বা ড্রয়ার এবং তার নীচে দরজা লাগানো দুটি তাক থাকবে। অপর দিকে অসমান ব্যবধানে দুটি তাক শুধু থাকবে যাতে মোটা ও বড় বই রাখা চলে, কাজের নিত্য তাগিদে (যেমন ডিউই'র বই, সাবজেক্ট হেডিং ও ক্যাটালগিং রুলস ইত্যাদি)। মাপে ও আকৃতিতে এগুলি সেক্রেটারিয়েট টেবলেরই মত।

চেয়ার

গ্রন্থাগারের আসবাবপত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত বস্তু হচ্ছে চেয়ার। আরামদায়ক না হোক চেয়ার যদি কষ্টদায়ক ও অস্বস্তিকর হয় তাহলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। চেয়ার খুব হাল্কা অথবা খুব ভারী এবং আকারেও তেমনি খুব বড় বা ছোট যেন না হয়। ঠেস দেবার জায়গার পিঠে যেন না

লাগে এবং ঠেস দেবার জায়গাটা খাড়া না হয়ে যতটা সম্ভব যেন ঢালু হয়। হাতল থাকলে ভাল, খরচ কমাবার জন্যে অথবা টেবলের নীচে ঢুকিয়ে রাখার সুবিধের জন্যে অনেক সময় হাতল বাদ দেওয়া হয়। কাঠের ফ্রেমে বেত লাগানো থাকলে চেয়ার কিছুটা আরামদায়ক হয়। তবে ছারপোকা নিবারণের জন্যে বেল্জিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া চাই। চেয়ারের পায়ার নীচে রবার দেওয়া থাকলে আওয়াজ হয় না এবং মেঝেতেও টানবার সময় দাগ লাগে না। পায়ার বহিরাংশের কোণটি তীক্ষ্ণ হলে ঠোক্কর খেলে খুবই লাগে, তাই ঐকোণটিকে গোল করে দেওয়া উচিত।

ডেস্ক

স্থানের পরিমাণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ডেস্ক বা কাউন্টারের মাপ ও আকৃতি সাধারণত দুরকমের হয়—ইংরেজি 'L' অথবা 'U' অক্ষরের আকৃতি অনুযায়ী। ডেস্ক এমনভাবে নির্মিত হওয়া দরকার যাতে প্রয়োজন হলে ডেস্কের বিভিন্ন অংশ খুলে ফেলে স্থানান্তরে আবার আঁটা যায়। বিভিন্ন অংশগুলি জুড়ে দেবার পর দেখতে বিসদৃশ কিংবা নড়বড়ে যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। উচ্চতায় ডেস্ক ৪০" হলেই যথেষ্ট। দৈর্ঘ্যে ৪৮" থেকে ৭৮" এবং প্রস্থে ৩০" থেকে ৩৬" মাপই বর্তমানে প্রচলিত। ডেস্কের বিভিন্ন অংশে (ইউনিট) তাক, ড্রয়ার ইত্যাদি থাকা দরকার, যার মধ্যে বইপত্র, কাগজকলম, টাইপরাইটার বহু কিছুই রাখা যায়। ডেস্কের উপরিভাগের ডালাটি খোলার ব্যবস্থা থাকা চাই। (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী ডেস্ক দ্রষ্টব্য।) তাতে কার্ড সাজিয়ে রাখা যায়। ডেস্কে যিনি বসবেন তিনি যাতে স্বচ্ছন্দে ডেস্কের ভেতর পা ঢুকিয়ে বসতে পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

কার্ড ক্যাটালগ ক্যাবিনেট

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন আসবাবপত্রের মাপ ও আয়তন বহুলাংশে প্রমাণীকৃত হলেও সেগুলিতে সুবিধা অনুযায়ী অদলবদলের সুযোগ আছে। কিন্তু কার্ড ক্যাটালগ ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে তার সুযোগ খুব কম এবং ড্রয়ারগুলির উচ্চতা ও প্রস্থে কোনও পরিবর্তন চলে না। কারণ ক্যাটালগ কার্ডের সর্বদেশের প্রমাণীকৃত মাপ হচ্ছে ৭·৫ সে. মি. × ১২·৫ সে. মি.। তদনুযায়ী কার্ডের মাথায় ও পাশে সামান্য ফাঁক রাখা হয় নড়ানোর সুবিধার্থে। গভীরতায় একটি ট্রে বা ড্রয়ার ১৪½ সে. মি. হলে তাতে হাজার বারো শ' কার্ড স্বচ্ছন্দে রাখা চলে। ক্যাবিনেট-এর সর্বনিম্ন ট্রেগুলি মেঝে থেকে ২৪" উপরে সংস্থাপিত হলে দেখার অসুবিধা ঘটে না। উপরে উপরে রাখা এক একটি ট্রের সারিতে ৫টির বেশী ট্রে থাকলে সবচেয়ে উপরেরটা দাঁড়িয়ে দেখা খুবই অসুবিধাজনক। অনেক গ্রন্থাগারে ট্রেগুলি বের করার সময় একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে সেগুলি ভেতর থেকে আটকে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বের করে একটা টেবল বা ঐ ক্যাবিনেটের সঙ্গে যুক্ত একটা ডালার ওপর রেখে কার্ড দেখা যায়।

প্রথমটির অসুবিধা এই যে একটা ট্রের সামনে যখন কেউ দাঁড়ান তখন তার নীচের ট্রেগুলি দেখা যায় না। দ্বিতীয়টির অসুবিধা হোল যে একটা ট্রে বের করে দেখার পর রাখবার সময় যথাস্থানে পাঠক সেটাকে রাখতে নাও পারেন। পাঠকদের ট্রে ব্যবহার করা শিখিয়ে দিলে দ্বিতীয় পদ্ধতিই ভাল। কার্ড ক্যাবিনেট একমুখো ও দুমুখো দুই-ই হয়। তবে দ্বিতীয়টিতে জায়গা আরও বেশী লাগে কারণ দুদিক থেকেইতো দেখতে হয়। কার্ড ক্যাবিনেট করানোর সময় কারিগরকে অন্য একটি আদর্শ গ্রন্থাগারের ক্যাবিনেট দেখানো উচিত, যাতে বায়বহুল এই জিনিষটি নির্ভুল ও নিখুঁত হয়। ক্যাবিনেট কাঠে নির্মিত হওয়াই সুবিধাজনক। কারণ লোহার ক্যাবিনেটের ট্রেগুলি কার্ডসমেত অত্যন্ত ভারী হয়ে পড়ে।

বুক ট্রাক

গ্রন্থাগারে একটি বুক ট্রাক থাকলে খুব কাজে লাগে। বইপত্র একস্থান হতে অন্যত্র সরানো ও ওঠানো-নামানোর কাজের পক্ষে এবং ধুলো ঝাড়ার সময় বইপত্র বুকট্রাকে রেখে বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝাড়া যায় এবং ইতিমধ্যে শেলফ ঝেড়ে নিলে শেলফের ধুলো বইয়ে গিয়ে পড়ে না। বুক ট্রাক নানা আকারের হয়। মাঝারি গ্রন্থাগারের পক্ষে ছোট এবং হাল্কা ট্রাকই দরকার। ট্রাকের নীচের চাকাগুলি যেন নড়বড়ে না হয় এবং ধরবার হাতলটিতে মরচে না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে। তিনটি তাক সমেত ট্রাকগুলি দুমুখো হয়। ছোটগুলির ১৪½" চওড়া, ৩০" দৈর্ঘ ও ৩৬" উচ্চতাই হলো প্রচলিত মাপ। প্রয়োজনে দৈর্ঘ ও উচ্চতা বাড়ানো যায়। প্রস্থের বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের প্রধান আসবাবপত্র সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এগুলি ছাড়াও ছোটখাট অনেক আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় যেমন নতুন বই প্রদর্শন করার উপযোগী র‍্যাক; খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকা, পাতলা পুস্তিকা, ইস্তাহার প্রভৃতির আধার, গ্রন্থের প্রচ্ছদ, ছবি ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্যে ফেল্ট লাগানো বোর্ড এবং আরও অনেক কিছু।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস

পালনের জন্য আপনারা কি কোনও কার্যসূচী

গ্রহণ করেছেন ?

গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কয়েকটি মূলনীতি

প্রবীর রায়চৌধুরী

চিন্তা ও কাজকে সম্পূর্ণ রকমে গতিশীল রেখে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়াই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় সর্ত গ্রন্থাগার ভবনও গ্রন্থাগারের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে। ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষের নালন্দায় যে-সব প্রাচীন গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায় তার অনেকগুলিই নিজস্ব গ্রন্থাগার ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনলে হয়ত আজ আশ্চর্য মনে হবে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নয়তলা ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই সব কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থাগার ছাড়া অধিকাংশই প্রাচীন গ্রন্থাগারে অপরিকল্পিত কক্ষে বা গৃহের দেওয়ালের তাকে বই সাজিয়ে রাখা হত। গ্রন্থাগার গৃহের ঐ স্তর হতে আমরা আজ "মডুলার" পরিকল্পনার (Modulor Planning) যুগে এসে পৌঁছেছি। এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে নতুন সামাজিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চরিত্র পরিবর্তনের প্রভাব।

গ্রন্থাগারের পাঠক ও পাঠ্য সামগ্রীকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—(১) সাধারণ গ্রন্থাগার, (২) শিক্ষা-মূলক গ্রন্থাগার, (৩) বিশেষ গ্রন্থাগার। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) স্কুল গ্রন্থাগার, (২) কলেজ গ্রন্থাগার, (৩) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা রয়েছে যা সমাধানে গ্রন্থাগার কমিটি, গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির একক ও সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন ধরণের এই গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ সম্পর্কে সম্প্রতিকালে যথেষ্ট আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন নিয়ে ইংরেজী ভাষা বোধগম্য দেশসমূহে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও গ্রন্থে এই আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্কিন ও ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকরা। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতি বিভিন্ন স্তরে কি ভূমিকা পালন করবেন—কি কর্মসূচী গ্রহণ করবেন—একে অপরকে কি ভাবে সাহায্য করবেন সেই সম্পর্কে বিদেশী গ্রন্থাগারিকদের মতামত জ্ঞাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত। গ্রন্থাগারিক-স্থপতির বিতর্কমূলক ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের জানা প্রয়োজন একটি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপরে সর্বাধিক নজর রাখতে হবে।

মার্কিন গ্রন্থাগারিকদ্বয় Wheeler ও Githens তাঁদের "The American Public Library Building (Chicago, A.LA., 1941)" গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তাঁদের মতে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণকালে সর্বত্র স্বীকৃত নিম্নলিখিত নীতি ও কর্মধারার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন : (১) স্থপতি, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ কমিটির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব অবশ্যই রাখতে হবে।

(২) যে পাঠকগোষ্ঠীকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হবে তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থাগার ভবনের আকার ও ব্যয় নির্ধারিত হবে।

(৩) একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের পূর্ব হতেই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেওয়া উচিত, সম্ভব হলে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন একজন গ্রন্থাগারিককে এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

(৪) অন্যান্য গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা ও তাঁদের চিন্তা হতে নিজেদের সমৃদ্ধ করা উচিত। তবে কোন সময়েই এই পরিকল্পনা সমূহ অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়।

(৫) আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা এবং গৃহ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ যেন পরিকল্পনার আর্থিক দিকে নজর রেখে করা হয়—আর্থিক ক্ষেত্রে যেন উপযোগী ও কার্যকরী হয়।

(৬) পুস্তক সরবরাহের ডেস্ক, গ্রন্থসূচী, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) প্রয়োজন বোধে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করা যেন সম্ভব হয়।

(৮) নির্মিত গৃহটি যেন অগ্নি নিরোধক (Fireproof) হয়।

(৯) শব্দ নিবারক বস্তু ব্যবহার করে বাইরের শব্দ ও গণ্ডগোল বন্ধ করা যেন সম্ভব হয়।

(১০) এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রাখা উচিত নয় যা উদ্দেশ্যহীন দর্শকদের অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

(১১) বিরাট বিরাট জাঁকালো হল, গম্বুজ এবং অতি প্রশস্ত ও সুদৃশ্য পথ ও সিঁড়ির মাধ্যমে যেন স্থানের অপব্যয় না হয়।

(১২) গ্রন্থাগার ভবনের বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে।

(১৩) গ্রন্থাগারের বই যেন বাইরের থেকে দেখা যায় এবং পাঠকদের আমন্ত্রণ জানায়।

(১৪ গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনাটি এমন হওয়া উচিত যেন অল্প কয়েকটি তত্ত্বাবধায়ক কর্মীর (Supervisory Staff) সাহায্যে কার্য পরিচালনা সম্ভব হয়।

(১৫) গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাজের জন্য যেন প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ ঘরের বন্দোবস্ত থাকে।

(১৬) সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্তর্গত শিশুদের বিভাগে যেন যথেষ্ট পরিমাণ স্থানের বন্দোবস্ত থাকে—বিশেষ করে আলাদা প্রবেশপথের বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

(১৭) গ্রন্থাগারে যে সব বই সাধারণতঃ ব্যবহার হয়, এই ধরণের "জীবিত" (live books) বইয়ের জন্য অবাধগম্য শেলফের (open access shelves) বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

(১৮) গ্রন্থাগারে যে সব বই এবং পত্রপত্রিকা সাধারণতঃ কম ব্যবহার হবে এই সব "বিদায়প্রাপ্ত" বই (retired books) সংরক্ষণের জন্য যেন যথেষ্ট পরিমাণ স্থানের বন্দোবস্ত থাকে।

(১৯) "গ্রন্থ সংরক্ষণ কক্ষে", (stack rooms) যেন সহজে যাতায়াত করা যায়, বিশেষ করে লিফট্ ইত্যাদির সাহায্যে যেন সহজে বই ইত্যাদি নেওয়া সম্ভব হয়।

(২০) পাঠকক্ষ ও কর্মকক্ষে যতটা পরিমাণে সম্ভব স্বাভাবিক আলো (natural light) প্রবেশের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(২১) বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত এমন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করতে হবে যাতে তার ঔজ্জ্বল্য চোখে না লাগে এবং "diffused light"র বন্দোবস্ত যেন করা হয়।

উপরে উল্লিখিত ঐ কয়েকটি বিবেচনাযোগ্য বিষয় ছাড়াও স্থপতি, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কমিটিকে যে সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অনুধাবনের কথা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে তা হ'ল :

(১) শব্দ নিবারণ (noise control) :—এই ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল ঘরের ভিতরে যে সব কথা বলা হয় বা আওয়াজ হয় তার শব্দ বা প্রতিধ্বনি যেন ক্রমশ স্থিরমান হয়—শব্দ যেন ক্রমশ দূরীভূত হয়। শব্দ নিবারণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(ক) ভবনটির আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যাতে "শান্ত ও নীরব কর্মক্ষেত্র", "কর্মব্যস্ত শব্দ বিব্রত কর্মক্ষেত্র" হতে আলাদা করে তৈরী হয়। অর্থাৎ প্রশস্ত পাঠকক্ষ (Reading rooms) এবং সূত্রানুসন্ধান কক্ষ (Referenee rooms) যেন শব্দ বিব্রত পুস্তক বিতরণ কক্ষ (Lending rooms) এবং যাতায়াতের পথ হতে দূরে তৈরী করা হয়।

(খ) গ্রন্থাগারে যেন কয়েকটি শব্দ সংহত (noise controlled) শান্ত কক্ষ (quiet rooms) নির্মাণ করা হয়। বিশেষ করে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষটির শব্দ সংহত (noise controlled) হওয়া উচিত, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়না। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়েছে যে শব্দ ও গণ্ডগোলের ফলে বুদ্ধিজীবী কর্মীর কর্মক্ষমতা কমে যায়, কারণ শব্দের মধ্যে তার কর্মশক্তির অধিক অপব্যয় হয়। শব্দ নিবারণ তার কাজে স্থিরতা এনে দেয় এবং ভুলের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ক্রমাগত শব্দ ও হৈ চৈ স্নায়ু গুলিকে উত্তেজিত করে তোলে, যার ফলে পড়াশুনার কাজে অধিক মনোনিবেশ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ঘরের ভিতরে শব্দ সংহত

করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে থাকে,—(অ) ঘরের আকৃতি ও আয়তনের যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ। (আ) ঘরের দেওয়াল, মেঝে ও ছাদে এমন শব্দ বস্তু দিয়ে তৈরী করতে হবে যা শব্দ প্রতিফলিত করবেনা। ধ্বনি শব্দ গ্রহণ করতে সক্ষম (Sound absorbent) হওয়া উচিত। (ই) এক ঘর হতে আর এক ঘরে শব্দ অপরিচালক পদার্থ দ্বারা পৃথক করণ (Sound insulation of rooms) হওয়া উচিত।

(গ) যে সব ভবন প্রথম হতে শব্দ নিবারক হিসেবে তৈরী করা হয়নি এবং শব্দ প্রতিহত করার ক্ষমতা নেই. সেক্ষেত্রে সমস্যাটির সমাধান অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ বাড়ী কল্পনার ত্রুটি এর পথে অন্তরায়। সাধারণতঃ শব্দ নিবারক পর্দা (Sound Controlled Partitions) এবং গৃহ অভ্যন্তরের উপরিভাগে (Inner room surfaces) শব্দ নিবারক বস্তু ব্যবহার করে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

(২) মেঝে (Floors and Flooring) :—গ্রন্থাগারের মেঝে নির্মাণকালে নিম্নলিখিত গুণাবলী সম্পর্কে নজর রাখা আবশ্যক :— (৵০) সাদৃশ্য ও মনোরম, পরিবেশ (৶০) স্থায়িত্ব, (৶০) পিছলাইয়া যায় না (non-slip), (।০) পরিষ্কার করা সহজ, (।৵০) গরম (শীতের দেশে) বা ঠান্ডা (গরম দেশে), (।৶০) নরম, (।৷০) শান্ত পরিবেশ (বিশেষ করে পাঠকক্ষে), (॥০) স্বল্প ব্যয়। এই আটটি বিষয় সম্পর্কে নজর রেখে গ্রন্থাগার ভবনের মেঝের পরিকল্পনা করতে হবে। কোন বস্তুই এই আটটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। সাধারণতঃ যে সব বস্তু ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(অ) কাঠ (Wood)—উপরে উল্লিখিত গুণাবলীর যথা আছে (৵০), (৶০), (৷০) (যদি না অত্যধিক মসৃণ হয়), (।০), (।৵০) এবং (।৷০), (।৷০) (যথাযথভাবে ব্যবহার করার উপর নির্ভর করে), (॥০) (বিশেষ এক ধরণের কাঠ, অপেক্ষাকৃত সস্তা।)

(আ) কর্কটালি (cork tiles)—(৵০) হতে (।৷০) পর্যন্ত গুণাবলী আছে। পাঠকক্ষে ব্যবহার করার পক্ষে উপযোগী। যদিও কাঠ অপেক্ষা দাম বেশী, তবুও অত্যাধিক দাম নয়। কিন্তু বেশী ভার বহন করার পক্ষে উপযোগী নয়।

(ই) প্লাষ্টিক টালি (Plastic tiles)—(৵০), (৶০), (৷০) গুণাবলী আছে। সাধারণতঃ হলের প্রবেশ পথে ব্যবহার হয়ে থাকে। "Glass tiles" এবং "Clay tiles"-র ও একই ধরণের গুণাবলী আছে।

(ঈ) লাইনোলিয়াম (Linoleum)—প্রধানত মেঝের আবরণ রূপে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত গুণাবলী আছে :—(৵০), (৶০), (৷০) (যদি না অত্যধিক মসৃণ হয়) (।৵০), (।৷০), (।৷০) এবং (॥০)

(উ) রাবার (Rubber)—অত্যন্ত উপযোগী। (৵০) হতে (।৷০) পর্যন্ত সব গুণাবলী আছে কিন্তু খরচ অত্যন্ত বেশী।

(ঊ) কার্পেট (Carpets)—নিম্নলিখিত গুণাবলী আছে :—(৵০)(৶০)(।৵০)(।৷০)

(ঋ) টেরাজো (Terrazzo)—ত্রুটি :—ফেটে যায়। ঠান্ডা, শক্ত এবং শব্দ প্রতিরোধক নয়। গুণ :—স্থায়ীত্ব আছে। বারান্দা, প্রবেশ পথ ইত্যাদির জন্য উপযোগী।

(৩) আলো (Lighting) ঃ—গ্রন্থাগারে আলোর সমস্যাটি দুই ধরণের ঃ স্বাভাবিক আলো বা দিবা আলোর সমস্যা (natural lighting or day lighting), কৃত্রিম আলোর সমস্যা (artificial lighting)। সমস্ত সমস্যাটির সমাধান করতে হবে ঘরের আয়তন, আকৃতি, আভ্যন্তরীণ রং ও অংগসজ্জার প্রতি লক্ষ্য রেখে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পাঠকক্ষ থাকে। এইসব স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আলোর বন্দোবস্ত করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক ভাবে বই পড়া সম্ভব হয় অথচ চোখের উপর কোন চাপ না পড়ে। প্রয়োজনীয় আলোর বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় দুটি মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) আলোর প্রতি প্রত্যেকটি পাঠকের চোখের প্রক্রিয়া বিভিন্ন—এক একজন আলো এক এক ভাবে গ্রহণ করেন। (খ) পাঠ্যবস্তু—ছোট বা বড় বিভিন্ন অক্ষরে যা বিভিন্ন বস্তুর উপর ছাপা হয়ে থাকে তা বিভিন্ন ভাবে আলো প্রতিফলন করে। কোনভাবেই এই বিষয় দুটির প্রমাণীকরণ (standardization) সম্ভব নয়। এই অবস্থায় গড় আলো বা সর্বোন্নত আলোর (average light বা optimum light) বন্দোবস্ত করতে হবে। মোট-কথা আমাদের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারের আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তা ছাড়া আছে প্রত্যক্ষ বা অ-প্রত্যক্ষ আলোর (direct or indirect lighting) সমস্যা। অ-প্রত্যক্ষ আলো উপরের দিকে যায়—শুধু প্রতিফলিত আলোতে পাঠক পড়ে। এই আলো সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞর মত হল "It is very decorative. but wasteful and extravagant", অপর দিকে প্রত্যক্ষ আলো নিচের দিকে আলো দেয় এবং স্বল্প ব্যয় হয়। যেখানে আলোর কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন—যথা ক্যারেল (carrell) ইত্যাদি স্থানে—সে সব স্থানে প্রত্যক্ষ আলো উপযোগী। সাধারণত প্রত্যক্ষ আলো চোখ ঝলসানো আলো। Anthony Thompson (Librarian, Science Museum Library)-এর মতে "The source of light must in any case be shaded. So that the eye of the reader cannot be dazzled by looking straight into it. A better system is to use as source a large luminous area as in the "louverall" system, where the light from many small sources in the ceiling is broken up and diffused by means of frosted glass and louverea. A similiar result is obtained by the "coffer" system of ceiling lighting".

আলো সম্পর্কে আর একটি বিতর্ক হল Filament (বাল্ব) আলো এবং Flouresc-ent (টিউব) আলোর উপযোগীতা নিয়ে। Filament বাতি সস্তা এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়। Flouresecent বাতির উপরের ঐ দুটি সুবিধা ছাড়া অন্যান্য সব সুবিধাই আছে, যথা ঃ কম কারেন্ট খরচ হয়, 'Flouresecent tube"-র আয়ু Filament bulb-র তিনগুণ, চোখ-ঝলসানো আলো কম, আলোর বিস্তার ক্ষেত্র অনেক বেশী এবং

সেই হেতু চোখে লাগে না, কম উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং পাঠকদের নিকটে নেওয়া যায়। অন্যান্য যে সব বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন : পাঠকক্ষের আলো (Reading room lighting), কারেলের আলো (Carrell lighting) এবং শেলফের আলো (Shelf and stack lighting)।

(৪) উত্তাপ সঞ্চার (Heating) বায়ু সঞ্চালন (Ventilation) এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (Air-conditioning)

উত্তাপ সঞ্চারের সমস্যা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কম—মূলতঃ—শীতের দেশের সমস্যা। বায়ু সঞ্চালন ও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের সমস্যাটির সমাধান বড় বড় গ্রন্থাগারে করা সম্ভব। এখানে সমস্যাটি হল বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং বাইরের অপরিষ্কার বায়ুর-নিয়ন্ত্রণ। কারণ এই সবই পাঠক ও বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। সমস্যাটির সমাধান করতে হবে নিয়ন্ত্রিত বায়ু সঞ্চালন (controlled ventilation) বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের (air-conditioning) মাধ্যমে। এই সমস্যাটিও গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের সমস্যার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত।

গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের নীতি ও কর্মধারার সাথে যুক্ত উপরে উল্লিখিত নীতি সমূহ আলোচনার পর এবার আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে স্থপতি ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কিত সমস্যাটি সম্পর্কে। কিন্তু তার আগে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—মডুলার পরিকল্পনা (Modular Planning) সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই। মডুলার পরিকল্পনা প্রধানত মান নির্ধারিত ইউনিট (units) বা মডুলের (modules) উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। এই মডুল বা ইউনিট ৮ ফিট বা ৯ ফিটের হয়ে থাকে এবং অনুভূমিক (horizonal) বা লম্বাকার (vertical) পরিমাপের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। গৃহের স্তম্ভগুলি (columns) একই ধরণের কেন্দ্রীভূত (uniform centres) এবং মেঝেও একই ধরণের শক্তি সম্পন্ন। এই স্তম্ভগুলির কোন এক একটি ইউনিট এবং এইগুলিকেই মডুল (module) বলা হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার ভবনের ক্ষেত্রে মডুলার পরিকল্পনা প্রয়োগের উদ্দেশ্য হ'ল : অল্প ব্যয়ে স্থায়ী কাঠামোর যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার (less permanent structure)। কারণ অস্থায়ী পর্দার সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ঘর তৈরী করা যেতে পারে এবং নূতন প্রয়োজন দেখা গেলে তার পরিবর্তনও করা সম্ভব। এই পরিকল্পনা স্থপতিকে পরিবর্তনশীল মুক্ত পরিকল্পনা (flexible open plan) নির্মাণে সাহায্য করে। সর্বসময়েই প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরের আকার পরিবর্তন সম্ভব। গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে চলতে পারে।

সবশেষে আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা যাক গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির একক ও যুগ্ম ভূমিকা ও কর্মধারা নিয়ে। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসো-

সিরেসন হতে প্রকাশিত "Planning a library building" গ্রন্থে এই সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য পরিপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার তিনটি স্তর আছে: কর্মসূচী নির্ধারণ (programming), প্রাথমিক পরিকল্পনা (preliminary plans) এবং কার্যকরী পরিকল্পনা অঙ্কণ (working drawing)। প্রথম স্তরে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা মুখ্য, দ্বিতীয় স্তরে গ্রন্থগারিক ও স্থপতির সমভূমিকা, তৃতীয় স্তরে স্থপতির ভূমিকা মুখ্য।

কর্মসূচী নির্ধারণ

প্রথম স্তরে, অর্থাৎ কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে যে সব নিয়ম পালন করতে হয় তা হ'ল—

(১) গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানতে হবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থগারিককে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের সামাজিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য জানতে হবে।

(৩) গ্রন্থাগারিককে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং এই উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠানের সহিত কি ভাবে জড়িত তা উপলব্ধি করতে হবে।

(৪) উপরে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে সমীক্ষা উদ্ভূত প্রশ্নগুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারক পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। সমস্যাবলী ও তার সুষ্ঠু সমাধান সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে হবে।

(৫) তারপরে অতি সতর্কভাবে গ্রন্থাগার ভবনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্থান নির্বাচন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে নজর রাখতে হবে:

(ক) ঢালু জমি—বিশেষ করে অগ্নি নিবারক আইন অনুযায়ী দুইটি প্রবেশ পথ তৈরী করতে হবে

(খ) জমির কেন্দ্রীয় অবস্থান সব সময়েই মনে রাখতে হবে

(গ) জমির কেন্দ্রীয় অবস্থান নির্বাচন করতে গিয়ে সাধারণত এমন জমি নির্বাচন করা উচিত না যা গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে

(ঘ) শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ক্লাস ঘর, গবেষণা ঘর, ছাত্রাবাস ইত্যাদি মনে রেখে স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থান নির্বাচন করা উচিত।

(৬) গ্রন্থাগারিককে স্থপতি ও তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং তাঁর কাছে গ্রন্থাগারিক কি আশা করেন তা নির্ধারণও প্রয়োজন।

(৭) গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের ব্যয় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উপরে উল্লিখিত সাতটি স্তরে কাজের পর গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের মেঝের জন্য কত বর্গফুট স্থান প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন মানের সাহায্যে বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান (space for books), পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান (space for readers), কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান (space for staff) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থান (other types of space) এবং সর্বশেষে ঘরের উচ্চতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই স্তরে সর্বসময়ে স্থপতি গ্রন্থাগারিককে উপদেশ দান এবং গ্রন্থাগারিকের বক্তব্যটি স্থপতির দৃষ্টিভঙ্গী হতে পরিপূরক বিবরণ স্বারা (supplimentary statement) সমর্থন করা উচিত এবং পরিপূর্ণ কর্মসূচী তৈরী করতে সাহায্য করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পরিকল্পনা

দ্বিতীয় স্তরে স্থপতিকে গ্রন্থাগারিকের লিখিত বিবরণের চিত্রলেখ রূপ (graphic representation) দেওয়া উচিত। স্থপতির চিত্রলেখরূপ গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির মধ্যে একমত হওয়ার সম্ভাবনা এনে দেয় এবং পরিকল্পনা অঙ্কণের পথে সহায়ক হয়। এই স্তরে সবিশেষ বিবরণীর সাহায্যে (specifications) স্থপতি প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাপ নির্ধারন করেন। এই স্তরে গ্রন্থগারিকের উচিত গ্রন্থাগার পরিচালনার ও আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাচাই করে নেওয়া যে লিখিত বিবরণকে যথাথ ভাবে চিত্রলেখ রূপ (Graphic representation) দেওয়া হয়েছে কিনা এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের পরামর্শ দেওয়া। স্থপতির উচিত এই স্তরে গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা-অসুবিধা উপলব্ধি করে প্রয়োজন বোধে প্রাথমিক পরিকল্পনার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে শেষ রূপ দেওয়া।

কার্যকরী পরিকল্পনা অঙ্কন

কার্যকরী পরিকল্পনা অঙ্কণ (working drawings) ও সবিশেষ বিবরনী Specifications) হল মূল চুক্তিপত্র যার সাহায্যে ভবন নির্মাণ কারক (Builders) গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করবেন। এই দুইটি দলিল প্রণয়নে স্থপতির প্রাধান্য ও মুখ্য ভূমিকা থাকা উচিত। এই বিবরণে উচ্চতা, বিভিন্ন বিভাগের বিস্তৃত অঙ্কন, ভবনের স্থাপত্যের কাজ, (architectural work) কাঠামোর কাজ (structural work) ও যান্ত্রিক কাজের (mechanical work) নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। সবিশেষ বিবরণীতে কাজের পদ্ধিধি, মান, প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর বিবরণ ও নির্দেশ থাকাও প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে গ্রন্থগারিকের ভূমিকা এক সময় উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা স্বীকৃত হচ্ছে যে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ভবনের মূল নীতি হল ঃ নির্মিত ভবনটি যেন নির্দিষ্টভাবে গ্রন্থাগারের জন্য নির্মিত হয়ে থাকে, যেন কার্য পরিপূরক ভবন

(functional building) হয়, বাহ্যিক রূপটি যেন যথাযথ হয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যেন কার্য উপযোগী হয়, পাঠকদের কাছে ভবনটি যেন আকর্ষণীয় ও সহজ গম্য হয়ে, কর্মীদের কাজ যেন সহজ সাধ্য হয়।

গ্রন্থাগার ভবনের এই আদর্শ রূপায়ণে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির সহযোগিতা অন্যতম প্রধান ও প্রয়োজনীয় সর্ত। গ্রন্থাগারিক জানেন গ্রন্থাগারিকতার আদর্শ ও দর্শন, আর স্থপতি জানেন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ও দর্শন। ইহা আজ সর্বত্র স্বীকৃত যে যেখানে স্থপতি গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব আছে সেখানে একটি কার্য উপযোগী ভবন—যা আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয় সর্ত—এবং একটি মনোরম ভবন—যা প্রতিটি গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ দাবী করেন—তা তৈরী করা সম্ভব। দু পক্ষেরই যে প্রয়োজনীয় মনোভাব ও গুনাবলী থাকা প্রয়োজন তা হ'ল : সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাব, সংকীর্ণ উর্ধ্ব দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি, নিজ নিজ বৃত্তি সম্পর্কে গভীর তত্ত্বগত ও তথ্যগত জ্ঞান এবং কল্পনা প্রবন মন। গ্রন্থাগারের জন্য একজন ভাল স্থপতি আমরা তাকে বলবো যিনি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন এবং গ্রন্থাগারের সমস্যা উপলব্ধি করেন। অপর দিকে একজন ভাল গ্রন্থাগারিক আমরা তাকে ঠিক বলবো, যিনি গ্রন্থাগার ভবনের স্থাপত্য বিদ্যার ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানেন ও উপলব্ধি করেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রারম্ভে একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ প্রয়োজন। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে সর্ব সময়ে গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা (Library Consultants) ও পায়দর্শীদের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই যে তিনটি মূল প্রশ্ন দেখা যায় তা হ'ল : আমাদের কি আছে ? ("what do we have ?"), আমরা কি চাই ? ("what do we want ?") এবং আমরা কি ভাবে তা পেতে পারি ("and how do we get it ?" । এই তিনটি প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিদ্যার অধ্যাপক এবং পরামর্শদাতা Winston A. Close-এর মতামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার মতে "আমাদের কি আছে" এই স্তরের মূল দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের—যদিও তাঁকে বিভিন্ন সময়ে ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতির সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। "আমরা কি চাই" এই স্তরে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন গ্রন্থাগারিক, কিন্তু স্থপতি তাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবেন। অপরভাবে বলা যায় ' আমরা কি চাই"—এর নির্ধারণ করবেন স্থপতি ও গ্রন্থাগারিক যুগ্মভাবে—উভয়ের যুগ্ম দায়িত্ব। "আমরা কিভাবে তা পেতে পারি" এই স্তরে মূল দায়িত্ব স্থপতির—অবশ্য প্রয়োজনীয় সাহায্য তাকে গ্রন্থাগারিকের কাছ হতে নিতে হবে।

গ্রন্থাগার ভবনের মূল নীতি প্রসঙ্গে উপরে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল, গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই সম্পর্কে আকর্ষণ

করা। সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের দেশে ছোট ছোট গ্রাম্য গ্রন্থাগার ভবন হতে সুরু করে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে। একটু সমালোচকের মন নিয়ে বিচার করলে এই সব ভবনের ত্রুটি ও অসঙ্গতি ধরা যায়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। স্থপতি ও গ্রন্থাগার কমিটির উপরেই মূল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এই ত্রুটি ও অসঙ্গতির সমালোচনা এবং বাস্তব পরামর্শ দানের পূর্বে গ্রন্থাগারিকদের জানতে হবে গ্রন্থাগার স্থাপত্যের দর্শন ও কর্মধারা সম্পর্কে। এই সম্পর্কে কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধের সুরু ও শেষ।

যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে :

১। Landau, Thomas, ed. Encyclopedia of Librarianship. London, Bowes and Bowes, 1958.

২। Wheeler, J. L. and Githens, A. M. The American Public Library Building. Chicago, A. L. A., 1941.

৩। American Library Association. Planning a Library Building : the major steps ; ed., by H. R. Galvin. Chicago, A. L. A., 1955.

৪। Bean D. E. and Elseworth, R. E.—Modular Planning for College and small University Buildings.

৫। Burchard, J. E. and ors. ed. Planning the University Library Building. Chicago, A. L. A., 1953.

৬। London. Roneo Limited.—Planning the Library. London, Roneo Limited 1950.

৭। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী।

পরিষদের নিজস্ব গৃহ-নির্মাণকল্পে

একটি জমি ক্রীত হইয়াছে

গৃহ-নির্মাণ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহে সহযোগিতা করুন

পরিষদ সম্পাদকের নিকট হইতে রসিদ বহি পাওয়া যাইবে

পরিষদ কথা

নিজস্ব গৃহ-নির্মাণকল্পে পরিষদের জমি ক্রয়

নিজ গৃহ-নির্মাণকল্পে কিছুকাল যাবৎ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিষদ একখণ্ড জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন। সম্প্রতি ইণ্টালীর সি, আই, টি রোডের অদূরে পূর্বদিকে বেচুলাল রোডে (বেনেপুকুর এলাকা) পরিষদ পৌনে তিন কাঠার একটি জমি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে কিনেছেন। ঐ জমিতে দু'তলার গৃহ নির্মাণোপযোগী একটি নক্সা তৈরী করা হচ্ছে। গৃহনির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহার্থ পরিষদ গ্রন্থাগার দরদী সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। গৃহ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার উপদেশ ও মতামত পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সকল সদস্য ও শুভার্থীদের কাছ থেকে আহ্বান করেছেন।

মুনীন্দ্র স্মৃতি সভা

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিগত ৩১শে ভাদ্র পরিষদ কার্যালয়ে নিরাড়ম্বর এক ছোট্ট অনুষ্ঠানে স্বর্গত কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ। রায় মহাশয়ের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীবিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীপরিমল আচার্য, শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বদাস দত্ত প্রভৃতি অনেকেই।

পে-কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে পরিষদের স্মারকপত্র প্রেরণ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিয়োজিত পে-কমিটির রিপোর্টে সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিবাদে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকপত্র পেশ করেছেন।

প্রকাশন বিভাগ সমাচার

রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল কুমার দত্ত লিখিত যে গ্রন্থখানি প্রকাশনের সিদ্ধান্ত হয় তার মুদ্রণ কার্য শীঘ্রই সমাপ্ত হবে এবং আগামী ডিসেম্বরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর মুদ্রণ কার্য সুরু হয়েছে। টেবল আকারে সংকলিত হওয়ার দরুণ এবং ছাপাখানার অনিবার্য নানা অসুবিধার জন্যে মুদ্রণে বিলম্ব ঘটছে। নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থ তালিকার মুদ্রণ কার্য শীঘ্রই সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা বর্তমানে দু' মাসের অধিক পেছিয়ে রয়েছে। উপযোগী

প্রবন্ধের অভাবই এই অবাঞ্ছিত দীর্ঘসূত্রতার কারণ। প্রবন্ধের অভাব ও বিলম্বিত প্রকাশের জন্যে পত্রিকার অন্যান্য কাজ এজন্যে বিঘ্নিত হয়। পত্রিকা সম্পর্কে উৎসাহী সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশন সম্ভব নয়।

পরিষদের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির

আগামী ২২শে অক্টোবর থেকে বাঁকুড়া জেলার বালসী গ্রামে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে পরিষদ এক শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছেন। বালসী ধ্রুব সংহতি এই শিবিরের ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হয়েছেন। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শিবিরে যোগদানের জন্যে জেলার সমুদয় করাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকদের যাতায়াত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির 'কন্টিনজেন্সী ফান্ড' থেকে নির্বাহের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিষদের সহ-সচিব শ্রীপ্রবীর কুমার রায় চৌধুরী শিবির কার্য পরিচালনা করবেন। সর্বশ্রী মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, চঞ্চল কুমার সেন ও বিনয় ভূষণ রায় ও সুকুমার চৌধুরী শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।

সার্ট-লিব পরীক্ষার ফলাফল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের (সার্ট-লিব) সান্ধ্যকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বিভাগদ্বয়ের সমাপ্তি পরীক্ষা একযোগে গত আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ৮৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিম্নে রোলনম্বর অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম প্রকাশিত হোল ঃ

সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ

১৪৬ অসকা মুখোপাধ্যায়
৭ মোহন ভাটিয়া

১ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ অপর্ণা বসু
৬ প্রতাপচন্দ্র বেরা
৯ দয়াময় ভট্টাচার্য
১১ কানাইলাল বসু
১২ কণক ভট্টাচার্য
১৩ মায়া ভট্টাচার্য
১৫ সমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য
১৬ শুভেন্দু ভট্টাচার্য
১৭ নন্দিতা ভৌমিক
১৮ সুধীরচন্দ্র ভৌমিক
১৯ সত্যভামা বিশ্বাস
২১ দীপিকা চক্রবর্তী
২২ কর্ণা চক্রবর্তী
২৩ বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২৪ ইলা চন্দ
২৭ কবিতা চট্টোপাধ্যায়
২৮ নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়
৩০ পরিমলকুমার চৌধুরী
৩১ বিধুভূষণ দাস
৩৩ কল্যাণী দাস
৩৪ মল্লিকা দাসগুপ্ত
৩৫ মায়া দাস
৩৮ সুনীলবরণ দাস

৩৯ তপতী দাস
৪০ তারতী দাসগুপ্ত
৪২ ইরা দাসগুপ্ত
৪৩ মিতা দাসগুপ্ত
৪৬ দীপালী দত্ত
৪৭ রথীন্দ্রকুমার দত্ত
৪৯ সুনীলকুমার দেব
৫১ কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়
৫২ কমলেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৫৬ অরুণকুমার ঘোষ
৫৮ বীণা ঘোষ
৫৯ দীপ্তি ঘোষ
৬১ কাজল কুমার ঘোষ
৬২ কমলেশ ঘোষ
৬৩ কৃষ্ণা ঘোষ
৬৭ সুচিত্রা ঘোষ
৭০ পার্থ সুবীর গুহ
৭৩ গীতা হাজরা
৭৫ সত্যেন্দ্রনাথ করগুপ্ত
৭৬ পরেশচন্দ্র কুমার
৭৭ পার্থ লাহিড়ী
৭৯ নীলিমা মজুমদার
৮০ নিপা মজুমদার
৮৪ মঞ্জু মিত্র
৮৫ মিতা মিত্র
৯৫ আশীষ নিয়োগী
৯৬ কণকেশ্বর নিয়োগী
৯৮ গোপালচন্দ্র পাল
১০৪ কমলাকান্ত প্রামাণিক
১০৬ দিলীপকুমার রায়
১০৭ দিলীপকুমার রায়
১১০ মায়া রায়
১১৪ নমিতা রায়
১২১ অমূল্যচরণ সামন্ত
১২৫ বকুল গোপাল শ্যামল
১২৬ পারিজাত সেনগুপ্ত
১২৮ ভোলানাথ শেঠ
১২৯ আবুল বরকত মোল্লা
সামসুদ্দুল্লা
১৩০ থৈবাম ইবোমচা সিং
১৩৩ বলাইচন্দ্র সিংহ
১৩৭ দেবকুমার চৌধুরী
১৩৮ অসিতকুমার দাশ
১৪০ মঞ্জুরী সরকার (দে)
১৪২ ভগবানন্দ জানা
১৪৩ অসিতকুমার মৈত্র
১৪৫ জগদীশচন্দ্র মণ্ডল
১৫২ বাসুদেব সাহা
১৫৬ প্রেমতোষ হালদার
এন্-১ সুকুমার বাগচী
এন্-২ কণা বন্দ্যোপাধ্যায়
এন্-৭ জানকীজীবন ভট্টাচার্য
এন্ ৯ অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী
এন্-১৫ জ্যোৎস্না দাশ
এন্-১৬ গীতা দাশগুপ্ত
এন্-২০ শিবব্রত ঘোষ
এন্-২৮ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়
এন্ ৩৩ সবিতা রায়
এন্-৩৯ বাণী সেনগুপ্ত
এন্-৪০ কান্তিময় নাথ

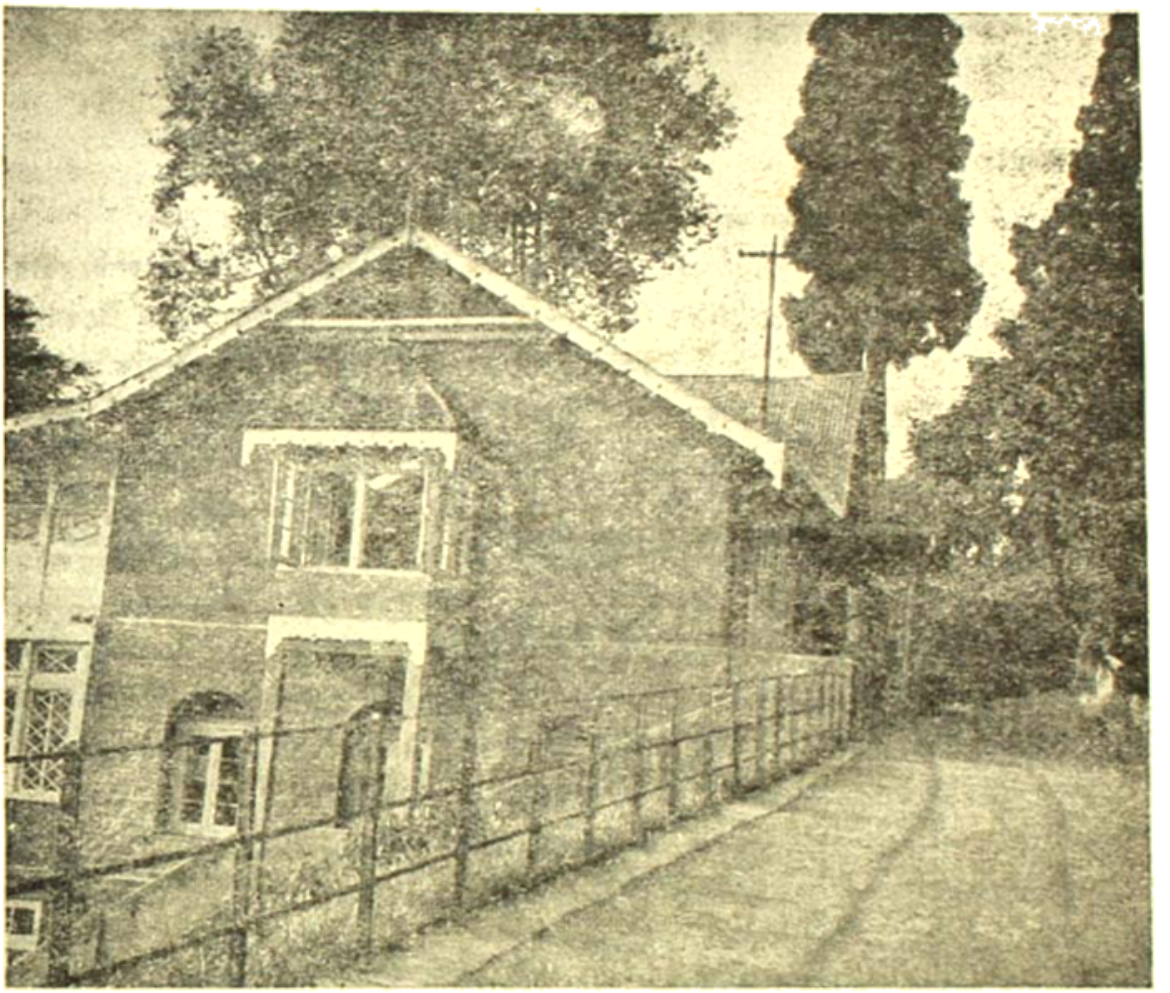

আপাতদৃষ্টিতে চিত্রটি বিদেশের কোনও গ্রন্থাগারের বলে মনে হয়। আসলে পশ্চিম বাংলারই উত্তর প্রান্তে দার্জিলিং জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের চিত্র এটি। গৃহের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: তুষারপাতের জন্যে ছাদ ঢালু; স্বভাবতই ফ্যান টাঙানোর কোনও ব্যবস্থা রাখা হয় না, থাকে ধোঁয়া বেরুবার চিম্‌নি। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার গৃহেও যে ঘর গরম (Heating) রাখার প্রয়োজন করে এটি তার নিদর্শন। দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, কার্শিয়াঙ প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের গ্রন্থাগার ভবনের সঙ্গে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে স্থান ও জলবায়ুর তারতম্যহেতু গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

[ছবি ও রূপ: ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ]

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বয়েজ ওন লাইব্রেরীর দ্বিপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব

গত ১৮ই আগষ্ট ষ্টার রংগমঞ্চে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের পৌরোহিত্যে লাইব্রেরীর দ্বিপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে সাংবাদিক শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ এই লাইব্রেরীর কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন। গ্রন্থাগারের সহিত নিজ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্ম-চাঞ্চল্যের প্রাণকেন্দ্র এই লাইব্রেরীর প্রশংসা করে স্বামীজী বলেন যে এই প্রতিষ্ঠান আজ যথার্থভাবে জনগণের মনে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। সম্প্রসারিত কর্মধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি ক্রীত হবার সংবাদ হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষিত হয়। সভান্তে সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ক্ষুধা নাটকটি গ্রন্থাগারের সদস্যগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

চব্বিশ পরগণা

জাবরারিয়া লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার প্রচার সভা

স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগারমনস্ক করে তোলার উদ্দেশ্যে কাশিং থানার খেড়িয়া জাবরারিয়া লাইব্রেরীতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর এক জনসভার আয়োজন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন প্রবীন নেতা মৌলানা আবদুল সাত্তার। ইউনিয়ন বোর্ড সদস্য শ্রীকালিপদ দাস জাবরারিয়া লাইব্রেরীর ইতিবৃত্ত ও তার কার্যাবলী বিবৃত করেন। জনজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও এই গ্রন্থাগারকে সার্থকভাবে ব্যবহারের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ভাষণ দেন মৌলবী আবদুল আজিজ ও মৌলবী ইয়াসিন।

মুর্শিদাবাদ

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার

কান্দী পৌর এলাকার অন্তর্গত জেমো আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মস্থান হিসাবে খ্যাত। আচার্যদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারটি উত্তরোত্তর শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করছে বলে প্রকাশ। বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দ্বৈবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা অক্টোবর নবগঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভায় শিক্ষানুরাগী সদস্য পদে শ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ রায় ও শ্রীমতি পাপড়ি সেনগুপ্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রীবিজয়েন্দু নারায়ণ রায় ও শ্রীশৈলেন্দু নারায়ণ রায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

মেদিনীপুর

চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগারে গান্ধী জয়ন্তী

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও পাঠাগারে গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যুষে গ্রামবাসীরা রামধুন সংগীত সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত এক সভায় গান্ধীজীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্রযজ্ঞ, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি কার্যসূচীর মধ্যে দিয়ে জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

হাওড়া

বিক্রমপদ স্মৃতি পাঠাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের উদ্বোধন

গত ১লা সেপ্টেম্বর হাওড়ার পৌর প্রধান শ্রীনির্মল কুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সালিখা বিক্রমপদ স্মৃতি পাঠাগারে সাইকেল ভ্যানে ভ্রাম্যমাণ বিভাগের উদ্বোধন করা হয়।

প্রারম্ভে পাঠাগারের সভাপতি শ্রীতারক দাস চট্টোপাধ্যায় পঁচিশ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে পাঠাগারের সার্থকতা তার পুস্তক সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের ব্যবহারেই পাঠাগারের সার্থকতা। বর্তমানকালে অত্যধিক কর্মব্যস্ততার জন্যে অনেকের পক্ষে যথাসময়ে পাঠাগারে আসা হয়ে ওঠে না; মহিলাদের পক্ষে অসুবিধা আরও অধিক। আশা করা যাচ্ছে যে ভ্রাম্যমাণ এই বিভাগটি অসুবিধা দূরীকরণে সমর্থ হবে। শ্রীকিতিশচন্দ্র দত্ত বর্তমান দুর্দিনে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের অসুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকগুলি গ্রন্থাগারে রাখার কথা বলেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও উপযোগিতা সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি পৌরপ্রধানকে হাওড়ায় একটা পৌর গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্যে অনুরোধ জানান। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ভ্রাম্যমাণ বিভাগ থেকে একটি পুস্তক গ্রহণ করে বিভাগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

হুগলী

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে কেরী দ্বিশতজন্ম-বার্ষিকী উৎসব

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে উইলিয়ম কেরীর দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উইলিয়ম স্টুয়ার্ট। অধ্যাপক কুমুদ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সমাজ সংস্কারে কেরীর অবদানের কথা আলোচনা করেন। কেরীর জীবন ও মনন সম্পর্কে আরও কয়েকজনের বক্তৃতার পর সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে কেরী শুধু ধর্মযাজকই ছিলেন না, মানব দরদী কেরী ভাষা ও মুদ্রণের উন্নয়ণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবর্তন, শিক্ষার বিস্তার এবং সামাজিক বহুবিধ কুপ্রথার বিরুদ্ধে আমরণকাল পর্যন্ত নিযুক্ত থেকে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

বার্তা-বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ষাটটি দেশের যোগদান

অক্টোবর মাসের ৯ই তারিখে প্যারিসে ইউনেস্কো ভবনে ষাটটি দেশের গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদ সংঘ। সূচিকরণ সম্পর্কে সুসমন্বিত নিয়মকানুন প্রণয়ন ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর সার ফ্রাঙ্ক ফ্রান্সিস সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের আলোচ্য মূল-প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের সহগ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ সি, পি, শুক্লা ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। ডঃ রঙ্গনাথন বিশেষ অতিথি হিসাবে সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন।

তাঁবুতে গ্রন্থ প্রদর্শনী

সম্প্রতি বিলেতের এসেক্স কাউন্টি লাইব্রেরী ৬০ ফুট × ৪০ ফুট একটি তাঁবুতে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীর একটি অংশে কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থ—সার, সেচ, বীজ থেকে আরম্ভ করে ট্রাক্টর মেরামতির বিষয় অবধি গ্রন্থ প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীর অন্যান্য অংশে কারিগরি বিদ্যা, ধর্ম-দর্শন ও আমোদপ্রমোদের উপর গ্রন্থ, পত্রিকা ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ দর্শকদের নানাবিধ প্রশ্নের বিশেষ করে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রশ্নাদির উত্তর দেন এবং তথ্যমূলক বহু পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করেন। কাউন্টি লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। প্রদর্শনীর ফলাফল ভালই বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

কলিকাতায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারিক

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মিঃ এইচ, এল, হোয়াইট প্যারিস যাত্রার পথে কলিকাতায় উপনীত হন। তিনি ঐদিন কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে এক চা-চক্রে সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্যারিসে আসন্ন আন্তর্জাতিক

গ্রন্থপঞ্জী সম্মেলনে মিঃ হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করবেন বলে প্রকাশ।

ছোটদের উপযোগী বাংলা অভিধান রচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বাংলা অভিধান রচনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার লেখক সমবায় প্রতিষ্ঠানের এক পরিকল্পনায় পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বলে জানা গেল। ছোটদের কল্পনাশক্তি ও মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অভিধানের শব্দচয়ন ও রেখাঙ্কনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবং ছোটদের উপযোগী সুস্পষ্ট ও বড় বড় হরফে মুদ্রণের দিকে যথোচিত লক্ষ্য রাখা হবে।

স্তিব-লিব পরীক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের বিগত আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় নিম্নলিখিত শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন :

রোল নম্বর অনুযায়ী বিন্যস্ত :

প্রথম শ্রেণী

১০ দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়
১১ শেখ আলি হোসেন
২১ ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৩৯ কাজল রায়চৌধুরী
৪১ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪ অমিতা মিত্র
৭২ দিলীপকুমার বসু

দ্বিতীয় শ্রেণী

৩ সুনীলবরণ গোস্বামী
৫ চিত্তরঞ্জন পাল
৬ দেবব্রত সিংহ
১৭ অমলেন্দু মিত্র
১৯ দিলীপ চৌধুরী
২৩ আশীষ সেন
২৪ দীপক সান্যাল
২৬ বিশ্বনাথ বসাক
৩১ অলক কুমার মিত্র
৩২ সুভাষ চন্দ্র বসু
৩৩ দ্বারিকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪ কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য
৩৫ তরুণ কুমার দাস
৪৮ রেণুকা ভট্টাচার্য
৪৯ আরতি সেন
৫০ নমিতা গুপ্ত
৫১ উমা দেবী
৫২ রেণুকা আইচ
৫৭ ধীরা ঘোষ
৫৮ মীরা রায়চৌধুরী
৫৯ সুমিতা সেন
৬১ অমিতা সিং
৬৩ গীতা মিত্র
৬৮ গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭০ অমল কুমার মল্লিক
৭১ নারায়ণ চন্দ্র সাহা
৭৫ তপন কুমার ধর
৭৯ গীতা রায়
৮২ বিমল কুমার ভট্টাচার্য
৮৩ অমল কুমার লাহিড়ী

তৃতীয় শ্রেণী

৪	গোপিকা প্রসাদ ঘোষ	৪৬	ভারতী ঘোষ
১৩	সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার	৪৭	দীপালী সিংহ রায়
১৬	তারকনাথ সরকার	৫৩	স্বপনা দাস
১৮	সুশীল কুমার দত্ত	৫৪	নমিতা চক্রবর্তী
২০	অসীম কুমার ঘোষ	৬৬	বাণী দত্ত
২১	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত	৭৬	স্বারীমোহন চন্দ
২৫	হিমাংশু কুমার রায়	৭৮	মীরা ভট্টাচার্য
২৮	দীপংকর সেন	৮০	গীতা সেনগুপ্ত
৩৭	দীনেশ চন্দ্র রায়	৮১	পূর্ণিমা ধর
৪০	জয়তী বিশ্বাস	৮৪	প্রাণেশচন্দ্র রায়

'পল্লীডাক' পত্রিকার উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিক্রমা

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হুগলী জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পল্লীডাক'-এ "গ্রন্থাগার পরিক্রমা" শিরোনামায় হুগলী জেলার গ্রন্থাগারসমূহের পরিচিতি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। এই বিভাগটি পরিচালনা করিবেন শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকগণকে এ বিষয়ে শ্রীচক্রবর্তীর সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়ায় জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্থানীয় পৌর সভার মহাত্মা গান্ধী হলে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালিত স্বল্পকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জেলাধীশ শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। দশদিনব্যাপী এই শিক্ষণ শিবিরে জেলার ২৯টি গ্রন্থাগার কর্মী যোগদান করেন। তন্মধ্যে ২১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জেলাধীশ তাঁদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীঅবধবন্ধু রায় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার কর্মীর সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীকামিনীকুমার নাথ তাঁর দীর্ঘ ভাষণে পুরুলিয়ার গ্রন্থাগার উন্নয়ণ কার্যের উল্লেখ করেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারে রাজনীতি

সমাজ-বন্ধনীতে যেদিন আদিম মানুষ তার স্বাধীন সত্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল সেদিনই বোধহয় উৎপত্তি হয়েছিল রাজনীতি শব্দটির। যে বিধিব্যবস্থার নাটবল্টু দিয়ে সমাজকে বাঁধা হয় তা ছিল রাজনৈতিক ধাতুতে নির্মিত। সমাজবদ্ধ মানুষ তাই রাজনৈতিক জীব হিসাবে অভিহিত।

বর্তমান দিনে গ্রন্থাগার সমাজ-দেহের প্রধান একটি অংগ। সেজন্যে রাজনীতির সংগে গ্রন্থাগারের আত্মীয়তা নিকট সম্পর্কের। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনীতি কথাটি সাধারণের কাছে বিশাল বপুর পরিবর্তে এক কৃশ কলেবরে দৃশ্যমান—রাজনীতি শব্দটি উচ্চারণের সংগে সংগে চোখের সামনে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে 'দল' কথাটি। অধিকাংশ মানুষের কাছে এখন দল আর রাজনীতি একই বস্তু। দল নিরপেক্ষ রাজনীতি যেন সোনার পাথরবাটি।

ত্রুটিপূর্ণ দেখার এই দোষ চোখের নয়। চোখে বাঁধা যে ঠুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ দেখে দোষটা তারই। মানুষের সামাজিক চেতনাকে স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ করে তুলতে হলে রাজনীতি সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের এই ধোঁয়াটে ধারণাকে দূর করা দরকার।

মানুষের নাগরিক চেতনার উন্মেষ ও মানবিক সত্তার বিকাশে গ্রন্থাগারের ব্যবহার অতীব ফলপ্রসূ বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থাগারের বহুবিধ কার্যধারার লক্ষ্য শুধু সাহিত্যরস-তৃষ্ণা নিবারণ অথবা চিত্তবিনোদনের চৌহদ্দিতেই সীমিত নয়। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাব্য যাবতীয় সুযোগ বিষয়-নির্বিশেষে দেওয়াই কর্মনীতির মূল উদ্দেশ্য।

গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। সমাজের আর কোনও প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে না যার শিকড় এত সুদূরপ্রসারিত, এবং সাক্ষরনিরক্ষর, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের সংগে যার সম্পর্ক এরূপ নিবিড়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বহুসংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুবিধা থাকায় দলীয় স্বার্থান্বেষীদের লোভ দৃষ্টি পড়ে সেগুলির পরিচালন ক্ষমতা দখলের প্রতি। কেন না রাজনৈতিক প্রচারকার্যে গ্রন্থাগারের উপযোগীতা সুপ্রচুর।

অনেক দেশে বিশেষ করে 'টোটালিটারিয়ান' রাষ্ট্র কাঠামোয় দলীয় রাজনীতি প্রচারের কাজে গ্রন্থাগারকে সরাসরি ব্যবহার করা হয়; অবশ্য সেখানে স্কুল-কলেজকেও বাদ দেওয়া হয় না। এতে গ্রন্থাগার যে তার আদর্শের পথ হতে সরে যায় সেকথা তারাই স্বীকার করবেন যাঁরা দলমত নির্বিশেষে সর্ববিধ তর্কের উপর গ্রন্থাগারকে সংস্থাপন করেন; যাঁরা গ্রন্থাগার কর্তৃক মানুষকে তার ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী স্বশিক্ষার বাধাহীন সুযোগ দানের নীতিতে আস্থা রাখেন।

স্বশিক্ষার স্বাধীন সুযোগ দানের বৈশিষ্ট্য আজ গ্রন্থাগার হারাতে বসেছে। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বই ও পত্রপত্রিকা রাখার ব্যাপারে অসহিষ্ণু মনোভাব তিক্ত আকারে দেখা দিচ্ছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ রাজনৈতিক দলাদলি বহু গ্রন্থাগারেরই শান্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। বলা বাহুল্য এইসব দলাদলির পেছনে আছে নিজ মতবাদ প্রচারের একচেটিয়া অধিকার লিপ্সা।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিগত আষাঢ় সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'গ্রন্থাগারে রাজনীতি' শীর্ষক সংবাদটি নতুন বা বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা প্রসূত নয়। সারা দেশব্যাপী বিরোধীমতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের এ একটা সামান্য নিদর্শন। উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় জনৈক সদস্য প্রশ্ন করেন যে পশ্চিমা দেশগুলির কয়েকটি পত্রপত্রিকা সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, ঐসব পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে রাখা হয় কেন? প্রশ্ন ও উত্তরের তীব্রতায় তুমুল হট্টগোল সুরু হয় ও পরিশেষে সভা ভণ্ড হয়ে যায়। জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের শুধু এই কথা বলি যে বিরোধী দুটি দেশগোষ্ঠীর পত্রপত্রিকায় পরস্পরের প্রতি বর্ষিত হলাহলের ভেতর যদি কোন অমৃত থাকে তাহলে তা' মন্থন করার জন্যেই উভয় গোষ্ঠীর কাগজপত্র সর্বসমক্ষে রাখা গ্রন্থাগারের নৈতিক কর্তব্য।

দুনিয়াটা দু'শিবিরে ভাগ হয়ে যাবার পর যেসব দেশ এখনও কোনও শিবিরে নাম লেখায় নি সেখানকার জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্যে উভয় শিবিরই অত্যন্ত তৎপর। এর প্রতিফলন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক গ্রন্থাগারগুলিতে তা' অত্যন্ত বেশি পরিমাণে দেখা যায়। চীন থেকে চিলি, হল্যান্ড থেকে হনোলুলু পর্যন্ত মোটা বিশ্বের বৈদেশিক দপ্তরগুলি থেকে আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে বই ও কাগজপত্রের বন্যা বইয়ে দেয়। প্রসঙ্গত বলি যে পাঠকদের প্রভাবিত করা ত দূরের কথা অধিক ক্ষেত্রেই পত্রপত্রিকাগুলির নসিবে মোড়কমুক্তি ঘটে না, ভাল ছবি থাকলে কেউ কেউ হয়ত উল্টেপাল্টে দেখেন, তবে পুরনো কাগজের কারবারীদের কাছ থেকে ঐগুলির বিনিময়ে বেশ কিছু টাকা আমাদের দরিদ্র লাইব্রেরীগুলি লাভ করে। মূল্য দিয়ে যখন কিনতে হয় না তখন যত ইচ্ছে যে কোনও মতেরই কাগজপত্র আসে আসুক। কিন্তু অনুরূপ দেশীয় পত্রপত্রিকা যা' নিয়মিত পয়সা খরচ করে রাখতে হয় সেগুলির বেলায় আপত্তি ওঠে না কেন—সে কথাই ভাবি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে! আপত্তি উঠলে অনেক পত্রপত্রিকাই বাদ দিতে হোত। দেশবিদেশের দলাদলির বাজারে গ্রন্থাগার কর্মীর পক্ষে অশ্লীল ও আপত্তিকর ছাড়া সব কিছুই রাখা ভাল। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আরবদেশগোষ্ঠী, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্থান, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়া, ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে সোমালিল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে চীন, মিশরের বিরুদ্ধে ইরাক, কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও এমনি কত বিভিন্ন বিবদমান দেশের কাগজপত্র আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে এসে থাকে তার হিসাব রাখা শক্ত।

এখন যে দেশের মতবাদ ব্যক্তিবিশেষের মতের সঙ্গে খাপ খায় না সেদেশের পত্রপত্রিকা দলে ভারি থাকলে তিনি সেগুলি গ্রন্থাগারে রাখা বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থাগার নীতি (Library Ethics) বলে যে একটা কথা আছে সেদিক থেকে কাজটা গর্হিত। গ্রন্থাগার কর্মীকে কুলও রাখতে হয়, শ্যামও রাখতে হয়, যদি তিনি গ্রন্থাগারকে দল ও মতের উর্ধ্বে রাখার নীতিতে বিশ্বাসী হন।

রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা অগণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয়ই যে শুধু দেয় তা নয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজ মতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও প্রকাশ করে। দুটি কথার উল্লেখ এক্ষেত্রে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমটি হলো অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে মনোভাব অনমনীয় রাখলে প্রতিপক্ষের মনোভাব অনুরূপ হয়ে সমগ্র অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিপক্ষের অগণতান্ত্রিক আচরণের সমালোচনারও তখন পথ থাকে না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে অপপ্রচারে যদি আপত্তি থাকে তাহলে তা সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া একই গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি যেমন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আলবেনিয়া কিংবা চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের ঐ অবস্থা ঘটা বিচিত্র নয়। বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের এই গোষ্ঠীর সমর্থকগণ সেরূপ ক্ষেত্রে কি করবেন? কিংবা যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালীর কলহ লাগলে তাঁরা কি নিরবই থাকবেন না? শুধু বিশেষ কোনও দল ও রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই হৃদয়মথিত দরদ দেখানো গ্রন্থাগারে অন্ততঃ অবাঞ্ছনীয়।

পরমতে অসহিষ্ণুতার জ্বালায় মধ্যযুগের শাসকবর্গ বিপক্ষের পুঁথি পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলত, তার সাক্ষ্য ইতিহাস দেয়। হোমারিতে বিরোধীদের গ্রন্থনিক্ষেপ করে হিটলার অসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। কম্যুনিজমের জুজুতে আতঙ্কিত সেনেটর ম্যাকার্থির গ্রন্থবিনষ্টের চেষ্টা সুবিদিত। সোভিয়েত ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে বিরুদ্ধ মতবাদ পঠনপাঠন একরূপ নিষিদ্ধ বললেই চলে। পাকিস্তান, বর্মা, তুরস্ক প্রভৃতি যেসব দেশে সামরিক শক্তি ক্ষমতায় আসীন সেখানেও গ্রন্থপাঠ স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ নয়।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পাঠ অবাধ হলেও বর্ধমানের ঘটনা নতুন নয়। অরওয়েলের বই কেনার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের বিরুদ্ধে কোনও এক গ্রন্থাগারে কম্যুনিস্টরা অনাস্থার প্রস্তাব এনেছিল। আবার স্তালিনের রচনাবলী কিনতে গিয়ে স্থানান্তরে তাঁর চাকুরী যাবার উপক্রম হয়েছিল। রাজনৈতিক দলাদলি বহু গ্রন্থাগারকে অবনতির পথে নিয়ে গেছে; গ্রন্থাগারের প্রতি নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীকে।

পরমতে সহিষ্ণুতার খতিয়ান কিন্তু নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। অতীতে হিন্দু ধর্মকে মুলত নাকচ করলেও বৌদ্ধরা তাঁদের চৈত্য ও বিহারে বেদ, উপনিষদ পাঠের পূর্ণ সুযোগ দিত। বিলেত ও যুক্তরাষ্ট্রে মার্ক্সীয় গ্রন্থ শুধু পড়া নয়, ছাপা ও প্রকাশের

অবকাশ আছে। আদর্শগত দিক থেকে কমুনিষ্ট বিরোধীতা সত্ত্বেও আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম 'দেশ' পত্রিকায় ইলা মিত্রের সচিত্র জীবনী তাঁদের সর্বমতে সহিষ্ণু মনের পরিচয় দেয়। পার্ক সার্কাস ময়দানে সম্প্রতি আয়োজিত শান্তি উৎসবে আমন্ত্রিত কমুনিষ্ট বিরোধী সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণ উদ্যোক্তাদের পরমতে সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। প্রসঙ্গত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করি: গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত জনৈক বিশিষ্ট কমুনিষ্ট বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের কাছ থেকে একবার কলকাতার গ্রন্থাগারগুলির একটি তালিকা চেয়েছিলেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে কোনও এক অধ্যাপকের কিছু পুস্তিকা বিলির জন্যে ঐ তালিকাটির প্রয়োজন। অধ্যাপকটি একজন পি. এস. পি-র সদস্য এবং পুস্তিকাটি কমুনিষ্ট বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ অধ্যাপককে সাহায্য করছেন কেন সেকথা জিগ্যেস করলে বলেন যে তিনি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, পরমতকে দাবিয়ে রাখার তিনি পক্ষপাতি নন।

পরমত প্রচারে যাঁরা অসহিষ্ণু তাঁদের জিগ্যেস করি যে মানুষকে তাঁরা বোকা ঠাওড়ান কেন। পোড় খাওয়া মানুষের মন এখন সাধমত সবই যাচাই করতে চায়। মিথ্যা প্রচারের সাহায্যে কাজ হাসিলের দিন যে ক্রমেই চলে যাচ্ছে তার প্রমাণ আমরা নিয়তই পাই।

দলীয় রাজনীতির টানাপোড়েনে গ্রন্থাগারের বিশুদ্ধ সত্তা এখন এক সংকটের সম্মুখীন। গ্রন্থাগারের নিজস্ব যে নীতির (Library Ethics) কথা উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে সর্বপ্রকার দলাদলি ও তর্কমূলক পরিবেশ থেকে গ্রন্থাগারকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব নীতিনিষ্ঠ গ্রন্থাগার কর্মীদের। ব্যক্তিগতভাবে যে যাই মতবাদ পোষণ করুন না কেন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হলে গ্রন্থাগারের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে। দলমত নির্বিশেষে পরিগ্রহণযোগ্য যে কোনও গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে অবাধ ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত রাখা কর্মীদের কর্তব্য। ভালমন্দ জেনেবুঝে গ্রহণ ও পরিহারের দায়িত্ব গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের। দলীয় স্বার্থপ্রণোদিত কর্মপন্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালন পাঠকদের মধ্যে শুধু বিরক্তি ও বিভেদ সৃষ্টিই করবে না, গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতিও হারাবে।

গ্রন্থাগার

ভাদ্র ঃ ১৩৬৮

বি শে ষ ক্রো ড় প ত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৬০ সালের কার্য বিবরণী

ANNUAL REPORT

INTRODUCTION

The 25th Annual General Meeting of the Bengal Library Association was held on Sunday, the 28th August 1960 at the Central Library, University of Calcutta, Calcutta 12, under the chairmanship of Shri Tincori Dutta.

ELECTION

Office-bearers and the Council

The following office-bearers and other members of the Council were elected for the next term.

Office Bearers :

President : Shri Tincori Dutta

Vice-Presidents : Sarvashri B. S. Kesavan, Pramil Chandra Basu, Subodh Kumar Mukhopadhyay, Gostha Behari Chattopadhyay and Promode Chandra Bandopadhyay

Secretary : Shri Bijoyanath Mukhopadhyay

Joint Secretary : Shri Arun Kanti Das Gupta

Assistant Secretary : Shri Prabir Ray Chaudhury

Librarian : Shri Chanchal Sen

Treasurer : Shri Gurudas Bandopadhyay

Editor, Granthagar : Shri Sourendramohan Gangopadhyay

The Council :

The Council consisted of the above office-bearers and the following representatives :

(1) 15 representatives of the donors, life members and ordinary members :

Sarvasri Bidhan Adhikary, Bani Basu, Rakhal Chandra Chakravertibiswas, Anathbandhu Datta, Gobindabhusan Ghosh, Basudeb Lahiri, Krishna Dutt, Bimalendu Majumder, Indranath Majumder, Ganeshchandra Mitra, Purnendu Pramanick, Amiyabhusan Ray, Gobindalal Ray, Phanibhusan Ray, Abhay Sarker.

(ii) 18 representatives of institutional members from different districts :

Bankura : Dhruba Sanhati, Balsi
Birbhum : Jubilee Public Library, Suri
Burdwan : Makhanlal Pathagar, Jaragram
Calcutta : Indian Association, Kalighat Tarun Sangha and Michael Madhusudan Library, Manasatala
Cooch Behar : P. V. N. Club, Haldibari
Darjeeling : Bloomfield Public Library, Kurseong
Hooghly : Garalgacha Public Library,
Howrah : Bishnupada Smriti Pathagar,
Jalpaiguri : Babupara Pathagar, Jalpaiguri
Maldah : Bandhab Pathagar, Harischandrapur
Midnapore : Rajnarayan Basu Smriti Pathagar, Midnapore
Murshidabad : Janhabi Smriti Kishore Pathagar Gorabazar, Berhampore
Nadia : Nabadwip Sadharan Pathagar, Nabadwip
Purulia : Vidyasundar Sahitya Mandir, Garjaypur
24-Parganas : Dum Dum Library & Literary Club, Manujendra Dutt Road and Nawabgunj Sadharan Pathagar, Ichapur

(iii) Representatives from the following institutions :
Calcutta University (Shri Pramil Chandra Basu)
Viswabharati University (Shri Bimal Kumar Datta)
Jadavpur University (Shri Ajit Kumar Mukhopadhyay)
Government of West Bengal, Education Department (Shri Nikhil Ranjan Ray)
National Library (Shri Arabinda Bhushan Sen Gupta)
Calcutta Corporation (Shri Mukur Sarbadhikary)

Bangiya Sahitya Parishad (Shri Krishnamay Bhattacharya)
Bangiya Prakashak Sabha (Shri Sunil Basu)
West Bengal Municipal Association
Board of Secondery Education, West Bengal

(iv) Members co-opted in the meeting of the Council held on 10th September 1960 :
Representatives from the District Libraries : Shri Nirmal Chaudhury (Birbhum District Library) and Shri Ramranjan Bhattacherjee (Tamluk District Library Centre).
Representative from College Library : Shri Ganesh Bhattacherjee (Scottish Church College)
Representative from School Library : Bhita H E School
Representative from Special Library : Shri Jibanda Saha (Indian Statistical Institute Library)

The Executive Committee :

The Executive Committee consisted of the Office-bearers and the following 7 members elected by the Council in its meeting held on 10th September, 1960 :

Shri Phanibhusan Ray
Shrimati Bani Basu
Shri Rakhal Chandra Chakravartibiswas
Shri Amiya Bhusan Ray
Shri Gobindalal Ray
Shri Ramranjan Bhattacherjee (Tamluk District Library Centre)
Shri Haren Majumder (Indian Association)

The Standing Committees

The Council in its meeting of 10th September, 1960 elected following persons to various Standing Committees :

Book Selection Committee

Shri Ajit Kumar Mukhopadhyaya (Chairman) Shri Krishna Datta (Convenor). Sarvasri Manju Bandopadhyay,

Gauri Ray, Priti Mitra, Amita Mitra, Kantibhusan Ray, Mangal Prasad Sinha (Members)

Technical Advisary Committee

Shri Pramil Chandra Basu (Chairman), Shri Phanibhusan Ray (Convenor) Sarvasri Bijoy Sengupta, Ganesh Chandra Bhattacharjee, Sudeb Chattopadhyaya (Members)

Library Committee

Shri Subodh Kumar Mukhopadhyay (Chairman) Chanchal Kumar Sen (Convenor) Sarvasri Parimal Acharya, Arun Kanti Dasgupta, Phanibhusan Ray, Rakhal Chandra Chakravarti-biswas (Members)

Granthagar Committee

Dr. Aditya Kumar Ohdedar (Chairman), Shri Sourendra Mohan Gangopadhya (Convenor) Sarvasri Rakhal Chandra Chakravarti-biswas, Gurusaran Dasgupta, Basudev Lahiri Canesh Chandra Bhattacharjee (Members).

Training Committee

Shri B. S. Kesavan (Director & Chairman) Shri Rakhal Chandra Chakravarti biswas (Convenor) Sarvasri Aditya Kumar Ohdedar, Arun Kanti Dasgupta, Benoy Sengupta Promode Chandra Bandopadhyay, Gobinda Bhusan Ghosh, Arabinda Bhusan Sengupta (Members).

Building Committee

Shri Haren Majumder (Chairman) Shri Purnendu Pramanick (Convenor) Sarvashi Gobinda Mullick, Pasupati Bhattacharjee, Sourendra Mohan Gangopadhyay, Sachindranath Rudra, Pulin Krishna Chattopadhyay (Members).

Directory Committee

Shri Bani Basu (Chairman) Shri Prabir Ray Chaudhury (Convenor) Sarvasri Phanibhusan Ray, Mangalprasad Sinha, Arun Kanti Dasgupta, Basudev Lahiri, Ganesh Chandra Bhattacharjee, Sourendramohan Gangopadhyay (Members).

Co-ordination Committee

Shri Abhaya Kumar Sarkar (Chairman) Shri Gobindalal Roy (Convenor) Sarvasri Ramranjan Bhattacharjee, Bidhan

Gobinda Adhikary and Institutional members from every District and Representative of Bangiya Prakasak O Pustak Bikreta Sabha.

Accounts & Finance Committee

Shri Anathbandhu Datta (Chairman) Shri Gurudas Bandopadhyay (Convenor) Sarvasri Purnendu Pramanick. Phanibhusan Ray.

MEMBERSHIP

(I) New members admitted during each of the six years from 1955 to 1960 :

Year	Life members	Ord. members	Institutional members	Total
1955	8	70	86	163
1956	×	41	15	126
1957	2	44	31	77
1958	×	62	50	112
1959	×	67	62	129
1960	2	256	495	343

(II) Membership as on 31st Decembet of each year from 1955. (Defaulters for more than 3 years have been excluded) :

Year	Life members	Ord. members	Institutional members	Total
1955	41	252	675	968
1956	41	224	601	866
1957	43	243	569	855
1958	43	245	517	805
1959	43	256	538	837
1960	45	410	495	950

(III) District-wise distribution of members for 1960.

	Life	Personal	Institutional	Total
Bankura	1	2	17	20
Birbhum	1	4	11	16
Burdwan	1	6	31	38
Calcutta	34	245	150	429
Cooch Behar		1	2	3
Darjeeling		×	2	2
Hooghly	4	26	80	110
Howrah	4	25	51	80
Jalpaiguri		1	4	5
Malda		×	8	8
Midnapore		14	33	47
Murshidabad		3	19	22
Nadia		7	14	21
Purulia		1	2	3
24 Parganas		63	70	133
West Dinajpur		1	1	2
Tripura		2	×	2
Outside W. B		9	×	9
Total	45	410	495	950

MEETINGS

During 1960 the Council, the Executive Committee and the various Standing Committees met for the number of years indicated in parantheses :

Council (2) Executive Committee (13) Organisation & Co-ordination Committee (2) Librarianship Training Committee (3) Account & Finance Committee (4) Technical Advisory Committee (3).

ACTIVITIES

Condolence : The Association places on record its deep sense of sorrow at the loss sustained by the sad demise of the

following persons :

Satischandra Guha :—A noted bibliographer and the maker of "Oriental Classification" scheme.

Harisarvottam Rao :—A life long devotee to the cause of library movement of South India.

Sudhin Datta: —Bengali Poet

Upendranath Gangopadhyay :—Bengali Novelist

Rajsekhar Basu :—Litterateur and lexicographer

Kshitimohan Sen :—Educationist—a close associate of Rabindranath.

Receptions & Felicitations

(I) We accorded reception to Prof. Humayun Kabir Minister, Scientific Research & Cultural Affairs, Govt. of India, and a former Vice-President of the Association, at our General Office on 24th April 1960. He was very pleased to note that the Association was able to publish regularly, *Granthagar* a technical monthly journal in Bengali.

(II) We accorded felicitation to Shri B. S. Kesavan (Librarian, National Library) one of our Vice-Presidents and the Director of our Training Course, on 28th February, 1960 for receiving the award of Padmashri in recognition of his distinguished service in the field of librarianship.

(III) Felicitation was also accorded to Shri Subodh Kumar Mukhopadhyay on 27th March, 1960 on his receiving Narsing Das Agarwal Prize of the Delhi University for his Bengali book on library science entitled "*Granthagar Vijnan*".

(Iv) The President & Secretary met Mr. Michael Fodder, Chief of Documentation & Information Division of Unesco on 20th October, 1960. The meeting was arranged by Shri Sailendranath Guha Roy of Shri Saraswati Press.

Fourteenth Bengal Library Conference

The Fourteenth Bengal Library Conference was held on 15th and 16th April, 1960 in the Sridhar Banabidhar High School, Ichapur-Nawabgunj at the invitation of various libraries of Ichapur-Nawabgunj (24 Parganas).

The conference was presided over by Shri Sachidulal Das Gupta, University Librarian, Delhi. He pleaded for the establishment of a public library system with the State Central Library at the apex. Shri Vivekananda Mukherjee, Editor, Jugantar inaugurated the conference. An exhibition organised on this occasion was opened by Miss Ruth C. Kruegar, Chief of the USIS Libraries in India.

A public meeting was also held under the presidentship of Dr. Basanta Kumar Ghosh, a distinguished member of the locality.

Besides the working paper, another thought provoking paper on the present and future of working librarians presented by Sri Prabir Roy Chaudhury was discussed in the Delegates Conference. A number of resolutions drafted on the basis of the discussions held in the conference were adopted in the concluding session.

Detailed report of this conference. the papers, the presidential and other addresses and the text of the resolutions were published in the Chaitra 1366 BS issue of *Granthagar*.

Library Week

This year a "Library Week" commencing from 19th December was observed throughout the State in commemoration of the 35th foundation day (20th December) of the Association.

On the 19th December the Re-union of the past and present students of the Librarianship Training Department of the Association was held. Shri B. S. Kesavan Director of Training of the Association presided. Shri Apurba Kumar Chanda a former D.P.I. West Bengal and ex-President of the Association was the chief guest. An excellent souvenir containing among others, the history of training of the Association and a complete list of trainees since 1937 was published on the occasion. The re-union was attended by a large number of past and present students.

On 20th December a public meeting was held under the presidentship of Sri Bankim Chandra Kar, Speaker of the State

Assembly. Sri Nikhil Ranjan Ray, Chief of the State Social-Education Department was the guest-in-chief. The meeting made a strong plea for free library service and introduction of library act in the state to achieve this objective. The workers of the Association explained the steps the Association had taken to this end. Printed posters, depicting the importance of free library service in the building of nation was distributed to all libraries throughout the state.

Certificates were also awarded on this day to the sucessful candidates of Librarianship Training Examination of 1960 by Shi Arun Ray, Controller of Examinations, Calcutta University.

On 21st December, a convention of academic libraries was held under the presidentship of Dr. Gaurinath Sastri, Principal, Sanskrit College. A paper was distributed to all academic libraries, explaining the role of library at different stages of academic training – School College and University. The problems of library services at each of these stages and also the need for due recognition of library service by granting proper pay and status to library personnel were discussed by the participants. Many Colleges deputed their librarians and other representatives to the convention.

A full report of the central functions and library week celebration by other libraries appeared in *Granthagar*.

Organisation and Co-ordination.

A large number of new libraries with paid workers have been established in the state during the Second Five Year Plan period. A responsibility is increasingly devolving on them to educate and help our people for better citizenship. The Asssociation has always been trying to achieve the same objectives. The Association, therefore, feel the need for coming in close contact with the library personnel to exchange views and ideas on how to render best possible service to the library users in spite of many handicaps. The best way for it would be to have very intimate connection with the various District Library Associations. This year we were able to co-operate with the Hoogly, Burdwan and 24-Parganas District

Library Associations. Meetings of the library workers of these districts were held at Serampore, Burdwan, and Vidyanagar on 20th November, 27th November and 11th December respectively. The library workers and officers of the Block Development Offices participated in these meetings.

Another meeting of the workers of Bankura libraries was held at Patrasayer on 20th March on the occasion of the opening the new building of Sahridya Netaji Library. The District Librarian and the District Social Education Officer participated in the meeting.

A meeting of the workers of Calcutta libraries was held on 13th November at the Indian Association Hall. There was a general demand for establishing at least four libraries in Calcutta in the pattern of the District Libraries. This will enable the existing libraries to render better service with the help of improved resources of these central libraries. Renewed demand for municipal library service was specially voiced in the meeting.

Camp Training Class

Camp training classes are organised at various places of the state as a part of our organisation & co-ordination work. This year a camp-training class of two weeks duration was organised with the co-operation of the District Library, Vidyanagar. 35 library workers of 24-Parganas district, mostly from the Rural libraries received training. We also co-operated with the Tamluk District Library Centre in conducting another camp-training class.

Symposium and Colloquium

During the year under review two symposia and one colloquium were organised.

(a) A two day symposium on 27th and 28th February was organised under the joint auspices of the Association and the United States Information Services in Calcutta to discuss the following problems ;

(i) Society and the library
(ii) Utility of book-mobile in library extension work
(iii) School Library
(iv) Children Library

A book exhibition and a film show on libraries were organised in the morning of the 27th February at the U.S.I.S. office. In the afternoon the symposium was inaugurated by Dr. Dhirendra Mohan Sen, Secretary, Government of West Bengal, Education Deprtment at the Ramakrishna Institute of Culture, Gol Park. Dr Nihar Ranjan Ray presided over the inaugural session. On the first day the first two items were discussed. Shri B.S. Kesavan conducted the seminar.

Shri Subodh Mukhopadhyay, President of the Association and Mr Bartlet of U.S.I.S welcomed the invitees.

The deliberations of the second day were held in the National Library. Miss. K. Diehl, Professor of Library Science. Dacca University and Shri B.S. Kesavan presided over the sessions on School Library and Children Library respectively.

Representatives from various public libraries of West Bengal and from the adjoining states participated in the Symposium. Proceedings of the symposium had been published in *Granthagar* (Phalgun 1366 B.S)

(ii) Another symposium was held on the 4th December at the General Office of the Association to discuss the problem of rendering Bengali names in the heading of Library Catalogue. Dr. Jatindra Bimal Chaudhury presided. The Association was requested by the Indian Association of Special Libraries and Information Centres to give its views on the problem. The Special Libraries Association was responsible for ascertaining the view point of Indian librarians for discussion in the International Cataloguing Conference to be held in Paris in September, 1961. The Symposium was of the opinion that Personal names should be the entry element of Bengali names in the headings of Library Catalogue.

(iii) The Association was able to arrange for the following talks during the year under review :

1. Shri Rakhalchandra Chakravartibiwas : Library Service In the United States (on 10th December, 1960).
2. Shri Phanibhusan Ray : Colon Classification (A series of three talks)
3. Shri Manmatha Ray (Social (Adult) Education Department, Govt. of West Bengal) : Library Development Plan in West Bengal during Third Five Year Plan period (on 10th December, 1960).

Kumar Manindra Dev Rai Mahasai Memorial Meeting

The Association expressed its indebtness to Late Kumar Munindra a pioneer of library movement of the state on his birthday (31st July). Kumar Munindra was the President of the Association from 1939 until his death in 1945.

Preparation for Rabindra Centenary

Rabindranath was the first President of the Association. Therefore, the Association decided to celebrate the Centenary of Gurudeva in a befitting manner. A Committee was set up with Dr. Nihar Ranjan Ray as Chairman and Shri Gurudas Bandopadhyay as the Secretary to draw up the details of the programme. Dr. Nihar Ranjan Ray issued a circular stating the manner in which the librarians and libraries should celebrate the Centenary. The Circular was published in *Granthagar*, Aswin 1367 BS p. 247-248.

Own Building of the Association

The need for adequate accomodation for the Association was being felt for quite a long time. Mainly through the initiative of our President Shri Tincori Dutta an application was made to the authorities of the Calcutta Corporation to allot a piece of land to the Association at Kapalitola to build a house of its own. In the General Meeting some members contributed to start a Building Fund. The Executive Committee later agreed to set apart a sum of Rs. 1000/- for the Fund.

Draft Library Bill

It was understood that the Ministry of Education, Government of India was drafting a Model Library Bill for adoption by the states. The Association requested the Ministry to send a copy of the draft for comments. The Ministry promised to send it which is still awaited.

Pay and Status of Library Personnel

The Association has always been trying for the betterment of the pay and status of the library personnel of the state. A survey of the present working condition of the library personnel was made by Shri Prabir Ray Chaudhury our Assistant Secretary. The report along with specific recommendations regarding their pay and status was placed before the delegates of the 14th Bengal Library Conference for discussion. The paper was published in *Granthagar*, Chaitra 1366 BS, p. 396–427.

The University Grants Commisson circular stating its policy in respect of the pay and status of the professional staff working in University and College libraries was received late this year. While the Association appreciated the move of the U G C to accord proper recognition to the professional staff, it strongly felt that the bulk of the library personnel would not derive any benefit from this proposal. The Associatlan, therefore, decided to submit a memorandum to the U G C.

Librarianship Training

The Certificate Course of Training in Librarianship was successfully conducted during the year under review in two sessions. (Week-end and Summer). The Psychometry Department of the Indian Statistical Institute conducted Psychometry Tests for selection of students.

Preference was, however, given to the candidates deputed by various libraries including Government Departmental Libraries. We are very pleased to note that students from distant places like South India, Delhi, Manipur joined our

course. Following is a statement of the number of students who qualified during the last four years :

Year	Number admitted	Number appeared in the Examination*	Number Passed
1957	153	142	84
1958	154	159	83
1959	140	119	62
1960	166	143	100

*Includes candidates who could not qualify during one or two previous attempts.

Certificates to the successful candidates were distributed on 20th December at Mahajati Sadan by Shri Arun Ray, Controller of Examinations, Calcutta University.

Publications

The official organ of the Association *Granthagar* continued to be published regulary. The contents and get-up of the journal were considerably improved and earned wide appreciation.

'*Granthavidya*' Part II, by Dr. Aditya Kumar Ohdedar was published during the year.

The Publications Standing Committee was also responsible for bringing out the Souvenir on the occasion of the Re-union of the past and present students.

Library

The Association Library proved to be very useful to the students of both the Diploma and Certificate Courses of Training in Librarianship. Unfortunetly, owing to lack of adequate space in the office we were unable to make comfortable seating arrangement in the Reading Room. The library was kept open on Sundays and holidays from May to August for the convenience of our students. We continued to receive grants from Calcutta Corporation and Government of West Bengal for purchase of books.

Technical Advice

We recived a large number of requests for preparing select book lists, and also on various problems of Cataloguing and Classification. The "Select List of Bengali Books" which is being compiled by the Association will go a long way in solving book selection problems. The Association has undertaken the task of preparing a draft code in Bengali for cataloguing books.

The Association also compiled a Glossary of Cataloguing Terms in Bengali at the request of the Indian Association of Special Libraries and Information Centres with the help of Dr. Heramba Chattopadhyay of Sanskrit .College and Dr. Bratindra Nath Sen Gupta, Head of the Department of Sanskrit, Burdwan University.

Association Office

We received numerous requests from our members for extended office hours. Accordingly, we decided to keep our General Office & Library open from 4 P.M. to 9 P.M. instead of 6-30 P.M. to 9 P.M. We were able to get a telephone installed in our General Office & Library.

Publicity

We received co-operation from the local dailies and the district news papers in giving wide publicity to our activities. The local dailies published special articles on the occasions of Library Day and Library Conference.

LIBRARY DEVELOPMENT IN THE STATE

We reviewed the progress of library development activities in our reports of 1957, 1958 and 1959. We also give similar reports for 1960 :

Block Libraries & Library Centres

The work of the State Government in this field is closely allied to literacy work and Block Development activities. Under each Development Block, there is a provision for organi-

sation of libraries and each library is supplied with a grant of Rs. 100/- per annum. Library Centres are organised to provide post-literary reading facilities to the neo-literates. Following statement shows the progress of activities in this respect :

Year	No of Centres	No of Books	No of Persons benefitted	Amounts of Govt. Grant
1959-60	211	2,39,481	50,994	Rs. 45 000/-
1958-59	199	1,19,565	43,043	Rs. 45,000/-

Subscription Libraries

Book and equipment grants were annually sanctioned in favour of the subscription libraries conforming to a certain standard to enable them to improve and replenish their stock of books and equipment. Imposition of certain conditions regarding selection of books, provision of reading-room facilities, maintenance of records and accounts etc. has helped to bring about some uniformities and order in the working of these libraries. A list of selected Bengali books on various subjects was compiled and published by the Education Directorate to guide and assist the libraries in making proper selection of books for purchase.

The following table sums up the activities of the subscription libraries during the last two years.

Year	No of libraries aided by the Govt.	No of books in stock	No of books issued
1959-60	779	23.50.215	29 64 421
1958-59	643	18,59,474	24,08,850

Year	No of persons benefitted	Govt. Grant
1959-60	1,51,551	Rs. 89 000/-
1958-59	1,45 995	Rs. 75,000/-

State Central Library

The State Central Library made further progress towards its organisation in a renovated building which was made over to

the Directorate concerned during the previous year. The appointment of Sri Dinesh Chandra Sarkar, as the State Librarian was announced. We look forward with interest for the date when it will start rendering service.

District Libraries

The District Libraries continued their service as before. A few of the libraries have done away with imposition of subscriptions from their members.

The Appendix indicates the services rendered by them during the year 1959–60.

Rural Libraries

There is no change in the Govt. policy in respect of Rural Libraries as reported last year. The total number of such libraries at the end of 1959–60 stands at 364.

Area Libraries

The two Central Libraries at Banipur and Kalimpong each with a chain of six area libraries and a number of branch village libraries, worked within their jurisdiction covering 100 sq. miles (with a population of 50,000) and fifty hill villages.

Library Grants

Besides the grant to Library Centres, Block Libraries and subscription libraries, financial assistance was given to the following institutions for the promotion of library service.

(I) Paschim Banga Samaj Seva Samiti Rs. 5,000/– for extension and improvement of its Text Book Library.

(II) Indian Chemical Society Rs. 5,000/– for the purchase of scientific books for its Library.

(III) Bidyut Chakra Sadharan Pathagar Rs. 10,000/– for the construction of a library building.

(Iv) Bengal Library Association Rs. 4,250/– for conducting Librarianship Training Course and for the purchase of books.

Government claims that even on a moderate estimate, it was possible to put over 30 lakhs of books into effective circulation through the agency of the State-sponsored library

system. Over 10 laks of people have been regularly availing themselves of the benefits of this service.

Calcutta Corporation

Calcutta Corporation continued to extend financial assistance to various subscription libraries. Unfortunately, payment of grants are not made in time. In an editorial article published in *Granthagar* (Aswin 1367 BS) the Corporation was requested to expedite such payments to enable the libraries to utilise the grant in the most effective way.

The proposal of setting-up of a Municipal Library seems to have been permanently shelved.

Children Library

(i) Prof Humayun Kabir inaugurated the Children library housed in National Library on February, 1960. The library serves as a model Children library. (ii) Another Children library was started at Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park.

Our grateful thanks

We record our grateful thanks to :

(a) Government of West Bengal for the financial assistance rendered and furnishing facts and figures about their activities ;
(b) Calcutta Corporation for financial assistance rendered
(c) Messers George, Read & Co. Chartered Accountants who have been for years rendering very useful services by acting as Honorary Auditors of the Association
(d) Calcutta University, National Library, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Indian Statistical Institute for their ungurdging help in conducting our Librarianship Training course.
(e) the press for given wide publicity to our activities
(f) numerous friends, organisations, institutions who helped the Association in different ways
(g) the collegues serving on various Committees of the Association.

Dated, Calcutta
the 11th November, 1961

Bejoynath Mukhopadhyay
Honorary Secretary.

APPENDIX

District Libraries	No. of institutional members	No. of individual members	No. of people benefited	Books in stock	Total No. of books issued
Burdwan	180	775	53,130	10,436	31,536
Asansol	Nil	23	3,600	1,836	2,700
Birbhum	110	184	1,066	6,420	32,280
Bankura	24	375	23,560	3,867	18,086
Midnapur	52	—	2,663	1,736	Nil
Tamluk	79	1706	31,286	7,926	31,285
Purulia	43	601	698	7,755	20,817
Howrah	242	601	36,998	8,685	1,641
Hooghly	126	24	23,725	6,064	2,488
Rahara	78	1472	61,475	12,484	42,511
Vidyanagar	200	270	9,570	5,308	4,077
Nadia	130	184	16,000	11,312	4,705
Murshidabad	63	419	18,602	7,281	20 307
West Dinajpur	75	245	50,400	8,514	32,435
Jalpaiguri	19	266	24,888	5,743	22,400
Cooch-Behar	—	—	1,044	5,307	16,570
Darjeeling	10	387	40,402	8,484	14,412
Malda	28	365	55,842	11,609	22,374

Bengal Library

Balance Sheet as at

LIABILITIES	Rs.	nP.	Rs.	nP.
Fund Account				
Balance as per last account	11025	99		
Add Excess of Income over Expenditure for the year	2444	95	13470	94
Building Fund			7	00
Library Deposit			691	00
			14168	94

We report that we have audited the foregoing Balance Sheet of Bengal Library Association as at 31st December, 1960, and the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date with the books and records produced to us, and have obtained all the information and explanations we have required. In our opinion the said Balance Sheet and the Income and Expenditure Account have been drawn up in conformity with the Bye-laws of the Association and subject to the note hereunder the Balance Sheet exhibits a true and correct view of the state of the affairs of the Association according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Association.

Association

31st December 1960

ASSETS	Rs.	nP.	Rs.	nP.
Furniture				
Balance as per last account	2390	00		
Add during the year	10	50		
	2400	50		
Less Depreciation for the year	120	50	2280	00
Office Equipment				
Balance as per last account	2575	00		
Add during the year	173	78		
	2748	78		
Less Depreciation for the year	137	78	2611	00
Books				
Balance as per last account	4964	00		
Add during the year	1710	02		
	6674	02		
Less Depreciation for the year	298	02	6376	00
Publicity Materials				
Balance as per last account	105	00		
Less Depreciation for the year	5	00	100	00
Deposits				
With Calcutta Electric Supply Corporation Ltd.	40	00		
National Savings Certificate with GPO.	20	00	60	00
Investments				
Twelve Year National Plan Savings Certificate			1150	00
Cash & Other Balances				
With Calcutta University Co-op. Credit Society Ltd.	551	37		
" United Bank of India Ltd on Saving Bank Account	138	81		
" United Bank of India Ltd. on Current Account	643	99		
In hand	257	77	1591	94
			14168	94

Note :—Subscriptions outstanding as on 31st December, 1960 have not been brought into account.

Avenue House
Chowringhee Square, Calcutta.
22nd September, 1961.

Sd/- GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants
Honorary Auditors.

Bengal Library

Income and Expenditure Account

EXPENDITURE	Rs.	nP.	Rs.	nP.
To General Amnistration				
Salary to staff	2073	31		
Rent and electricity	1932	59		
Printing & Stationery	532	56		
Postage	1135	72		
Contingency	555	66	6230	04
,, Librarianship Training Course				
Honorarium to Lecturers	2150	00		
,, to Examiners	466	50		
Salary to non-teaching staff	145	00		
Examination Expenses	234	30		
Printing and stationery	108	94		
Miscellaneous	579	56	3684	30
,, Organisation and Co-ordination				
Annual meeting and Conference	451	00		
Other meetings	548	58		
Library Day	1000	22		
Camp Training	13	91	2013	61
,, Publication				
Granthagar	6556	67		
Directory and other publication	51	33		
Miscellaneous	128	00	6736	00
,, Library				
Book Binding	77	85		
Journal	250	11		
Miscellaneous	23	97	351	93
,, Depreciation				
Furniture	120	50		
Office Equipment	137	78		
Books	298	02		
Publicity Materials	5	00	561	30
,, Balance being excess of Income over expenditure			2444	95
			22022	13

Association

for the year ended 31st December 1960

INCOME	Rs.	nP.
By Subscription	3569	25
,, Donation	111	00
,, Government Grant	5036	50
,, Sale of Publications etc.	1643	57
,, Training Course	11582	85
,, Bank Interest	57	24
,, Miscellaneous	21	72
	22022	13

গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্পর্কে

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকার বর্ষসুরু ; বার্ষিক চাঁদা ৫·০০ টাকা ; প্রতিটি সংখ্যার মূল্য ·৫০ নয়া পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধ দিতে ইচ্ছুক যে-কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উপর লিখিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশন উপ-সমিতি সাদরে বিবেচনা করিয়া থাকেন। অমনোনীত প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকার সংবাদ বিভাগগুলির জন্য প্রেরিত উপকরণ সাদরে গৃহীত হয়। অমনোনীত হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদি পাতার একপৃষ্ঠে কালিতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধাদিতে আধুনিক বানান ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
- অনিবার্য নানা কারণে পত্রিকা প্রকাশনে ইদানিং বিলম্ব ঘটিতেছে। পত্রিকাটিকে হালনাগাদ করিয়া আনার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছি। আন্তরিকতার এই ত্রুটির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে আমরা মার্জনা চাহিতেছি।
- পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে বিবেচিত হইয়া থাকে। পত্রিকা প্রকাশনে যাঁহারা পরিষদের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পত্রিকা সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

পত্রিকা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা পুরাতন সংখ্যা জমাইয়া রাখেন না তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই সংখ্যাগুলি পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করেন ; পরিষদ সংখ্যাগুলি কিনিয়া লইবে :

ত্রৈমাসিক পর্যায়ের প্রতিটি সংখ্যা।

১৩৬৩ : বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র।

১৩৬৪ : প্রতিটি সংখ্যা

১৩৬৫ : বৈশাখ—ভাদ্র

১৩৬৬ : বৈশাখ—আষাঢ়, পৌষ

১৩৬৭ : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ—কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন

১৩৬৮ : বৈশাখ

সম্পাদক : গ্রন্থাগার : ৩৩ হুজুরিমল লেন
কলিকাতা - ১৪

গ্রন্থাগার ভাদ্র ১৩৬৮ Regd. No. C-3910

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

প্রাক-প্রকাশন মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করুন
ছাপাখানায় রয়েছে

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

এতে থাকবে

★ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিন সহস্রাধিক সাধারণ গ্রন্থাগারের জেলা-ভিত্তিক নাম, ঠিকানা ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি

★ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলির গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ যাবতীয় গ্রন্থাগারের নাম ও স্থান অনুযায়ী নির্ঘণ্ট

টেবল আকারে মনো টাইপে মুদ্রিত হইতেছে ।। সাইজ : আট পেজী ডিমাই

মূল্য ১০·০০ টাকা ॥ প্রাক-প্রকাশন মূল্য ৭·৫০ টাকা

[আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পূর্বে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে]

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

এতে থাকবে

★ ১৮০০ বাংলা গ্রন্থের বর্গীকৃত তালিকা

★ গ্রন্থের আখ্যা, বিষয় ও লেখকের নামানুযায়ী নির্ঘণ্ট

★ ৫০টি বিভিন্ন বিষয়ের নির্বাচিত বাংলা পত্রপত্রিকার নাম ও ঠিকানা

★ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও ঠিকানা

মূল্য ৩·০০ টাকা ॥ প্রাক-প্রকাশন মূল্য ২·৫০ টাকা

মনো টাইপে মুদ্রিত হইবে ।। সাইজ : আট পেজী ক্রাউন

[আগামী গ্রন্থাগার সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে]

বিজ্ঞাপন ও বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৩ হুজুরিমল লেন ॥ কলিকাতা ১৪

ফোন : ৩৪-৭৩৫৫

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

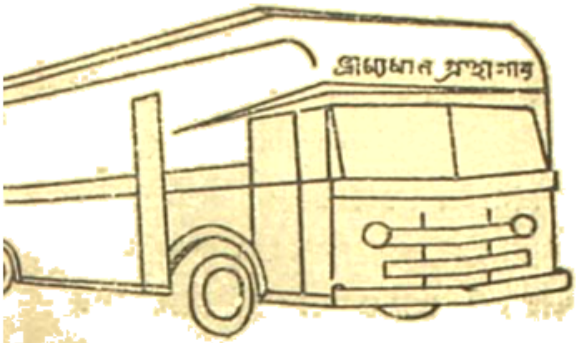

একাদশ বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা য়

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান ঃ গণেশ ভট্টাচার্য। চলমান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযান সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা ঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। দেশবিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ঃ চঞ্চল কুমার সেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা ঃ কাথারিণ ডিল। বাংলার চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থ ঃ অজিত কুমার রায়। বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ গোপাল পাল।

বার্তা বিচিত্রা ● সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আমাদের প্রকাশিত বই :

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের—মিলনান্ত ৩·৫০
(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের—
আকাশ নন্দিনী ৩·৫০, রাত্রির বয়স ৩·৫০,
গ্রাণ্ড হোটেল ৬·০০
(ফিকি বাউল প্রণীত এবং
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত)

● রমেশচন্দ্র সেনের—কাজল ৬·০০
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২·৫০

● সুশীলকুমার ঘোষের—গৃহ সাধনা ৬·০০

● গৌরকিশোর ঘোষের—অলবস্তরনম্
(রম্য রচনা) ৩·৫০

● ডঃ সুকুমার সেনের-বিচিত্র নিবন্ধ ৬·০০

● রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের—
গ্রন্থাগার প্রচার ২·০০

● ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের—তারাশঙ্কর ৮·০০
(তারাশঙ্করের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা

● সজনীকান্ত দাসের—রবীন্দ্রনাথ
জীবন ও সাহিত্য ৬·০০

● শিবনারায়ণ রায়ের—
নায়কের মৃত্যু (প্রবন্ধ) ৪·৫০

● অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ৬·০০

● ডঃ নারায়ণী বসু, এম.এ., ডি.ফিল্
Political Philosophy after
Hegel and Marx 5·00

● অবধূত—উদ্বাস্তুপুরের ঘাট
(নাটক) ৩·০০
(নাট্যরূপ দিয়েছেন স্বয়ং অবধূত)

॥ শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন ॥
৯ঃ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
৩৪-৪৯২১

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্স্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Periodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)
৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-২৩৮২

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps, Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments, Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models, Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
  Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus, Scientific Apparatus, Prize & Library Books, Gas Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road-9
(Junction of College Street and Harrison Road)

Head Office & Show Room :

80/1B Grey Street, Calcutta-6
Phone : 55-4166
Gram : ARTUNION, Cal.

Laboratory Furnishing is our Speciality

WEST BENGAL GOVERNMENT PUBLICATIONS.

		Price
1.	A Brief Note on Jute Weaving Industry	0·75
2	Report of the Darjeeling Enquiry Committee	0 25
3.	West Bengal Acts and Ordinances, 1958	4·75
4.	Recommendations of the Darjeeling Enquiry Committee and Action taken and other Comments thereon	0·25
5.	Bamboo Cultivation in West Bengal	0·62
6.	Irrigation & Waterways Department Code, Vol. I	6·00
7.	The Bengal Shops and Establishment Rules, 1941	0·25
8.	Statistical Hand Book, 1960 ...	2·00
9.	The Calcutta Municipal Act, 1951 as modified upto the 1st May, 1961	4 00

Mail Orders to be addressed to :

WEST BENGAL GOVERNMENT PRESS

Publication Branch

38, Gopalnagar Road, Calcutta-27

Local Cash Sales At :

Publication Sales Office,

1, Hastings Street, Calcutta.

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সংস্কার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রথিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [২৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া তেতাল্লিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও বুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা ; সুদৃঢ় বাঁধাই। [৮৷৷০]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরেজী বাংগলা আধুনিক শব্দকোষ। [১২৷৷০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃতমাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে। প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲]

গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ন্যাশনালের বই

কথা ও কাহিনী

অমরেন্দ্র ঘোষ

চরকাশেম

পদ্মার একদিক ভাঙে, একদিক গড়ে। এই ভাঙাগড়ার খেলায় কত জীবনের কত বিচিত্র কাহিনী। ঘূর্ণি-কুটিল পদ্মার বুকে সমস্যাজটিল দ্বৈপায়ন জীবনের সার্থক উপন্যাস। ৩.৭৫

ননী ভৌমিক

চৈত্রদিন

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, অন্তর্নিহিত আবেদনে মর্মস্পর্শী দশটি অপরূপ গল্পের সংকলন। ৪.০০

অরুণ চৌধুরী

সীমানা

ওপারে বাংলা, এপারে বাংলা, মাঝখানে তার সীমানা। কিন্তু মেহনতী মানুষের প্রাণগঙ্গা সেই সীমানাকে মানেনি। সীমানার ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই মেহনতী মানুষদের নিয়েই পাঁচটি অনবদ্য গল্পের সমষ্টি। ১.৭৫

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

ভাগলাদিহির মাঠে ১.৭৫

গোলাম কুদ্দুস

একসঙ্গে ২.০০

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে ১.২৫

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা (৩য় সং) ৫.০০

প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ৪.০০

সুকুমার মিত্র

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২.৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা ১৩

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

আশ্বিন ১৩৬৮

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান

গণেশ ভট্টাচার্য

00 গ্রন্থাগারের পঞ্চমুখী দায়িত্ব

দেশ বা জাতির পটভূমিতে ব্যক্তি তথা সমষ্টি সম্বন্ধে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আজ পঞ্চমুখী :

ক মানবিক পরিপূর্ণতা দান।

খ গবেষণা শক্তির অপচয় রোধ, পুষ্টি ও বিকাশ সাধন এবং সংরক্ষণ।

গ যথার্থ রাজনৈতিক চেতনাদান।

ঘ সাক্ষরতা অক্ষুণ্ণ রক্ষণ।

ঙ সানন্দ অথচ উৎকর্ষ সাধক অবসর বিনোদন।

01 সরকারের দায়িত্ব

এই পঞ্চমুখী দায়িত্বের মধ্যে প্রথম ৪টি সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্তর্গত। সে হিসেবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মুখ্য দায়িত্ব সরকারের। গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রগতিশীল দেশগুলি আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতি।

02 কেন্দ্রিক ব্যবস্থা

আইনানুগ হোক আর নাই হোক—দেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও অন্যান্য ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হোলে কেন্দ্রিক ব্যবস্থাই অধিকতর কার্যকরী।

০৩ অবশিষ্ট সমস্যা

দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ যাইহোক না কেন সুদূর গ্রাম্য অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হোতে হয় ঃ

ক বিষম ভৌগোলিক পরিবেশ।

খ প্রয়োজনীয় অর্থের অপর্যাপ্ততা।

গ উপরোক্ত কারণে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধা।

ঘ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবে জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহার অভাব; অর্থাৎ ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তণের আগ্রহের অভাব।

০৪ সমাধান

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের চিন্তা থেকেই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপূরকত্ব তার পশ্চাৎপটের বিবেচনায় সাময়িক এবং অসম্পূর্ণ বলে মনে হোতে পারে—প্রশ্ন হোতে পারে আজকের দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে পর্যায়ে উন্নত হোয়েছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেই পর্যায়ের সেবা পরিবেশন আশা করা যায় কি? কারণ এর পূর্ববর্তী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রশ্নটি ছোট ছোট গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি পাঠকের চাহিদা পূরণে অসমর্থ এবং এই ধরণের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের তুলনায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধার অভাব সব সময়ই থেকে যায়।

০৫ অনিবার্য কারণ

আর্থিক অপর্যাপ্ততা যে কোন পরিবেশে যে কোন গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পরিপূর্ণ রূপায়ণের পরিপন্থী। সুতরাং পূর্ণ পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে রূপায়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কর্মী সমস্যা রূপায়ণের অন্যতম অন্তরায়। অতএব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন যেখানে আশুপ্রয়োজনীয় অথচ সর্বত্র এই উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ সময় ও খরচ সাপেক্ষ এবং তার উপর কর্মী সমস্যা বিদ্যমান সেখানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারই একমাত্র উপায়। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলির আকৃতি ও প্রকৃতিগত ত্রুটি সেখানে অনিবার্য কারণেই মেনে নিতে হয়।

06 অভিযোগ

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অভিযোগগুলি স্পষ্ট ক'রে ব'লতে গেলে এই রকম দাঁড়ায় ঃ

প্রথমতঃ স্বাপন উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থগারের গন্তব্যস্থল একাধিক। সুতরাং স্থাবর কোন সংস্থার তুলনায় এ ধরণের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেবা পরিবেশনের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। অতএব ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সময়ের সংগে সংগতি রেখে উপস্থিত হোতে না পারলে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়তঃ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান সীমিত। সুতরাং গ্রন্থসম্ভার অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব সূত্রসন্ধানী গ্রন্থসম্ভারের অপর্যাপ্ততা এবং আসবাবপত্র সমন্বিত পাঠকক্ষের অভাব অনিবার্য।

07 স্বপক্ষে

উপরোক্ত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ রকমে মেনে নেওয়া চলে না। স্বপক্ষেও কিছু কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করা চলে।

ব্যবহারকারী ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উপস্থিতির মধ্যে অসংগতি যদি সেবা পরিবেশনের অন্তরায় হয় সে-ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা মাধ্যমে তা অনেকাংশে অপসারণযোগ্য। উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ করা চলে ঃ

ক ব্যবহারকারী ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উপস্থিতির সংগে সংগতি রেখে নিজের সময় আগে থেকেই স্থির করে রাখতে পারেন। অথবা

খ ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের পরিবর্তে সমষ্টিগত আদানপ্রদানের প্রথা প্রবর্তন করা চলে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সীমিত আয়তন, সাধারণ গ্রন্থসম্ভার ও সূত্রসন্ধানী গ্রন্থসম্ভারের অপর্যাপ্ততা এবং আসবাব পত্র সমন্বিত পাঠকক্ষের অভাবের জন্য দায়ী। একমাত্র পাঠকক্ষের সুযোগ সুবিধে বাদ দিলে অন্যান্য ব্যাপারে একটি সাধারণ শাখা গ্রন্থাগারও তার গ্রন্থসম্ভারের অপর্যাপ্ততার অভিযোগে অভিযুক্ত। সেই হিসেবে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, যার গ্রন্থসম্ভার অন্য কোন পর্যাপ্ত সংগ্রহের আয়তে

বারংবার পরিবর্তনের সুযোগে সমৃদ্ধ, তা যে কোন এই জাতীয় শাখা গ্রন্থাগারের তুলনায় অনেক বেশী সঞ্জীবিত। তাছাড়া শাখা গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্ভারের একটি বিশেষ অংশ অব্যবহার্য থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। সূত্র সন্ধানী গ্রন্থসম্ভার সম্বন্ধে শাখা গ্রন্থাগারের স্বয়ং সম্পূর্ণতা প্রায়ই একটা আকস্মিক ঘটনা।

০৮ বক্তব্য

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে স্থাবর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নানাভাবে স্থাবর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; এবং এই হিসেবেই সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা।

০৯ উপসংহার

উপসংহারে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিলে পশ্চিম বঙ্গের উপযোগী যে কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে তার স্থাবর অংশের রূপটি মোটামুটি এই রকম ঃ

		সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগার	১
১১	কেন্দ্রীয় নগর গ্রন্থাগার সমূহ	২৪
১১১	শাখা গ্রন্থাগার সমূহ	১৮৮
১২	কেন্দ্রীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহ	১৫
১২১	শাখা গ্রন্থাগার সমূহ	৭৭

নিরীক্ষার বিবরণে (১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা) জানা যায়—পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ ও উপনগর এলাকার বসবাসকারী ২০০ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ লক্ষ লোক ৫০০০এর বেশী লোকসংখ্যা সমন্বিত উপনগর এলাকায় বাস করে। বাকী ১৮৬ লক্ষ লোক ৪৫০০ গ্রাম এবং ৩০,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ছড়িয়ে আছে। এই বিশাল জনগণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা পৌঁছে দেবার একমাত্র উপায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। বিভিন্ন জেলায় এই ব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যকরী রূপ কি হোলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নীচে সেই সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশিত হোল। পূর্বোক্ত বিলই এই তথ্যের সূত্র।

	জেলা	গ্রামের সংখ্যা	ক্ষুদ্র পল্লীর সংখ্যা	সেবা পরিবেশন কেন্দ্রের সংখ্যা	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা
১	২৪ পরগণা	৯৮৮	২৮২৯	১০০০	৫০
২	হাওড়া	৩৭১	৪২৩	৫০০	২৫
৩	মেদিনীপুর	৪৫৩	১০০০৩	৫০০০	১৫০
৪	হুগলী	৩০০	১৬০৩	৮০০	৪০
৫	বাঁকুড়া	১৫৯	২১৩৬	১২০০	৬০
৬	বর্ধমান	৪৯১	২১৩৬	১০০০	৫০
৭	বীরভূম	১৮০	২০২৪	৯০০	৫০
৮	মুর্শিদাবাদ	৪৪৪	১৩৭৯	৮০০	৪০
৯	মালদহ	২৩৩	১৩৪০	৫০০	২৫
১০	পশ্চিমদিনাজপুর	৫৮	২২৪৫	৭০০	৩০
১১	দার্জিলিং	৮৩	৫১৫	২৫০	১৫
১২	জলপাইগুড়ি	২২৫	৫৫৮	৪০০	২০
১৩	কুচবিহার	১৫৮	১১০৩	৫০০	২৫
১৪	নদীয়া	২৬২	৯৭১	৬০০	০৩
১৫	পুরুলিয়া	৩৭৮	২৩৪৭	১১০০	৫৫
	মোট	৫৭৯১	৩১৬৪২	১৫২৫০	৬৬৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

গৃহ-নির্মাণ তহবিলের জন্য

অর্থ সংগ্রহে সহযোগিতা করুন

[পরিষদ সম্পাদকের নিকট হইতে রসিদ বহি পাওয়া যাইবে]

চলমান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযান সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠক যদি বর্তমান প্রবন্ধকারকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তাহলে তিনি প্রবন্ধের শিরোনামার সঙ্গে লেখকের নাম দেখে হয়ত ভাবছেন, 'তুমি চলমান গ্রন্থাগারের কতটুকু জান হে বাপু—তোমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাই বা কি আছে ?' কবুল করছি যে, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ যেটুকু খবর রাখি তা নেহাৎই ভাসা ভাসা। চলমান গ্রন্থাগার ও তার যাবতীয় বিষয়ের গভীরে গিয়ে যাঁরা বারোমাস মাথা ঘামান তাঁরা কি জানি কেন নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিতরণে অত্যন্ত কৃপণ। দীর্ঘ সময়ের নোটিশ দিয়ে এবং পরে তাগাদা-তম্বির করেও তাঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে একটা লেখা বের করা গেল না এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটির জন্যে। কাজেই অনভিজ্ঞ প্রবন্ধকারকেই পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্যে কিছু লিখতে হচ্ছে। অনধিকার এই আলোচনায় যদি কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় তার জন্যে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

হালে ছেড়ে দেওয়া লাইব্রেরী ইনস্পেক্টরীর কাজে বড়বাজার অঞ্চলের এক গ্রন্থাগারে গেছি। দেখি গ্রন্থাগার ঘরের এক কোণে কয়েকটি বড় বড় চামড়ার ব্যাগ। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে গ্রন্থাগারের জনৈক কর্মী বললেন যে ঐ গুলিতে বই ভর্তি করে সদস্যদের দোকান, গদি ও বাড়িতে বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গদি-সর্বস্ব জীবন অথচ বই পড়ার নেশা আছে এমন বহু শেঠজী আছেন যাঁদের জন্যে এই ব্যবস্থা। কারবারী আদমী তাঁরা, গদি ছেড়ে গ্রন্থাগারে আসার ফুরসৎ থাকে না তাঁদের। এই ব্যবস্থার জন্যে অতিরিক্ত মাশুল তাঁরা দিয়ে থাকেন, যার মোট অঙ্কে একাধিক লোক নিযুক্ত রয়েছে। একটা ক্যাটালগ আর প্রতি মেম্বারের নামে একখানা করে কার্ড থাকে বই লেনদেনের হিসেব রাখার জন্যে। শুধু দোকানে বা গদিতেই নয়, পর্দানসীন জেনানাদের জন্যে বাড়ি বয়ে বই দিয়ে আসার ব্যবস্থাও আছে। তাঁরা বাড়িতে বসে ইচ্ছেমত বই আনিয়ে অথবা ব্যাগের ভেতর থেকে কোনও বই বেছে নেন। এক্ষেত্রে কোন রকম গাড়ি এমন কি সাইকেলেও সম্ভব নয়। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে কোনও শেঠের গদিতে হয়ত যেতে হয়। কিংবা পাঁচ-সাত-তলা উঁচু বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে যেতে হয় কোনও অপেক্ষমানা পাঠিকার কাছে।

বড়বাজার অঞ্চলে ভাল লাইব্রেরী আছে পাঁচটি। তার মধ্যে বড়বাজার কুমার সভা সারা কলকাতায় তাঁদের ছড়িয়ে থাকা সদস্যদের কাছে এভাবে বই বিলি করেন। বঙ্গরত্ন পরিষদ, মহেশ্বরী পুস্তকালয়, মহাবীর লাইব্রেরীর সরবরাহ ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ।

ব্যবস্থাটা বেশ ভাল লাগল। মনে পড়ে গেল নিজেরই পাড়ার এক পুরোনো কথা। রেশন ব্যাগ হাতে একটি লোক আমায় একদিন পাকড়াও করে বলে, 'দু-চারটে পুরোনো বইপত্তর দিন না, আপনাকে আমার লাইব্রেরীর লাইফ-মেম্বার করে নেব।' অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব! প্রশ্ন করে জানলাম যে তার কাজ হচ্ছে ও অঞ্চলের বিভিন্ন পান-বিড়ির দোকান ও মনিহারী-মুদিখানায় দোকানীদের বইপত্তর যোগান দেওয়া। পুরোনো মাসিক পত্রিকা, রহস্যোপন্যাস, ঠাকুরদেবতার বই তার প্রধান স্টক। পাঠস্পৃহ দোকানীদের অবসর কাটানোর পক্ষে ঐ সব বই-ই যথেষ্ট। কোনও ফিল্ম স্টারের অথবা খেলোয়াড়ের ছবিওলা বইপত্র তাদের কাছে গরম মুড়ির চেয়েও মুখরোচক। পারিশ্রমিক হিসেবে লোকটিকে কেউ হয়ত কিছু পয়সা দেয় নয়ত দোকান থেকে কেউ বা এটাসেটা দেয়।

জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সর্বপ্রকার আধুনিক যান যখন গ্রন্থ বিলির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন থলে ভর্তি করে বই পাঠানোর পদ্ধতি নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হবে। কিন্তু সহরের গলিঘুঁজির মধ্যে ও ফ্ল্যাট বাড়ির উচু তলায়, পঙ্গু ও শয্যাশায়ী বিংবা পর্দানসীনা পুরনারীদের কাছে পাঠতৃষ্ণা নিবারণের উপকরণ পৌঁছিয়ে দেবার পক্ষে ব্যবস্থাটা ভাল। পার্বত্য জেলা দার্জিলিং-এর জনপদগুলিতে যেখানে সামান্য প্রয়োজনে শত শত ফুট ওঠানামা করতে হয় সেখানে এ ব্যবস্থার উপযোগিতা খুবই এবং সমতল ভূমির গ্রামাঞ্চলে নদীনালা, পথপ্রান্তর পেরিয়ে গ্রন্থ সরবরাহের প্রয়োজনে পদ্ধতিটি যথেষ্ট উপযোগী বলে মনে হয়। তাছাড়া অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের অন্তপুরিকাদের পক্ষে গ্রন্থাগারে গিয়ে নিয়মিত বই বদলানো এখনও স্বপ্নাতীত। অথচ তাঁদের পাঠস্পৃহা যে নেই বা তা সৃষ্টি করা যায় না, সে কথা মনে করা ভুল। তাঁদের জন্যে বিশেষ করে ব্যবস্থাটি উপযোগী।

এতো গেল স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে বাড়ী বাড়ী বই বিলি ব্যবস্থার কথা। এখন প্রকৃত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলা 'গ্রন্থযান' কথাটির সাহায্যে 'বুকমোবাইল' ও 'ডেলিভারি ভ্যান' দুই-ই বোঝানো হয়। প্রথমটি হোল পুরোপুরি একটি চলমান গ্রন্থাগার, দ্বিতীয়টি হোল গ্রন্থবাহী একটি যানমাত্র। প্রথমটি সরাসরি পাঠককে বই দেয়, পক্ষান্তরের দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে বই যোগান দেওয়া। দুটি ব্যবস্থারই সুবিধা ও অসুবিধা আছে অনেক বা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ; তবে পশ্চিম বাংলায় যে গ্রন্থযানগুলি দেখি সেগুলি দ্বিতীয় গোত্রের। সেজন্যেই হয়ত হাওড়া ছাড়া অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের গাড়িগুলি নেহাতই মামুলি ধরণের আকৃতিতে নির্মিত। গ্রন্থযানের এই নির্মাণ বা আকৃতিগত দিক সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে যার উল্লেখ তারই সঙ্গে জড়িত অন্য একটি প্রশ্নে আলোচ্য বিষয়টিকে একটু হয়ত নিয়ে যেতে পারে।

গাড়ীতে করে গ্রামাঞ্চলে বই বিলি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে জনসংখ্যার অত্যন্ত এক ক্ষুদ্র অংশ এর সুযোগ গ্রহণে সক্ষম। কারণ

মানুষের অক্ষরজ্ঞান ও পাঠস্পৃহার অভাব। জনসাধারণের অর্থকোষ পুষ্ট বায়বহুল এই ব্যবস্থার সার্থকতা একমাত্র সম্ভব-যদি এই গ্রন্থযানগুলির সঙ্গে বৃহত্তর জনসংখ্যার একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ গ্রন্থযানগুলির গঠনে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সহজে এপিডিয়াস্কোপ, সিনেমার সরঞ্জাম, ছবি, পোস্টার প্রভৃতি ছোটখাট একটা চলমান প্রদর্শনী বহন করা সম্ভব হয়। উদ্দেশ্য, গ্রামাঞ্চলের উদাহরণ দিয়ে বলি কেতখামার, সেচসার, কৃষিঋণ, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য ও খবরাখবর পরিবেশন করা, গানবাজনার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন করা, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিভৃত বৈচিত্র্যহীন গ্রামজীবনের সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় ঘটানো। পুনরুক্তি করে বলি যে সমাজের বৃহত্তর অংশ যেখানে নিরক্ষর সেখানে গ্রন্থ বিলি-ব্যবস্থার মধ্যে গ্রন্থযানকে শুধু ব্যবহার করা নিরর্থক ও অসঙ্গত।

স্থানাভাবে আলোচনাটা এখানেই শেষ করি। দুটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের উল্লেখ না করে পারলাম না।

প্রথমটি হচ্ছে এই যে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত গ্রন্থযানগুলির অত্যন্ত অপব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছি। যদি বলেন যে প্রমাণ দাও কবে, কখন, কোথায় অপব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছ, তাহলে বলব যে বর্তমানে সারা সমাজ জুড়ে যত দুর্নীতি ঘটে চলেছে সাদাকালোয় যার কোনও প্রমাণ থাকে না; তবে অপব্যবহার সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত দরকারি কথা হোল এই যে গ্রন্থযানের অপব্যবহার জনসাধারণের মনে একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যে শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা নিয়ে গ্রন্থযান চিত্তপ্রিয়তা লাভ করে তা তার অপব্যবহারে বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয় অপ্রিয় বক্তব্যটি হচ্ছে গ্রন্থযানের প্রশাসনিক দিক সম্পর্কে। গ্রন্থযানের কর্তৃত্ব নিয়ে বহু জেলায় একাধিক উচ্চপদাসীন ব্যক্তির মধ্যে মন কষাকষি লক্ষ্য করেছি। গ্রন্থযানের কর্তৃত্ব জেলা গ্রন্থাগারিককেই দেওয়া উচিত। দু'একটি জেলায় ছাড়া অধিকাংশ জেলাতেই অফিসারের তাঁবেতে গ্রন্থযান চলে।

২০শে ডিসেম্বর—গ্রন্থাগার দিবস

কেন্দ্রীয় জনসভা

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট ॥ সন্ধ্যা ৬টা

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুর্নমিলনোৎসব

১৯শে ডিসেম্বর ॥ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট ॥ সন্ধ্যা ৬টা

দেশবিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

চঞ্চল কুমার সেন

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বলতে কোন একটা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগকে বোঝায়। উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষা প্রসারে উৎসাহী এন্ড্রু কার্ণেগী ইংল্যাণ্ডে কাউন্টি লাইব্রেরী ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ বিভাগের প্রবর্তন করেন। প্রথম যখন এই বিভাগ চালু হয় তখন বাক্সের মধ্যে বই নিয়ে ট্রেণ বা অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত কোন এক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং সেই অঞ্চলের জনসাধারণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐসব বই পড়বার জন্যে ধার দেওয়া হ'ত। যে সব গ্রাম্য অনুন্নত অঞ্চলে ভাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং যেখানে খুব বড় গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও নেই সেই সব অঞ্চলের জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে মেটাবার চেষ্টা তখন থেকেই চলে আসছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যানবাহনের অনেক উন্নতি দেখা দিয়েছে। অটোমোবাইল আবিষ্কার এবং তার বহুল ব্যবহার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকেও প্রভাবান্বিত করেছে। তাই পরবর্তী যুগে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশক থেকে আমরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থযানরূপে মোটর ভ্যানের ব্যবহার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে দেখেছি।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ইওরোপের অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রগুলো ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন আগেই অনুভব করেছিল। ভারতবর্ষেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই। পরাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবহার প্রথম সুরু হয়। এ বিষয়ে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় তাঁর 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার' গ্রন্থে লিখেছেন :—

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যে বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যকর করা হয়। তিন বৎসর পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তথায় বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ক্রমশঃ রাজ্যের নানাস্থানে গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি সাধন হয়। এখন সকল জেলায়ই প্রান্তে প্রান্তে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। যে সব পল্লীতে গ্রন্থাগার স্থাপনের সুব্যবস্থা নাই সে সকল স্থানে পুস্তক-পূর্ণ বাক্স পাঠাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছে।"

বরোদায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে সমগ্র বরোদা রাজ্য ২২৩টি কেন্দ্র থেকে ৩৯০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২২৭০০ পুস্তক ১০১০০ পাঠককে সরবরাহ করেছে।

১৯১৪ সাল থেকে অন্ধ্র প্রদেশের বেজওয়াদাকে কেন্দ্র করে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয় সেই আন্দোলনের মধ্য থেকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের এক নতুন রূপ আমরা অবলোকন ক'রতে পারি। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ভাষায় :

"নৌকাযোগে অন্ধ্রদেশের গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগারের বাণী প্রচার ও পুস্তক বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সব স্থানের সকল শ্রেণীর লোকই গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পুস্তক পাঠে আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে।"

নৌকাকে গ্রন্থযান রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। রেলগাড়ী করে গ্রন্থ লেনদেন সহজসাধ্য করবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টায় ও অঞ্চলে বই বহন করবার মাশুল এক সময় শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেন রেল কর্তৃপক্ষ।

উত্তর প্রদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারও অনেক আগেই দেখা গেছে। প্রায় বাইশ বছর আগে বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জনশিক্ষা প্রসারের জন্যে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রেছিল।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার ফলে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। ইউনেস্কোর সাহায্যে দিল্লীতে যে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তার অংশরূপে ১৯৫৩ সাল থেকে একটা ৫ টন অস্টিন মোটর ভ্যান ৩০০০ বই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ২০ মাইল পরিধির মধ্যে দিল্লীর আশেপাশের সহরতলী ও গ্রামাঞ্চল প্রদক্ষিণ ক'রে জনসাধারণের হাতে হাতে বই পৌঁছে দিচ্ছে। ১৯৫৮ সালের আগষ্ট সেপ্টেম্বর সংখ্যা Unesco Bulletin for Libraries পত্রিকায় দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টর এম, এম, এল টান্ডন তাঁর At the door steps of our reader প্রবন্ধে দিল্লী সাধারণ পাঠাগারে ব্যবহৃত গ্রন্থযানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা নীচে তুলে দিলাম :

The Delhi Public Library Mobile unit possesses a 5-ton 'Austin of England' vehicle with 180 inch wheel base and a trailer specially designed to carry a 2·5 kw. generator. The chassis is full-forward drive. On this stands the steel structure inside which teakwood shelves are screwed. The shelves, 5 feet high and 11 inches deep, are designed so that when the van is moving the books do not fall down. It can accommodate about 3000 books and serves mainly as a lending library. There is only one gate near the front wheels which serves both as "entrance" and 'exit" for the public. The counter for charging and discharging books is behind the driver.

Ventilators which provide natural air and allow daylight to enter are placed between the roof and the top of the shelves.

In addition to the normal wiring system which uses the vehicle's

battery as its power source a generator is carried when we visit the village. In the urban district we obtain electric power for lights and fans from the street poles. The van is also fitted with a loud speaker to announce its arrival. This was the first locally constructed mobile library van and a number of improvements were made in the van subsequently designed by us for other states in India. The new vans were smaller and were designed to be used as 'library-cum-educational equipment vans' rather than only as lending library vans.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও প্রতিটি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান শাখার জন্যে মোটর ভ্যান কিনতে ২৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো জেলায় ইতিমধ্যে ভ্রাম্যমাণ বিভাগ চালু হয়ে গেছে। জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে এই মোটর ভ্যান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত করাল লাইব্রেরী ও এরিয়া লাইব্রেরীগুলোকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক পৌঁছে দেয়। ঐ করাল বা এরিয়া লাইব্রেরী ঐসব পুস্তকের কিছু অংশ নিজেদের পাঠকদের জন্যে রেখে বাকি অংশ থেকে কিছু কিছু ক'রে বই সভ্য তালিকাভুক্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগার-গুলোকে সাইকেল পিওন দিয়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে। গ্রাম্য গ্রন্থাগার ঐ বই তার পাঠকদের পড়তে দেয়। এইভাবে বই দেবার ফলে বহু দূরের পল্লী অঞ্চলেও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বই পৌঁছে যায় সন্দেহ নেই, তবে সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ শাখার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। ফলে পল্লী অঞ্চলের পাঠকদের মনে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিতে পারত সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

লাইব্রেরী অ্যাডভাইসারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় সারা ভারতবর্ষে বর্তমানে ১০১০৭টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আছে। রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড় থেকে সম্প্রতি সাইকেল ভ্যানে সাহায্যে বিভিন্ন পল্লীর শিশু এবং মহিলাদের মধ্যে গ্রন্থ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে ইস্টার্ণ রেলওয়ের জামালপুর অঞ্চলে ট্রেনে এক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে।

এত গেল আমাদের দেশের কথা, এবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি ধরণের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রচলিত আছে সে বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাক।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি লাইব্রেরী ভ্রাম্যমাণ শাখা এবং প্রদর্শনী ভ্যান রূপে মোটর ভ্যান ব্যবহার করতে শুরু করে। বর্তমানে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে ২৫০টি গ্রন্থযান ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণদের মধ্যে গ্রন্থ সরবরাহ ক'রছে।

সুইডেনে গ্রন্থযান রূপে মোটর ভ্যান ছাড়াও ট্রেণ এবং নৌযানের ব্যবহার দেখা যায়। লুলি-নারভিক রেলপথ (Lulea-Narvik Railway) দিয়ে ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি রবিবার একখানা পুস্তকবাহী ট্রেণ ৭ ঘন্টা ধরে ১০০ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন

অঞ্চলের পাঠকদের হাতে পুস্তক পৌঁছে দিচ্ছে। কিরুনা সাধারণ পাঠাগার (Kiruna Public Library) সুইডেনের রাষ্ট্রীয় রেল পরিবহনের সহায়তায় এই ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও গ্যালিভেয়ার-মালমবারগেট (Gallivare-Malmberget) সাধারণ গ্রন্থাগারও অনুরূপ একখানা পুস্তকবাহী ট্রেণ লুলি-নারভিক রেলপথের অন্য এক লাইনে চালনা ক'রতে শুরু ক'রেছে।

সুইডেনের স্টকহলম ও গোটেবার্গের মাঝখানে কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ওখানকার মৎসজীবীদের অনেকেই এই সব দ্বীপে বাস করে। এদের মধ্যে বছরে দুবার নৌকো ভাড়া করে বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটেবার্গ সাধারণ পাঠাগার একটা প্যাসেঞ্জার স্টীমার ভাড়া করে সুইডেনের পশ্চিম উপকূলের মৎসজীবী ও নৌকো নির্মাতাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বই পৌঁছে দেবার সুব্যবস্থা চালু করেছে। এই স্টীমারের উপরের তলায় লেন্ডিং লাইব্রেরী এবং নীচের তলায় পাঠকক্ষ। লেন্ডিং লাইব্রেরীতে প্রায় চার পাঁচ হাজার বড়দের এবং ছোটদের বই থাকে। পাঠকক্ষে সাধারণত বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদ পত্র সাজান থাকে। কাউন্টি গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান এবং দুইজন সহকারী এই ভাসমান গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। গোটেবার্গ থেকে রওনা হয়ে দশ এগারো দিনের মধ্যে ৬৪টি অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে প্রায় ১০০০ বই ইসু করে এই ভাসমান গ্রন্থাগার।

সুইডেনের মত নরওয়েতেও ভ্রাম্যমাণ ভাসমান গ্রন্থাগারের প্রচলন আছে। ডেনমার্কের স্ভেনবর্গ (Svenborg) কাউন্টি লাইব্রেরী গ্রন্থযান হিসাবে একটা শক্তিশালী মোটরলঞ্চ ব্যবহার করেছে। এই মোটরলঞ্চে করে ৫০০ বই নিয়ে একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী গ্রন্থাগারিক বির্কহোম (Brikholm) জোর্টো (Hjorto) এবং স্কারোর (Skaro) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে ঐ বই ইসু করেন।

জার্মানীর অগসবার্গ, ব্রানসউইক, হ্যানোভার, মানচেন এবং আরও অন্যান্য বড় সহরে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার রূপে মোটর ভ্যানের প্রচলন আছে। মানচেনে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারের চাহিদা নিরূপণ করবার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে ট্রামগাড়ীকে গ্রন্থযান রূপে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থযান হিসাবে এ এক অভিনব পরিকল্পনা সন্দেহ নেই।

ভিয়েনা মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার থেকে যে গ্রন্থযানের সাহায্যে ১৯৫৮ সাল থেকে অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের হাতে গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তার একটা বর্ণনা জানুয়ারী ১৯৬১ সালের Library Trends পত্রিকায় প্রকাশিত S. H. Horrocks ও J. A. Hargreavesএর 'Bookmobile operations over the World" প্রবন্ধ থেকে তুলে দিলাম।

"Viena municipal libraries began to operate Austria's first bookmobile in 1958. The specially designed six wheeled articulated vehicle, whose trailor is thirty five feet long and eight feet wide

has several interesting features. The interior of the bookmobile is divided into three sections. The entrance is from the rear, by a door which the reader outside or the librarian at the counter can open by a press button. The section first entered is a reading room containing an umbrella stand, clothes' hooks and ten chairs with writing rests The reading room is divided from the library stack by a counter, as this is a closed access library. It was considered that conditions would be too cramped for an open access system.

The front end of the vehicle is curtained off to form a staff work room, in which a desk is built accross the far end at which two people can work. Under the middle of the desk are six catalog drawers and two wide drawers. The book stack is continued in this part of the bookmobile, and carries three thousand volumes. It visits twenty one service points in eighteen outlying districts of North East Vienna. Road side indicators mark the service points and times of the book mobile's visits, which are twice monthly. The service begins alternately at 3 P.M. and 5 P.M. in order to reach a greater number of readers. A loud speaker and film apparatus are available for lectures, poetry readings, and film shows. For this extension activites the counter can be opened to make a longer room."

বেলজিয়ামের আনতোয়ারপ থেকে ৩০ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট চওড়া একটা পুস্তকবাহী মোটর ভ্যান সমস্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়।

ফ্রান্সে গ্রন্থখান হিসাবে মোটর ভ্যান ও পুস্তকবাহী ট্রেণের প্রচলন আছে।

আমেরিকার সেন্টলুই কাউন্টি লাইব্রেরী থেকে একটা সুন্দর ভ্রাম্যমাণ বিভাগ পরিচালনা করা হয়।

এ ছাড়াও গ্রীসে, মালয়ে, থাইল্যাণ্ডে, বাগদাদে, ঘানাতে এবং পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউনেস্কোর অর্থ ও মোটর ভ্যানের সাহায্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিল সারওয়াক দ্বীপের দুর্গম গ্রামগুলিতে এরোপ্লেন থেকে প্যারাচুটের সাহায্যে পুস্তক সরবরাহ করছেন।

পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, তাহোলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। যদি কোন পাঠক আমার গ্রন্থাগারের দ্বারে এসে না পৌঁছতে পারে, তাহোলে আমার গ্রন্থসম্ভার নিয়ে আমাকেই তার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই দর্শন থেকেই জন্ম নিয়েছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা

কাবারীণ ডিল

[নিবন্ধটি গত বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক গ্রন্থাগার সম্মেলনের 'গ্রন্থযান' বিষয়ক অধিবেশনে প্রদত্ত সভানেত্রীর ভাষণ। শ্রীমতী ডিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের অধ্যাপনার কাজে রত ছিলেন। বর্তমানে তিনি শ্রীরামপুর কলেজে কেরী গ্রন্থপল্লী সংকলন কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন। ভাষণটি অনুবাদ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয় ভূষণ রায়।]

গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমরা আমাদের সংগ্রহের কথা স্মরণ করি এবং গ্রন্থাগার বলিতে উহার অভ্যন্তরের বিষয় বস্তুকেই বুঝাইতে চাহি। আমি গ্রন্থাগার ভবনের কথা বলিতে চাহিনা। কারণ আমরা যদি এখন এক আরামদায়ক স্থানের কল্পনা করিতে পারিতাম যেখানে কোন বৃষ্টি, ধুলো আলো এবং দিনের কোন সমস্যা থাকিত না; সেখানে আমাদের গ্রন্থাগার ভবনেরও প্রয়োজন হইত না। আমরা গ্রন্থ সকল বাইরে রাখিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থাগার ভবন গ্রন্থগুলিকে আবহাওয়ার হাত হইতে এবং যে সকলে ব্যক্তি গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে অজ্ঞ তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অর্থাৎ ইহার সংগ্রহই আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু। দেশের চারিদিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, সহর হইতে ছোট সহরে, এমন কি সম্ভব হইলে ঘরে ঘরে একটি গ্রন্থযানের সাহায্যে কি প্রকারের গ্রন্থ সরবরাহ করা যায় ইহা স্থির করিবার আগে আমাদের জানিতে হইবে কাহারা আমাদের পাঠক—কি প্রকারের জনগণকে আমরা পুস্তক পরিবেশন করিতেছি—কত সংখ্যক ব্যক্তি আমাদের এই কাজে উপকৃত হইতেছে এবং কোন স্বার্থে পাঠকগণ আমাদের নিকট আসিবে? অতএব আমরা আমাদের এই আলোচনাকে শুধু পুস্তক সংগ্রহের উপর সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহি। কেন না যেখানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ অনেকদিন হইতে চলিতেছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও বেশীর ভাগই পুস্তক সরবরাহ করা হয়। পুস্তিকা অথবা অডিও ভিসুয়াল এড্‌সের সংখ্যা সেখানে খুবই কম। ধরা যাক আমরা এইরূপ একটি স্থানে যাইতেছি যেখানে শিক্ষার মান তুলনামূলক ভাবে বেশী —অর্থাৎ শিক্ষিতের সংখ্যা শত করা ৫০% সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা অনেকেরই উপকার করিতে সক্ষম হইব। যদি তাহা না পারি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের প্রচার আশানুরূপ হয় নাই। অপরদিকে এমন একটি স্থানের কথা ধরা যাক যেখানে শিক্ষার মান তুলনামূলক ভাবে নীচু—অর্থাৎ শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০% অথবা তার চেয়েও কম। সেখানে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের কার্যক্ষমতাও স্বভাবতই কম হইবে।

ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের সংগ্রহের সংখ্যা সাধারণত পাঠক্ষম অথবা পাঠ শ্রবণে সক্ষম এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আপনারা জানেন যে একজন জোরে জোরে পড়েন এবং আর কয়েকজন তাঁহার নিকট বসিয়া উহা শ্রবণ করেন। আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে ইহা শুধু শিশুদের ক্ষেত্রেই নহে বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইহাও ঠিক যে একজন বয়স্ক লোক যদি উচ্চস্বরে পড়িতে থাকেন এবং পাঁচ ছয় জনে মিলিয়া উহা যদি শ্রবণ করেন তাহা হইলে সেখানে কেবল একখানা পুস্তকেরই প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেখানে পাঁচ ছয় জনে পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক পুস্তক পাঠ করেন সেখানে পাঁচ ছয় খানি পুস্তকের প্রয়োজন হয়। সেই জন্যে গ্রন্থযানের আকৃতি এবং পুস্তক বহনকারী বাক্সের আকৃতি পাঠ সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। অনুরূপ ভাবে পুস্তক সংগ্রহের আকৃতি, বিশেষত একটি পুস্তকের অনেকগুলি সংখ্যা, পাঠাগারের বর্তমান পাঠকের চাহিদার উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করা হয়। আমি আগামী বৎসরের অথবা আরও তিন বৎসরের পরের কথা বলিতে চাহি না। আমি আজকের কথাই বলিতে চাহি।

গ্রন্থযান বলিতে কোন একটি যন্ত্র চালিত গাড়িকে বুঝায়। শহরে যে সব গাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় উহারা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একটি মোটর গাড়ী যত্নের সহিত চালাইলে আট হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত ভালভাবে চলিতে পারে। কিন্তু উহা একজন চালক দ্বারা একই প্রকার কাজের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের সম্পত্তি এবং এই বৎসরের চালক আগামী বৎসরের চালক নাও থাকিতে পারে। একজনের ফাউন্টেন পেন যদি অন্য আর একজনের ব্যবহারের ফলে উহার নিব যেইরূপ নষ্ট হইয়া যাইবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবস্থাও সেইরূপ। কিন্তু একটি মোটর গাড়ী বেশী দিন টিকিবে না এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহা কখনও যুক্তিসংগত নহে। আমরা আজকে প্রয়োজনের জন্যই এটাকে কাজে লাগাব। দশ বৎসরের কথা চিন্তা করিব না।

বিভিন্ন রকমের কাজ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে করা যাইতে পারে। যে সমস্ত স্থানে পার্সেল করিয়া পুস্তক পাঠান সম্ভব সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে ছোট গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠান যাইতে পারে, পরে সেই সকল পুস্তক ঐ পাঠাগারের পাঠকদের মধ্যে সরবরাহ করা যাইতে পারে। এরপর পাঠকদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে পুস্তক সরবরাহের কথা আসিবে। যে সমস্ত পাঠক পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র হইতে দূরে থাকেন এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের চলাচলের রাস্তার পার্শ্বে বাস করেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পাঠকদের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার হইতে প্রত্যক্ষভাবে পুস্তক সরবরাহ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত উভয়ক্ষেত্রেই মোটর গাড়ীর সাহায্যে পুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানে বৎসরের ছয় মাসই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ নৌকার সাহায্যে করা হয়। পুস্তক কেন্দ্রে পুস্তক জমা দেওয়া ও আনয়নের কাজ যাঁহারা করিবেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে পুস্তক বিতরণ এর কর্মীগণ হইতে আলাদা ধরণের

হইবেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে অন্যান্য গ্রন্থাগারে পুস্তক আনয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একজন বিশ্বস্ত চালকের। কিন্তু যখন আমরা আমাদের পথের মাঝখানে শিশু অথবা বয়স্কদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র খুলিব তখন এমন একজন কর্মীর প্রয়োজন যিনি পুস্তক সম্বন্ধে ভাল খোঁজখবর রাখেন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের চারিদিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কাজ করি।

সাধারণতঃ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে যে প্রকারের কাজ আমরা করিয়া থাকি তাহার জন্য নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঐ অঞ্চলে কি ধরণের বিদ্যালয় আছে। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় না উচ্চ বিদ্যালয়? কলেজ, হাতের কাজ শেখার বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিনা তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সহজ শব্দের পুস্তকের প্রয়োজন। যে সমস্ত অঞ্চলে নানাপ্রকারের লোক বসবাস করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের পুস্তকের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে সাধারণ শিক্ষিত অঞ্চল অপেক্ষা অন্যান্য অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহের কাজ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পক্ষে অসুবিধাজনক। আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে কোথায়, কোন অঞ্চলে জনসাধারণ বাস করে। আমরা আমাদের গ্রন্থযান শুধু গ্রামে লইয়া যাইতেছি—না বড় সহরে লইয়া যাইতেছি—না বড় সহরের চারিপার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরতলীতে লইয়া যাইতেছি? কলিকাতা হইতে উহার চারিদিকে সহরতলীতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের চারিদিকে অবস্থিত গ্রামে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ সম্পূর্ণ পৃথক। দুই স্থানের জন্য পুস্তক সংগ্রহ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে আমরা কি প্রকারের বয়স্ক লোকদের উপকার করিতেছি। সদ্য শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তির কথাই ধরা যাক। তাহাকে নিশ্চয়ই ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুর উপযোগী একই ধরণের সহজ পুস্তক দেওয়া উচিত হইবে না। সুতরাং আমাদের সমাজে বয়সের সমতাই সংগ্রহের এবং কাজের পরিমাণ স্থির করিবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে 'গল্প বলার সময়ের' (story hour) প্রয়োজন নাই। সেখানে পাঠকেন্দ্রের প্রয়োজন।

এরপরে আমরা যে অঞ্চলে যাইতেছি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের বৃত্তি এবং সেখানকার স্থানীয় শিল্পের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিল্প প্রধান গ্রামে যাইতেছি না কৃষি প্রধান গ্রামে যাইতেছি, তাঁতীদের গ্রামে যাইতেছি না বরন শিল্পাঞ্চলে যাইতেছি? ইহা আমাদের খেয়াল করিতে হইবে। যখন আমরা এমন কোন গ্রামে যাইতেছি যেখানে কৃষিকর্মই প্রধান সেখানে নিশ্চয়ই শিল্পকলার উপর লিখিত পুস্তক চলিবে না। অনুরূপ ভাবে শিল্পাঞ্চলে নিশ্চয়ই কৃষি কাজের পুস্তক চলিবে না।

বর্তমানে আমাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ সম্পর্কে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে দূরদর্শীতা এবং অদূরদর্শীতা হইতে

সমভাবে বিপদ আসিতে পারে। সর্বপ্রথম মোটরগাড়ী যাহা আমাদের সর্বদাই প্রয়োজন উহার কথা ধরা যাক। আমার মনে হয় তিন চাকার গাড়ীই উত্তম। কেননা ইহা এক সাথে দুই তিন মণ পুস্তক বহন করিতে পারে। বেশী পেট্রোলের প্রয়োজন হয় না। সরু পথ দিয়া ইহা যাতায়াত করিতে পারে। একজনের বেশী দুইজন ইহাতে চলাচল করিতে পারে না। আজকের কি প্রয়োজন? আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে? যখন আমরা কর্মচারী এবং যন্ত্রপাতির কথা চিন্তা করি তখন আমরা তিন অথবা পাঁচ বৎসরের চেয়ে অধিক পরের কথা চিন্তা করিতে পারি না। যদি গ্রন্থযানের কাজ ভালভাবে চলে তবে সমাজ নিশ্চয়ই উহা অনুধাবন করিতে পারিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে একটি ছোট গাড়ির দ্বারা যদি একটি অঞ্চলের কাজ ভালভাবে করা যায় তাহা হইলে উহার অধিবাসীগণ অত্যন্ত খুশী হইবেন এবং স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া উহার অভাব মোচন করিবেন।

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনের গ্রন্থযান

বাংলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থ

অজিত কুমার রায়

[প্রবন্ধকার ডাঃ রায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মসচিব। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থের যে প্রদর্শনীটি সকলের নিকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিনন্দিত হয় তার সুষ্ঠু রূপায়ণের অন্তরালে ছিল ডাঃ রায়ের উদ্যম ও পরিকল্পনা]

প্রাক-স্বাধীন যুগে বিদেশী শাসকেরা এদেশের শাসনকার্য সুপরিচালনের তাগিদে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন করেন। সেই ইংরেজীর মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিন্তু এই বিস্তারের গতি ক্রমে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "সাধারণের কাছে ইংরেজী ভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরেজী ভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ—তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত, আমাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

বিদ্যার এই দারিদ্র্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। বিজ্ঞান-শিক্ষার শিকড় এদেশের মাটি থেকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি। তাই তার শাখাপ্রশাখা বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। ঘ্রাণ ও দর্শনে মনোহারিত্ব লাভ করেনি এবং সুফল উৎপাদন করে নব নব বৃক্ষের বীজ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বহু অর্থ ব্যয় করে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং গবেষণার কামাই নেই। কিন্তু অভাব রয়েছে এই ইংরেজী ভাষা-নির্ভর বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে দেশীয় সমাজ ও সাধরণ মানুষের নাড়ির যোগ।

আজকের স্বাধীন যুগে আমাদের মনে স্বতই একথা উদ্ভূত হয়েছে যে বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রচার দ্রুত ও সুদূর প্রসারী করে তুলতে না পারলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চাকে আমরা দীর্ঘকাল অস্বীকার করে আসছি; বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ না করার প্রতিক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি, মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও জনজীবনে বিজ্ঞানের বাণী প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইদানিং বিশ্বজনমণ্ডলী এখন সজাগ হয়ে উঠছেন।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠনপাঠনের ইচ্ছা ও উদ্যোগ বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে যে তৎপরতার সৃষ্টি করেছে সারা ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট।

ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কলিকাতা শাখা (All India Medical Association, Calcutta Branch) রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকীর উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বাংলা-ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং এই সকল পুস্তকের একটি তালিকাও প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইংরেজী চিকিৎসা সাহিত্য তার পাশ্চাত্য ঐতিহ্য নিয়ে এত উন্নত ও অগ্রসর হয়ে রয়েছে যে আমাদের মাতৃভাষায় রচিত চিকিৎসা গ্রন্থগুলির সঙ্গে তার কোনও তুলনামূলক আলোচনাই চলে না। কারণ বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচারের উল্লেখযোগ্য কোনও প্রচেষ্টাই এতকাল চিকিৎসক সমাজের মধ্যে ছিল না। বলা বাহুল্য বাংলায় শিক্ষা না দেওয়াই তার প্রধান কারণ। বর্তমানে বাংলায় চিকিৎসা গ্রন্থের বাজার লাভজনক নয়; বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষার কাজ বাকি রয়েছে; পরিভাষা রচনাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টা সাপেক্ষ ব্যাপার।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির গতি ও ধারা কল্পিত এক চিত্রের পটে বিস্তারিত করে ধরলে দিকচক্রবালে যে সম্ভাবনা অস্পষ্টভাবে দেখা যায় তাতে মনে হয় শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইদানিং আমাদের প্রাথমিক মাধ্যমিক এমনকি স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃভাষায় পূর্ণ অথবা অংশত সুরু হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাভাষায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যে পর্যায়ে রয়েছে তা দিয়ে শিক্ষায়তনের পাঠ ও শিক্ষাদান সম্ভব নয়। অনেক পুস্তক লেখা হয়েছে—তার ভেতর সামান্য কয়েকখানা হয়তো বা কোনও রকম কাজ চালানো গোছের বলা যায় কিন্তু কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বর্তমান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

বাংলা ভাষায় আধুনিক চিকিৎসা সাহিত্যের পুস্তক প্রকাশনের সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা প্রথম হয় ১৮২০ সালে। শ্রীরামপুর মিশনারীরা ফলাচিকিৎসার একখানি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৫ম সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের (বাবচ্ছেদ বিদ্যার) অনুবাদ, বাংলা পরিভাষা সমন্বিত। মহানুভব উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ড, মার্শম্যান ও ফেলিক্স কেরী এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। আজকের দিনে আমাদের ভাবতেই অবাক লাগে যে কি সাহসিকতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা নিয়ে এই মিশনারী গোষ্ঠী উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই অনুন্নত উনিশ শতকের প্রারম্ভে, যখন যন্ত্রযুগের কোনও চিহ্নই আমাদের দেশে পড়ে নি। কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই 'বিদ্যাহারাবলী'র মত পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। তখন এই মুদ্রণ থেকে কী অর্থাগম হওয়া সম্ভব বা এ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা কতদূর কার্যকরী হবে তার চুলচেরা বিচার তাঁরা করেন নি—বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরাই এই মিশনারীদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয় এই পুস্তকখানির

পুনর্মুদ্রণ করে একখানি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা সংকলনের কাজ অনেক উৎসাহী কর্মীর পক্ষে সহজসাধ্য হবে। অবশ্য একাজ এখন সরকারী সাহায্যেই হওয়া একমাত্র সম্ভব।

এরপর ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯ সালে তৎকালীন লণ্ডন ফারমাকোপিয়ার বাংলা অনুবাদ করেন বিশপস্ কলেজ প্রেস থেকে। বাংলা পরিভাষায় এই অনুবাদ তৎকালে সম্ভবপর ছিল না, এমন কি ১৮৭৩ সালে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত টমাস ট্যানারের 'এ ম্যানুয়াল অব ক্লিনিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়াগনসিস', এন সি মাকনামারার অঙ্কিতঙ্ক ১ম খণ্ড (১৮৭৪), ফারমাকোপিয়ার ফরমুলারি বাংলা পরিভাষায় অনুবাদ করা ও চক্ষু চিকিৎসার পাঠ্য পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশনা বর্তমান কালেও কল্পনাতীত।

এরপর উল্লেখযোগ্য সুলিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অ্যানাটমী ডেসক্রিপটিভ এণ্ড সার্জিক্যাল (১৮৮৫)। উনিশ শতকের শেষভাগে ভার্ণাকুলার এল, এম, এস, কোর্স খোলা হয়। তারই তাগিদে এই সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ সময়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় সেগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। তার ভেতর অনেকগুলিই অনুবাদ। এই সময়ে বিশেষ করে রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজীর প্রভাবই বেশী। উনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের অনেক পাঠ্যপুস্তক সংকলন করে বের করেন। এ্যানাটমি, ফিজিওলজী, মেডিসিন, ধাত্রীবিদ্যা, ফারমাকোলজি এবং মেডিসিনের অন্যান্য বিভাগেরও পুস্তকাবলী উনি প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ডাঃ মুগেন্দ্রলাল মিত্র শল্যচিকিৎসার পাঠ্য পুস্তক মডার্ণ সার্জারী (১৯০২-০৭) প্রকাশ করেন। এরও কিছুদিন পূর্বে ১৮৯৮ সালে জাহিরুদ্দিন আমেদ অস্ত্রচিকিৎসা নামক শল্যবিদ্যার একখানা পুস্তক বের করেন ভারত প্রেস থেকে।

অন্যান্য আরও কিছু চিকিৎসা গ্রন্থ লেখার প্রয়াস এই সময় হয়েছে বটে, তবে তার মূল্য পাঠ্য পুস্তক হিসেবে খুবই কম।

এরপরে যখন ভার্ণাকুলার এল, এম, এস, কোর্স তুলে দেওয়া হোলো সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহও কমে গেল। কারণ তখন একাজ হাতে নেওয়া মানেই অর্থনাশ এবং পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বৎসর আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা বিদ্যার পুস্তক অতি ধীর ও ক্ষীণ পদক্ষেপে এগিয়েছে। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুবোধচন্দ্র মিত্র, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, ডাঃ চুনিলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন কিছু পুস্তক রচনা করেন।

এরপর সম্প্রতিকালে যখন থেকে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে তখন আবার বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ অল্পবিস্তর প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বিশ্ব-ভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে

চিকিৎসা-বিজ্ঞান লেখকদের ভেতর ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল মহাশয় পরম উৎসাহ নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং বিশ্বভারতীর আনুকূল্যে করেকখানি বই লিখে বাংলা চিকিৎসা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রচেষ্টাও চলেছে অনেক দিন থেকে। অতি সাম্প্রতিক কালে ডাঃ সমর রায়চৌধুরী একখানা অ্যানাটমির বই (স্বশ লেখকের) খুব সুন্দর অনুবাদ করে এই বিভাগকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। লক্ষ করে দেখা গেছে যে যৌন সম্পর্কীয় ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কীয় অনেকগুলো পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে প্রথমতঃ দেশের সাধারণ লোকের ভেতর শিক্ষার প্রসার ; তাছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে বর্তমান কথাশিল্পি ও ঔপন্যাসিকদের লেখায় অধিক পরিমাণে যৌন আবেদন ও যৌন সম্পর্কের বিস্তৃত বিন্যাস হেতু যৌন সম্পর্কীয় চিন্তার সংস্কারমুক্তি, স্কুলের পাঠ্যব্যবস্থা থেকেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পঠনপাঠন এবং ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচারকার্য। এই সব কারণে অনেক লোকে এই ধরণের পুস্তক ক্রয় করেন। তাই চাহিদাও বেড়েছে যথেষ্ট আর প্রকাশও হচ্ছে সেই অনুপাতে।

অন্যান্য বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে চলতে পারে এমন পুস্তকের অভাব কিছু পরিমাণে লাঘব হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু তদনুপাতে চিকিৎসা সাহিত্য প্রসার লাভ করে নি।

এর কারণ দুটি। একটি অর্থনৈতিক এবং অপরটি পারিভাষিক। প্রথম কারণটির জন্য দরকার সরকারী কিংবা কোনও বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সুসাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকদের উদ্বুদ্ধ করে পুস্তক প্রকাশনে উৎসাহ দেওয়া। দ্বিতীয় কারণটিকে অবশ্য এত সহজে অতিক্রম করবার উপায় নেই। পরিভাষা সংকলন করা টাকার উপর নির্ভর করে না। এর জন্য চাই উপযুক্ত ব্যক্তিদের চেষ্টা, শ্রম ও সহায়তা। এ পর্যন্ত যে সকল পুস্তক বেরিয়েছে সেগুলিতে কিছু পরিভাষা সন্নিবেশিত হয়েছে বটে কিন্তু সেগুলিকে সর্বাদীসম্মত ও ত্রুটিহীনভাবে গ্রহণ করার পক্ষেও অসুবিধা অনেক। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে সর্বভারতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। নয়াদিল্লীতে এ নিয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীকে একযোগে বৈজ্ঞানিক ভাষার ঐক্যরূপ কী হওয়া উচিত তার জন্য একত্রিত হয়ে বিবেচনা করার জন্য সভাও আহূত হয়েছে। পরিভাষা সংকলন সম্পর্কে দুটো মত আছে। একদিকে আঞ্চলিক ভাষা নির্ভর, বুৎপাদিত মৌল পরিভাষা এবং অন্যটি হচ্ছে সর্বজন পরিভাষার ভাণ্ডার থেকে আহরণ। উভয় মতের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা কোষ সংকলনের চেষ্টাও অযৌক্তিক নয়। এবিষয়ে বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের মিলিত চিন্তা ও চেষ্টা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনর শ্রেষ্ঠ সহায়ক হবে।

ভাষাভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগের যে উগ্র প্রাদেশিকতার ঢেউ এসেছে তা থেকে

চিকিৎসা বিজ্ঞানও নিষ্কৃতি পাবে না। কোনও প্রদেশে ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—অবশ্য এখন বাধ্যতামূলক করা স্থগিত রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য, লিখিত পুস্তকের মান যাই হোক না কেন বিশেষ কোনও আঞ্চলিক ভাষার টীম রোলার চালিয়ে উচু নীচু সর্বক্ষেত্র এক করে দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্ন বাংলা দেশেও উঠবে। তাই বাংলার চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে নিয়ে আগামীকালের জন্য সামগ্রিকভাবে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এ দায়িত্ব শুধু চিকিৎসক সম্প্রদায়ের নয়—বস্তুত পক্ষে এটি এখন প্রতি বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদেরই কর্তব্য।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী

[গ্রন্থপঞ্জীটি সম্পূর্ণ নয়। বর্ণীকৃত অথবা বিষয়ানুগ না হওয়ার এবং লেখকের আদ্য নামের পরিবর্তে শেষ নাম অনুযায়ী বিন্যস্ত হওয়ার কিছুটা অসুবিধা হবে। প্রকাশ স্থানের ক্ষেত্রে কেবল কলিকাতার নাম উল্লেখ করা হয় নি। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন সংকলিত এই গ্রন্থপঞ্জীটি প্রশংসার্হ।]

অগ্রবাল, আর, এস,
চোখের সহজ চিকিৎসা। অমিয় লাইব্রেরী লিঃ, ১৯৪৭।

অধিকারী, নীলরতন।
নর-শরীর বিধান। লেখক। ১৮৮৭।

অধিকারী, রামচন্দ্র।
ক্ষয়রোগ কথা। নিউ গাইড, ১৯৫৩।

আচার্য, শশীকান্ত।
গঙ্গায়ুর্বেদ সংহিতা। ১ম—৫ম ভাগ। মুক্তগাছা, মৈমনসিং প্যালেস। ১৯১৯—২৭।

আবুল হাসানৎ।
জন্মনিয়ন্ত্রণ, ৬ষ্ঠ সংশোধিত সং। ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৮।

—মাতৃমঙ্গল। ৩য় সং। ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৫।

—যৌন-বিজ্ঞান। মৈমনসিং, লেখক ১৯৩৫।

—যৌন-বিজ্ঞান। ২য় খণ্ড। ৬ষ্ঠ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সং। ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৯৬০।

এবারলে, ইরমেন গারডে।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব-অবদান, ইংরেজী হইতে অনূদিত। শ্রীভূমি, ১৯৫৯।

এ্যালেন, টি. এফ।
হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ সুধা। ৪র্থ সং। ঢাকা, হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়, ১৯২৪।

কর, দুর্গাদাস।
ভৈষজ-রত্নাবলী। গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১৮৬১।

কর, রাধাগোবিন্দ।
এপিটোম অব ডিজিজেস অব ইনফ্যান্টস। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৯০৯।
—কর সংহিতা। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৯০২।
—ধাত্রী-সহচর। গ্রন্থকার, ১৮৯৩।
—(দি) প্লেগ। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯৮।
—ভিষক-সুহৃদ। ৪র্থ সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সং। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯৫।
—সংক্ষিপ্ত ভৈষজ তত্ত্ব। ৪র্থ সং। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৯১৩।
—সংক্ষিপ্ত শল্যতত্ত্ব। ২য় সং। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৬।
সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৯০৯।

কালী, চন্দ্রশেখর।
সিদ্ধিপ্রদ — লক্ষণচয়। ৬ষ্ঠ সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সং। এস, এস, কালী, ১৯১৭।

কেন্ট, জে, টি।
কেন্টের মেটিরিয়া মেডিকা। চুঁচুড়া, ১৯২৫।
—হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার রেপার্টরি। ১ম ও ২য় খণ্ড। হাওড়া, ১৯১৪।

খাস্তগীর, অম্বদাচরণ।
মানবজন্মতত্ত্ব ধাত্রীবিদ্যা নবপ্রসূত শিশু ও স্ত্রীজাতির ব্যাধি-সংগ্রহ। ২য় সং। গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১৮৭৮।

গান্ধী, মোহন দাস করমচাঁদ।
আরোগ্য দিগদর্শন বা স্বাস্থ্য নীতি। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯২২।

গুপ্ত, অমৃতলাল।
নাড়ীজ্ঞান রহস্য। বন্দেমাতরম ঔষধালয়, ১৯১৬।
—বাত পিত্ত শ্লেষ্মা। বন্দেমাতরম ঔষধালয়, ১৯১৬।

গুপ্ত, আম্বিকাচরণ।
চিকিৎসাতত্ত্ব কৌমুদী। নূতন কলিকাতা প্রেস, ১৮৯২।
—চিকিৎসক। ১৩২২।

গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ।
সহজ চিকিৎসার্ণব। ২য় সং। মহেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৫১।

গুপ্ত, কানাইলাল।
অজীর্ণরোগ চিকিৎসা। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৫।
—জ্বর-চিকিৎসা-বিধান। গ্রন্থকার, ১৯৩১।
—লক্ষণ কোষ। ১ম—৩য় ভাগ। ফাইন আর্ট প্রিন্ট সিণ্ডিকেট, ১৯১৩।

গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র।
একান্ত প্রয়োজনীয়। ২য় পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত সং। জেনারেল লাইব্রেরী, ১৯৫৪।

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন।
বিয়ের আগে ও পরে। ইণ্টলাইট বুক, ১৯৫৮।

গুপ্ত, বিরজাচরণ।
বনঔষধি দর্পণ। ১ম ও ২য় ভাগ। এস, সি. আড্ডি এণ্ড কোং, ১৯০৮-১৯০৯।

গুপ্ত, মধুসূদন, অনুঃ।
দি লণ্ডন ফারমাকোপিয়া। বিশপ'স কলেজ প্রেস, ১৮৪৯।

গুপ্ত, মহেন্দ্র নাথ।
অ্যানাটমী ডেসক্রিপটিভ এণ্ড সার্জিক্যাল। ২য় সং। মেট্রো-পলিটান প্রেস, ১৮৮৫।

গুপ্ত, সুধাংশু কুমার
ধাত্রী বিদ্যা। গ্রন্থকার। ১৯২৭।

গুপ্ত সরকার, সর্বানীসহায়।
পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন। সংশোধিত সং। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৫৭।

গোপালভট্ট।
রসেন্দ্র সার সংগ্রহ। ৪র্থ সং। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯৪০।

ঘটক, এন।
টিউবারকুলোসিস। এম,ভট্টাচার্য, ১৯৪৭।

ঘটক, নীলমণি।
হোমিওপাথি মেটিরিয়া মেডিকা। লেখক, ১৯৩৩-৩৫।

ঘোষ, অভয়পদ।
হোমিওপাথীমতে কালাজ্বর চিকিৎসা। হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৯২৬।

ঘোষ, কিরণচন্দ্র।
প্রাকটিসনার। লেখক, ১৯১৬-১৯২১।
মেটিরিয়া মেডিকা। ৭ম সং। নির্মলচন্দ্র ঘোষ, ১৯৫২।
—স্ত্রী-চিকিৎসা। ১ম খণ্ড। ২য় সং। নির্মলচন্দ্র ঘোষ, ১৯৪২।

ঘোষ, কেদারনাথ।
ডাক্তারী চিকিৎসা সার ওলাউঠা। ১৮৯৫।

ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন।
ধাতু-দৌর্বল্য। গ্রন্থকার, ১৮৯৭।

ঘোষ, জ্যোতির্ময়।
পঞ্চাশের পরে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৫৬।

ঘোষ, মতিলাল।
মালবৈদ্যমতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সং। [জে, সি, বসু এণ্ড কোং] ১৮৮০।

ঘোষ, মহেন্দ্র নাথ।
ফিজিওলজী বা শরীর বিধান তত্ত্ব। ৬ষ্ঠ সং। লেখক, ১৯০৮।
—স্বাসযন্ত্রের রোগ-চিকিৎসা। গ্রন্থকার, ১৮৯৬।
—সৌদামিনীর ধাত্রী শিক্ষা এবং গর্ভিনী ও প্রসূতি চিকিৎসা। লেখক, ১৯০৯।

ঘোষাল, যতীন্দ্রনাথ।
—টেক্সট্ বুক অব এনাটমী এণ্ড ফিজিওলজি।
—প্র্যাকটিস অব মেডিসিন। মেটিরিয়া মেডিকা, ফারমাকোলজী ও থেরাপিউটিক্স।

—রোগ নির্ণয় ও ইনজেক্সন চিকিৎসা।

শিশু ও স্ত্রী চিকিৎসা।

ঘোষ, যোগেশচন্দ্র।

আয়ুর্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসা।

সাধনা ঔষধালয়, ১৯৫৮।

ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, ১ম খণ্ড।

ওয়াকার হোমিও হল, ১৯৩৪।

ঘোষাল, শশিভূষণ।

চিকিৎসা। ১ম খণ্ড। ১৩৬৭।

ঘোষাল-চৌধুরী, ডি. এন।

নূতন প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ১ম—৩য় খণ্ড। বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসালয়, ১৯৪০।

চক্রদত্ত। ৩য় সং। গ্রন্থকার, ১৯১২।

অনুবাদক : সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ও সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ।

চক্রবর্ত্তী, উমাচরণ।

ম্যালেরিয়া। সৌরীন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, ১৯২৩।

চক্রবর্ত্তী, চন্দ্র।

গর্ভাধান ও গর্ভনিয়ন্ত্রণ। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাদার্স, ১৯৫২।

চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রকান্ত।

সংক্রামক রোগ। সুশ্রুত সংঘ, ১৯২৪।

চক্রবর্ত্তী, বরদাচরণ।

সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

চক্রবর্ত্তী, সুধীরচন্দ্র।

বসন্ত-চিকিৎসা। অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২ বেথুন রো, ১৯৩১।

চক্রবর্ত্তী, হরিপ্রসাদ।

ডাক্তারী অভিধান। ৪র্থ সং। ঢাকা, হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়, ১৯২৬।

—এ ম্যানুয়াল অব হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা। লাহিড়ী এণ্ড কোং, ১৮৯৭।

—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল তত্ত্ব। ঢাকা, এলবার্ট লাইব্রেরী, ১৯০২।

চট্টোপাধ্যায়, অনিলবিহারী।

শিশুকল্যাণ ও প্রসূতি সাথী। চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ,

চট্টোপাধ্যায়, অসীমা।

ভারতের বনৌষধী। বিশ্বভারতী, ১৯৪৭।

চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ।

প্রসূতি ও শিশু। পপুলার বুক ক্লাব, ১৯৬০।

চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানচন্দ্র ও সেন, বিনোদ বিহারী।

ফিজিওলজী। ৭ম সং। হ্যানেম্যান পাব্ কোং।

চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র।

ছেলেদের জল চিকিৎসা। এন. সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৯২৫।

চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর।

দুগ্ধফল চিকিৎসা। ২য় সং। ইনষ্টিটিউট অব হিন্দু কেমিষ্ট্রি এণ্ড আয়ুর্বেদিক রিসার্চ, ১৯৫৫।

—রস চিকিৎসা। ১ম খণ্ড। গ্রন্থকার, ১৯৩১।

চট্টোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র।

হাইড্রোপ্যাথিক মতে ক্ষত-চিকিৎসা। ৩য় সং। এন, সি, চাটার্জী এণ্ড কোং, ১৯২৬।

চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল।

কুইনিন। বিশ্বভারতী, ১৯৫৩।

—রসাঞ্জন। বিশ্বভারতী, ১৯৫৩।

—চিকিৎসা কল্পতরু। ১ম ভাগ।
—চিকিৎসা কোষ।
চিকিৎসা প্রকরণ (বিসূচিকা)

চৌধুরী, খগেন্দ্র দাস।
সিদ্ধিসংকেত। চিটাগাং, গ্রন্থকার, ১৯৫৬।

জাহিরুদ্দীন আহমদ।
অস্ত্র-চিকিৎসা। ২য় সং। ভারত প্রেস, ১৮৯৮।

টেলার, এডওয়ার্ড।
আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ, (তথ্য সংকট ও সম্ভাবনা), এডওয়ার্ড টেলার এবং অ্যালবার্ট এল ল্যাটর রচিত, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা ইংরেজী হইতে অনূদিত। বোম্বাই, পার্ল পাবলিকেশানস, ১৯৫৯।

টানার, টমাস হক্‌স।
এ ম্যানুএল অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস। চুঁচুড়া চিকিৎসাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

দাশগুপ্ত, নরেশচন্দ্র।
ব্লাডপ্রেসার ও করোনারী থ্রম্বসিস।
—সরল ইনজেকশন চিকিৎসা।
—টি, বি, সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য।
—স্ত্রী রোগ কাহিনী ও ধাত্রীবিদ্যা।

দত্ত, দীনবন্ধু।
বিষ-চিকিৎসা। ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার, ১৯২৬।

দত্ত, রাখালচন্দ্র।
দীর্ঘজীবন। ঢাকা, জগদীশচন্দ্র দত্ত, ১৯২৫।

দত্ত, হরিধন।
নারী জীবন। পরিবর্ধিত সং। গ্রন্থকার, ১৯২৬।

দত্তগুপ্ত কাশীচন্দ্র।
অস্ত্র-চিকিৎসা, ১ম খণ্ড। ঢাকা, গিরীশ যন্ত্র, ১৮৮১।
—অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালী। ত্রৈপায়ন প্রেস, ১৮৭৩।

দাশগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র।
পরিবার পরিকল্পনা, নৃত্যলাল শীল'স লাইব্রেরী, ১৯৫৮।

দাশগুপ্ত, শ্রীধর।
সংক্ষিপ্ত ভ্যাকসিনেসন পদ্ধতি।

দাশগুপ্ত, হরিমোহন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা সংগ্রহ। ১ম খঃ। বহরমপুর, বহরমপুর ধন্বন্তরি ঔষধালয়, ১৯১৭।
—আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব। ঢাকা, আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, ১৯১৭।

দাশ, কিরণচন্দ্র।
পথ্যে পরমায়ু। লেখক, ১৯৫০।

দাস, চুনীলাল।
দি স্টুডেন্ট্‌স্‌ হ্যাণ্ডবুক অফ প্যাথোলজি এণ্ড মরবিড্‌ অ্যানাটমি। ঢাকা, আদর্শ প্রেস, ১৮৯৬।
—হ্যাণ্ডবুক অব থেরাপিউটিক্‌স। ঢাকা, আদর্শ প্রেস, ১৮৯৫।

দাস, প্রমথনাথ।
রোগ-নিদান ও চিকিৎসা, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৮৭৫।

দাস, এস, সি,। সঙ্কলক।
সহজ ডাক্তারী শিক্ষা। নব সং। শরৎচন্দ্র শীল, ১৯৩১।

দাস, সুন্দরীমোহন।
শুশ্রূষা বিদ্যা, ৩য় খণ্ড, ৩য় সং। দেশ পাবলিশিং হাউস, ১৯৫১।
—সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমার তন্ত্র। ৭ম সং। প্রেমানন্দ যোগানন্দ দাস, ১৯০৫।
দে, উমাচরণ।
ডোমেসটিক মেডিসিন, ২য় খণ্ড। উমাচরণ দে, ১৮৮০।
দে, শ্যামাচরণ।
দেহঘর। ২য় সং। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯২৯।
নন্দী, প্রভাসচন্দ্র।
আমাশয়, উদরাময় ও কলেরা চিকিৎসা। দাশরথি নন্দী, ১৯৩১।
নাইট, এইচ, ডাব্লিউ।
সন্তান প্রসবের পূর্বে প্রসূতির যত্ন। গ্রন্থকার, ১৯২০।
পাঠক, এস।
হোমিওপ্যাথিক ইনজেকশন চিকিৎসা, ৪র্থ সং। দি হোমিওপ্যাথিক ইনষ্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ১৯৪৮।
পাণ্ডে, সমর কুমার।
জীবন ও যৌবন। পর্ণকুটীর, ১৯৫৪।
পাণ্ডে, সমরেন্দ্রনাথ।
জন্মশাসন। জেনারেল লাইব্রেরী, ১৯৫৪।
পার্বতীচরণ কবিশেখর।
গৃহস্থ-চিকিৎসা। ২য় খণ্ড। ঢাকা, স্নেহলতা দাস।
পাল, বিধুভূষণ।
যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার। পি, বি, পাল, ১৯৩৯।
—যক্ষ্মা-প্রশমন। ঢাকা, ইন্দুভূষণ পাল; আমাণি টোলা, ১৯৩২।
পাল, ক্ষুদ্রেন্দুকুমার।
সচিত্র যৌনবিদ্যা। সুধীন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৫৪।
—শরীরবিদ্যা। ১৯৫০।
—হার্মোন বা উত্তেজক রস। ২য় সংশোধিত সং। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৫৯।
পাল, ললিতমোহন।
বেরিবেরি বা আধুনিক এপিডেমিক্ শোথ। ২য় পরিবর্ধিত সং। হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৯৩৪।
—লেকচারস অন টাইফয়েড। চিকিৎসা প্রকাশ কার্যালয়, ১৯৩৬।
পাল, এস, বি।
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১ম ভাগ।
পেলফেয়ার, এন, এস।
ধাত্রীবিদ্যা, অনুবাদক ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ২য় সং। টিউটর প্রেস, ১৮৯২।
বক্তিয়ার হোসেন খাঁন।
হোমিও ভেষজ-মালা। গ্রন্থকার ১৯৩৬।
বটব্যাল, বিপিনবিহারী।
সংক্ষ আয়ুর্বেদ। বটব্যাল এণ্ড কোং, ১৮৯৯।
বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, এন,
চিকিৎসাতত্ত্ব (ওলাউঠা)।
বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ।
ঔষধ পরিচয়। ৫ম সং। হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৯৫৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র।
হোমিওপ্যাথির ব্রহ্মাস্ত্র। হুগলী, গ্রন্থকার; মহানন্দ, ১৯৩৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বনোয়ারীলাল।
হোমিও সহজ শিক্ষা। ১৯১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাইমোহন।
শিরঃপীড়া চিকিৎসা। হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৯১৬।

—হোমিও সদৃশ বিধান চিকিৎসা। ৪র্থ সং।

বর্মন, আনন্দচন্দ্র।
সারকৌমুদী চিকিৎসা দর্পন। ১৮৬৫।

বসাক বিজয়।
বিনা খরচায় জন্মনিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৫।

বসু, কার্তিকচন্দ্র।
অস্ত্র-ধৌত। ১৯২৪।

—কাশরোগ আক্রমণ ও আরোগ্যের উপায়। ২য় সং। ১৯৩৬।

—দেহতত্ত্ব। ২য় সং। ১৯৩০।

—ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব। ১৯৩৫।

বসু, খগেন্দ্রনাথ।
বসন্ত ও হামচিকিৎসা ৪র্থ সং। ১৯৫৯।

—বাতরোগ-চিকিৎসা। ২য় সং। ১৯৩৭।

—ভারতীয় ঔষধাবলীর সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব ৯ম সং। ১৯৫৯।

বসু, নরেন্দ্র প্রসাদ।
হোমিওপ্যাথিক সরল শিশু-চিকিৎসা। ১৯১৮।

বসু, নৃপেন্দ্রকুমার
বিয়ের আগে ও পরে। ৬ষ্ঠ পরিমার্জিত সং। ১৯৫৮।

বসু, বিজয় কুমার।
কেমন করিয়া চিকিৎসককে অবস্থা জানাইতে হয়। গ্রন্থকার।

—বায়োকেমিক কমপ্যারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স। ১০ম সং। ১৯৫৮।

—মানসিক লক্ষণের মেটেরিয়া মেডিকা। ২য় পরিবর্ধিত সং। ১৯৫৭।

—রোগী-লিপি প্রস্তুত ও ঔষধ-নির্বাচন প্রণালী। ১৯৫৬।

—সর্প-দংশন প্রতিকার। খুলনা, ১৯৩৪।

—হোমিওপ্যাথি ঔষধের শক্তি ও মাত্রা ৪র্থ সং। ১৯৫৮।

বসু, ভোলানাথ।
ভৈষজ্য-তত্ত্ব। ১৮৯৩।

বসু, শিখর কুমার।
চিকিৎসা প্রকরণ।

বাগচী, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ।
সন্তান-পালন। নদীয়া, ১৯৬১।

বিদ্যাহারাবলী।
বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্বেদশিল্প বিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। ৫ম সং। ১-২ খণ্ড ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। বাঙ্গালা পরিভাষা সমন্বিত। শ্রীরামপুর ১৮২০।

বিশ্বাস, কালীপদ এবং ঘোষ, একক্কড়ি
সচিত্র ভারতীয় বনৌষধি। ১ম-৩য় খণ্ড ১৯৫১-৫২।

বিশ্বাস, আর।
ব্রাঙ্কাইটিস ও নিমোনিয়া। ২য় সং। ১৯৫৯।

বিশ্বাস, রাধারমণ।
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ। ২য় সং
—গর্ভিনী ও প্রসূতি চিকিৎসা। ৩য় সং। ১৯৫৪।
—নোসোড্স। ৩য় সং ১৯৫৬
—পকেট থেরাপিউটিক্স। ১৯৫৬
—পকেট মেটেরিয়া মেডিকা। ৫ম সং। ১৯৫৫।
—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ। ১ম খণ্ড। ১৯৩৩।
—ব্যাচিলার ও আর চিকিৎসাসার।
বেন্টলে, চার্লস এ
ইনফ্লুয়েঞ্জা। ১৯২০।
ভট্টাচার্য, কালীকিঙ্কর।
প্রসব-বিজ্ঞান। ১৯৩৬।
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণগোপাল।
সচিত্র যৌন সমস্যা। ১৯৫৭।
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণহরি
চক্ষু চিকিৎসা। ১৮৮৪।
ভট্টাচার্য, গঙ্গাকিশোর
চিকিৎসার্ণব। ১২৯০।
ভট্টাচার্য চারুচন্দ্র।
ব্যাধির পরাজয়। ১৯৪৯।
ভট্টাচার্য, জগদীশ।
বায়োকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা। ১৯৫৩।
ভট্টাচার্য, দুর্গেশনাথ।
প্রাকৃতিক চিকিৎসা। ২য় সং। ১৯১৬।
ভট্টাচার্য, পশুপতি।
দেহরক্ষণ। ১৯৫৩।
—নিজের ডাক্তার নিজে। ১৯৬১।
—ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা। ১ম খণ্ড। ১৯৩৬।

ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ।
প্রসূতি সহায় বা ধাত্রীবিদ্যা। রিপাটারী সমেত। হুগলী, ১৯২৬।
—বৃহৎ-নিউমোনিয়া সন্দর্ভ। হুগলী, ১৯১১।
ভট্টাচার্য, মহেশ চন্দ্র এণ্ড কোং, প্রকাশক।
চিকিৎসাসার সংগ্রহ। ১ম খণ্ড।
—পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব। ১৯৩২।
—রক্ত পরীক্ষা, ১৯৫০।
—বায়োকেমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১৯৩৮।
—সচিত্র নরদেহ তত্ত্ব। ১৯৫৫।
—হোমিওপ্যাথি ভেষজ-লক্ষণ। ৪র্থ সং। ১৯২৪।
ভট্টাচার্য, রামভক্ত।
হোমিওপ্যাথিক বর্ণ পরিচয়। ১ম খণ্ড। নূতন সং। ১৯৩৫।
ভট্টাচার্য, শিবদাস।
চিকিৎসাশাস্ত্র, ১ম খণ্ড।
রাজপুর (২৪ পরগণা), ১৯৫৪।
ভড়, প্রফুল্লচন্দ্র।
ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া এবং হোমিপ্যাথিক মতে তাহার চিকিৎসা। ৪র্থ খণ্ড।
ভড়, এস, এম।
শিশুরোগ চিকিৎসা। ১৯৫৬।
মজুমদার, এ, সি।
চিকিৎসক। ১৩৩৫।
মজুমদার, নিশিকান্ত।
হোমিও শিশু-চিকিৎসা। ১৯২৬।
—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর। ৬ষ্ঠ সং। ১৯৪১।
—হোমিওপ্যাথিক জ্বর-চিকিৎসা। ২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সং। ১৯৩৭।

মজুমদার, নীরদচন্দ্র।
লতাপাতার গুণ। ১৯৪৮।
মজুমদার প্রতাপচন্দ্র।
শিশুচিকিৎসা। ৭ম সং; ১৯৩২।
—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রকরণ। ৪র্থ সং। ১৯২২।
মজুমদার, বরদাকান্ত।
নাড়ীতত্ত্ব। ১৮৮৯।
মজুমদার, সুধীরচন্দ্র।
প্রাথমিক প্রতিবিধান। ৩য় সং। ১৯২৭।
মঈজউদ্দীন আহম্মদ।
দেশীয় ঔষধ শিক্ষা। ১ম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৩১।
মসীহুর রহমান কোরায়শী, হাকিম।
সহজ-হাকিমী চিকিৎসা। ১৯২৩।
—সহজ হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা। ১ম খণ্ড। ১৯১৬।
মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র কুমার।
রতিযন্ত্রের পীড়া। ১৯২৩।
মিত্র, প্রসন্নকুমার।
বাল চিকিৎসা। ১৮৬২।
(রাজকৃষ্ণ চৌধুরী প্রণীত নরদেহ নির্ণয় গ্রন্থের সহিত গ্রথিত)
মিত্র, মৃগেন্দ্রনাথ।
মডার্ণ সার্জারী। ১৯০২-০৭।
মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ।
রোগনির্ণয় তত্ত্ব। ১৮৯৪।
মিত্র, শীতলচন্দ্র।
সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা। ২য় সং। ১৯৫৮।
মিত্র, সুবোধচন্দ্র।
রেডিয়াম ও রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা। ১৯২৬।
মুখোপাধ্যায়, অমিয়জীবন।
রোগটা যখন টি, বি। ১৯৪১।
মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার।
কালাজ্বর চিকিৎসা। ২য় সং। ১৯২৮।
মুখোপাধ্যায়, দুলরঞ্জন।
দৈনন্দিন রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা। ১৯৪৯।
—পুরাতন রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা। ১৯৪৯।
—বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা। ১৯৪৫।
—শিশুরোগের গৃহ-চিকিৎসা।
—স্ত্রী রোগের জল-চিকিৎসা। ১৯৪৫।
মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র।
হোমিও শিক্ষা সংগ্রহ। ২য় সং। ১৯৫৪।
মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল।
সর্পদংশন ও বিষ-চিকিৎসা। ১৯৩৬।
মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপ্রসাদ।
চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ। ৩য় সং। ১৮৭৭।
মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রকুমার।
নব-বিধান। ধনিয়াখালী (হুগলী), ১৯৫৩-৫৫।
মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ।
সনিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব। আন্দুল-বাড়ীয়া (নদীয়া), ১৯১৭।
মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ।
চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ।
মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ।
চক্ষুপীড়া চিকিৎসা। ১৯৩৬।

—নাসিকার পীড়া নিচয়। ১৯৩৬।
—ল্যারিংসের রোগনিচয়। ১৯৩৭।
—হোমিওপ্যাথিক মতে কণ্ঠনালীর রোগ। চিকিৎসা। ১৯৩৭।
—হোমিও মতে রোগ নির্ণয় পার্থক্যসার সংগ্রহ। ১৯৩৭।

মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল।
চিকিৎসা বিজ্ঞান (এলোপথি)। ১ম ভাগ।

মুখোপাধ্যায়, রামদাস।
প্রসূতি পরিচয়। ২য় সং। ১৯৩৩।
—প্রসূতির পরিচয় বা পোয়াতি-রক্ষা। ২য় সং। ১৯২৬।

মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ।
ই. বি. সম্বন্ধে। ১৯৫৮।

মুখোপাধ্যায়, মধুরামোহন।
গৃহ-চিকিৎসা। ১৯৩৬।

মুখোপাধ্যায়, আর. কে।
সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা। ৩য় সং। ১৯৫৩।

মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত।
চিকিৎসা প্রণালী।

মুখোপাধ্যায়, শিবতোষ।
লাবণ্যের এনাটমী। ১৯৫৯।

মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার।
গ্রন্থি ও রসতত্ত্ব। ১৯২৯।

মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ।
কুইনাইন। ১৮৯৩।
—সরল জ্বর চিকিৎসা। ১৩৪১।

মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ।
জীবনরক্ষা। ১৮৮৬।

মুন্সী, আনন্দকিশোর।
ডেন্টিক থেকে ডেবজ। ১৯৫৯।

মৈত্র, বিপিন বিহারী।
জ্বর চিকিৎসা। ১ম ভাগ। ১৮৮৭।

মৈত্র, যোগেশচন্দ্র।
শুক্র-পীড়া। বগুড়া, ১৯৩৮।

ম্যাকনামারা, এন, সি,
অঙ্গীতত্ত্ব। ১ম খণ্ড। ১৮৭৪।

রক্ষিত অম্বিকাচরণ।
ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব। ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৮৭৮।

রাজ মনোরঞ্জন।
বাইওকেমিক ওলাওঠা চিকিৎসা। ১৯০৬।

রাণা মদন।
জন্মনিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৭।
—যৌন প্রসঙ্গে। ১৯৫৮।

রামচন্দ্র গৃহকুলবাসী।
রসেন্দ্রচিন্তামণি। ১৮৮৭।

রায় কুমুদরঞ্জন
অ্যান্টি-বায়োটিক মেডিসিন ইন আয়ুর্বেদ। ১৯৫৮।

রায়, জগচ্চন্দ্র।
গৃহস্থ স্বাস্থ্য এবং হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১৯১৭।

রায়, ধীরেন্দ্রনাথ।
আয়ুর্বেদ উপদেশ। ১৯৩৫।

রায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র।
বায়োকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা। ৮ম সং। ১৯৫৭।

রায় মহেন্দ্রনাথ।
এলোপ্যাথিক প্রমেহ ধাতু-দৌর্বল্যাদি ও উপদংশ চিকিৎসা। ১৯০৬।

রায় রাজেন্দ্রনাথ।
সর্পদংশন চিকিৎসা। ১৯০২।
রায়, রামচন্দ্র।
ট্রপিকাল ফিবার। ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৯২৪।
রায়, যোগেশচন্দ্র ও সেন মন্মথনাথ।
জননেন্দ্রিয় চিকিৎসা। ১৮৯২।
রায়, এস।
ভারতীয় ভেষজ ও হোমিওপ্যাথী।
রায়, সত্যকিঙ্কর।
হোমিওপ্যাথিক বৃহৎ চিকিৎসা-তত্ত্ব। ১৯৩১।
রায়, সিদ্ধেশ্বর।
মূত্র-তত্ত্ব। ১৯২৪।
—রোগ-বিজ্ঞান। ১৯২২।
—শ্বেতের ধারা গ্রন্থি। ১৯৩৬।
রায়, এস, এন।
হোমিওপ্যাথিক সহজ গৃহ-চিকিৎসা। ৫ম সং।
রায়চৌধুরী, বিজয়কান্ত।
চিকিৎসা সোপান। ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সং।
রায় চৌধুরী, রাজকৃষ্ণ।
পরদেহ নির্ণয়। ১২৬৬।
রায়চৌধুরী, সমর।
শারীর বিদ্যা (রাশিয়ান হইতে অনূদিত)
লাহিড়ী, জগদীশচন্দ্র।
সদৃশ-চিকিৎসা। ১৮৯৮।
লেডি ডক্টর।
দেশ বিদেশের যৌন বোধ। ১৯৫০।
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যানিধি।
মসূরিকা চিকিৎসা। ১৯৩৬।
শর্মা, রামপ্রাণ।
রাশিজ্ঞান-দীপিকা ও চিকিৎসা তত্ত্ব বারিধি। ৬ষ্ঠ সং। হাওড়া ১৯১৯।
স্বামী শিবানন্দ।
যোগবলে রোগ আরোগ্য। ৩য় পরিবর্দ্ধিত সং। ১৯৫৭।
শীল, এস।
হোমিও ইনজেকসন। ১৯৪৭।
শীল, শরৎচন্দ্র।
আয়ুর্বেদীয়-দ্রব্যবিধান। ১৯১৮।
শ্রীমানী, রবিশংকর।
সুস্থ জীবন। ১৯৫৯।
সরকার, অভয়কুমার।
নারী জীবন ও প্রসূতি পরিচয়। ১৯৩২।
প্রসূতি পরিচয়। পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, ১৯৩৬।
সরকার, উপেন্দ্রনাথ।
ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা এবং থেরাপিউটিকস। ৫-৮ খণ্ড। ১৯৩৯।
সরকার, কেদারনাথ।
ক্ষতুরক্ষী। ১৮৯১।
সরকার, মন্মথনাথ।
প্রেম ও পরিণয়। ১৯৫৯।
সেন, আনন্দ চন্দ্র।
জননীর কর্ত্তব্য। ১৯১৭।
সেন, ইন্দুভূষণ
ডিসপেপসিয়া। ১৯৩৪।
সেন, ক্ষেত্রগোপাল।
বায়োকেমিক মতে অভিধান পারিবারিক চিকিৎসা। নালীপুর রাজবাটী (মুর্শিদাবাদ), ১৯৫৭।

সেন, গণনাথ।
—আয়ুর্বেদ পরিচয়। ১৯৪৪।
—শরীর পরিচয়, পূর্বখণ্ড। ১৯৩৯।
সেন, দেবেন্দ্রনাথ।
আয়ুর্বেদ প্রদীপ, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং উপেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক রচিত। ১৯৪৯।
সেন, নীলমাধব।
—ঠানদিদির কবিরাজী। ২য় সং। ১৯১৭।
সেন, বসন্তকুমার।
—আয়ুর্বেদতত্ত্ব। ১ম খঃ ১৯১৩।
সেন, বিনোদ বিহারী।
মূত্র পরীক্ষা ৭ম সং। ১৯৬০।
—রক্ত ও রক্ত পরীক্ষা। ৬ষ্ঠ সং। ১৯৫৮।
সেন, ভক্তি।
বিবাহতত্ত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৬।
সেন, ভগবতী প্রসন্ন।
আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী। ১৮৮৬।
সেন, রাখালচন্দ্র। সংকলক।
—আয়ুর্বেদ রত্নাকর। ১৯১৫।
সান্যাল, গিরিজাশঙ্কর।
প্রকাশিকা ভৈষজ্য বিজ্ঞান। ১৯৫৬।
সান্যাল, দেবপ্রসাদ।
আয়ুর্বেদ ব্যবহার বিজ্ঞান। ২য় সং। ১৯৩৯।
—সরল চিকিৎসা বিধান ও গৃহ-চিকিৎসা, ১৯৩১।
সামন্ত, ইউ, এম।
বাইও কেমিক গার্হস্থ্য-চিকিৎসা। ৪র্থ সং। ১৯২১।
—বাইওকেমিক চিকিৎসা বিধান। ৮ম সং। ১৯৪৯।
সামন্ত, উমামোহন।
বাইওকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা। ৭ম সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত সং। ১৯৫০।
—বায়োকেমিক রিপার্টরী। ৩য় সং। ১৯৫৯।
সাহা, হরেন্দ্রকুমার।
—বর্তমান চিকিৎসা-রহস্য ও অকালমৃত্যুর মৃত্যুবাণ। ফরিদপুর, ১৯২২।
সিদ্দিকে হোসেন।
বায়োকেমিক চিকিৎসা সোপান। ১ম খণ্ড। সিরাজগঞ্জ, ১৯৩১।
সিংহ, রঞ্জনন্দন।
অনাবৃত জীবন। ১৯৫৮।
সিংহরায়, নীলকান্ত।
কালাজ্বর বা প্লীহাযকৃদ্দালুদের চিকিৎসা. ১৯৩৩।
সুশ্রুত।
সুশ্রুত সংহিতা। ১৮৯৫।
সুর, রাজেন্দ্রনারায়ণ।
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারত্ন। ১৪শ সং; ১ম ও ২য় ভাগ। ১৯২১।
সুর, রাজেন্দ্রলাল।
অস্থি-তত্ত্ব। ৩য় সং। ১৯১৮।
—প্রমেহ ও উপদংশ-চিকিৎসা। ১৯১৬।
সেন, হরিচরণ।
ভ্যাক্সিনেশন এণ্ড ইট্‌স ট্রিটমেণ্ট অব স্মলপক্স। ১৮৮১।
সেন, হেমচন্দ্র।
সংদর্ভ সংগ্রহ। ১৮৫৪।

—এ হ্যান্ডবুক অব মেটেরিয়া মেডিকা। ২য় সং। ১৯১১।

সেনগুপ্ত নগেন্দ্রনাথ, সম্পাদক।
সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা। ১৮শ সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সং। ১৮৯৪।

সেনগুপ্ত রাজেন্দ্রনাথ।
কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা। ৭ম সং। ১৯২০।

সেনগুপ্ত, শশীকুমার।
দম্পতি। ৩য় সং।

সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র।
ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য ও তাহার চিকিৎসা। ১৯২০।
—পুরুষের দুর্বলতা। ২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সং। ১৯৩৬।

সৌদামিনী দেবী।
ধাত্রীশিক্ষা এবং গর্ভিনী চিকিৎসা। ১৯০৯।

স্টোন, হ্যানা, এম।
—আধুনিক যৌন বিজ্ঞান। ১৯৫৯।

স্টোপস, মেরি কারমাইকেল।
—বিচিত্র প্রেম, ১৯৫৭।

হাজরা, সুদেব চন্দ্র।
—সাপের মন্ত্র, ১৯৫১।

হাসান সোহারায়দি।
প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল। ১৯২৫।
—হালদার জীবনতারা।
—অজীর্ণ চিকিৎসা। ১৯৫৮।

হালদার ধীরেন্দ্রনাথ।
নূতন ভৈষজ্য প্রয়োগতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রণালী। ১৯১২।

হেমিং জেমস্।
বিনাশীর প্রতিরোধে মানব। ১৯৫৮।

হ্যানেম্যান এফ স্যামুএল।
—অর্গানন। জি দীর্ঘাঙ্গী কর্তৃক অনুবাদিত। ১৯৫৫।
—নেচার অব ক্রনিক ডিজিজেস। ১৯২১।
—সরল পারিবারিক চিকিৎসা। ১৯৬০।
—চিররোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার। ১৯৬০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
বিশ্বভারতী
ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়
ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন

। শ্রীগোপালচন্দ্র পাল

প্রায় ত্রিশ বছর আগের 'বঙ্গবাণীর' জীর্ণ পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে দেখা যায় স্মরণীয় কুমার মণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের আইন সভায় বক্তৃতার খবর—গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা। ভাবতে খুব ভাল লাগে তখনকার দিনেও জনসাধারণ এসব খবর চাইতো।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন এই বৃহৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ছোট হলেও প্রাণপূর্ণ, আইনকানুনের বালাই কম। এ জেলার গ্রন্থাগার বললে সহরের গ্রন্থাগারের কথা ভুলতে হবে। বুঝতে হবে ছোট হলে দেড়-দুশ আর বড় হলে চার পাঁচ শ বই সমন্বিত গ্রন্থাগার। কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস নেই, চাঁদা আছে তবে আদায়ের কঠোরতা নেই, বাড়ী হয় নিজস্ব নয় তো স্থানীয় কোন ভদ্র মহোদয়ের, কাঁচা, ছোট। গ্রন্থাগারিক একজন যুবক যিনি নিজের কাজের ফাঁকে এর কাজ করেন বা একজন নিষ্কর্মা ব্যক্তি যাঁর অন্য কোন কাজ জোটে নি বা করার বিশেষ তাগিদ নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এগুলিই হল জেলার আসল সাধারণ গ্রন্থাগার। এদেরই মাধ্যমে চলে এসেছে আন্দোলনের ধারা, এরাই জানিয়েছে গ্রন্থাগার বলে একটা পদার্থ আছে। এদের পিছনে যাদের সমস্ত সময় ও সামর্থ উৎসর্গীকৃত, যাঁরা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানর' জন্যে পরিজনদের কাছে ধিকৃত এবং যাঁদের নাম ইতিহাসের লিখিত পৃষ্ঠায় অনুল্লিখিত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাঁদেরই কাছে অধিকার ভিক্ষা করে কিছু পেশ করা হল।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি এই আন্দোলনকে গতিশীল করেছিল—

(১) জনসাধারণের ক্ষুদ্রাংশের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা (সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও এর অন্তর্গত)।

(২) রাজনৈতিক কর্মিগণের প্রচেষ্টা।

(৩) ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা এবং

(৪) অতি ক্ষীণ সরকারী সহযোগিতা।

জনসাধারণের প্রচেষ্টার কথা বাংলা দেশের গ্রন্থাগারমনাদের অজানা নয়। গ্রামের সাধারণ লোকের কাছ থেকে ধান-চাল অথবা সামান্য অর্থ গ্রন্থাগার কর্মীরা বহু ক্ষেত্রের পরিবর্তে সংগ্রহ করেন এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারের

পত্তন করেন। এর বিচিত্র ইতিহাস গ্রাম জীবনের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র যোগ আছে তাঁরাই জানেন।

এই রকমে স্থাপিত গ্রন্থাগারের কথা বলতে গেলে প্রথমে পাত্রসায়ের থানার কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার, বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগার, গঙ্গাজলঘাটি থানার বিসিন্দা গ্রামের রামকৃষ্ণ পাঠাগার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার বোধহয় এই জেলায় সর্বপ্রথম সাধারণের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পাঠাগার—স্থাপিত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। এ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল ৺কুঞ্জলাল দে, ৺মনোরথ রায় প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায়। কিছু দিনের মধ্যে প্রায় সাত শ বই সংগৃহীত হয়। অবশ্য এর কার্যকলাপ ১৯২৬এ বন্ধ হয় এবং ১৯৩১এ ও পরে ১৯৫৬তে পুনরায় ভালভাবে চলতে আরম্ভ করে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরই ক্রিশ্চান মিশনারীগণ বাঁকুড়া সহরের কোন স্থানে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। তবে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, বিংশ শতাব্দীর আলোক দেখেছিল মাত্র। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে সেন্সাস হয় তাতে এর উল্লেখ আছে। [It (Wesleyan Mission) has opened classes in Bankura town to teach carpentry, weaving and basket making, and also built up a public library in 1899···. —Imperial Gazetteer of India, 1909.]

বয়সের দিক থেকে তৃতীয় হল পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বায়ক বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগার। এর জন্ম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির পথে বেসরকারী, সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সরকারী প্রচেষ্টা এবং স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের সমন্বয় দেখা যায়। সুজয় দাস, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, বিখ্যাত কর বংশ এবং প্রভাশ চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বহুর চেষ্টায় এবং নবগোপাল দাস প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীর সহানুভূতিতে চলার পথ সুগম হয়। নবগোপাল দাস বিষ্ণুপুরের এস্, ডি, ও, ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও ও পদের প্রভাব দ্বারা নানাভাবে বিষ্ণুপুরের গ্রন্থাগারকে সাহায্য করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন কর্মী হরিপদ বন্দোপাধ্যায় জানান—শ্রীদাস নাকি নিজে অগ্রণী হয়ে একদল পাঠকের উপর মামলা করে তাঁদের কাছ হতে বই ও বাকী চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। আধুনিক গ্রন্থাগার নীতিতে এটা অনুমোদিত না হলেও তখন উপকার পাওয়া গিয়েছিল। এই গ্রন্থাগার পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়ে আসছে।

নাম মনোমোহিনী ইন্সটিটিউট। স্থাপিত ১৯২৯। প্রসন্নময়ী দেবী গ্রামের মধ্যে একখণ্ড জমি দান করেন। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ উদ্যোক্তাগণ বহু চেষ্টায় এর উপর একটি পাকা বাড়ী তৈরী করেন। এতে আছে একটি হল ও দুটি কুঠরী। বর্তমানে এটি এ অঞ্চলের একটি কৃষ্টিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আজ পর্যন্ত সরকারী সাহায্য পাওয়া গেছে পাঁচশ পচাত্তর টাকা। সুতরাং এর পিছনে জনগণের প্রভূত দান সহজে অনুমান করা যায়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া সহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি একটি সুন্দর লাইব্রেরী। বই সংখ্যা তিন হাজার চার শ। সাময়িক পত্রিকা ত্রিশ, দৈনিক পত্রিকা চার।

বাঁকুড়া সহরের আর একটি লাইব্রেরী হল খণ্ডেলওয়াল লাইব্রেরী। স্থাপিত ১৯৩১। প্রতিষ্ঠাতা তেজপাল খাণ্ডেলওয়াল। বই সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। গোয়েঙ্কা ট্রাস্ট ও খাণ্ডেলওয়াল ট্রাস্ট হতে পরিচালিত হত। বর্তমানে শুধু খাণ্ডেলওয়াল ট্রাস্ট এর পরিচালক। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে লালবাজারে (বাঁকুড়ার পাড়া) বীনাপাণি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় জনসাধারণের চাহিদায়। মোহনলাল গোয়েঙ্কা উভয় গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় এই দুই গ্রন্থাগারের মধ্যে বই বিনিময় ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু পাঠকদের দায়িত্বজ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে ফল ভাল হয় নাই।

কয়েক বছর আগে থেকে প্রায় ১৯৪৫ পর্যন্ত রবীন্দ্র লাইব্রেরী বাঁকুড়া সহরে জনপ্রিয় ছিল।

সোনামুখী সহরে টাউন ক্লাব ১৯৩১।৩২এ গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু ক্লাবের অন্যান্য শাখার উপরই কর্তৃপক্ষেরা বেশী জোর দেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এর কাজ বন্ধ থাকে। এখনও এটি টিকে আছে বলে প্রকাশ।

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশে খাতড়া থানা। ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে এখানের সাব-রেজিষ্ট্রার গোলাম কাসেমের উদ্যোগে খাতড়া পাবলিক লাইব্রেরী জন্মলাভ করে। পরে এর রূপান্তর ঘটে নাম হয় খাতড়া ক্লাব সার্কেল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। সার্কেল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী নামের সার্থকতা ছিল। খাতড়া সার্কেলের অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা এতে চাঁদা দিতেন—আনুমানিক বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা। তার বদলে তাঁরা বই নিতেন ও ইউনিয়নের মধ্যে বিলি করতেন। চমৎকার ব্যবস্থা। সার্কেল অফিসার ও খাতড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থায় থাকায় জন্যে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে এটি সরকার অধীন গ্রামীণ গ্রন্থাগার। বই সংখ্যা সাড়ে আট শ। নূতন বাড়ী হয়েছে।

বড়জোড়া থানায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় হাট আশুড়িয়ার আনন্দ লাইব্রেরীর মাধ্যমে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরেবতীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরীকিঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে শীতলা গ্রামের বীনাপাণি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এটি শীতলা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়। এই সময় এই প্রতিষ্ঠান সাত শ টাকা সরকারী সাহায্য পায়। বর্তমানে সরকারী পল্লীপাঠাগার। বই সংখ্যা চার শ।

এই থানার অন্যান্য গ্রন্থাগারের মধ্যে বেলুটে বান্ধব পল্লী সংস্কার সমিতি ও লাইব্রেরীর (১৯৩৭) নাম উল্লেখযোগ্য। বই সংখ্যা আট শ। দুবার সরকার হ'তে বই সাহায্য পেয়েছে। এর প্রতি জন সাধারণের সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই জেলার যে গ্রন্থাগারগুলি জন্মলাভ করে তাদের মধ্যে তালডাংগরা থানার হাড়মাসড়া গ্রামের বাণী মন্দির সাধারণ পাঠাগার ও জয়পুর থানায় গেলিয়া গ্রামের গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। দুটি গ্রন্থাগারই বর্তমানে সরকারী পরিচালনাধীন পল্লী গ্রন্থাগার। দুটির সৌষ্ঠব প্রসংশনীয়। বাণীমন্দিরের উৎপত্তি ও উন্নতির মূল স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা মনে রাখার যোগ্য। শ্রীহরিকিঙ্কর রায় এর সহচর। কর্মী হিসাবে এঁর নাম আছে। বর্তমানে বই সংখ্যা চৌদ্দশ। সভ্য সংখ্যা এক শ সাতাশ। গ্রন্থাগারের সঙ্গে জনসাধারণের হৃদয়ের যোগ অনুভব করা যায়।

তবে এই প্রতিষ্ঠানেরও ১৯১৪—১৯৩২ পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থা গিয়েছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় অনেক হাল্কা বই-এর সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেন এবং তারপর থেকেই এর গতি রয়েছে অব্যাহত।

যিনি লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল করেন হৃদয় বিচারে যদি তাঁর নামের পাশেই মুষ্টিভিক্ষাদাতার নাম উল্লেখযোগ্য হয় তাহলে গঙ্গাজলঘাটি থানার বিশিন্দার প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীনিশাপতি দত্তের নাম উল্লেখ সার্থক। ইনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিজ গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এটি এখনও চালু অবস্থায় আছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া সহরের তথা বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত লাইব্রেরী এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া সহরে যাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাম আছে এবং যাঁরা প্রতিপত্তির অধিকারী অথবা যাঁরা জনকল্যাণ মূলক কাজে লিপ্ত থাকেন তাঁদের অনেকেই এই লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন বিশেষ প্রভাবশালী রায় সাহেব ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির উৎসাহে ও জনসাধারণের অর্থে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল তৈরী হয়। একটি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ্ এই হলের রক্ষনাবেক্ষণের ভার লন। এই বোর্ড এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল লাইব্রেরীকে গৃহটি ব্যবহার করতে দেন। এই বাড়ীরই একাংশে বাঁকুড়া ক্লাব নামে একটি ক্লাবও ছিল। ক্লাবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভ্যপদ গ্রহণ করেন। তবে পরিচালক মণ্ডলী নিয়ম করেন যে লাইব্রেরীর সভ্য না হলে ক্লাবের সভ্য হওয়া চলবে না। এবং এই ক্লাবকে লাইব্রেরীর আলোর খরচ বহন করতে হবে। এ হতে উদ্যোক্তাগণের জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করবার প্রয়াস স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্মরণীয় রাউন সাহেব যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত প্রভাব দিয়ে এই গ্রন্থাগারকে শ্রীমন্ডিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এর সভ্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুশ। বই সংখ্যা পাঁচ হাজার।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পর এর পরিচালন ব্যবস্থায় ভাংগন ধরে। তারপর ১৯৫৭তে এর কাজ একবারে বন্ধ হয় এবং পুস্তক সম্ভার বর্তমান জেলা গ্রন্থাগারের হাতে অর্পণ করা হয়।

বাঁকুড়া সহরের আর একটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি হোল বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজ লাইব্রেরী। ১৯০৩ এ স্থাপিত। যদিও এটি জন সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত নয় তা হলেও জনসাধারণের যে মুখপাত্ররা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার দেখার এখানেই সুযোগ পেয়েছেন এবং গ্রন্থাগার যে কত উপকারে আসতে পারে তাও উপলব্ধি করেছেন। এটিই জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একমাত্র গ্রন্থাগার যেখানে বই-এর বিন্যাস হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। গ্রন্থাগারিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণ প্রাপ্ত।

এরপর আমরা আরও দুটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে দেখি যাদের উৎপত্তির মূলে ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের রাজনৈতিক চেতনা। একটি হল কোতুলপুরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, স্থাপিত ১৯১১, অপরটি গঙ্গাজলঘাটির শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, অমরকানন, স্থাপিত ১৯২৩।

কোতুলপুরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী স্থাপন করে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতা আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এটি পুলিশের কুনজরে পড়ে। পতন আশঙ্কা করে পরিচালকদের কয়েকজন এর নাম পরিবর্ত্তন করে তৎকালীন জেলা শাসকের নাম অনুযায়ী ভাস্ লাইব্রেরী নাম দেন। ভাস্ সাহেবও প্রসন্ন হয়ে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভেসে গেলেন। কিন্তু প্রধান উদ্যোক্তা ও বিপ্লবী নেতা শ্রীমন্মথ নাথ মল্লিকের আপত্তি থাকায় তিনি এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি ও আর কয়েকজন তৈরী করলেন হিতসাধন সমিতি। পরে অবশ্য হিতসাধন সমিতিতেই এই গ্রন্থাগার যুক্ত হয়। এটা প্রায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কথা। এর পর থেকে এর কাজ বেশ ভাল ভাবে চলে আসছে। বর্ত্তমানে সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। বইএর সংখ্যা সাড়ে তেইশ শ। নূতন গৃহে গ্রন্থাগারের কাজ চলছে। প্রতিষ্ঠানটির সজীবতা লক্ষ্যণীয়।

অমরকাননের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারও বর্ত্তমানে সরকারী তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। নূতন গৃহ। বই সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ। বর্ত্তমানে বিনা চাঁদায় জনসাধারণ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। সরকারী আওতায় আসার পূর্ব্বে কংগ্রেস কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র অমরকানন আশ্রমের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পাত্রসায়রের থানার হদল-নারায়ণপুরে বাণী মন্দির গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রাক স্বাধীনতা যুগে এর কার্য্যকাল বেশী দিন নয়। বর্ত্তমানে এটি নূতন উদ্যমে কাজ করছে। বই সংখ্যা প্রায় সাত শ।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পাত্রসায়রের থানার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্মরনীয়। এই বৎসর স্থাপিত হয় পাত্রসায়রের গ্রামে সন্তদয় পাঠাগার। উদ্যোক্তা

একদল যুবক কর্মী। কিন্তু ১৯৩০এ এর চলা থামল। কারণ চালকদের অনেককে যেতে হল জেলে। অপরাধ স্বদেশ-চেতনা।

কিন্তু এখানেই এ অঞ্চলের গ্রন্থ-প্রীতির ইতি হল না। আবার দীর্ঘ দিন পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তরুণদের দ্বারা গড়ে উঠল নেতাজীর নামাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার। সহৃদয় পাঠাগারের নবীনেরা এখন প্রবীন। তাঁরাও যোগদিলেন এই গ্রন্থাগারে এবং তাঁদের গড়া গ্রন্থাগারকে যুক্ত করলেন এই নূতনটির সঙ্গে। নাম হল সহৃদয় নেতাজী পাঠাগার।

এখন এটি সোনামুখী সাকেলের বৃহত্তম গ্রন্থাগার। বই সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বর্ত্তমানে সরকারী আওতায় এসেছে ও নূতন বাড়ী হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর প্রান্তে তিলুড়ি গ্রাম। গ্রামটির ঐতিহ্য আছে। তার প্রমাণ স্বরূপ দেখতে পাই একটি সুন্দর লাইব্রেরী, গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের নামের সঙ্গে শ্রীঅভয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম জড়িত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত তাঁরই বাড়ীতে গ্রন্থাগারের কাজ চলে। এরপর নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। গ্রন্থাগারটি পনের শ বইএ সুসজ্জিত। এই প্রতিষ্ঠানে এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রন্থাগারেও শ্রীজগন্নাথ কোলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দেখা যায়।

১৯০৮এর ও ১৯৪৭এর মধ্যে এ জেলায় বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সবার কথা লেখকের জানা নেই। তবে যেগুলির পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আবার যেগুলি গ্রন্থ প্রেমিকদের আনন্দ বর্ধন করে সেগুলি হল—রাণীবাঁধ থানার কালাচাঁদ মেমোরিয়্যাল লাইব্রেরী (১৯৪০), অম্বিকানগর; বীণাপাণি লাইব্রেরী (১৯৪৪) রাউতড়া। রায়পুর থানার রায়পুর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (১৯৪১), শিরোমণিপুর বিজয়া পাঠাগার (১৯৪৭), বাণী গ্রন্থাগার, মণ্ডলকুলি ইত্যাদি। শালতোড়া থানার বাকুলিয়া চিত্তরঞ্জন পল্লী পাঠাগার। কোতুলপুর-জয়পুর অঞ্চলের দেশড়া পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (বই সংখ্যা ১২৫০), পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার (১৯৪৮) ইত্যাদি। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের পাঁচাল নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগার (১৯৪৭) ইত্যাদি। রায়পুর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ বর্তমানে সরকারী গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এর সঙ্গে যুক্ত শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির উদ্যম দেখবার মত। শিরোমণিপুর বিজয়া সমিতি সরকারী আওতায় না এসেও চমৎকার পাকা বাড়ী করেছে। পাঁচালের গ্রন্থাগারটি সরকারী পল্লী পাঠাগার হয়েছে।

১২৮০ সালে জয়পুর থানার কুচিয়াকোল গ্রামের বসন্ত কুমার সিংহ দেবের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ১৩৫৪ সালে কুচিয়াকোল বসন্ত লাইব্রেরী নামে সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। বসন্ত কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা যোগেন্দ্রনাথ সিংহ দেবের উইল অনুসারে বার্ষিক ৩৫০৲ টাকা গ্রন্থাগারটি পেয়ে থাকে।

স্বাধীনতার যুগ এল। সহর থেকে বহুদূরে ক্ষুদ্র গ্রামেও খবর পৌঁছাল গ্রন্থাগার চালালেই সরকার থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। যাঁদের মধ্যে গ্রন্থ পিপাসা

জেগেছিল তাঁরা উৎসাহ পেলেন। আবার একদল লোক গজিয়ে উঠলেন যাঁরা সরকারী অর্থ আদায় করে নাম কেনার জন্যেই গ্রন্থাগার করলেন। যাহোক, সুখের বিষয় জেলাতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বহু বেড়ে গেল। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শর কিছু বেশী। এর মধ্যে আছে একটি জেলা গ্রন্থাগার, একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, পঁচিশটি সরকার পরিচালিত পল্লী গ্রন্থাগার, উপরে উল্লেখ করা গ্রন্থাগারগুলি এবং আরও অনেকগুলি।

এই আরও অনেকগুলির মধ্যে দেখে আনন্দ পাবার মত রয়েছে পাত্রসায়রের থানার ধুরু সংহতি (১৯৫০), বালুসী, বই সংখ্যা পনের শ'। এ পুস্তক নির্বাচনে আদর্শের কাছাকাছি। অন্যান্য ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। এটি বর্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলে বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধি।

কোতুলপুর থানার তাজপুর পল্লীকল্যাণ পাঠাগার (১৯৫০); দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠভবন (১৯৫৪); রাধামাধবপুর আলোর যাত্রী পাঠাগার (১৯৫৭), বই সংখ্যা এগার শ। সোনামুখীর বাসুদেব গ্রন্থাগার (১৯৫৫)। বড়জোড়া থানার বেলিয়াতোড় গান্ধী সাহিত্য পরিষদ। হাতনা থানার কাটি পাহাড়ী করাল লাইব্রেরীর (১৯৫৪) খুব বড় নূতন বাড়ী হয়েছে। সিমলাপাল থানার রবীন্দ্র পাঠচক্র (১৯৫৩-৫৪), বর্তমানে সরকারী আওতায়। কোতুলপুরের নিকট মীর্জাপুরে নেতাজী গ্রন্থাগার (১৯৫২), বই সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এটির সরকারী ও জনসাধারণের সাহায্যে নূতন বাড়ী হয়েছে।

যে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছিল এবং বর্তমানে সরকারী পল্লী গ্রন্থাগার হয়েছে সেগুলির অবস্থা সত্যিই ভাল। কিন্তু যেগুলি একবারে নূতন করে সরকারী পল্লী গ্রন্থাগার করা হল সেগুলির কতকগুলির সঙ্গে জনগণের যোগ কম। এদের বই সংখ্যা মাত্র এক শ' পঁচিশ বা ঐ রকম কিছু।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারটি হয়েছে আদিবাসী প্রধান জঙ্গলময় ঝিলিমিলিতে। অনেকের ধারণা এর উপযুক্ত ব্যবহার হবে না। যাহোক, বাঁকুড়ার জনগণ বিষ্ণুপুর কিম্বা সোনামুখীর মত সহরে আরও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার দেখতে চান।

বাঁকুড়াকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—পূর্ব বাঁকুড়ার বিস্তৃত সমতল কৃষিভূমি ও বড় বড় গ্রাম বিশিষ্ট অঞ্চল, যেমন পাত্রসায়রের, সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর প্রভৃতি থানা এবং পশ্চিম বাঁকুড়ার অসমতল ও পাহাড়ী ভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট গ্রাম বিশিষ্ট অঞ্চল। যেমন রাণীবাঁধ, সাতড়া, ইন্দপুর প্রভৃতি। দ্বিতীয় অঞ্চল প্রথম অঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ আদিবাসী ও অনগ্রসর জাতি অধ্যুষিত। কাজেই গ্রন্থাগার আন্দোলন বা এই জাতীয় কোন কাজ পূর্ব বাঁকুড়ায় যত সহজ পশ্চিম বাঁকুড়ায় তত সহজ নয়।

বার্তা-বিচিত্রা

ব্রিটিশ কাউন্সীল গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

১৯৫০ সালে দু' হাজার বই নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সীল গ্রন্থাগারের সূত্রপাত হয়েছিল ৫, থিয়েটার রোডে। উদ্বোধন করেছিলেন সার জন সার্জেন্ট। যে গৃহটিতে কাউন্সীলের গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল তারই সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে সম্প্রতি গ্রন্থাগারের জন্যে একটি পৃথক শ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছে। গত ৯ই নভেম্বর ভারতে সফররত সার জন ঐ গৃহটির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। ব্রিটিশ কাউন্সীল গ্রন্থাগার কলকাতার এখন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থ সংখ্যা আটত্রিশ হাজার ; সদস্য সংখ্যা ছয় হাজারেরও অধিক ; ডাকযোগে ৪০০ জন সদস্যকে গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। গড়ে দৈনিক নয় শত ব্যক্তি গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে থাকেন। সত্তর জন পাঠকের বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। ব্রিটিশ কাউন্সীল গ্রন্থাগারের অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা অনুকরণীয়। কাউন্সীলের উদ্যোগে নিয়মিত নানারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কাউন্সীল ইতিমধ্যে পাটনায় একটি শাখা খুলেছেন এবং শীঘ্রই রাঁচিতে একটি শাখা খোলার ব্যবস্থা করছেন।

সোদপুরে পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

স্থানীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদের প্রচেষ্টায় দেশবন্ধু নগর ব্যায়াম সমিতি গৃহে একটি পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। সম্প্রতি সোদপুর পিঞ্জরাপোল সোসাইটির প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে এক হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবি. ডি. ঝুনঝুনওয়ালা। পরিষদের সম্পাদক শ্রীদীপ্তি কুমার সেন ঐ অনুষ্ঠানে বলেন যে স্থান ও অর্থের সমস্যাই এখন প্রধান, এবং গ্রন্থাগারটির উন্নত রূপায়ণে অভিভাবকদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আপাতত গ্রন্থাগারটিতে প্রি-ইউনিভার্সিটিকোর্সের বই রাখা হবে। পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে ডিগ্রি কোর্সের বইপত্র রাখারও সিদ্ধান্ত করেছেন।

ডাকুরিয়া বাপুজী স্মৃতি সঙ্ঘে গ্রন্থপক্ষ পালন

গত আগষ্ট মাসে বাপুজী স্মৃতি সংঘ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পক্ষকালীন এক গ্রন্থপার্বণ অনুষ্ঠান বিশেষ উদ্দীপনার সহিত উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে এতদঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মনোরম প্রাচীরপত্র লাগানো হয়। সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারমনা ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করাই ছিল ঐসব প্রাচীর পত্রের বিষয়। এতদ্ব্যতীত সংঘের কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্যে আবেদন করেন। কর্মীরা অর্থ ও পুস্তকও সংগ্রহ করেন।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও তার নেতৃত্বে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মদিন ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে গ্রন্থাগার দিবস এবং ঐদিন থেকে পরবর্তী সপ্তাহটিকে গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে পালনের জন্য আমরা বাংলা দেশের জনসাধারণ ও গ্রন্থাগারসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ৩৬ বৎসর আগে পরিষদের সৃষ্টি হয়েছিল এই দিবসটি সে পথে আমাদের অগ্রগতি কতদূর হয়েছে তার হিসাব নিকাশের ও পর্যালোচনায় দিন। এই দিনটিতে আমাদের অসম্পূর্ণ কর্মসূচীকে সার্থক করার সঙ্কল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

এই দিবসে যথোচিত মর্যাদা সহকারে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ, গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা ব্যতীত প্রভাত ফেরী, জনসভা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারিকতার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা দেশের সাধারণ লোক, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তথা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের নিকট যে বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই তা হ'ল ঃ

দেশ গড়তে মানুষ চাই—মানুষ গড়তে শিক্ষা চাই—শিক্ষার ব্যাপক এবং গভীর বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার চাই—সব মানুষের গ্রন্থাগার নাই—রাজ্যব্যাপী সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চাই।

গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনও তার প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে রয়েছে। বাস্তব ঘটনা হ'ল এই যে বিনা চাঁদায় সব অঞ্চলের মানুষের জন্য সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও অনেক দূরে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে স্বশিক্ষায় বিকশিত হয়ে উঠার এই মৌলিক অধিকার আজও আমাদের রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতি পায় নি। তাই গ্রন্থাগার দিবসের বিভিন্ন সভা সমিতিতে গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে রাজ্যব্যাপী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্য সমাজ-শিক্ষা অধিকর্তা, নিজ নিজ এলাকার আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রার্থী, সংবাদপত্র ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ২০শে ডিসেম্বর বুধবার বৈকাল ছয় ঘটিকায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে পে কমিটির সুপারিশ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত পে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পে কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্তও ব্যক্ত হয়েছে। চারশতাধিক পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পাঁচশতাধিক গ্রন্থাগারের দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাগার কর্মীর বাস্তব আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা শুধু অসম্পূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ নয়, উপরন্তু ভুল চিন্তা প্রসূত ও অযৌক্তিক। পে কমিটির এই রিপোর্টটিকে শুধু যে ক্ষেত্রে অভিনন্দন জানাতে পারা যায় তা হল রিপোর্টের ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় নবজাত গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছে এবং স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য পরিষদের পক্ষ হতে পে কমিটির কাছে সাক্ষাৎকারের জন্য এক আবেদন জানানো হয়, কিন্তু তা নামঞ্জুর হয়। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সাথে যুক্ত কর্মীদের মুখপাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অবহেলা করে স্বীয় প্রচেষ্টায় পে কমিটি যে ত্রুটিপূর্ণ সুপারিশ করেছেন তাতে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সাথে যুক্ত প্রতিটি কর্মীই বিচলিত হয়েছেন। পে কমিটির এই অযৌক্তিক সুপারিশের সমালোচনা করে এবং নিজস্ব সুপারিশ সম্বলিত এক স্মারকলিপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বিবেচনার্থে পেশ করা হয়েছে। ঐ স্মারক লিপির বক্তব্যর প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিন্তু তার পূর্বে পে কমিটির সুপারিশ আমাদের জানা প্রয়োজন।

Recommendations of the Pay Committee

6. Accordingly we suggest that the existing libraries may be classified in the following manner and we recommend the scales of pay of the librarians as noted against each class :—

Class of Library	Description	Post	Qualification	Proposed scale of pay
A	(1) Libraries of Institutions where post-Graduate studies or Research are carried on ; and where the catalogue strength exceeds 50,000 and the number of journals of learned societies. subscribed and maintained is more than 40, or	Senior Librarian	At least a Second Class M.A. with a Diploma in Librarianship & A Certificate of proficiency in a foreign language other than English.	275–15–350–20–650.
A	(2) Special libraries for maintenance of valuable manuscripts or old records of considerable number.			
B	Libraries other than those included in class A and C.	Librarian	At least a Graduate with Diploma in Librarianship.	200–10–400.
C	Libraries with effective strength of less than 10,000–			
	(i) Which do not require the services of professionally trained personnel ;	Librarian		125–3–140–5–200

Pay should depend on all the conditions, viz., the class of the library the nature of the post and the qualification.

7. For Assistant Librarians and Technical Assistants who are professionally qualified we recommend the scale of 175–7–245–8–325 for libraries where the headships are on the scale 275–15–350–20–650, or 200–10–400 and 150–5–250 for those where the librarians are on the scale 175–7–245–8–325. As regards other library staff such as cataloguers, library assistants or clerks who carry out routine jobs under the guidance of the professional staff, the clerical grade 125–3–140–4–200 is appropriate for such type of duties.

8. For the Post of Film Librarian we recommend the scale of

পে কমিটির রিপোর্টের মূল অসংগতি ও ত্রুটি হল :

(১) রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পে কমিটির সমীক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। রাজ্যের সর্বোচ্চ গ্রন্থাগার—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সরকারী পরিচালনার অন্তর্গত ৩৬৬টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমূহের কোন উল্লেখই এই রিপোর্টে নেই। সাধারণ খবরের কাগজের পাঠকরা এই সংবাদ রাখেন আর পে কমিটির বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত সদস্যরা এই সম্পর্কে অবহিত নন? ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয়! পে কমিটির দৌলতে এই প্রথম জানতে পারলাম যে জেলা গ্রন্থাগারিকরা নির্দিষ্ট বেতনের হারে (২০০—৪৫০) নিয়োজিত আছেন। যতদূর জানি কালিম্পং ও টাকীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকদ্বয় ও স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সহকারী গ্রন্থাগারিকরা ব্যতীত ঐ হারে কেউ বেতন পাচ্ছেন না। জেলা গ্রন্থাগারিকরা সর্ব সাকুল্যে ২৫০৲ বেতন পাচ্ছেন, কোন বেতনের হারই নেই। পে কমিটির সদস্যরা এই তথ্য কোথা হতে সংগ্রহ করলেন?

(২) পে কমিটির এই সুপারিশে সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর বিষয় হ'ল গ্রন্থাগার সমূহকে গ্রন্থ সংগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা। গ্রন্থাগারের চরিত্র নির্ভর করে মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ যা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারিকতার একটি মূল বক্তব্য হ'ল : গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য, সংগ্রহের জন্য নয়। পরিকল্পনাবিহীন গ্রন্থ সংগ্রহ যা ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম তা গ্রন্থাগারের পক্ষে গৌরবের নয়। অধিকন্তু এই ধরণের সুপারিশের ফলে অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহের এক অহেতুক ঝোঁক দেখা দিতে পারে। আমাদের মনে হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্যন্ত, স্কুল গ্রন্থাগার হতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত সব কিছুরই শ্রেণী ভাগ হওয়া উচিত পাঠকদের চরিত্র ও সংখ্যা, পাঠ্য সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারটির অবস্থানকে কেন্দ্র করে। পুস্তক সংখ্যা অন্যতম মান হতে পারে, কিন্তু কোন প্রকারেই সর্বপ্রধান নয়। পে কমিটির ত্রুটিপূর্ণ মানের জন্য স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী (যদিও তার কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ পে কমিটির রিপোর্টে নেই) 'খ' শ্রেণীভুক্ত (দশ হাজার বা ততোধিক গ্রন্থ, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের নীচে) হয়েছে। অথচ রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই গ্রন্থাগারটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) পে কমিটির এই সুপারিশের ফলে বেতন বৃদ্ধি দূরে থাক, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান বেতন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থ সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে বেতনের হার সুপারিশ করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী জেলা গ্রন্থাগার 'খ' বিভাগভুক্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কালিম্পং ও টাকীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরা ২০০—৪৫০ টাকা (মহার্ঘভাতা ব্যতীত) বেতনের হারের পরিবর্তে ২০০—৪০০ টাকা (মহার্ঘ ভাতা সহ) বেতনের হার পাবেন। এমন কি রাজ্য গ্রন্থাগারটিকে 'ক' শ্রেণীভুক্ত (৫০,০০০র অধিক গ্রন্থ)

করলেও গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের বর্তমান বেতনের হার ২৫০—৭৫০ ও ২০০—৪৫০ (মহার্ঘভাতা ব্যতীত) টাকার পরিবর্তে পাবেন ২৭৫—৬৫০ ও ২০০—৪০০ টাকা (মহার্ঘভাতা সহ) আর তাদের 'খ' শ্রেণী ভুক্ত করলে তাঁরা পাবেন ২০০—৪০০ ও ১৭৫—৩২৫ টাকা (মহার্ঘভাতা সহ)। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতি। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারিকরা পাচ্ছেন সর্ব মোট ২৫০ টাকা। সুপারিশের ফলে পাবেন ২০০—৪০০ টাকা। তা ছাড়া ৩৬৬টি গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন উল্লেখ নেই—কোন সুপারিশ নেই। সমস্ত সুপারিশটিতে এই ধরনের স্ববিরোধীতায় পরিপূর্ণ।

(৪) পে কমিটির সুপারিশে গ্রন্থাগারিক ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে কোন সুপারিশই করা হয়নি। যদিও লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেন্টদের সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্য একটি বেতনের হার সুপারিশ করা হয়েছে। সব চেয়ে আমাদের বিস্মিত করেছে সূচীকারকদের (Cataloguer) কেরাণী শ্রেণীভুক্ত করা। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে গ্রন্থাগারের সূচীকরণ, বর্গীকরণ, সূত্রানুসন্ধান, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ জটিল এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত, কর্মকুশল ও অভিজ্ঞ কর্মীরাই এই কাজ করে থাকেন। এই কর্মী শ্রেণীর মধ্যে শুধু সূচীকারকদের নাম উল্লেখ করে এবং কেরাণী শ্রেণীভুক্ত করে ও তাদের ন্যায় স্বল্প বেতন সুপারিশ করে পে কমিটি তাঁদের দায় সেরেছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অভূতপূর্ব মূল্যায়ন !!

(৫) গ্রন্থাগারের অধস্তন কর্মচারী—যথা সর্টার, দপ্তরী, পিওন, দরোয়ান, জমাদার, ড্রাইভার ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মীদের সম্পর্কে কোন সুপারিশই করা হয়নি। অথচ এই কর্মীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের দ্বারা গ্রন্থমনা জনসাধারণের সেবা করে যাচ্ছেন। আর্থিক কষ্টে জর্জরিত এই কর্মীদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী বেতনের হার সুপারিশ কি যুক্তিসংগত নয়? গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সব কর্মীদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়।

(৬) পে কমিটি এমন একশ্রেণীর গ্রন্থাগার খুঁজে পেয়েছেন যেখানে নাকি বুদ্ধি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মী না হলেও চলে। চলে বইকি! একটি রোগীকে হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসাও করান যায়। ফলাফল বলা বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের সাহায্য ব্যতীত সংগৃহীত গ্রন্থসমূহকে "গ্রন্থ সংগ্রহ" বলা চলে—গ্রন্থাগার নয়। সুষ্ঠু গ্রন্থাগারে তাকে রূপান্তরিত করতে হলে চাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বুদ্ধি কুশলী কর্মীর শ্রম ও বুদ্ধির সংমিশ্রণ ও রূপায়ণ। সমস্ত বিশ্ব যে বাস্তব ঘটনাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে পে কমিটি তাকে মানতে নারাজ!

(৭) একথা আমরা স্বীকার করি সব ব্যক্তির সব বৃত্তির সমস্যা জানা সম্ভব নয়। তাই ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংগঠনের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে আলোচনা করা তো হ'লই না এমনকি সরকার

নিয়োজিত দুটি কমিটির সুপারিশও বিবেচনা করা হল না। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের শিক্ষক সম্প্রদায়ের (স্কুল হতে ব্রাজ শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত) সমপর্যায়ভুক্ত করে একই ধরণের বেতন সুপারিশ করেছেন। অপরটি হল ভারত সরকার নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক, রীডার ও লেকচারারের বেতনের ন্যায় বেতন সুপারিশ করেছেন। এই সব মূল্যবান দলিল ও গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ নিয়ে সুপারিশ করলে এই সব অসঙ্গতি থাকত না।

(৮) পে কমিটি গ্রন্থাগারিকদের জন্য সর্বোচ্চ বেতন সুপারিশ করেছেন ২৭৫—৬৫০ টাকা (মহার্ঘভাতা সহ)। এই বেতন সরকারী কলেজের লেকচারারের বেতনের অনুরূপ। কিন্তু সর্ত লক্ষ্য করুন : প্রার্থীয়যোগ্যতা : এম, এ, ডিপ্লোমা, ইংরেজী ব্যতীত বিদেশী ভাষার জ্ঞান, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা : ৫০,০০০ উপর গ্রন্থ, ৪০টি উচ্চ স্তরের পত্র-পত্রিকা স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা। এতগুলি সর্তপূরণ করলেই নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারিক ঐ বেতন পাবেন। পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা সমীক্ষা করে এই কথা বলা চলে যে মাত্র ২।৩টি ক্ষেত্রে এই সুপারিশ কার্যকরী হতে পারে। মনে হয় পে কমিটি এই বিষয়ে অবহিত থাকলে তা বন্ধ করতেও হয়ত সুপারিশ করতেন। এর চেয়ে কম সর্ত পূরণ করে একজন লেকচারার (শুধু এম, এ, এবং যে কোন সরকারী কলেজে) প্রথমে এই বেতনে নিযুক্ত হবেন এবং পরবর্তীকালে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপক পদের বেতন পর্যন্ত পেতে পারেন। আর হতভাগ্য গ্রন্থাগারিক এত সর্ত পূরণ করেও, লেকচারার মহোদয়ের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করে এবং কম ছুটি পেয়েও সারাজীবন এই বেতন হারেই থাকবেন। কোন প্রমোশনের বন্দোবস্ত নাই। পে কমিটি সুবিচার করেছেন বইকি!

(৯) পে কমিটির রিপোর্টের আর একটি দুর্বলতা হল যে গ্রন্থাগারিকদের বেতন নির্ধারণ কালে পে কমিটি দুটি সর্ত বিবেচনা করেছেন : (ক) গ্রন্থ সংগ্রহ অনুযায়ী গ্রন্থাগারের গুরুত্ব, (খ) প্রার্থীর যোগ্যতা। আমাদের বক্তব্য অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণকালে ঐ সব পদকে বিবেচনা করা হয় এবং গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন পদের জন্য বিভিন্ন বেতন সুপারিশ করা হয়, যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন নয়। এই অবস্থায় আমরা আশঙ্কা করছি পে কমিটির এই সুপারিশের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কম বেতনে নিযুক্ত করা হবে। পদের গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে না।

এই ধরণের আরও অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটি এই সুপারিশ আছে। এই সব অসঙ্গতি ও ত্রুটির প্রতি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক স্মারকলিপি পরিষদের পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে ঐ স্মারকলিপিতে বিভিন্ন যুক্তি ও ব্যাখ্যা সহকারে সর্বধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি বেতনের হারও সুপারিশ করা হয়েছে।

অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ৯·০০

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন ১·৭৫

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ ১০·০০

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

গ্রন্থাগার আশ্বিন ১৩৬৮ Regd. No. C-3910
মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

প্রাক-প্রকাশন মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করুন

ছাপাখানায় রয়েছে

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

এতে থাকবে

★ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিন সহস্রাধিক সাধারণ গ্রন্থাগারের জেলা-ভিত্তিক নাম, ঠিকানা ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি

★ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলির গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ যাবতীয় গ্রন্থাগারের নাম ও স্থান অনুযায়ী নির্ঘণ্ট

টেবল আকারে মনো টাইপে মুদ্রিত হইতেছে ।। সাইজ : আট পেজী ডবল ডিমাই

মূল্য ১০·০০ টাকা ॥ প্রাক-প্রকাশন মূল্য ৭·৫০ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

এতে থাকবে

★ ১৮০০ বাংলা গ্রন্থের বর্গীকৃত তালিকা

★ গ্রন্থের আখ্যা, বিষয় ও লেখকের নামানুযায়ী নির্ঘণ্ট

★ ৫০টি বিভিন্ন বিষয়ের নির্বাচিত বাংলা পত্রপত্রিকার নাম ও ঠিকানা

★ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও ঠিকানা

মূল্য ৩·০০ টাকা ॥ প্রাক-প্রকাশন মূল্য ২·৫০ টাকা

মনো টাইপে মুদ্রিত হইবে ।। সাইজ : আট পেজী ডবল ক্রাউন

বিজ্ঞাপন ও বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৩ হুজুরিমল লেন ॥ কলিকাতা ১৪

ফোন : ৩৪-৭০৫৫

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

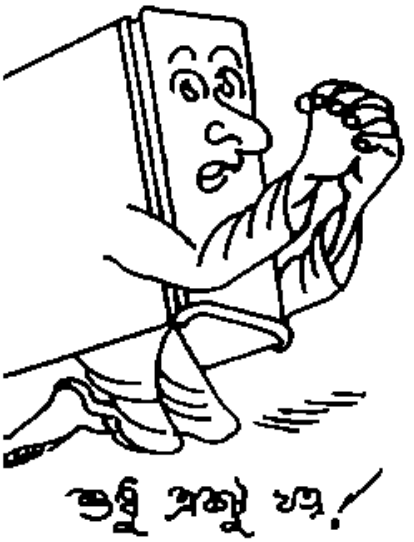

একাদশ বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা
কার্তিক ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা য়

বইয়ের যত্ন ও ব্যবহার : গীতা মিত্র ॥ গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূলকথা : অমিতা মিত্র ॥ গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূপন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার : বিনয় ভূষণ রায় ॥ গ্রন্থাগার সংরক্ষণে; অবহাওয়া সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা : সন্তোষ বসু ॥ বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির : মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ● গ্রন্থ-সমালোচনা ● সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্

A few of our Select Books !

Planning in India by V. T. Krishnamachari. Gives in broad outlines the salient features of the three Five-Year Plans. Rs. 10

Community Development in India by B. Mukerji. Expounds fully the ideolgy and objectives of community development in India. Rs. 10

Industrial Enterprise in India by Nabagopal Das. Describes the development of industrial enterprise in India from the middle of the 19th Century to the beginning of the Third Five-Year Plan. Rs. 10

The Development of Industrial Relations in India by Dr. C. B. Kumar In this book the problem of industrial relations in India is discussed against the background of the economic and industrial development of the country. Rs. 15

Write to our Dept. BLA for our Lists and Catalogues.

ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13.

BOMBAY :: MADRAS :: NEW DELHI

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্স্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Periodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২৩৮২

Science Department

Dedicated to India's Educative Progress

SINCE—1924

FOR MULTIPURPOSE, HIGHER SECONDARY, HIGH, JUNIOR HIGH AND PRIMARY SCHOOLS

We deal in :

- Forms & Registers etc.
- Maps, Charts, Globes etc.
- Mathematical Instruments, Black Boards & Graph Boards.
- Geographical Apparatus
- Biological Models, Scientific Apparatus & Glasswares

We manufacture :

- Forms & Registers
  Mathematical Instruments
- Black Boards & Graph Boards
- Geographical Apparatus, Scientific Apparatus, Prize & Library Books, Gas Plants, Ovens & Baths Incubators etc.

পুস্তক বিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলানর নানা রঙের ছবি ও ছড়ার বই, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ART UNION

City Sales Office :

80/3 Mahatma Gandhi Road-9
(Junction of College Street and Harrison Road)

Head Office & Show Room :

80/15 Grey Street, Calcutta-6
Phone : 55-4166
Gram : ARTUNION, Cal.

Laboratory Furnishing is our Speciality

ন্যাশনালের বই

॥ মার্কসবাদ জানবার প্রাথমিক বই ॥

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা

মাত্র একশো পৃষ্ঠার মধ্যে মার্কসীয় অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি অতি স্বচ্ছভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বইটিতে। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে যাতে সহজ হয়, সেই কথা মনে রেখেই লেখক এই বই-এ দেশীয় উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। ১.২৫

অমিত সেন

ইতিহাসের ধারা ২·০০।১·৭৫

অসিত মিত্র

কমিউনিজমের উৎপত্তি ·৭৫

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কসবাদের অ আ ক খ ১·২৫

॥ মার্কসবাদের মৌলিক বই ॥

কার্ল মার্কসের

মজুরি ও পুঁজি

(Wage Labour and Capital)

মার্কসীয় অর্থনীতির গোড়ার কথাগুলির প্রাঞ্জল বর্ণনা। ·৩৭

মজুরি দাম মুনাফা

(Wage Price and Profit)

মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে একটি সরল বিশ্লেষণ। ·৫০

ভি আই লেনিনের

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় ১·৫০

এক পা আগে—দুই পা পিছে ২·২৫

১৯০৫ সালের বিপ্লব ·১৯

জে ভি স্তালিন

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা ১·২৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৪৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

বাতেন রোড, বেলাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

কার্তিক ১৩৬৮

বইয়ের যত্ন ও ব্যবহার

গীতা মিত্র

বই অনেকের কাছে সজীব বস্তু হিসাবে পরিগণিত। প্রাণবন্ত জীবের সঙ্গে তুলনা করলে বই বহু দিক থেকেই মানব শিশুর সমতুল। মানব শিশুর প্রাণ থাকলেও ভাষার সে তার মনের কথা ব্যক্ত করতে অক্ষম, বইও তেমনি জীবন্ত অথচ বাকশক্তিহীন। শিশুর ক্ষেত্রে আদরযত্নের যেরূপ প্রয়োজন বই-এর প্রতিও আমাদের অনুরূপ যত্ন ভালবাসা থাকা দরকার। পূর্বজদের গুণাগুণ শিশুর জন্ম-বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তেমনি বই-এর মধ্যে সঞ্চিত আছে মানুষের পূর্বপুরুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার, তাদের কীর্তি কাহিনী, তাদের সংগ্রামী জীবন ইতিহাস। তাকে আগামী দিনের মানুষের জন্য যথোচিত যত্ন সহকারেই রক্ষা করতে হয়। বই আমাদের কাছে শিশুর অধিকার নিয়ে শিশুর মত আদর যত্ন দাবি করে। শিশুর মৌনতা ও অজ্ঞতা দূর করে তাকে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য স্নেহ ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তেমনি এই ভাষাহীন যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত কথার ভাণ্ডারকে আমাদের সমগ্র হৃদয় দিয়ে যদি গ্রহণ করতে না পারি তাহলে আমরা কোনদিনই সার্থক গ্রন্থাগারিক হতে পারব না। অবহেলা ও অযত্নের মধ্যে যেমন বহু শিশু-প্রতিভার কুঁড়ি অকালেই ঝরে যায়, তেমনি অনাদরে ও উদাসীনতায় কত ভাল বই-এরও যে অকাল মৃত্যু ঘটে! একটি শিশু সমগ্র পরিবারের আশা-ভরসা, তার জীবন ও কর্মের উপর নির্ভর করে আছে পরিবারের ভবিষ্যৎ। তাই তাকে আমাদের সদা সতর্ক দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মনোভাবের মধ্যে গড়ে তুলতে হয়। বইকেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ও সাবধানতার মধ্যে রক্ষা করতে হয়। জনৈক গ্রন্থবিদ বলেছেন : Books are like children in more ways than one, in their response to care and attention in early life, for one thing and in their response to heredity and environment, for another.

বিবেচক ও দায়িত্বশীল অভিভাবক তাঁর শিশুকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে তুলতে চান, তাকে সব রকম বিপদ-আপদ ও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। তেমনি বইকেও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা এবং সর্বপ্রকার কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর জীবন সক্রিয় ও দীর্ঘায়ু করতে হোলে তাকে সযত্নে লালন পালন, যথোচিতভাবে পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। পরিণত মানুষের স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে শৈশবকাল থেকেই তাকে যেমন গড়ে তুলতে হয় তেমনি বইয়ের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকে যত্নবান হবার প্রয়োজন আছে।

বইয়ের প্রস্তুতি পর্বের প্রথম উপকরণ হোল কাগজ। কাগজ নির্বাচনের সময় স্মরণ রাখতে হবে তার নির্মাণ উপাদানের কথা। দেখতে হবে কোন প্রকারের কাগজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী অর্থাৎ কতদিন টিঁকবে। তারপরের পর্যায়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি বক্তব্য হোল ছাপার অক্ষরগুলি সুন্দর ও পরিষ্কার হবে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারেও বিবর্ণ হবে না। বইকে শক্ত বোর্ডে এমনভাবে বাঁধাতে হবে যা তার শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে না তাকে তার শত্রুদের হাত থেকেও বাঁচাবে। বইগুলিকে নিয়মিত ঝাড়ামোছা করে সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কীটপতঙ্গ ইত্যাদি বইকে বিনষ্ট করতে না পারে, তার জন্য প্রতিষেধক প্রয়োগ করাও যখন বাঁধান দরকার সময়মত দক্ষ দপ্তরীর হাতে তুলে দেওয়া এবং যে পরিবেশ বই-এর পক্ষে অনুকূল সেরূপ পরিবেশে বইকে সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। যে মানুষের হাতে বইকে তুলে দেওয়া হয় দেখা দরকার তিনি যেন সেটিকে সযত্নে ব্যবহার করেন।

কিন্তু আমরা যারা বই ব্যবহার করি তারা কেউই উপরের কথাগুলি মনে রাখি না। বইয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব শিশুর বিমাতার মত। আমরা অনেকেই ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র ভাল জায়গায় রেখে বইকে এমন স্থানে ফেলে রাখি যে স্থান বইয়ের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়, অবশ্য আমাদের আর্থিক অবস্থা অনেক সময় আমাদের বইকে ভালভাবে রাখার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমাদের সব সময়ই মনে রাখা দরকার যেখানে আমরা বইগুলি রাখব সেটা খুব গরম, খুব ঠাণ্ডা, স্যাঁতসাঁতে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রখর রৌদ্রের সংস্পর্শে যেন না আসে। বইগুলিকে আমরা যদি তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল আবহাওয়ায় সংরক্ষণ না করি তবে বুঝতে হবে আমরা তাদের দীর্ঘজীবন সঙ্কুচিত করছি।

বইকে শিশুর মতন যত্ন করতে হবে, বন্ধুর মতন তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে, তার প্রতি পিতামাতার মতন দায়িত্বশীল হতে হবে—কিন্তু কি ভাবে? প্রথমেই বলা যেতে পারে বইকে কিভাবে খুলে ধরতে হবে বা পড়তে হবে। উদাসীনতা, অনামনস্কতা অসাবধানতা, বা অজ্ঞতার জন্য আমরা অনেক সময়ই বইকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি না, ফলে বই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাঁরা বই-এর যত্ন জানেন, তাঁরা জানেন যে বইটিকে সযত্নে টেবিলের উপর রেখে তার উপরের মলাটটি খুলে রেখে, প্রতি পাতার উপরের কোণ ধরে পাতাগুলি উল্টোতে হয়। পাতাগুলি শক্ত করে ধরে পাতাগুলি যেখানে গ্রন্থীবন্ধ সেই পর্যন্ত পাতাগুলি আস্তে করে খুলে ফেলতে হয়। কিন্তু এমনভাবে নয় যেখানে চাপ লেগে পাতার গ্রন্থীবন্ধন ছিন্ন হতে পারে বা বাঁধুনি আলগা হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ পড়ার সময় পাতাটি সম্পূর্ণ খুলে ধরেন না, অনেক সময় কনুই ভর দিয়ে বইটির উপর নির্দয়ভাবে চাপ দিয়ে পড়েন, অনেক সময় পাতা চিহ্নিত করার জন্য পাতার কোণ মুড়ে রাখেন বা রুচিহীন ও অশোভনভাবে পাতাগুলি উল্টান, এইরূপ স্বভাব বইটির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। প্রথমোক্ত গ্রন্থবিদের কথায় "whether well bound or poorly bound there is not the slightest doubt as to the gratitude for careful and appreciative opening felt by the spirit treasured up within those covers."

কোন বই যখন গ্রন্থাগারে আসে, তখন গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা (collating) দরকার। প্রত্যেকটি বই-এর বাঁধাই শক্ত, পাতাগুলি অক্ষত, ছাপা সুন্দর ও পরিষ্কার ইত্যাদি এবং সব দিক থেকে বইটি সম্পূর্ণ ও দোষমুক্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এই পরীক্ষা খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং যত্ন সহকারে করা সমীচীন, কেননা নতুন অবস্থাতেই যদি বইটি নির্দোষ না হয় তবে তাড়াতাড়ি তাকে বই-এর দোকানে ফেরৎ পাঠাতে হবে নতুবা বইটা দুদিনেই অকেজো হয়ে পড়বে।

বই-এর সূচীকরণ ইত্যাদি করার সময় বইকে নানা ভাবে চিহ্নিত করা ও নম্বরযুক্ত করা নিয়ম। এর ফলে বইতে নানা প্রকার দাগ দিতে হয়। যে নিয়মেই একাজ করা হোক মনে রাখতে হবে চিহ্ন বা কিছু লেখা বইতে যত কম হয় ততই ভাল। অবশ্য এ কথা সত্য যে বইকে আমরা যদি চিহ্নিত না করি তা হলে তা যে কোন সময় হারিয়ে যেতে পারে বা তাকে ঠিক ভাবে খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য কিছু লিখতে হলে, বই-এর প্রাথমিক পাতাগুলিতে লেখা দরকার যাতে ভিতরের প্রয়োজনীয় লিখিত অংশের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। বই-এর বিবরণ যথা সম্ভব কোন কার্ডে বা অন্য কিছুতে স্থায়ীভাবে লিখে রাখা উচিত এবং বইটিতে শুধুমাত্র একটি ছোট্ট নম্বর লিখে কার্ডগুলি নির্দিষ্ট করা যায় তবে ভাল হয়।

যে বই কেনা হয়েছে বা কেউ দান করেছেন, সব বইতেই গ্রন্থাগারের নিজস্ব Stamp বা book plates বা দাতার নিজস্ব book plates ইত্যাদি নানা প্রকার Stamp বা book plates লাগাতে হয় এবং নম্বরযুক্ত লেবেল লাগাতে হয়। এই plates যাতে সুন্দর, শোভন ও যথা সম্ভব ছোট অথচ আকর্ষণীয় হয় তা দেখা উচিত। বলা বাহুল্য এগুলি গ্রন্থের অধিকারী অর্থাৎ গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী নিরূপিত হবে, তার মধ্যে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও তাদের রুচিপূর্ণ মনোভাব

যেন প্রকাশ পায়। Stamp সম্বন্ধেও উপরি উক্ত কথা প্রযোজ্য। যেখানে সেখানে বেপরোয়াভাবে বই-এর দেহে সজোরে Stamp মেরে যাওয়া উচিত নয়। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বই-এর জীবন কাটে বন্ধ ঘরে, তাকের মধ্যে, কখনও অত্যন্ত কম জায়গায়, অনেক বই এক সঙ্গে গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে বা অনেক সময় বেশী জায়গায় অল্প বই একে অপরের গায়ে কাত হয়ে পড়ে থাকে। এর কোনটাই বই-এর দীর্ঘ জীবনের অনুকূল নয়। বই-এর জীবন সুদীর্ঘ করতে হলে, তাকটি বই-এ পূর্ণ হওয়া দরকার এবং book supporter সব সময়ই রাখা দরকার। book supporter বইগুলিকে সোজা, শক্ত ও খাড়া ভাবে ধরে রাখে। book supporter না থাকলে তাকটি যদি বই-এর দ্বারা বেশী পূর্ণ হয় তা হলে বইটি নেবার সময় বই-এর সঙ্গে বই-এর সংঘর্ষে ও ঘর্ষণে সেটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আবার বেশী না থাকলে বইগুলি পরস্পরের গায়ে কাত হয়ে পড়ে থাকে যদি তবে বই-এর বাঁধাই নষ্ট হতে বাধ্য। মোটা মোটা ভারী ভারী বইগুলি ছোট ছোট পুস্তিকাগুলির পাশাপাশি রাখলে ছোট বইগুলি মোটা বই-এর চাপে নষ্ট হতে পারে, কিন্তু বর্তমান classification-এর যুগে ছোট বইগুলি এক জায়গায় ও মোটা বইগুলি এক জায়গায় রাখা সম্ভব নয়, যদিও সেভাবে রাখলে বই কম ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এই জন্য সব সময়ই book supporter ব্যবহার করা উচিত। book supporter এমন হওয়া উচিত যেটা বেশী জায়গা না নেয়। বই কখনই তার সামনের চার কোণের উপর ভর দিয়ে রাখা উচিত নয়। বইটি সোজা ভাবে রাখা উচিত এবং লম্বা বইগুলি সোজা বা কাত করে না রেখে শুইয়েই রাখাই সঙ্গত। বই যখন display-র জন্যে রাখা হয় তখন যাতে তারা প্রত্যক্ষ সূর্যালোকের সংস্পর্শে না আসে তার জন্য কাঁচের শোকেসে রাখা দরকার। কিন্তু অনেক সময় উপরের পাতলা কাঁচ বইএর পাতাগুলি মেলে ধরতে সাহায্য করে না এবং উপরের দিক থেকে একটা চাপের সৃষ্টি করে পাতাগুলি মুড়ে দেয় বা মলাটের কোণ ভেঙ্গে দিতে পারে, এই জন্য শোকেসটি যাতে এইভাবে বইটির ক্ষতি সাধন না করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে যে বইগুলির পাতা খুলে সাজান হবে তার উপর দিয়ে সেলুলয়েডের strip দিয়ে দুইদিকে দুইটি ক্লিপের সাহায্যে পাতাগুলি সোজাভাবে মেলে রাখা উচিত। শোকেসগুলি প্রতিদিন যত্ন সহকারে ঝাড়া-মোছা করাও প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের যে কোন বই সাধারণ গ্রন্থাগারের বই-এর চেয়ে দীর্ঘায়ু হয়। কেননা তারা দু চার-জনের সাগ্রহ স্পর্শের মধ্যেই শুধু আসে, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে বই বহু অজ্ঞ ও বোধশক্তিহীন পড়ুয়াদের হাতে ঘোরাফেরা করে বলে সেগুলির জীবনশক্তি হ্রাস পায়, গৃহস্থের বাড়ীতে অজ্ঞতা প্রসূত ঝাড়া মোছার জন্য এবং বই-এর অবস্থানের সদা সর্বদা পরিবর্তনের জন্য বই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর ব্যবহার ঠিকমতন না করার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাধারণ গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারেই হোক বা বাড়ীতেই হোক আমাদের "উদাসীন গ্রন্থকীট" হলে চলবে না। অর্থাৎ স্বার্থপরের মত

তার গুণগত মূল্য দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করলেই চলবে না। তার ভিতরের অবদানকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে তেমনি প্রাণহীন বস্তুটিকেও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসতে হবে, সে যে যত্ন ও আদর দাবি করে, তাকে উপেক্ষা করে যদি আমরা শুধু জ্ঞান সংগ্রহের উপাদান হিসাবে তাকে ব্যবহার করি, তা হলে দেখা যাবে অনেক বই-এর থেকে জ্ঞান সঞ্চয় সম্পূর্ণ হবার আগেই তার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। নির্দয় ভাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলা বা টেনে আলমারি থেকে বার করা বা বলের মতন লোফালুফি করা—ইত্যাদি সহানুভূতিহীন ব্যবহার বই-এর জীবনে ডেকে আনে তার অন্তিম দশা।

বইকে যদি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় তবে সব সময়ই সেগুলো ভাল মোটা কাগজের মোড়কে প্যাক করা উচিত। গৃহের অন্য জিনিস যেমন কাঁচের বাসন আমরা খুব যত্ন সহকারে, সাবধানে ও সুরক্ষিত অবস্থায় প্যাক করি, তেমনি বইকেও তার অন্তর্নিহিত মূল্যের কথা বিবেচনা করে সেইরকম যত্ন সহকারে প্যাক করা উচিত। কাঁচের বাসন আমরা যেমন কুচো কাগজ বা খড় দিয়ে প্যাক করি তেমনি বই প্যাক করার সময় দুটো বই পাশাপাশি রেখে তার মধ্যে বাজে কাগজের টুকরো রাখা দরকার। যদি বইগুলো তাদের পাশাপাশি একটি বই-এর পিছনের গোল বাঁধান অংশটি অন্য বই-এর ঐ অংশের সঙ্গে পাশাপাশি রেখে প্যাক করা হয় তবে গোলাকৃত অংশ সমান হয়ে বাঁধাইটিকে আলগা করে দিতে পারে।

এই রকম করে প্যাক করলে দুটো বই-এর ফাঁকে কাগজের টুকরো রাখা দরকার। যেগুলো পিছনের অংশকে সোজা করে রাখবে। অন্য বই-এর সামনের চার কোণের সঙ্গে অপর বই-এর চারকোণের সংযোগ করে যদি প্যাক করি তা হলে কোণগুলি মুড়ে যেতে পারে। এই জন্য একটা বই এর গোলাকৃত পিছনের অংশ ও অন্য বই এর সামনের অংশটি রেখে যদি প্যাক করা হয় তা হলে বইটি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সব অবস্থাতে কাগজের টুকরো বই গুলির মাঝে মাঝে দিয়ে প্যাক করা ভাল, না হলে উপরের মলাট গোলাকৃত হয়ে দুমড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।

উপরে বই-এর যত্ন সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হলো মনে হতে পারে এগুলো এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক ও প্রকাশক উল্লিখিত কথাগুলি সব সময়ে মনে না রাখেন এবং এই নিয়ম-গুলিকে অভ্যাসে পরিণত না করেন তবে বই-এর স্বাস্থ্য ও আয়ু বিপন্ন হয়। বিশেষ কাজের বিশেষ ধারা পৌনপুনিক ব্যবহারে দাঁড়ায় মানুষের অভ্যাসে, সেই বাঁধা অভ্যস্থ কাজ ব্যাহত হয়ে সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই সে হয় আচার"। এইভাবে বহু অভ্যাস আমাদের সমাজে আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পুরাতনের মধ্যেই নূতনের বাস, পুরাতন বই যে আমাদের সামনে পুরাতনকে আনে তাকে নূতন করে রাখতে হলে তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই পুরাতন ও নূতনের যদি বিচ্ছেদ ঘটে অর্থাৎ পুরাতনের মধ্যে নূতনকে আমরা না আনতে পারি তবে বই এর মৃত্যু ঘটবে। বইকে নতুন করে রাখতে হলে তাকে সেই সব সহানুভূতি ও দরদমাখা স্পর্শের মধ্যে সর্বদা রাখা চাই, তার এতটুকু দুর্বলতাকে এতটুকু অসম্পূর্ণতাকে নিজেদের লক্ষ্যের মধ্যে এনে তার প্রতি যে ব্যবস্থার দরকার তা অবলম্বন করা দরকার। সময়মত এতটুকু আঠা লাগলে, ছোট্ট একটু কাগজের টুকরো আটকে দিলে বা একটু সেলাই করে দিলে অনেক বই-এর আয়ু বাড়ানো যায়। সবশেষে এ কথা বলা দরকার যে যাঁরা বইকে বই হিসাবেই ভালবাসেন তার যে মূল্য থাকুক না কেন তাঁদের ভালবাসাই বই-এর প্রতি তাদের যত্ন ও আদর এনে দেয়। তাকে কষ্ট করে শেখার দরকার করে না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন বইকে ভালবাসা—বন্ধুর মত, শিশুর মত, কেননা 'He that loveth a book will never want a faithful friend, a wholesome counsellor a cheerful companion or effectual comforter.'

গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূলকথা

অমিতা মিত্র

'গ্রহণ' ও 'সঞ্চয়' এই ছোট্ট দু'টি কথার পিছনে যে একটি গুরু দায়িত্ব পালনের তাগিদ রহিয়াছে তাহা আমরা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। বইকে কেবল সঞ্চয় করিলেই চলিবে না, অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত তাহার উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার একান্তই প্রয়োজন। মানুষের জীবন নিষ্কণ্টক নহে। সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তাহাকে অতিক্রম করিতে হয় সভ্যতার সোপানগুলি একটির পর একটি। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করাই সভ্য মানুষের চরম লক্ষ্য নহে—যাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার জ্ঞান ও গরিমা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সেই বইয়ের রক্ষণের সুবন্দোবস্ত করাও তাহার অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব পালনের পূর্বে কাহার দ্বারা এবং কি ভাবে বই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে যেমন আমাদের জানা প্রয়োজন, সেইরূপ কিভাবে তাহাদের কবল হইতে আমরা বইকে বাঁচাইতে পারি সে সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ আবশ্যক।

বইয়ের শত্রু সংখ্যা খুব কম নহে। এই শত্রুগণের ক্রিয়াকলাপ কখনও খুব স্পষ্ট আবার কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই ঘটিয়া যায়।

এই শত্রুগণের কবল হইতে বইকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই আমরা তাহাদের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিব—ফলে অতি সহজেই আমরা বইয়ের উপর তাহাদের নির্মম আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত হইব।

(১) প্রথমেই ধরা যাক জলবায়ু বা আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থা—আবহাওয়ার উষ্ণতা ও আর্দ্রতার হঠাৎ তারতম্যের ফলে বই কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। যে বায়ু ব্যতীত আমাদের প্রাণধারণ করা চলে না, যাহা আমাদের পরম বন্ধু তাহাই কিভাবে বইয়ের চরম শত্রুদের মধ্যে স্থান করিয়া লয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতি শুষ্ক বা অতি আর্দ্র বায়ু বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ধরণের জলবায়ুর প্রভাব ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অত্যন্ত প্রবল। এই আবহাওয়া জনিত প্রভাব আবার নানাপ্রকার ঃ

(ক) অতিরিক্ত আর্দ্রতা—এই সময় কাগজ প্রচুর জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লওয়ার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ আর্দ্রতায় কাগজের উপরি ভাগ (Surface) ক্রমেই নরম ও কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। ফলে আর্দ্রতা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে কোন বান্ডিলে বাঁধা নরম কাগজখণ্ডগুলি একটির সংগে আর একটি লাগিয়া যায়। কাপড়ে মাড় দিবার জন্য যে শ্বেতসার (Starch) বা ঐ ধরণের দ্রবণীয় বস্তু ব্যবহৃত হয় তাহা এবং বই বাঁধাইয়ের জন্য যে সিরিস (glue) ব্যবহৃত হয় সেগুলি আঠাল হইয়া আসে। অবশেষে বইয়ের উপাদানগুলির উপর ছাতা ধরিতে থাকে (এইভাবে বই তখনই আক্রান্ত হয় যখন বায়ুর আর্দ্রতা ৬৮% এরও বেশী এবং উষ্ণতা ৬৫° ফাঃ হইতে ৮৫° ফাঃএর ভিতর)। ফলে কাগজ ও চামড়ার আঁশগুলি (fibres) ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসে ও শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এখন ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। এই আর্দ্রতাকে সমভাবাপন্ন করিতে হইলে আমরা কতকগুলি সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বন করিব ঃ

(ক) বইগুলিকে বারংবার শুকনা কাপড়ের দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(খ) ঘরের ভিতর কৃত্রিম উত্তাপের ব্যবস্থা করা দরকার।

(গ) আবার যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত ও শুষ্ক বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রদ।

অতএব কৃত্রিম বা স্বাভাবিক উপায়ে আর্দ্রতা দমন করার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(খ) অতিশয় শুষ্ক বায়ু ও তীব্র উষ্ণতা—এইরূপ আবহাওয়ায় বইয়ের কাগজগুলি নমনীয়তা (flexibility) হারাইয়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। ১৫% এরও কম আর্দ্রতা বইয়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। চামড়ার বাঁধাই সুরুচির পরিচয় দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ আবহাওয়ার প্রভাবে চামড়ার তৈল (oils) ও চর্বিজাতীয় (greases) পদার্থগুলি নষ্ট হইয়া যায়, ফলে চামড়ার উপরিভাগ স্থানে স্থানে ফাটিয়া যায়। (United States এবং Canadaর অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা সৃষ্টি করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।)

(৶) এইরূপ তীব্র, উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য ঘরের দেওয়ালগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত করা উচিত ও জানালা দরজা সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা লইতে হয়।

(৵) কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বদ্ধ নিশ্চল বায়ু বইয়ের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নহে। ইহা বইয়ের চিরশত্রু কীটপতঙ্গদের আমন্ত্রণ করিয়া আনে। সেই কারণে ঘরের ভিতর কৃত্রিম উপায় অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পাখার দ্বারা প্রচুর বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৷৹) গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে খোলা ইস্পাতের তাক (open steel shelving) বই রাখার জন্য বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহা সহজে কীট পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয় না ও মুক্ত বায়ু প্রবাহের সহায়ক হয়।

(।৹) কোন কোন গ্রন্থাগারিক "বুক-কেস"গুলির নীচে তামার পাত্রে ভিজা "পঞ্জ" রাখিয়া আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন।

(।৵) শীততাপ নিয়ন্ত্রণ—(air conditioning) এর ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক সন্দেহ নাই তবে আমাদের দেশে আজও ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

(গ) অতি নিম্ন তাপ (Low temperature)—যখন তাপ হিমাঙ্ক-বিন্দুর (freezing point) নিম্নে চলিয়া যায় তখন বইয়ের শিরিস (glue) যেটুকু জল ধারণ করে তাহা সম্পূর্ণ জমিয়া যায়—ফলে ঐ শিরিস একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) সূর্যকিরণ—প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ বইয়ের পক্ষে বেশীক্ষণ ভাল নহে। ইহার প্রভাবে কাগজের রঙ বিবর্ণ ও ক্রমে শিথিল হইয়া আসে। কিছু শ্রেণীর কাগজ আবার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। এইক্ষেত্রে পরোক্ষ কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা উচিত!

(ঙ) দূষিত বায়ু—বায়ু নানাভাবে দূষিত হইয়া কিরূপে মানুষ ও বইয়ের শত্রুশ্রেণীভুক্ত হয় তাহা আমরা সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই। দূষিত বায়ুর প্রভাবে আমরা যেমন নানা সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হই বইও সেইরূপ ইহার প্রভাবে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকারখানা বহুল সহরে এইরূপ বায়ুর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিল্পপ্রধান সহরের গন্ধকাম্ল (Sulpher dioxide) দ্বারা দূষিত বায়ুর কথা ধরা যাইতে পারে। বায়ুতে অঙ্গারাম্ল (কার্বনডাই-অক্সাইড) ও গন্ধকমিশ্রিত গ্যাস (Sulpher acids) এবং Sulpher dioxide-এর আধিক্য হইলে আর্দ্রতা (moisture) বৃদ্ধি পায়। ফলে এই বায়ু বইয়ের বহু ক্ষতি সাধন করে

(৵৹) জীবাণু (bacteria) ও ছত্রাক (fungi) জন্মাইতে ও বৃদ্ধি পাইতে সহায়তা করে।

(৶৹) বইয়ের রঙ বিবর্ণ হইয়া আসে।

(৶০) ও লবণের (Salt) ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়।

এইরূপ ক্ষেত্রে আর্দ্রতা শোষণ করিবার জন্য বইয়ের আলমারী বা Showcase-এর ভিতর Calcium Chloride বা সাধারণ চুনের টুকরা (lime cakes) রাখা যাইতে পারে। ঘর হইতে অধিক আর্দ্রতা দূর করিবার জন্য Silicagel বা ঐ ধরণের নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (Air Conditioning)-এর ব্যবস্থা থাকিলে আর কোন সমস্যা দেখা যায় না।

(২) ধূলো, ধূলো ও নানাপ্রকার গ্যাস—এইগুলির দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া গ্রন্থাগারের জিনিসপত্রের ধ্বংসের কারণ ঘটায়। সুতরাং এইরূপ বায়ু যাহাতে ঘরে বিশেষ ঢুকিতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে সুনিপুন ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট Vacuum Cleaner-এর ব্যবহার অনেক গ্রন্থাগারে প্রচলিত হইয়াছে। Show Case বা আলমারীতে বই রাখিলে ধূলো বালির অনিষ্টকর প্রভাব হইতে বইকে অনেকটা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৩) বায়ুবাহিত রোগজীবাণু: ইহাদের দ্বারা বইয়ের কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে এই জটিল প্রশ্ন আজ আমাদের বেশ কিছুটা চিন্তায় ফেলিয়াছে। এইরূপ বায়ুকে প্রায় বইয়ের ধ্বংসের কারণ বলিয়া দায়ী করা হয়। কিন্তু কতখানি এই বায়ুবাহিত রোগ জীবাণুগুলি বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর সে প্রশ্নের আজও সমাধান হয় নাই। আমরা প্রায়ই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত বইগুলি বা রোগীর ঘরে অবস্থিত বইগুলি সম্বন্ধে শঙ্কিত ও সচেতন হইয়া উঠি।

এই অবস্থায় আধুনিক 'বিজ্ঞানের যুগ' যে বইগুলিকে রোগ জীবাণু মুক্ত করিবার নির্দেশ দিবে তাহা মনে করা সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক নহে। এই ভীতি যে কতদূর সত্য তাহা আমরা কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির নামেই আন্দাজ করিতে পারিব। যেমন বসন্ত, হাম, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি। এইরূপ রোগীর দ্বারা পঠিত বইগুলি সাধারণতঃ পুড়াইয়া ফেলা হয়। কখনও কখনও নানারকম ঔষধপত্র প্রয়োগ করিয়া রোগ জীবাণুগুলি ধ্বংস করা হয়। অনেকে মনে করেন যে টি, বি, রোগীর দ্বারা পঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারের বইগুলি জাতীয় ও সমাজ জীবনে সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকগণের মতানুসারে মনে হয় টি, বি এইভাবে সংক্রামিত হইতে পারে না।

সুতরাং আমাদের অসাবধানতাও বায়ু দূষিত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। আমরা অর্থাৎ মানুষও এইভাবে বইয়ের প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাই বইকে শত্রুর কবল হইতে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

(৪) কীটপতঙ্গ:—বইয়ের শত্রুগোষ্ঠীর মধ্যে কীটপতঙ্গের স্থান সবচেয়ে

উঁচু বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। এই কীটপতঙ্গ নানা জাতীয় হয় ও ইহাদের অনিষ্টকারী কার্যকর্ম ও বিভিন্নপ্রকার ঃ

(ক) উঁইপোকা ঃ (Termites or White ants)—ইহারা বহু জাতীয় হয়। তবে ইহাদের দুইটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ঃ

(১) মাটির ঢিবিতে বসবাসকারী উঁইপোকা ঃ (Earth dwelling termites) ঃ ইহারা মাটির সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। বড় বড় গৃহ ও বইয়ের ৯৫% অনিষ্ট ইহাদের দ্বারা হইয়া থাকে।

(২) কাষ্ঠের অভ্যন্তরে বসবাসকারী উঁইপোকা (Wood dwelling termites) ঃ ইহারা মাটীর উপরে বসবাস করে ও খোলা জানালা, দরজা বা ফাটলের মধ্য দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বইয়ের যথেষ্ট অনিষ্ট করে। মাটীদ্বারা ঢাকা সুড়ঙ্গ যখন গ্রন্থাগারের দেওয়াল ও তাকের (self) উপর দেখা যায় তখনই এই উঁইপোকার (termites) দের আগমন সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। ইহারা বইয়ের তাক- (Cup-boards) গুলি খাইয়া লয়। যেখানেই Cellulose-এর প্রাচুর্য সেখানেই ইহাদের উপদ্রব বেশী চোখে পড়ে।

উঁইপোকা দমন ঃ ইহাদের আক্রমণ দমন করিতে হইলে প্রথমতঃ আমরা তাহাদের দুইটী অভ্যাস (habits) সম্বন্ধে জানিব। প্রথমটি হইল তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে চাটিয়া থাকে, ফলে প্রায়ই অতি লেহনের জন্য অনেক উঁইপোকার (termites) দেহে ক্ষত দেখা যায়। দ্বিতীয়টি হইল যে এইরূপ ক্ষতগ্রস্ত উঁইপোকাকে সুস্থ উঁইপোকাগুলি নিহত করিয়া গিলিয়া ফেলে। এই দুইটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহাদের উপর বিষপ্রয়োগ করিতে আমাদের খুব সাহায্য করে। যদি কোন উঁইপোকা Gammexene dust, বা Parisgreen, White arsenic বা D.D.T. তুলিয়া লয়, তাহাকে লেহন করার সাথে সাথে সেই termite-কে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়টিও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় না, বিষের ধ্বংস করিবার ক্ষমতা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এই ধ্বংস লীলা চলিতে থাকে।

যাহাতে উঁইপোকা (Earth dwelling termites) কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে সেই জন্য নূতন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করাইবার সময়ই জমির প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে—এই উদ্দেশ্যে dieldrin, Copper-Sulphate (তুঁতে), Penta-chloro phenols ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে গ্রন্থাগার ভবন ইতিমধ্যে ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত সেখানে D.D.T. বা Gammexene ইত্যাদির ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রন্থাগার ভবনের অভ্যন্তরে Gammexene Smoke ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি নষ্ট হইয়া যায়। মাদ্রাজের এক গ্রন্থাগারে 'বুককেশ'গুলির অভ্যন্তরে Paraffin Wax-এর আচ্ছাদন দিয়া termites-এর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার প্রচেষ্টা অভিনব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। এই পদ্ধতি কীটগুলির আক্রমণ দমন করিতে পারে; কিন্তু

ইহাদের ধ্বংস করিতে অক্ষম। Wood-dwelling termites-এর ক্ষেত্রে আলকাতরা coal tar creosote খুব ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার যে আলকাতরা বেপরোয়াভাবে ব্যবহৃত হইলে গ্রন্থাগারের সৌন্দর্যহানি হইবার আশঙ্কা থাকে। নানাপ্রকার রাসায়নিক সামগ্রী ব্যতীত Americaতে Hydrocyanic gas-এর দ্বারা fumigation (ধূপন) পদ্ধতি বেশ সুফল দিয়াছে।

(খ) ছারপোকা ও আরশুলা—স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও উত্তপ্ত স্থানে ইহাদের উপদ্রব অধিক দেখা যায়। আরশুলা কেবলমাত্র বইয়েরই শত্রু নয়—ইহা নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি যেমন কুষ্ঠ, পোলিও, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি ছড়ায় বলিয়া সন্দেহ করা হয়। সুতরাং বই সংরক্ষণ ছাড়াও এই কারণে গ্রন্থাগার ভবনে ইহাদের উপস্থিতি কেহই চাহে না। মুক্ত আলো-বায়ু ও রৌদ্রের সান্নিধ্যে আসিলে ইহারা সাধারণতঃ পলাইয়া যায়। কিন্তু ইহাদের শুককীটগুলি (larvae) ধ্বংসের জন্য সূর্যকিরণই যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক সামগ্রীর সহায়তা লওয়া ভিন্ন বিশেষ কোন উপায় থাকে না। যেমন বায়ুনিরোধক কক্ষে Paradichlorobenzene ব্যবহার করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত কীটপতঙ্গগুলি ছাড়াও অগণিত কীটপতঙ্গকে বইয়ের শত্রুশ্রেণীভুক্ত করা যায়। যেমন ঃ

(গ) গ্রন্থকীট (Book worms)—ইহাদের ভয়াবহ ও নির্মম আক্রমণ সভ্যতার প্রথম স্তর হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভূর্জপত্রের উপর ও ইজিপ্টে প্যাপিরাসের উপর লিখিত পাণ্ডুলিপিও ইহাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহারা ঢালাই লোহ (Cast Iron) ছাড়া সেঁকোবিষ (arsenic) সীসা (lead) সকল কিছু খাইয়া ফেলে। ইহারা বইয়ের ধারে ধারে ডিম পাড়ে ও বইয়ের উপর ছোট ছোট অগণিত সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে। কাপড়কাটা পোকা (moths) ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ যেমন মাকড়সা, গুবরে পোকা সাদুল গ্রন্থকীট (book-lice), কাঁচপোকা (mud-wasps) ছত্রক ইত্যাদি বইয়ের পরম শত্রু। কাপড়কাটা পোকা (moths) ও মাকড়সা উভয়েরই শুককীটগুলি (larvae) কাপড় ও চামড়ায় বাঁধানো বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। ইদুরও বইয়ে ব্যবহৃত আঠা ও সিরিশ খাইয়া ফেলে।

(ঙ) কোন পুরোন বইয়ের বান্ডিল যদি গ্রন্থাগারে আসে তাহলে—

(ক) বান্ডিলটি যত্নসহকারে রৌদ্রের ভিতর খুলিলে ইহাতে কীট পতঙ্গ থাকিলে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিবে কারণ রৌদ্রের সহিত তাহাদের বিশেষ বনিবনাও নাই।

(খ) বইতে যদি এই কীটপতঙ্গদের ডিম ও শুককীট দেখা যায় সেই মুহূর্তে ইহাদের মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রথমে সংক্রমিত বইগুলিকে পৃথক করিতে হইবে ও পরে Carbontetra chloride-এর Solution দিয়া সংক্রমণ নিরোধ

করিতে হইবে। এই বর্ণহীন Solutionটি বইয়ের উপর কোনরকম দাগ রাখিয়া যায় না। বইটিকে খাড়া করিয়া রাখিয়া পৃষ্ঠাগুলি আংশিকভাবে খুলিয়া Spraying apparatus দ্বারা বইয়ের সিছনের মলাট পর্যন্ত অতি যত্নসহকারে এই Solution ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পৃষ্ঠাগুলি যাহাতে অধিক ভিজিয়া না যায় সে বিষয় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

এই উদ্দেশ্যে যে কোন কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ (Insecticide) ব্যবহার করা যায়। তবে কাগজ বা বইয়ের কাপড় যাহাতে ইহাদের দ্বারা বিবর্ণ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার কালে এই বিষয়ে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। সাধারণতঃ বড় বড় সহরেই এই সব ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট সহরে স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থকেন্দ্রের Health officer-এর উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে যতক্ষণ না ঔষধপত্রাদি ও যন্ত্রপাতিগুলি নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত fumigant বা disinfectant যেমন formaldehyde বা Corrosive sublimate ইত্যাদি ব্যবহার করা মোটেই ঠিক নহে।

(৬) ছত্রক (mildew or mold) ইহা স্যাঁতস্যাঁতে ও অধিক আর্দ্র জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ফল। ইহা বিভিন্ন প্রকার ছত্রকের (fungi) পাতলা ও সাদা আচ্ছাদন এবং ইহাদের অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপ খুবই দ্রুত। ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বইগুলিকে প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত ঘরে রাখা উচিত। কিন্তু সকল অবস্থায় ইহা কাজে পরিণত করা খুব সহজ নহে। দক্ষিণ ও পূর্বের সামুদ্রিক অঞ্চলগুলিতে এইরূপ আবহাওয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। প্রশ্ন হইতেছে যে এইসকল স্থানে কি ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় ?

তাপমাপক যন্ত্র (Thermometer) বাহিরের তাপমাত্রা সম্বন্ধে যাহাই নির্ণয় করুক না কেন—প্রথমে জানালাগুলি বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর কৃত্রিম উপায় উত্তাপ সৃষ্টি করিতে হইবে। ফলে আর্দ্রতা হ্রাস পাইয়া ছত্রকের (mold) দ্রুত বৃদ্ধিকে দমন করিবে। ইহার পর বইগুলিকে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়া যত্নসহকারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কাগজের কেবল বহির্ভাগ যখন ছত্রক (mold) দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন ইহা অপসরণ করিবার জন্য Alcohol-এর ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু কাগজের আঁশগুলি (fibres) আক্রান্ত হইলে প্রায় সকল পদ্ধাই অকেজো হইয়া যায়। British Museum বই ও পুঁথিপত্র জীবাণুহীন করার জন্য Thymol ব্যবহার করিয়া থাকে। সকল প্রকার কীটপতঙ্গধ্বংস করিবার জন্য ধূপন (fumigation) পদ্ধতিতে কতকগুলি রাসায়নিক সামগ্রীর (chemical) ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—Formel de-hyde, Thymol vapour, Methylbromide ইত্যাদি। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বইয়ের এইসকল শত্রুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। বচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনি, লঙ্কা

ইত্যাদির গুঁড়া কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে ভাঁজে শুকনা নিম ও তামাক পাতা অনেক সময় রাখা হয়। ন্যাপথলিন, কর্পূরের ডেলা, ডি.ডি.টি., গ্যামাক্সিন ইত্যাদির ব্যবহার বর্তমানে খুব বেশী। তবে উল্লিখিত সকল প্রকার শত্রুর উপদ্রব হইতে বইকে রক্ষা করিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের (air-conditioning) মত উত্তম পদ্ধতি বিরল।

বইকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা কিভাবে মধ্যে মধ্যে বইয়ের ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহা আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত। বই আংগুল, কাপড় বা অপর কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হোক তাহা কোন গ্রন্থ প্রেমিকই চাহেন না। সেই কারণে বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময় গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার সময় এই বইগুলির কিরূপ ভয়াবহ দুরবস্থা ঘটিতে পারে তাহা প্রত্যেক গ্রন্থপ্রেমিকই চিন্তা না করিয়া পারেন না। যাহারা এই কাজে নিযুক্ত হন তাঁহারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন সন্দেহ নাই, কিন্তু বইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা তাহাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। আজকাল বই হইতে ধুলাবালি পরিষ্কার করিবার জন্য নানারকম যন্ত্রপাতি কিনিতে পাওয়া যায়। যেমন—Vacuum cleaners. কিন্তু এই Vacuum cleanerই ব্যবহার করা হোক বা ঝাড়ন (dust cloth) বা যাহাই ব্যবহার করা হোক না কেন—সাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তার দ্বারা কাজটি পরিচালিত হওয়া উচিত। ঠুকিয়া, চাপড় মারিয়া বেপরোয়া ভাবে (slap-dash fashion) বই পরিষ্কার করার চেয়ে বইয়ে ধুলা জমা বরং ভাল। "Uncontrolled cleaning zeal can do much harm to book."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বই সংরক্ষণ করা খুব সহজসাধ্য নহে। বর্তমানকালে যাহাদের উপর গণস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাঁহারা ব্যাধি নিরাময় করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও ঔষধাদির দিকে অধিক মনোযোগ দেন। "Prevention is better than cure"—এই উক্তিটি আজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ সমাদর পাইতেছে। গ্রন্থাগারের বেলাও এই নীতি গ্রহণ করা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। ইহার জন্য কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহারা প্রত্যহ গ্রন্থাগার ভবনের প্রত্যেকটি জিনিস অতি সতর্কতা ও যত্নের সহিত পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং বইয়ের অতি সামান্য ক্ষয়ক্ষতিও প্রয়োজন মত পূরণ করিবার চেষ্টা করিবেন। রোগীর সেবা যত্নের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন গ্রন্থাগার ভবনের দক্ষ ব্যক্তিগণও সেইরূপ নিয়মিতভাবে তাহাদের এই পরীক্ষামূলক অভিযান চালাইয়া যাইবেন। ফলে বছরের শেষে বইগুলিকে অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় লাভ করিয়া নিজের ও অপরের আনন্দ বর্ধনে সক্ষম হইবেন।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণে ধূপন প্রকোষ্ঠের ব্যবহার

বিনয়ভূষণ রায়

পোকামাকড়ের কবল হইতে পুস্তককে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রয়োগই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিষাক্ত ধোঁয়া নাক অথবা চামড়ার মধ্য দিয়া পোকামাকড়ের দেহে প্রবেশ করিলে উহাদের স্নায়ুযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিষাক্ত ধোঁয়া প্রয়োগ করা হয় তাহা ফিউমিগেসন প্রণালী নামে অভিহিত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর নানাস্থানে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রথা বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই আমরা ইহার ব্যবস্থা করিতে পারি। এইজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি বায়ু নিরোধক কাঠের বাক্সের। বাক্সটি যে মূল্যবান কাঠের হইতে হইবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের পক্ষে বাক্সটি প্যাকিং-বাক্সের কাঠ দিয়া তৈয়ারী করিলেই চলে; ফলে খরচ অনেক কম হইবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিজস্ব প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উহার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা স্থির করিতে হইবে। তবে উহার দৈর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চতা এমন হওয়া উচিত নয় যাহার ফলে পুস্তক রাখিবার সময় এবং বাহির করিবার সময় সিঁড়ির ব্যবহার করিতে হয়। বাক্সের মধ্যে যাহাতে বায়ু প্রবেশ না করিতে পারে তার জন্য কালো কাপড় দ্বারা উহার ভিতরের গাত্রগুলি আচ্ছাদিত (lining) করিতে হইবে।

ফিউমিগেসন প্রকোষ্ঠ সাধারণতঃ তিন প্রকারের ঃ

(ক) থাইমল।

(খ) কারবন-ডাই-সালফাইড।

(গ) ফরমাল-ডিহাইড।

(ক) থাইমল প্রকোষ্ঠ

একটি বড় কাঠের বাক্স লইতে হইবে। উহার মধ্যে যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তার জন্য কালো কাপড় দিয়া অভ্যন্তরের গাত্রগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে। বাক্সটির তলদেশ হইতে ৮" ইঞ্চি উপর চারিটি হুকের সাহায্যে একখানি ছিদ্রবহুল কাঠের তাক উহার অভ্যন্তর ভাগে বসাইতে হইবে। ঐ তাকটির নীচে দুইটি ৪০ ওয়াটের বাল্ব থাকিবে। বাল্ব দুইটির উপরে থাইমল ক্রিস্টালসহ দুইটি চীনামাটির পাত্র থাকিবে (তিন পায়ার এক কাঠামোর উপর)। প্রজ্বলিত বাল্বের উত্তাপে থাইমলটি গলিয়া যাইবে এবং উহা হইতে ধূম্র নির্গত হইবে। যে সমস্ত পুস্তক ফিউমিগেসনের

জন্য ঐ বাক্সে রাখা হইবে তাহা বাল্ব হইতে দূরে সছিদ্র কাঠের তাকের উপর রাখিতে হইবে (খুলিয়া)। সর্বশেষে বাল্ব দুটি জ্বালিয়া বাক্সটির ঢাকনা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। প্রতিদিন একঘন্টা করিয়া এই ভাবে সাতদিন বাল্ব দুটিকে জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। ঐ সাতদিনের মধ্যে কোনমতেই বাক্সটির ঢাকনা খোলা চলিবে না। সাতদিন বাদে পুস্তকগুলি বাহির করিয়া লইতে হইবে।

থাইমল ক্রিস্টাল অল্প তাপেই ধোঁয়ায় পরিণত হয়। ঐ ধোঁয়া তাকের ছিদ্র দিয়া খোলা পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পুস্তকের পোকামাকড়ের বিনাশ সাধন করে।

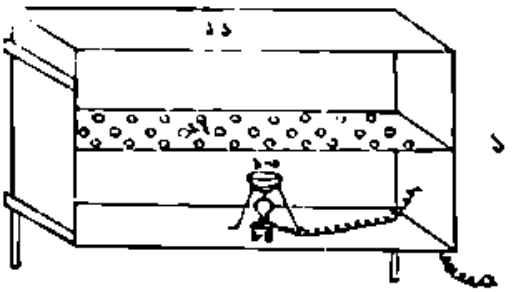

থাইমল ধূপন প্রকোষ্ঠের অনুলম্ব ছেদিত বৃত্তের চিত্র

১·১ ডালা
১·২ সছিদ্র পাটাতন
১·৩ থাইমল আধার
১·৪ বৈদ্যুতিক আলো

(খ) কারবন-ডাইসালফাইড

থাইমল ফিউমিগেসনের বাক্সের মত এখানেও অনুরূপ একটি বাক্সের প্রয়োজন। তবে ইহার সছিদ্র তাকটি থাকিবে দেওয়া তাকের মত হইবে। ঐ তাকের নীচে তিনটি চীনামাটির পাত্র কার্বণ-ডাইসালফাইড সহ ত্রিভুজাকৃতিতে সাজান থাকিবে। যে সমস্ত বস্তু ফিউমিগেসনের জন্য ঐ বাক্সের মধ্যে রাখা হইবে তাহা চীনামাটির পাত্র হইতে দূরে সছিদ্র কাঠের তাকের উপর খুলিয়া রাখিতে হইবে। সাতদিনের জন্য বাক্সের ঢাকনা বন্ধ থাকিবে। ইহার পর প্রয়োজন বোধে আরও সাতদিনের জন্য বাক্সের ঢাকনা বন্ধ রাখা যাইতে পারে।

সাধারণ তাপেই কারবন ডাই সালফাইড উড়িতে থাকে এবং কারবনের একটা কাল আবরণ বস্তুটির উপর লাগিয়া থাকে। সুতরাং পুস্তক এই প্রকোষ্ঠে রাখা হয় না। তবে পুস্তকের তাক ইত্যাদি প্রয়োজন বোধে এই কক্ষে রাখা যেতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে কার্বন ডাই সালফাইডের গন্ধ বড় বিচ্ছিরি এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সুতরাং উহার গন্ধ যত বেশী না নেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

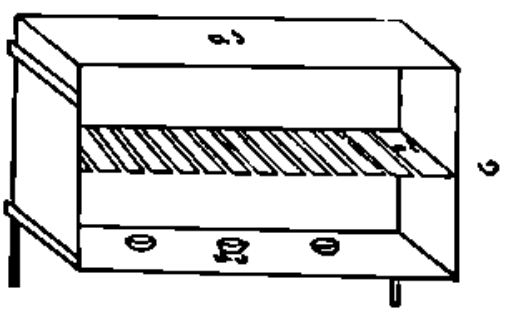

কার্বন ডাই সালফাইড প্রকোষ্ঠের অনুলম্ব ছেদিত বৃত্তের চিত্র

৩·১ ডালা
৩·২ সছিদ্র পাটাতন
৩·৩ কার্বন ডাইসালফাইড আধার

(গ) ফরমাল-ডি-হাইড কক্ষ।

একমুখ খোলা একটি টিনের পাত্র (চারকোনা) লইতে হইবে। উহার মধ্যে জল ও কমারসিয়াল ফরমাল-ডি-হাইড (১০ : ১) থাকিবে। পাত্রটির তলদেশ হইতে ৮" ইঞ্চি উপরে চারি কোণায় চারিটি হুক লাগাইতে হইবে। এখন একটি কাঠের বাক্স (যাহার একমুখ খোলা এবং অপর মুখে ৫" ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি ছিদ্র থাকিবে) ঐ চারিটি হুকের উপরে বসাইতে হইবে। কাঠের বাক্সের খোলা মুখ এবং টিনের পাত্রের খোলা মুখ একই দিকে থাকিবে। ৫" ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট মুখটি জাল দ্বারা ঢাকা থাকিবে। উহা টিন পাত্রের বন্ধ মুখের দিকে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে ফিউমিগেসনের জন্য চাদড়া ও তুলার দ্রব্য কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখিতে হইবে। টিনের পাত্রের খোলা মুখটি একটি কাঠ দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এবার টিনের পাত্রের তলে তাপ দিলে বাষ্প বাহির হইয়া জালের ভিতর দিয়া কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইভাবে ১৫।২০ মিনিট তাপ দিতে হইবে। একদিন বাদে বস্তুগুলি বাহির করিয়া খোলা জায়গায় রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কাঠের বাক্সটি এমন হওয়া উচিত যেন উহা অতি সহজেই টিনের বাক্সের মধ্যে ঢোকান ও বাহির করা যাইতে পারে।

ফরমাল-ডি-হাইড প্রকোষ্ঠের অনুলম্ব ছেদিত দৃশ্যের চিত্র

২·১ ডালা

২·২ পুস্তকাধার

২·৩ পুস্তকাধারের সচ্ছিদ্রতল

২·৪ ফরমাল-ডিহাইড আধার

২·৫ বুনসেন বার্নার

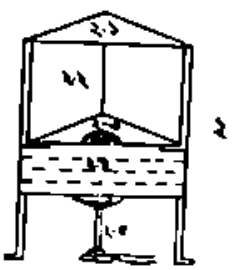

(ঘ) ল্যামিনেশন

যখন কাগজের অবস্থা জীর্ণ ও ভঙ্গুর অবস্থাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হাত দিয়া চাপ দিলেই উহা টুকরা টুকরা হইয়া যায় তখন উহাকে শক্তিশালী করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাকে বলে ল্যামিনেসন্।

ইহা সাধারণতঃ একখানি কাগজের দুই দিকে দুইটি পাতলা সিল্কের খন্ড আঠা দিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয় অথবা কাগজটিকে সেলুলোজ অ্যাসিটেটের মধ্যে রাখিয়া যান্ত্রিক প্রথায় চাপ দেওয়া হয়।

ল্যামিনেসন্ দুই প্রকারের করা যাইতে পারে। যথা—(ক) সিল্ক প্রথা—ইহার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রতিটি পাতাকে দুইখানি পাতলা সিল্ক খন্ডের মধ্যে আঠা দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। মূল্যবান পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি রক্ষার জন্য এই প্রথা গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে পুস্তক বেশী ভারী হইয়া যায়। সিল্ক যখন পুরানো হইয়া যায় তখন উহা পরিবর্তনে অসুবিধা হইয়া যায়। তাই অনেকে সিল্কের বদলে সেলুলোজ অ্যাসিটেট ব্যবহারের পক্ষপাতি।

কেননা সেলুলোজ অ্যাসিটেট স্বচ্ছ এবং অতি সহজে পাল্টান যায়। কিন্তু কেহ কেহ সেলুলোজ অ্যাসিটেটের মধ্যে প্লাস্টিসিনের ভাগ বেশী থাকায় উহা ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

খ। ব্যারো প্রথা—এই পদ্ধতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে কাগজে অ্যাসিডের ভাগ নষ্ট করা। দ্বিতীয়তঃ ল্যামিনেসন্।

যে বইটি উক্ত উপায়ে মেরামত করিতে হইবে তাহা প্রথমে ২০ মিনিট পর্যন্ত সম্পৃক্ত (saturated) চুনের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এর ফলে কাগজে অ্যাসিডের ভাগ নষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর অনুরূপ সময় ধরিয়া ঐ পুস্তকটির প্রতিটি পাতা ক্যালসিয়াম কার্বনেট সলুসনে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এখানে চুনের সহিত ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী হইবে এবং উহা কাগজের তন্তুর (fibre) মধ্যে ঢুকিয়া থাকিবে। যদিও এভাবে উৎপন্ন চকের (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) পরিমাণ খুবই কম তাহা হইলেও এই চকে কাগজকে পুনরায় অ্যাসিডের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

এইভাবে অ্যাসিডের ভাগ কাগজ হইতে নষ্ট হইলে উহাকে শুকাইয়া লওয়া হয়। এবং খুব পাতলা দুখানি সেলুলোজ অ্যাসিটেট টিসু কাগজের মধ্যে রাখিয়া কিছু ক্ষণের জন্য সামান্য তাপ দেওয়া হয় এবং পরে যান্ত্রিক প্রথায় চাপ দেওয়া হয়। এই প্রথায় কাগজের আকৃতি বদলায় না এবং উহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই প্রথায় স্থায়ী পুস্তক আরও ২০-৩০ বৎসর পর্যন্ত বেশী স্থায়ী হয়।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা

সন্তোষ বসু

[লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামে সংগৃহীত অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বস্তুর মধ্যে পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদির সংরক্ষণে আবহাওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে সংরক্ষণ কার্যে নিযুক্ত কর্মীদের আবহ-বিদ্যা সম্বন্ধে যথোচিত ধারণা থাকা দরকার। বর্তমানে প্রবন্ধের লেখক শ্রীসন্তোষ বসু এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল। ইনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের সঙ্গে যুক্ত।]

সংরক্ষণের আলোচনায় পরিবেশ সম্পর্কে অসাবধানতা সংরক্ষণের কাজকে কেবলমাত্র জোড়াতালি দেওয়ার পর্যায়ে নামিয়ে দেয়, আর গ্রন্থাগার সংরক্ষণের কাজে অত্যন্ত ক্ষতিকর অনুপ্রেবের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে আপাত অদৃশ্য পরিবেশই সবচেয়ে ক্ষতিকর অবস্থাকে টেনে নিয়ে আসে।

পরিবেশ কী? এক কথায় বলা যায় বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান নানারকমের বাষ্পীয় পদার্থ, রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বিভিন্ন বস্তু, গন্ধ ও তাপমাত্রা এবং আলোকরশ্মিই তাদের সমন্বয়ী উপস্থিতির মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলি বাদ দিয়েও কেবলমাত্র বিশেষ তাপমাত্রা ও জলীয়তার সাধারণ ভাবের স্থায়িত্ব গ্রন্থাগার সংরক্ষণের উপযোগী হতে পারে। শেষোক্ত অবস্থার মধ্যেও সংরক্ষিত বস্তুর বয়ঃপ্রাপ্তি নির্ভর করে পরিবেশের অতিক্ষুদ্র পরিবর্তনে (Micro-changes) আর গভীর ও স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরিবেশের আকস্মিক বা দ্রুত পরিবর্তনে (Rapid changes)। সংরক্ষিত বস্তুর সঙ্গে নিকটস্থ পরিবেশের বস্তুগত ও রাসায়নিক ভারসাম্যই (Physio-Chemical equilibrium) সর্বদা কাম্য।

বায়ুতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয়বাষ্প, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থ বিদ্যমান। ইউরোপ আমেরিকার বহুস্থানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে বায়ুতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ক্ষতিকর বস্তু বর্তমান ঃ

	সর্বাধিক	শীতকাল		গরমকাল	
	উপস্থিতি	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
সালফার ডাইঅক্সাইড	26	1·2	0·15	0·2	0·03
দাহ্যমান কণাগুলি		1·0	0·24	0 2	0·05
অদাহ্য ঃ ,,		0·2			
কার্বন মনোক্সাইড	120	10 0		2·0	
সালফার ট্রাই অক্সাইড	3	0·01		0·001	
এমোনিয়া	60		0·01		
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	15				
হাইড্রোফ্লুরিক এসিড	2				
হাইড্রোজেন সালফাইড	28				

এখানে মনে রাখতে হবে যে ইউরোপের অথবা আমেরিকার চেয়ে ভারতের শহর অথবা গ্রামাঞ্চলের আবহাওয়া আরও বেশী ক্ষতিকারক কারণ বাড়ীতে বাড়ীতে কয়লার উনুনে দাহ্য করার কাজে কয়লাকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার না করার ফলে আরও বেশী ছাই-এর গুঁড়ো, কুলে ইত্যাদির ধোঁয়া ও গন্ধক সম্পর্কিত অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন ঘটিত নানা রকমের অত্যন্ত দূষণীয় রাসায়নিক বস্তুর উৎপত্তি হয়। ক্লোরাইড আর ক্ষারীয় পদার্থগুলো সৃষ্ট হয় সালফার ট্রাই অক্সাইড এর অক্সিডেশন-এর ফলে আর এগুলো সহজেই দেখা যায় কুয়াশার ও বৃষ্টির জলবিন্দুতে এবং ভুষার কণায়। অত্যন্ত আর্দ্র আবহাওয়ায় এগুলো বইয়ের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়। সহরের শিল্পাঞ্চলে আর সাধারণভাবে সামুদ্রিক বাতাসের মধ্যে থাকা ক্লোরাইড, ব্রোমাইড

ইত্যাদিও অনুরূপ ক্ষতি করে। সাধারণ বাতাসে ভাসতে থাকা এক কিউবিক সেন্টি-মিটার আয়তনের ধুলোও আর একটি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে কী ভাবে সত্যিকারের সংরক্ষণ করা যাবে? কেবলমাত্র বাতাসের দূষণীয়তা দূর করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে? উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় আর্দ্রতা, শুষ্কতা ও তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছাড়া সবচেয়ে পরিষ্কার আবহাওয়াতেও পুস্তক-সংরক্ষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এইখানে আমরা হাইগ্রোমেট্রির আলোচনায় এসে পড়ছি। এই বিদ্যায় বাতাসের আর্দ্রতাকে তার তাপমাত্রার আনুপাতিক হারে পরিমাপ করে বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বাতাস জলীয়বাষ্প সম্পৃক্ত। চরম আর্দ্রতা আর্দ্র বাতাসে কোন বিশেষ তাপমাত্রার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণের জলীয় বাষ্পের ওজনকে বলা হয়। আনুপাতিক আর্দ্রতা কোন বিশেষিত বাতাসে জলীয়বাষ্প-পরিমাণের অবস্থিতি ঐ বাতাসের আনুপাতিক তাপমাত্রায় প্রকাশিত হয়। যখন বাতাস জলীয় বাষ্পে পুরাপুরি সম্পৃক্ত হয় তখন তার আনুপাতিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) ১০০%। যদি ঐ সম্পৃক্ত বাতাসের তাপ কমে যায় তাহলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দুর রূপ গ্রহণ করে অথবা কুয়াশার সৃষ্টি করে। চরম আর্দ্রতাহীন অবস্থা জলীয়বাষ্পের অনুপস্থিতিতেই প্রকাশিত হয় আর গরম বাতাসে বৃদ্ধি পায়।

আবহ-বিদ্যার (Climatology) আলোচনায় দেখতে পাই কোন একটি অঞ্চলের আবহ সংস্থানের পর্যবেক্ষণ। গ্রন্থাগার গৃহের বাইরের ও ভিতরের তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, আর্দ্রতা ইত্যাদি এমনকি বিশেষ বিশেষ ঘরের বিভিন্ন অবস্থান, সংরক্ষিত বস্তুর বাস্তব গুণাগুণ ও দরজা, জানালা, আসবাব প্রভৃতির কথাও এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Victoria & Albert Museum-এ দেখা গেছে যে শতকরা ৬০ ভাগ আনুপাতিক আর্দ্রতা ৬০° ডিগ্রী ফারেনহাইটে সমস্ত রকম কাপড় পোষাক পরিচ্ছদ, মুদ্রিত ছবি ইত্যাদির পক্ষে উপযোগী। কাগজ, পার্চমেন্ট, চামড়া, বিভিন্ন রকমের আঠা, গঁদ শতকরা ৫০ অথবা ৪৫ ভাগের কম আনুপাতিক আর্দ্রতায় সম্পূর্ণ বিনষ্টের দিকে এগিয়ে যায়। ৬৮% আনুপাতিক আর্দ্রতা (৬০ থেকে ৭৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে) সর্বোচ্চ পরিমাণের বলে বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে সাধারণভাবে আবহাওয়ার ৫০% থেকে ৬৫% আনুপাতিক আর্দ্রতা ৬০ থেকে ৭৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নানা অবস্থায়ই কার্যকরী। এর চেয়ে বেশী বা কম হলে চলবে না।

এবার বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের কথায় আসা যাক। সাধারণভাবে রাসায়নিক যন্ত্রটিতে (chemical hygrometer) একটি শুষ্কতাগুণ সম্পন্ন পদার্থে (desicant) একটি বিশেষ পরিমাণের বাতাসের সমস্ত আর্দ্রতা টেনে নেওয়া হয় ও

ঐ বাষ্প পরিমাণের ভার নিরূপিত হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষাকালীন বাতাসের আনুপাতিক আর্দ্রতার পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত ও বেশী পরিমাণ বাতাসের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত এই যন্ত্র ততটা ফলপ্রদ নয়। উচ্চ তাপবাহক দর্পণের মাধ্যমে নিরূপিত Dew point যন্ত্রটি অধিকতর উপযোগী। ব্রিটিশ মিউজিয়মের অত্যন্ত আর্দ্র পুস্তকাগারে (Stacks) লৌহনির্মিত তাকের আর্দ্রতা পরিমাপের কাজে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন একটি ঘরের সাধারণ ও আঞ্চলিক তাপমাত্রা নির্ধারণে এই জাতীয় স্বল্পায়তনের যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। Psychrometer নামক আর এক ধরণের যন্ত্র। এটার সঙ্গে 'ড্রাই' ও 'ওয়েট বাল্‌ব' তাপ পরিমাপক যন্ত্রের বিভিন্ন তাপ হারের অনুপাতে প্রদর্শিত চার্ট ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে Diffusion hygrometer-এ কেবলমাত্র আর্দ্রতার পরিমাণ উল্লিখিত হয় এটা Recording যন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না। সবচাইতে বেশী পরিচিত যন্ত্রটির নাম Hair Hygrometer ; এটাতে বিভিন্ন তাপমাত্রার কেশের দীর্ঘায়ন ও সঙ্কোচনের মাধ্যমে ডায়ালের প্রদর্শক শলাকায় (Pointer) অথবা কলমে আনুপাতিক আর্দ্রতা উল্লিখিত হয়। এই যন্ত্রের বিশেষ সুবিধা যে আর্দ্রতা সোজাসুজি পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে ধরা পড়ে। দামের অল্প পরিমাণ গ্রন্থাগারে ব্যাপকহারে এই যন্ত্রের ব্যবহারে উৎসাহ দিতে সমর্থ। 'ইলেকট্রোলিটিক্-টাইপ' হাইগ্রোমিটার জটিল যন্ত্র এবং প্রত্যেক বৎসরে সারানো ও পরিষ্কার করার খরচ যন্ত্রটির অর্ধেক দামের সমান। তাছাড়া যন্ত্রটি বিদ্যুত ব্যবহারকারী। Shaw Capacitance Hygromete এবং Cobalt Thiocyanate Indicator বিশেষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্মিত দামী যন্ত্র। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে ক্ষুদ্রাকৃতি 'হেয়ার হাইগ্রোমিটার' অথবা 'Sling হাইগ্রোমিটারই' আমাদের দেশে ব্যবহারোপযোগী।

গ্রন্থাগারের দেওয়ালের আর্দ্রতার পরিমাণ পরবর্তী আলোচ্য বিষয়বস্তু। যে কোন দেওয়াল বাইরে অথবা ভেতরে আর্দ্র হতে পারে। বাইরের আর্দ্রতার কারণ উপরিভাগের আর্দ্র বাতাস আর ভেতরের আর্দ্রতার কারণ দেওয়ালের মালমশলার প্রকৃতি ও গৃহ পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। এর জন্য দুই প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার হয়। প্রথম প্রকারের যন্ত্রে ১—২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রবেশকারী electrode-এর সাহায্যে দেওয়ালের উপরিভাগের আর্দ্রতা জানা যায়। দ্বিতীয় যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়ালের ২০ মিলিমিটার পরিমাণ অভ্যন্তরের অবস্থা গোচরে আসে। দেওয়ালের ভেতরের মালমশলার নমুনা একপ্রকার খোদক যন্ত্রের সাহায্যে বের করে এনে পরীক্ষাগারে প্রেরিত হয়। গ্রন্থাগার গৃহের অভ্যন্তরের, বাহিরের আর সাধারণভাবে সমস্ত আবহাওয়ার সুলিখিত রিপোর্টই এই ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকরী।

এখানে ক্রমশঃ গ্রন্থাগার গৃহের আবহাওয়ার ব্যবহারিক পরিশোধন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবর্তনের প্রশ্নে উপনীত হওয়া গেল। আর্দ্রতাকারী যন্ত্রে (humidifier)

পাখার সাহায্যে আনীত শুষ্ক বাতাসের স্রোত জল উত্তোলক যন্ত্রের (pumpএর) সহিত সংযুক্ত বিচ্ছুরক (diffuser)-এর দ্বারা জলবিন্দু দিয়ে কাজ করে। অন্য প্রকারের যন্ত্র শুষ্ক বাতাসে বাষ্পীভূত (vapourized) জলের সাহায্যে আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। এই দুই প্রকার যন্ত্রকেই ধুলোশূন্য রাখতে হবে বৃহৎ আকারের জল বিন্দুর অবাঞ্ছিত আগমন রোধ করার জন্য। পুস্তকাধারগুলো থেকে দূরে রাখাই ও অত্যন্ত সাবধানে সিলিকা শুষ্ক পরিহার করাই এই যন্ত্রের ব্যবহারকে সীমায়িত করে দেয়। আর্দ্রতানিরোধক যন্ত্রও দুই রকমের। এগুলো যথাক্রমে শৈত্যসৃষ্টিকারী আর্দ্রতা নিরোধক (Refrigeration Dehumidifier) ও জলশোষক ব্যবহারকারী আর্দ্রতা নিরোধক (Dehumidifier using a desiccating agent) নামে পরিচিত। নির্ধারিত আর্দ্রতা পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটলেই এই যন্ত্র গৃহাভ্যন্তরে কাজ করতে আরম্ভ করে।

সাধারণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠছে এখানে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবহার ইউরোপে কলকারখানাতে প্রথম ও ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাপমাত্রার অনুশাসনে, আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণে, বায়ুধৌতকরণে অথবা পরিষ্করণে, সুষ্ঠু বায়ুস্রোত আনয়নে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Air Conditioning System) পূর্ণতা লাভ করে। আরাম-দায়ক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে এই পদ্ধতি গ্রন্থাগারে অধিক সংখ্যক পাঠককে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থাগারকর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই পদ্ধতি সুষ্ঠু কর্ম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষতার স্তরকে উচ্চতর পর্যায়ে প্রেরণ করে। প্রথমে ধুলোর কথাই আলোচনা হোক। প্রতি হাজার কিউবিক ফুটে সাধারণ সহর ও গ্রামাঞ্চলে ০·০২ গ্রেণ থেকে ০·২ গ্রেণ ধুলো থাকে। বৃহৎ মহানগরীতে এইহার ০·০৪ গ্রেণ থেকে ১ গ্রেণ। শিল্পাঞ্চলে এর পরিমাণ ·০১ থেকে ২ গ্রেণ। চব্বিশ ইঞ্চি বাতাস আনয়নকারী যন্ত্রের দ্বারা ১০ ঘন্টায় নোংরা শিল্পাঞ্চলে ১৭ কিউবিক ইঞ্চি পর্যন্ত ধুলো গ্রন্থাগার ভবনে প্রবেশ করতে পারে ও শেষ পর্যায়ে ঐ যন্ত্রটিকেই অকর্মণ্যতার দিকে নিয়ে যায়। সাধারণ ধুলো চোখে দেখা যায় না। একই পরিমাণের 'ম্যাগনিফিকেশনে' এগুলোকে দেখা যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে চুলের সাইজ সবচাইতে বড়, সাধারণ ধুলো তারপর ও ধোঁয়ার গুঁড়া সবচেয়ে ছোট হয়।' বাতাস পরিষ্কার করার যন্ত্র চার রকমের (১) ইমপিগমেণ্ট ফিলটার, (২) এয়ার ওয়াশার, (৩) ইলেকট্রোস্টাটিক্ ফিলটার, এবং (৪) পেপার টাইপ অথবা ড্রাই ফিলটার। প্রথমটিতে বাতাস চটচটে তরল পদার্থ মাখানো একটি আবরক ফিল্লির মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার গৃহে প্রবেশ করে। এই যন্ত্র ১০ মাইক্রনের উপর ধূলিকণা প্রতিরোধ সহজেই করে। ১ মাইক্রন মাপের ধূলিকণাও এর দ্বারা প্রতিহত হয় তবে বাতাসে দ্রবীভূত জলীয় বাষ্পাংশ ও সালফার ডাই অক্সাইড প্রতিরোধের ক্ষমতা এই যন্ত্রের নেই। এই সব দিক দিয়ে 'এয়ার ওয়াশার' যন্ত্রটি অধিকতর উপযোগী। জলে দ্রবমানতা গুণসম্পন্ন কারবন ডাইঅক্সাইড,

সালফার ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ক্ষার-সম্পৃক্ত জলের বিচ্ছুরণের সাহায্যে এই যন্ত্রটি সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করে। গ্রন্থাগার গৃহের কাগজ, চামড়া ও কাপড়ের বস্তুগুলো সংরক্ষণের কাজে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে উপকারী। তৃতীয় প্রকারের যন্ত্রে উচ্চশক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রোস্টাট-এর সাহায্যে বিশেষ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে প্রবাহমান বায়ুর ধূলিকণার নেগেটিভ চার্জের সাহায্যে পজিটিভ্ গুণসম্পন্ন পদার্থে একত্রীভূত করে। ধোঁয়ার গুঁড়া প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র দৃষণীয় ধূলিকণার অপসারণে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। অতি শক্তি বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ব্যবহারে এই যন্ত্র থেকে গ্রন্থাগারের পক্ষে ক্ষতিকারী 'ওজন' গ্যাসের উৎসারণ হয়। চতুর্থ প্রকারের যন্ত্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আঁশ সম্পন্ন পর্দার সাহায্যে বাতাসের কঠিন ও তরল সকলপ্রকার দূষিত কণা পরিহার করা হয়। এই যন্ত্রে শতকরা ৯৯·৯ ভাগ কার্যকারীতার উপনীত হওয়া সম্ভব। এমন কি এটা তেজস্ক্রিয় ভস্মকণার সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। সর্ব প্রকারের যন্ত্রগুলিই বন্ধ করতে হয়। তৃতীয় প্রকারের যন্ত্র পরিষ্কার না করলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। মনে রাখতে হবে যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বাতাস সমস্ত বাতাস-পরিষ্কারক যন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, যন্ত্রটির মেরামতের কালকে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ করে। শেষকালে স্মরণ রাখা উচিত যে গ্রন্থাগার কর্মী ও সাধারণ পাঠকদের দ্বারা আনীত ধূলিকণা, জলাকর্ষী (Hygroscopic) কাপড়ের, চামড়ার অথবা পশমের আঁশ ইত্যাদি জিনিস গ্রন্থাগারের ভিতরের বাতাসকেও দূষিত করে। আলো, পাখা, আসবাব-পত্র ইত্যাদিও ধূলো জমানোর কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না।

আগে যে কথাগুলো বলা হোল সেটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা মাত্র। যথার্থ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বস্তুগত আর্দ্রতা ও উষ্ণতা অথবা শৈত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। ভিতরের হাওয়া পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থাও এর অন্তর্গত। প্রচুর পুস্তকে পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার ভবনে সর্বদা সঞ্চারমান বাতাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উষ্ণতা পরিহারের বিশেষ গতির প্রয়োজনে, সর্বদাস্থায়ী সমতা সম্পন্নতাবিশিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টিতে এই পদ্ধতি চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকা দরকার। এই প্রকারের ব্যবস্থায় মোটামুটি চার রকমের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'এয়ার কুলিং কয়েল' যন্ত্রতে অল্প জায়গায় [আরামদায়কতার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক আধ টন ক্ষমতা সম্পন্ন বাতাস আলোড়নকারী পাখা ও 'কমপ্রেসার' যন্ত্রের ও শৈত্য সৃষ্টিকারী কয়েল অথবা 'কনডেনসার'ই এর প্রধান অংশ। দ্বিতীয় প্রকারের যন্ত্রের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বড় জায়গার (ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত) বাতাস চলাচল ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজ চালানো হয়। এই বায়ুসাধ্য যন্ত্রতে শীতকালে আর্দ্রতা সৃষ্টির কাজ বাহুত হয়। তবে 'ইমপিগমেণ্ট ফিল্টারের সাহায্যে এর কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়। তৃতীয় প্রকারের যন্ত্র বাতাস ঠাণ্ডা করার অংশ—পাখা, কয়েল ফিল্টার ও কেন্দ্রীয় শৈত্যসৃষ্টিকারক যন্ত্রপদ্ধতির (Central Refrigerating Plant) সমন্বয়ে অধিক পরিমাণ বায়ুহার

যোগ্যতার যথেষ্ট উপযোগী। চতুর্থ প্রকারের যন্ত্রে রাসায়নিক বাষ্পের প্রতিবিধান হোলেও ব্যয়সাধ্য। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যাপারে একাধিক যন্ত্রের উল্লেখ অপরিহার্য। এই কারণে যে এটা আমাদের দেশের যথার্থ আর্থিক ক্ষমতা বিশিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজে বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করবে এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অসম্ভব দাবীকে সামলে রেখে ঠিকমত যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে (যেমন, ফিলটার, ফ্যান, কমপ্রেসার, শোধক ফিল্মী ইত্যাদি) কার্যকরী সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি করে দেবে। অন্যদিকে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারকে কম ব্যয়সাধ্য বিকল্প ব্যবস্থা করবার উৎসাহ দেবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন প্রকারের ছোট আকারের আর্দ্রতা সৃষ্টিকারী যন্ত্র, আর্দ্রতাশোষক যন্ত্র, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বর্তমানে তৈরী হয়েছে যেগুলো অতি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, সহজেই দৃষ্টির আড়ালে শোভনভাবে রক্ষা করা যায়।

ব্যবহারিক অনুশাসনে প্রথমেই গ্রন্থাগার গৃহের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ দরকার। গ্রন্থাগার প্রবেশ কক্ষের শীতাতপ প্রভৃতির পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত বেশী দ্রুত। বিভিন্ন ঘরের তাপ ইত্যাদির পরিমাপ, তাপমানপরীক্ষাকাল, আর্দ্রতা, বাতাসের গতি ইত্যাদির সমন্বয়ে চার্টের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত রূপে রক্ষণ করা যায়। গ্রন্থাগার গৃহের দরজা বা জানালার নিকটবর্তী আবহাওয়া বিবরণ পৃথকভাবে রাখা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে সমস্ত বৎসরের সাধারণ হিসাবই গ্রন্থাগারকে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির সুযোগ করে দিতে সমর্থ।

এটা আজ বোঝার সময় হয়ে এসেছে যে, যে-কোন অপেক্ষাকৃত মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে সংরক্ষণের কাজ একটি প্রধান ব্যবস্থা। শুধু বড় বাড়ী বা আসবাবের সমারোহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করার আগে মনে রাখা উচিত যে এই পদ্ধতি সর্বদা কাজ করার জন্য উপযোগী বাতাসকে শুষ্ক ও প্রয়োজনমত আর্দ্র করতে সমর্থ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর কিন্তু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা। আধাআধি বা আংশিক ব্যবস্থা কোন কিছুর বন্দোবস্ত না থাকার চেয়েও ক্ষতিকর। আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যেও সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার। কোন একটা বিখ্যাত ছাপাখানার দেখা গেছল যে জল বেরিয়ে যাওয়ার নল ফেটে বহু কাগজের রং বদলে গেছে আর উদ্ভিদজাতীয় জীবকণার উৎপত্তি হয়েছে। পূর্ব নিয়ন্ত্রিত গরম বাতাস ও ক্রমনিয়োজিত বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়াতেই এগুলো রক্ষা করা হয়েছিল। আর্দ্রতা বিপদ সীমা উত্তরণ করলে জানালা খুলে বাইরের বাতাস বহাতে হবে, হাতের কাছে 'Silica gel' অথবা স্বাভাবিক Silliceous Absorbant যথা বালি, কোয়ার্টজ-এর গুঁড়া প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও দুইটা রাখলে ও বিকল্প শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখলে ভাল হয়। দরকার হলে খস্‌খসের পর্দা পরিষ্কার জলে ভেজানো হলে তার বাইরের দিক থেকে

Pedestal Fan-এর হাওয়া দেওয়া, জানালার যে দিক থেকে ধুলোভর্তি বাতাস আসছে সেদিকে কোনাকুনি ভাবে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো চট বা অন্য কমদামী কাপড়ের পর্দা রাখা, আর্দ্র দেওয়াল থেকে দূরে যথাযথ বায়ু চলাচলের পথ রেখে পুস্তকাধার রক্ষা করা ও দ্রুত তাপবাহী লৌহ আসবাবের পরিমিত ব্যবহার অনেক যান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ এমনকি সাধারণ ফলাফলে ঐ পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে।

আর্দ্রতা-উষ্ণতার-শৈত্যের আলোচনায় পারিপার্শ্বিক আলোর ফলাফল বাদ দেওয়া চলে না। রংকরা পদার্থগুলোতে আলোর প্রভাব যথেষ্ট ক্ষতিকর। সমস্ত প্রকারের আলো নৈসর্গিক অথবা কৃত্রিম, দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের ক্ষতি সাধনে সক্ষম। আলোকের বিচ্ছুরণ, উজ্জ্বলতা ও পদার্থগত গতি প্রকৃতি এটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 'ফ্লুরেসেন্ট' আলোর অতি উজ্জ্বলতা ও তার চাইতে তীব্র সূর্যালোকের সোজাসুজি সংযোগ অত্যন্ত ক্ষতিকর ও এটা বইকে ও তার রঞ্জিত অংশকে ম্লান করে দেয়। আলোক প্রাপ্তির সময়রক্ষণও এই পর্যায় ক্ষতি করে। আলোর উৎপত্তিস্থল অনুসারে অদৃশ্য 'আলট্রা-ভায়োলেট' বিচ্ছুরণ ক্ষতিকারক এর তরঙ্গের ক্ষুদ্রাকৃতির মাধ্যমে এবং 'ইনফ্রা-রেড' আলো তার দাহন যোগ্যতার মধ্য দিয়ে। ফ্লুরসেন্ট টিউব প্রথমোক্ত আলোর ক্ষতিকারক উৎপাদক। অর্ধশতাব্দীর গবেষণা এই ব্যাপারে অস্বচ্ছ পর্দার ব্যবহার করে পরোক্ষ আলোকপাতের (Indirect lighting) ব্যবস্থার দিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ (Translucenr) শোষক-পর্দার ব্যবহার করে আলোকের তীব্র ও উজ্জ্বলতা কমানোর দিকে এবং স্বচ্ছ আবরণের মাধ্যমে ক্ষতিকারক 'আলট্রা ভায়োলেট' ব্যবহারের দিকে অংগুলি নির্দেশ করেছে।

ভারতবর্ষের বিচিত্র অবস্থায় অত্যন্ত মূল্যবান পুঁথিপত্র সংগ্রহকারী ও ঐ শ্রেণীর জিনিষপত্রের রক্ষাকারী মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। যে কোন দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে সমস্ত পুস্তক 'সংগ্রহ শালায়' একই প্রকারের পুঁথিপত্র রাখার উপযোগী নির্দেশদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম রংকরা কাঁচের পুস্তকাধারের মাধ্যমে, (Oriental Institute, Baroda) কর্পূর, বচ প্রভৃতির মোড়কের সাহায্যে (Prince of Wales Museum, Bombay) বরফ বা জল আর পাখার বন্দোবস্তকরে ও সুষ্ঠু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে (National Gallery of Modern Art, New Delhi, Carey Library, Serampore প্রভৃতি) উপকার পেয়েছেন।

[অধ্যাপক শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসুর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও বিখ্যাত সংরক্ষনবিদ Plenderleith (ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও পরে রোমস্থিত আন্তর্জাতিক সংরক্ষন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ) বেলজিয়ান সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ Phillipot, যুদ্ধকালীন সংরক্ষণের প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখক Noblecourt ও সংরক্ষণবিদ Coremans-এর বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকায় লিখিত নিবন্ধের সাহায্যে এই প্রবন্ধ লিখিত।]

পরিষদ কথা

পে কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ

কোন শ্রেণীর গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারের নাম	পদ	যোগ্যতা	বেতনের হার
১। কলেজ গ্রন্থাগার (যেখানে স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা হয়)	গ্রন্থাগারিক	এম.লিব.এস.সি বা মাস্টার ডিগ্রী + ডিপ্লোমা + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা	রাজ্য সরকারের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাগত পদ
২।	উপ-গ্রন্থাগারিক	,, ,, +৫ বছরের অভিজ্ঞতা	রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাগত পদ
৩। ,, ,, ,,	সহ-গ্রন্থাগারিক	স্নাতক + ডিপ্লোমা	জুনিয়র শিক্ষাগত পদ
৪। ,, ,, (যেখানে অনার্স বিষয়ে পড়ান হয়)	গ্রন্থাগারিক	২-র অনুরূপ	২-র অনুরূপ
৫। ,, ,, ,,	সহ-গ্রন্থাগারিক	৩-র অনুরূপ	৩-র অনুরূপ
৬। ,, ,, (পাশ কোর্স)	গ্রন্থাগারিক	,,	,,
৭। স্কুল গ্রন্থাগার (মাধ্যমিক)	,,	,,	সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন
৮। ,, ,, (উচ্চ মাধ্যমিক)			,,
৯। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার ও রাজ্য বিধান সভা গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	১-র অনুরূপ	১-র অনুরূপ
১০। ,, ,, ,,	উপ-গ্রন্থাগারিক	২-র অনুরূপ	২-র অনুরূপ
১১। ,, ,, ,,	সহ-গ্রন্থাগারিক	৩-র অনুরূপ	৩-র অনুরূপ
১২। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	১-র অনুরূপ	১-র অনুরূপ
১৩। ,, ,, ,	উপ-গ্রন্থাগারিক	২-র অনুরূপ	২-র অনুরূপ
১৪। ,, ,, ,,	সহ-গ্রন্থাগারিক	৩-র অনুরূপ	৩-র অনুরূপ
১৫। জেলা গ্রন্থাগার বা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী বা বিভাগীয় গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	৩-র অনুরূপ	৩-র অনুরূপ
১৬। আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চতর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট	১২৫—২০০ টাকা
১৭। ,, ,,	,,	,, + ট্রেনিং	১৫০—২৫০ টাকা
১৮। ,, ,,	,,	যোগ্যতা অনুযায়ী	বিভিন্ন বেতনের

অন্যান্য কর্মীদের জন্য সুপারিশ (যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১।	স্নাতকত্তর ডিগ্রী + ডিপ্লোমা + ৩ বছরের অভিজ্ঞতা (এবং ডেস্ক্রিপ্টিভ ক্যাটালগার (সংস্কৃত কলেজ)	২৫০—৫৫০ টাকা।
২।	স্নাতক ডিগ্রী + ডিপ্লোমা	২২৫—৪৭৫ টাকা।
৩।	স্নাতক ডিগ্রী + সার্টিফিকেট ,, + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা	২০০—৪০০ ,,
৪।	ইন্টারমিডিয়েট + সার্টিফিকেট ,, + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা কালিগ্রাফিক (সংস্কৃত কলেজ)	১৫০—২৫০ ,,

অবসর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সুপারিশ

১।	সর্টার ও লাইব্রেরী দপ্তরী	১০০—১৪০ টাকা।
২।	পিওন, দারওয়ান, বেয়ারা ইত্যাদি	৮০—১০৫ ,,
৩।	ড্রাইভার (জেলা গ্রন্থাগারের)	রাজ্য সরকারদের ড্রাইভারদের অনুরূপ।

বিশেষ বক্তব্য

১। কোন উপ বা সহ গ্রন্থাগারিক যদি ৫ বছর ধরিয়া বা গ্রন্থাগারিক যদি ৭ বছর ধরিয়া ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথচ ন্যূনতম যোগ্যতা নেই সেই ক্ষেত্রেও তাঁরা পদের সর্বপ্রকার সুবিধা পাবেন।

২। আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে কেউ যদি অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন হন তবে অন্যান্য কর্মীদের জন্য যে বেতনের হার সুপারিশ করা হয়েছে সে অনুযায়ী বেতন পাবেন।

৩। কেউ ৭ বছরের অধিক কোন পদে থাকলে তাঁকে পরবর্তী পদে প্রমোশন দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সব সুপারিশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিবেচনার্থে পেশ করেছেন। আমরা আশা করি তিনি সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে আর্থিক কষ্টে জর্জরিত গ্রন্থাগারিকদের বাঁচার মতো একটা সুরাহা করবেন। অন্যান্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের আবেদন তাঁরা যেন সর্বস্তর হতে এই স্মারকলিপির পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই প্রচেষ্টার প্রতি সহযোগিতা করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশপরগণা

বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে তিনদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস সমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে প্রথমদিনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সমাজ শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়। শ্রীনিরঞ্জন রায় এবং ডাঃ গোপালচন্দ্র পাল যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ঐদিনের কার্যসূচীতে ছিল স্থানীয় শিল্পীগণের এক লোকসংগীতের আসর। ২রা ডিসেম্বর বাখরাহাট যুব সংঘ কর্তৃক 'বঙ্গবীর' ও ৩রা ডিসেম্বর আমতলা রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ কর্তৃক 'কাঙ্গালী' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়।

তারগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতির উন্মোচন

পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইহার নিজস্ব গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং যিনি নিজ বসতবাটির লাগোয়া পাঁচ কাঠা জমি পাঠাগারকে দান করেছেন সেই স্বনামধন্য শ্রীপ্রমথনাথ নাগচৌধুরীর একটি প্রতিকৃতি তাঁর অনুরাগীরা পাঠাগারে প্রদান করেছেন। গত ২২শে অক্টোবর বসিরহাট কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। ভাষণে তিনি শ্রীনাগচৌধুরীর উৎসাহ, নিষ্ঠা ও সাধনার উল্লেখ করেন। শ্রীনাগচৌধুরী তাঁর আবেগ অভিভূত কণ্ঠে গ্রামস্থ যুবক ও ছাত্রদের দেশ-সেবার কাজে সাধ্যমত অংশ নেবার জন্যে আবেদন জানান।

১৪ই নভেম্বর পাঠাগারে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে বিশ্বশিশু দিবস পালিত হয়। প্রাতে প্রভাতফেরী ও পতাকা উত্তোলন এবং সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও একটি নাটিকা অভিনীত হয়।

বেলগড়িয়া সুধাস্মৃতি পল্লী পাঠাগারে রবীন্দ্র জীবনী প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের সৌজন্যে বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার গৃহে সম্প্রতি এক সপ্তাহকাল ধরিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনী, কর্মক্ষেত্র শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র বাণী, হস্তাক্ষর চিত্রাবলী ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সুদূর পল্লীর অসংখ্য

নরনারী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্র মহাজীবনের সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী পরিদর্শন ক'রে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করেন ও উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বিগত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগার কর্তৃক চাচা নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে বিশ্বশিশু দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ এবং আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দার্জিলিং

জেলা গ্রন্থাগারে কিশোর বিভাগের উদ্বোধন

নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারে একটি শিশু ও কিশোর বিভাগের উদ্বোধন করেন জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রী এম, এন, চৌধুরী।

জেলা গ্রন্থাগারের অন্যান্য খবরের মধ্যে প্রকাশ যে জেলা গ্রন্থাগার ভবন সংলগ্ন একটি গৃহে রবীন্দ্র মিউজিয়ম তৈরী করা হবে। এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মেয় ঐ মিউজিয়মে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যাবতীয় পুস্তক, চিত্র ও একটি প্রেক্ষাগার থাকবে।

নদীয়া

শান্তিপুর অক্রূর গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা

শান্তিপুর অক্রূর গ্রন্থাগারের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি, শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক ও শ্রীনিখিলেশ গোস্বামীকে গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত করিয়া ১২ জন ব্যক্তির একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি আগামী ৩ বৎসরের জন্য গঠিত হইয়াছে।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে বিশ্বশিশু দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগারে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও চাচা নেহরুর জন্মদিনে বিশ্বশিশু দিবস বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সরসীবালা দে ও শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে সমাজ কেন্দ্রের কর্মিরা দুই শতাধিক বালক বালিকাকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত শিশু ও

কিশোরদের এক সমাবেশে নানারূপ ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। শ্রীসতীশচন্দ্র পাল শ্রীমতী শক্তিপ্রতিভা দেবী সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে দুই রকম ক্রীড়ার মোট তিনটি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বীরভূম

সিয়ান শ্রীদুর্গা পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস পালন

গত ১লা ডিসেম্বর পাঠাগারের সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে সারা ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ এবং পরে একটি জলসার আয়োজন হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ

মণীন্দ্রনগর যুব সংঘ গ্রন্থাগারের একাদশ বার্ষিকী উৎসব

গত ২০শে নভেম্বর মণীন্দ্রনগর যুব সংঘ গ্রন্থাগারের একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণব কুমার ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের যুগ্ম-সচিব শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনেপালচন্দ্র দাস সংঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দান করেন। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীক্ষীরোদমোহন সরখেল তাঁর ভাষণে আধুনিক প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের উপর গুরুত্ব দেন। জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান অতিথি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারে রামেন্দ্রসুন্দর জয়ন্তী উৎসব

জেমো রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারে গত ২০শে নভেম্বর আচার্যদেবের ১৮ তম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে বলে জানা গেল। পৌরোহিত্য করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র নারায়ণ রায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দান করেন। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণব কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ রায়, প্রমুখ কয়েকজন আচার্যদেবের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর

খড়িশা সারদা লাইব্রেরীতে সমাজশিক্ষা দিবস অনুষ্ঠান

গত ৩রা ডিসেম্বর খড়িশা সারদা লাইব্রেরীতে দিবসব্যাপী এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে সমাজশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন ছাড়াও পুস্তক ও অর্থসংগ্রহ প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুপুরে খেলাধূলা ও বিকালে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী। লাইব্রেরীর কর্মসচিব শ্রীঅনন্তচরণ চক্রবর্তী সমাজশিক্ষা দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে লাইব্রেরীর একটি কার্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজশিক্ষা দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

ব্যবস্তারহাট ভুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ২৮শে নভেম্বর গ্রন্থ নিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। মহকুমা প্রচারাধিকারিক শ্রীঅধীর কুমার ঘোষ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক শ্রীকিতিশচন্দ্র পাল গ্রন্থাগারের নানাবিধ কর্মতৎপরতার বিবরণ দান করেন। সভাপতি ও অন্যান্য বক্তারা গ্রন্থাগারটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং ভুষারকান্তি পালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত ১৪ই নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রন্থ-নিকেতনের উদ্যোগে বিশ্বশিশু দিবস বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

হাওড়া

জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে বিশ্বশিশু দিবস উদ্‌যাপন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ কর্তৃক বিশ্বশিশু দিবস সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী কর্মসূচীর প্রথম দিন ১২ই নভেম্বর শিশু ও কিশোর গ্রন্থের এক মনোরম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ডঃ আদিত্য ওহদেদার। প্রদর্শনীতে ছোটদের উপযোগী শিক্ষামূলক অনেক প্রাচীরপত্র, ছবি চার্ট ইত্যাদি দেখানো হয়। প্রতিদিন ছোটবড় বহু দর্শকের প্রশংসায় প্রদর্শনীটি অভিনন্দিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় ক্রীড়া ও লক্তি সঙ্ঘের সচিব শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক তাঁর সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিক্রমার উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। ১৪ই নভেম্বর কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে ছোটদের উপযোগী এক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র গীতি আলেখ্য (শরৎ বন্দনা) এবং ভজন ও শ্যামাসংগীত পরিবেশন

করেন। যাদুকর সি. বি. যোগী যাদুকলা প্রদর্শন করেন এবং সর্বশেষ মণিশঙ্করের পরিচালনায় ভারত নাট্যম ও নটরাজ কলামন্দির কর্তৃক কথক নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহু শিশু ও কিশোর সমাগম এবং প্রতিদিন তাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

হুগলী

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ছোটগল্প বিভাগে শ্রীপ্রভাকর কুমার প্রথম ও শ্রীগোপাল পাল দ্বিতীয় অধিকার স্থান করেছেন। শরৎ সাহিত্যে বাস্তবতা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রীসজল কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

চণ্ডীতলা 'মিলনী'-তে প্রীতি সম্মেলন

গত ২রা কার্তিক, মিলনীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত "বিজয়া সম্মিলনী" সাড়ম্বরে ও বিপুল উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হয়। গ্রামবাসীগণও সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া উৎসবের পরিবেশকে অধিকতর আনন্দমুখর করিয়া তোলেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহাদেব চক্রবর্তী বিভিন্ন বক্তা বিজয়া দশমীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বাঙ্গালীর শক্তি পূজার উৎস ও ঐতিহ্য, পল্লী সংস্কৃতিতে শক্তি আরাধনার প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কোদালপুর জ্যোতিঃ সঙ্ঘে বিশ্বশিশু দিবস অনুষ্ঠান

গত ১৪ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, বিশ্বশিশু দিবস ও চাচা নেহেরুর ৭২ তম জন্মদিবস সঙ্ঘ কর্তৃক পালন করা হয়। ইহাতে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও দুই শতাধিক অভিভাবক ও ক্রীড়ামোদী যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে স্থানীয় প্রবীণ সমাজসেবী শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষাল ও লক্ষণপুর জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে মনোরম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদিগকে পুরস্কৃত ও সমবেত শিশুদিগকে বিস্কুট বিতরণ ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও শিক্ষকগণকে জলযোগে সঙ্ঘের পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক আপ্যায়িত করা হয়।

বার্তা-বিচিত্রা

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র সংগীতের এক শ' খানা রেকর্ড নিয়ে একটা রেকর্ড লাইব্রেরীর পত্তন করেছেন। এগুলি বর্তমানে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে ঋণ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে না। জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ গ্রামাঞ্চলে ঐ রেকর্ডগুলি এমপ্লিফায়ার সহযোগে বাজিয়ে থাকেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সরঞ্জাম কিনেছেন।

উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ গ্রন্থাগারের শিলান্যাস

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পরিষদ গ্রন্থাগারের ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিয়মান গ্রন্থাগারের শিলান্যাস করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ। পরিষদের ডিরেক্টর ডঃ ভগবন্তম তাঁর ভাষণে বলেন যে গৃহটি আধুনিক গ্রন্থাগারের উপযোগী হিসাবে নির্মিত হচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার বর্গফুট ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ গ্রন্থ রক্ষিত হবে এবং দুই শতাধিক পাঠক বসে পড়ার সুযোগ পাবেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে মানবিক বিষয়াদি সম্পর্কে পঠনপাঠনের সুযোগ থাকা উচিত।

সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ও সেমিনার

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হতে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, জাতীয় গ্রন্থাগারে সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় "Bibliographical Organization and Control in India"। এই সেমিনারের সাথে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সাধারণ সভা ১১ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে।

চতুর্থ ইয়াসলিক সম্মেলন

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ধানবাদ জেলার জিয়লগোরায় ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের (ইয়াসলিক) চতুর্থ সম্মেলন কেন্দ্রীয় ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনের সাথে "National Science Library", "Centralisation and De-centralization of Scientific Information" প্রভৃতি বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভারতীয় গ্রন্থাগার সাহিত্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

Kesavan, B. S. India's National Library. Calcutta, National Library, 1961. Rs. 10·00.

India. National Library. Author Table for Indian Names. Calcutta, National Library, 1960. Rs. 9·50,

Indian Association for Special Libraries and Information Centres (IASLIC), Calcutta. Indic Names; including proceedings of the seminar on the rendering of Indic names held at Calcutta, December 30, 1960—January 1, 1961. Rs. 8·50.

পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সাথে তুলনায় ব্যক্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হলেও, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের অবদান অনুল্লেখযোগ্য নয়। ডাঃ রঙ্গনাথনের মৌলিক অবদান আজ বিশ্বগ্রন্থাগারিকতার সম্পদ। ডাঃ রঙ্গনাথনের অবদান ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি ও সংগঠন দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত কিছু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত উল্লিখিত গ্রন্থত্রয় ভারতীয় গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অধুনাতম সংযোজন।

প্রত্যেক জাতির কাছে নিজেদের জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম), বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্যের জাতীয় আকাদেমীসমূহ গর্বের বস্তু। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ইংরেজের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও প্রতিটি ফরাসীর লুভর নিয়ে গর্বের মূলে রয়েছে ঐ প্রতিষ্ঠান-সমূহের অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও সম্পদ যা আজ দেশকাল ভেদে মানব সভ্যতার সম্পদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা ক'জন ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার বা জাতীয় সংগ্রহ-শালা নিয়ে গর্ববোধ করি? এই সব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও সম্পদ সম্পর্কে আমরা ক'জন অবহিত? আমাদের দেশে এই সব চেতনাবোধের অভাবের পিছনে হয়ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণ আছে। কিন্তু আরও একটি কারণ হল ইংরেজী বা ভারতীয় ভাষায় এই সব প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাস ও সম্পদ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। গ্রন্থ সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত প্রথম গ্রন্থটি এই অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য করবে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গৌরবময় ঐতিহ্য অনুধাবনে সহায়তা করবে। এইরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কতিপয় উৎসাহী বিদেশী ও ভারতীয়ের সহায়তায় ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল পুরোহিত ছিলেন Englishman পত্রিকার সম্পাদক Mr. J. H. Stocqueler. Mr. Stocqueler তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

Finding, by my letters from Bombay, that the 'General Library' had taken firm root and was flourishing, I determined to attain the introduction of a similar establishment in Calcutta, for that city was equally in need of a Public Library. The endeavour had been made some years previously and had failed.

Receiving a good deal of countenance from the upper classes, my project was now submitted to a public meeting (August, 1835), over which Sir John Peter Grant, one of the Judges of the Supreme Court, presided, and was so well received that subscriptions rapidly poured in and books were presented. I was appointed Honorary Secretary to the Library and received very gratifying public tributes to my humble endeavours to supply a real want."

১৮৩৫ সালে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও ১৮৩৬ সালে তার উদ্বোধনের পরবর্তীকালে যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তা হ'ল ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত-করন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন কালে লর্ড কার্জন যে ভাষণ দেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য "……We regard the library in the main as a place to which people will resort as they do to the British Museum in London, or the Bodleian in Oxford, to pursue their studies under agreeable conditions with every assistance that pleasant surroundings and a polite and competent staff can place at their disposal". স্বাধীনতার পরবর্তী কালে এই গ্রন্থাগারের নতুন নামকরণ হ'ল,এসপ্লেনেডের কর্মকোলাহল বিরত কার্যালয় হতে শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে,সুসজ্জিত বেলভেডিয়ারের প্রশস্ত ভবনে স্থানান্তরিত হল। ১৮৩৫ সালের ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী হতে ১৯৬০ সালের জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাস। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার কর্মীর কর্ম প্রতিভায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার প্রচুর তথ্য ও চিত্রে পরিপূর্ণ ; সাবলীল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থে সেই ইতিহাসই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস, বিকাশ ও ভবিষৎ, গ্রন্থাগারের সূচী ও বর্গীকরণের বর্ণনা, পাঠকদের সেবায় গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণ, গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক

ও সাংগঠনিক কাঠামো, বিভিন্ন বিভাগের বিবরণ, ভারতীয় ভাষা সমূহের সংগ্রহ, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য তথ্য ও পরিসংখ্যান। গ্রন্থের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জীও দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও অংগসজ্জা প্রায় নিখুঁত। গ্রন্থের একটি চিত্র খুবই মানবীয় মনে হ'ল—অধর, দুঃশাসন, বদ্রি ও ভোলা এই চারজন কর্মী যারা অন্যান্যদের সাথে বেলভেডিয়ার প্রশস্ত ভবনে গ্রন্থাগারটিকে নব সাজে সজ্জিত করেছেন তাদের চিত্র গ্রন্থভুক্ত করা। কয়েকটি বিষয়ে গ্রন্থগারিক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ (১) জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের সুলভ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় (২) এই গ্রন্থটি যদিও জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস তবুও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা আরও নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করলে ভাল হ'ত (৩) দুই একটি স্থানে পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে স্ব-বিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়, যথা গ্রন্থের পরিশেষে, ২৯২ পৃষ্ঠায় (appendix XV) গ্রন্থাগারের বর্তমান পত্র-পত্রিকা উল্লেখ করা হয়েছে ৬,৫৮৪, অন্যত্র ১১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে ৬,৭০০। এই ধরণের স্ব-বিরোধ আরও কয়েকটি আছে। পরবর্তী সংস্করণে এর সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে আমরা সবাই এই গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাই—গ্রন্থটি প্রকাশনের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং উৎসাহী সকলেই এই গ্রন্থটি পাঠ করবেন আশা করি।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগার হ'তে প্রকাশিত এই দ্বিতীয় গ্রন্থটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে সজ্জিত আধুনিক গ্রন্থাগার সমূহের জন্য রচিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই আমরা পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ হতে পেয়েছি। বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বর্গীকরণ, সূচীকরণ এবং একই বিষয়ের অন্তর্গত গ্রন্থ সমূহের পৃথকীকরণ পদ্ধতি আমরা সর্বপ্রথম পেয়েছি ডিউই, কাটার প্রভৃতি পূর্ব সূরীদের কাছ হতে। একই বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থ সমূহকে পৃথকীকরণের জন্য পাশ্চাত্যের লেখকদের উপাধি বা বংশগত নাম অনুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত করেন বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক চার্লস এ্যামি কাটার। এই তালিকাটি অদ্যাবধি "C. A. Cutter's Three figure Author Table" নামে খ্যাত। কাটারের এই তালিকাটিতে গ্রন্থকারের পদবি বা বংশগত নামের আদ্য শব্দের একটি বা দুইটি অক্ষরের সাথে একটি গাণিতিক সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি বিষয়ের পরে যুক্ত করে একই বিষয়ান্তর্ভুক্ত গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থ হতে পৃথক করা হয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক। ডিউই অনুযায়ী 530 পদার্থ বিদ্যা। এই বিষয়ের উপর লিখিত Leyland ও Dickinson নামক ব্যক্তিদ্বয়ের গ্রন্থকে দূরকীকরণের জন্য কাটার টেবিল হতে L684 ও D553 এই সংখ্যাদ্বয় যুক্ত করলে গ্রন্থ দুটি পৃথক হয় ঃ—530/L684, 530/D553

এই সংখ্যার বিস্তার দশমিক পদ্ধতিতে করা যায় যথা N 193, N 1935, N 1985 এবং N 194 কাটারের তালিকার একটি দুর্বলতা হল এই যে প্রাচ্য দেশীয় লেখক এবং ভারতীয় লেখকদের উপাধি বা বংশগত নামের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি। এই অসুবিধা আরও লক্ষিত হচ্ছে কারণ ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থাগারে ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের ক্ষেত্রে উপাধি বা বংশগত নামকে সংলেখ উপাদান (entry element) হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থাগারে সর্বধরণের ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামকেই সংলেখ উপাদানরূপে নির্বাচন করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার হ'তে উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে উপাধি বা বংশগত নাম এবং দক্ষিণ ভারতীয় ও মুসলমান নামের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামকে সংলেখ উপাদানরূপে নির্বাচন করে কাটারের নীতি অনুযায়ী প্রথম একটি বা দুটি অক্ষরের সাথে গাণিতিক সংখ্যা যোগ করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে কাটার তালিকার যে দুর্বলতা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের সূচীকরণ বিভাগের কুশলী কর্মীরা। এই তালিকার বৈশিষ্ট্য নীচের উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করলেই বোধগম্য হবে :

Name		author no as per Cutter table	Author no as per this table
Mukhopadhaay	Amiya	M896	Mu 719
,, ,	Anjali	,,	Mu 724
,, ,	Asokekumara	,,	Mu 731
,, ,	Asutosa	,,	Mu 732
,, ,	Bhavani	,,	Mu 736
,, ,	Dhurjatiprasada	,,	Mu 748
,, ,	Dipanarayana	,,	Mu 749
,, ,	Durgamohana	,,	Mu 751
,, ,	Gopalakrisna	,,	Mu 754
,, ,	Guruprasada	,,	Mu 755
,, ,	Hirendranarayana	,,	Mu 759
,, ,	Kularanjana	,,	Mu 775
,, ,	Manik	,,	Mu 779
,, ,	Nirmalkumara	,,	Mu 785
,, ,	Pankajakumara	,,	Mu 793
,, ,	Ramapada	,,	Mu 813
,, ,	Sailajananda	,,	Mu 814
,, ,	Saurindra mohana	,,	Mu 817
,, ,	Trailakyanath	,,	Mu 829
,, ,	Bibhuti Bhusana	,,	Mu 833

একটু অনুধাবন করলেই বোধগম্য হবে যে একটি বিষয়ের উপরে লেখা মুখোপাধ্যায় উপাধি ধারী বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য কাটার তালিকায় যখন একটি সংখ্যা M 896 ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুথকীকরণের কাজ একটু অসুবিধাজনক, সে ক্ষেত্রে এই বিস্তৃত তালিকাটি পুথকীকরণের কাজকে সহজ করেছে। তালিকাটির ভূমিকায় একই লেখকের উপর বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা, একই গ্রন্থের উপর আলোচনা ও সমালোচনা এবং একই ব্যক্তির উপর বিভিন্ন লেখকের জীবনী একই স্থানে রাখা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বাংলা দেশের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত নামের অধীনে সূচী (catalogue) তৈরী হয়ে থাকে। এই সব গ্রন্থাগারের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যক্তিগত নামের একটি গ্রন্থকার নামা (কাটারের রীতি অনুযায়ী) প্রস্তুত করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। এই তালিকাটি বাংলা দেশের অনেক গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন কারণে ঐ তালিকাটির একটি পরিবর্দ্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার ও অন্যান্য আগ্রহশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিশেষে জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের 'Author table for Indian Names'-এর ন্যায় একটি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

(৩) গ্রন্থ সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় গ্রন্থটি বিভিন্ন কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থসূচীতে ভারতীয় নামের সমস্যাটি জটীল। বহু ভাষা ও সংস্কৃতি ধারার সমন্বয় ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ও বংশগত নামের উদ্ভব ও বিকাশ বিভিন্ন। এই ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে সূচীকরণের সংহিতায় (code) কোন সুসংবদ্ধ সর্বজন সম্মত ধারা প্রণয়ন করা যায় কিনা এই নিয়ে ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগারিকরা অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলেন। প্রচলিত দুইটি সংহিতায় (এ,এ, কোড এবং এ, এল, এ কোড) এই সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তাও অধিকাংশের নিকট মনঃপুত হয়নি। বিশেষ করে ঐ সব সংহিতায় এ সম্পর্কে যথাযথ অনুধাবন হয়নি। অনেকদিন ধরেই এই সমস্যাটি ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের নিকট আছে। এই সমস্যাটি সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (ইফলা) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্যারিসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁরা এই বিষয়টিকে একটি আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি রূপে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (IASLIC—ইয়াসলিক) কলিকাতায় ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬০ হতে ১লা জানুয়ারী ১৯৬১ তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। এই সেমিনারে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক যোগদান করেন। ভারতীয় নামের সমস্যার উপর এই ধরণের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আহ্বান করে ইয়াসলিক কর্তৃপক্ষ

সকলেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেমিনারে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতাবলী, কার্য বিবরণী, ভারতীয় নামের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচ্য প্রবন্ধ, সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব, বিভিন্ন হিন্দু নামের শেষাংশ বা উপাধির রোমান অক্ষরে বানানের বহুমুখীতার পরিবর্তে একটি প্রস্তাবিত বানানের তালিকা, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের নামের বিশেষ সমস্যা, ভারতীয় মুসলমান নামের সমস্যা, দক্ষিণ ভারতীয় নামের সমস্যা, প্রতিনিধিদের তালিকা এবং তাদের বিভিন্ন মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর জীবানন্দ সাহা, মনোজ নিয়োগী ও সি, ভি, সুব্বারাও প্রণীত ভারতীয় নামের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ের একটি টীকা সম্বলিত তালিকা (Annotated Bibliography)। ভারতীয় হিন্দু নামের শেষাংশ বা উপাধিকে যে ক্ষেত্রে সংলেখ শব্দ (entry words) রূপে গ্রহণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে রোমান অক্ষরীয় বানানের বহুমুখীতার পরিবর্তে একটি বানানের যে সর্বস্বীকৃত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তা ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের ব্যবহারিক কাজে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করবে। দুটি বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : (১) ইফলা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির লণ্ডন বৈঠকের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবটি গ্রন্থভুক্ত করলে ভাল হত (২) গ্রন্থে প্রবন্ধের লেখকদের নামে গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট (author Index) আছে, কিন্তু এই ধরণের একটি গ্রন্থে বিষয় নির্ঘণ্ট (subject Index) থাকা প্রয়োজন ছিল।

ভারতীয় নামের সমস্যাটির পরিপূর্ণ সমাধান হয়নি। অবশ্য আমরা সকলেই আগ্রহের সাথে ইফলা সম্মেলনের প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করছি। ভারতীয় নামের সমস্যাটি সম্পর্কে যারা জানতে চান এবং বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের মতামত অনুধাবনে যাঁরা প্রয়াসী তাঁদের নিকট এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থটি প্রকাশ করে ইয়াসলিক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। —প্রবীর রায়চৌধুরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
গৃহ-নির্মাণ তহবিলের জন্য
অর্থ-সংগ্রহে সহযোগিতা করুন
[পরিষদ কর্মসচিবের নিকট হইতে রসিদ বহি পাওয়া যাইবে]

সম্পাদকীয়

গ্রন্থের আঙ্গিক ও উপাদান

এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের এ্যালিস বলেছিল যে, যে-বইতে ছবি নেই সে-বই বই নয়। কিছুদিন আগে বিলেতের জনৈক বিচারপতি মন্তব্য করেছেন যে বইতে যদি নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইনডেক্স না থাকে তাহলে সে-বই প্রকাশ করার অনুমতি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের প্রকাশকদের কাছ থেকে এ সব এখনও অনেক দূরের আশা। তাঁদের কাছ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা যেটা আশা করেন, তা নিতান্তই নিকটের বস্তু—অর্থাৎ ভাল কাগজ, পরিপাটি ছাপা ও মজবুত বাঁধাই—যে তিনটি বিষয়ে এ দেশের অধিকাংশ প্রকাশকই উদাসীন।

একখানা বইয়ের মূল্য বিচার তিন ভাবে হয়ে থাকে। প্রথম হোল বইয়ের বিষয়-বস্তু—যে ব্যাপারে লেখকের চিন্তাই চূড়ান্ত ও সর্বোপরি—গ্রহণ অথবা বর্জন ছাড়া তাতে কারও কিছু বলার নেই। দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে বইয়ের অঙ্গবিন্যাস, অর্থাৎ বইয়ের আখ্যাপত্র থেকে সুরু করে গ্রন্থপঞ্জী, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি দিকগুলি। মূল্য বিচারের তৃতীয় ও শেষ পর্যায় হোল বইয়ের উপাদান, অর্থাৎ কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি, যেগুলির স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্যে পত্রিকার এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বইয়ের অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ প্রকাশকের ঔদাসীন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। আখ্যাপত্র থেকে সুরু করলে দেখা যায় বহু বইয়েরই কোনও প্রকাশন তারিখ নেই। ব্যবসায়-প্রয়োজনের তাড়নাতেই অবশ্য তাঁরা সেটাকে অনুক্ত রাখেন। তারিখ দেন যাঁরা তাঁরা কেউ দেন ইংরেজী, কেউ বাংলা এবং কেউবা শকাব্দ। বইয়ের গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক প্রভৃতি বিষয়েই অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। আখ্যাপত্রে বিজ্ঞাপনের মত অনেক নাম থাকে অথচ প্রয়োজনীয় এই সব টুকিটাকি খবরগুলি হয় অলিখিত নয়ত অস্পষ্ট রয়ে যায়। পৃষ্ঠার সংখ্যা না দিলে নিজেদেরই অসুবিধা হবে, নইলে হয়ত তাঁরা তা বাদ দিতেন। তবে সংখ্যায় না লিখে ভাষায় যখন পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখিত হয় তখন তাঁরা ভুলে যান সংখ্যা দানের উদ্দেশ্যটা কি। সূচীপত্র ও শুদ্ধিপত্র দুটি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জী এ সব অধিকাংশ প্রকাশকই নিষ্প্রয়োজন বোধ করেন। মূল্যের উল্লেখ করতে ভুল হয় না, তবে আসল প্রকাশককে খুঁজে বের করতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়। বইয়ের এইসব ত্রুটিগুলি দূর করা কঠিন নয়। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা এ বিষয়ে তৎপর হয়ে ভারতীয় মানক সংস্থার পুস্তক বিষয়ক রীতিনীতিগুলি তাঁদের সদস্যদের মধ্যে বলবৎ করলে দীর্ঘ দিনের এই সব অসুবিধার নিরসন ঘটে।

পত্রপত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনার শেষে পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই মনোরম ও মজবুত লেখা হয় বলে অনেকে উপহাস করেন। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থ

সমালোচনায় বিষয়বস্তু অপেক্ষা গ্রন্থ-প্রস্তুতির উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে ঐ ধরণের মন্তব্য করার গুরুত্বই এখন বোধ করি অধিক। নিকৃষ্ট উপাদানে তৈরী বইয়ের জন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়তই দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। কত অনুপযোগী কাগজ ও নিকৃষ্ট বাঁধাইয়ের বই বের করা যায় সেটাই এখন অধিকাংশ প্রকাশকের ধ্যানের বিষয়। ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি বিষয়ে যে সব প্রকাশক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা প্রথমোক্তদের কাছে নিঃসন্দেহে সৃষ্টিছাড়া।

গ্রন্থাগারে কেনার পর খাতায় তোলার আগেই অনেকক্ষেত্রে বই ছিঁড়ে যেতে দেখা যায়। পিচবোর্ডের একটা যে ঢাকনি থাকে মূল বইয়ের সঙ্গে তার কোনও গাঁটছড়া বাঁধা থাকে না। বোর্ড আর বইয়ের সেলাই করা ফর্মাগুলির মধ্যে একটু ন্যাকড়ার সেতুবন্ধ থাকলেও বইগুলি অপেক্ষাকৃত মজবুত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, 'লাইব্রেরীগুলো কি ভাল ছাপা, কাগজ আর বাঁধাইয়ের দাম দেবে? এমনিতেইতো হাজার খানেকের একটা ইম্প্রেসন বিক্রি হয় না। ভাল জিনিসে তৈরী বইয়ের দাম বেশী চাইলেতো বই পোকায় কাটবে।'

কথাটা ঠিক নয়। গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল বটে; তবে এমন কোনও গ্রন্থাগার নেই যা নিকৃষ্ট উপাদানে তৈরী বইয়ের জন্যে বিরক্ত ও বিড়ম্বিত নয়। বাতিল ও বাঁধাইয়ের জন্যে গ্রন্থাগারগুলির যে লোকসান ঘটে তার তুলনায় সস্তায় বই কেনার লাভের অংক নগণ্য। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হোল যে উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বই যার বিক্রয় ও ব্যবহার কম তার কাগজ ও বাঁধাই তত খারাপ নয় যতটা উপন্যাস, গল্প জাতীয় বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়; যদিও শেষোক্ত শ্রেণীর বইগুলিতেই মুনাফা বেশী। হয়ত প্রকাশকরা মনে করেন যে গল্প-উপন্যাস গ্রন্থাগারে রাখতেই হবে; চটকদারী প্রচ্ছদের সাহায্যে বইকে আকর্ষণীয় করার পথ যখন খোলা তখন খেলো মাল দিয়ে লাভের পরিমাণটা বাড়ানোই ভাল। প্রকাশন ব্যবসাকে একপ্রকার একচেটিয়া করিবার বলা চলে। খুব অল্পক্ষেত্রে এক বই একাধিক প্রতিষ্ঠানকে ছাপতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে উৎকৃষ্ট উপাদানে উভয়কেই বই ছাপতে হয়। গ্রন্থাগারগুলির উপযোগী স্বতন্ত্র একটি সংস্করণ বের করা প্রয়োজন; হয় ভাল বাঁধানো নয়ত কাগজের মলাটে বাঁধানো বই (যা বিশ্বভারতী বের করে থাকেন) যেটি গ্রন্থাগারে সুবিধেমত বাঁধিয়ে নেওয়া যাবে। ভাল কাগজ, বাঁধাই এবং পরিপাটি মুদ্রণের ব্যাপারে ইদানিং নানারূপ অসুবিধা দেখা দিয়েছে জানি। সে বাধাগুলি সম্ভবপরভাবে কাটিয়ে মজবুত মনোরম গ্রন্থ উৎপাদনে তাঁরা যত্নবান হোন এই অনুরোধ করি। প্রকাশন শিল্পে যাঁরা নেমেছেন এবং নামছেন তাঁদের জন্যে বিশেষ শিক্ষণেরও প্রয়োজন আছে। এবিষয়ে বঙ্গীয় প্রকাশক সভাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি এবং প্রকাশন সম্পর্কে জনসাধারণের অসন্তোষ দূরীভূত করার জন্যে তাঁদের সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

ডক্টর কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
বাংলার লোকশিল্প ৪·০০
আলপনা, কাঁথা, নকশা, পট-পাটা এবং পুতুল প্রভৃতি
বাংলার নিজস্ব শিল্প ধারার উপর একটি মৌলিক গ্রন্থ

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর
কণারকের বিবরণ ৫·৭৫
উড়িষ্যার বিখ্যাত কণারক মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও
ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রবহুল গ্রন্থ

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের
বাংলার লোকশ্রুতি ৫·০০
বাংলার folk-lore সম্বন্ধে একটি অননাসাধারণ
আলোচনা

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা ৪.০০

পঙ্কধর ভট্টাচার্যের
রূপচাঁদ পক্ষী ৩·০০
একটি জীবনীমূলক উপন্যাস

পুরোগামী প্রকাশনী ॥ ১০০/১, সুপেন বোস এভিন্যু ॥ কলিকাতা- ৪

গ্রন্থাগার কার্তিক ১৩৬৮ Regd. No. C-3910

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

প্রাক-প্রকাশন মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করুন

ছাপাখানায় রয়েছে

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

এতে থাকবে

★ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিন সহস্রাধিক সাধারণ গ্রন্থাগারের জেলা-ভিত্তিক নাম, ঠিকানা ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি

★ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলির গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা

★ যাবতীয় গ্রন্থাগারের নাম ও স্থান অনুযায়ী নির্ঘণ্ট

টেবল আকারে মনো টাইপে মুদ্রিত হইতেছে ।। সাইজ : আট পেজী ডবল ডিমাই

মূল্য ১০·০০ টাকা ।। প্রাক-প্রকাশন মূল্য ৭·৫০ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

এতে থাকবে

★ ১৮০০ বাংলা গ্রন্থের বর্গীকৃত তালিকা

★ গ্রন্থের আখ্যা, বিষয় ও লেখকের নামানুযায়ী নির্ঘণ্ট

★ ৫০টি বিভিন্ন বিষয়ের নির্বাচিত বাংলা পত্রপত্রিকার নাম ও ঠিকানা

★ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও ঠিকানা

মূল্য ৩·০০ টাকা ।। প্রাক-প্রকাশন মূল্য ২·৫০ টাকা

মনো টাইপে মুদ্রিত হইবে ।। সাইজ : আট পেজী ডবল ক্রাউন

বিজ্ঞাপন ও বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৩ হুজুরিমল লেন ঃ কলিকাতা ১৪

ফোন : ৩৪-৭০৫৫

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩,ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ ॥ অষ্টম সং
অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৬৮

UNIVERSITY

এ ই স ং খ্যা

শিরালি গ্রামামৃত রঙ্গনাথনের-এর সম্বর্ধনা। যে ক্ষেত্রে না : বনবিহারী মোদক। গ্রামোকোন রে লাইব্রেরী : অরুণ কুমার ঘোষ। গ্রন্থাগারে জন-সংযে জগমোহন মুখোপাধ্যায়। বেলুড় রামকৃষ্ণ মি জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার তৎপরতা : শিব চক্রবর্তী। বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবি মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। জেলা গ্রন্থাগার ২২ড়া : মনো রায়।

পরিষদ কথা ● বার্তা বিচিত্রা ● গ্রন্থ-সমালোচনা
সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া তেতাল্লিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা ; সুদৃঢ় বাঁধাই। [৮৷৷০]

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

বহু প্রশংসিত উচ্চ মানবিশিষ্ট ইংরেজী বাঙ্গলা আধুনিক শব্দকোষ। [১২৷৷০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃতমাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে। প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲]

গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

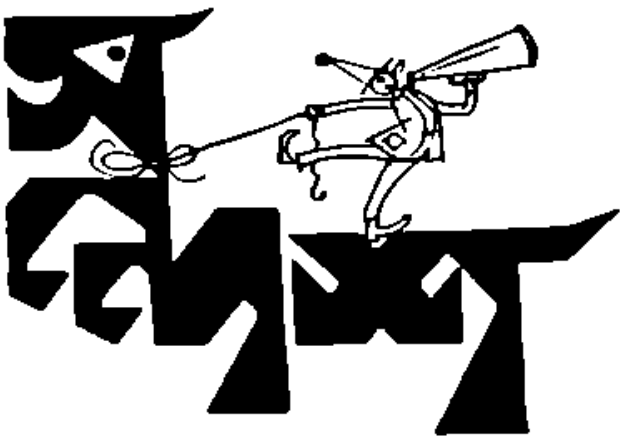

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শিশুসাহিত্যের জাদুকর সুকুমার রায় পরিচালিত অভিনব মাসিকপত্র 'সন্দেশ' সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় গত বৈশাখ থেকে আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, বিজ্ঞান, ধাঁধা, ঘরে বসে খেলা, মাঠে ময়দানে খেলা, দৌড়ঝাঁপ সম্বন্ধে লেখা নিয়মিত থাকে

প্রতি সংখ্যা ৭৫ নয়া পয়সা

বার্ষিক চাঁদা ৯·০০

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সকল পর্যায়ের স্কুলের জন্য অনুমোদিত

১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১৩

সুন্দরবন

অরণ্যের ভয়ংকর সুন্দর বই

শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দারে'র পর ওই পটভূমিকায় দ্বিতীয় অদ্বিতীয় বই।

স্কেচ :
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দাম :
সাড়ে তিন টাকা

বাঙলা সনেট ৫·০০
শতবর্ষের সনেট সংকলন
সম্পাদক :
ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শক্তিব্রত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প ৫·০০
সম্পাদক : সুধীর চক্রবর্ত্তী

যেথা এই চৈত্রের শালবন ২·০০
কবি অশোকবিজয় রাহা

আমার রুশ ভ্রমণ ১·৫০
দেবেন সেন

কিশোর পাঠ্য

হনুমানুষ ২·৫০
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জয়িনীর রূপকথা ২·০০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতকের গল্প ১·৭৫
শুভেন্দু ঘোষ

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরমস্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Periodical Jacket.
Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-২৩৮২

শঙ্কু মহারাজের

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখীর অনন্যসাধারণ ভ্রমণবিবরণ

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

দুই মাসেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

তেরটি পূর্ণ পৃষ্ঠা আর্ট প্লেট, সংশোধিত মানচিত্র, পথপঞ্জীসহ

= মূল্য ছ' টাকা =

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫৷৷০

মনোজ বসুর

বন কেটে বসত ৯৲

অবধূতের

দুর্গম পন্থা ৪৲ পিয়ারী ৪৲ মায়ামাধুরী ৫৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের

বিবাগী ভ্রমর ৭৲ বেলোয়ারী ৭৲ মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮৷৷০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷০ মাইকেল মধুসূদন ৪৲

সুমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭৲ জায়া ও জননী ৫৲ সর্বংসহা ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

চক্র ৩৲ (নাটক) উল্কা ২৷৷০ (নাটক) কালো ভ্রমর ৫৷৷০ (৩য়, ৪র্থ, একত্রে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অলকাতিলকা ৪৷৷০ পঞ্চতপা ৬৷৷০ রাত্রির ডাক ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲ ছাড়পত্র ৪৷৷০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে

॥ লোক-বিজ্ঞানের নতুন বই ॥

বি ভি লিত্রাপুনভ

মহাবিশ্বের রহস্য

কেবলমাত্র কল্পনাভিত্তিক রূপকথা নয়। রূপকথার আঙ্গিকে গ্রহান্তর ও নক্ষত্রলোক যাত্রার বিশদ ও তথ্যসমৃদ্ধ সহজ পর্যালোচনা। প্রসঙ্গত আকাশযান নির্মাণ পদ্ধতির শক্তি রহস্য, ধাতুতত্ত্ব, ভূ পদার্থ বিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতি তথ্যের বিশ্লেষণ।

তিন রঙা চিত্র-শোভিত প্রচ্ছদপট।

তিন টাকা

লোক-বিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বই ঃ

অধ্যাপক এ এন কাবানভের

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

৭·০০

ভি আই গ্রমভ

অতীতের পৃথিবী

১·৬২

এফ আই চেস্তনভ

আয়নোস্ফিয়ারের কথা

১·৬২

রুশ বিজ্ঞান কাহিনীকারদের

চাঁদে অভিযান

৩·০০

ইলিন ও সেগাল

মানুষ কি করে বড়ো হল

৩·৫০

মানুষ কি করে শুনতে শিখল

০·৭৫।১·২৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনকে অভিনন্দন

[গত ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ডক্টর এস আর রঙ্গনাথনের সপ্ততিতম বর্ষপ্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহাকে এই অভিনন্দন-পত্রটি দেওয়া হয়]

বিবিধ বিদ্যা-পারঙ্গম-গ্রন্থাগারবিজ্ঞান-পরিকৃৎ নিখিল বিশ্ববিশ্রুত-শ্রীশিয়ালীরামামৃত রঙ্গনাথন্‌মহোদয়ায় সপ্ততি-বর্ষবয়ঃপ্রাপ্তি মহোৎসবে প্রদীয়মানম্‌ অভিনন্দনম্‌ ঃ

নিজমহিমসমুদ্গৎকীর্তিভাস্বৎকিরীটঃ
গুণিগণকৃতমানালঙ্কৃতো ভাবরম্যঃ ।
বিবুধসমিতিবিদ্বারঙ্গমল্লৈকনাথঃ
নিখিলধরণিসিদ্ধো রাজতে রঙ্গনাথঃ ॥
ছাত্রাধ্যাপনদক্ষতা বহুমতা খ্যাতিপ্রকর্ষপ্রদা
গ্রন্থাগারিকপদ্ধতির্বিরতমা সাধ্বী চ তে বাগ্মিতা ।
নানাতত্ত্ববিজৃম্ভিতার্থবিলসদ্‌ গ্রন্থৌঘসংলিখিতি
র্মাহাত্ম্যং তব বিশ্ববাসিহৃদয়ে কুর্বন্তি নিত্যংস্ফুটম্‌ ॥
প্রজ্ঞা সদ্‌গুণরত্নকীর্তিরুচিরা দেদীপ্যমানস্য তে
গ্রন্থাগারিকনীতিশিক্ষাকৃতে বৃত্তস্য তে প্রোজ্জ্বল ৮।
বৈশিষ্ট্যং কিল বিশ্ববাসিবিদিতং নান্যত্র দৃষ্টং ক্বচিৎ
সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ প্রভাতিমহতী নান্যেষু সঞ্চ্ছতে ॥
অস্মদ্দেশনিবাসিনাং কৃপলিনাং বিদ্যাবিনামুন্নতি-
মিচ্ছুর্যো নিজসম্পদাংহি কৃতবান্‌ দানং মহোদারধীঃ ।
গ্রন্থাগারিকমঙ্গলঞ্চ পরমং কুর্বংস্তথাভারতে
পদ্মশ্রীঃ স ভবান্‌ সদা বিজয়তাং বিদ্বৎসপর্য্যাধনঃ ॥
সপ্ততিবর্ষসম্প্রাপ্তৌ ভবতো ভবমণ্ডলে
ভবদ্‌গুণবিমুগ্ধানামস্মাকং প্রার্থনা পুনঃ ।
বিতরতু পরমেশঃ সুস্থদেহস্য নিত্যং
শশিসিতযশসস্তে দীর্ঘামায়ুর্জগত্যাম্‌,
অভিনবমহতপ্যোদ,ভাবিনোজ্ঞানরত্নৈ-
র্ভবতু চ বসুধায়াঃ সার্থকং নাম বিদ্বৎ ॥

১৯৬১ খৃষ্টাব্দীয়
ডিসেম্বরমাসস্য তৃতীয় দিবসে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ
সদস্যানাম্‌,

যে বই ফেরে না

বনবিহারী মোদক

যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের জবাবে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—অঋণীরাই সুখী। অনুরূপ কথা শেকস্‌পীয়ারও বলেছেন। তাঁর মতে—loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry. ধার যাঁরা নেন তাঁরা নিজেরা কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিকার। কথাটা যে শুধু টাকাকড়ির সম্বন্ধেই খাটে তা নয়। বই গ্রাহকদের বেলায়ও এটা সমান সত্যি। গ্রন্থাগার থেকে যাঁরা বই ধার নেন, তাঁদের অনেকেই মহর্ষি চার্বাকের সেই বিখ্যাত বাণীটি ('ঋণ করেও ঘী খাবে।' কলিযুগের সেরা অবদান ঘী নামক চর্বি মেশানো বনস্পতিও ধার করে খেতে হবে কি না—এ বিষয়ে ঋষিমশাই কিছুই বলেন নি ; এটা বড়ই আফ্‌শোষের কথা !) জানেন ও মানেন। বই নেওয়ার সময় এঁদের যত উৎসাহ দেখা যায়, ফেরৎ দেবার বেলায় কিন্তু তার অর্ধেকও খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে গ্রন্থাগার থেকে পাঠকদের ধার-দেওয়া বইগুলো "they seldom come laughing home"।

পরহস্তগত ধনের ফিরে আসা সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন মহাজনেরা যে সংশয় প্রকাশ করে গেছেন, শুধু লক্ষ্মী-কারবারী মহাজনেরাই যে তার সত্যতা বোঝেন, তা নয় ; আমাদের মত অভাজন গ্রন্থাগারকর্মীরাও সারা দুনিয়াতেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পান। পৃথিবীর সব দেশের সব যুগের সব জনগ্রন্থাগারই এ-সমস্যায় অল্পবিস্তর বিব্রত। আমাদের কপালগুণে এ দেশে এ-সমস্যাটা অন্য দেশের চেয়ে বেশী বই কম নয়। তাই এমন সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের ইতিকর্তব্য শেষ করতে হবে যাতে এই ক্ষতিকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

বই হারানো ও তার ক্ষয়-ক্ষতিকে জাতীয় সম্পদের অপচয় হিসেবে দেখলে, গ্রন্থাগারকর্মীরা এগুলো নিবারণের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে, কাজটিকে নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিলে, বই ফেরৎ না আসার ক্ষতিকে অনেকাংশেই সহনীয় করা যাবে :

১। বই দেবার আগের সতর্কতা
২। দেওয়ার পরে করণীয়
৩। অনাদায়ী বই সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য।

১। দেবার আগে সতর্কতা

রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করার চেয়ে, রোগ হতে না দেওয়ার চেষ্টা করা ভাল। ঠিক তেমনি, বই সময়মত ফেরৎ আসছে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ার চেয়ে, এই আশংকার

কারণ একেবারে ঘটতে না দেওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়। নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে তা করা সম্ভব ঃ

(ক) বই ধার দেওয়া হয় লেন্ডিং সেকশনের সভ্যদের। ভর্তির আবেদনপত্রে এঁরা নিজেদের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা সঠিক কিনা তা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। কাজটি একটু অপ্রীতিকর মনে হতে পারে ; কিন্তু দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর শ্রী ও, পি, গুপ্ত এ প্রসংগে যা বলেছেন, তা থেকেই কাজটির যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যাবে ঃ

"...The die-hard element among the library's clientele ; persons who were amenable neither to letters, nor to personal calls—not infrequently the callers found the member untraceable at the given address or else gone without leaving new address....This pointed to the imperative necessity of checking member's address more carefully...." *

প্রতিটি ঠিকানায় গ্রন্থাগারের কর্মচারী পাঠিয়ে যাচাই করলে সেটাই হবে সবচেয়ে পাকা কাজ। চক্ষুলজ্জার কুণ্ঠায় বিব্রত হয়ে এ কাজে গাফিলতি করলে সেটা হবে ভবিষ্যৎ ক্ষতি ও ঝঞ্ঝাটের বীজ বপনের সামিল।

প্রত্যেক সভ্যের স্থায়ী বাড়ীর ঠিকানাও (Parmanent Home Address) যেন তাঁদের আবেদনপত্রে নির্ভুলভাবে ও স্পষ্টাক্ষরে দেওয়া থাকে—এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। যে-সব পুরণো সভ্যের প্রদত্ত বিবরণীতে এটা নেই, তাঁদের প্রত্যেকটি স্থায়ী ঠিকানাও জেনে এবং যাচাই করে লিখে রাখা দরকার। যাঁদের স্থায়ী বাড়ীর ঠিকানা অন্যত্র, তাঁদের অন্যান্য বিবরণ এবং কে তাঁদের আবেদন সুপারিশ করেছেন—এ সবগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

লেন্ডিং সেকশনের নতুন সভ্য হবার জন্যে যাঁরা আবেদন করবেন, লাইব্রেরীর ব্ল্যাক-বুকে (যাঁদের দ্বারা গ্রন্থাগার কোন-না-কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের নাম-ঠিকানা ও বিবরণের তালিকাযুক্ত রেজিষ্টার) কোন সময় তাঁদের নাম উঠেছিল কিনা, আগে সেটা দেখতে হবে। স্থানীয় অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে লাইব্রেরীর সহযোগিতামূলক আদানপ্রদান থাকলে, সে-সব গ্রন্থাগারেও আবেদনকারীর নাম ও বিবরণ পাঠিয়ে জানতে হবে—তাঁদের কারও ওখানে ঐ নামের কোন ব্যক্তি কখনও কোন অবাঞ্ছিত আচরণ করেছিলেন কিনা। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তারপরে দেখতে হবে—সুপারিশকারীকে এবং আবেদনকারীর সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য কি ? সবশেষে এঁদের ঠিকানা যাচাইয়ের একটা সহজ উপায় আছে। আবেদনকারীকে কিছু না জানিয়ে, তাঁর প্রদত্ত ঠিকানায় একটি পোস্টকার্ড ছাড়তে হবে। 'আপনার আবেদন বিবেচিত হয়েছে। আগামী অমুক দিন অমুক সময়ে গ্রন্থাগার অফিসে স্বয়ং এসে এই জ্ঞাপনীপত্রটি এবং প্রদেয় মূল্যাদি জমা দেবার জন্যে এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।'—এই ধরণের কথা

* Indian Librarian, vol. 13, No. 2, pp. 63–64.

লেখা থাকবে কার্ডটিতে। নির্দিষ্ট দিনে আবেদনকারী যদি কার্ডটি এনে দেখাতে পারেন, তাহলেই বোঝা যাবে—তাঁর দেওয়া ঠিকানা নির্ভুল। কার্ডটি তিনি আনতে না পারলেই ধরা পড়বে—তাঁর দেওয়া ঠিকানা সন্দেহজনক।

একেবারে প্রথম থেকেই এই সব বিষয়ে সাধ্যমত সতর্ক হলে, আমাদের গরীব দেশের ক্ষুদ্র সামর্থবিশিষ্ট জনগ্রন্থাগারগুলোকে দুর্বহ ক্ষতির বোঝা বইতে হবে না।

(খ) ন্যায্য দাম নগদ দিলে যে-সব বই যে-কোন দিন যতগুলো ইচ্ছে কেনা যায়—শুধুমাত্র সেইগুলোই Home issueর জন্যে দেওয়া হবে। Rare ও Out of print বই যেন কখনও কোন অবস্থাতেই গ্রন্থাগারের চতুঃসীমার বাইরে যেতে না পারে।

(গ) যাঁকে যে বই ইস্যু করা হবে, সে বইটির দাম যেন তাঁর জমা টাকার চেয়ে কোন ক্ষেত্রেই বেশী না হয়। প্রতিটি বই দেওয়ার সময় খুব সতর্কতার সঙ্গে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। একাধিক খণ্ডবিশিষ্ট যে সব সেটের এক-একটি খণ্ড আলাদা-ভাবে কিনতে পাওয়া যায় না, সেগুলোর কোন খণ্ড ইস্যু করতে হলে পুরো সেট্‌টার দাম যেন গ্রাহকের জমা টাকায় cover করে। কিন্তু পুরো সেটের দাম প্রায়ই বেশী। লেণ্ডিং সেকশনের সভ্যরা তত টাকা জমা রাখবেন, আমাদের গরীব দেশে এটা আশা করা ভুল। এখানেই গোল বাধে। এজন্যে, দামী সেটগুলো বাড়ীতে ইস্যুর জন্যে না দেওয়াই সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা।

Security Deposit সম্পর্কীয় এইসব নিয়মাবলী এরকম হওয়া দরকার, যাতে ন্যূনতম একটা সীমার ওপরও যে কোন পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা যে কোন সভ্য অবাধে জমা রাখতে পারেন। এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধে দুটো ঃ

(১) বেশী দামের বই নেবার জন্যে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ উপরোধ করার দায় থেকে গ্রাহকরা রেহাই পাবেন। জমা টাকা দরকার মত বাড়িয়ে, ইচ্ছেমত যে কোন দামের বই তাঁরা স্বচ্ছন্দেই নিতে পারবেন।

(২) জমা টাকার চেয়ে বেশী দামী বই ইস্যু করার ঝুঁকি থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরাও অব্যাহতি পাবেন।

২। দেওয়ার পরে করণীয়

হাতের ঢিল ফস্কে গেলে তখন আর কিছুটি করার থাকে না—এ প্রবচনটা আমরা সবাই শুনেছি। বই সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা। সবে বেরুনো যে জনপ্রিয় বইটিকে গ্রন্থাগারের prestige collection বলে অভিহিত করে আপনি গর্ববোধ করেছিলেন, ফেরৎ আসার নির্দিষ্ট সময়সীমার পরেও যখন সেটি ফিরল না, নিয়ম-মাফিক সব কিছু উপায় অবলম্বন করলেও তখন আর কোন ফল হবে কিনা সন্দেহ। তবু করতে হবে ; এটা আমাদের কর্তব্য। এবং আশাও করতে হবে—একদিন না একদিন সে (পরমোৎসাহে যিনি বইটি নিয়েছিলেন, সেই সভ্য ভদ্রলোকটির কথা বলছি না। পলাতক বইটিই আমার উদ্দিষ্ট।) ফিরবেই।

তাহলে এইবার দেখা যাক—এ বিষয়ে করণীয় কি ? করণীয় চারটি ঃ

(ক) ফেরৎ আসার নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বই না এলে ঠিক তিনটি দিন (এই তিনটি দিনকে grace period গণ্য করতে হবে। অবশ্য দিনপ্রতি জরিমানা নিয়মানুযায়ী জমতেই থাকবে ; তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।) পরেই Under certificate of posting একটি স্মারকপত্র (Reminder) পাঠাতে হবে। সৌজন্যসম্মত বিনীত ভাষায় গ্রন্থাগারিক এতে শুধু সংশ্লিষ্ট বইটির নাম, বিবরণ, ইস্যুর তারিখ এবং Overdue হওয়ার কথাটি গ্রাহককে মনে করিয়ে দেবেন।

(খ) স্মারকপত্র পাঠানোর একপক্ষ কালের মধ্যেও বই ফেরৎ বা কোন উত্তর না এলে রেজেস্ট্রি ডাকে চরমপত্র (Ultimatum) পাঠাতে হবে। এতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে—'আর এক সপ্তাহের মধ্যে বইটি পৌঁছিয়ে না দিলে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এবং একান্ত নিরুপায় হয়েই গ্রন্থাগার তাঁর জমানত বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হবে। তাঁর নামটিও সভ্য তালিকা থেকে চিরদিনের মত কাটা পড়বে।' বইটির নামধাম আগের মত এ চিঠিতেও উল্লিখিত থাকবে।

(গ) চরমপত্র প্রেরিত হওয়ার এক পক্ষকালের মধ্যেও যদি বইটি ফেরৎ না আসে বা সন্তোষজনক কোন উত্তরও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে—বইটি ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট নেই। তখন সংশ্লিষ্ট সভ্যকে Under certificate of posting জানাতে হবে যে—'তিনি আর গ্রন্থাগারের সভ্য নন। তাঁকে সেবা করার গৌরবজনক অধিকার থেকে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই গ্রন্থাগার চিরদিনের মত নিজেকে বিরত করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর জমার টাকাটাও নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাগারের কোষে জমা হয়েছে। এর পর তাঁর কোন বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থাগারের আর কিছু করণীয় রইল না।'

যে সব গ্রন্থাগার গ্রাহকদের কাছ থেকে Security Deposit রাখেন, এ-ত, গেল তাঁদের কথা। কিন্তু যাঁরা তা' রাখেন না, তাঁরা ? চরমপত্র পাঠানো পর্যন্ত সবগুলো ধাপ পূর্বোক্ত নিয়মে তাঁরও অবলম্বন করবেন। তবে তাঁদের চরমপত্রে লেখা থাকবে এই মর্মে—'আর এক সপ্তাহের মধ্যে বইটি (নাম ও বিবরণ যথারীতি দিতে হবে।) পৌঁছিয়ে না দিলে নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই গ্রন্থাগার তার ক্ষতিপূরণের জন্যে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার অপ্রিয় কর্তব্যটি করতে খুব দুঃখের সঙ্গেই বাধ্য হবে।'

এর পর আবার এক পক্ষকাল অপেক্ষা। বই বা সন্তোষজনক উত্তর—কিছুই যদি এরমধ্যে না আসে, তখন যথানিয়মে উকিলের চিঠি দেওয়াতে হবে। তাতেও যদি কোন ফল না হয়, তাহলে একপক্ষ সময় দেখে তারপরই আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

একাজটি করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলে খুবই ভুল করা হবে। এটি ব্যয়বহুল ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ঝঞ্ঝাটও বটে। কিন্তু তবু এর উপযোগিতা

উপেক্ষা করবার মত নয়। গ্রাহকরা নিজে থেকে বই ফেরৎ না দিলে লাইব্রেরী কিছুই করতে পারে না—গ্রন্থাগারের অসহায়তা সম্বন্ধে অসাধু লোকদের মনে এইরকম নিশ্চিন্ততা থাকে। শুধু গ্রন্থাগারের স্বার্থের পক্ষেই নয়, এরকম ধারণা সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির পক্ষেই অকল্যাণকর। এই সর্বনাশা মনোভাবের মূলোচ্ছেদের জন্যেই দরকারমত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। প্রয়োজন হলে লাইব্রেরী দৃঢ় হাতে অনিয়ম দমন করতে সক্ষম, বই আদায়ের জন্যে আইনের নির্মম পন্থা অবলম্বন করতেও সে পিছপা নয়—গ্রন্থাগারের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে এরকম ধারণা থাকা খুবই ভাল।

মনে রাখতে হবে, এ পন্থা একেবারে সর্বশেষ উপায় হিসেবেই গ্রহণীয়। প্রথমে এই অপ্রীতিকর কাজটি পরিহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। অসাধু কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাগারের স্বার্থহানি করছে বুঝলে তবেই মামলা মোকদ্দমার দিকে পা বাড়াতে হবে।

সরকার পরিচালিত জনগ্রন্থাগারসমূহ এবং স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোর পক্ষেই মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব। এই ব্যয়বহুল ও বিলম্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা একান্তই যাঁদের সাধ্যের বাইরে, সে সব গ্রন্থাগারের পক্ষে Security Deposit প্রথা চালু করাই শ্রেয়।

লাইব্রেরীর নিয়মকানুন এবং আইনের চোখে সেগুলোর কার্যকারীতা কতটুকু সেটাও এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার। 'Rules and Regulations' এবং 'By-laws'—সাধারণ গ্রন্থাগারের ছাপানো নিয়মাবলীর শীর্ষক হিসেবে এই শব্দগুলোই সাধারণত আমরা ব্যবহার করি, যদিও প্রথম দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক। Regulation বলতে বোঝায় আচরণবিধি। এটা লঙ্ঘিত হলে আদালত তার জন্যে কিছু করবে না। শুধু আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সংস্থা (Statutory বা Corporate body) তাঁদের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীই (এইগুলোই Bye-law) আদালতের দ্বারা তাঁদের সভ্যদের উপর enforce করাতে পারেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার 'গ্রন্থাগার আইন' বিধিবদ্ধ না করা পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলোর পক্ষে তাঁদের নিয়মকানুন আদালতের সাহায্যে জোর করে প্রয়োগ ও পালন করানো শক্ত, যদি না তাঁরা আলাদাভাবে corporate body হিসেবে নিজেদের রেজিষ্ট্রী করান। এদিক থেকেও গ্রন্থাগার আইন চালু করার সার্থকতা রয়েছে।

৩। অনাদায়ী বই সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য

যে সব বই ফেরৎ আসার সর্বশেষ সম্ভাবনাটুকুও দূর হল সেগুলোর বিষয়েও আমাদের কিছু করণীয় আছে। নিম্নোক্ত দুটি ভাগে ভাগ করে নিলে এই করণীয়টার সুসম্পাদন সহজ হবে :

(ক) হারানো বইয়ের periodical হিসাব নিকাশ।

(খ) শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টা।

(ক) লাইব্রেরীর সংগ্রহের সাম্প্রতিকতম অবস্থা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে

সব সময় ওয়াকিবহাল থাকতে হলে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবার statement প্রভৃতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে ও নির্ঝঞ্ঝাটে শেষ করতে হলে গ্রন্থের class-heading সহ নিম্নলিখিত inventoryটি তৈরী করা খুবই সুবিধেজনক ঃ

Class	No. at the beginning of the period	No. added during the period	No. lost & discarded during the period	Total No. at the end of the period
1	2	3	4	5
000				
100				
200				
300				
400				
500				
600				
700				
800				
900				
Ref.				
Fict.				

এইভাবে মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক (বড় গ্রন্থাগারের পক্ষে ত্রৈমাসিক inventory ও রাখা ভাল।) হিসেব সব সময় চোখের ওপর থাকলে, কোন শ্রেণীর বই বেশী মারা যাচ্ছে সেটা অনায়াসেই বোঝা যাবে। হারানো বইগুলো আবার কেনার সময় সমস্ত শ্রেণীর বই-ই যাতে সংগত অনুপাতে পুনঃসংগ্রহ হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা সহজ হবে।

(খ) শূন্যতা পূরণ করতে হবে, অতএব যা-কিছু হারিয়েছে নির্বিচারে সবই আবার কিনব—এটা ঠিক নয়। হাতের টাকার পরিমাণ বুঝে, সমস্ত শ্রেণীর বই-ই যাতে কিছু না কিছু আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ছাড়া, পুনঃসংগ্রহের নিয়ামক নীতি হবে নিম্নোক্ত তিনটি ঃ

(১) বিষয়বস্তুর বিচারে যে সব বই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো সবই আবার কেনার চেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) হারানো গল্প উপন্যাসের মধ্যে যেগুলোর চাহিদা বেশী, সেগুলোও প্রায় সবই replenish করতে হবে।

(৩) জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব হারানো বইয়ের শ্রেষ্ঠতর সংস্করণ বা অনুরূপ অন্য ভাল বই বেরিয়েছে, তার নতুনগুলো কেনাই যুক্তিযুক্ত হবে।

সমস্ত বিষয়ে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে—একথা আমরা একাধিকবার বলেছি। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে—নিয়মকানুনের অত্যাধিক কড়াকড়িতে পাঠকেরা যেন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে না যান। গ্রন্থাগারের সেবাব্রতের নীতি হিসেবে একথা মনে রাখতে হবে যে—বিধিনিষেধের বেড়াজাল এঁটে পাঠলিপ্সুদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেয়ে পাঠক হিসেবে সবাইকে কাছে টেনে নিয়ে ছোটখাট ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নেওয়াও বরং ভাল।

বই হারানো ও ফেরৎ না আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে—এতটা আশাবাদী হয়ে লাভ নেই। যতদিন লাইব্রেরী থাকবে, এ সমস্যাও ততদিনই থাকবে। সুস্থ, সমৃদ্ধ ও আনন্দময় সামাজিক পরিবেশ যেদিন গড়ে উঠবে, সর্বজনীন শিক্ষা যখন নাগরিক চেতনাকে সমুন্নত করে তুলতে সক্ষম হবে—একমাত্র তখনই এই দুঃখজনক ব্যাপারটা বিরল ঘটনায় পরিণত হবে। অনাগত দিনের সেই বহুবাঞ্ছিত লগ্নটিকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমরা, গ্রন্থাগার সেবীরা প্রতীক্ষায় রইলাম।

গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী

অরুণকুমার ঘোষ

ইংরাজী 'লাইব্রেরী' (Library) শব্দটির বাংলা প্রচলিত পরিভাষা 'গ্রন্থাগার'। সাধারণ অর্থে আমরা গ্রন্থাগার বলতে বুঝি পুস্তক সংগ্রহ ও আদান প্রদানের কেন্দ্র। কিন্তু আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রের কাছে গ্রন্থাগার অথবা Library-র অর্থ আরও ব্যাপক। বই ছাড়াও film, micro-film, lantern slide, tape-record থেকে আরম্ভ করে গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করা হয় কিনা আমাদের জানা নেই। তবে যতদূর মনে হয় সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অথবা পৃথকভাবে আমাদের দেশে এখনও কোন গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী গড়ে ওঠেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে আমেরিকার Minesota-র St. Paul সহরের এক সংগীত-রসিক ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু গ্রামোফোন রেকর্ড স্থানীয়

সাধারণ গ্রন্থাগারে দান করেন। ঐ রেকর্ডগুলি গ্রন্থাগারে রক্ষিত হ'ত এবং বিশেষ অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হত। এইভাবেই সর্বপ্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারে রেকর্ড সংগ্রহের প্রচলন হতে থাকে এবং একমাত্র আমেরিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ধীরে ধীরে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এই রীতি অনুসৃত হতে থাকে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনে একমাত্র Middlesex county Library শুধুমাত্র বিদ্যালয়গুলিকে রেকর্ড ধার দিত। ১৯৪৬ সাল থেকে Essex County Library সদস্যদের মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ড ধার দিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে গ্রেট বৃটেনেই ৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগার গ্রামোফোন রেকর্ড সদস্যদের মধ্যে আদান প্রদান করে থাকে, এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগার শুধুমাত্র স্কুল, কলেজ ও ক্লাবেই ব্যবহার করতে দেয়। আমেরিকার অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগারে বর্তমানে গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচুর সংগ্রহ আছে। আমেরিকাতেই গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরীর সংখ্যা সব থেকে বেশী। গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দু'একটি দেশেও এই ধরণের সংগ্রহ সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। তবে ঐ সব দেশে প্রায়ই সংগীতের বিশেষ গ্রন্থাগারে এইগুলি রক্ষিত হয় এবং সংগীত শিক্ষার্থীরাই গ্রন্থাগারে বসে ব্যবহার করে থাকেন।

সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড বিভাগ ছাড়াও ইংলণ্ডের Manchester ও Liverpool-এ, আমেরিকার Boston ও Detroit-এ এবং সুইডেনের Malmo-তে শুধুমাত্র গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যই পৃথক লাইব্রেরী রয়েছে।

গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী গড়ে তুলতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে এই প্রচেষ্টা তখনই আরম্ভ করা উচিৎ এবং সম্ভব, যখন পুস্তক সংগ্রহ আশানুরূপ হয়ে থাকে। এই ধরণের লাইব্রেরীর জন্য প্রচুর অর্থ, পৃথক স্থান, আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে সাধারণ জ্ঞান ছাড়াও গ্রামোফোন লাইব্রেরীর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মীবৃন্দের দেশ বিদেশের সংগীতের তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

রেকর্ড নির্বাচন করার জন্য ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় প্রচুর সাহায্যকারী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা (Tools) রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য The world encyclopaedia of recorded music এবং The record guide। রেকর্ড প্রতিদিনই সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার জন্য এই Tool গুলি কখনই সর্বাধুনিক রেকর্ডের সন্ধান দিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সাধারণ সাময়িকপত্র ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত catalogue এর উপর নির্ভর করতে হয়। ইংলণ্ডে প্রকাশিত The gramophone এবং Long Playing Record Catalogue এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ড

ও বাজানোর যন্ত্র অর্থাৎ গ্রামোফোন অথবা বিকল্প কোন যন্ত্র ছাড়াও আরও কতকগুলি মূল্যবান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, যেমন Microscope ও Earphone ইত্যাদি। তাছাড়া শব্দনিয়ন্ত্রিত কক্ষ এই ধরণের লাইব্রেরীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ একই সময়ে যদি একই কক্ষে অথবা পাশাপাশি কক্ষে বিভিন্ন রেকর্ড বাজান হতে থাকে তবে হট্টগোল সৃষ্টি ছাড়া আর কোন কাজই হবে না। অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে এককভাবে শোনার জন্য Earphone এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সদস্যদের ধার দেওয়ার পূর্বে অথবা ফেরৎ নেওয়ার আগে Microscope দিয়ে রেকর্ডগুলিকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। রেকর্ড ফেটে গেলে Microscope-এ ধরা পড়ে।

রেকর্ডের যত্ন নেওয়ার জন্যেও কতগুলি জিনিসের প্রয়োজন। সাধারণত রেকর্ড আজকাল Polythene Coverএ কিনতে পাওয়া যায়। লাইব্রেরী থেকে ঐগুলো ব্যবহারকারীকে দেওয়ার সময় একটি আলাদা Cardboardএর বাক্সের মধ্যে করে দেওয়া হয় এবং লাইব্রেরীতে রক্ষা করার সময় সাধারণত Fibre-এর বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। কারণ তা না হলে রেকর্ডগুলির অপেক্ষাই ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ধুলা বালি জমে ও ঘষে ঘষে উপরিভাগ মসৃণ হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সংগে সংগে গ্রামোফোন রেকর্ডেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় Long Playing Record আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকেই রেকর্ড সংগ্রাহকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। দু'এক বছরের মধ্যেই ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধতিতে রেকর্ড প্রস্তুত হতে থাকে। এই রেকর্ডগুলি Plastics-এ তৈরী এবং সেইজন্যে সহজে ভাংগে না। এই ধরণের রেকর্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—পূর্বে প্রচলিত Standard Playing Recordএর থেকে এগুলি অনেকক্ষণ বেশী সময় বাজে অর্থাৎ পূর্বের প্রায় ৫।৬ খানা রেকর্ডের কাজ এক খানাতেই চলে। এগুলির আকার Standard Playing Record-এর তুলনায় বড় নয়, তবে Standard Playing Record যেখানে প্রতি মিনিটে ৭৮ বার ঘোরে সেখানে Long Playing Record ঘোরে ৩৩½ বার। অর্থাৎ এক পিঠ বাজতে যেখানে পুরোণো রেকর্ডের লাগে ৩।৪ মিনিট সেখানে Long Playing বাজে প্রায় ২৫।৩০ মিনিট। Long Playing Record সেইজন্য নাটক, অপেরা ও অর্কেস্ট্রার জন্য বিশেষ উপযোগী।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গ্রামোফোন রেকর্ড সূচীকরণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। আমেরিকায় ১৯৪২ সালে Music Library Association প্রচলিত Code এখনও পর্যন্ত সেখানে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে Anglo-American Joint Code-ই সাধারণত মেনে চলা হয়। অবশ্য গ্রামোফোন রেকর্ডের বেলায় সূচীকরণের জন্য কোন একটি বিশেষ Codeকেই মেনে চলতে হবে এর কোন অর্থ নেই। আমাদের দেশের পক্ষে সুবিধাজনক অন্য পদ্ধতিও আমরা প্রচলন করতে পারি। ইউরোপে

সাধারণত Composer অর্থাৎ সুরকারের নামেই লোকে রেকর্ড চায় কিন্তু আমাদের দেশে গায়কের নামেই সকলে বেশী উৎসাহী। সেজন্য ওদেশের মত সুরকারের নামে Main Entry না করেও আমরা প্রয়োজন বোধে গায়কের নামে Main Entry করে অন্যান্য নামে (রচয়িতা, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী ইত্যাদি) Added Entry করতে পারি। আর এই সূচীকরণ কার্ড অথবা বোর্ডেই সাধারণত করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচলন বহু আগেই হ'য়েছে। বর্তমানে প্রচুর জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। শুধু কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত ছাড়াও গীতিনাট্য ও নাটকের জন্যও আজকাল গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত হয়ে থাকে। বেতারেও আজকাল অনেকটা সময় গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা হয়। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী গড়ে না ওঠার প্রধান কারণ, বোধ হয় অর্থাভাব। বেসরকারী উদ্যোগে হয়ত এই ধরণের লাইব্রেরী এখনই গড়ে তোলা সম্ভব নয় কিন্তু সরকারী উদ্যোগে সমগ্র দেশের জন্য অন্ততঃ একটি কেন্দ্রীয় গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী গড়ে তোলা সম্ভব। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বারা হয়ত দেশের সমগ্র অংশের গ্রামোফোন রেকর্ড উৎসাহী জনসাধারণের আগ্রহ মেটান সম্ভব হবে না তবু এর একটি বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বহু প্রাচীন ও প্রখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠনিসৃত বাণী অথবা সংগীতের আজ হয়ত একখানাও গ্রামোফোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, শুধুমাত্র রেকর্ডগুলি সুপরিকল্পিতভাবে ও সযত্নে রক্ষিত হয়নি বলে। ব্যবসায়ীরা লাভের জন্য রেকর্ড প্রস্তুত করে। বাজারের চাহিদা পড়ে গেলে সে রেকর্ড আর নতুন করে তৈরী না করে তখন তারা আধুনিক জনপ্রিয় রেকর্ডের পেছনে ছোটে। যদিও লোকরুচী দ্রুত পরিবর্তনশীল তবু প্রাচীন শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক মূল্য কোন অংশে কম নয়। প্রস্তাবিত গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী হয়ত এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণের মত জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও অতুল প্রসাদের মত প্রখ্যাত কবি ও সংগীতকারদের গান ও আবৃত্তির গ্রামোফোন রেকর্ড সুলভে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। আশাকরি, বর্তমানে সরকার যখন শিল্প ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য ও জনসাধারণের সাধ্যের মধ্যে আনার জন্য দৃষ্টি দিয়েছেন তখন তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য—কলকাতার USIS গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সম্প্রতি ঐ গ্রন্থাগারের কিছু রেকর্ড-সংগ্রহ দেখবার সুযোগ প্রবন্ধ লেখকের হয়েছিল। যদিও তাঁদের সংগ্রহ খুব সামান্য এবং মূল গ্রন্থাগারের বিভাগমাত্র তবুও এঁরা প্রথমে সদস্যদের ঐ সব রেকর্ড বাড়ীতে ব্যবহার করতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা বোধহয় এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবেন। কারণ তাঁদের বেশীরভাগ রেকর্ড ই Long Playing এবং ঐ বিশেষ ধরণের রেকর্ডগুলি বাজানর উপযোগী যন্ত্র ব্যবহারকারীদের না থাকার দরুণ রেকর্ডগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য USIS কর্তৃপক্ষ বর্তমানে তাঁদের গ্রন্থাগার-গৃহের মধ্যেই Listeners Booth তৈরী করবার পরিকল্পনা করছেন। তাহলে ঐসব রেকর্ড ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারে বসেই অপরের অসুবিধা সৃষ্টি না করে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া কলকাতায় British Council এও কিছু রেকর্ড সংগ্রহ আছে। তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ঐগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্লাব, স্কুল প্রভৃতি সংগঠনকে ব্যবহার করতে দিয়ে থাকেন, কোন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয় না। আরও জানা গেল যে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারেও কিছু গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সংগে করে নিয়ে গিয়ে বাজিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—কেউ কেউ বলে থাকেন যে, Tape Record প্রচলনের পর থেকে গ্রামোফোন রেকর্ড অতি দ্রুত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। আমাদের মনে হয় এই ধরণের সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যুক্তি খুবই দুর্বল। যে কারণে সিনেমার প্রচলন থিয়েটারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে নি সেই একই কারণে টেপ-রেকর্ডের পাশাপাশি গ্রামোফোন রেকর্ডের চাহিদাও সমানভাবে অব্যাহত থাকবে।

গ্রন্থাগারে জন-সংযোগ

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারে জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যম আছে। তবে এখানে আমি জনসাধারণের সংগে গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

জনসাধারণকে নিয়েই সাধারণ গ্রন্থাগার, কাজেই জনসাধারণ এক বা সমষ্টিগতভাবে গ্রন্থাগারের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জনসাধারণের এক, বা কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার জনসেবায় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসার সুষ্ঠু জনসংযোগের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

আর একটী কথা সকল গ্রন্থাগারকর্মীদের মনে রাখা উচিত যে তাঁরা জনসাধারণের সেবকমাত্র। কাজেই তাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করে জনসাধারণকে কৃতার্থ করছেন একথা কখনও যেন মনে না করেন। বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের চাহিদার ওপরে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

জনসংযোগের গোড়ার কথা হচ্ছে জনসাধারণকে সেবা করার আকাঙ্খা, এবং এই সেবার মধ্যে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম ও পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে কোনরকম বৈষম্য প্রদর্শন না করা (···no distinction of race, color, creed or condition should influence the attitude of the staff and no favoritism should be tolerated.—A.L.A. accepted Code of Ethics) লোককে ভালবাসা এবং তাদের হাসি মুখে অভ্যর্থনা করা। মায়ের চড় খাওয়া শিশুর মত গোমড়া মুখ করে জনসাধারণকে অভ্যর্থনা করা জনসংযোগের বিপরীত সূত্র। Francis Bacon বলেছেন 'It is nothing won to admit men with an open door, and to receive them with a shut and reserved countenance.' সুতরাং যাঁরা গ্রন্থাগারিকের মত জনসংযোগ সংশ্লিষ্ট পেশা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের কতকগুলি বিশেষ চারিত্রিক গুণ থাকা প্রয়োজন,—তাঁরা হবেন সদা প্রফুল্লচিত্ত, ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজসম্পন্ন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সমাজসেবায় আগ্রহী।

হাসিমুখে ও মিষ্টভাষণের দ্বারা পাঠকদের অভ্যর্থনা, বই নির্বাচন বা সংবাদ সংগ্রহে তাদের সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করা ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করা এবং আন্তরিকভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা তাঁদের সন্তুষ্ট করার, এই কয়টী কর্মের ওপরই গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু জনসংযোগ প্রতিষ্ঠিত।

পাঠকদের সন্তুষ্ট করা দুটী কাজের ওপর নির্ভর করে, একটী পাঠক ঈপ্সিত বই বা সংবাদের নির্ভুল সরবরাহ, অপরটী গ্রন্থাগার কর্মীদের পাঠকদের সঙ্গে ব্যবহার। অভিজ্ঞমহলের অভিমত এই যে পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিরূপ করার পক্ষে বই বা সংবাদ সরবরাহে অকৃতকার্যতা থেকে রূঢ় ব্যবহার ও অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব অধিকতর দায়ী।

এই প্রসঙ্গে দুটী ঘটনার অবতারণা করা যাক,—ধরা যাক আপনি আপনার পাড়ার subscription libraryতে বই বদল করতে গেছেন। দেখলেন সেখানে বেশ ভীড়। আপনি অপেক্ষা করছেন, এমন সময় শুনলেন লেজার বই নিয়ে ব্যস্ত গ্রন্থাগারের সম্পাদক মহাশয় বা গ্রন্থাগারিক রূঢ় কণ্ঠে এক পাঠককে বলছেন, 'যদি অপেক্ষা করতে না পারেন ত চলে যান, বই পড়তে হবে না।' পাঠকের অপরাধ—বোধ হয় তিনি বইটা একটু তাড়াতাড়ি চেয়েছিলেন। এই কথা শোনার পর আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন আপনি কি ঐ গ্রন্থাগারে ভবিষ্যতে আর পা ফেলতে ইচ্ছা করবেন ?

আর একটা ঘটনা—ধরা যাক আপনি কোন বিশেষ একটী সংবাদের জন্য কোন এক বড় গ্রন্থাগারে ফোন করলেন। আপনি জানেন না যে গ্রন্থাগারটী সে দিন বন্ধ। ওদিকে ফোন বাজতে কেউ ফোন ধরলেন। তারপর আপনি যেইমাত্র আপনার বক্তব্যটি সুরু করছেন সেই মুহূর্তে অপর দিক থেকে রূঢ়কণ্ঠে উত্তর এল, we are closed—closed—closed, এবং সেই সঙ্গে রিসিভারের সশব্দ পতন। আপনি, I am sorry এই ছোট কথাটী বলার সুযোগও পেলেন না।

সাধারণভাবে আপনি হয়ত ঘটনাটী তলিয়ে দেখবেন না যে গ্রন্থাগার বন্ধ থাকায় কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী ফোন ধরায় এই অঘটনটী ঘটল। আপনি হয়ত ফোনটী ধরে কিছুক্ষন বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে গ্রন্থাগারের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ফোনটী রেখে দিলেন। এই ঘটনার পর একান্ত নিরুপায় না হলে আপনি হয়ত ঐ গ্রন্থাগারে পদার্পণ করলেন না, বা সবভাবেই সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন।

এখন উপরোক্ত ঘটনা দুটী বিশ্লেষণ করে দেখা যাক,—প্রথমটীর সংগে জড়িত সেই গ্রন্থাগারের, যদিও অবৈতনিক, তবুও মুখ্য কর্মী। দ্বিতীয় ঘটনার সংগে জড়িত মনে হয় কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু দুটো ঘটনার ফলাফল দাঁড়াল একই, দুটো গ্রন্থাগারেই জনসংযোগ ব্যাহত হল। আপনিও সাময়িকভাবে বা হয়ত চিরকালের জন্য গ্রন্থাগার দুটীর সংস্রব ত্যাগ করলেন। এতে ক্ষতি আপনার হল, ক্ষতি সমাজের হল, এবং আরও ব্যাপকভাবে দেখলে ক্ষতি হল সারা জাতির। কারণ গ্রন্থাগার দুটী আপনার জ্ঞান আহরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এবং আপনি কেবলমাত্র আপনার জন্যই নন, গণতান্ত্রিক যুগে আপনাকে নিয়ে সমাজের অস্তিত্ব, তথা জাতিরও অস্তিত্ব।

কাজেই গ্রন্থাগারে জনসংযোগের গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিষয়টীকে উপেক্ষা না করে, গ্রন্থাগারের মুখ্য থেকে সর্বনিম্নপদস্থ কর্মীকেও বিশেষভাবে বাছাই ও জনসংযোগে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের সংগে জড়িত প্রত্যেক কর্মীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে গ্রন্থাগারে যাঁরা আসেন, ফোন করেন বা চিঠি লেখেন তাঁদের প্রত্যেককেই সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করে প্রত্যেকের সংগে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করা তাঁদের কর্মের একটী বিশেষ অংগ এবং সর্ত (···cold officialism is to be avoided and a cordial attitude which welcomes approach should be manifested.—A.L.A. accepted Code of Ethics.)

আমাদের এই কথাটী সর্বদা মনে রাখা উচিত যে Subscription বা Free library, যাই হোক, তার আয়োজন ও সংগঠন, তার পশ্চাতে অর্থ ও সামর্থের প্রয়োগ, আগামীকালে দেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বর্তমানের এই আন্দোলন, আন্দোলন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সবেরই একটী মাত্র উদ্দেশ্য হল পাঠকের হাতে তার পড়বার উপযুক্ত বই বা ইপ্সিত সংবাদটী পৌঁছে দেওয়া। এই বিরাট আয়োজন ও কঠোর শ্রমের সফলতা নির্ভর করছে পাঠক সেই বই বা সংবাদটী কত সহজে এবং স্বচ্ছন্দে পেতে পারে তার ওপর। আর এই সহজে ও স্বচ্ছন্দে পাওয়াটা নির্ভর করছে গ্রন্থাগার কর্মীদের দক্ষতা ও মিষ্ট ব্যবহারের ওপর। এর ব্যতিক্রম গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমস্ত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার তৎপরতা

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান অপরিহার্য। একসময় ছিল যখন গ্রন্থাগার কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় পণ্ডিত বা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যই ব্যবহৃত হ'তো। গণতন্ত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক কাঠামো জনসাধারণকে সবদিক থেকে শিক্ষার সুযোগ দেবে এবং জনসাধারণও সব সময় এই শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। এর অর্থ, স্কুল কলেজের সীমিত শিক্ষার বাইরেও প্রতিটি নাগরিককে স্বেচ্ছায় প্রতিনিয়ত নতুনভাবে শিক্ষিত হবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। আর এই উদ্দেশ্য সাধন করবার অন্যতম প্রধান উপায় হলো দেশব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা। সাধারণ পাঠাগারের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যে, এখানে শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে সব লোকই পড়াশুনার সুযোগ পাবে, আর এর জন্য কোন রকম চাঁদা দিতে হবে না। অপরদিকে সরকারের কর্তব্য হবে, একটি বিস্তৃত গ্রন্থাগার-আইন প্রণয়নের দ্বারা দেশব্যাপী গ্রন্থাগার বিস্তারে সাহায্য করা এবং এরজন্য যা খরচ হয় তা' রাজকোষ থেকে বহন করা। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দেশে এখনও বিস্তৃতভাবে এরূপ গ্রন্থাগার সংগঠন হয়ে ওঠেনি, যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সরকার যথাসাধ্য এই ব্যাপারে কাজ করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে চালিত হয়ে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করছে এবং এই কাজ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগটি পরীক্ষামূলকভাবে গত ছয় বৎসর ধরে কাজ করে আসছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপরিউক্ত আদর্শকে লক্ষ্য রেখে কিভাবে জনশিক্ষা মন্দির এই কাজে এগিয়ে এসেছে, আমাদের এখানে এইটিই আলোচ্য বিষয়। জনশিক্ষামন্দিরের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে সমাজশিক্ষার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজশিক্ষার সংজ্ঞা ব্যাপকতর হয়েছে। সমাজশিক্ষা বলতে শুধু নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত লোকদের শিক্ষাদানই বোঝায় না। এমন কি, তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরও শিক্ষা এর অন্তর্ভূক্ত।

প্রথমত অনেকেই ছেলেবেলায় স্কুল কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না। তাদের মধ্যে অনেকেই অধিক বয়সে আবার লেখাপড়া শিখতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা বয়স্কদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা হয়ে থাকে। এটাও সমাজশিক্ষার একটা অংশ এবং গ্রন্থাগার বয়স্ক ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা সম্পর্কিত বই রেখে তাদের সাহায্য করতে পারে। জনশিক্ষামন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগের এজন্য একটি পাঠ্যতালিকা সম্পর্কিত বিভাগ আছে (Text book section)। এখানে স্কুল-কলেজের বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যপুস্তক

রাখা হয় এবং স্থানীয় জনসাধারণ এর সুযোগ লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংগে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দ্রুত পরিবর্তনের চাপে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছি, আর যার ফলে আমাদের জীবনের উচ্চমূল্যবোধগুলো (Higher Values) হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার এখানে ধর্ম-সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্বলিত পুস্তকের দ্বারা জনসাধারণের কাছে দেশের সংস্কৃতির একটা পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আমাদের এই গ্রন্থাগারটিতে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পুস্তক আছে এবং গ্রন্থাগারিক সব সময়েই চেষ্টা করেন যাতে জনসাধারণ এই ধরণের বই পড়াশুনা করে। গত এক বৎসরে সবশুদ্ধ যত বই পড়তে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শতকরা দশ ভাগই এই ধরণের বই। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা ধর্ম জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, আমাদের শিক্ষা যতই পূর্ণ হোক না কেন, এ শিক্ষার শেষ নেই। বিশেষ করে পরিবর্তিত পটভূমিকায় আমাদের এ সম্পর্কে সব সময়ই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আর সে জন্যে গ্রন্থাগার পাঠকবর্গের কাছে নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা ও সংবাদ তুলে ধরবে। এদিক থেকে গ্রন্থাগারের একটি প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগ এদিক থেকেও যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করেছে।

সমাজ শিক্ষার এই ব্যাপকতর দিক ছাড়াও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থাগারটি প্রথম থেকেই কাজ করে আসছে। বয়স্ক শিক্ষা বলতে সাধারণ কথায় আমরা বড়দের লেখাপড়ার কথাই বুঝি। এদিক থেকে গ্রন্থাগার আমাদের দু'ভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত, যাঁরা নিরক্ষর তাদের স্বাক্ষর করার কাজে এবং দ্বিতীয়ত, যাঁরা সদ্য স্বাক্ষর হয়েছেন তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সাধারণ ধারণায় মনে হতে পারে যে, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী তাদের জন্যই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখেছি যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের জন্যই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন নয়, পরন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য। তৃতীয়ত, নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিজের স্বার্থও রয়েছে। তা হচ্ছে এই সব নিরক্ষর লোকেরাই ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পাঠক হতে পারে। তাই এদিক থেকে চিন্তা করলে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়।

জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগটি বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কাজ করবার চেষ্টা করছে। প্রথমত, ভ্রাম্যমাণ বিভাগটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ীতে করে গ্রামাঞ্চলে বই দিয়ে আসে। এতে বই রাখবার ব্যবস্থা, ছোট একটি অফিস এবং বই লেনদেনের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে গ্রামের লোকেরাও ঘরে বসে নিজেদের পছন্দ মত বই পেতে পারে। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাসেবকেরা সাইকেলে করে বেলুড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বই দিয়ে আসে। অনেক সময় দেখা

গেছে যে বাড়ীর পুরুষেরা বিভিন্ন কাজের চাপে সময় করে গ্রন্থাগারে বই নিতে আসতে পারে না। বাড়ীর মেয়েদের পক্ষেও এই সব শিল্পাঞ্চলে সব সময় বেরুনো সম্ভব হয় না। এই সব অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাইকেলে করে বাড়ীতে বাড়ীতে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য এই বিভাগটির দশটি সাইকেল আছে। তৃতীয়ত, দূর, গ্রামাঞ্চলের সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে যুব সংঘের গ্রন্থাগারে একটি করে 'বুক কিটের' (Book Kit) মাধ্যমে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এক একটি বাক্সে চল্লিশটি করে বই থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব বই সদ্য স্বাক্ষর প্রাপ্ত লোকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরবরাহ করা হয়। এরূপ তিরিশটি কেন্দ্রে এই সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার বিভাগের তরফ থেকে গ্রামে গ্রামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ও ছায়াচিত্র যোগেও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষা মন্দিরের তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে যে সব সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালিত হয়, সেগুলোর সঙ্গেও গ্রন্থাগার বিভাগের যোগাযোগ আছে। যার ফলে পূর্ণাঙ্গীন সমাজ শিক্ষা আন্দোলনের প্রসার সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্যে একটি শিশু বিভাগ ও একটি যুব বিভাগ পরিচালিত হয়। শিশু বিভাগে শিশুদের উপযুক্ত পাঁচ হাজারেরও উপর বই আছে। তাছাড়া ছেলেদের আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে নানারকম খেলা ধুলোর সামগ্রীও সরবরাহ করা হয়। যুব বিভাগের পরিচালনায় একটি 'হবি সেন্টার' (Hobby Centre) পরিচালিত হয়। যেখানে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা ছবি আঁকা, কাঠের কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদি কাজ অবসর সময়ে শেখে।

জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগের পূর্ণাঙ্গীন পরিচয়ের জন্য গ্রন্থাগারের পুস্তক ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ নীচে দেওয়া হল : পুস্তক সংখ্যা—১৪,৭১৮ ; ম্যাপ এবং চার্ট—৩৯ ; দেওয়াল পত্রিকা 'চরৈবেতি'—১ টি ; গ্রামোফোন রেকর্ড—৭৭ ; ফিল্ম—১১ ; ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড—১৪০০ ; সাময়িক পত্রিকা—২৭ ; দৈনিক পত্রিকা—৪ ;

উপরের পুস্তক ইত্যাদির হিসাব দেখে বোঝা যাবে যে গ্রন্থাগারটি শুধুমাত্র বইয়ের মাধ্যমেই নয়, আরও বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, জনসাধারণের সেবার কাজে নিয়োজিত গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণভাবে বিনামূল্যে এই কাজ করে আসছে। এমন কি সাধারণভাবে কোন প্রকার টাকা জামানত ও (Deposit) নেওয়া হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সর্বসাকুল্যে আমাদের পুস্তকও বেশী হারায়নি বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থাগার বিভাগটি পরীক্ষামূলকভাবে জনসেবার কাজ করছে। তবে গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এইভাবে কাজ করে যেতে পারলে গ্রন্থাগার তৎপরতা সহজেই এই অঞ্চলে এক বিরাট আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। এই কাজে আমাদের গ্রন্থাগার

জনসাধারণ ও সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করে। সমস্ত দেশ ব্যাপী যে শিক্ষার আন্দোলন এবং নবজাগরণের প্রচেষ্টা চলছে, সেই কাজে এই গ্রন্থাগারটিরও অংশ তুচ্ছ নয়। আমাদের দৃঢ় আশা যে একদিন সমস্ত দেশ-ব্যাপী সার্থক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠবে, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করবে।

বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

মঙ্গল প্রসাদ সিংহ

বাঁকুড়া জেলার বালসী গ্রামের গ্রন্থাগার ধ্রুব-সংহতির উদ্যোগে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় ও জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের সহযোগিতায় গত ২২শে থেকে ৩১শে অক্টোবর, ১০ দিন ধরে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের এক শিক্ষণ শিবির বালসীতে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হ'ল।

বালসী গ্রাম বাঁকুড়া জেলার অতি নিভৃত স্থানে অবস্থিত। যাতায়াতের অসুবিধাও যথেষ্ট। বাঁকুড়া দামোদরের ছোট রেলপথে পাত্রসায়র ষ্টেশনে নেমে পাত্রসায়র গ্রাম পর্যন্ত যদিও বাস পাওয়া যায়, তবুও বালসী গ্রাম যেতে হলে চরণাশ্রয় বা গোযানই একমাত্র ভরসা। সুতরাং এই ধরণের একটি দূরবর্তী গ্রামের একটি গ্রাম্য গ্রন্থাগারের উদ্যোগ কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের বইকি! তাছাড়া গ্রন্থাগারের প্রতি এই মমত্ববোধ, তার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে এই সচেতনতা ও তাকে সামগ্রিক ভাবে রূপ দেওয়ার এই প্রচেষ্টা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

"ধ্রুবসংহতি" একটি ক্ষুদ্র ও অখ্যাত গ্রন্থাগার হ'লেও, আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল এই গ্রন্থাগারটি ও এর কর্মকর্তা, বালসী গ্রামবাসী ও তাঁদের শ্রদ্ধেয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার যে কতখানি সমৃদ্ধ হতে পারে, তা এর পুস্তক নির্বাচনের রুচিবোধের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাগারটি কেবল পুস্তক ভাণ্ডার না হ'য়ে বিবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মের প্রতিষ্ঠান রূপে বিরাজমান। আরও দেখলাম এই গ্রন্থাগারের প্রতি অনন্ত মমত্ববোধ সম্পন্ন ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ কয়েকটী তরুণ ও নিরলস কর্মীকে। গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত গ্রামের একটা নাড়ীর যোগও খুঁজে পেয়েছিলাম এঁদের "বিজয়া সম্মিলনী" অনুষ্ঠানে। একটি গ্রামে এতগুলি "মার্গসংগীতে" অভিজ্ঞ শিল্পীর সাক্ষাৎ সত্যই দুর্লভ। বালসী

গ্রামের ও এক পুরাতন ঐতিহ্য আছে। এর মন্দিরগুলিতে অপূর্ব প্রাচীন ভাস্কর্যের কারুকার্য লক্ষণীয়। সর্বোপরি আন্তরিকতা ও উদার অতিথিপরায়ণতা বালসীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধ্রুব সংহতির কর্মসচিব শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র পাল মহাশয় এই শিক্ষা শিবিরের ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাঁকুড়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। পরে তিনি বাঁকুড়া জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শ্রীযুত দাস এই ব্যাপারে যে পরিমাণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি অতি অল্প সময়ে ২৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিককে ২১ তারিখে বালসীতে উপস্থিত হয়ে শিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেইভাবে নির্দেশিত নিম্নলিখিত ১৮টী গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, ১টি গ্রাম্য গ্রন্থাগার ও ধ্রুবসংহতির দুইজন কর্মী মোট ২১ জন এই শিক্ষা শিবিরে যোগ দেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার হ'তে গ্রন্থাগারিকরা এই শিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন ঃ

১।	শীতলা পল্লীমঙ্গল	কল্যাণ লাইব্রেরী	১১।	নাড়া পল্লী	কল্যাণ লাইব্রেরী
২।	অমরকানন রামকৃষ্ণ	,, ,,	১২।	তালডাংরা	,, ,,
৩।	রাধানগর	,, ,,	১৩।	বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী	,, ,,
৪।	কন্টি পাহাড়ী	,, ,,	১৪।	রাণীবাঁধ	,, ,,
৫।	পাত্রসায়র সহৃদয় নেতাজী	,, ,,	১৫।	পাঁচাল	,, ,,
			১৬।	রাইপুর	,, ,,
৬।	গলিরা জাতীয়	,, ,,	১৭।	সিমলা পাল	,, ,,
৭।	ওন্দা	,, ,,	১৮।	ঝিলিমিলি কল্যাণ নিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	
৮।	ভেদুয়াসোল	,, ,,			
৯।	মেজিয়া	,, ,,	১৯।	মজুরডাঙ্গা রবীন্দ্র পাঠাগার	
১০।	শালতোড়া	,, ,,	২০।	বালসী ধ্রুব সংহতি (২ জন)	

শ্রীযুত দাস ও বাঁকুড়ার জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীক্ষৌণীষ বিশ্বাস একদিন শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত হন। শ্রীযুত দাস শিক্ষাশিবিরের প্রয়োজনীয়তা, ধ্রুব সংহতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই ধরণের প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ দেখান এবং এই ধরণের প্রচেষ্টায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হন যে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক খরচের তহবিল থেকে গ্রন্থাগারিকদের যাতায়াত খরচ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দান বাবদ ৫৲ টাকা ছাড়াও, ১০ দিনের শিক্ষাশিবিরে আহার ইত্যাদি বাবদ যে ব্যয় হবে তাও যাতে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শিক্ষণ শিবির পরিচালনার জন্য সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, চঞ্চল কুমার সেন, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ও সুকুমার চৌধুরী প্রথমে যান, পরে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় ভূষণ রায় যোগদান করেন।

১০ দিনের শিক্ষণ শিবিরের প্রথম দুইদিন শিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা হয়। বাকী ৮ দিন হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত দলটিকে ৭টি ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ ৩ জন করে শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। প্রতিটি দলকে এক একদিন এক একটি বিভাগে কাজ করান হয়, এইরূপে প্রত্যেকটি দলই ৭টী বিভাগে কাজ করার সুবিধা পায়। ৭টি বিভাগ হচ্ছে : (১) পরিগ্রহণ, (২) বর্গীকরণ, (৩) সূচীকরণ, (৪) চেকিং, (৫) লেবেলিং, (৬) ফাইলিং, (৭) সেলভিং। এইভাবে হাতে কলমে কাজ করার ফলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বাস্তব শিক্ষার সংগে পরিচিত হন। তাছাড়া প্রায়ই প্রত্যেকদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থাও করা হয়, যথা—পুস্তক লেনদেন ব্যবস্থা, স্থানীয় পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, সূত্রানুসন্ধান, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, গ্রন্থাগার আন্দোলন, সরকারী পরিকল্পনাধীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, এক কথায় গ্রন্থাগার সমন্ধীয় বিবিধ আলোচনা ও বিতর্ক। সুতরাং আলোচনার মাধ্যমে ও হাতেকলমে দুইভাবেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষণ শিবিরের কার্য সময় ছিল সকাল ৮টা থেকে ১২টা, স্নানাহারের পর ২টা থেকে ৫টা, ৫টা থেকে ৬টা চা পানের জন্য অবসর, পুনরায় ৬টা থেকে ৮টা কাজ, তারপর আলোচনার আসর। এইভাবে কাজ করার ফলে ধ্রুব সংহতির ১০০০টী পুস্তক সম্পূর্ণভাবে পাঠকদের দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হয়। প্রায় ১২ ঘন্টার এই পরিশ্রম কষ্টকর। তবুও ২১টী কর্মীর মধ্যে কোনদিন কোন নিরুৎসাহের ভাব লক্ষ্য করা যায়নি। বরং শিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে যে আগ্রহ, উৎসাহ ও পরিশ্রম তাঁরা দিয়েছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার এবং কষ্টসহিষ্ণু ও উৎসাহী এই গ্রন্থাগারিকরা যদি সত্যিকারের সাহায্য বা উৎসাহ সরকারের তরফ থেকে পান তবে আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থাগারের যে সামাজিক দায়িত্ব তা সত্যকারের পরিপূরণে এঁদের যোগ্যতা এঁরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই প্রমাণ করতে পারবেন। গ্রন্থাগারিকেরা প্রায় প্রত্যেকেই তরুণ এবং এঁদের প্রত্যেকের নিজেদের গ্রন্থাগার ও গ্রামবাসীদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে যে কি পরিমাণ সচেতন তা এঁদের সংগে আলাপ আলোচনায় আমরা ঘনিষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় এঁদের আরও দীর্ঘদিন ট্রেনিংএর ব্যবস্থা যাতে করা যায়, তার ব্যবস্থা অতি সত্বর করা উচিত বলে মনে করি।

শিক্ষণ শিবির সম্বন্ধে আর কয়েকটির কথা এখানে বলা একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ আমাদের মনে হয় তত্ত্বমূলক (theoritical) শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে, এই ধরণের হাতে কলমে শিক্ষার দিকে যে ঝোঁক শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষায় লক্ষ্য করা যায়, তা অত্যন্ত ফলপ্রদ। হাতে কলমে শিক্ষার দিকে জোর দেওয়ার সংগে সংগে শিক্ষণ

শিবিরের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও দীর্ঘদিনের অর্থাৎ কম পক্ষে এক মাসের হওয়া উচিত। পরিচালনার জন্যে আরও বেশী কর্মী দরকার। সমস্ত পরিকল্পনাটী নিঃসন্দেহে সুন্দর।

এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও দু' একটি কথা বলতে চাই। সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অধিকাংশের শিক্ষার স্তর ম্যাট্রিক বা ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তাঁদের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট গ্রহণ সম্ভব নয়। অথচ এই গ্রাম্য গ্রন্থাগারিকদের অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে না তুললে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে। সমস্যাটি জরুরী। সমস্যা সমাধানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সরকারের যুক্ত উদ্যোগ প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের অভিজ্ঞতা ও কর্মীবল আছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক ও সাংগঠনিক সাহায্য পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

জেলাগ্রন্থাগার ঃ বাঁকুড়া

মনোরঞ্জন রায়

কি উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থাগারটির সৃষ্টি হইয়াছে? বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পার্থক্য নির্ণয়ে এবং তাদের গঠন ও কার্য সম্পর্কে জানিতে হইলে এই প্রশ্নটিই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। জেলা গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলা যায় যে ইহার উদ্দেশ্য সমাজ শিক্ষা বা প্রচলিত কথায় বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত। আবার সমাজের সর্বস্তরে গ্রন্থাগারের প্রভাব জানিতে হইলে আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। বয়স্ক শিক্ষা কাহাকে বলে?

বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমার বাহিরে নিরক্ষরদের জন্য বিদ্যালয়ের মাধ্যমে, নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যে, গ্রন্থাগারের সহায়তায়, বেতার ও বক্তৃতার সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাহাকেই বয়স্ক শিক্ষা বলে। আবার অন্য মতে বয়স্ক শিক্ষা এমন এক ধরণের শিক্ষা, যাহা নানাবিধ সমস্যায় মানুষকে নিয়োগ করে। তবে বয়স্ক শিক্ষাকে এক কথায় সংজ্ঞা দ্বারা বোঝান সম্ভব নয়। সংজ্ঞা সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও সকলেই এ বিষয় একমত যে, বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন এমনকি UNESCO ইহাকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একান্ত

বাহনরূপে মনে করেন। ইহা সহজেই বোধগম্য যে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানুষ যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে সারা জীবনে সে পরিবেশ স্থায়ী নাও হইতে পারে এবং মানুষের কর্মময় জীবনের পরিবেশ তাহার অন্তিমকাল হইতে পৃথক হওয়া আশ্চর্য নয়। সুতরাং ছাত্রাবস্থার ধ্যানধারণা, অভ্যাস, তাহার পরবর্তী জীবনের সার্থক পাথেয় হইতে পারে না। পরিবর্তনশীল সমাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার জন্য শিক্ষাকে মূলতুবী রাখিলে চলিবে না সুতরাং জোর দিয়া বলা হয় যে, "প্রত্যেক মানুষ বয়স্ক শিক্ষাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিবে এবং সরকার ইহাকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক প্রয়োজনীয় অংগ হিসাবে বিবেচনা করিবেন।"

বাস্তবে আজ পৃথিবীর অন্যতম সংকটময় সমস্যা—বয়স্কশিক্ষা। এ সমস্যা আজ সকল দেশেই বর্তমান। তবে দেশভেদে তার প্রকৃতি বিভিন্ন। অনুন্নত দেশসমূহে যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই বা নিরক্ষর তাঁহাদের লিখন পঠনে সক্ষম ও জ্ঞানসম্পন্ন করাই এর উদ্দেশ্য কিন্তু উন্নত দেশসমূহে যেখানে নিরক্ষরতা দূরীভূত হইয়াছে এবং যে দেশ উচ্চ শিল্পমান সম্পন্ন সে দেশেও বয়স্ক শিক্ষা, বয়স্কদের মূল্য বোধ ও বিচারশক্তির প্রসারের জন্য প্রয়োজন।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য নানা সংস্থা আজ কর্মরত। কিন্তু গ্রন্থাগারের বিশেষ করিয়া (Public library) সাধারণ গ্রন্থাগারের মত সম্ভাবনাপূর্ণ কেহই নয়। ভারতে স্বাধীনতার পরে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে, জাতীয় ভিত্তিতে দিল্লীতে, দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে (Delhi Public Libray) এই গ্রন্থাগার ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শস্বরূপ ; এই গ্রন্থাগারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে ৩২৪টি জেলায় অন্তত একটি জেলা গ্রন্থাগার ও তাহার সংগে সংযুক্ত অসংখ্য আঞ্চলিক ও গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হইতেছে। আশা করা যায় ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইহা সার্থক হইবে। দিল্লীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গ্রন্থাগার উন্নয়নের আঞ্চলিক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রসংগে শিক্ষামন্ত্রী কে, এল, শ্রীমালী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন, যে "আমরা যেমন দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিতে চাই, তেমনি বাধ্যতামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চালু হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির ভাষায়, দেশের সর্বপ্রান্তে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল স্বরূপ হইবে জেলা গ্রন্থাগার, সারা জেলায় অসংখ্য পুস্তক সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্যপুষ্ট হইয়া তাহারা গ্রন্থাগারকে বাড়ীর দরজায় আনিয়া দিবেন। আমরা যতদূর জানি এই রাজ্যে ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পরিচালনায় স্থাপিত ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার (উত্তর) তাহাদের অন্যতম।

রহড়াকে আধা শহর বলিলেও বলা যায়। কিন্তু নিঃসন্দেহে ৬ বৎসর পূর্বে

এখানে গ্রামের প্রাধান্যই বেশী ছিল। এই রকম স্থানে জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই অনেক সুযোগের পথ উন্মুক্ত করিল। ইহা আরও পরিষ্কার হইল যখন কর্তৃপক্ষ সৎসাহসের সঙ্গে বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার (Public library)-এর মত ইহাকে রূপ দিতে চাইলেন। সুতরাং রহড়ার জেলা গ্রন্থাগারের দরজা আজ সকলের জন্যই অবারিত। এর জন্য কোন চাঁদা নেওয়া হয়না ; পুস্তকের তাকে পাঠকের অবাধ আনাগোনা। অন্য জেলা গ্রন্থাগারের এই নিয়ম অনুসরণ করা হইবে কিনা তাহা এখানে বক্তব্য নয়। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, যে গ্রন্থাগারে এই নীতি অনুসরণ করা হয়না সেখানে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন যে পাঠকদের উন্নত সামাজিক বোধই অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের সাফল্যের সোপান। কিন্তু যদি সেই সামাজিক আস্থার জন্য আমরা অপেক্ষা করি তাহা হইলে

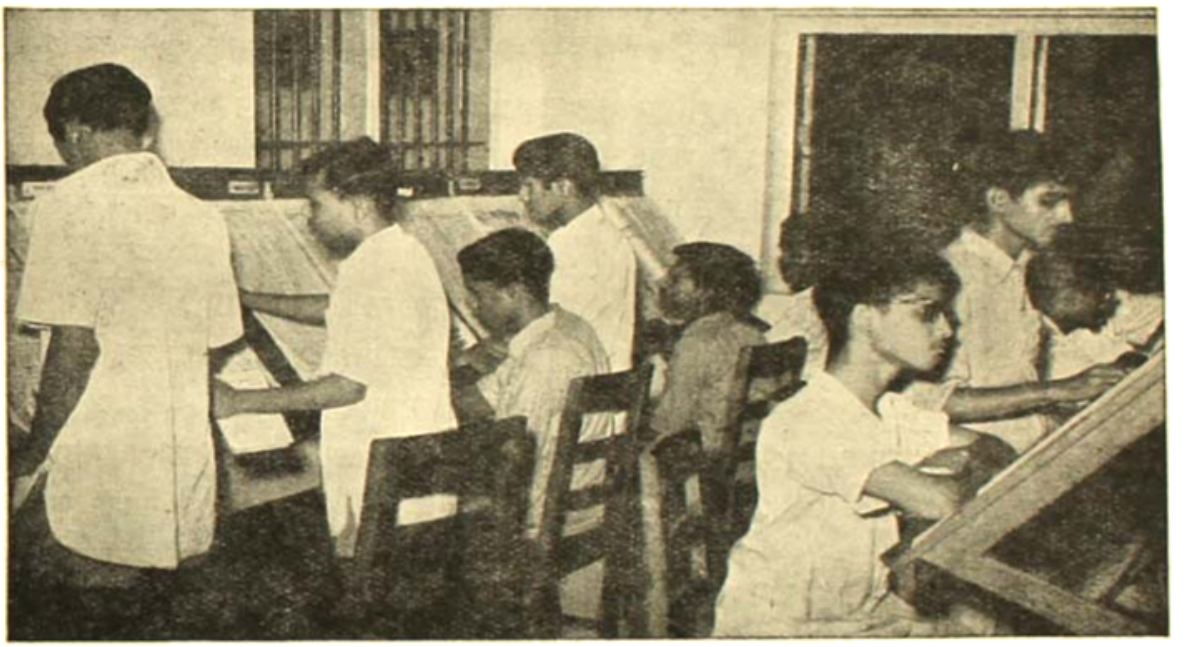

আরও কয়েক দশক আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। অপরপক্ষে ইহাও সত্য হইতে পারে যে অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের ফলে পাঠকদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তাইবে যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে এই গ্রন্থাগার তাঁহাদের শিক্ষার, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও চিত্তবিনোদনের জন্যই। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রতিভূতি লওয়া হইলে, পাঠকদের উপর তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না ; বরং পুস্তক হারাইবার সম্ভাবনাও কম থাকে। বস্তুত গ্রন্থাগারের সকল সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করিতে হইলে রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম নীতি—"পুস্তক ব্যবহারের জন্য"-এর সকল দিককেই মানিয়া লইতে হইবে। যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রন্থাগারকে অব্যবহৃত বইয়ের গুদাম স্বরূপ মনে করে, যে মনোভাব পুস্তকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে, যে মনোভাব চাঁদা ও জমার সাহায্যে গ্রন্থাগারের আয়

বাড়াইতে চায়, যে মনোভাব পুস্তকের সকলেই সুখী, যে মনোভাব গ্রন্থাগারিক এর কর্তব্যকে সংগঠনমূলক কাজে নিয়োগ না করিয়া প্রহরী রূপে চিন্তা করে—সে মনোভাবের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানের মাধ্যমে ১০টি কেন্দ্রে গ্রন্থ সরবরাহ এবং মুক্ত তাকের (open access) প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্থানীয় চাহিদার পরিপূরণের জন্য এখানে ২৫০০ গ্রাহকের সমাবেশ হইয়াছে। এবং সারা বৎসরে ৪,০০০-এরও বেশী বই বাড়ীতে নিয়ে যান এই গ্রন্থাগারের গ্রাহকরা। ভ্রাম্যমাণ সংস্থার পুস্তক সরবরাহের সংখ্যাও সন্তোষজনক। যদিও কেহই পাঠকের সংখ্যা বা পুস্তক সরবরাহের সংখ্যাকে গ্রন্থাগারের সার্থকতা বলিয়া ধরেন না, তথাপি এই গ্রন্থাগারের কার্য প্রণালীতে ২টি জিনিস পরিস্ফুট হইয়াছে। (১) গ্রন্থাগারের এই অবৈতনিক মুক্ত তাক (open access) পদ্ধতি অসংখ্য নতুন গ্রন্থাগার মুখী পাঠকের সৃষ্টি করিয়াছে। (২) গ্রামবাসীরা শহরবাসীদের মত এমন কি বলা যাইতে পারে তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্য লইতেছে।

তিন মাস ব্যাপী পুস্তক সরবরাহের পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৬৫ জন উপন্যাস ভালবাসেন। অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি যাঁহারা পাঠকদের উপন্যাস হইতে বিরত করিতে চাহেন, তাঁহারা এ তথ্যে খুসী নন। কিন্তু মনে হয় পাঠকদের অধিকাংশই ক্ষুরধার মণীষা লইয়া আসেন না। তাঁহারা চিত্ত বিনোদন কারী পুস্তকই পছন্দ করেন। এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের নীতিগুলি অনুসরণ করিলে, পাঠকদের এই দাবী ও মেটান দরকার। "মণীষার উন্নয়নই পাঠকের একমাত্র লক্ষ্য নয়। পাঠক যদি পড়িয়া খুসী হন, তাহাই যথেষ্ট" (ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সাধারণ গ্রন্থাগারের রিপোর্ট, এইচ, এম, এস, ও, ১৯২৭)। বস্তুতঃ জ্ঞানবর্দ্ধিকারী পুস্তক ও আনন্দদানকারী পুস্তককে পৃথক করা কষ্টকর। কোন পাঠককে জোর করিয়া 'কপালকুণ্ডলা' বা 'চন্দ্রশেখর' পড়িতে বলিলে অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু হয়ত অন্য একজন ঐ বইটির জন্যই লালায়িত।

এই বিষয়ে আরও একটি দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যে এই গ্রন্থাগারের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে কর্মহীনের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই কর্মহীন জীবনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ তাহারা আত্মোন্নতি মূলক পুস্তক পাঠে বিরূপ, বরং ক্লাবে, রেস্টুরেণ্টে, খেলার মাঠে বিভিন্ন আলোচনায় তাঁহারা অধিক মনোযোগী। এ অবস্থায় যদি সাধারণ গ্রন্থাগারে উপন্যাসের প্রলোভন তাহাদের সম্মুখে রাখা হয় তবে তাহা দূষণীয় নয়। অবশ্য ইহা বলা হয় না যে, গ্রন্থাগারিক যথেচ্ছ ভাবে নিম্নমান সম্পন্ন উপন্যাস, ডিটেক্টিভ পুস্তক কিনিয়া সাধারণের অর্থ নষ্ট করিবেন। কোন গ্রন্থাগারিকেরই ভোলা উচিত নয় যে সাধারণ গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বর্তমান চাহিদা মেটায় না, নতুন চাহিদা সৃষ্টিও এর লক্ষ্য। কিন্তু উপদেশের দ্বারা ইহা সম্ভবপর নয়। "পাঠকেরা কি চিন্তা করিবেন তাহা স্থির করা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য নয়,

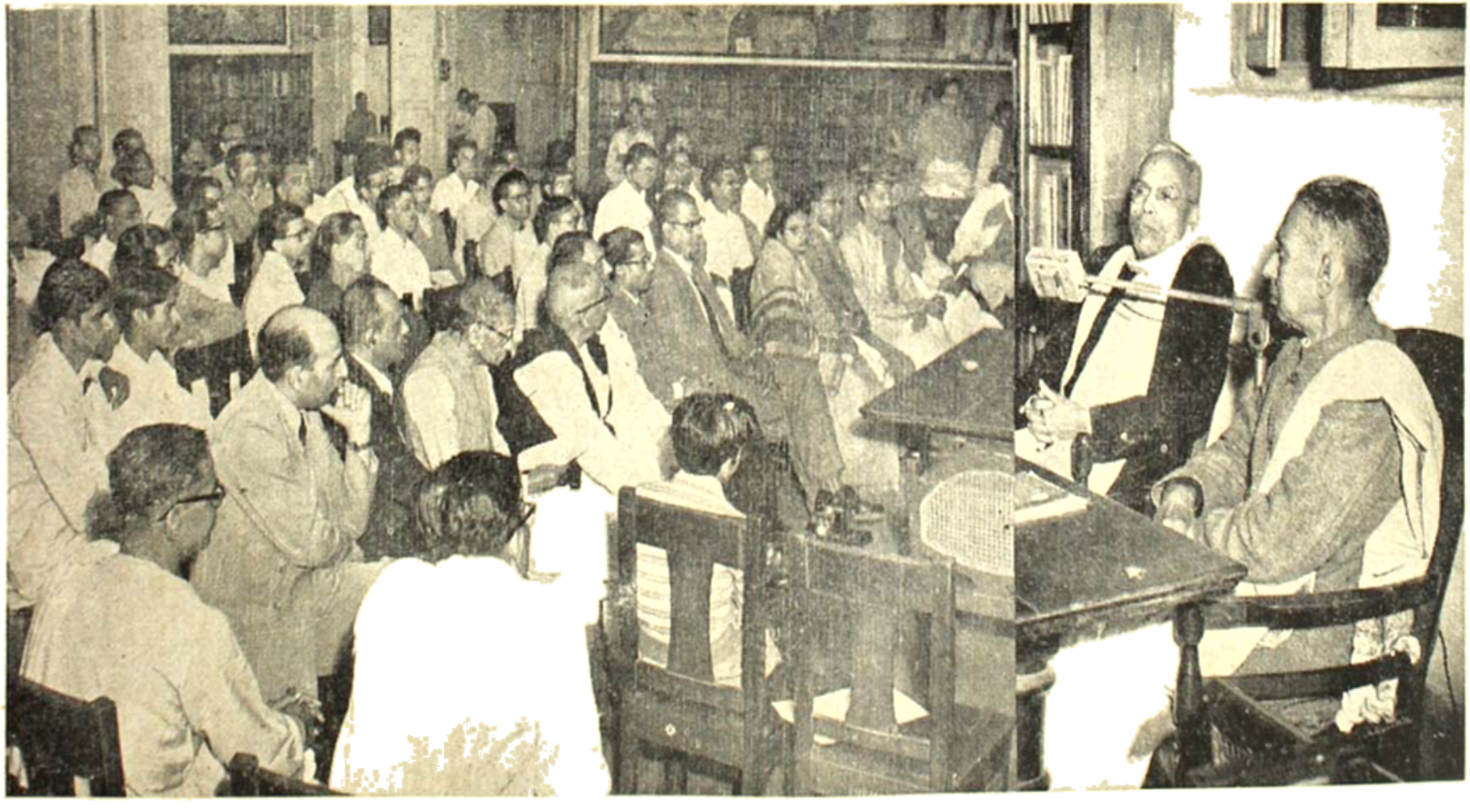

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ রঙ্গনাথন।

পরিষদ কার্যালয়ে পরিষদ কর্মীদের সহিত আলোচনায় রত
স্যার জন সার্জেন্ট ও ডঃ এস আর রঙ্গনাথন।

বরং তাঁহাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আমায় সাহায্য করাই তাঁহার কর্তব্য"। মুক্ত তাক (open access) গ্রন্থাগারের যদি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকের সমাবেশ ঘটান হয়, পাঠকেরাই অনেক সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন ঘটান। কোন কোন সময়ে হাল্কা ধরণের বই হইতে প্রয়োজনীয় উচ্চমান সম্পন্ন পুস্তকের এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

সাধারণের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও গ্রন্থাগারের সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যে দান আছে, তাহা বুঝিতে অপারগ। বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সমান গ্রন্থাগারকে

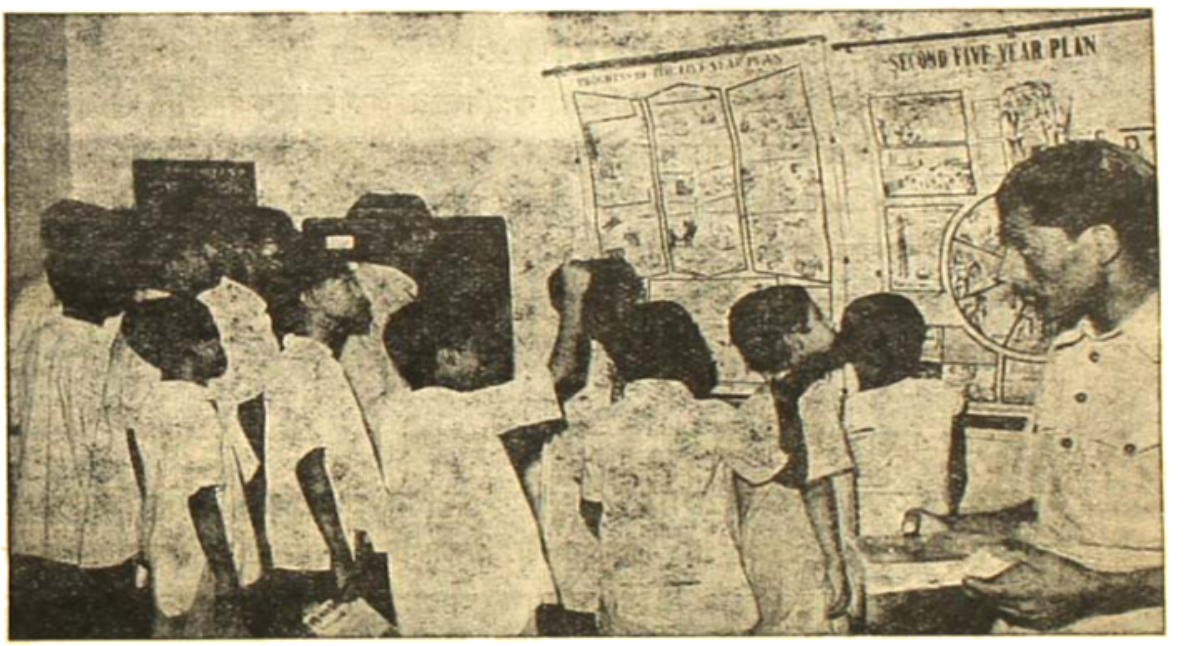

যে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, ইহা তাহারই একটি কারণ। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্রন্থাগারের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, প্রতিদানে তাহার অনেক বেশী পাওয়া যায়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মত অগ্রসর দেশ সমূহে বৎসরে জনপ্রতি যথাক্রমে ৩·৫০ টাকা, ও ৪·৫৫ টাকা খরচ করা হয় গ্রন্থাগারের জন্য। অথচ ভারতবর্ষে (গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির মতে) ঐ খরচ এক পয়সারও কম। অবশ্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য অর্থ সাহায্যের যে প্রাথমিক দায়িত্ব লইয়াছেন তাহা অভিনন্দন যোগ্য। রহড়ার জেলা গ্রন্থাগার আমাদের দেশে আধুনিক কালের তথাকথিত অন্যান্য "সাধারণ গ্রন্থাগার" (Public library) এর মত নয়। এই গ্রন্থাগার বয়স্ক শিক্ষার স্বার্থে Audio visual ও অন্যান্য জনসংযোগকারী সরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ করে।

প্রবন্ধটি ইংরাজী হতে অনুবাদ করেছেন অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী।

পরিষদ কথা

পরিষদ কার্যালয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের আগমন

সার জন সার্জেন্ট ও ডক্টর রঙ্গনাথন

গত ২৫শে নভেম্বর অপরাহ্ণে ভারত সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা সচিব সার জন সার্জেন্ট, যিনি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনায় উপদেশ দিবার জন্য ভারতে উপনীত হয়েছেন তিনি ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের সহিত পরিষদ কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। সার জন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন কার্যে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন এবং উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সম্প্রসারণকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (আইনের সাহায্যে) অবিলম্বে প্রবর্তন হওয়া উচিত বলে তিনি ডক্টর রঙ্গনাথনের সঙ্গে একমত হন।

ঘানার প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ইভলিন ইভান্স

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতে সফররত ঘানার প্রধান গ্রন্থাগারিক কলকাতায় উপনীত হন। ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিষদ কর্মীদের সহিত তিনি আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে ঘানার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সুন্দর বিবরণ দান করেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান গ্রন্থাগারিক জন স্মিটন

ভারতের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলির প্রধান গ্রন্থাগারিক মিঃ জন স্মিটন ৭ই ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এক কফিকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ ও অন্যান্য কর্মতৎপরতার এক মনোজ্ঞ পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব পি এম কাউলা

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ও উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী পি, এন, কাউলা পরিষদে অনুষ্ঠিত এক চা-চক্রে গ্রন্থাগার তৎপরতার বর্তমান সর্বভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। দেশব্যাপী

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা এবং তাঁদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের প্রয়োজনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সক্রিয় করে তুলতে আবেদন জানান।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

গত ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে ঐ স্থলে এক অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পরিষদ সংবিধানের সংশোধন সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কাউন্সিল ও কর্ম-কর্তৃপদে নির্বাচিত হয়েছেন ঃ

সভাপতি ঃ শ্রীতিনকড়ি দত্ত।

উপসভাপতি ঃ শ্রীবি, এস, কেশবন, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত।

কর্মসচিব ঃ শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। যুগ্ম-কর্মসচিব ঃ শ্রীঅরুণাকান্তি দাশগুপ্ত। সহ-কর্মসচিব ঃ শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য। কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক ঃ শ্রীচঞ্চল সেন। পত্রিকা-সম্পাদক ঃ শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

কাউন্সিল

ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যদের প্রতিনিধি

সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, বাণী বসু, গোবিন্দলাল রায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, রামমোহন বসু, আলোকা ধর, বিনয়ভূষণ রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, গীতা মিত্র, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, কৃষ্ণা দত্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া	(১)	ধ্রুব সংহতি, বালসি,
বীরভূম	(১)	জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি,
বর্ধমান	(১)	মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম
কলিকাতা	(৪)	ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, কানাই স্মৃতি পাঠাগার শিশির স্মৃতি পাঠাগার, মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী
কুচবিহার	(১)	পি ভি এন এন লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী
মেদিনীপুর	(১)	রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর
নদীয়া	(১)	শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী

চব্বিশ পরগণা	(২)	নবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, ইছাপুর
		সাধারণ পাঠাগার, সোদপুর
দার্জিলিং	(১)	রুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী, কার্শিয়াং
হুগলী	(৩)	মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ডানকুনি
		মহানন্দ সাধারণ পাঠাগার, মহানন্দ
		শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার
হাওড়া	(২)	বিক্রমপদ স্মৃতি পাঠাগার, সালকিয়া
		ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী, হাওড়া
জলপাইগুড়ি	(১)	বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
মালদহ	(১)	বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর
মুর্শিদাবাদ	(১)	প্রসন্ন কুমার মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বেলডাংগা
পুরুলিয়া	(১)	হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া
পঃ দিনাজপুর	(১)	জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণও কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন :

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২। জাতীয় গ্রন্থাগার, ৩। বিশ্বভারতী, ৪। পশ্চিম বংগ সরকার : শিক্ষা দপ্তর, ৫। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৭। কলিকাতা কর্পোরেশন, ৮। বোর্ড অব সেকণ্ডারি এডুকেশন, ৯। বংগীয় সাহিত্য পরিষদ ১০। বংগীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, ১১। ওয়েস্ট বেংগল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন।

কাউন্সিলের প্রথম সভা

১০ই ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে নবগঠিত কাউন্সিলের প্রথম সভা হয়। সভায় কাউন্সিলের ছয় জন সদস্য কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত হন। সভায় পরিষদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠিত হয়।

সভায় মেদিনীপুর কলেজ, শান্তিপুর ও ওরিয়েন্টাল একাডেমি, এসোসিয়েসন অব ইঞ্জিনিয়ার্স এবং দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারকে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কাউন্সিলের সভায় পরবর্তী বৎসরের বাজেট ও কার্যসূচী গৃহীত হয়।

বার্তা-বিচিত্রা

কলিকাতায় ডক্টর রঙ্গনাথন

ডক্টর এস, আর, রংগনাথন গত ২২শে নভেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন এবং অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রায় দুই সপ্তাহকাল শহরে অতিবাহিত করেন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতামালায় তিনি 'কোলন ক্লাসি-ফিকেসন' ও 'ডকুমেন্টেসনের' উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেন। যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনে ইয়াসলিকের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। পশ্চিম বংগে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। এতদ্ব্যতীত সার জন সার্জেন্টের সংগেও তিনি একাধিবার মিলিত হন। সপ্ততিতম বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ডক্টর রংগনাথকে এক মানপত্র দেওয়া হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরাও এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

রঙ্গনাথন গ্রন্থপঞ্জী

ডক্টর রংগনাথনের প্রায় দেড় হাজার গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও মুদ্রিত যাবতীয় নিবন্ধের এক গ্রন্থপঞ্জী শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে জানা গেল। বর্ণীকৃত ঐ গ্রন্থপঞ্জীটি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুণকান্তি দাসগুপ্ত সংকলন করেছেন। বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী গ্রন্থটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। শ্রী দাসগুপ্ত বইটির সর্বসত্ত্ব বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অর্পণ করেছেন।

পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী শ্রী মোহন ভাটিয়া

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিগত গ্রন্থাগার শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষায় ডিষ্টিংকসনের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন দিল্লীর সিন্ধু সমাজ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীমোহন ভাটিয়া। শ্রী ভাটিয়া পশ্চিম পাকি-স্তানের একজন উদ্বাস্তু। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন। সমাজ সেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতায় তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সংগে শ্রীভাটিয়া ঘনিষ্টভাবে যুক্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ; কলিকাতা—১২। দাম ৯·০০ টাকা।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও ক্রমোন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপযুক্ত বইয়ের উপর। মাতৃভাষা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের নিকট স্বভাবতই সহজবোধ্য। কিন্তু বাংলা বইয়ের প্রয়োজন শুধু সেই জন্যই নয়। গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ; সুতরাং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতিরও কিছু অদল-বদল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের পাবলিক লাইব্রেরি যে ভাবে চলে বাংলাদেশের লাইব্রেরি ঠিক সেই ভাবে চলা সম্ভব নয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে পরিচালন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন হবে। সুতরাং বাংলা ভাষায় রচিত বইয়ে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার উপযোগী পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে আশা করা যায়। এই জন্যই বাংলা বইয়ের বিশেষ মূল্য আছে।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক রচনায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কতকগুলি বই লিখেছেন। আলোচ্য বইটিতে বিবলিওগ্রাফি ব্যতীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল বিষয়ের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। পাবলিক লাইব্রেরি, পুস্তক বর্গীকরণ, ক্যাটালগিং, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রচার, স্কুল গ্রন্থাগার ও কিশোর পাঠক, গ্রামের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে সম্ভব সেখানে লেখক ভারতীয় পরিস্থিতির পটভূমিকায় আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাংলা সাহিত্যের জাতিবিচারের ছক' ও 'গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' অধ্যায় দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিউইর দশমিক পদ্ধতি উদাহরণ দিয়ে সরল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুস্তক সংরক্ষণের অধ্যায়টি এবং পাঠকদের পুস্তক দেওয়া নেওয়ার নিয়ম-কানুনগুলিও সুলিখিত। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম ও আসবাবপত্রের অনেকগুলি ছক ও ছবি বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এদের সাহায্যে লেখকের বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে। রাজকুমারবাবু পরিভাষা রচনা করে তাদের ব্যবহার করেছেন। তবে এই সব পরিভাষা এখনো সর্বজন স্বীকৃত নয় ; সুতরাং পারিভাষিক শব্দটির পাশে ইংরেজী শব্দটি থাকলে ভালো হত।

লেখক অনেক জায়গায় নিজের মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠক হয়ত তাঁর সব মন্তব্য মেনে নিতে পারবেন না। অনবধানতাবশত কিছু ত্রুটিও থেকে গেছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুস্তকের সংখ্যার বৈচিত্র্য দেখাতে গিয়ে প্রথমেই দেওয়া হয়েছে Unesco-র নাম। ইউনেস্কো পৃথিবীর দেশগুলির তালিকায় স্থান পেতে পারে না। "পুস্তক নির্বাচনে সাহায্যকারী বই" অনুচ্ছেদটি (পৃঃ ৪৫) বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় প্রকাশনগুলির সন্ধান কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার আলোচনা থাকলে বইটির মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। 'রেফারেন্স দেওয়ার কাজ' অধ্যায়টিতেও বাংলা রেফারেন্স বইয়ের উল্লেখ আশানুরূপ নয়। শিশুভারতী, বাংলা বর্ষপঞ্জী, নবজ্ঞান ভারতী, পৌরাণিক অভিধান ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া কতকগুলি রেফারেন্স বই সম্বন্ধে তথ্যগত ভুলও রয়েছে।

কিন্তু পুস্তকের সামগ্রিক উপকারিতার তুলনায় এই ত্রুটি উপেক্ষণীয়। প্রথম সংস্করণেই বইটি ছাত্র ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট সমাদৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ সংশ্লিষ্ট মহলে অধিকতর সমাদর লাভ করবে বলেই আশা করি।

(চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)

আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে

পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্বাচন আগতপ্রায়। তৎপূর্বে সারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অনুরোধ যে আসন্ন নির্বাচনে বিধান সভায় দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি প্রার্থীর কাছে তাঁহারা যেন প্রতিশ্রুতি দাবি করেন যে তিনি যদি নির্বাচিত হন তাহা হইলে তিনি বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযোগী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হইবেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধতা

ডক্টর রংগনাথন সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় এক কর্মব্যস্ত সফরসূচীর মধ্যে দিয়ে সপ্তাহাধিককাল কাটিয়ে গেলেন। রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের ছোট বড় বহু বৈঠক ও সমাবেশে তাঁদের নানাবিধ বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা থেকে সুরু করে রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতির সংগে তিনি সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (ইয়াসলিক) আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভায় তিনি তাঁর ছোট ভাষণে যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন তা খুবই সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধতা।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের প্রথম সারির অন্যতম হিসাবে ডক্টর রংগনাথনের দুনিয়া-জোড়া নাম ও প্রতিপত্তি; পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেন নি। অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁর আজীবন অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। ঐদিনের সভায় যোগদানকারী গ্রন্থাগার কর্মীরা খুবই লাভবান হয়েছেন বলে মনে করি।

তাঁর মতে এদেশের গ্রন্থাগার তৎপরতার গতি ও প্রকৃতি অন্যান্য দেশ হতে ঐতিহাসিক কারণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও শৈশব অবস্থাতেই রয়েছে এবং মাথা গুণতির বিচারে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি এমন পর্যায়ে আসেনি যে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার অনুযায়ী স্বতন্ত্র সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিলেত-আমেরিকার সামাজিক তাগিদ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে শুধু ঐসব দেশের অনুকৃতি হিসাবে বর্তমানে এদেশে স্কুল লাইব্রেরী, কলেজ লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, স্পেশাল লাইব্রেরী প্রভৃতির এসোসিয়েশন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমগ্র বিষয়টিকেই দুর্বল করে তুলবে। রংগনাথনের মতে একটি সর্বভারতীয় সংস্থার মধ্যে দিয়েই যাবতীয় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। তাতে যে শুধু সময়, শক্তি ও সামর্থের অপচয় নিবারিত হবে তাই নয়, ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছনর কাজকে ত্বরান্বিত করবে। রাজ্য পর্যায়েও তিনি অনুরূপ নীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। আধাকুশলী, কুশলী ও অতিকুশলী কর্মীদের উপযোগী স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ ও পত্রপত্রিকার যুগপৎ প্রকাশন এবং উচ্চ পর্যায়ের টেকনিক্যাল কার্যাদি পরিচালন একই সংস্থাধীনে হওয়াই কাম্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশের গ্রন্থাগার তৎপরতার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা প্রকৃতই অবহিত তাঁরা রংগনাথনের উপদেশ অবশ্যই উপলব্ধি করবেন। স্বাধীনতা লাভের পর সারা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অল্পবিস্তর কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছে গ্রন্থাগার তার মধ্যে একটি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটায় নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই যে সর্বভারতীয় একটি সক্রিয়, প্রতিনিধিস্থানীয় ও শক্তিশালী সংস্থার অভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষিত তো হয়ই নি বরং নিষ্ক্রিয়তার ফলে ক্ষতিই হয়েছে বেশী।

দুটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শেষ হয়ে তৃতীয় যোজনা সুরু হয়েছে। কিন্তু সেগুলির কোনটিতেই গ্রন্থাগারের প্রতি স্বতন্ত্র কোনও স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হয় নি; সমাজ শিক্ষার অধীনে গ্রন্থাগারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের কিছু কিছু অংশ ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যগুলিকে তা গ্রহণ ও পালন করানোর জন্যে কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থাই আজ সচেষ্ট নয়। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলি নিজ নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু করার জন্যে প্রচার চালাচ্ছেন; কিন্তু সর্বভারতীয় এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে আজ অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটত। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করার কোনও চেষ্টা হয়েছে বলে জানি না।

কথাটা অপ্রিয় হলেও আত্মসমালোচনা হিসাবে বলা দরকার যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সময়োচিত পথ প্রদর্শন ও বিভিন্ন কাজে যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে বিরত থাকায় সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম প্রবাহ যখন ক্ষীণ ধারায় প্রবহমান তখন ক্ষয়রোতার মত আর একটি নবোদ্ভূত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রথমোক্ত সংস্থার কর্মবিরতিজনিত শূন্যতা কিছুটা পূরণ করেছে।

নবপ্রতিষ্ঠিত বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পৃথক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বভারতীয় এই দুটি একটি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সামাজিক তাগিদ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন অপরিহার্য? দুটিরই প্রধান দপ্তর কলকাতায়। উভয়েরই আলাদা মুখপত্র আছে। কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি আনুসঙ্গিক বায়নির্বাহ স্বতন্ত্র-ভাবে উভয়কেই করতে হচ্ছে। একটির কর্ম তৎপরতা দ্রুত, অপরটির মন্থর। উভয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য কি আসমান-জমীনের মত যে তাদের সংযুক্তিকরণ অসম্ভব?

কিছুকাল পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষদ নামে আর একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার খবর বেরিয়েছিল। ক্রমে গ্রন্থাগার কর্মীদের এরূপ আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা আশ্চর্যের কিছু নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ও প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী সক্রিয় কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকাই ঐগুলির উৎপত্তির কারণ। কাজেই বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত

প্রচেষ্টার পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা হওয়াই সমীচীন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্র ছেড়ে রাজ্য গ্রন্থাগার তৎপরতার দিকে তাকালেও অনেকটা ঐ ধরণের চিত্র চোখে পড়ে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সর্ববিষয়ে সক্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও জেলা গ্রন্থাগারিকরা একটি স্বতন্ত্র সংঘ গড়ে তুলেছেন। পরিষদের মধ্যে দিয়েই তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার কাজে উদ্যোগী হলে পরিষদের কর্মীর অভাব দূরীভূত হোত, অধিকতর শক্তিশালী হোত পরিষদের কর্ম প্রচেষ্টা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যেও অনেকে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গড়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করা সম্ভব সেকথা উপলব্ধি করেই হয়ত তাঁরা নিরস্ত হয়েছেন। বাংলায় পত্রিকা বের করার অজস্র অসুবিধার কথা জেনেও একদল বন্ধু কিছুকাল একটি গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা বের করেছিলেন। অথচ কর্মীর অভাবে পরিষদের প্রকাশন ও অন্যান্য কাজ নিয়তই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

জেলায় জেলায় এখন জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেগুলির কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ও তাদের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, তবে ঐগুলি যদি নিজেদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হিসাবে ঘোষণা করে তা হলে উভয়েরই সদস্যশ্রেণীভুক্ত একই গ্রন্থাগারকে দু'জায়গায় চাঁদা পাঠাতে হয় না। এবং সংযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে শাখা ও কেন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ও রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনও অধিকতর শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করি।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি হতে নিজেদের যতদূর সম্ভব দূরে রাখেন। সদস্য হবার দরকার বোধ না করেও পরিষদ তাঁদের স্বার্থের প্রতি যত্নবান নয় বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় যাঁরা এগুলির পরিচালনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা একই পরিবারভুক্ত হয়েও ভিন্ন হাঁড়ির ব্যবস্থায় তৎপর কেন বোঝা কঠিন। ত্যাগ ও সেবা তাঁরা যতই করুন না কেন পারস্পরিক দূরত্ব তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার যে প্রধান অন্তরায় সে কথা তাঁদের উপলব্ধি করতে বলি। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা থেকে সুরু করে গ্রন্থাগার বিধায়ক বিকাশ ও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (আইনের সাহায্যে) প্রবর্তন প্রভৃতি সকল বিষয়ই নির্ভর করছে কেবল কর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর। পৃথক অস্তিত্বের পিছনে ব্যক্তিগত কোনও কারণ থাকলে বৃত্তিস্বার্থে তা তাঁদের সত্বর পরিহার করতে অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ।। কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তিকা

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত সঙ্কলিত
রবীন্দ্র চর্চা : গ্রন্থপঞ্জী
মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা

●

ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন
পশ্চিম বঙ্গের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার আইনের বঙ্গানুবাদ
মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা

●

ডক্টর আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থবিদ্যা : চিত্রণ ও গ্রন্থন
মূল্য এক টাকা

●

প্রস্তুতির পথে
পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী বাংলায় নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলিকাতা—১৪

Write today

Far from the madding crowd, yet not far from Calcutta, lies a spot where reign peace and tranquillity—and a home there is just ideal for anyone.

Kalyani has all the modern amenities—electricity, school, hospital, underground sewerage, filtered water and a few things more—green parks, fresh air and open roads.

for your own home of tomorrow in Kalyani

Contact : Public Relations Officer, Kalyani, District Nadia or Development Department, Rajbhawan, Calcutta, or Kalyani Sales Office, 188A Rashbehari Avenue, Calcutta 29

Issued by the Government of West Bengal.

পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২০, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে

একাদশ বর্ষ ॥ নবম সংখ্যা
পৌষ ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা

মানুষ-গড়ার কারখানা—শিশু গ্রন্থাগার স্বপন বুড়ো
ছাত্র বিশৃঙ্খলার একটি উপায়—শিশু ও কিশো
গ্রন্থাগার : এম এম এল ট্যাণ্ডন। ছোটদের পাঠস
ও গ্রন্থাগার ব্যবহার : সত্যভামা বিশ্বাস। শিশু
কিশোর গ্রন্থাগার—সংগঠন ও পরিচালনা : অরুণকু
ঘোষ। ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-নির্বাচন : মিতা মি
বিবর্তনের ধারায় বাংলা শিশু সাহিত্য : কৃষ্ণা বন্দ
পাধ্যায় ও সুচিত্রা ঘোষ। ছোটদের গ্রন্থাগারে গ
আসর : নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়। ছোটদের
আদর্শ গ্রন্থাগার : প্রমতোষ হালদার।

পরিষদ কথা ● গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংবাদ ● সম্পাদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

EVERYMAN'S ENCYCLOPAEDIA

THE LOWEST-PRICED MAJOR ENCYCLOPAEDIA
IN THE ENGLISH LANGUAGE

Edited by E. F. BOZMAN, M.A. (Cantab.)

IN TWELVE VOLUMES

Price Rs. 19·20 nP. Per Volume

This is the fourth edition of Everyman's Encyclopaedia, which is recognised throughout the world as the most comprehensive and reliable as well as far and away the most inexpensive "true encyclopaedia, containing compressed comment as well as facts".

Never before has this famous Encyclopaedia undergone such thorough and careful revision. The whole work of nearly nine million words has been newly set in fresh type.

Every article, large or small, has been gone over in its entirety and in minutest detail. There are 50,000 articles, ranging from paragraphs to essays of 40,000 words. All statistical information has been brought right up to date. All subjects in this vast A to Z compilation have been reconsidered and the articles recast and rewritten as necessary in the light of the new knowledge and ideas of the last few years.

Every branch of human knowledge and achievement is covered ; **Science** in all its latest and oldest manifestations ; **Religion** and **Theology** and **Philosophy** of all times ; **Biographies** of all important figures of the world ; **History** and **Geography** ; **Wars** and **Peace** ; **Fine Arts** and **Recreation** ; **Language** ; **Useful Arts** and **Applied Science** ; **Sociology** and **Social Services** ; **Literature** and **Drama** ; **Practical Information** of every conceivable sort. It can safely be asserted that *Everyman's Encyclopaedia* will give a satisfactory answer to any question raised by the intelligent reader.

Published by

J. M. DENT & SONS LIMITED, LONDON

Agents in India

MACMILLAN & CO. LTD.

(Incorporated in England with Limited Liability)

294, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA 12

শঙ্কু মহারাজের

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখীর অনন্যসাধারণ ভ্রমণবিবরণ

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

ছই মাসেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

তেরটি পূর্ণ পৃষ্ঠা আর্ট প্লেট, সংশোধিত মানচিত্র, পথপঞ্জীসহ

= মূল্য ছ' টাকা =

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর	মনোজ বসুর
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫৷৷০	বন কেটে বসত ৯৲

অবধূতের

দুর্গম পন্থা ৪৲ পিয়ারী ৪৲ মায়ামাধুরী ৫৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের

বিবাগী ভ্রমর ৭৲ বেলোয়ারী ৭৲ মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮৷৷০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷০ মাইকেল মধুসূদন ৪৲

সুমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭৲ জায়া ও জননী ৫৲ সর্বংসহা ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

চক্র ৩৲ (নাটক) উল্কা ২৷৷০ (নাটক) কালো ভ্রমর ৫৷৷০ (৩য়, ৪র্থ, একত্রে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অলকাতিলকা ৪৷৷০ পঞ্চতপা ৬৷৷০ রাত্রির ডাক ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲ ছাড়পত্র ৪৷৷০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

ভালো বাংলা বই পড়ুন !

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চৈতন্য—ফা-হিয়েনের দেখা ভারত ৩৲

ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ—বাংলা ছন্দ ।। ইতিহাস, উপকরণ ও অজস্র উদাহরণ ৩৲

হেস্‌সে, হে—সিদ্ধার্থ ৩৲

শীলভদ্র অনূদিত এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসখানি ভারতীয় জীবন-দর্শন নিয়ে রচিত অনুবাদ প্রায় মৌলিক রচনার মর্যাদা পেয়েছে বলে সুধীজন কর্তৃক স্বীকৃত।

ওয়েই পেই—বাস্তু পেল বাস্তুহারা ২৲

নয়া চীন কি করে তা'র দারিদ্র্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করছে তা'র জীবন্ত আলেখ্য। বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহের মনোজ্ঞ ভূমিকাসহ।

মুখোপাধ্যায়, কা—দুই নারী

দেশবিভাগ ও মহাযুদ্ধের পটে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনে যে ভাঙন ও বিপর্যয় এসেছে তা'রই করুণ উপাখ্যান।

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র—যুগ পরিক্রমা ।। ২য় খণ্ড ১৬৲

(সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন)

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়

৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্‌স্‌, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

New Addition

Charging Desk, Card Sorter, Card Tray, Plastic Periodical Jacket.

Pamphlet Box, Book Stand (Steel) and Steel Label Holder.

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২৩৮২

স্বীকৃতি

এবারেও (১৯৬১) সর্বভারতীয় মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় শিশু সাহিত্য সংসদ পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া ভারত সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছে ঃ

রচনার জন্য

ছবিতে পৃথিবী (প্রস্তর যুগ) —লেখক শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কারে ভূষিত।

মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠবের জন্য

ছবিতে পৃথিবী (প্রস্তর যুগ)	...	প্রথম পুরস্কার
নবীন রবির আলো	...	দ্বিতীয় ,,
খেলার পড়া	...	প্রশংসা-পত্র

বিগত বৎসরগুলিতে প্রাপ্ত পুরস্কার

মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠবের জন্য

নিজে পড় : প্রথম (১৯৫৬)
ছড়ার ছবি (৩) : ,, (১৯৫৫)
ছবি আঁকা (খ) : ,, (১৯৫৭)
ছুটির দিনে : দ্বিতীয় (১৯৫৫)
মেঘের গল্প
ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ : ,, (১৯৫৮)

*জীবনের ঝরাপাতা : দ্বিতীয় (১৯৫৮)
ছবিতে রামায়ণ : প্রশংসাপত্র (১৯৫৫)
আমরা বাঙালী : ,, (১৯৫৬)
চেঙাবেঙা (১) : ,, (১৯৫৬)
*রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত : স্বর্ণ ,, (১৯৫৭)

*চিহ্নিত বইগুলি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত।

রচনার জন্য

নিজে পড় : শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও
ছবিতে মহাভারত : শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
নাকাল নেংটি [চেঙাবেঙা (২)] : শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)
চিত্রো মেঁ পশুওঁ কি লোরিয়া : শ্রীশ্যামসুন্দর ক্ষেত্রী
আমরা ফসল ফলাই : শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
যুবকল্যাণ : শ্রীবিনয় ঘোষ

সচিত্র পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

। আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ।

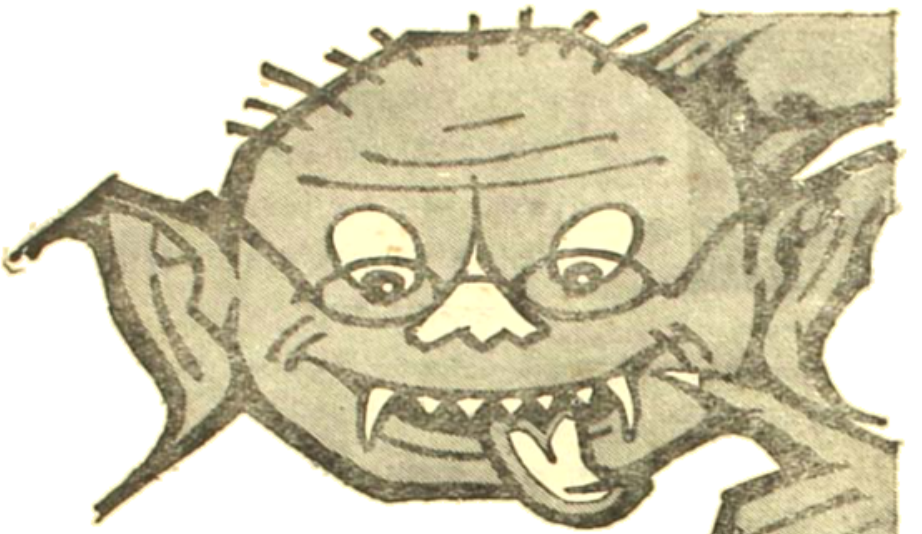

হুঁউ মাঁউ কাঁউ !

সন্দেশ-এর গন্ধ পাঁউ!

সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

ছোটদের নতুন ধরণের সচিত্র মাসিকপত্র

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সকল পর্যায়ের স্কুলের জন্য অনুমোদিত

প্রতি সংখ্যা ৭৫ নয়া পয়সা । বার্ষিক চাঁদা ৯ টাকা

★

১৭২ কর্মতলা ষ্ট্রীট । কলিকাতা—১৩

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

পৌষ ১৩৬৮

মানুষ গড়ার কারখানা : শিশু গ্রন্থাগার

স্বপনবুড়ো

জ্ঞানের স্পৃহা যদি অতি ছোট বেলা থেকেই জাগিয়ে দেয়া যায় তবে শিশু-চিত্ত আনন্দ-সলিলে অবগাহন করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এই সলিল যাতে স্বচ্ছ ও পঙ্ক-মুক্ত হয় সে দিকে বয়স্কদের দৃষ্টি দেয়া একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

আমাদের ছেলেবেলায় শিশু-চিত্ত-বিনোদনের বিশেষ আয়োজন ছিল বলে মনে পড়ে না। আমরা শৈশবে গ্রাম দেশে মানুষ হয়েছি। সেই সময় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে "শিশু" নামে একটি ছোট্ট শিশু-মাসিক প্রকাশিত হত। সারা গ্রামে এই ছিল ছোটদের মানসিক ভোজের আয়োজন। এই "শিশু" মাসিকটি যেদিন ডাকযোগে গ্রামে এসে পৌঁছুতো—সেদিন খেলার মাঠ ফাঁকা হয়ে যেতো। সবাই মিলে সেই ডাকঘরের পাশে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় এসে সমবেত হত। কি করে ধাঁধার জবাব মিলবে—তাই নিয়ে সারা গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে চলতো প্রতি-যোগিতা। একখানি ছোট কাগজ সমস্ত গ্রামের শিশু-চিত্ত যে কীভাবে জয় করে নিত—আজ সে কথা ভাবতে বসলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

আজকের দিনে আমাদের শিশু-সাহিত্যে অর সে দুর্ভিক্ষ নেই। কত রকমারী রঙীন ছড়ার বই, গল্প আর কাহিনী, দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ের কথা, আবিষ্কারের কাহিনী, বিজ্ঞানের বিস্ময়, শিকারের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি অভিনব মুদ্রণ পারিপাট্যে প্রকাশিত হয়ে শিশু-চিত্ত অবলীলাক্রমে জয় করে নিচ্ছে।

নতুন কিছু জানবার আকাঙ্খা ও কৌতূহল ছোটদের মনে আপনা থেকেই বাসা বাঁধে। কিন্তু সেই কৌতূহলকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় একটি একমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে দিতে পারলে—তবেই শিশুর দল উপকৃত হবে। আর সেই জন্যেই চাই সুন্দর সজ্জিত শিশু-পাঠাগার।

শিশু-পাঠাগার গঠন করতে হলে—সকলের আগে বয়স অনুসারে বই বাছাই করা একান্তভাবে প্রয়োজন। পাঁচ বছর বয়েস থেকে ওদের বইয়ের সঙ্গে পরিচয়

ঘটানো প্রয়োজন। পাঁচ বছরের ছেলে মেয়েরা প্রথমে রঙীন ছবি দেখে ছড়ার বিষয় বস্তুটি বোঝবার চেষ্টা করবে। তারপর বড়দের সহায়তায় মজার মজার ছড়া মুখস্ত করবে। এই ব্যাপারে মায়েদের আগ্রহ থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। মুখে মুখে আবৃত্তি করে শোনাতে পারলে ছোটরা যে কোনো ছড়া-ছন্দ অতি সহজেই মুখস্ত করতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পুরাণের গল্প, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, দেশবিদেশের ছেলেমেয়েদের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের গল্প, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রভৃতি পড়বার সুযোগ দিতে হবে।

ওরা যদি প্রথমে ভালো করে বুঝতে না পারে তা হলে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হবে—সেই বইগুলির বিষয়বস্তু গল্পের মতন করে ছোটদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া। পড়বার নেশা একবার পেয়ে বসলে—জীবনে আর কোন নেশাই—তাদের কাছে এগুতে ভরসা পাবে না। পড়বার নেশা হচ্ছে জীবনের সেরা নেশা।

একটি ছেলে সবকিছু জানবার আগ্রহে নিজের মাকে সব সময় বিরক্ত করত। মা মৃদু হাসো শুধু উত্তর দিতেন,—"Read & you will know"—এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজের পুত্রের পড়বার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পল্লী অঞ্চলের গেরস্ত বৌরা প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে দিয়ে দেয় একটি ছোট্ট কাঠি। প্রদীপ যদি নিবু নিবু হয়ে আসে, তাহলে ওই কাঠি দিয়ে প্রদীপটি উস্কে দিতে হবে। প্রতিটি শিশুর অন্তরেও এমনি ভাবে জ্বলছে একটি অদেখা মাটির প্রদীপ। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন "অন্তর প্রদীপখানি।" সেই অন্তর প্রদীপখানি উস্কে দিয়ে বিকশিত করে তুলতে হবে। শিশুর জানবার আগ্রহ অপরিসীম। নতুন নতুন মজাদার বিষয়বস্তু পরিবেশন করে তার সেই আগ্রহকে কেবলি বাড়িয়ে দিতে হবে। একবার আসল রাস্তাটি খুঁজে নিতে পারলে শিশু তার আপন আনন্দেই অগ্রসর হয়ে যাবে।

শিশুরা যেখানে বসে বই পড়বে—তার পরিবেশটি অতি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে ছোটদের আঁকা নানা রকম ছবি থাকতে পারে। শিশু সাহিত্যিকদের আলেখ্য এখানে ঝোলানো থাকতে পারে। তা ছাড়া দেশের মনীষীদের চিত্র ও বাণী পাঠাগারের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। শিশু পাঠাগারের প্রাচীর চিত্র এমন হবে যে, তা যেন ছোটদের কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করবার কাজের সাহায্য করতে পারে। সেই বিশেষ সৌন্দর্য-মণ্ডিত স্থানটিতে গিয়ে বসলেই যেন শিশুর কল্পনা পক্ষীরাজের পিঠে চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ব্যাংমা-ব্যাংমীর বাসা ছাড়িয়ে একেবারে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। অথবা ছোটদের কল্পনা বিলাসী মন সপ্ত ডিঙা মধু করে সোনালী পাল তুলে দিয়ে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে উধাও হয়ে যেতে পারে।

ছোটরা যাতে আজে-বাজে বই পড়ে অকালে বদ হজমের সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে মায়েদের ও অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্বও এসম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সকলের সস্নেহ দৃষ্টিপাতে যে সুন্দর শিশু-পাঠাগারটি গড়ে উঠবে—তাতে অবসর সময়ে অতিবাহিত করে শিশুর দল তাদের জ্ঞান-ভান্ডার মণি মঞ্জুষায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে তাঁর হাজার রকম কাজের মাঝেও শিশুদের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি। তিনি চিরকাল নিজের পরিচয় দিয়েছেন, "আমি স্কুল পালানো ছেলে।"

কিন্তু এই স্কুল পালানো ছেলেটি চিরজীবন ধরে চিন্তা করেছেন—কি ভাবে শিশুদের নতুন ধরণের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নিজের ছেলেবেলার আনন্দহীন দগ্ধ নিরস দিনগুলির কথা ভেবেই তিনি সর্বস্ব পণ করে শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়ে মৃণালিনী দেবী কবিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সে সব দিনের কথা আজ ইতিহাস হয়ে আছে।

একথা ভাবলে আজ বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করে ছোটদের জন্যে স্কুল পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া নিজ হাতে কোদাল ধরে তিনি ছোটদের তৃপ্তি বিধানের জন্য নতুন রাস্তা তৈরী করেছেন। সেই পথের দুই ধারে তিনি অজস্র ছায়া-শীতল বৃক্ষরোপণ করেছেন—যাতে সেই পথে চলতে গিয়ে শিশুপ্রাণ অকারণে রৌদ্র দগ্ধ হয়ে অকালে ঝরে না পড়ে।

কবির কাছ থেকে আমরা যে কত বিচিত্র শিশু-সাহিত্য-সম্ভার লাভ করেছি—তাকে কখনোই অতি বিশেষণে ভূষিত করা চলে না।

নিজের চিরকালের শিশুমনটিকে পাথেয় করে তিনি দু হাতে পরিবেশন করে গিয়েছেন—ছড়া, খাপছাড়া, কথা, কাহিনী, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ, কৌতুক আরো কত কি। তাঁর নিজের ছেলেবেলার কথা আর জীবন স্মৃতিই বা কি অপূর্ব ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন! শিশুদের অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে এমন দরদ-মাখানো ভাষায় রচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

জগদানন্দ রায়কে দিয়ে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের কথা লিখিয়েছেন। এই জাতীয় শিশু-সাহিত্য ইতিপূর্বে আমাদের বাঙলা ভাষায় আদৌ ছিল না। নিজের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকে বাঙলা ভাষায় গাছ-পালার কথা লিখতে উৎসাহিত করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছোটদের কাছে বিশ্ব সাহিত্যের গল্প সহজ ভাষায় বলতেন। তাঁর বলবার ধরণ এত মনোমুগ্ধকর ছিল যে, কবি কবে তাদের গল্প শোনাবে—সেই মধু মুহূর্তের জন্যে তারা দিন গণনা করত।

দক্ষিণারঞ্জন আর অবনীন্দ্রনাথ—এই দুই দিকপাল লেখককে শিশু সাহিত্যের রূপকথার দিকে টেনে নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তা নইলে আমরা কি দক্ষিণা রঞ্জনের কাছ থেকে পেতাম—ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি, ঠানদির থলে, বাঙলার রূপকথা আর চারু হারু প্রভৃতি অপরূপ শিশু সাহিত্য? কাকার কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে অবনীন্দ্রনাথ দুহাত উজাড় করে আমাদের দিয়েছেন, শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ভূত-পেত্নীর দেশ, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা প্রভৃতি অনন্করণীয় মধু ভা-ডার।

আর এই সব মজার মজার বই ছোটরা পড়তে পারবে কোথায় যদি পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের জন্যে পাঠাগার গড়ে না ওঠে?

সব পেয়েছির আসর গত পনেরো বছর ধরে সারা দেশময় শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। এবিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে দান—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কি শহরে, কি গ্রামে—শিশু গ্রন্থাগার মানুষ গড়ার কারখানারূপে কীর্তিত হোক—এই কামনা।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব গৃহ-নির্মাণকল্পে জমি ক্রয়ের জন্য ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে পরিষদ তহবিল হইতে টাকা আগাম দিতে হইয়াছে বলিয়া পরিষদের এখন এক অর্থ সংকট দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থাগার পত্রিকা ছাড়াও যে-তিনটি পুস্তক ছাপাখানায় রহিয়াছে ঐগুলির যথাসময়ে প্রকাশন এবং পরিষদের দৈনন্দিন কার্য অর্থাভাবে ব্যাহত হইতে পারে। সেজন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সকলকে অনুরোধ করিতেছে যে

★ গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য যাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন অথবা প্রতিশ্রুত রহিয়াছেন তাঁহারা যেন সত্বর পরিষদ কার্যালয়ে দেয় অর্থ জমা দেন;

★ ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালের চাঁদা যাঁহারা এখনও প্রেরণ করেন নাই, পরিষদের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্য হিসাবে তাহা যেন অনতিবিলম্বে জমা দেন।

ছাত্র বিশৃঙ্খলার একটি উপায়ঃ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার

এম. এম. এল. ট্যাণ্ডন

[লেখক দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ডাইরেক্টর। ভারত সরকার ও ইউনেস্কোর যুক্ত উদ্যোগে এক 'পাইলট প্রজেক্ট' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটির বৈশিষ্ট্য তার চাঁদাহীন ব্যবস্থা ও মুক্তদ্বার পদ্ধতিই শুধু নয়; এতে একটি উৎকৃষ্ট শিশু ও কিশোর বিভাগও আছে। শ্রীট্যাণ্ডনের দক্ষ পরিচালনায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর খ্যাতি এখন সুদূর প্রসারিত। গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্যে প্রেরিত এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়।]

ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে থাকে। তাছাড়া যে সমস্যাটি সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে রয়েছে তা হ'ল ছাত্র বিশৃঙ্খলা। যুবক শ্রেণীর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে —এদের অবসর সময়ে উপভোগের উপযুক্ত পাঠ্যবস্তু দেওয়া হোক। এবং একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'লে ছাত্র-বিশৃঙ্খলা দূর হবে, এবং আগামী দিনের মানুষের হাতে গণতন্ত্রও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকবে।

ছোটদের জন্য অভীষ্ট ফলোৎপাদক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্য সর্বশ্রেণীর শিক্ষাবিদদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (Secondary Education Commission) বলেছেন যে—মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে যে সকল প্রস্তাব এবং সুপারিশ তাঁরা করেছেন, প্রত্যেক স্কুলে পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ব্যতীত সে সব হয়ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। সংঘবদ্ধতা, সদভ্যাসের প্রতি অনুরাগ, মুক্তভাবে কাজ করার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। কমিশনের কথায়—"The library may well be regarded as an essential instrument for putting progressive methods into practice".

বর্তমান কালে শিশুরা গ্রন্থাগারের কি সুযোগ পাচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।—খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগারেই উপযুক্ত পরিমাণে শিশু গ্রন্থ বা পুস্তক শিশু বিভাগ আছে। পুস্তকের সংখ্যা এবং উৎকর্ষ এই দুদিক থেকেই আমাদের স্কুল গ্রন্থাগারগুলি দরিদ্র। সেগুলি সাধারণত অন্ধকার এবং অনাকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এবং স্কুলের কাজে গ্রন্থাগার বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় না, অন্তত তাদের চেহারা দেখে এই ধারণাই হয়। আর নিশ্চয় করে বলা যায় যে এর কারণ সেই হতভাগা শিক্ষক যার উপরে গ্রন্থাগারের ভার নেওয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব

অর্পিত হয়েছে। শ্রেণী কক্ষ (Class room) গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, এবং এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে তাঁরা অনিচ্ছার সঙ্গে মেনে নেন। এই অযাচিত কাজগুলি তাঁরা অনিয়মিত ভাবে করে থাকেন। অসাবধান ভাবে করে থাকেন এ বললেও নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। পাঠ্য পুস্তক শিক্ষাগ্রহণে সহায়তা করে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে এই শিক্ষা হিতকর পাঠকে অবহেলার পথে নিয়ে যায়। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই গ্রন্থাগারের পুস্তক পাঠকে একটি মূল্যবান সময় অপচয়ের পথ বলে মনে করে এবং তাদের ধারণা এই যে ঐ সময়টুকু নিশ্চয়ই পাঠ্যপুস্তক কণ্ঠস্থ করার কাজে ব্যয় করা উচিত।

আমাদের দেশে ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার একখানা বিষণ্ণ ছবি আমি আঁকছি। শিক্ষাবিদগণ এবং অন্যান্য যাঁরা ভারতবর্ষকে একটি সুখসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এর অবতারণা। বর্তমানে শিশুদের জন্য ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে লাভের অংশই বাড়বে। এবং তার জন্য প্রচলিত গ্রন্থাগার প্রথাকে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা চলছে। বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেছে। পুস্তক ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ব্যয় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাও হয়েছে।

শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় প্রথমত যেগুলি প্রয়োজন তা বিশদভাবে আলোচনা করা বিশেষ উপকারী হবে বলেই মনে হয়। স্কুল গ্রন্থাগার বা ঐ শ্রেণীর শিশু গ্রন্থাগারগুলি নিশ্চয়ই বিশেষ আকর্ষণীয় এবং রঙীন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত হবে। ফুলদানি, ছবি, সুন্দর আসবাবপত্র, নীচু বইয়ের সেল্ফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। পুস্তক সম্ভারের মধ্যে সাহিত্যের স্থান থাকবে, যা তাদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করবে। গ্রন্থাগারিক (স্ত্রী বা পুরুষ) সর্বদা উৎফুল্ল এবং তার দায়ীত্বের জন্য গর্বিত থাকবেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গল্প বলা, সংবাদ আলোচনা প্রভৃতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিশেষ অংগ হবে। যদি শিক্ষকরা ভাল সাহিত্য পাঠ করেন তবেই তাঁরা সুষ্ঠু পাঠব্যবস্থা করতে সক্ষম হবেন। কাজেই মানসিক দিক থেকে শিক্ষকগণকে গ্রন্থাগার মুখী করার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর্বশেষে শিশুদের আকর্ষণ করার জন্য এবং তাদের উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সুযোগ দেওয়ার জন্য দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা বলছি। এই বৃহৎ পরিকল্পনাটি অর্থাৎ গ্রন্থাগারটি UNESCO এবং ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক যুক্তভাবে পরিচালিত। এবং ১৯৫১ সালের ২৭শে অক্টোবর ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। মাত্র এই ৮ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থাগারটি এশিয়ার সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত গ্রন্থাগার বলে খ্যাত হয়েছে। মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঠক সদস্যের মধ্যে আমাদের নিয়মিত শিশু সদস্যের সংখ্যা আট হাজার। শিশুদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ আছে, এবং তাতে হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী এবং ইংরাজী ভাষায় ২৫ হাজারের উপরে বই আছে। স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট কাঠের

আসবাবপত্র দিয়ে—শিশু-গ্রন্থাগারটি রুচিসম্পন্নভাবে সজ্জিত। খেলনা, মেকানো, কাঠে খোদাই করা অক্ষর, ছবির বই এবং রেডিওতে সজ্জিত একটি Activity Room আছে। ৩ থেকে ১১ এবং ১২ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের শিশুরা নিজেদের মধ্যে ক্রমানুসারে "শিশুবিহার" এবং "কিশোর সভা" নামে দুটি সাংস্কৃতিক বিভাগ করেছে। সপ্তাহে একটি দিন গল্প ও সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে। কেবলমাত্র শিশুদের জন্য সপ্তাহে দুটি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিশু বিভাগের অধিকর্তা বা অধিকর্ত্রী পুস্তক সমালোচনা, গল্প বলা, এবং আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের হিতকর পাঠ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে থাকেন। শিশুরা হাতে বই নিয়ে গ্রন্থাগারে আসছে এবং আবার বই নিয়ে যাচ্ছে, এটা প্রকৃতই একটী আনন্দদায়ক দৃশ্য।

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগামী ইস্টারের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের স্থান ও মূল-আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা স্বীয় এলাকায় সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের অবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। সম্মেলনে যাঁহারা টেকনিক্যাল প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রবন্ধের কপি পাঠাইতে হইবে।

সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি আহ্বান করিতেছেন।

ছোটদের পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার ব্যবহার

সত্যভামা বিশ্বাস

[লেখিকা পরিষদের বিগত বর্ষের ছাত্রী ছিলেন, পরিষদের কর্মতৎপরতায় ইনি খুবই উৎসাহী। বর্তমানে স্নাতকোত্তর দর্শনের ছাত্রী। প্রবন্ধটিতে লেখিকা শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার বিষয়ে আলোচনা এবং শিশু গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা ও শিক্ষণের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করেছেন।]

আমাদের দেশে শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের নিতান্ত অভাব। যে ক'টি আছে তাদেরও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সময়সাপেক্ষ। যে কারণে ইউরোপ এবং আমেরিকার শিশু গ্রন্থাগারগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং উপযোগিতা বেড়েছে, সে কারণগুলি ক্রমশঃ ভারতেও দেখা দিচ্ছে। এই কারণগুলি মোটামুটি বিশ্লেষণ করলে আধুনিক সমাজ জীবনে শিশু গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রথমত, আজকাল সম্ভবপর ক্ষেত্রে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সঙ্গে উদ্ভব হয়েছে শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা। শিশু মনে গ্রন্থপ্রীতি জাগিয়ে তোলার কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য। কেবলমাত্র স্কুলের শিক্ষাদ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। সুনাগরিক সৃষ্টি করতে হ'লে বাল্যকালেই তার ভিত পাকাকরে গড়ে তোলা প্রয়োজন। গ্রন্থপ্রীতি শিশুর জীবনে যেমন সুখসমৃদ্ধি আনে তেমন আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং পরিবর্তনহেতু ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গঠনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আরও ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন। কিন্তু জীবন বা বাস্তব বিমুখ শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যদি শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে, স্বাধীন চিন্তাদ্বারা যদি সে সমস্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করে সমাধানের পথ খুঁজে পায়, তবেই বুঝতে হবে তার যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে। বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক হচ্ছে বই। এই সব বই পড়ে শিশুর চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি স্বচ্ছ এবং সাবলীল হয়। অন্যের সমস্যার সমাধানের মধ্যে অনেক সময় সে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়।

তৃতীয়ত, জীবনের প্রত্যুষে শিশুর মন থাকে সবরকম জটিলতামুক্ত। তখন তার মধ্যে সহনশীলতা, সহাবস্থান এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা সহজ।

বই শিশুর মনে এবং তার চিন্তাধারার সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সুসাহিত্যের মাধ্যমে এ কাজ সুন্দরভাবে করা যেতে পারে।

চতুর্থত, গ্রন্থাগারিকগণের আত্মচেতনাবৃদ্ধিও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতির অন্যতম কারণ বলে ধরা যেতে পারে। নিজেদের কাজকে আরো বেশী মূল্যবান এবং অপরিহার্য করে তোলার জন্য বর্তমানে তাঁরা যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথমে গ্রন্থাগার ছিল বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র। শীঘ্রই অবসরবিনোদনের এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির অন্যতম উপায় বা কেন্দ্র হিসাবে এর মূল্য স্বীকৃত হল। সভ্যসীমা বর্ধিত হওয়ায় সৃষ্টি হল শিশু বিভাগের। ফলে দুটো সুবিধা হয়েছে। প্রথমত, শিশুরা বড়দের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শিখল। অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও প্রথম প্রথম গ্রন্থাগারে এসে অস্বস্তি বোধ করেন। গ্রন্থাগার ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না জানাই এর কারণ। অথচ লজ্জায় অথবা অজ্ঞানতাবশত তাঁরা গ্রন্থাগারিকের সাহায্য নিতেও ইতস্ততঃ করেন। এই সমস্যার সমাধান করতে লেখান। দ্বিতীয়ত গ্রন্থাগারিকগণ বিশ্বাস করেন ছোটদের গ্রন্থাগার স্থাপন করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে বড়দের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। ছোটবেলা থেকে সর্বদা বইয়ের সংস্পর্শে থাকলে বই পড়ার অভ্যাস আপনিই গড়ে উঠবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে শিশু গ্রন্থাগার সমাজজীবনের একটি অতি আবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য অঙ্গ। একে বাদ দিলে আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতা একেবারে পঙ্গু এবং অচল হয়ে যাবে।

গ্রন্থপাঠে শিশুদের উৎসাহদান

গ্রন্থাগারের ব্যবহার এবং বইয়ের পাঠক যাতে দিন দিন বেড়ে যায় সেজন্য গ্রন্থাগারিককে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করতে হয়। এটি তাঁরা দুভাবে করতে পারেন। প্রত্যক্ষভাবে বইয়ের বহুল প্রচার দ্বারা এবং পরোক্ষভাবে কোন একটি বিশেষ বই পড়তে শিশুর মনে আগ্রহ জাগিয়ে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

শিশু গ্রন্থাগারে যে কার্যপন্থা গ্রহণ করা হবে তার তিনটি উদ্দেশ্য থাকবে—গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, বই পড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং কোন বিশেষ বিষয়ে শিশুর পাঠেচ্ছাকে পরিচালিত করা।

গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি করার প্রথম পন্থা হচ্ছে গ্রন্থাগারের বইয়ের সংগ্রহের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নতুন বইগুলি একটি আলাদা তাকে গ্রন্থাগারে ঢোকবার মুখে রাখা যেতে পারে অথবা বইয়ের মলাটগুলি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের পড়ার ঘরের সম্মুখে একটি বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। আমেরিকার বুলেটিন বোর্ডের সাহায্যে যেভাবে বইয়ের প্রচার করা হয় তা অনুকরণ-

যোগ্য। আমেরিকান বুলেটিন বোর্ডের কতকগুলি সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী নীচে দেওয়া গেল ঃ

(ক) বইয়ের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। সমকালীন ঘটনাবলীর পৃষ্ঠপটে স্থানীয় সময়োচিত সাহিত্য, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ যুক্ত করা প্রয়োজন।

(খ) যেসব বইয়ের মূল্য ক্ষণস্থায়ী তাদের কাটতির জন্য একটু আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারের প্রয়োজন। বইয়ের ঝকঝকে মলাট এবং জমকালো নাম এ কাজের মস্ত সহায়।

(গ) ছবি, বিজ্ঞাপন এবং বইয়ের মলাটের একটি প্রয়োজনীয় তালিকা রাখা দরকার।

(ঘ) প্রদর্শিত নতুন বই পুরাণো হবার আগেই অন্তত দু-সপ্তাহ অন্তর বদলাতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজের এবং সংগ্রহের বিবরণী দেওয়া প্রয়োজন।

(চ) নতুন বইয়ের প্রদর্শন সাদাসিধে অথচ আকর্ষণীয় হওয়া দরকার।

(ছ) রং উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ হবে, চোখকে আকৃষ্ট করবে কিন্তু পীড়িত করবে না।

(জ) বোর্ডে একসঙ্গে অনেকগুলো মলাট না আটকে কয়েকটিমাত্র বেশ পরিষ্কার করে আটকালে বেশী আকর্ষণীয় হয়।

(ক) বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনের রীতি, রং, নক্সা ইত্যাদি পরিবর্তন করলে সুফল পাওয়া যায়।

(ঞ) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সর্বদা হাতের কাছে মজুত রাখা দরকার, যেমন, গৃহসজ্জার উপকরণ, মানচিত্র, কলম, ব্রাশ, চক, রং, চাইনীজ ইঙ্ক, আঠা, রবার, মাপবার ফিতে, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধির দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে বইয়ের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখানে পূর্বোক্ত প্রদর্শন পন্থা বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। গ্রন্থাগারিককে এজন্য সমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তুর একটা তুলনামূলক জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বইয়ের গল্প করা (Book-talk)। বুকটক-এর প্রধান উদ্দেশ্য বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের উৎসাহ সৃষ্টি করা, বইয়ের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা এবং পরোক্ষভাবে পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

বুকটক-এর এ কলাকৌশলগুলি ভালভাবে প্রয়োগ করতে জানা দরকার। বক্তব্য বিষয় যেন শ্রোতার উপযোগী হয়। আকর্ষণ বাড়াবার জন্য ব্যাবহারিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আকর্ষণীয় হলেই চলবে না জ্ঞাতব্য বস্তুও

তার মধ্যে থাকা চাই। পরিশেষে, যে বিষয়ে বুক-টক দেওয়া হবে সে বিষয়ের ওপর যে সমস্ত বই গ্রন্থাগারে আছে তার তালিকা শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করতে হবে।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে গল্প বলা। এখানে সোজাসুজি বই পড়তে বলা হচ্ছে না। কোন ভাল গল্প বলা হলে গল্পতে শিশুর আগ্রহ জন্মাবে। তখন সে নিজেই বই থেকে গল্প পড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ গল্প, উপকথা প্রভৃতির মাধ্যমে লাভ করেছে অনেক শিক্ষা, উপদেশ এবং প্রেরণা। এ সবের মাধ্যমেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

গল্পের ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু অপেক্ষা বলার কৌশলই হচ্ছে আসল কথা। কথার পর কথার মালা রচনা করে, শব্দের পর শব্দের যাদুকরী মায়াজাল বুনে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে এক অভিপ্রেত লোকে, তবেই তার কাছে গল্প বলার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

গল্পের মধ্যে দিয়ে আসল জগতের এমন একটা রূপ শিশুর কাছে ধরা হয় যা সে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। গল্প নাটকের দিকে শিশুমনের একটা সহজাত ঝোঁক আছে, তাই সে-সব শুনতে তারা ভালবাসে। যে চরিত্র ভাল লাগে সেই চরিত্রের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে শিশু তার কল্পনার জাল বুনে চলে। সেইজন্য এই চরিত্রের মাধ্যমে উচ্চ আদর্শের ছবি শিশুর মনে অঙ্কিত করা সহজ।

গল্প শিশুর বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করা উচিত। একেবারে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার কোন সার্থকতা নেই। তাদের বরং রঙিন ছবির সাহায্যে গল্পের বক্তব্য বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। ছয় থেকে এগারো বৎসরের শিশুদের জন্য আছে রূপকথা, উপকথা এবং বিচিত্র কাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার। যদিও রূপকথাই এদের সবচেয়ে প্রিয়। এর পরের স্তরের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প-রাজ্যের সকল দরজা খোলা। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ছেলেরা নাটক এবং অ্যাকশন পছন্দ করে আর মেয়েরা ভালবাসে বিবরণ, বীরত্ব এবং জাঁকজমক।

গল্পের মত বক্তৃতাও গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে কাজে লাগান যেতে পারে। বক্তব্য বিষয়ের তালিকা শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করতে হবে অথবা প্রকাশ্য স্থানে সে সব বইয়ের প্রদর্শন করতে হবে। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হলে বক্তব্য বিষয় যদি চাক্ষুষ দেখান যায় তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। নীরস তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা যত মূল্যবান হোক না কেন ছোটদের ভাল লাগবে না। সেজন্য 'অডিও ভিসুয়াল' বস্তুসমূহের ভাল সংগ্রহ গ্রন্থাগারে রাখা দরকার।

এবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ কি করে পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এ প্রসঙ্গে শিশুর ভূমিকাই প্রধান।

কোন বই পড়ে ভাল লাগলে ছোটরা বন্ধুদের সঙ্গে অথবা গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায়। ফলে কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি বই পড়ে তারা আনন্দ পায় এবং উপকৃত হয় তার একটা তালিকা পাওয়া যায়। কোন বই থেকে উদ্ধৃতি তুলতে অথবা মন্তব্য প্রকাশ করতে ছোটদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারের প্রচার কাজে এই জিনিষটি সবচেয়ে বেশী অবহেলা করা হয়। 'বুক টক'য়ের মত 'রিডিং ক্লাব' স্থাপন করা যেতে পারে। এখানে ছোটরাই বই থেকে পড়বে। নাটক পড়বার ব্যবস্থা করতে পারলে এ রকম ক্লাবের আকর্ষণ আরও বাড়বে। নাটকের এক একটা অংশ এক একজন অভিনয় ছাড়াই পড়ে যাবে। ছোটদের দিয়ে বইয়ের সমালোচনা লেখালে অথবা যে বই পড়ে ভাল লেগেছে তার সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিলে ভাল হয়। এই সব লেখার গুণাগুণ বিচার করে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নাটক লেখা, অভিনয় করা বা প্রদর্শনীর সঙ্গে বইয়ের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ সবের সাহায্যে বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়।

উপরোক্ত সব কাজে শিশুরাই এগিয়ে আসবে এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের পেছনে গ্রন্থাগার কর্মীদের পরোক্ষ সাহায্য প্রয়োজন। আবার এই সকল কাজের আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করা, বিস্মৃত হয়ে কাজগুলিই যেন প্রাধান্য লাভ না করে।

গ্রন্থাগার-ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষা

এতক্ষণ আমরা কিভাবে শিশুদের বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলা যায় এবং গ্রন্থাগারের বহুল প্রচলন হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার কিভাবে ব্যবহার করলে শিশুরা উপকৃত হতে পারে। স্কুলের সহযোগিতায় এ কাজ করলে গ্রন্থাগারিকের অনেক সুবিধা হয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ গ্রন্থাগারিকের সুবিধামত ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন।

ছোটদের গ্রন্থাগার দেখানর উদ্দেশ্য বইপত্রের ঠিকমত ব্যবহার শেখান। গ্রন্থাগার কম খরচে কিভাবে সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত তা' গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করে ছোটদের বুঝিয়ে দিতে হবে। ছোট থেকেই তাদের জানা উচিত গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থের আগার নয়, হাতে লেখা পুঁথি, আলোকচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, নানান ধরণের সংবাদপত্র এবং পত্রিকার ভাণ্ডারও বটে। আবার এর কাজও বহুমুখী, যেমন, বইপত্রের লেনদেন, রেফারেন্সের কাজ, বই এবং পুঁথিপত্র সম্পর্কিত সকল রকম প্রশ্নের উত্তর দান ইত্যাদি। গ্রন্থাগারের যথার্থ ব্যবহার শিখতে হলে ছোটদের এর গঠনের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা উচিত। সবচেয়ে দরকার রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার সম্পর্কে সুষ্ঠু শিক্ষাদান। অবশ্য সব রকম শিক্ষাই শিশুর বয়স এবং বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। সে হিসাবে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

কুদে শিশুদের দুটো জিনিষ শেখালেই যথেষ্ট—বইয়ের যত্ন এবং গ্রন্থাগারে চলাফেরার নিয়ম। ছোট্ট শিশু যেমন তার পুতুলের যত্ন করে সেইরকম ভাবে তাকে বইয়ের যত্ন করতেও শেখাতে হবে। নতুন বই কেমন করে খুলতে হয়, থুথু দিয়ে আঙ্গুল না ভিজিয়ে কিংবা টানা হেঁচড়া না করে বইয়ের পাতা কিকরে ওল্টাতে হয়, পাতা না মুড়ে কিভাবে বইয়ে চিহ্ন দিতে হয় ইত্যাদি শিশুর গ্রন্থাগার জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

একটু বড় শিশুকে উপরোক্ত শিক্ষাই দিতে হবে, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিস যোগ করা যেতে পারে।—গ্রন্থাগারে কিছু খাওয়া, জিনিসপত্র অগোছাল করা, ঝগড়া করা, চেঁচিয়ে কথা বলা, যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে বই ব্যবহার করা ইত্যাদি কু-অভ্যাসগুলি সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে হবে।

বড় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হবে অন্য রকম। তাদের গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়ার নিয়মকানুন শেখাতে হবে, নির্দিষ্ট বিষয়ের বই নির্দিষ্ট স্থান থেকে খুঁজে বার করার সহজ পদ্ধতি এবং কিভাবে বই পড়লে উপকার হতে পারে এসবও তাদের জানা দরকার। উপরন্তু, সভ্য হওয়ার উপকারিতা এবং বই লেনদেনের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত।

গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন বিশ্লেষণ করার সময় এটুকু তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যবোধের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রতিটি নিয়মকানুন রচিত এবং তারদ্বারা সভ্যরাই উপকৃত হয়, গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার-পরিচালকবর্গ নন।

দ্বিতীয় স্তরভুক্ত শিশুদের বই খুঁজে বার করতে শেখাবার সময় সূচীকরণ এবং বর্গীকরণের গোলকধাঁধার মধ্যে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। এসব তাদের কাছে নিতান্ত শুষ্ক এবং নীরস লাগবে। যখন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাদের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পাবে, তখনই তারা সূচীকরণ এবং বর্গীকরণের যথার্থ মূল্য বুঝবে। গ্রন্থাগারের কোন্‌খানে বই, সংবাদপত্র, গ্রন্থতালিকা ইত্যাদি থাকে জানলেই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

বিষয়বস্তু অনুসারে বই সাজালে যে বই খুঁজে পেতে সুবিধা হয়, এ তথ্যটি ছোটদের জানা দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হলে বইয়ের উপযুক্ত ব্যবহার জানা চাই, অর্থাৎ বিভিন্ন অংশ, যেমন, লেখক ও বইয়ের নামাঙ্কিত আখ্যাপত্র, গ্রন্থকারের স্বত্ব বা কপিরাইট, উৎসর্গ-পত্র, সূচীপত্র, ভূমিকা, মূল গ্রন্থাংশ, পরিশিষ্ট এবং নির্ঘণ্ট কাকে বলে জানা উচিত।

বিশেষত, নির্ঘণ্টের ব্যবহার ভাল করে না শিখলে, পরে গ্রন্থতালিকা বুঝতে অসুবিধা হবে। ব্যাখ্যা করবার সময় সূচীপত্রের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, তা পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে।

সব থেকে দরকার রেফারেন্স বইয়ের সঠিক ব্যবহার। ছোটদের জানা প্রয়োজন রেফারেন্স বই আগাগোড়া পড়বার জন্য নয়। কোন দরকারী কথা জানতে হলে এর সাহায্য নিতে হয়, যেমন, কোন শব্দের অর্থ জানতে হ'লে আমরা অভিধানের সাহায্য নিই। এক্ষেত্রে অভিধানটি আগাগোড়া পড়া বাহুল্যমাত্র।

বয়স্ক ছেলেমেয়েরা গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ছাড়াই তাদের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পেতে পারে বা যা জানবার, তা জানতে পারে। এজন্য তাদের সমগ্র সূচীকরণ এবং বর্গীকরণ প্রণালী জানা দরকার। Dewey-র Decimal classification-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রত্যেক শিশু গ্রন্থাগারে রাখা ভাল।

শিশুদের গ্রন্থাগারিক

শিশু গ্রন্থাগার কর্মীর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার :

প্রথমত, তাঁকে গ্রন্থাগার গঠনের এবং পরিচালনার আধুনিকতম রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সূচীকরণ, বর্গীকরণ, রেফারেন্সের কাজ এবং গ্রন্থাগার প্রচারের কলাকৌশল তাঁকে বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারিককে বই সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে হবে, যেমন, বই নির্বাচন, কেনাবেচা, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি। বই বাছাইয়ের ক্ষমতাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ গ্রন্থাগারিককে সর্বতোভাবে শিশু সাহিত্যে অভিজ্ঞ হতে হবে।

তৃতীয়ত, তাঁর নিয়মশৃংখলা জ্ঞান এবং দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানর ক্ষমতা থাকা চাই।

শিশু গ্রন্থাগারিককে সর্বদা শিশুদের মধ্যে থেকে তাদের জন্য কাজ করতে হয়। ছোটরা স্বভাবত ছটফটে, চঞ্চল। বেশীক্ষণ চুপচাপ একজায়গায় বসে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তাই সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশালী ব্যক্তি ছাড়া তাদের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠান্ডা মেজাজে কাজ করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। এ কাজে সেজন্য ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

কেবল মিশলেই হবে না, ছোটদের মনের গতিবিধির খোঁজখবরও গ্রন্থাগারিককে নিতে হবে। সহানুভূতির সংগে শিশুর সকল কাজকে দেখতে এবং বুঝতে হবে। আর তার ভেতরেই লুকিয়ে আছে শিশু গ্রন্থাগার কর্মীর সাফল্যের বীজমন্ত্র।

শিশু গ্রন্থাগার কর্মীর শৃংখলা রক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই। ছোটদের মনে ভয় অথবা বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে দিয়ে নয়, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার বিনিময়ে তাঁকে গ্রন্থাগারের শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গ্রন্থাগারিকের যদি মণ্টেসরী ট্রেনিং ধরণের কোন ট্রেনিং নেওয়া থাকে তাহলে কাজের আরও সুবিধা হয়। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও শিশু শিক্ষণ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা থাকলে ছোটদের রেফারেন্স কাজে এবং পরিচালনার কাজে গ্রন্থাগারিকের অনেক সুবিধা হয়।

শিশু গ্রন্থাগার কর্মীর শিক্ষা

শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বিশেষ শিক্ষার ওপর এদেশে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কারণ নির্ণয় করা খুব দুঃসাধ্য নয়। এখানে সুনিয়ন্ত্রিত শিশু গ্রন্থাগারের অত্যন্ত অভাব। ফলে পেশা হিসাবে চাহিদা না থাকায় বিশেষ শিক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শিক্ষণের ভার সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ওপর ন্যস্ত; তাদের কাজের মধ্যে শিশু গ্রন্থাগারের কোন স্থানই নেই। বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ত এখন সম্ভব নয়, কিন্তু অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে এখনও এর প্রবর্তন করা যায়। এর ফলে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ছোটদের সম্বন্ধে কৌতূহলের সৃষ্টি হবে এবং যাঁরা বিশেষজ্ঞ হবেন তাঁরা এ বিষয়ে নতুন করে কিছু ভাবতে বা করতে সচেষ্ট হবেন।

শিশু গ্রন্থাগার-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলি নীচে দেওয়া গেল ঃ

কুশলী শিশু গ্রন্থাগারিক সৃষ্টি করতে হলে তাঁর শিক্ষা এবং জ্ঞানের ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষণ প্রণালী যাতে ছাঁচে ঢালা কটিনে পরিণত না হয়, সেজন্য শিশু গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজের ভার আলাদা করে নিয়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের হাতে দিতে হবে।

যাঁরা এ কাজে পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন কেবল তাঁদেরই বিশেষ শিক্ষা নেওয়ার অধিকার থাকবে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরখ করে নিতে হবে।

এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে যদি শিশু মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা যায়, তবে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারিকের ছোটদের সঙ্গে কাজ করার সুবিধা হতে পারে।

এর মূল উদ্দেশ্য বাস্তব সমস্যাকে ভিত্তি করে শিশু সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষালাভ, কাল্পনিক কোন আদর্শের স্বপ্ন দেখা নয়। কোন সুপরিকল্পিত শিশু গ্রন্থাগারে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করলে সহজেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

বিষয়সূচীর মধ্যে ছোটদের বইয়ের ওপর যথোচিত জোর দেওয়া দরকার। সবরকম দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার করা প্রয়োজন, যেমন, কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা; প্রকাশক অভিজ্ঞ কিনা; লেখকের বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা; কি বিষয়ের বই পড়তে ছোটরা উৎসুক; ছোটদের বইয়ের তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি।

শিশু গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ, বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে, গল্প বলা। এটাকে একটা রীতিমত শিল্পকলা বলা যেতে পারে। শিশু গ্রন্থাগার কর্মীকে এ শিল্পে কুশলী করার জন্য আলাদা শিক্ষাদান ব্যবস্থা অনাবশ্যক নয়।

মূল্যবান আসবাবপত্র অথবা বইপত্রের ছড়াছড়ি না থাকলেও খোলামেলা পরিবেশে প্রাণপ্রাচুর্য আছে এই ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে। তিনদিকে ইছামতী নদী ও একদিকে পাকিস্তানের সীমানা বেষ্টিত বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারের ছোটদের এই বিভাগটিতে খেলাধুলা, নৃত্যগীত, গল্পের আসর, বই পড়ার উৎসাহে কোনও ত্রুটি নেই। সারা দেশের সর্বত্র এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা একান্ত দরকার।

শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার ঃ সংগঠন ও পরিচালনা

অরুণকুমার ঘোষ

[লেখকের নাম পত্রিকার পাঠকদের কাছে নতুন নয়। ইনি পরিষদের বিগত শিক্ষণের ছাত্র ছিলেন এবং গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবের আহ্বায়ক পদে নির্বাচিত হন। ইনি যাদবপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী। প্রবন্ধটিতে লেখক ছোটদের গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রারম্ভিক দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।]

কিছুদিন পূর্বে বাংলা দেশের এক সাহিত্য-সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন বাঙালী শিশু সাহিত্যিককে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে পুরস্কৃতও করা হয়েছিল। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—শিশু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আজ তাঁকে যে "প্রাইজ" দেওয়া হ'ল এটা তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় "সারপ্রাইজ"। আমাদের দেশে সাধারণের পক্ষ থেকে একজন শিশু সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করে এনে শুধু সম্বর্ধনা নয় পুরস্কৃতও করা হয় দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদেরও আশ্চর্য হওয়ার জন্য একটি কারণ রয়েছে। যে বাঙলা দেশের শিশু সাহিত্যের ঐতিহ্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার থেকে আরম্ভ করে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসুর পরও আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছে সে দেশে এখনও পর্যন্ত শিশু গ্রন্থাগার অসংগঠিতই রয়ে গেল।

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য একটি পৃথক বিভাগের সূচনা করে কর্তৃপক্ষ শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন করে তুলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র শিশুদের জন্য কোন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য ও উৎসাহে পরিচালিত যে গ্রন্থাগার সমূহ রয়েছে তারই মধ্যে কোন কোন গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোরদের জন্য পৃথক বিভাগ রয়েছে। এইগুলির পরিচালনাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং সুশৃঙ্খলভাবে হয় না। কিছু কিছু শিশু ও কিশোর সাহিত্য ক্রয় করা হয়ে থাকে এবং সাধারণত, কিশোররাই নিজেদের উদ্যোগে সদস্যভুক্ত হয়ে কখনও গ্রন্থাগার পরিচালকদের ইচ্ছামত অথবা

হাতের কাছে যে বই পাওয়া যায় তাই নিয়েই খুশী থাকে। স্বভাবতই এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সাময়িক ও অবৈতনিক হওয়ায় এবং শিশু-গ্রন্থাগার পরিচালনার উপযোগী বিশেষ শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের অভাবের জন্য তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা করা অনুচিত।

শিশুমন চপল হলেও সহজ এবং সরল। প্রতিটি শিশুকে একটি গোটা মানুষের রূপ দিতে হলে এই সহজ ও সরল মনটিকে কাজে লাগাতে হয়। এখন থেকেই তার মনের গতিকে নির্দিষ্ট করে দিতে হয় একটি লক্ষ্যের দিকে। তাকে শিক্ষা দিতে হয় শৃঙ্খলা, দায়িত্ব সম্পর্কে করে তুলতে হয় সচেতন। তার চরিত্র গঠনে শৈশবে ও কৈশোরে পিতামাতার শিক্ষা ছাড়াও গ্রন্থাগারের মত একটি সংগঠনের শিক্ষার মূল্যও কোন অংশে কম নয়। সেইজন্যে বর্তমান প্রবন্ধে শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনার দু'একটি দিক সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিশু ও কিশোরদের জন্য পৃথক বিভাগ না রেখে একান্তভাবে শিশু ও কিশোরদের জন্যই গ্রন্থাগার গড়ে তোলা উচিত। সরকারী ও বেসরকারী যে কোন উদ্যোগেই হোক এই ধরণের গ্রন্থাগার সংগঠিত হওয়া আমাদের দেশে আশু প্রয়োজন। যদিও আমাদের দেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি মোটেই সংগঠিত নয় তবু যতদিন পর্যন্ত না সংগঠিতভাবে শিশু গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকেই শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগাররূপে পরিচালনা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কটি বিষয়ের প্রতি প্রধানত লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সেগুলি হচ্ছে :

(১) শিশু গ্রন্থাগারে যারা সদস্যভুক্ত হবে তাদের বয়সের সীমারেখা নীচের দিকে বেঁধে না দেওয়াই ভাল। পড়তে শিখলে এবং বইয়ের রস নেয়ার যে প্রয়োজন এই বোধ জন্মালেই তাদের সদস্যভুক্ত হবার অধিকার থাকবে। উপরের দিকে বয়সের সীমারেখা ১৫ বৎসর নির্দিষ্ট করা উচিত। কারণ এই বয়স থেকেই সাধারণত চিন্তাশক্তি পরিপক্কতা (maturity) লাভ করতে থাকে।

(২) গ্রন্থাগারিকের উপযুক্ত শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহিলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শিশুমনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা একজন মহিলা কর্মীর পক্ষে যতটা সহজ একজন পুরুষ কর্মীর পক্ষে ততটা সহজ নয়।

(৩) শিশু গ্রন্থাগারে সর্বক্ষেত্রেই অবাধ অধিগম্যতা (open access) থাকা প্রয়োজন। কারণ শিশুরা কোন বিশেষ ধরণের চাহিদা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসে না। সব কিছু হাতের কাছে পেলে সে তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত বই অনেক সময় বেছে নিতে পারে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীরও দায়িত্ব আছে। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিশুর মনের গতি ও আগ্রহ কোন দিকে তা' বুঝে তাকে উপযুক্ত বই সরবরাহ করা।

(৪) প্রত্যেককে গ্রন্থাগারে সদস্যভুক্ত করার সময় নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করানো উচিত এবং গ্রন্থাগারের নিয়মকানুনগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলেই আশা করা যায় শিশু ও কিশোর তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। অবশ্যই নিয়মকানুনগুলি খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত হবে না। শুধুমাত্র এই বিষয়ে সচেতন হতে এবং নিয়মশৃংখলা পালন করতে তাকে সাহায্য করতে হবে। ভয় দেখালে ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে একেবারেই হয়ত গ্রন্থাগারে আসতে চাইবে না।

(৫) শিশুদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার জন্য মাঝে মাঝে গল্প বলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিশুমন গল্প শোনার জন্য সকল সময়েই উৎসুক। আর এই গল্পের মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি অপর দিকে শিক্ষালাভও ঘটে। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে শিক্ষা-মূলক চলচ্চিত্রও দেখান উচিত।

(৬) খুব ছোট শিশুদের সংগে করে যে অভিভাবকরা নিয়ে আসবেন তাঁদের সময় কাটানর জন্যও শিশু গ্রন্থাগারে পৃথক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৭) শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার রীতিনীতিগুলি এমন সরল ও সহজ হওয়া উচিত, যে প্রয়োজন হলে যেন শিশুরা নিজেরাই তা' পরিচালনা করতে পারে।

ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-নির্বাচন

মিতা মিত্র

[ছোটদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-নির্বাচনের নীতি ও পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন বর্তমান প্রবন্ধের লেখিকা। ইনিও পরিষদের বিগত বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে অধ্যয়ন করছেন। পত্রিকার লেখক-লেখিকা গোষ্ঠীতে ইনিই বোধ হয় সর্বকনিষ্ঠা হিসাবে যোগদান করলেন]

গ্রেশাম-এর মতানুসারে খারাপ টাকার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভাল টাকার অন্তর্ধান ঘটে, কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত, এক্ষেত্রে ভাল বইয়ের প্রচারে খারাপ বইয়ের বিলুপ্তি অবধারিত। ভাল বই বলতে আমরা কি বুঝি—কি ধরণের বই সংগ্রহ করা হবে এবং কোন্‌গুলোকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন—এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিতে হবে।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে গ্রন্থরচনার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রশস্ত হ'য়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল শিশুদের উপযোগী নানারকম বই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মতো এক্ষেত্রেও ভালমন্দের বিচার অবশ্য কর্তব্য। শিশু মনের প্রবণতাকে কিছু সংখ্যক রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সীমায়িত না রেখে তার বর্ধিষ্ণু মনের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার নিবৃত্তিকল্পে জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানের সুস্বাদে তাকে চরিতার্থ ক'রতে হবে। এজন্য মানুষ চিরদিনই জ্ঞান মধুচক্র রচনায় মনোনিবেশ ক'রেছে।

অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার, অচেনাকে চেনবার প্রবল আগ্রহ শিশুমনকে সতত আলোড়িত ক'রে তুলেছে। আর শিশুমনের এই সীমাহীন ক্ষুধার খাদ্য জুগিয়েছে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যরচনা। শরীরের ক্ষেত্রে আমরা যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার ক'রে চলি, মনের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজন সমধিক। আজকাল অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই বিভাগে শিশুমনের উপযোগী গ্রন্থসমূহের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। শিশু গ্রন্থাগারের জন্য এই পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য, অন্যান্য সাহিত্যের মতো শিশু-সাহিত্যেও কিছু সংখ্যক অনভিপ্রেতের

ভীড় জমে উঠেছে। যার দ্বারা কেবলমাত্র শিশু গ্রন্থাবলীর বাহ্যিক সংখ্যাগুণই বেড়ে উঠেছে, কিন্তু শিশুমনোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

শিশুসাহিত্য রচনার পদ্ধতি ও প্রকাশ কিভাবে শিশুমনের আনন্দ বিধান করবে, কিভাবে তার শিক্ষার প্রসার ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশে সাহায্য ক'রবে সেইটাই প্রথমত লেখকের লক্ষ্য হওয়া দরকার ব'লে মনে করি। কি ধরণের বই শিশুমনকে আকৃষ্ট করবে, কোন রচনা ছোট শিশুর উপযোগী হবে, গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। ছোটদের বই যা'তে সহজপাঠ্য, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় লেখা হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। ছোটদের জন্য লেখা বইগুলো যেন বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্বে হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই ধরণের গ্রন্থরাজিই শিশুগ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে সক্ষম এবং এই সমৃদ্ধির মূলে আছে গ্রন্থাগারিকের সক্রিয় সহযোগিতা। অনেক ছোট ছেলেমেয়ে আছে যারা একেবারেই পড়তে চায়না আবার এমন অনেকে আছে যারা বড়দের ইচ্ছানুযায়ী ভাল বই পড়তে নারাজ, গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য তাদের উৎসাহ দান করা এবং তাদের রুচির উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হওয়া।

প্রত্যেক বই সারবস্তুসম্পন্ন এবং পুষ্টিকর হওয়া দরকার। লেখার মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠা চাই। ছোটদের বইয়ের মধ্যে চাই সত্য ও বাস্তবিকতার একত্র সমাবেশ। সত্যের আবরণে মিথ্যাকে সাজিয়ে তোলার নাম গল্প নয়। তবে একথা ব'লছিনা যে গল্পের মধ্যে অবাস্তব কল্পনার একেবারেই ঠাঁই নেই। আমরা জানি স্বপ্নের কাল্পনিক উপাদান ছোটদের কতখানি প্রিয়, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত। শিশুরা অতিমাত্রায় অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং কোনরকম সমাজ বিরুদ্ধ মনোভাব যাতে তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিশুমনে কোনরকম নিষ্ঠুরতা, অসহনীয়তা এবং জাতিগত কুসংস্কার থাকা ঠিক নয়। উপরন্তু, তাদের সুস্থ মন এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট হওয়া চাই। এই সমস্ত চিন্তা করে তবে গ্রন্থাগারিককে ছোটদের বই নির্বাচনের কাজে লাগতে হবে। আর গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এই বই নির্বাচন ব্যাপারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন। এই কাজে সফলকাম হতে হলে দরকার :

(১) প্রকাশিত পুস্তকাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা ;
(২) পুস্তক ব্যবসা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ;
(৩) গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ;
(৪) গ্রন্থাগারে কি আছে এবং কি নেই, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া ;
(৫) সর্বোপরি, শিশুদের মনস্তত্ত্ব প্রণিধানপূর্বক তাদের রুচি সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান।

(১) এ পর্যন্ত কত বই প্রকাশিত হ'য়েছে, সে বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের একটা সঠিক ধারণা থাকা দরকার। প্রকাশিত পুস্তক ব'লতে আমরা দুটকম বুঝি, প্রথমত পূর্বে প্রকাশিত এবং দ্বিতীয়ত, সদ্য প্রকাশিত। পুস্তক নির্বাচনকে আদর্শ এবং বিজ্ঞানসম্মত ক'রতে হলে গ্রন্থের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ পরিচয় থাকা চাই। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানকে শুধুমাত্র শিরোনামার গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আখ্যানভাগের সঙ্গেও সম্যকরূপে পরিচিত হ'তে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক হবেন পাঠক। সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা এই যে, এগুলোর সমালোচনা সাধারণত, সাময়িক পত্রপত্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারিক সদ্য প্রকাশিত পুস্তকের ব্যাপারে এই সমস্ত পত্রপত্রিকার সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকগণ এই সুবিধাটুকুরও সুযোগ পান্ না। কারণ, প্রথমতঃ আমাদের পত্রপত্রিকাগুলোতে শিশু গ্রন্থের সমালোচনার অভাব, এবং দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকগণ বই নির্বাচনের আগে সেগুলোকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে শিশুগ্রন্থ সমালোচনার অভাব একপক্ষে আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছে; কারণ, শিশুরা এর দ্বারা তাদের যথার্থ উপযোগী বই পড়তে পাচ্ছে এবং গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যও এতে সার্থকতা লাভ করেছে। তবে এর একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একটা বই প্রকাশিত হবার বেশ কিছুদিন বাদে গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শিশু গ্রন্থাগারের পক্ষে এটা এমন কিছু অসুবিধাজনক নয় বলেই মনে করি।

(২) গ্রন্থাগারিকের পুস্তক ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিশুমন সব সময়ে সুন্দরের পিয়াসী। প্রথম দৃষ্টিতে তাদের যে জিনিষটা ভাল লাগে, সে জিনিষকে তারা কখনই অবহেলা করতে পারে না। পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে গ্রন্থাগারকে 'বিভাগীয় বিপণি'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সংগৃহীত পুস্তক সম্ভারকে পাঠক সাধারণের চোখের সামনে আকর্ষণীয় ও রমণীয় করে তোলার সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের কৃতিত্ব। শিশুর চোখ আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিই অধিকমাত্রায় সচেতন।

এরপর চাই বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। যার সাহায্যে গ্রন্থাগারিক পছন্দ মতো বই নির্বাচন করবার সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়া গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থসমূহের প্রকাশকদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে বিশেষ সুবিধা হয়। যার ফলে বই নির্বাচন ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতে পারে।

পুস্তকের মূল্য সম্বন্ধেও একটা সঠিক ধারণা থাকা চাই। যার সাহায্যে গ্রন্থাগারের বাজেট অনুযায়ী বই কেনবার সুবিধা হয়।

ছোটদের লেখক ও তাদের লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছুটা জেনে রাখতে হবে। নামজাদা লেখকদের নাম এবং তাদের রচনাসমূহের একটা তালিকা করে রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। এছাড়া তাদের আর কোনও নতুন বই বের হলো কিনা মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে দেখতে হয়।

(৩) সংশ্লিষ্ট এলাকার পুস্তক চাহিদার কথাও গ্রন্থাগারিককেই সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখতে হবে। এর সাহায্যে গ্রন্থাগারিক তার পাঠক মণ্ডলীর পাঠ ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারেন। পাঠকের পাঠক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় তার স্কুল জীবন, গৃহজীবন এবং তার মনের ক্রমবিকাশের সাহায্যে। স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুচিত্তকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করে। স্কুলশিক্ষার মাধ্যমে সে তার পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নিতে পারে। একই ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি ঘটে গৃহপরিবেশে।

(৪) এরপর গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জানা অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে, গ্রন্থাগারে কি বই আছে এবং কি বই নেই। প্রথমতঃ, নিজেদের সংগৃহীত পুস্তকাবলী এবং তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারের জন্য টাকা পয়সা আমদানীর উৎস সম্বন্ধেও বিস্মৃত হলে চলবে না। সংগৃহীত পুস্তকাবলীর জ্ঞান থেকে গ্রন্থাগারিক বুঝতে পারেন, কোন্ বিষয়ে আরও বই সংগ্রহ করা দরকার, এবং কোন জায়গায় পুস্তক সংখ্যা অযথা বেড়ে যাওয়ায় অদরকারী পুস্তকসমূহকে বাতিল করে দিতে হবে। এইভাবেই গ্রন্থাগারিক তার পাঠক সমাজের রুচি এবং কি ধরণের বইয়ের চাহিদা তাদের কাছে অধিক ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারেন।

গ্রন্থাগারিকের অন্যতম জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট বাজেট। এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তবেই তিনি বই নির্বাচন ব্যাপারে আয় বুঝে ব্যয় করতে পারেন। ছোটদের বয়সের ক্রমানুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে এবং বাজেটের বৃহৎ অংশটা ব্যয় করা হবে নতুন বই কেনবার জন্যে।

(৫) অতঃপর ছোটদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে খুব ভালভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ কি ধরণের বই তারা পছন্দ করে এবং কি ধরণের বই তারা পড়তে চায় না, সে বিষয়ে গ্রন্থাগারিক সব সময় সচেতন থাকবেন। অবাস্তবতার মধ্যে শিশুরা রস পায় না। তাই ছোটদের বইয়ের মধ্যে বাস্তবতাবর্জিত দর্শনতত্ত্বের অবতারণা না করে তাদের শিশু মনের উপযোগী রচনা ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দিলে তারা অনেক বেশী খুসী হয় এবং এই ধরণের বই তাদের পক্ষে বুঝতেও সুবিধা হয়। শিশুমন বস্তুর চেয়ে মানুষকে বোঝে বেশী, তাই ছোটবেলায় রাক্ষস খোক্কস এবং পরীদের গল্পের মধ্যেও সে মানুষকে খুঁজেছে। গল্পের মধ্যে তারা খুঁজেছে নিজেদের সত্তা। আগেই বলেছি, শিশুরা অতিমাত্রায় অনুকরণশীল তাই তাদের সামনে যে মানুষের

গল্প তুলে ধরা হবে, সে মানুষ যাতে আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই শিশুর চোখে অবাক বিস্ময়, অসীম তার কৌতূহল, অখণ্ড তার জ্ঞান পিপাসা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সমগ্র বিশ্ব শিশুর চোখের সামনে এক অনন্ত জিজ্ঞাসার রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই কেবলমাত্র গল্প শুনিয়েই শিশুমনকে ভোলানো যাবে না, তার জন্য চাই ভ্রমণকাহিনী, জীবনবৃত্তান্ত এবং ইতিহাসের তথ্য।

এইভাবে শিশুকে বাল্যকাল থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এই পরিচয়সাধনের মধ্যেই শিশুদের জন্য পুস্তক নির্বাচনের সার্থকতা লুকিয়ে আছে।

'যে বই খুশী বেছে নাও'—ছোটদের বিভাগে এই নীতি পালন করতে দেখা যাচ্ছে ভারতী পরিষদ গ্রন্থাগারে (৬, আর জি কর রোড, শ্যামবাজার)। পরিষদ স্থানের অসংকুলান সত্ত্বেও ছোটদের প্রয়োজনকে এই বিভাগের রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে সাধ্যমত গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ বিরাট নিজস্ব বাড়ি আছে, তবুও বহু গ্রন্থাগারেই শিশু ও কিশোরদের উপযোগী স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় না।

বিবর্তনের ধারায়
বাংলা শিশু সাহিত্য

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুচিত্রা ঘোষ

[পরিষদের কর্মিমহলে লেখিকা দুজন 'ত্রয়ী'-র অন্যতমা হিসাবে সুপরিচিতা। নিজেদের নাম গোপন রেখে এঁরা পরিষদের কাজে অংশ গ্রহণের প্রয়াসী। কিন্তু পরিষদের গৃহ-নির্মাণে তহবিলে এঁদের অর্থ সংগ্রহের কথা সকলের প্রশংসায় প্রচারিত হয়ে গেছে। প্রবন্ধে নাম অনুল্লেখ রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এঁরা। পত্রিকার পরিচালকদের পক্ষে সে অনুরোধ রাখা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা দুঃখিত। এঁরা পরিষদের বিগত বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বর্তমানে স্নাতকোত্তর বাংলার ছাত্রী। প্রবন্ধটি বাংলা শিশু সাহিত্যের সমালোচনা নয়; আদ্যোপান্ত সমীক্ষা মাত্র। শেষাংশে শিশু গ্রন্থের আঙ্গিক ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা প্রবন্ধটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে]

"কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে....."

এই হারিয়ে যাবার আকাংখা মানবমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে নিত্যনূতন রসের জগতে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়। এই চাওয়ারই ফল সাহিত্য। শিশুমনের মুক্তি ঘটাতে পারে যে সৃষ্টি তাই শিশুসাহিত্য। অনেকের মতে অবশ্য সাহিত্যকে নির্দিষ্ট কোন বিভাগে ভাগ করা যায় না—যে সাহিত্য শিশুর জন্য রচিত তা কি বয়স্ক ব্যক্তিকে আনন্দ দান করতে পারে না? তেমন হয়ত কোন শ্রেণীবিভাগ সত্যিই সম্ভবপর নয়—তবু শিশুর জগৎ অনাবিল কল্পনার জগৎ, সে জগতের রূপরঙের সীমারেখার সঙ্গে পরিণত মনের জগতের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। শিশুদের জন্য শিশুসাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের শিশুশাখা বর্তমানে সুপুষ্ট, সুদৃঢ় রূপ ধারণ করেছে। ভাবলে অবাক লাগে যে বাংলা সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধনে অল্পবিস্তর অংশ নিয়েছেন। এমনকি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রাগ্রসর অন্যান্যদের সঙ্গে একই পংক্তিতে আসীন হবার দাবী রাখে বাংলার শিশু সাহিত্য। তাই এর ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মত।

শিশুসাহিত্যও অন্য সব সাহিত্যের মত আদিযুগে মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। তার রূপ ছিল মনোহর, কিন্তু মৌখিক, লৈখিক নয়। ঘনিয়ে আসা

সন্ধ্যার আঁধারে, প্রদীপের মিটমিটে আলোয় দিদিমা ঠাকুমার টানাসুরে ছিল তার মাধুর্য।

যুগের পরিবর্তন ঘটল—ইংরেজের আগমনে। ইংরেজ নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত শিক্ষাবিস্তারে হল তৎপর। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়। শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষা পরস্পর ঘনিষ্টরূপে সম্পৃক্ত। শিশুশিক্ষা বিস্তারে প্রথমেই পাঠ্যপুস্তকের অভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। ফলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত শিশুদের উপযোগী পুস্তকগুলিকে সাহিত্য অপেক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ বলাই অধিকতর সংগত। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। আর সেই পাঠ্য-গ্রন্থভূমিতেই যে আধুনিক সমৃদ্ধ শিশুসাহিত্য ভূমিষ্ঠ হয়—এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য।

সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম গ্রন্থ এবং পত্রিকা। সাহিত্য সৃষ্টি করলেই হয় না—তাকে প্রকাশ করতে হয়। যে কোন সাহিত্যের নির্মিতির যুগে, অগ্রগতির পথে পত্রিকার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুসাহিত্যের প্রথম পর্বে—হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলার যুগে শিশুগ্রন্থ ও শিশুপত্রিকার নাম একত্র উল্লেখ্য। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক 'দিগ্দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা শিশু-সাহিত্যের জন্ম সূচনা করে। ১৮১৮—১৮৪০ পর্যন্ত শিশুসাহিত্যের শৈশবকাল। গদ্যসাহিত্য তখন সদ্য গঠিত হচ্ছে, কবিতার ছন্দধ্বনি তখনও অশ্রুত। পত্রিকাগুলিতে ছিল বিষয় প্রাচুর্য। স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা স্পন্দন এনেছিল। পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পশুবাবলী', 'জ্ঞানোদয়'। নীতিশিক্ষা প্রদান, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি বিতরণ ও প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল ঐ পত্রিকাগুলি। গ্রন্থগুলিও ঐ উদ্দেশ্যই সাধন করেছিল। নীতিমূলক গল্প 'নীতিকথা ১ম ভাগ', 'হিতোপদেশ', রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'সমাচারদীপক', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'নীতিদর্শন' ইত্যাদি নামই প্রমাণ করে যে গ্রন্থগুলি সাহিত্যের আনন্দ দেওয়ার জন্য রচিত হয় নি। এরই মধ্যে শ্রীমতী সিয়ার্স উড লিখিত 'ছোট হেনরী'-কে নিছক গল্পগ্রন্থ বলা চলে। আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে শিশুসাহিত্য সূচনা থেকেই অনুবাদ ধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছে। এই যুগ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়—"সোসাইটি রচিত ও প্রকাশিত বাঙলা শিশুসাহিত্যের রূপ সাহিত্যেরও নয়, শাশ্বতও নয়—পাঠ্যসাহিত্যের। সেজন্য তা কালগর্ভে বিলীন।...সোসাইটির লেখকবৃন্দ বর্তমান বাঙলা শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ।" (১)

১৮৪০-এর পূর্বেই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নূতন পথের নিশানা নিয়ে এল। সেই পথে যাত্রা চলে প্রায় ১৮৯০ সাল পর্যন্ত। সৃষ্টিক্ষু মন যেখানে মৌলিক রচনা করতে পারেনি সেখানে অনুবাদ করেছে নানা বিদেশী ও সংস্কৃত কাহিনীর, অবলম্বন করেছে কিংবদন্তীকে। বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি',

'কথামালা', 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতির কতকাংশ অনূদিত আবার কতকাংশ অবলম্বনে রচিত। তারাশংকর 'কাদম্বরী' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বিদেশী লেখক অ্যানস্ অ্যানডারসনের 'মারমেড', 'নাইটিংগেল', 'সোয়ান প্রিনস', 'আগলি ডাকলিং' প্রভৃতি গল্পকে অনুবাদ করেছেন। এই সময়ে শিশুদের জন্য রামায়ণও রচিত হয়—তিনকড়ি চক্রবর্তীর শিশু রামায়ণ। গদ্য সাহিত্যের উন্নতির সংগে সংগে এল পদ্য সাহিত্য। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'লঘুপাঠ্য পদ্য', শ্রীমধুসূদন দত্তের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', দীনবন্ধু মিত্রের ''রাত পোহালো ফর্সা হোলো…'', হরিচরণ দে-র 'কবিতামঞ্জরী', গোপালচন্দ্র দত্তের 'কবিতামঞ্জরী', রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিশু কবিতা'—পদ্যের উৎকর্ষতার প্রমাণ না হলেও সৃষ্টি প্রাচুর্যের পরিচায়ক। রজনীকান্ত গুপ্তের 'আর্যকীর্তি' বা প্রমদাচরণ সেনের 'মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী জীবনী রচনার সূত্রপাত করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বালক বালিকাদের বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত', তারকচন্দ্র গুপ্তের 'প্রাণিবিদ্যা', মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'জীব রহস্য ১ম ভাগ'—বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষা' ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ, রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গল্পসল্প' উল্লেখযোগ্য। সাময়িক পত্রিকাও এগিয়ে চলেছে। 'বিদ্যাদর্পণ' মাসিক পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস, নীতি ও কবিতা। এর আরও কয়েক বছর পরে প্রকাশিত 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৬) মাসিক পত্রিকার বিষয়ব্যাপ্তি লক্ষণীয়—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিতকথা, গল্প, কবিতা ও গ্রন্থ সমালোচনা। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকার বিষয়সমৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে – বিজ্ঞান, গল্প, নীতি, কবিতা, হেঁয়ালি, ব্যাকরণ ও গণিত। আরও পরে ১৮৮৩-তে প্রকাশিত 'সখা' পত্রিকায় নানা দেশী বিদেশী সংবাদ, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের চরিতকথা, প্রশ্ন উত্তরের আসর ইত্যাদি নূতন নূতন উপাদান যুক্ত হয়। গদ্যের উন্নতির সংগেই সাময়িক পত্রিকারও দ্রুত উন্নতি হয়। সাময়িক পত্রিকাগুলির বহু বিষয়মুখীনতার মূলে ছিল সদ্যঘুমভাঙা জাতির অনভ্যাসের জড়তা, কুসংস্কারের মোহপাশ ছিন্ন করে মুক্তিলাভের আকাংখা। এই মুক্তি শুধু সাহিত্যের ভাবে দেখা দিল না, এল তার ভংগীতেও। অর্থাৎ গদ্যভাষা নিপুণ শিলপী বিদ্যাসাগরের হস্তস্পর্শে ক্রমশঃ দৃঢ়, যথোচিত যতিচিহ্নাদির দ্বারা সুষমাপ্রাপ্ত হয়ে বলিষ্ঠ, উচ্চভাবধারণোপযোগী হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরের সেই কৃতির উপরেই আজকের সাহিত্যসৌধ দণ্ডায়মান।

১৮৯১-এর পরবর্তীকাল শিশু সাহিত্যের যৌবনকাল। তার সূচনা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' গ্রন্থটিতে। সাময়িক পত্রিকার অনুসরণে তিনি গ্রন্থটিতে

কবিতা ছড়া, গল্প, জীবজন্তুর বিবরণে সম্বলিত প্রবন্ধ, ধাঁধা, অংক, চিঠিপত্র ও তার সঙ্গে দিয়েছেন একরঙে আঁকা মোটা কতকগুলো ছবি। বইটি যে যথার্থ শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে বলা যায় তিনি—"প্রাণ থেকে লিখেছিলেন…তাঁর প্রতিটি বই…আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ একেবারে কিশলয়ের মত কাঁচা।"(২) তাঁর রচিত 'হাসিখুশি' আজও শিশু সাহিত্যে তুলনারহিত। শিশুসাহিত্যে আর এক দিকপাল হচ্ছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনিই প্রথম রামায়ণ, মহাভারতের অমৃতনিঃসান্দীধারাকে শিশুদের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর রচনার মূল লক্ষ্য ছিল শিশুদের চিত্তরঞ্জন করা। 'টুনটুনির 'গল্প', 'সেকালের কথা', 'আষাঢ়ে গল্প' আজও শিশুদের কাছে সমান চিত্তাকর্ষক। উপেন্দ্রকিশোরের রচনার যেটুকু বাকী ছিল তা পূরণ করতে এগিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি' বইগুলি শিশু বয়সেও যেমন সুখপাঠ্য, চিরন্তন শিশু মনেরও তেমনি আনন্দদায়ক। ভাষার আশ্চর্য সরল সংগীত মাধুর্যে, স্বচ্ছগভীর চিত্ররূপের দ্বারা রচিত সে মায়ালোকের মোহ ছিন্ন করা যায় না। এর সঙ্গে আছে পশুপক্ষী, প্রকৃতি, মানবশিশু সকলের প্রতি এক নিবিড় ও গভীর মমত্ববোধ। রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যবৃত্তিও অসামান্য। কারণ দুজনেই মানুষের মধ্যে চিরন্তন শিশুসত্তাটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এই রচনার ফলই 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠে' একান্ত-ভাবেই শিশু মনকে অনবদ্য রসে ভরে দিয়েছেন। পদাছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের সুর সব কিছু নিয়ে সহজপাঠ শিশুমনে অপূর্ব বিস্ময় রস সৃষ্টি করে। সহজপাঠের গদ্যও প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী—"বাঘ আছে আম-বনে। গায়ে চাকা চাকা দাগ।" রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র নাথ বিশেষ পত্রিকা 'বালক'-কে সমৃদ্ধিশালী করার জন্যই শিশুপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'বালক' আজ লুপ্ত, কিন্তু ঐ বইগুলি চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। উপেন্দ্রকিশোরের পর মনোমোহন বসুর 'খোকার দপ্তর' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ এ বইটির নামও লুপ্তপ্রায়। এর পরই এলেন রূপকথার ঝুলি কাঁধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ছেলেদের আনন্দমেলা', 'চাক ও হাক' শিশুসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। তিনিই প্রথম শিশু-সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব রঙীন চিত্রসমষ্টি। তাঁকে অনুসরণ করে বাংলা শিশুসাহিত্য পর পর অনেককাল রূপকথা-উপকথা রচিত হল। যেমন শান্তা দেবী ও সীতা দেবী রচিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। শিবনাথ শাস্ত্রী অ্যানডারসন ও গ্রীমের ভাণ্ডার থেকে বিদেশী উপকথা সংকলন করেন। সুকুমার সাহিত্য ও চরিতমালা ছাড়াও ১৯১৪-তে প্রকাশিত জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র' বিজ্ঞান গ্রন্থটি শিশু সাহিত্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল।

বাংলা শিশু পত্রিকা সাহিত্যও পিছিয়ে ছিল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্র

কিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত 'সন্দেশ' পত্রিকা আবির্ভাবেই শিশুচিত্ত হরণ করেছিল। তাছাড়া 'সন্দেশের' ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। সন্দেশ শুধু পত্রিকা রূপেই যথেষ্ট ছিল না, সন্দেশ তৈরী করেছিল একদল লেখকগোষ্ঠী যাঁরা পরবর্তী যুগে শিশুসাহিত্যকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুখলতা রাও, কবিশেখর কালিদাস রায়, সুনির্মল বসু, কুলদারঞ্জন রায়, সীতা দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি। সন্দেশের বিষয়বৈচিত্র্য পূর্ববর্তীদেরই সমতুল্য, কিন্তু রচনার পরিবেশন নৈপুণ্য, ছাপা এবং অঙ্গসজ্জায় সে পূর্ববর্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুলদারঞ্জনের পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারত রূপ পরিগ্রহ করেছে, রবিনহুডের সরস বর্ণনা ইংলণ্ডকে করিয়েছে প্রত্যক্ষ। সুখলতা রাওয়ের গল্পগুলি মৌলিক না হয়েও যথেষ্ট রস-সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। তাঁর 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' চিরদিন শিশুপ্রাণে দোলা দেবে। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুখলতা রাও প্রত্যেকেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা দেশবিদেশের ভাণ্ডার থেকে সঞ্চয় করেছেন প্রাণের খাদ্য—তাই নিয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে তৎকালীন শিশুসাহিত্য। কিন্তু ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সুকুমার রায়ের রচনাকে একান্তভাবে শিশুপাঠ্য বললে যেন কম বলা হয়। 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'পাগলা দাশু', 'অবাক জলপান' ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই ছন্দ বিন্যাস, বক্তব্য বিষয়ের চিত্ররূপ, আমাদের মনকে সচকিত করে দিয়ে হাসিয়ে দিয়ে যায়। ছন্দের দোলা শিশুচিত্তে সবচেয়ে আকর্ষণকারী। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোদোলায় তাই বাঙালী শিশুমন নিত্য তরঙ্গিত। শিবরাম চক্রবর্তী আমাদের হাসান, কিন্তু তিনি যে পরিমাণে উপাদান নিয়ে এসেছিলেন, সে পরিমাণে সার্থক হননি। তাঁর 'কালান্তক লাল ফিতা' বা 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' শিশুসাহিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে কৌতুকসাহিত্য হয়ে উঠেছে। সন্দেশের যুগ ও সন্দেশোত্তর যুগের পার্থক্য লক্ষিত হয় ব্যঙ্গ রচনায়। যেমন অন্নদাশংকর রায়। অন্নদাশংকরই প্রথম রাজনীতিকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিলেন। লীলা মজুমদার আপন স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্রা, সে স্বাতন্ত্র্য গল্পবস্তুতে নয়, তার চরিত্রের দিক থেকে। অতি সাধারণ, পরিচিত, ঘরোয়া বস্তুসমূহে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে, আর মন তার থেকে সংগ্রহ করেছে হাসির কণিকা।

শিশুসাহিত্য জন্মলগ্ন থেকে অনুবাদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েছে। বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্লাসিক মহাকাব্য-গুলিকে শিশুদের উপযোগী করে অনুবাদ করা বা অবলম্বন করে নূতন রচনা শিশুসাহিত্যের বিশিষ্টতা। হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'অডিসির' অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে গৌর বিদ্যাবিনোদ ও বিমল দত্ত। ভার্জিলের 'দি ঈনীড'-এর অনুবাদ করেছেন মনীন্দ্র দত্ত। পাশ্চাত্যের রূপকথা ও নীতিমূলক গল্পগুলির অনুবাদ করেছেন ও গ্রিম-এর রূপকথার অনুবাদ করেছেন ধীরেন্দ্রলাল ধর, তারাপদ রাহা,

অনিলেন্দ্র চক্রবর্তী। অ্যানডারসনের রূপকথার অনুবাদ করেছেন তারাপদ রাহা, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী। ঈশপের গল্প লিখেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তারাপদ রাহা। রুশদেশের রূপকথা—দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, চেকজাতির রূপকথা—মিলাডা গাঙ্গুলী, চীনের রূপকথা—অসীম রাহা, বিদেশী রূপকথা—ধীরেন্দ্রলাল ধর। তুলিকলমের প্রকাশনায় শেক্সপীয়র সিরিজ। চার্লস ডিকেন্সের গল্পগুলি বাংলায় এসেছে অজয় দাশগুপ্ত, মনীন্দ্র দত্ত, সুমথনাথ ঘোষ, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখনীর মধ্যে দিয়ে। দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'টলস্টয়ের গল্প', দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইড', মানব বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুলে ভার্নের 'দি লাইটহাউস অ্যাট্ দি এণ্ড্ অব দি ওয়ার্ল্ড', সৌরীন মুখার্জী—'থ্রী মাসকেটিয়ার্স', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—এইচ্, জি, ওয়েলস্-এর 'ফুড অব দি ফুলস্', বুদ্ধদেব বসু—অসকার ওয়াইল্ডের 'হাউই', হেমেন্দ্র কুমার রায়—লুই ক্যারলের 'আজব দেশে অমলা', অশোক গুহ—জে, বি, এস, হ্যালডেনের 'এক যে ছিল যাদুকর', ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'টম কাকার কুটির', রবিনহুড্ ইত্যাদি। সুমথনাথ ঘোষের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত জুলে ভার্ণের লেখা 'মিসটিরিয়াস আইল্যাণ্ড', 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ', 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন। বিমল দত্ত—ভিকটর হুগোর 'লা মিজারেবল', 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই'। নির্মল কুমার বসু—'আজব দেশে এলিস'। মণীন্দ্র দত্ত—'দারুমূর্তির রহস্য'। অশোক গুহ অনূদিত কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত 'দেশবিদেশের লেখা'। শুধু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য নয়, আত্মব্যোপন্যাসের গল্প—সুরেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'আলিবাবা', 'আলাদিন' ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। বনফুল মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রগ্রীব' ও 'মৃত্যুপতি' বই দুটিরও অনুবাদ বহুকাল আগে হয়েছে। অনেক বইয়ের একাধিক অনুবাদও দেখা যায়।

জীবনচরিত শিশুসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক। শিশুসাহিত্যের শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র জীবনী রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশী বিদেশী নির্বিশেষে যে কোনও মনীষীর জীবনীই শিশুমানব গঠনের সহায়ক। ঋষি দাস—মার্কনি, এডিসন, সেক্সপীয়র, গর্কী, টলস্টয়, মিল্টন; সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী—আমাদের নেতাজী; দেব সাহিত্য কুটীরের 'বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ' উল্লেখ্য। এ বিভাগে দীনেশ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী গল্পকাহিনী ছাড়াও পুরাণ, উপনিষদ, জাতকের গল্প যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হচ্ছে। যেমন ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'ছোটদের কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গ্রীক পুরাণের গল্প', কুলদারঞ্জন রায়ের 'কথাসরিৎসাগরের গল্প', বন্দে আলি মিয়ার 'কোরাণের গল্প', তারাপদ রাহার 'ছোটদের জাতক' শুভেন্দু ঘোষের 'জাতকের গল্প'. শরৎ সাহিত্য ভবনের সংস্কৃত ক্লাসিকের বই ইত্যাদি।

সমাজতত্ত্ব থেকে ছোটদের চিন্তা ও মনকে সরিয়ে রাখা হয়নি। নীহার সরকারের 'ছোটদের রাজনীতি' ও 'ছোটদের অর্থনীতি' প্রভৃতি বই এবিষয়টিকে পূরণ করেছে। শিশুমনের কাছে ভ্রমণ কাহিনী, রহস্যঘন অভিযানের বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক, এগুলি সহজেই তার মনকে মুক্তি দিতে পারে। এই বিভাগে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে', 'মেরু অভিযান', 'সাইবেরিয়ার পথে', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'পেনাঙ-এর পাহাড়ে', রামনাথ বিশ্বাসের 'লালচীন', 'মাউ মাউ-এর দেশে', 'আফগানিস্থান ভ্রমণ', বাবাবরের 'ফিলম নদীর তীর', গজেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দেশবিদেশে', বন্দে আলি মিয়ার 'জঙ্গলের গল্প'—প্রভৃতি বইগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও রহস্যঘন কাহিনী পরিবেশন করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (যখের ধন), প্রেমেন্দ্র মিত্র (ড্রাগনের নিশ্বাস), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (কালোভ্রমর) ধীরেন্দ্রলাল ধর (হিটলারের শত্রু, আবিসিনিয়া ফ্রন্টে, কামানের মুখে নানকিং) ও আরও অনেকে।

কিশোরদের জন্য রচিত মৌলিক গল্পগ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। স্বপন-বুড়োর 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা', 'দেশে মোর ঘর আছে', 'সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে', 'পরীর গল্প' প্রভৃতির আকর্ষণ যে কোন শিশুর কাছেই দুর্বার। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা', 'শ্রীপঞ্চমী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তালনবমী', 'আম আঁটির ভেঁপু', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অদ্বিতীয় বনাদা', বুদ্ধদেব বসুর 'গল্পের ঠাকুরদা', অন্নদাশংকর রায় 'তালিম গাছের মৌ', আশাপূর্ণা দেবীর 'রাজা নয়, রাণী নয়', তুষার কান্তি ঘোষের 'আরও বিচিত্র কাহিনী' সমর চট্টোপাধ্যায়ের 'অবন পটুয়া' ইত্যাদি বহু গল্পগ্রন্থের কয়েকটি মাত্র। হাসির খোরাক দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'চার মূর্ত্তি', 'চার মূর্ত্তির অভিযান' 'সপ্তকান্ড'তে, বিধায়ক ভট্টাচার্য—অমরেশের কৌতুক রসে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—'বরযাত্রী'তে।

শিশুসাহিত্যিকগণ বিজ্ঞানকেও অবহেলা করেন নি। শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় ও শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদারের 'বিজ্ঞানের চিঠি', কামিনীকান্ত সেনের 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার', রাধাভূষণ বসুর 'বিজ্ঞান ও বিস্ময়', ও জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞান সিরিজের বইগুলি শিশু সাহিত্যের উক্ত বিভাগের উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। জীববিজ্ঞান শাখাতেও শিশু সাহিত্য অনগ্রসর নয়। তার প্রমাণ রাহুল সাংকৃত্যায়ণের 'মানব সমাজ' (৩ খন্ড) যোগীন সরকারের পশুপক্ষী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পাখির পৃথিবী' প্রভৃতি।

ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'ঝাঁসীর রাণী', 'যারা ছিল দিগ্বিজয়ী, চারুবিকাশ দত্তের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী', ধীরেন্দ্রলাল ধরের—'অতীতের স্বপ্ন', প্রভৃতি। নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' বইটির একটি সুন্দর কিশোর সংস্করণ রচনা করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এ দেশ আমার' সিরিজের বইগুলিও প্রসংশনীয়।

চারু শিল্প বিষয়ে আই, সি, এস অলোক মিত্রর ছোটদের উদ্দেশে লেখা 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা', আচার্য নন্দলাল বসুর 'রূপাবলী' ও 'চিত্রাবলী', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতের শিল্পমূর্ত্তি'-কে এ বিভাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে আরবি রচিত 'অলিম্পিক', পরীক্ষিতের 'ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ' ও বিনয় মুখুজ্যের খেলাধুলোর উপর বইগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পি, সি, সরকারের 'ছেলেদের ম্যাজিক,' বৈদ্যনাথ ঘোষের 'গান বাজনা শেখো'; সম্বুদ্ধ রচিত 'শিকার কাহিনী,' মনোরথ গুহঠাকুরতার 'বনে জঙ্গলে', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দর বনের বিবি', শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' বইগুলি আপন গুণে শিশুমনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জানবার কথা', 'জীবনী বিচিত্রা', 'আমরাও হতে পারি', মৌমাছির লেখা 'জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভান্ড' ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাধারণ জ্ঞানের উপর বইগুলি, ও হরিপদ ঘোষালের 'বিশ্বমানবের কাহিনীতে' প্রভৃতি সিরিজের বইগুলি বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যের ইতিহাসও বাদ যায়নি—নীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' তার একটি দৃষ্টান্ত।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ১০ খন্ডের 'শিশুভারতী' নামে বিশ্বকোষটি বাংলা সাহিত্যেরই একটি গর্বের নিদর্শন। কলকাতার লেখক সমবায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূলে। একটি ছোটদের অভিধান বের করছেন বলে প্রকাশ। শিশু সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যার উপর দিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকগণ পদচিহ্ন অংকিত করেন নি।

সাহিত্য কেবলমাত্র গ্রন্থনির্ভর হলে সমগ্রভাবে উন্নতি করতে পারে না—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকারও প্রয়োজন। শিশু সাহিত্যের প্রথম যুগেও পত্রিকা ছিল, আজও আছে। 'সন্দেশ'-এর অবলুপ্তির পর এল 'মৌচাক'—তখন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে এসেছে 'মাসপয়লা', 'শিশুসাথী', 'শুকতারা', 'ফুলকি', 'পাঠশালা' 'ভাই বোন' প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক 'রবিবার' পত্রিকা। এর মধ্যে কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই পত্রিকাগুলি সবরকম বিষয় নিয়েই আলোচনা করে—এবং শিশুদের নিয়ে নানারকম প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে থাকে। পত্রিকাগুলি সাম্প্রতিক সাহিত্যের মানদন্ড বলে বিবেচিত হতে পারে। মাসিক সংস্করণ ছাড়াও বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যেমন আশুতোষ লাইব্রেরীর 'বার্ষিক 'শিশুসাথী', দেবসাহিত্য কুটীরের 'ইন্দ্রধনু', 'নবারুণ', 'অভিষেক', 'শারদীয়া', 'দেবদেউল', 'অপরূপা', 'অপরাজিতা'। কিশোর' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় যুদ্ধোত্তর যুগে প্রকাশিত হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রায় প্রত্যেক পত্র পত্রিকাতেই আজকাল একটি করে সাপ্তাহিক শিশুবিভাগ থাকে। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' দৈনিক

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগীন্দ্রনাথ নাথ সরকার

স্কেচঃ নীহার কান্তি চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সুকুমার রায়

বসুমতীর 'ডাকঘর'। অন্যান্য পত্রপত্রিকার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত "জ্ঞান বিজ্ঞান" পত্রিকাটির কিশোর বিভাগ প্রশংসার দাবী রাখে।

শিশু সাহিত্যের গঠনেতিহাসে প্রকাশনাগারের দানও কম নয়। যেমন ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী রুশভাষার বিভিন্ন বই-এর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, সঙ্গে দিয়েছেন মূল রুশ সংস্করণের চিত্রগুলির প্রতিলিপি—তলস্তয়ের গল্প, উক্রানীয় উপকথা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিও এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন—আন্তন চেখভের 'কলিতানস্কা', তলস্তয়ের 'সোনার চাবি'; সিগনেট প্রেস, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী (জ্ঞানভারতী গ্রন্থমালা), 'শরৎ সাহিত্য ভবন, অভ্যুদয় প্রভৃতি প্রকাশনালয় শিশু সাহিত্য প্রকাশনায় যথেষ্ট উৎসাহী। অভ্যুদয়ের 'কিশোর সঙ্কলন সিরিজ' বা 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজ এক নোতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শিশুদের কান ছন্দে মিলের ধ্বনিটি যেমন চায়, তাদের চোখ তেমনি চায় নানা রঙ। সদ্য পড়তে শেখা শিশুদের ছবির প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। এবং এটা একান্তই স্বভাবজাত। ইদানিং প্রকাশকগণ শিশুপাঠ্য ছোট্ট ছোট্ট কাহিনীকে বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গসজ্জা, দ্বারা কৌতুকজনক আকারে প্রকাশ করছেন। এক্ষেত্রে আর্ট ইউনিয়নই পথিকৃৎ। তাঁদের 'পুষির আস্তানা', 'গ্যাঙোর গ্যাঙ', 'বুধুভুতুম', 'উমনো ঝুমনো', 'ময়ূরপঙ্খী নাও', 'উল্টুষ্টি', 'মজার ছবি', 'মিউ মিউ', 'কলাবতী' ইত্যাদি বইগুলি নামকরণানুসারে আকৃতি ধারণ করেছে। এগুলির পরিকল্পনা করেছেন প্রণব বিশ্বাস। শিশু সাহিত্য সংসদও এমনি একটি প্রকাশনালয়—তাঁদের 'ছবিতে রামায়ণ', 'ছবিতে মহাভারত', 'ছবিতে পৃথিবী', 'ছড়ার ছবি', প্রভৃতি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। সাম্প্রতিক এই সকল প্রচেষ্টার গতি তরান্বিত হয়েছে মস্কো থেকে বাংলায় প্রকাশিত 'দাদুর দস্তানা' নামে বইটি আমদানীর পর।

সম্প্রতি আশা গঙ্গোপাধ্যায় 'শিশুসাহিত্য' সম্পর্কে প্রথমে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. লাভ করেছেন।* অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়েই চলেছে শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা।

সমগ্রভাবে বিচার করে এটুকু বোঝা যায় যে শিশুসাহিত্য শৈশবের চঞ্চলতা পেরিয়ে আপন অস্তিত্বে ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। বেড়েছে প্রাচুর্য, এসেছে নানা উপাদান, রূপায়ণের হয়েছে বহুতর সমৃদ্ধি। কিন্তু এই প্রাচুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা যেন শিশুসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই। শিশু সাহিত্যকে একাধারে সাহিত্যগুণসমন্বিত হতে হবে আবার তার ছোট্ট পাঠকগোষ্ঠীকেও সামনে রাখতে হবে। দুইয়ের সমন্বয়ই যথার্থ সিদ্ধি আনবে। শিশুসাহিত্যের পাঠকসমাজ দুই শ্রেণীর—একপক্ষ একেবারে নোতুন যাদের ঠিক শিশু বলা চলে অর্থাৎ যাদের বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত, অপর দলকে কিশোর বলা যেতে পারে—এরা মনের দিক থেকে অনেকটা পরিপক্ক। কিশোরদের জন্য আয়োজন অনেক, তাই উপকরণ বাহুল্য হতে বেশী দেরী হয় না, আর পক্ষান্তরে নবীন কিশলয়ের মত

সদাঅংকুরিত মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামগ্রী বেশী পাওয়া যায় না। শিশু সাহিত্য রচনার সময়ে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

চিত্র শিশুপাঠ্য বইয়ের অন্যতম সম্পদ। এই চিত্র নির্বাচন খুবই কঠিন কাজ। এমন চিত্র হবে না যা পুস্তকের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পড়ার আগ্রহকে ব্যাহত করে নিজেই বড় হয়ে ওঠে, আবার এমন চিত্রও হবে না যা পাঠাবিষয়কে আরও উজ্জ্বল করতে না পারে। এমনভাবে সামঞ্জস্য রেখে চিত্র সংযোজিত করতে হবে যাতে তার ব্যঞ্জনা ছোট্ট মনটিকে আরও কিছুদূরে নিয়ে যেতে পারে। ছবির কাজ হবে। "চোখ ভোলানো নয়, চোখ ফোটানো"। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের ছবিগুলিকে আদর্শ বলা যেতে পারে। ছবি শুধু শিশুমনের কল্পনার লাগামটাকে ছেড়ে দেবে—তারপর সে কোন দিগন্তে গিয়ে পাড়ি জমায় তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছবির থাকবে না। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুশী এই গুণযুক্ত। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের অঙ্গসজ্জার দ্বিতীয় উপকরণ বইয়ের ছাপা অক্ষরের আকৃতি। এমন অক্ষর হবেনা যা শিশুদের নবীন চোখতে আহত করতে পারে। সাধারণত ১৮ পয়েন্টের অক্ষরই উপযুক্ত—আর্ট ইউনিয়ন প্রকাশিত বইগুলির মত সহজপাঠ্য বই শিশুরা অনায়াস ভঙ্গীতে পড়তে পারে। তৃতীয়ত শিশুপাঠ্য বইগুলি যেন কোন কারণেই ভারী না হয়। ভারী কাগজে বই ছাপা হবে না। আর্ট পেপার বা অন্য কোন ধরণের উজ্জ্বল কাগজও ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্বশেষে মনে রাখতে হবে এ বইয়ের পাঠকসমাজের দৈহিক গঠন ছোট। তারা যাতে সহজে বহন করতে পারে বইয়ের আকার তেমনি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এককথায় বইগুলি শুধু ভাববস্তুতে ছোটদের উপযোগী হলে চলবে না বইয়ের সজ্জাতেও তা ছোটদের উপযোগী হওয়া দরকার।

আজ থেকে দেড় শতাব্দী পূর্বে শিশু সাহিত্যের যে কাঠামো কাঠ-খড় দিয়ে প্রথম তৈরী হয়েছিলো, বিদ্যাসাগর তাকে প্রথম মৃত্তিকাস্পর্শে সুষ্ঠু রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন, রঙ দিয়ে তাকে চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ—আজকের আধুনিক সাহিত্যিকগণের কাজ হল সেই মূর্ত্তিকে নানা অলংকারে ভূষিত করে তাকে সর্বজন-মনোহর রূপে দাঁড় করানো। আধুনিক সাহিত্যিকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সচেষ্ট এবং আমরা আশা করি সেই চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সার্থকসুন্দর হয়ে উঠবে।

১ খগেন্দ্রনাথ মিত্র—শতাব্দীর শিশুসাহিত্য
২ বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্যচর্চা
৩ আশা দেবী—বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর

নীহার কান্তি চট্টোপাধ্যায়

[লেখকের প্রথম পরিচয় ইনি এক প্রতিভাবান চিত্রকর। পরিষদের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে স্নাতকোত্তর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র ; বিগত বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণের ছাত্র ছিলেন। লেখাটিতে ইনি ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্প বলার প্রয়োজন ও প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন]

গ্রন্থাগারে গল্পের প্রয়োজন কি ?

Sayers-এর কথায় এর উত্তর হ'ল : '…is to open books which might not otherwise be known…'

শিশু বা কিশোরদের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক যে পাঠ করা প্রয়োজন এবং তার যে বিশেষ কোন মূল্য আছে তা আজকের দিনেও এদেশে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু গ্রন্থাগারের পুস্তক পাঠের একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগে জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন, মানুষের নব চিন্তাধারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব পথের সৃষ্টি করেছে। এই সকল শ্রেণীর চিন্তাধারার সুসমন্বিত জ্ঞান স্কুল পাঠ্য তালিকার মধ্যে স্থান পায় না। দেওয়া সম্ভবও নয়। সুতরাং সে জ্ঞান আহরণ করতে হ'লে পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তকও পাঠ করতে হবে। এবং তার জন্য একমাত্র প্রশস্ত ক্ষেত্র হ'ল গ্রন্থাগার। কিন্তু শিশুরা চঞ্চল, পাঠে অমনোযোগী। কাজেই তাকে গ্রন্থাগারের পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট করা সাধারণ বা সহজ কাজ নয়। ভীতি প্রদর্শন করে যে কৃত্রিম মনোযোগের সৃষ্টি করা হয় তাতে সত্যিকারের পাঠ বা জ্ঞান আহরণ হয় না। সুতরাং তাকে তার মনের উপযুক্ত রসদ দিতে হবে এবং তার সাহায্যে তাকে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ?—সম্ভব গল্পের সাহায্যে।

শিশু মনে গল্পের প্রভাব অসামান্য। এবং গল্পের প্রতি শিশুদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সুতরাং গ্রন্থাগারে গল্প বলার ব্যবস্থা করে শিশু মনকে যদি ঐ গল্পের মাধ্যমে পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে কি তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি হবে না ? যদি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প বলে শিশুদের মনে তাঁর সম্বন্ধে একটি আগ্রহের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তা হ'লে কি তারা নিজেরাই রবীন্দ্রনাথের বই খুঁজে পড়তে চেষ্টা করবে না ? গল্পকে যদি

সার্থক ভাবে বলা যায় যার দ্বারা শিশুরা চমৎকৃত হবে, তাহলে তারা যে সহজেই পাঠে আকৃষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাগার শিশুকে পাঠে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য বা নিয়মের মাধ্যমে বাধার সৃষ্টি করবে না। পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের মনে একটি স্বচ্ছন্দ এবং সুন্দর পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করে দেবে। শিশু গল্প পেলে পৃথিবীর অন্য সব কিছুকেই তুচ্ছ বলে মনে করে অর্থাৎ অন্য সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তার অপরিণত অসম্পূর্ণ মনকে গল্প একটি সুদূর কল্পনালোকে নিয়ে যায়। এবং সেই কল্পনার রাশিকে মনের মধ্যে একাত্ম করে ফেলে, তাই গল্পই শিশুমনকে আকৃষ্ট করার শ্রেষ্ঠ এবং সহজতম উপায়। এই পথকে সার্থকভাবে অনুসরণ করতে পারলে শিশু সহজেই পুস্তক পাঠের মধ্যে এক অব্যক্ত সৌন্দর্যের এবং আনন্দের সন্ধান পাবে। এবং এমন অবস্থাও ভাবা অন্যায় হবে না যে প্রয়োজন বোধেও তাকে পাঠে বিরত করা আর সম্ভব হবে না। যে গল্প শিশু বা কিশোর পাঠ করেছে সেই কাহিনীই যখন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারিকার মুখে অপূর্ব বর্ণাঢ্য চিত্রের সৃষ্টি করবে, গল্পের মধ্যে জীবনের সন্ধার করবে তখন শিশু কি বলবে না যে "There is a great deal more in that story than I thought there was when I read it."

গল্পের প্রয়োজন এবং উপকারিতা বোঝা গেল। কিন্তু যে কোন প্রকার গল্পই কি এই প্রয়োজন সাধনের পক্ষে উপযোগী বা উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম? বিচার করলে দেখা যাবে যে সমস্ত গল্পই এই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম নয়। সুতরাং সেই শ্রেণীর গল্প উপযোগীও নয়।

"What we want as our ideal are stories based on great books which will create the desire to read those books." আমাদের দেশে রামায়ণ, মহাভারত এবং ইউরোপে ওডিসি, ইলিয়ড প্রভৃতি মহাকাব্যের যে অপূর্ব বর্ণালী ঘটনা সমূহ এবং চরিত্র চিত্রন আছে তা শিশুমনের উপযুক্ত রসদ প্রদানে সক্ষম। রাজাদের কাহিনী, যুদ্ধের কাহিনী প্রভৃতির মধ্যে শিশুরা এক অভূতপূর্ব আনন্দের সন্ধান পায়। এ ব্যতীত পৌরাণিক কাহিনী, উপাখ্যান, জীবজন্তু সম্বন্ধে চমকপ্রদ কাহিনী, বিজ্ঞানের টুকিটাকি প্রভৃতিই শিশু-গ্রন্থাগারের গল্পের উপজীব্য হওয়া উচিত ; কারণ এই সকল গল্প বা কাহিনী শিশুমনকে এক বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে তাকে ভাবতে বাধ্য করে এবং বই-এর প্রতি আকৃষ্ট করে। কেবলমাত্র তাই নয়,—তাদের মনে অদম্য সাহসের সঞ্চার করে এবং দুঃসাহসিক অভিযানে অনুপ্রেরণা দেয়। McColvin-এর কথায় গল্পের উপজীব্য হবে সেই সমস্ত বস্তু : 'which appeal to the sense of wonder and the sense of humour that stimulate imagination and spirit of adventure."

এখন এই কাহিনী সুষ্ঠুভাবে এবং উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করতে হ'লে যে যে বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হোল :

(১) কোন ক্রমেই গল্প পাঠ করা উচিত নয়, কারণ তা পুস্তক পাঠের উৎসাহকে নষ্ট করে দেয়।

(২) গল্প খুব দীর্ঘ যেন না হয়। তা হবে ছোট এবং চমকপ্রদ যার প্রতি শিশুর একটি সাধারণ আকর্ষণ থাকবে। দীর্ঘ কাহিনী সেই আকর্ষণ নষ্ট করে দেয়।

(৩) খুব ঘন ঘন গল্পের ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। প্রত্যহ গল্পের ব্যবস্থা হ'লে শিশুদের মন স্বভাবতই পাঠে বিরত হবে এবং গল্প শোনার জন্য ব্যাকুল হবে।

(৪) সুতরাং কেবলমাত্র সপ্তাহে একদিন এবং অন্যান্য সাধারণ ছুটির দিনে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) পাঠকক্ষে গল্পের আসর না বসানই ভাল। সুতরাং এর জন্য পৃথক ঘর থাকলে ভাল। উন্মুক্ত স্থানেও সময়ে সময়ে আসর বসান যেতে পারে।

(৬) এক একটি দলে মোট ত্রিশ জনের অধিক শিশু বা কিশোরকে না নেওয়াই ভাল। সভ্য সংখ্যা অধিক হ'লে পৃথক দল গঠন করতে হবে।

(৭) একটি গল্প বলার পক্ষে ১ ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। তার বেশী সময় এর জন্য ব্যয় করা উচিত নয়। কারণ তাতে শিশুমন ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

(৮) বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের ঘনিষ্টতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(৯) কথক বা বক্তা চেয়ারে বসবেন এবং শিশুরা মাদুর বা ঐ জাতীয় কিছুতে একটি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁর সামনে বসবে। এতে সকলের দৃষ্টি কথক বা বক্তার উপরে থাকবে এবং তিনিও তাদের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ পাবেন।

ছোটদের দুটি আদর্শ গ্রন্থাগার ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু ও কিশোর বিভাগ

প্রেমতোষ হালদার

[ইনিও পরিষদের বিগত বর্ষের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। এখন স্নাতকোত্তর স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্র। সিঁথি নবজাতক পাঠাগারের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত। ইনি গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পর্যটন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করবেন]

কচি কচি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ। জিজ্ঞাসু মন। একদল চঞ্চল ছেলেমেয়ে বসেছে বর্ণালী পরিবেশে। বৈকালিক খেলা ফেলে এরা এসেছে গ্রন্থরাজ্যে—শিশু গ্রন্থাগারে। শিশু কণ্ঠের কলকাকলী এখানে শান্ত হয়ে গেছে। রঙ-বেরঙের ছোট ছোট চেয়ার টেবিল আর বই-এর তাকের মধ্যে নিজেদের দিয়েছে ছড়িয়ে। মনের আনন্দে কেউ বই পড়ছে, কেউ বা ছবির পাতা ওলটাচ্ছে, কেউ বা দেওয়ালে ছবি আঁকছে—কালো বোর্ডে ফুটে উঠছে শিশু-মনের আলপনা। 'একোরিয়াম'-এর রঙীন মাছের স্বচ্ছন্দ-বিহার আকর্ষণ করেছে গুটিকয়েক বিস্ময়-বিমুগ্ধ শিশুদের। সামনে বসে রয়েছেন শাসকের রাজদণ্ড হাতে কোন শিক্ষিকা নয়, স্নেহ আর স্মিত-মুখে শিশু-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা। আমাদের জাতীয়-গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটি দেখলে মনে হবে এটা শুধু শিশুদের গ্রন্থাগার নয়, তাদের আনন্দ-নিকেতনও বটে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগটি দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশে স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিশু গ্রন্থাগার খুবই কম। শিশুদের জন্য যে সকল গ্রন্থাগার আছে তা বড়দের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত একটি বিভাগ মাত্র। সহরের এক নির্জন প্রান্তে এই জাতীয় গ্রন্থাগারের বিরাট প্রাসাদের মধ্যে শিশু বিভাগটি যেন একটু অবহেলিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে নীচের দিকে চোখ পড়ে. ছোট অক্ষরে লেখা আছে Children's Library. মাত্র ১৯৬০ সালে এই শিশু-গ্রন্থাগার পৃথিবীর আলো দেখেছে।

শিশু-গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথ সরে যেতেই মনে হয় প্রবেশ করলাম এক রূপ-কথার জগতে। যারা এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে তাদেরই উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই খুবই ছোট ছোট বেতের চেয়ার আর গোল টেবিলে ঘরটি সাজানো। চেয়ারগুলি রঙ করা হয়েছে শিশু

মনে রঙ ধরাবার জন্যে, টেবিলগুলিও রামধনুর রঙে আঁকা। এমন কি জানালা দরজার পর্দাগুলি, জল খাওয়ার গ্লাসও নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র। ঘরের দেওয়াল-গুলি কতকগুলি ছবিতে সাজান হয়েছে—তার মধ্যে আছে কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য চরকার ছবি, শিশুদের সঙ্গে চাচা নেহেরু ও ছোটদের সাথে গান্ধীজীর ছবি। কোন জীবজন্তুর মডেল বা অন্য কোন মনীষীর ছবি চোখে পড়ল না। বুক-সেলফগুলির উপর কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল রয়েছে। ভিতরের ঘরের একদিকে রয়েছে কালো বোর্ড। এখানে যারা পড়তে আসে তারা আপন খেয়ালে ছবি আঁকে। একটি বুড়োর ছবি আঁকা রয়েছে দেখলাম। ঘরের ভিতরে স্বাভাবিক আলো-বাতাস খুব কম প্রবেশ করে—তাই কৃত্রিম নীয়ন আলোয় ঘর আলোকিত করতে হয়। কোন গ্রন্থাগারের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই ধরণের ঘর মোটেই উপযোগী নয়। গ্রন্থাগারের অঙ্গসজ্জার সৌন্দর্য অনেকখানি খর্ব হয়েছে মাঝের বড় বড় দেওয়ালের জন্য।

ঘরের প্রথম অংশের এক কোণে রয়েছে পত্র-পত্রিকার সেলফ্ আর একদিকে বই-এর জ্যাকেট display করার। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ২৭টি পত্রিকা আসে। র‍্যাকে বইগুলি সাজানো আছে Dewey-র Classification Scheme অনুযায়ী।

এখানে বই আছে প্রায় দশ হাজারের মত। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ভিন্ন রাশিয়ান ও ফরাসী ভাষাতেও কিছু কিছু বই আছে। বাংলা বই-এর সংখ্যা এখানে মাত্র তের শতের মত আর হিন্দি বই-এর সংখ্যা প্রায় চৌত্রিশ শ'র কাছাকাছি। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের ভাষায় জীবজন্তুর গল্পের রঙীন ছবির বই-এর অভাব অত্যন্ত অনুভূত হয়। এখানে যারা পড়তে আসে তারা গল্প-উপন্যাস বা মজাদার ছবির বই বেশী ভালবাসে। বাড়ীতে বই নেওয়ার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত এখানে হয় নি। তারা শুধু গ্রন্থাগারে বসেই বই পড়তে পারে। বিকেল তিনটা হতে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। তবে রোববার বা ছুটির দিনে খোলা থাকে সকাল দশটা হতে পাঁচটা পর্যন্ত। সহরের এক প্রান্তে এই গ্রন্থাগারটির অবস্থান, তাই সহরের অধিকাংশ শিশুরই নাগালের বাইরে। তবুও এখনকার সভ্যসংখ্যা ৬০০ জন। আপাতত গ্রন্থাগার ব্যবহারে তেমন কোন কড়াকড়ি নিয়ম নেই, পাঁচ হতে বারো বছরের মধ্যে যে কোন বালকবালিকাই এখানে এসে বই পড়তে পারে। নিজেরাই র‍্যাক হতে বই নিয়ে পড়তে বসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল এখানে এসে যে একটু দুষ্টুমী বা গণ্ডগোল না করে তা নয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলতার কঠোরতা একটু কম। এখানে প্রতিদিনে প্রায় ২৫।৩০ জন ছেলেমেয়ে পড়তে আসে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকা জানালেন অনেক সময় তাঁদের শিশুদের অনুরোধে গল্প বলে বা বই পড়ে শোনাতে হয়। তাঁরা সানন্দেই তা করে থাকেন। তবে নিয়মিত ভাবে তাদের

নিয়ে গল্প বলা, আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন বা কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রভৃতি যেগুলি যে কোন শিশু-গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যাপার তার সবগুলিই এখানে অনুপস্থিত। সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে প্রীতি বা সাংস্কৃতিক কোন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয় না। তাই জাতীয় গ্রন্থাগারের এই শিশু-বিভাগটিকে Children's Library না বলে Children's Reading Room বলাই ভাল।

জাতীয় গ্রন্থাগারের নিরুৎসাহতা ছেড়ে এবার এলাম জনতার সরণীতে—আর একটি শিশু-গ্রন্থাগার দেখতে। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু বিভাগটি শিশু-গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই শিশু-বিভাগটি এখনো শিশু কেননা এর জন্ম মাত্র ১৯৬০ সালের মে মাসে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা। বিরাট প্রাসাদোপম গৃহের ঝকঝকে তকতকে পরিবেশে প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত ঘরে এই শিশু-বিভাগটি স্থাপিত। এই শিশু-গ্রন্থাগারটির অঙ্গসজ্জার পারিপাট্যে বেশ শিল্পকুশলতার পরিচয় আছে। ঘরের আলো, রঙ ও আসবাবপত্রের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। শিশুদের বসবার উপযোগী ছোট ছোট কাঠের চেয়ার রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে গোল টেবিলের চারিপাশে সাজান। দেওয়ালের চারিদিকে ছোট ছোট রঙীন কাঠের র‍্যাকে বই। সব আসবাবপত্রই এক রঙা হাল্কা রঙে রঙীন। উপরে ঝোলান আলোর গায়ে গায়ে বিভিন্ন জীব-জন্তুর ছবি-আঁকা রঙ-বেরঙের ফানুসও ঝোলান রয়েছে দেখলাম। তবে সবচেয়ে অভিভূত করল এখানকার শিশু ও কিশোর সভ্যসভ্যাদের আঁকা শিল্পসৃষ্টি। কালো-বোর্ডে মনের আনন্দে তারা আঁকে, স্বাক্ষর রাখে উজ্জ্বল প্রতিভার। পেন্সিলে, রঙে ও তুলিতে আঁকা কতকগুলি ছবিও রয়েছে দেখলাম। এই সকল ছবিগুলিতে তাদের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। শুনলাম এদের মধ্যে মাঝে মাঝে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাও হয়। ঘরে কোন মনীষী বা জীবজন্তুর মডেল নেই তবুও এখানে এলে মনে হয় বুঝি শিশু-তীর্থে এসেছি।

এই শিশুবিভাগটিতে বই-এর সংখ্যা আড়াই হাজার। পত্র-পত্রিকা আসে সাত আটটি। বইগুলির Display-র ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু বই-এর Cover নয়, সম্পূর্ণ বইটিই তাঁরা মেলে ধরেছেন শিশু-পাঠকদের দৃষ্টির সম্মুখে। অধুনা এর সভ্য সংখ্যা চারশ' ছিয়ানব্বই। পূর্বে এখানে সভ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ বিধিনিষেধ ছিল না, তবে বর্তমানে Institute-এর যাঁরা সভ্য তাঁদের ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে তাদের বয়স ছয় হতে চৌদ্দ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। এদের কোনরূপ মাসিক চাঁদা লাগে না। প্রতিটি সভ্যকে একটি করে বই বাড়ী নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। ছোটরা এখানে বসেও পড়তে পারে, তার জন্য প্রতিদিন গ্রীষ্মকালে ৪টা হতে ৭টা এবং শীতকালে ৩টা হতে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রায় ৫০ জন ছেলেমেয়ে বসতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। এখানে বাংলা ও ইংরাজী ভিন্ন

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার যেমন, মালায়লম, তেলেগু, হিন্দি, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাতেও বই আছে। এখানকার শিশু সভ্যদের মধ্যেও এই সব ভাষা-ভাষী ছেলেমেয়ে আছে। জনবহুল পরিবেশে এই গ্রন্থাগারটি অবস্থিত, তাই অনেক শিশুই এখানে যাতায়াত করতে পারে। দৈনিক গড়পড়তা ৫৬ জন শিশু আসে এই গ্রন্থাগারে। ১৯৬১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে বার্ষিক বই বিলির সংখ্যা হচ্ছে ১১০০৫ খানি। এখানকার সভ্যসভ্যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বিতর্ক-সভা, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। তবে নিয়মিত ভাবে এদের নিয়ে আলোচনা সভা, গল্পবলা বা কিছু খেলাধুলোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে শিশুদের মধ্যে গল্পবলা বা ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতির পরিকল্পনা আছে শুনলাম। এই বিভাগের সভ্যসভ্যারা একটি দেওয়াল পত্রিকা বের করে। তাদেরই লেখায়-রেখায় ও ছবিতে ভরে ওঠে এই পত্রিকা। এই সকল ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের ঔদাসীনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শিশু ও কিশোরদের মধ্যে গ্রন্থাগার-প্রীতি যে এমনই বেড়ে উঠছে তা এই সব শিশু-গ্রন্থাগারগুলি দেখলেই বোঝা যায়। দু' জায়গাতেই দেখলাম বিকেলে লাইব্রেরী খোলা হয়, যে সময়টা তাদের খেলবার সময়। তবু দু' জায়গাতেই দেখলাম এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠের ইসারাকে উপেক্ষা করে সাড়া দিয়েছে বই-এর ডাকে। তাদের উৎসাহ একাধারে আমাদের আশা ও আনন্দের বিষয়।

১৯শে ডিসেম্বর পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি শ্রীঘণিভূষণ রায় অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

পরিষদ কথা

পরিষদ কার্যালয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগাযোগ

মিনিস্ট্রি অব ফিনান্সের গ্রন্থাগারিক এবং পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রথম বর্ষের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থাগার সম্পাদককে এক পত্রে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার তৎপরতার উন্নতি এবং বৃত্তিকুশলীদের সম্প্রসারণ সত্ত্বেও পরিষদের কর্মীর অভাব ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ভাল লেখার অভাব ঘটে কেন? এ অনুযোগের খণ্ডনে পরিষদের বিগত বর্ষের শিক্ষার্থীরা কিছুটা যে প্রয়াসী হয়েছেন তার পরিচয় পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি। একটি ছাড়া এবার শুধু তাঁদেরই মধ্যে থেকে সাতজন নতুন লেখক লেখিকার প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি সমন্বিত পত্রিকার এই সংখ্যাটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিগত বর্ষের শিক্ষণপ্রাপ্তদের অধিকাংশই এখনও বৃত্তিতে প্রবেশ করেন নি। কিন্তু পরিষদকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ সৃষ্টি করে এক সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে এঁরা পরিষদ কার্যালয়ে সমবেত হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে পরিষদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। গত বর্ষের শিক্ষার্থীরা কলকাতার উপকণ্ঠে ইতঃপূর্বে দুটি প্রীতিসম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন। তাতে আমন্ত্রিত অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীরাও যোগদান করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্রীকমলাকান্ত প্রামাণিক, শ্রীমতী দীপিকা চক্রবর্তী, শ্রীমতী যমুনা নন্দী, শ্রীবিজয় প্রধান, শ্রীমতী কনক ভট্টাচার্য, শ্রীপার্থ গুহ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ও শ্রীপার্থ লাহিড়ীর নাম অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিগত বর্ষের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা এবারের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

পরিষদকে কেন্দ্র করে বৃত্তিকুশলীগণ ও গ্রন্থাগার কর্মীরা পারস্পরিক চেনাজানা ও নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ বিনিময়ের সুযোগ গ্রহণ করলে কর্মীদের নানাবিধ সমস্যার সুরাহার চেষ্টা সহজ হবে বলে মনে করা যায়। জেলা গ্রন্থাগারিক, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের কর্মীরা পরিষদকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিয়মিত সংযোগ গড়ে তুলুন এবং পরিষদ কার্যালয় সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিস্বার্থজড়িত কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হয়ে উঠুক—পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এই কামনা করে। সকলের স্বার্থজড়িত যে কোনও মিলিত প্রচেষ্টাই পরিষদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবে।

হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের যুক্ত উদ্যোগে ও সাঁতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা গত ১৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মিলিত হন। বিষয় ছিল জেলার গ্রন্থাগার তৎপরতার বর্তমান পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়। পরিষদ সচিব শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় দেশের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসাচ্ছল্য ও অসংগঠিত অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের অত্যাল্প বেতন এবং এবং তাও যথাসময়ে না দেওয়ার প্রতিকার হিসাবে তিনি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আহ্বান জানান।

শ্রীরতিকান্ত চক্রবর্তী (বাণী নিকেতন, আমতা), শ্রীবাসুদেব রায় (দেশবন্ধু পাঠাগার, জয়নগর), ডাঃ সুধীর ঘোষ (ডোমজুড় সাধারণ পাঠাগার), শ্রীঅরবিন্দ বসু (বাতরা অধ্যয়ন সমিতি), শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সচিব, জেলা গ্রন্থাগার), ও শ্রীঅভয় সরকার (জেলা গ্রন্থাগার), শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্য প্রভৃতি জেলার গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

গত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও ডিসেম্বর মাসের ১৯-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্মিলন উৎসবের চিরাচরিত ধারা থেকে এবারের অনুষ্ঠানে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। নৃত্যগীতানুষ্ঠান ও জলযোগের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার আলোচনা অনুষ্ঠান সূচীতে গুরুত্ব লাভ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি. এস. কেশবন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়।

পুনর্মিলন উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় অভ্যাগতদের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে দেশের অনুন্নত শিক্ষার মান ও সামাজিক তাগিদের অভাবই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বৃত্তির প্রতি কর্তৃপক্ষের ঔদাসিন্যের কারণ। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে প্রথমেই দরকার এর প্রতি জনচেতনার সৃষ্টি ও বিস্তার। বৃত্তিকুশলীদের যথোপযোগী ভূমিকা গ্রহণের জন্যে শ্রীরায় আহ্বান জানান। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে পে-কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা ও অবিচার করা হয়েছে ; সরকার রাজ্যব্যাপী যে-গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চলেছেন তার সাফল্য নির্ভর করছে উপযুক্ত কর্মীদের উপর। কিন্তু বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন উপেক্ষিত হলে উপযুক্ত ব্যক্তি কখনই এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। তিনি আরও বলেন যে গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসের পর মাস বেতন আটকে থাকে এবং এটা দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই লজ্জাজনক।

প্রধান অতিথি শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় বলেন যে পে-কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা হচ্ছে। সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা সত্ত্বেও মাদ্রাজের গ্রন্থাগার বাবদ ব্যয়বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা কম। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকতর সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। তবে কাজের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা মাদ্রাজের যে ভাল সেকথা তিনি স্বীকার করেন

সভাপতির ভাষণে শ্রী বি এস কেশবন গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্ব দান করেন। তিনি কর্মীদের ছোট বড় নানা সংগঠনে বিভক্ত হয়ে না পড়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের সুসংগঠিত করে তোলার পরামর্শ দেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা দূরীকরণ, তাঁর মতে, শক্তিশালী সংগঠনের সাহায্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র সম্ভব এবং একাজে পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের অবকাশ আছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কবিতা পাঠ, নৃত্যগীত ও জলযোগের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতদুপলক্ষে প্রকাশিত একটি 'স্মরণীপত্রে' ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতির প্রবন্ধে সমৃদ্ধ।

গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংবাদ

ডিসেম্বরের ২০ তারিখটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন থেকে পরবর্তী সপ্তাহে বহু প্রতিষ্ঠান সভা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করেন। পরিষদ কার্যালয়ে প্রাপ্ত কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হোল ঃ

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে কেন্দ্রীয় জনসভা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেনের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে ২০-এ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডঃ সেন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করেন। গ্রন্থাগার বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক পরিস্থিতির জন্যে তিনি সরকারী লাল ফিতা ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের নিন্দা করেন।

কেন্দ্রীয় জনসভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ ত্রিগুণা সেন

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র বার-এট-ল'র সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ

কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

গ্রন্থাগার দিবস (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১) উপলক্ষে আহূত কলিকাতার নাগরিকদের এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করিতেছে :—

(১) এই সভা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ দিতেছেন। কিন্তু এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য আপামর জনসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় সুপরিকল্পিত সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয় নাই। অধিকন্তু দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশ অদ্যাপিক সম্ভব হয় নাই। এই সভা আরও মনে করে যে গ্রন্থাগারের মত একটি আবশ্যকীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বার সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইলে চাই আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। এই সভা এই মত পোষণ করিতেছে যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হইলে গ্রন্থাগার সমূহের অর্থ, কর্মী, স্থান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে, গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি কাঠামো গড়িয়া উঠিবে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে তৎপর হইতে এই সভা অনুরোধ করিতেছে।

(২) এই সভা গভীর পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৪ বৎসর পরেও ভারতের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর জনসাধারণের গ্রন্থতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্পোরেশন বা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলিকাতা মহানগরীতে বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অদ্যাবধি স্থাপিত হয় নাই। পৌর-প্রতিনিধিদের বারম্বার আশ্বাস সত্ত্বেও কলিকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতার চাঁদামূলক বা শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার সমূহ বিভিন্ন কারণে জনসাধারণের এই পাঠতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। তাই মহানগরীর নাগরিকদের এই সভা মনে করে যে রবীন্দ্র জন্ম-শত বার্ষিকীতে পৌর কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার কলিকাতায় বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করিলে সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বাহক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার জন্ম ও কর্মকেন্দ্র যথার্থ শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করিবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিষ্ক্রিয়তা দূর করিয়া এই বিষয়ে তৎপর হইতে এই সভা অনুরোধ করিতেছে।

(৩) কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের জন্য ছাত্র সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থ ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহ পরিপূর্ণভাবে এই চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। কিন্তু এই সভা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বিভিন্ন ষ্টুডেন্টস্ হোম দরিদ্র ছাত্র সমাজের এই

প্রয়োজন আংশিকভাবে মিটাইতে সক্ষম হইতেছে। এমতাবস্থায় এই সভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহকে সমৃদ্ধ করিবার সাথে সাথে কলিকাতা ও বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে অধিক সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস হোম স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত যেন অবিলম্বে করা হয়।

(৪) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহুত এই জনসভা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যতম মূল স্তম্ভ গ্রন্থাগার কর্মীদের আজও যথাযথ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত পে-কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক অবস্থা উন্নোয়নের কোন চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু পে-কমিটির ত্রুটি ও অসংগতিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন রিপোর্ট কার্যকরী হইলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সীমিত সুবিধাদি আর সংকুচিত হইবে। ত্রুটীপূর্ণ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার সমূহের এই শ্রেণী বিন্যাসের ফলে বর্তমানে নিয়োজিত কর্মীরা অনেক সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। অধিকন্তু এই রিপোর্টে রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয় নাই। তাই এই সভা রাজ্য সরকারের পে-কমিটির সুপারিশ কার্যকরী না করিয়া, মুখ্য মন্ত্রীর নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের যে সুপারিশ করিয়াছেন সেই মর্মে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে নূতন বেতনের হার প্রণয়ন ও কার্যকরী করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে ২৪শে ডিসেম্বর সকালে পাঠাগারের কর্মীরা গৃহে গৃহে প্রচার ও গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়া ৩৬ খানা পুস্তক সংগ্রহ করেন। অপরাহ্নে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বাদুড়িয়ার বি ডি ও শ্রীপরিমল কুমার গুপ্ত। সর্বশ্রী কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিনাথ সুর, মাখনলাল ঘোষ, গ্রন্থাগারিক নারায়ণ প্রসাদ সুর, সন্ন্যাসী কুমার ঘোষ, প্রমথনাথ নাগচৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগার আইনের দাবি জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বেলগাছিয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার ॥ চব্বিশ পরগণা

পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে বিধান পরিষদ সদস্য শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীগদাধর নিয়োগী। প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকার মূল্যায়ন করেন। শ্রীপ্রবীর

রায়চৌধুরী দেশব্যাপী সুষ্ঠু ও সুকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্ব বিবৃত করেন। শ্রীগদাধর নিয়োগীর ভাষণে জানা যায় যে এই জেলায় দুটি জেলা গ্রন্থাগার, দুটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও উনপঞ্চাশটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলির কর্মতৎপরতা সন্তোষজনক। সর্বশ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষ, কিশোরী মোহন দাশ, বলাইচাঁদ ঘোষ, প্রবোধানন্দ দাশ, রাজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গুপ্ত ও অজিত কুমার লাহিড়ী গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে ভারতভূমি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার পটভূমিতে গ্রন্থাগার তৎপরতার এক সুন্দর বিবরণ দেন।

রাংগালীবাজনা দেবেন্দ্র পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারের উদ্যোগে বিপুল উদ্দীপনার সহিত এই গ্রামে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাত ফেরী, পল্লী উন্নয়ন ও প্রচার অভিযান প্রাতঃকালীন কার্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রকাশ। সন্ধ্যায় আলোক সজ্জিত পাঠাগার ভবনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন জনাব শফিয়ার রহমান সাহেব। শ্রীগন্ডুচন্দ্র রায়, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র নাথ বর্মন, গ্রাম সেবক শ্রীকালিপদ ঘোষ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি পাঠাগার ॥ নদীয়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগারে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা পর্যালোচিত হয়। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রচার হোক বলে এই সভা অভিমত প্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগার তার আদর্শকে যাতে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও কয়েকটি সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। পাঠাগার পরিচালনের নানাবিধ সমস্যাও সভায় আলোচিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ বর্ধমান

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার কর্তৃক এক জনসভা আহূত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পণ্ডিত। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, নিরক্ষর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সভায় বক্তাগণ আলোচনা করেন। শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় পাঠাগারের বর্তমান কার্যাবলীর এক বিবরণ দান করেন। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পারুহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ॥ বর্ধমান

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে এক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। অপরাহ্নে স্থানীয় ধর্মরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী কালিদাস কর্মকার, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাইচন্দ্র গোস্বামী।

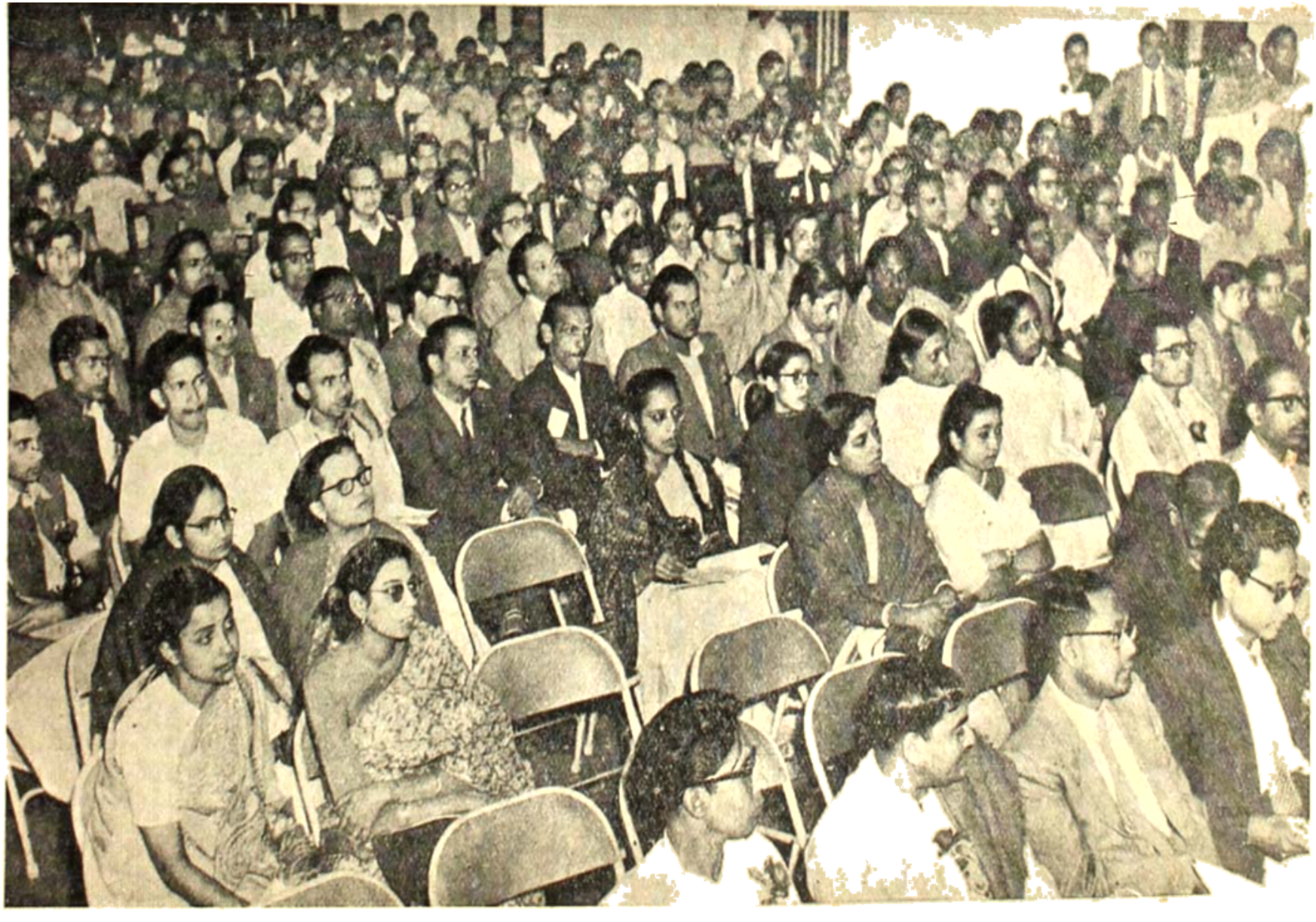

গ্রন্থাগার সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত জনসভার একাংশ

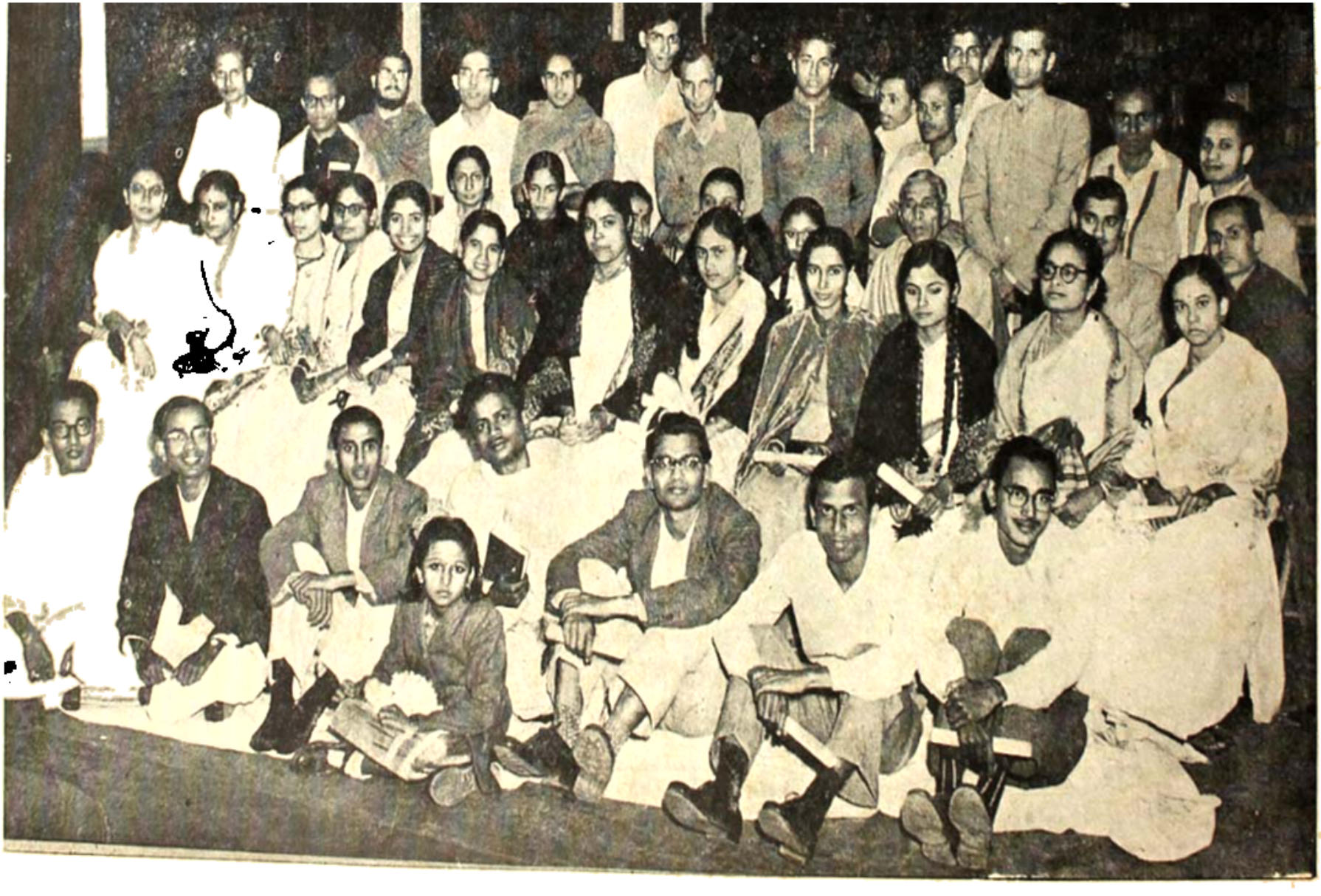

পরিষদের বিগত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের একত্র গৃহীত চিত্র

পাত্রসায়ের সন্তদয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ বাঁকুড়া

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরী ভবনকে আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয় এবং ঐদিন সর্বসাধারণের নিকট গ্রন্থাগার গৃহ উন্মুক্ত থাকে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্রন্থাগারটির উন্নয়নকল্পে সপ্তাহব্যাপী এক প্রচার অভিযান ও অর্থ সংগ্রহের কার্যসূচী পালিত হয়।

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার ॥ বিষ্ণুর ॥ বাঁকুড়া

গত ২০শে ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার, ইন্দাস থানার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে "রামকৃষ্ণ পাঠাগারে" প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুসারে ও যথোচিত মর্যাদা সহকারে সাড়ম্বরে "গ্রন্থাগার দিবস" প্রতিপালিত হয়। ঐ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবিলোচন গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীপাঁচুগোপাল রক্ষিত, শ্রীরামগোপাল চক্রবর্তী, প্রভৃতি পাঠাগারের উপকারিতা, গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ডান্না সুভাষ লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়ের ॥ বাঁকুড়া

২৩শে ডিসেম্বর পাত্রসায়ের সন্তদয় নেতাজী পল্লী-পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশিবনাথ দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডান্না সুভাষ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীঅসিতাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীশিবরাম চৌধুরী (ডান্না সুভাষ লাইব্রেরীর সভ্য) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবি জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইন্দাস নবারুণ সঙ্ঘ লাইব্রেরী ॥ বাঁকুড়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ অর্ধেন্দুশেখর বসু। গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীমঙ্গলা হাজরা তাঁর বক্তৃতায় গ্রন্থাগারটির স্থাপনা হতে বর্তমান কাল অবধি কার্যবিবরণ দান করেন এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে আবেদন জানান। ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেটর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে কয়েকটি পরিকল্পনার সুপারিশ করেন এবং সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

লড়রা পল্লী গ্রন্থাগার ॥ বাঁকুড়া

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহে যোগদান করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন

যথাক্রমে শ্রীকমলা চরণ চক্রবর্তী ও শ্রীসনাতন পাত্র। এই সভায় শ্রীরামশংকর অধিকারী, শ্রীলাল্টিমর পাত্র, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দে, শ্রীঅজিত কুমার পাত্র গ্রংথাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীপ্রমথনাথ দে ও শ্রীসতানারায়ণ দে সমাজ শিক্ষায় গ্রংথাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। এই সভা গ্রংথাগার আইনের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়াও আর একটি প্রস্তাবে নড়য়া পল্লী পাঠাগারকে আঞ্চলিক গ্রংথাগারে উন্নীত করারও দাবি জানায়।

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি ॥ বীরভূম

কীর্ণাহার রবীন্দ্র সমিতি সাধারণ পল্লী পাঠাগারের সদস্যদের উপস্থিতিতে এক জনসভায় গত ২০শে ডিসেম্বর সাড়ম্বরে গ্রংথাগার দিবস পালিত হয়। সভায় গ্রংথাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐদিন গ্রন্থ সংগ্রহ পরিক্রমায় কিছু বই সংগৃহীত হয়েছে এবং আরও অনেকের কাছ থেকে গ্রংথদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

সিয়ান শ্রীদুর্গা সাধারণ পাঠাগার ॥ বীরভূম

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারের সহ-সভাপতি শ্রীমধুসূদন মংডলের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রংথাগারিক ও সহ-সম্পাদক গ্রংথাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে গ্রংথাগার আইনের কার্যকারিতা এবং অনতিবিলম্বে তাহা বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন।

জেলা গ্রন্থাগার ॥ তমলুক ॥ মেদিনীপুর

গ্রংথাগার দিবস উপলক্ষে তমলুক জেলা গ্রংথাগারে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ পর্যন্ত চিত্র, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রদর্শনীর এক আয়োজন করা হয়, এই প্রদর্শনীটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুনির্বাচিত গ্রংথসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। ইহার শিশু বিভাগটি বিশেষভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শত শত দর্শক সমাগমে এই ১২ দিনের প্রদর্শনীটি সাফল্যমন্ডিত হয় এবং দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয়।

তাহাছাড়া ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর তমলুক জেলা গ্রংথাগারে 'শিশুদিবস' এবং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬১ তারিখে 'সর্বভারতীয় সমাজ শিক্ষা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। শিশুদিবস উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরিয়া বহু শিশু সমাবেশে শিশু মেলা, চিত্র, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রদর্শনী, নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি সহকারে শিশুদিগের বিভিন্ন সভানুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। সর্বভারতীয় সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষেও অনুরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গ্রংথাগারিক, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য শিশুদিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ও জেলা গ্রংথাগারের ভূমিকা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে জিলা গ্রংথাগারে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখিবার আহ্বান জানান।

রণজিতপুর রামনারায়ণ পাঠাগার ॥ রোহিণী ॥ মেদিনীপুর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এই পাঠাগার সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করে। এতদুপলক্ষে পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রচারলিপি অতীব প্রশংসনীয়। এতদ্ব্যতীত সমাজ শিক্ষা দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা অসামান্য দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকুশলতার পরিচায়ক। 'নিজের গ্রামকে সুন্দর রাখুন,' [গ্রামকে পরিষ্কার রাখা] 'আলপনা ও বড়ি' প্রতিযোগিতা [মেয়েদের জন্য]. 'কুটীর শিল্প, 'বাণী লিখন' [মনীষীদের বাণী], ছাড়াও তীরধনুক লাঠিটানা দড়িটানা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শহীদ পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে এক জনসভা আহুত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকুয়া। সভায় বিভিন্ন বক্তা সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা ও বিনা চাঁদায় সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দানের উপযোগী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেন।

ব্যবস্তারহাট জুবার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন ॥ মেদিনীপুর

শ্রীকৃষ্ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন তমলুক জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য। অন্যান্য বক্তাদের পর শ্রীভট্টাচার্য সভাপতির ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক ইতিবৃত্ত দান প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

খাড়িশা সারদা লাইব্রেরী ॥ পাঁশকুড়া ॥ মেদিনীপুর

গত ২৭শে ডিসেম্বর সারদা লাইব্রেরীতে দিবসব্যাপী এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, অর্থ সংগ্রহ ও ঐদিন গ্রন্থাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নের এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্তী পুরাণরত্ন বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীভবদেব মাইনা। সভায় সরকারকে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মৌহাটী যুবদল সংঘ বাণীপাণি লাইব্রেরী ॥ মেদিনীপুর

২০শে ডিসেম্বর হতে সাতদিনব্যাপী এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে এখানে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়েছে। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, গ্রন্থ প্রদর্শনী প্রভৃতি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদুপলক্ষে লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক সমিতি শ্রেষ্ঠ পাঠকদের পুরস্কার বিতরণ ও আগামী এক বৎসরের জন্য একটি কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে লাইব্রেরীর পাঠকদের বিনা চাঁদায় পুস্তক বিতরণ,

অধিক পুস্তক ও অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা, গ্রন্থাগার পরিচালিত বয়স্ক বিদ্যালয়টিকে সরকারী সাহায্য পুষ্ট করার ব্যবস্থা, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশন ও সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন উল্লেখযোগ্য।

লিলুয়া সবুজ গ্রন্থাগার ॥ পাতিহাল ॥ হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ২০শে হতে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রথম দিনে এক সভায় কর্মসচিব শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীনির্মলেন্দু মাইনা জন-শিক্ষার প্রসারকল্পে দেশবাসীকে গ্রন্থাগারমনা করে তোলার প্রয়োজন বিবৃত করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে জনশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা হয়। চতুর্থ দিনে গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন জানা নিঃশুল্ক সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার সপ্তাহে সবুজ গ্রন্থাগার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে (ক) জনশিক্ষার বিস্তার (খ) বিজ্ঞান ক্লাব (গ) শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের উন্নয়ন (ঘ) শিশু মিউজিয়মের ব্যবস্থা (ঙ) রেকর্ড লাইব্রেরী স্থাপন (চ) আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র গঠন (ছ) চিত্র সংগ্রহ (জ) ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের ক্লাব ও (ঝ) চিত্র প্রদর্শনী বিশেষ প্রশংসনীয়। অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

কলকাতার একটি প্রাণবন্ত কিশোর প্রতিষ্ঠান ঃ কসবা মণি পাঠাগার

সম্পাদকীয়

দেশ গড়ার ভূমিকায় শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার

মানুষ সমাজবিচারের কষ্টিপাথর ; মানুষের উপর অথর মানুষ ব্যতিরেকে এমন কিছু নেই যা সামাজিক মূল্যায়নের মাপকাঠি। অথচ এই মানুষই সামাজিক উদ্বর্তপত্রে সম্পদের কোঠা থেকে দায়ের কোঠায় চলে যায় যদি না জন্ম থেকে বৃদ্ধির পথে তার জীবন ও মনন পরিমার্জিত হবার সুযোগ না পায়। বাস্তবে অজস্র মানুষ ক্রমেই ঐ দ্বিতীয় কোঠার দিকে চলে যাচ্ছে—যার প্রতিফলন নিয়তই লক্ষিত হয় চিন্তার দৈন্য ও দৃষ্টিভঙ্গির জড়তায়, যুক্তিবিমুখ মনোভাব ও নীতিহীন আচরণে। দেশ গড়ার জন্যে যাঁরা মানুষ তৈরীর কথা ভাবেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে গাছের গোড়ায় জল ঢালা অর্থহীন যদি তার গোড়া অশক্ত থাকে। মানুষের শৈশবকে অবহেলা করে পরিণত অবস্থায় তার মানসিক উৎকর্ষের চেষ্টা নিরর্থক না হলেও, মানুষের সহজাত প্রবণতা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। ছোটবেলায় যার মন অকর্ষিত থাকে পরবর্তীকালে তার কাছ থেকে সমাজ কিছু না পেলে তাকে অভিযুক্ত করা অনুচিত, তার অশোভন আচরণ ও মানসিক দৈন্যের জন্যে তার প্রতি গঞ্জনা বর্ষণও অর্থহীন।

দৈনন্দিন সমাজজীবনের যে কোনও অবাঞ্ছিত দিক সে নাগরিক বোধের নিশ্চেতনাই হোক আর সমাজবিরোধী কার্যকলাপই হোক্ তার শেকড় খুঁজতে গেলে মানুষের অকর্ষিত শৈশবই চোখে পড়ে। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ দৃষ্টিতে ছাত্র বিশৃঙ্খলার (সামাজিকই বা বলি না কেন ?) প্রতিকার ও মানুষ গড়ার কারখানা হিসাবে দর্শানো হয়েছে ছোটদের গ্রন্থাগারকে। পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে ছোটদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বটে ; কিন্তু সব কটারই একটা মূল সুর সুপরিস্ফুট যে বিদ্যায়তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শুভবুদ্ধি ও বৃত্তির বিকাশ, সমাজবোধ ও সহনশীলতা, জ্ঞানার্জনের আকুতি ও সৃজনী শক্তির উন্মেষের জন্যে ছোটবেলা থেকেই যে প্রস্তুতিপর্ব অতিক্রমের প্রয়োজন ঘটে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে নির্বেচিত হয়েছে গ্রন্থাগার।

বিদ্যায়তনের শিক্ষাপ্রণালী যতই নির্দোষ হোক না কেন তা, পাঠক্রমের গণ্ডীতে সীমিত থাকতে বাধ্য। পরীক্ষার প্রাচীর অতিক্রম করলেই যেখানে শিক্ষার সমাপ্তি ও সার্থকতা ঘটে সেখানে 'জানবার কৌতূহল,' 'জ্ঞানের ক্ষুধা' প্রভৃতি গালভরা কথা ভেসে যায়। প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে শিক্ষার বিদ্যায়তনিক ব্যবস্থা বর্তমানে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন। আনন্দ ও বৈচিত্র্যের অবকাশ না থাকায় শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের

আকর্ষণ করা। বিদ্যার ভূমিকা এখন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে নয়, অলংকৃতি ও অর্থোপায়ের একটি যন্ত্রমাত্র। কেরালা রাশিয়ায় বা লাওস কঙ্গোরই একটা অংশ একথা একাধিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রকে বলতে শুনলেও বিস্মিত হইনি। শুধু ভূগোল নয় অধীত যে কোনও বিষয়ই মন থেকে মুছে যায় শুধু চিন্তা ও চর্চার অভাবেই নয়, শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সংযোগ না থাকারও ফলে। পক্ষান্তরে মানসিক উৎকর্ষ ও চিত্ত বিনোদনের সুষ্ঠু ও উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সীমানা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। খেলার বদলে খেলা দেখা ও শোনা, অভিনয়কলা চর্চার পরিবর্তে অভিনেতাদের ব্যক্তিগত বিষয় স্বভাবতই তাদের মনকে আবিষ্ট রাখে। কাজেই বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিযোগিতায় অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে যদি পিছু হটতে হয় তাহলে অন্য পক্ষকে অভিযুক্ত করা অর্থহীন। সেজন্যে দেশ গড়তে যাঁরা মানুষ চান, বিশৃঙ্খলা দূর করতে যাঁরা উৎসুক তাঁদের আগামী দিনের দিকে চেয়ে বর্তমান শিশু ও কিশোরদের সুস্থ সবল মন গড়ে তোলার কাজে যত্নবান হতে হবে।

দেশে এখন শিশু ও কিশোর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্ম তৎপরতার ত্রুটি আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য নেই। তবে তাদের জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি বহু কারণেই অসংগঠিত এবং সেগুলির কর্মধারা সুনিয়মিত পথে চলে না। দেশে ছোটদের গ্রন্থাগারও যে নেই তা নয়—কোথাও কাগজ কলমে (গ্রান্ট পাবার জন্যে কিনা জানিনা), কোথাও অস্থির কেবল নামমাত্র ব্যবস্থায় এবং অত্যন্ত নগণ্য ক্ষেত্রে কিছু ভাল কিশোর গ্রন্থাগার চোখে পড়ে।

পশ্চিম বাংলায় দুই সহস্রাধিক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। সেগুলির অধিকাংশেরই কোনও কিশোর বিভাগ নেই। থাকলেও আশানুরূপ নয়। তাদের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাই যে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাগারে ছোটদের জন্যে সাধ্যানুযায়ী স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখুন—বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার উন্মুক্ত করে দিন ছোটদের কাছে। ছোটরা আসুক, বইপত্র ঘাঁটুক, তাদের মন বই পড়া ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হোক। এর জন্যে হয়ত কিছু বইপত্র ছিঁড়বে, হারাবে, অথবা অন্যান্য অসুবিধা দেখা দেবে এবং আর্থিক দায়দায়িত্বের প্রশ্নও উঠবে। কিন্তু সম্ভাব্য এইসব ঝুঁকি ও ঝামেলা এড়িয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা সামাজিক দায়িত্বকে পাশ কাটানোর সামিল। তবে একাজে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাক্ বা না যাক্ সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য অধিকতর পরিমাণেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে পশ্চিম বাংলায় নিখরচায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কাজ বেশ এগিয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে শিক্ষার আস্বাদ ও জ্ঞানের ক্ষুধা সৃষ্টি হচ্ছে তাদের জন্যে যথোপযুক্ত খাদ্যের যোগান না থাকলে নবলব্ধ শিক্ষা বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হবে।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি :

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৪। প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৫। সম্পাদকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য।

তারিখ
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

মূল্য—০০ নয়া পয়সা

শিলাধৃত ইতিহাস

প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি আজ ইতিহাসের পর্য্যায়ে উন্নীত। খণ্ড খণ্ড শিলার প্রস্তরনায় রচিত এদের প্রত্যেকটি অতীত ভারতের উদ্যমশীলতা আর কল্পনাশক্তির অমর নিদর্শন হয়ে আছে। প্রতিদিন ভারতের নানা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাকে পারস্পরিক শুভেচ্ছার দৃঢ়তম বন্ধনে গ্রথিত ক'রে চলেছে রেলপথ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

7 MAR 1962 7 MAR 1962

সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হ

একাদশ বর্ষ ॥ দশম সংখ্যা
মাঘ ঃ ১৩৬৮

এ ই সং খ্যা

বাংলা বই : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : চিত্তরঞ্জন
পাধ্যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : মোহিতকুমার
পাধ্যায়। বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূ
সুবোধ মুখোপাধ্যায়। মার্কিণ দেশের একটি বি
গ্রন্থাগার : আনাডেলা রাইলী। অনাথনা
স্মরণে : প্রমীল চন্দ্র বসু। বাংলায় কৃষি বি
গ্রন্থপঞ্জী : তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সুধা
মণ্ডল।

গ্রন্থাগার সংবাদ ● বার্তা বিচিত্রা ● সম্প

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

॥ কয়েকখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ ॥

রোদ-জল-ঝড় (উপন্যাস)—যক্ষ্মা হাসপাতাল ও যক্ষ্মা রোগীদের নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাস। দাম ৪·৫০ নয়া পয়সা। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী।

শতাব্দীর সূর্য (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ৪র্থ সংস্করণ)—বহু সংস্করণধন্য এই রবীন্দ্র-স্মরণ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত। দাম ৫৲ টাকা। প্রকাশক—এ, মুখার্জি এ্যান্ড কোং।

ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড)—লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বাংলা দেশেরই ও-প্রান্তে যে স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম ফেলে এসেছে, অশ্রুর আখরে লেখা সেই সব গ্রামের মর্মস্পর্শী কাহিনী। দাম ৩৲ টাকা। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী।

পরম্পরা (উপন্যাস)—ভূয়া দেশসেবক এক আন্তর্জাতিক অপরাধীর বিস্ময়কর বিচিত্র চিত্র। দাম ৪৲ টাকা। প্রকাশক—মিত্রালয়।

একটি পৃথিবী একটি হৃদয় (গল্প সংগ্রহ)—আমেরিকার পটভূমিকায় রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্পের সংকলন। দাম ৪·৫০ নয়া পয়সা। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ।

লাইলাক একটি ফুল (উপন্যাস)—মার্কিণ সমাজ-জীবন নিয়ে রচিত ভারতীয় ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ এই উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের নিশানা। দাম ৩৲ টাকা। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী।

বিদেশ বিভূঁই (ভ্রমণ-কাহিনী)—একজন সাংবাদিকের চোখে দেখা আমেরিকার বাহির ও অন্দরের চিত্র বিস্ময়কর ভাষায় ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থে। সম্পূর্ণ নতুন শৈলীতে রচিত ও বহু প্রশংসিত এই ভ্রমণ-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোরম। দাম ৬·০০। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স।

সুভদ্রার ভিটে (গল্প সংকলন)—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পটভূমিকায় লিখিত কয়েকটি অপূর্ব প্রেমের গল্পের সংকলন। দাম ৪৲ টাকা। প্রকাশক—এ মুখার্জি এন্ড কোং।

বাজীমাৎ (গল্প সংকলন)—সমাজ-বিরোধীদের জীবন-নির্ভর সমস্যা-জটিল কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী। দাম ১·৭৫ নঃ পঃ। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স।

জীবন যৌবন (গল্প সংকলন)—একগুচ্ছ সহৃদয় হৃদয়-সংবাদের মর্মস্পর্শী কথা মালা। দাম ৩৲ টাকা। প্রকাশক—এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স।

অনেক সুর (গল্প সংকলন)—মানুষের জীবন নানা সুরে বাঁধা। তারই কয়েকটি সুরে অশেষ নৈপুণ্যে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। দাম ৩৲ টাকা। প্রকাশক—এডারেন্ট বুক হাউস (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালিন্দী (নতুন সংস্করণ) ৭৲
উত্তরায়ণ ৫৷৷০
অভিযান ৫৷৷০

আশাপূর্ণা দেবীর

অগ্নিপরীক্ষা (নতুন মুদ্রণ) ৩৷৷০
সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲

শঙ্কু মহারাজের

অনন্যসাধারণ ভ্রমণকাহিনী

বিপ্লবিত-করুণা
জাহ্নবী যমুনা (২য় খণ্ড) ৬৲

অসংখ্য চিত্র ও মানচিত্রসহ
পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ

নারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের

অপরূপা ৫৷৷০
ছক ও ছবি ২৷৷০

বিমল মিত্রের

বাংলাসাহিত্যের বৃহত্তম উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম (১ম খণ্ড) ১৬৲

প্রমথনাথ বিশীর

অনেক আগে অনেক দূরে ৪৲
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১ম—৭৲ ২য়—৮৲

কালীপদ ঘটকের

চন্দন-বহ্নি ৫৲
অরণ্য-কুহেলি ৪৷৷০

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲

(২১শ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল)

পিয়ারী (২য় মুদ্রণ) ৪৲
দুর্গম পন্থা (২য় মুদ্রণ প্রকাশিতব্য) ৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

বিবাগী ভ্রমর (২য় মুদ্রণ) ৭৲
বেলোয়ারী ৭৲
তুচ্ছ ৪৷৷০ উত্তরকাল ৪৷৷০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

রাত্রির ডাক ৪৲
সমুদ্র সকেন ৪৷৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অপারেশন ৬৷৷০
মধুমিতা ৫৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

লোক-বিজ্ঞানের বই

ভি. আই. গ্রমভ

অতীতের পৃথিবী

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব এবং তা থেকে ধীরে ধীরে মানুষের উদ্ভবের চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

দাম : ১·৬২

ইলিন ও সেগাল

মানুষ কি করে বড় হল ?

আদিম বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের কাহিনী।

দাম : ৩·৫০

গ. ন. বেরম্যান

মানুষ কি করে গুনতে শিখল

কত দীর্ঘ স্তর অতিক্রম করে তবে মানুষ আজকের গণনার স্তরে এসে পৌঁছেছে তারই বিবরণ।

দাম : ০·৭৫ ও ১·২৫

এফ. আই. টেতনভ

আয়নোস্ফিয়ারের কথা

আমাদের এই গ্রহটিকে ঘিরে আছে যে বায়ুমণ্ডল তারই উর্ধ্ববর্তী স্তরকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার। এই স্তরটির জন্যই রেডিও তরঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, আকাশের নানা নানা জানা-অজানা ক্রিয়াকলাপ।

দাম : ১·৫০

চাঁদে অভিযান

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্প কাহিনীর মাধ্যমে চাঁদে যাত্রার রহস্য উদ্ঘাটন।

দাম : ৩·০০

বি. ভি. লিয়াপুনভ

মহাবিশ্বের রহস্য

শুধু চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তর যাত্রাই নয়, নক্ষত্রলোক-যাত্রার বৈজ্ঞানিক রহস্যও এই বইয়ে অতি সহজভাবে উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

দাম : ৩·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩ ঃ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

মাঘ ১৩৬৮

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি
ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতিপদে আপনি পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত; আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আপনি একজন পথিকৃৎ। আপনার সযত্ন পরিচর্যা ও নিরন্তর নেতৃত্বে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রাণরসে সিঞ্চিত হয়েছে, বেগবান হয়েছে তার কর্মপ্রবাহ। ভা. গ্র. প.-এর নেতৃপদে আপনার অধিষ্ঠান সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে চালিত করে তার পদক্ষেপকে দৃঢ় ও দ্রুত করে তুলবে বলে আশা করি। ভা গ্র-প. সম্পর্কে কয়েকটি কথা এই সূত্রে আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই।

দেশ স্বাধীন হবার পর জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মচাঞ্চল্যের যে ঢেউ এসে পড়ে গ্রন্থাগার তৎপরতাও তাতে দোলায়িত হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় কোনও সংস্থার সময়োচিত উদ্যম ও কর্মকুশলতার অভাবে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মোদ্দীপনা ফলপ্রদ হয়নি। যথোপযোগী পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট কোনও কার্যক্রম না থাকায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুসংবদ্ধ, ব্যাপক ও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেনি। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট চিত্র সামনে রেখে তাকে রূপায়ণের চেষ্টা হয়নি এবং দেশব্যাপী সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ-আয়োজনে ভা. গ্র. প.-এর মতামত প্রাধান্য লাভ করেনি। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগারের বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। ঔদাসিন্য ও অবহেলার মধ্যে দিয়ে সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে যেটুকু উদ্যোগী হয়েছেন সে-সম্পর্কে ভা. গ্র. প.-এর তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়নি। যদি বলা যায় যে ভা. গ্র. প. কোনও কর্মসূচী সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলে থাকে তাহলে বোধ করি অতিশয়োক্তি হবে না।

কিছুকাল পূর্বে লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোনো রাজ্য সরকার

সেগুলি কার্যে পরিণত করেছেন কিনা জানি না। বিশেষ করে গ্রন্থাগার আইন, যার উপর ঐ কমিটিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে সম্পর্কে ডা. গ্র. প. যথোচিত তৎপর নয়।

দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন সুবিচার লাভ করেনি; তেমনি ইউ. জি. সি. গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে যে-সব সুপারিশ করেছে সেগুলিকে কর্মীদের স্বার্থানুকূলে যথোচিত পরিবর্তন ও কার্যকরী করার বিশেষ চেষ্টা হয়নি। রাজ্য পর্যায়ে অন্যত্র কি হয়েছে জানিনা, তবে পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পে-কমিটির উদ্ভট সুপারিশগুলি সম্বন্ধে প্রতিকারের কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে এ জাতীয় সমস্যায় পথ প্রদর্শনের কোনও দায়িত্বই কি ডা. গ্র. প.-এর নেই?

ডা. গ্র. প.-এর কর্মপ্রবাহে যে নিশ্চলতা দেখা যায় তার মূল কারণ সাধারণ সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা ও সহযোগিতার অভাব। ১৯৩৩ সালে পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইতিমধ্যে দেশের সমগ্র প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। গ্রন্থাগার তৎপরতা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। সারা ভারতে এখন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের সংখ্যাই কয়েক সহস্র; কর্মীদের সংখ্যাও নিশ্চয় তার অনেক বেশী। অথচ ডা. গ্র. প.-এর সদস্য সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন শ'। পরিষদের কাজের খতিয়ানও একটি দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মানোপযোগী নয়। টেকনিক্যাল বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশন কার্য কিছু হয় কিনা জানি না। মুখপত্র যেটি প্রকাশিত হয়ে থাকে তা নিয়মানুগ নয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও দ্রুত কোথাও মন্থর। রাজ্য পরিষদগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনও সংযোগ ও সম্পর্ক নেই। এক রাজ্যের কর্মীদের চিন্তা ও কর্মনীতি, সংবাদ ও বিবরণ অন্য রাজ্যের কর্মীদের অগোচর থেকে যায়, এবিষয়েও ডা.গ্র.প.-এর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতিকল্পে আপনার বিবেচনার্থে দুটি বক্তব্য পেশ করছি। প্রথম হোল বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য পরিষদ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'কনভেনসন' আহ্বান করা—যার উদ্দেশ্য হবে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে অভিযান করা, রাজ্য পরিষদগুলির কর্মনীতি ও প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ডা. গ্র. প্র.-এর নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা। এক রাজ্যের কর্মীদের চিন্তা ও কর্মতৎপরতার সংবাদ অন্য রাজ্যের কর্মীদের কাছে বিনা বিলম্বে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে পাক্ষিক অথবা মাসিক একটি বুলেটিন প্রকাশ করা দরকার।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি হোল যে ভারতের গ্রন্থাগার তৎপরতায় যে সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্টিকেন্দ্রিক মনোভাব দেখা দিয়েছে আপনার মুখ হস্তক্ষেপে তার অবসান ঘটুক এই কামনা করি।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জনৈক সদস্য

পত্রটির দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। মতামতের সঙ্গে পরিষদের কোনও সম্পর্ক নেই।

বাংলা বই ঃ
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত বইয়ের অভাব। যে-সব গ্রন্থাগারে টাকা ও কর্মীর অভাব নেই সে-সব গ্রন্থাগারও প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। জ্ঞানের সকল বিভাগের বই আনুপাতিক হারে না পাওয়া গেলে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ সুষম হওয়া সম্ভব নয়। ডিউই-র দশটি শ্রেণীর কিছু ভালো বই লাইব্রেরিতে না থাকলে পাঠকের চাহিদা মেটানো যায় না।

বাংলা বইয়ের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পাঠ্য পুস্তক এবং সাহিত্য গ্রন্থেরই প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ করে আমরা বাংলা বই পড়ি প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনের জন্য। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা ১৩৯০। এই সংখ্যার মধ্যে অর্থপুস্তক ইত্যাদি বিষয়মূল্যহীন বই ধরা হয়নি। প্রকাশিত বইয়ের বিষয় বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল এই ঃ দর্শন ৩৪; ধর্ম ১১০; সমাজ বিজ্ঞান ১৬৮; ভাষা বিজ্ঞান ২৫; বিজ্ঞান ৮১; প্রযুক্তি বিদ্যা ২৭; ললিত কলা ২৪; সাহিত্য ৭৮৪; ইতিহাস ও ভূগোল ১১৭; বিবিধ ২০। পাঠ্য পুস্তকও এর মধ্যে ধরা হয়েছে।

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে মোট প্রকাশনের প্রায় ৫৭% শতাংশ সাহিত্য গ্রন্থ। অনুবাদের ক্ষেত্রেও সাহিত্য গ্রন্থের প্রাধান্য। ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ হয়েছে ৫৪টি বই। এদের মধ্যে ৩২টি সাহিত্য বিষয়ক। মোট প্রকাশনের তুলনায় সাহিত্য গ্রন্থের বড় শতাংশ ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার যথাক্রমে ৩৪, ২৭ ৩৬ এবং ৩৭।

বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী প্রকাশিত হয় তা নয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই কম বলে সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যা বেশী বলে মনে হয়। কিন্তু এরকম কেন হয়েছে? কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেনি। প্রথমে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। মুসলমান আমলে হল ফারসি, তারপর ইংরেজ আমল থেকে চলেছে ইংরেজী। বাংলা তাই ব্যবহারিক জীবনের ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। সে গৌরব বরাবরই অধিকার করে আসছে রাজার ভাষা। বাংলা প্রধানতঃ চিত্তবিনোদের ভাষা হয়ে রয়েছে। তাই গল্প উপন্যাস ও কবিতার প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রকাশিত বাংলা বইয়ের এক বৃহৎ অংশ হল পাঠ্য পুস্তক। প্রাথমিক স্তর থেকে বি-এ ক্লাশ পর্যন্ত প্রায় সকল বিষয় বাংলায় পড়া যায় বলে পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা লাভজনক ব্যবসায় হয়েছে। কিন্তু কলেজের ছাত্র-ছাত্রী আজকাল যে-সব বাংলা বই পড়ে পাশ করে তাদের মৌলিকত্ব নেই। ঐ সব বই নোট জাতীয়; পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই লেখা। বই পড়ে জ্ঞান লাভ করবে, মানসিকতার দিগন্ত প্রসারিত হবে, তা লক্ষ্য নয়। বইয়ের মাধ্যমে কোনো মনীষীর চিন্তাধারার সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার্থী প্রেরণা লাভ করবার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বই লেখেন ইংরেজীতে। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা-সহায়ক নোট বইয়ের উপরই একমাত্র নির্ভর। এর ফলে বুদ্ধি ও চিন্তার দৈন্য দেখা দেবার আশঙ্কা আছে। হয়ত আর বছর দশেকের মধ্যেই নোট-নির্ভর বিদ্যা জাতির মেরুদণ্ড যে কত দুর্বল করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উপরে আমরা বাংলা বইয়ের যে হিসাব দিয়েছি তার মধ্যে নানা মানের বই আছে। অর্থাৎ, ইতিহাসের বই হয়ত শিশু, নবসাক্ষর ছাত্র এবং বয়স্ক পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। মোট প্রকাশিত বইয়ের প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ শিশুদের জন্য। অনেক প্রকাশক ছাপা ও ছবি শিশুর পক্ষে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। কিন্তু বাংলা শিশু-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ভাষা ব্যবহারের কোনো সুনির্দিষ্ট মান নেই। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লিখিত বইয়ের শব্দ সমষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য প্রায়ই থাকে না। এই জন্যই ছবিও ছাপা ভালো হলেও শিশুচিত্ত বইয়ের বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হতে পারে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বয়স অনুপাতে শব্দ ব্যবহারের জন্য যেরূপ পরীক্ষা হয়েছে এখানে তা হয়নি বলেই বিভিন্ন স্তরের পাঠকদের জন্য উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে বই লেখা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলা যে প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনের ভাষা তার প্রমাণ সমকালীন সাময়িক পত্রিকা থেকেও পাওয়া যায়। যে-সব পত্রিকায় জনচিত্ত সহজে আকর্ষণের উপকরণ পরিবেশিত হয় তাদের চাহিদা সর্বাধিক। সিনেমা প্রসঙ্গের সঙ্গে আপাতরম্য সাহিত্যের মিশ্রণ যে-সব পত্রিকায় পাওয়া যায় তাদেরই প্রচার বেশী। চিনির প্রলেপ দেওয়া তেতো বড়ির মতো সিনেমার প্রলেপ দেওয়া সাহিত্যেরই আজকাল সমাদর। গুরুগম্ভীর সাহিত্যপত্রের দিন আর নেই। নতুন নতুন কবিতাপত্র অবশ্য বের হচ্ছে এবং কয়েকটি টিঁকেও আছে দীর্ঘকাল। কিন্তু কবিতার বেলায় গোষ্ঠী ও নামের প্রতি আনুগত্যই প্রাধান্য লাভ করে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কবিতা পত্রিকা পরিচালনার কথা অবশ্য কেউ আশা করে না। দৈনিক পত্রিকা অথবা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সাময়িক পত্রিকার আর্থিক অবস্থা এবং নিয়মিত প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা অনেক বেশী।

বাংলা বই আর একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শতকরা অন্ততঃ ৯৫% ভাগ বই কলকাতা অথবা তার আশেপাশের কোনো জায়গা থেকে

প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড লঙ্ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা বইয়ের যে-সব তালিকা সংকলন করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় মফঃস্বল অঞ্চল থেকেও তখন অনেক উল্লেখযোগ্য বই বের হত। কিন্তু এখন সামাজিক ও আর্থিক কারণে লেখক এবং প্রকাশক কলকাতায় এসে সমবেত হয়েছে। সুতরাং সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবনই পাই; বাংলার সামগ্রিক জীবনের ছবি বর্তমান গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায় না। জাতীয় সাহিত্য সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব যদি না হয় তা হলে তার মূল্য হ্রাস পাবার আশঙ্কা থাকে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথমেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত প্রকাশন শিল্পকে দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে দেবার। তাহলে দেশের সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবার সুযোগ পায়।

কুড়ি বছর পূর্বে একটি সংস্করণে যত বই ছাপা হত এখন তার তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক ছাপা হয়। তার কারণ কি? সাক্ষরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বই কেনবার ব্যক্তিগত অভ্যাস যে বেড়েছে তা মনে হয় না। গ্রন্থাগারে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় বলেই প্রধানত আজকাল বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। আবার এই চাহিদা বিশেষ করে সাহিত্যগ্রন্থের জন্যই। উপন্যাসের বাজার সৃষ্টি হয়েছে বলেই প্রকাশকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। লেখকরা জানেন একটা গল্প কোনোরকমে লিখে দিতে পারলেই প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে। তাই লেখায় পূর্বের মতো যত্ন নেই; পাঠকও কোনো বই পড়েই তৃপ্তি পায় না।

অনেকের ধারণা আজকাল নানা বিষয়ের যথেষ্ট পরিমাণ বাংলা বই বের হয়। এ ধারণা কিন্তু যথার্থ নয়। বর্তমানে বাংলা বই গড়ে প্রতি বৎসর ১,৫০০-এর বেশী প্রকাশিত হয় না। ১৮২০ সালে বাংলা ভাষায় ত্রিশখানি বই (টাইটেল) বেরিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ৩২২ এবং গড়ে প্রত্যেকটি বই ছাপা হয়েছিল ১৭৭৫ কপি করে। ১৯০২-'০৩ সালে ২,৪৪৮; ১৯২০-'২১ সালে ১,৮৮৫; ১৯৩০-'৩১ সালে ৩,০২৫; ১৯৪০-৪১ সালে ৩,১৯৩ ভারতীয় ভাষার বই বাংলা দেশে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু বাংলা বইয়ের হিসাব পাওয়া যায় না। তবে উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই অন্য ভাষার বই আছে। তাহলে দেখা যাবে যে আজকাল আগের তুলনায় বেশী বই বের হয় এই ধারণা যথার্থ নয়। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে দেশ বিভাগের ফলে বাংলা বইয়ের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু সাক্ষরের সংখ্যা যে অনেকগুণ বেড়েছে এবং পূর্ববঙ্গের কয়েক লক্ষ শিক্ষিত লোক যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন সে কথা ভুললে চলবে না। তখনকার মতো এখনো কলকাতাই প্রকাশন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও বাংলা বইয়ের সংখ্যা না বাড়াবার প্রধান কারণ ইংরেজী বইয়ের প্রতিযোগিতা। জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের ইংরেজী বই পড়তে হয়। একবার ইংরেজী শিখলে পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের সঙ্গে

পরিচিত লাভের সুযোগ ঘটে। প্রয়োজনের পাঠ থেকে আনন্দের পাঠ আরম্ভ করা সহজ। বই কেনার ব্যাপারেও ইংরেজী বইয়ের দাবী বাংলা বই অপেক্ষা বড় হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্ত ক্রেতা যে সামান্য অর্থ বই কেনার জন্য ব্যয় করতে পারেন তার প্রধান অংশই ব্যয় হয় ইংরেজী বইয়ের জন্য। সুতরাং পাঠকের নিকট থেকে আশানুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা বই পায় না।

জীবিকার্জন ও জাতিগঠনমূলক বই-এর জন্য আমরা নিশ্চিন্ত মনে ইংরেজী বইয়ের উপর নির্ভর করে আছি। কিন্তু ইংরেজী শেখা বন্ধ হয়ে যাবার পর কি হবে? তখন তো বাংলা বই শুধু চিত্তবিনোদন করেই তার কর্তব্য শেষ করতে পারবে না! স্বাধীন দেশের নাগরিকের জীবনের সকল দাবী মেটাতে হবে বাংলা বই দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বইয়ের প্রয়োজন তুলনায় অনেক বেশী। কারণ এ রাজ্যে চাষের জমি কম এবং উদ্বাস্তু আসবার ফলে জীবিকার্জনের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। শিল্পীকরণই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির একমাত্র পথ। য়ুরোপের শিল্পনির্ভর ছোট দেশগুলিতে মাথাপিছু বইয়ের সংখ্যা বড় দেশগুলির তুলনায় বেশী। বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং সুইজারল্যাণ্ড প্রতি দশ লক্ষ নাগরিকের জন্য প্রকাশ করে ৫১২, ৪৫৫, ৬৭০ ও ৬৪৯টি বই; তুলনায় রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা করে ১৮৮, ৩৭৫ এবং ৭৪৪টি বই। পশ্চিমবঙ্গে সকল ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে প্রতি দু'হাজার সাক্ষরের জন্য মাত্র একটি বই পাওয়া যেতে পারে।

ইংরেজী, ফরাসী, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষা জাতির যে-সব দাবী মেটায় বাংলা ভাষাকেও যদি তা মেটাতে হয় তাহলে অন্ততঃ তিন লক্ষ বাংলা বই প্রয়োজন হবে। পাঠ্যপুস্তক, শিশু-সাহিত্য, জাতিগঠনমূলক বই-সবই এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মানের বইও প্রয়োজন হবে। আর এতদিন যাবৎ আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে ইংরেজীতে যত বই বেরিয়েছে তাদের বাংলা অনুবাদও চাই। একলক্ষ ইংরেজী বই বাজারে সব সময়ে বিক্রির জন্য মজুদ থাকে।

সকল ভাষায় (পত্রিকা সহ) পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় তিন হাজার পুঁথিপত্র প্রকাশিত হয়। তাহলে তিন লক্ষ বই প্রকাশ করতে এই হারে লাগবে অন্ততঃ একশত বৎসর। আর ছাপার খরচ হবে একশত কোটি টাকা। হয়ত ভাবছেন, তিন লক্ষ বই খুব বেশী করে বলেছি। কিন্তু তা নয়। তিন লক্ষ বই হলেও পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের জন্য মাত্র ৮৭টি বই, (টাইটেল) পাওয়া যাবে। তা-ও একশ বছর পরে।

সেই একশ বছরকে বিশ বছর করা যায় না? কি করে করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে যে আমরা সচেতন তার কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখক পশ্চিম বঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির মাসিক মুখপত্রের সম্পাদক। প্রবন্ধটিতে ইনি দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিবৃত করেছেন]

সেদিন কলিকাতার খুব নাম-করা একটি কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ কথাপ্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া বলিলেন—উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে যে-সব ছাত্র ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হয়, তাহারা কলেজের গ্রন্থাগারের মূল্য বোঝে না, টেবিলে টেবিলে 'নিস্তব্ধতা পালনীয়' লেখা থাকিলেও গ্রন্থাগারে বসিয়া সরবে গল্পগুজবে মত্ত হয়; অনেকেই অভিধান দেখিতেও জানে না, চাহিদার মধ্যে প্রধানতঃ আধুনিক লেখকদের বাংলা গল্প-উপন্যাস।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বতন্ত্র পাঠগৃহ এবং গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহার সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না। ইহার কারণ কি? অসুবিধা কোথায়? প্রতিবন্ধকই বা কি?—এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে মনে হয় মুখ্য সমস্যাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং সেগুলি সমাধানেরও উপায় বাহির করা সহজ হইবে।

আধুনিক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কত বেশি! মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে—প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে একটি ভাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা হইতেই ছাত্রদের মনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হইবে। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এইরূপ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হইলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কার্য সুশৃঙ্খলে সমাধা করা সহজ হইবে। এজন্য শ্রেণী-গ্রন্থাগার (class library) এবং বিষয় গ্রন্থাগার (subject library)-এর ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

মূলতঃ লাইব্রেরিও এক একটি ল্যাবরেটরি।

নবতন্ত্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা হইতেছে—শিক্ষালাভে ছাত্রদের নিজ নিজ প্রচেষ্টাকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীনতন্ত্রে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত, বহুক্ষেত্রে ছাত্রেরা তাহা না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। পরীক্ষাও হইত যেন এই মুখস্থ বিদ্যারই—তাহার বলেই ছাত্ররা 'পাশ' করিত, 'ডিগ্রী' পাইত। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সে শিক্ষা ফলপ্রসূ বিশেষ হইত না। এখনও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা কর্তব্য।

নবতন্ত্রের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বলে—বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ (activity) হইবে সৃজন-ধর্মী (creative)—যান্ত্রিক (mechanical) নহে। বিদ্যালয়কেই এরূপ কাজের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও শিক্ষক ছাত্রদের তথ্য বলিয়া দিবেন না, ছাত্ররা যাহাতে নিজেরাই তথ্য বাহির করিতে সমর্থ হয়, সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

যত সহজে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, কাজে তত সহজ নয়। শিক্ষায় এখনও পরিবর্তনের যুগ চলিয়াছে—ইংরাজিতে যাহাকে transition period বলা হয়। একথা ভুলিলে চলিবে না যে নবতন্ত্রের এই শিক্ষাকে রূপদান করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, তাঁহারাও ত' প্রাচীন-তন্ত্রের শিক্ষাধারায় মানুষ হইয়াছেন। পরিবর্তনটা এত মূলগত যে তাঁহাদের এতকালের ধ্যান-ধারণাকে একরূপ বিসর্জন দিতে হইবে। পুরাতন মন, অর্থাৎ শিক্ষার প্রাচীন আদর্শ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষকদের যাঁহারা শিক্ষাদান কৌশল শিখান দেন সেই ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষকগণের কাজের তদারকির ভার যাঁহাদের উপর সেই পরিদর্শক—ইঁহাদের নিকট মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টখানি 'বাইবেল'-এর সমান মূল্যবান। ইঁহারাই কি নবতন্ত্রের শিক্ষার মূল নীতি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন? যে মন লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি, তাহা পরিবর্তন করা রাতারাতি সম্ভবপর নহে। অভিভাবকও এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। তাঁহার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

কর্তৃপক্ষ এই মানসিক সংগঠনের জন্য মধ্যে মধ্যে আলোচনা-চক্র (seminar, symposium) বসাইতেছেন, যদিও মনে হয় সুপরিকল্পিত হইলে ইহার ফল আরও ভালো হইত। এই আলোচনা আবার কতটা ঐ ফলপ্রসূ হইতেছে, তাহা দেখিবার বোধ হয় ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করা হয় নাই। Seminar-symposium-এরও assessment দরকার নয় কি? তাহা হইলেই ত' আলোচনায় যোগদানকারী শিক্ষকগণের বিদ্যালয়ে বাস্তব অসুবিধা কিছু আছে কি না এবং আন্তরিকতার অভাব আছে কি না বুঝিতে পারা যাইবে।

এ সকল প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করিবার কারণ আছে। এই নব-তন্ত্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র হইতেছে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বিদ্যালয়গুলিকে পুনঃ পুনঃ অবহিত করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Sir John Sargent যুদ্ধোত্তর কালে ভারত সরকারের যখন শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন, তখন তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছিলেন—"The Library should be literally and figuratively the hub of every educational institution. The whole curriculum must be made to radiate from this hub." অর্থাৎ—আক্ষরিক এবং আলংকারিক—উভয়ই বলিতে হইলে লাইব্রেরি প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল হওয়া উচিত। সমগ্র পাঠ্যক্রম এই কেন্দ্র হইতেই বিকীর্ণ হইবে।

আমেরিকার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ John Dewey-ও বলেন—স্কুল-লাইব্রেরি এমন একটি কেন্দ্র যেখানে শিক্ষার্থী তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং প্রশ্ন লইয়া আসিতে পারে, সেখানে সেগুলির আলোচনা এবং সমাধানের পথ পাইতে পারে, অপরের অভিজ্ঞতা জানিয়া নূতন আলোক পাইতে পারে।

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের আদর্শগত এই দিকটি আজ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই আদর্শকে কতখানি প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছি ?

এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা না হইলে প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে না। ১৯৫৬ সালে দিল্লীর Central Institute of Education-এর Extension Services Department দিল্লীর উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারের কার্য-প্রণালী অবগত হইবার জন্য একটি Survey করেন। তাহার পর প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের লইয়া Seminar-এর আয়োজন করা হয়। ফলে গ্রন্থাগারগুলি অধিকতর সক্রিয় হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গেও সরকার গত প্রায় পাঁচ বৎসরে প্রায় পাঁচশঃ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে পাঁচ হাজার টাকা করিয়া এককালীন সাহায্য করিয়াছেন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে Humanities Course-এ গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। সুতরাং অন্ততঃ এই বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষায় কতটা সহায়ক হইতেছে জানা দরকার। এখানকার ট্রেনিং কলেজগুলিরই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্তব্য। তাঁহারা যদি এ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এরূপ একটি Survey-র আয়োজন করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করা হইবে।

সর্বস্তরের গ্রন্থাগারেরই সুষ্ঠু ব্যবহার উপযুক্ত পরিবেশের উপর এবং লাইব্রেরি-অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের নাগরিকদের এই অভ্যাস গঠিত হইতে পারে বাল্যকালের শিক্ষার ফলে। সুতরাং দেশের মঙ্গলের জন্যই যত শীঘ্র সম্ভব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সুসহায়ক হইবে, উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত হইবে, অপরদিকে অভ্যাস গঠিত হওয়ার ফলে ভবিষ্যত জীবনে সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া জীবনকে আনন্দদায়ক এবং সমৃদ্ধ করিবে।

শান্তিনিকেতনে দেখিয়াছিলাম, ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে পড়িতেছে—কেউ জানালায় বসিয়া, কেউ বারান্দায়, কেউবা ঘরের মধ্যে। সবাই নিবিষ্টচিত্ত। কারণ পরিবেশ, কারণ সুব্যবস্থা, কারণ গ্রন্থাগারিক যিনি তাদের আকর্ষণ করিয়া আনেন তাদের সম্মুখে পুস্তকের ভাণ্ডার খুলিয়া মেলিয়া ধরেন, পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করেন। বাকিটা তাহারাই করিয়া লয়।

লোকে বলিয়া থাকে, ঘোড়া হইলে সহিসের অভাব হয় না। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ হইয়াছে, গ্রন্থও মোটামুটি কিছু হইয়াছে—কিন্তু সহিস এখনও হয় নাই। এখনও লাইব্রেরিয়ান-এর সৃষ্টি হয় নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে হয়ত একজন শিক্ষকের উপর লাইব্রেরির ভার দেওয়া আছে—হয়ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থাগারিকে স্বল্প-কালীন ট্রেনিং লইয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহার মূল বেতনের উপর শিক্ষা-পর্ষদের নিয়মানুযায়ী কিছু কিছু ভাতা পান। কিন্তু তাঁহারা মূলতঃ শিক্ষক—রুটিন অনুসারে তাঁহাদিগকে সপ্তাহে ২৯।৩০ পিরিয়ড বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং লাইব্রেরিয়ানের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত পূর্ণ সময় কাজ করিবার জন্য একজন করিয়া লাইব্রেরিয়ান-এর পদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সৃষ্টি না করিলে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইবে কি ?

বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সুবোধ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে আজ যে অবস্থায় আছে—ইংলণ্ড ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে সেই অবস্থাই ছিল। এখন ঐ সব দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় সে অবস্থায় পৌঁছাইতে আমাদের হয়ত কিছু সময় লাগবে তবে সে সময় কখনই ১০০ বৎসর নয়। বিদেশের কাজ দেখিয়া আমরা অনায়াসে অনেক দীর্ঘ নিজেদের সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি—পশ্চিম-দেশের গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতির পথে যে-সব বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তি আসিয়াছিল আমাদের সেই সব বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তি অনায়াসে এড়াইয়া চলিতে পারা যায় এবং অনুরূপ ভাবে চলিতে পারিলে আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া অনেক সহজ ও সরল হইবে আমাদের উন্নতি আরো দ্রুততর হইবে। পশ্চিম ১০০ শত বৎসরে যাহা করিতে পারিয়াছে আমরা ২৫ বৎসরে বা তাহার কমেও সেই পর্যায়ে উঠিতে পারি। উহা যাহাতে পারা যায় তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে চেষ্টা করিতে হইবে তবেই সুষ্ঠুভাবে আমাদের উন্নতি সম্ভব।

সাধারণ গ্রন্থাগার সচরাচর প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহারের জন্য—আমরা ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার মাধ্যমে বিশেষ কিছু করার প্রয়াস পাই না। সত্যিকথা বলিতে গেলে আমরা আমাদের শিশু ও ছেলে মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্কুলে যে নামমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কোনোরূপ দৃষ্টি নাই। প্রতি প্রাথমিক মাধ্যমিক, ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা উচিত; নচেৎ সেগুলি বোর্ড হইতে অনুমোদন পাইবে না—এই নিয়ম বলবৎ থাকায়—সচরাচর যেমন তেমন একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের কথাই সকলে ভাবেন, কিন্তু সেই সব গ্রন্থাগার কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারমুখীন করবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের জ্ঞানের পিপাসা মেটাবে সে সম্বন্ধে স্বয়ং হেড মাষ্টার মহাশয়ও সচেতন নহেন। সবচেয়ে যেটি খারাপ ঘর অথবা সিঁড়ির তলায় অন্ধকার আলো বাতাস হীন যে সংকীর্ণ স্থান তাতেই ২।৪টে আলমারী রাখিয়া ও ২।১টি বেঞ্চি ও টেবিল দিয়া গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়। আলাদা দক্ষ গ্রন্থাগারিক খুব কম স্কুলেই রাখার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সামান্য কিছু ভাতার পরিবর্তে গ্রন্থাগারের ভার দেওয়া হয় এবং তিনিও যে ভাবে নিজ কর্তব্য করেন তাহা অনেকেরই সুপরিজ্ঞাত। তজ্জন্যই স্কুল গ্রন্থাগারসমূহ এদেশে নামে মাত্র গ্রন্থাগার হিসাবে থাকে—ছাত্রছাত্রীরা যে সেখানে আনন্দ বর্ধনের জন্য যাইবে তাহাও সম্ভব হয় না। শিক্ষক গ্রন্থাগারিক মহাশয় নিজ ক্লাশের কাজ শেষ করিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া কোনরূপে গ্রন্থাগারের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী যাইতে পারিলেই বাঁচেন। যদি সে সময় তাঁহাকে ছেলেমেয়েদের কেহ বই সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করেন—অথবা যদি অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বই লইতে আসে তাহা হইলেই তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন—কারণ সকলকে বই দিয়া তাঁহার কাজ শেষ করিতে অধিক সময় লাগিবে। এইসব ক্ষেত্রে এইসব শিক্ষক গ্রন্থাগারিক দিয়া সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারের কোনো কাজই সম্ভব হয় না—ছেলেমেয়েরাও তাহাদের লেখাপড়ায় গ্রন্থাগারিকের নিকট বিশেষ কোনো সাহায্য পায় না। অথচ বিদেশে স্কুল গ্রন্থাগারিক একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ বেশ সৌহার্দপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। কি সাধারণ গ্রন্থাগার কি স্কুল গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিকের কাজ সর্বত্রই সেবার কাজ এবং এই সেবার জন্য তাঁহারা সর্বত্রই আদরণীয়, সকলেই তাঁহাদের শ্রদ্ধা করে এবং নিজ নিজ জ্ঞানের প্রসারণে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বলিয়া স্মরণ করে। এই সেবাব্রতে দীক্ষিত না হইলে এ কাজে ব্রতী হওয়া যায় না। গ্রন্থাগারের পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে গ্রন্থাগারিকের চেষ্টার উপর। যে কোনোরূপ গ্রন্থাগারই হউক না কেন—উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে তাহা কখনই সুষ্ঠুভাবে নিজ কার্য পরিচালনা করিতে পারে না।

আমাদের দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার কোনো প্রচেষ্টাই নাই। বিদেশে যেমন সব বয়সের ছেলেমেয়েদের কিছু না কিছু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়—আমাদের দেশে এ যাবৎ সেইরূপ কিছু হয় নাই। কাজেই সোজা কথায় বলিতে গেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা গড়িয়া ওঠে হেলায়

ফেলায়—তাহাদের ভিত্ প্রায়ই সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলা হয় না—কাজেই এরা যখন বড় হয় তখন তাহাদের ভিতর নানান্ গলদ থাকিয়া যায়। আমাদের ভাষায় একটা প্রবাদ আছে কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টাঁশ্। ছেলেবয়সে যদি ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়া না যায় উত্তর জীবনে তাহাদের চট্ করিয়া আয়ত্তাধীনে আনা শক্ত। তাহাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি স্কুলের ও সাধারণে গ্রন্থাগারের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে করা না যায় তাহা হইলে তাহারা জীবনে কোনোদিনই গ্রন্থাগারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখন যেমন দেখা যায় গ্রন্থাগারের বই-এর প্রতি কাহারো দরদ নেই—গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায় যে তাহারা গ্রন্থাগারের সম্পত্তি ও পুস্তকাদির উপর অত্যন্ত উদাসীন। যদি ছেলে বয়স হইতে তাহারা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পাইত তাহা হইলে তাহারা বুঝিত যে গ্রন্থাগার তাহাদের জীবনে কতবড় একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং গ্রন্থাগারের সম্পত্তি যত্ন করিতে হয়—গ্রন্থাগার তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার ব্যবহারে উপযুক্ত যত্ন করিতে হয়।

ইংলণ্ডের County Library সমূহ আমাদের দেশের জেলা গ্রন্থাগারের সহিত তুলনা করা যায়। কাউন্টির ভিতর বহু স্কুল থাকে এবং প্রতি স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজস্ব স্কুল গ্রন্থাগার আছে। এই সব স্কুলেই গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়। বিদেশে স্কুলসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষিকার ভিতর যেমন শিক্ষিকার সংখ্যা অধিক তদনুরূপ গ্রন্থাগার কর্মীদের ভিতর মহিলা কর্মীদের সংখ্যাই অধিক—শতকরা প্রায় ৯০।৯৫ জনই মহিলা। বিশেষ করিয়া শিশু গ্রন্থাগার সমূহ প্রায় সর্বত্রই মহিলা গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীন। কাউন্টি গ্রন্থাগারসমূহের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অথবা বুক্ মোবিল্ ঐ সব দেশে অতি সুন্দর ভাবে কাজ করিয়া থাকে। প্রতিটি কাউন্টি প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় এবং ঐ সব বিভিন্ন অংশে কত বিভিন্ন রকম গ্রন্থাগার আছে তাহারও হিসাব ঠিক করা হয়—স্কুল গ্রন্থাগারসমূহও ঐ হিসাবের ভিতর ধরা হয় এবং ইহা দেখা হয় যে প্রতি অংশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যাহাতে কম বেশী একই রকম হয়; ইহাতে প্রতি বিভিন্ন অংশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজের ভার ও পরিচালনার সুবিধা হয়। কাউন্টি গ্রন্থাগার হইতে যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার Branch ও Sub-branch Libraryতে পুস্তক সরবরাহ করা হয় তদনুরূপ ঐ সব অংশের বা অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল লাইব্রেরীতেও পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এই সব বিভিন্ন স্কুল লাইব্রেরীতে পুস্তকের চাহিদানুযায়ী বহুসংখ্যক পুস্তক আমানত দেওয়া হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোনো ভাল বই হয়ত সংখ্যায় ৭।৮ শত কপিও কেনা হয় বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করিবার জন্য। ইহা

হইতে আন্দাজ করিতে পারা যায় যে নাটক নভেল না হইলেও ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত ভাল বইয়েরও চাহিদা ঐ সব দেশে কত অধিক মাত্রায় বর্তমান। এই সব স্কুলের গ্রন্থাগারিকরা সব সময়ে কাউন্টি গ্রন্থাগারের সহিত যোগাযোগ রাখেন এবং প্রতি তিনমাস অন্তর যেমন কাউন্টি গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক সরবরাহ করা হয় তাহার পূর্বেই নিজ নিজ স্কুলের চাহিদানুযায়ী পুস্তকের তালিকাসহ আবেদন পত্র পেশ করেন। স্কুলের প্রতি শিক্ষক শিক্ষিকাই সদাসর্বদা নিজ নিজ স্কুল গ্রন্থাগারের সহিত সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁহাদের স্ব স্ব ক্লাশে পঠনপাঠনের জন্য যে সব বই প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ভাণ্ডারের সঞ্চয়ন বাড়াইবার জন্য যে সব নূতন পুস্তকাদি পাঠ করা প্রয়োজন তাহার তালিকাও নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারিকের হস্তে অর্পণ করেন। তদনুযায়ী স্কুল গ্রন্থাগারিক কাউন্টি গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক আমানত নেন। বিলাতে কোনো বড় কাউন্টি গ্রন্থাগারে আবার স্কুল লাইব্রেরীতে পুস্তক সরবরাহ করিবার জন্য পৃথক গ্রন্থযান (Library Van) আছে। এই সব গাড়ীতে প্রায় ২০০০ পুস্তক রাখিবার মতন শেলফ্ থাকে; এই সব শেলফ্ এমনভাবে নির্মিত যাহাতে চলন্ত অবস্থায় বইপত্র যেন নীচে না পড়িয়া যায়। এই সব গাড়ী কাউন্টির বিভিন্ন স্কুলে তাহাদের চাহিদানুযায়ী পুস্তকাদি লইয়া ৩।৪ মাস অন্তর পুস্তক সরবরাহ করিয়া আসে। আগের দেওয়া পুস্তক ফিরৎ লইয়া আসে। সচরাচর স্কুল গ্রন্থাগারিকরাই নিজে এই সব চলমান গ্রন্থাগারে ঢুকিয়া পুস্তক নির্বাচন করেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কখনো কখনো আবার শিক্ষক শিক্ষিকা সমভিব্যাহারে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরও ঐ চলমান গ্রন্থাগারের ভিতর যাইয়া নিজ নিজ আগ্রহ ও পছন্দ মতন পুস্তক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। ইহাতে আর কিছু না হোক ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স হইতেই গ্রন্থাগারের যথাযথ ব্যবহারের শিক্ষা পায়। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ চলমান স্কুল গ্রন্থাগার হইতে সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক দিবার কোনো রীতি নাই। ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত পুস্তক নির্বাচন করে তাহা স্কুলের গ্রন্থাগারের খাতেই আমানত রাখা হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় সহর হইতে দূরে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে বৎসরে মাত্র দুইবার এইভাবে বই যোগান দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তথা তথাকার পড়িবার চাহিদানুযায়ী পুস্তক আমানত দেওয়া হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার যে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ৭।৮ হইতে ১৪।১৫ বৎসর অবধি কেহই গ্রন্থাগারে এই সব পুস্তকের অযত্ন করে না সাবধানে বইয়ের ব্যবহার করে যাহাতে বই ছিঁড়িয়া না যায়। এই যে ছোটবেলা হইতে গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহারের শিক্ষা তাহারা পায়—ইহা আজীবন তাহাদের চরিত্র গঠন করে—গ্রন্থাগারের বই যে যত্ন করিয়া পড়িতে হয় এবং না ইস্যু করিয়া লইতে নাই পড়া হইয়া যাইলে যথা সময়ে ফিরৎ দিতে হয়—এই সব সাধারণ জ্ঞান তাঁহাদের বেশ ভাল ভাবেই জন্মায়—বড় হইয়া তাহারা

বইয়ে দাগ দেওয়া—পাতা কাটা ইত্যাদি বদ অভ্যাসে লিপ্ত হয় না। আমাদের দেশেরও এইসব সাধারণ জ্ঞান যদি স্কুল হইতে শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহা হইলে এই সব ছাত্রছাত্রীরা যখন বড় হইবে তাহাদের অনেকেরই যথাযথ পুস্তক ব্যবহারের অভ্যাস জন্মাইবে না—অনেকে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াও দাগ কাটা ও পাতা কাটার বদ অভ্যাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তথা গ্রন্থাগার সমস্তই জ্ঞানের মন্দির—সেখানে সরস্বতীর পূজা হয় নিত্য নৈমিত্তিক; ছাত্রছাত্রীরা অল্প বয়স হইতেই যাহাতে পুস্তকাদির যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষা পায়—সংযত ও বিনয়ী হয়—ইহা সকলেরই দেখা কর্তব্য। শিক্ষক শিক্ষিকাগণও এই দিকে নজর দিবেন ইহাই সকলে আশা করে। জ্ঞান লাভের জন্য যে নিষ্ঠা, যে একাগ্রতা,—যে বিনয় যে আগ্রহ যে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন—পাঠশালা, স্কুল ও ছোটদের গ্রন্থাগারেই তাহার 'হাতেখড়ি' হওয়া প্রয়োজন—তাহা না হইলে পরিণত বয়সে এই সব সাধারণ শিষ্টাচার চরিত্রগত হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। পশ্চিমের সর্বত্রই এই জিনিষটিই চোখে পড়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা—কী গভীর দরদ—তাহারা জানে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার একমাত্র স্থান তাহাদের গ্রন্থাগার। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—এই সত্য কথাটি আমাদের ছেলেমেয়েরা ভুলিতে বসিয়াছে। আমাদের সরস্বতী পূজার বিনয় বা শ্রদ্ধার স্থান কোথায়? সহরে যাহা দেখা যায় তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনে সংযম, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনয়ের একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তবে আশার কথা আমাদের শিক্ষক মহাশয় ও শিক্ষিকা মহোদয়াগণ এবিষয়ে দৃষ্টিদানে সচেষ্ট হইতেছেন। তাঁহাদের সকলের চেষ্টায় ও আগ্রহে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অচিরে শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী ও জ্ঞানবান হইয়া উঠিবে—আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে।

মার্কিণ দেশের একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আনাডেলা রাইলী

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর অগ্রগতি ঘটেছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের সংগে সমানভাবে তাল রেখে। তাই অধুনা John Dewey-র "child centered school" কথাটাকেই গ্রন্থাগারিকরা ভিন্ন কথায় বলে থাকেন "library centered school".

বড় হয়েও যাতে বই পড়ার অভ্যাস থাকে এইজন্যই ছাত্রদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে যে সব ছাত্ররা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বই পড়ার অভ্যাস করে তারা স্কুলের পরীক্ষাতেও ভাল ফল পেয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে শিক্ষাকর্মসূচীতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য

করতে পারে এই ধরণের বই ও Audio-Visual উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারে শিক্ষকদের সংগে সহযোগিতা করা, প্রত্যেকটী ছাত্রকে পৃথক পৃথকভাবে বই নির্বাচন ও পড়ায় নির্দেশ দেওয়া এবং যাতে তারা ভবিষ্যতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বই এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার করে এইভাবে তাদের বই পড়ার অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নিজেই শিক্ষা পদ্ধতিতে একটী বিশেষ অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় প্রাধিকার বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলো প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে ও তাদের অর্থ সাহায্য করে থাকে। কিন্তু সেখানেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তবুও যেখানেই একটী উচ্চমানের বিদ্যালয় থাকে, সেখানেই দেখতে পাওয়া যায় একটী সক্রিয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যালয় ভবনেই এই ধরণের গ্রন্থাগারের সূচনা হয়ে থাকে। একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক পর্যায়ভুক্ত করে এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে, যেখানে এক থেকে আট পর্যন্ত grade আছে, সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রন্থাগার থাকে, তবে সাধারণতঃ এই সব বিদ্যালয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারই তাদের extension service মারফৎ বই ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে আর একটী গ্রন্থাগার পদ্ধতির সংগে আমি পরিচিত হয়েছিলাম মিসৌরির ক্যানসাস সহরে। এটী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের একটী ছোট সহর, জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। এই সহরের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় উভয়কেই পরিচালনা করে সেখানকার শিক্ষা পর্ষৎ (Board of Education.) সেখানে যখনই একটী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই তার সন্নিকটবর্তী লোকালয়ের এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অভাব মেটাতে পারে এমন একটী গ্রন্থাগারের জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য এই রকম ব্যবস্থায় শাখা গ্রন্থাগারগুলোর দ্রুত উন্নতির সুবিধা হয় এবং করদাতারাও গ্রন্থাগারের গৃহ নির্মাণের খরচা থেকে রেহাই পান। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুলোর সুবিধা আরও বেশী। এই শাখা গ্রন্থাগারগুলোর বহুমুখী কাজের জন্য বইএর সংখ্যা হয় কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার এবং গ্রন্থাগারিক নিতে হয় পাঁচ থেকে আট জন। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হচ্ছে ছাত্ররা দিন বা রাত্রে সব সময়েই গ্রন্থাগারের বেশীরভাগ চেয়ারগুলো দখল করে থাকে, এবং অপরটী হচ্ছে শিক্ষা পর্ষৎ যতই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর দিকে নজর রাখুক না কেন, গ্রন্থাগারিক ক্রমশঃ সাধারণ গ্রন্থাগার মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।

যাই হোক, মোটের উপর এই প্রকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ফল ভালই হয়েছে। আজ ক্যানসাস সহরে চৌদ্দটী শাখা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে

এগারটাই স্কুল ভবনের একতোলায় খোলা হয়েছে, এবং গ্রন্থাগারগুলোর জন্য পৃথক প্রবেশদ্বার রাখা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলো সপ্তাহে পাঁচদিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত এবং শনিবার সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই শাখা গ্রন্থাগারগুলোতে গ্রেড স্কুলের ছাত্রদের উপযুক্ত বইও থাকে, এবং গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ হতে হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য আর একটী বিষয় হচ্ছে বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং সন্ধ্যার ছাত্ররাই ঘণ্টা হিসাবে মজুরীতে বই Shelving ইত্যাদি কাজ করে থাকে, এবং এই কাজ বিদ্যালয়ের ভাল ছেলেদের দেওয়া হয় বলে ছাত্ররা ও গ্রন্থাগার উভয়েই উপকৃত হয়।

অনাথ নাথ বসু স্মরণে

প্রমীল চন্দ্র বসু

গত ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৬১ খৃষ্টাব্দ) রাত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসু মহাশয় অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি একজন আজীবন সদস্য ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে পরিষদের কাজকর্মে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না নানা কারণে; সেজন্য পরিষদের বর্তমান সদস্যদের অনেকের পক্ষে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানা অথবা অতীত দিনে পরিষদে তাঁর কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু পরিষদের পুরাতন দিনের বন্ধু যাঁরা এখনও পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা সকলেই একথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন যে অনাথবাবুর মৃত্যুতে তাঁরা পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং নিরলস ও নিরহঙ্কারী সহকর্মীকে হারিয়েছেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় একই সময়ে অনাথবাবু এবং আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যোগদান করি আর অনাথবাবু যোগদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবে সৃষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে। আমাদের পরিচয় তখনও নিবিড় হয় নি এমন সময়ে হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। যতদূর মনে পড়ে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন এবং অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুনীন্দ্রকুমার দেব রায় মহাশয় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্বে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার

পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি সমগ্র হুগলী জেলায় একমাস ব্যাপী ভ্রমণ করে ঐ জেলার তৎকালীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। আমার অনুসন্ধানের পূর্ণ বিবরণ, মন্তব্য ও সুপারিশ সহ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সম্মেলনে উপস্থিত করি। অনাথবাবু এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। সম্মেলনের কাজ শেষ হ'লে ঐ ভীড়ের মধ্যে অনাথবাবু আমাকে খুঁজে নিয়ে সম্মেলনে উপস্থাপিত আমার বিবরণ ও সুপারিশ এবং সাধারণভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে আলোচনা করেন। ওঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এইখানেই হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনাথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উভয় বিভাগই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এ ছিল। কাজেই আমাদের মধ্যে নিয়মিত দেখাশুনার অসুবিধা ছিল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের স্থান থাকা যে প্রয়োজন সে কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রদের কাছে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। পরে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী বন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি পত্রও দেন। ব্যবস্থামত বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা শেষে কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে বলেন অনুসন্ধানে তিনি জেনেছেন যে এই বক্তৃতার ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করেন এবং সেজন্য পরবর্তীকালেও আমাকে এইরূপ বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। কোন বিশেষ কারণে আমি অবশ্য ওঁর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারিনি। যাই হোক শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে নীতিগতভাবে গ্রন্থাগারের স্থান থাকা সংগত একথা তিনি শুধু মনে করতেন বা মৌখিক বলতেন এমন নয়; এই নীতিকে তিনি যে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন এই ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ সম্মেলনে 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' ও 'ছোটদের গ্রন্থাগার' অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার নেতৃত্ব করবার ভার অনাথবাবুর উপর ন্যস্ত হয়। যথা সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে তাঁর লিখিত প্রবন্ধকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করে সম্মেলনে ঐ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী চার পাঁচ বৎসর কাল তিনি পরিষদের 'বিদ্যালয় সংক্রান্ত গ্রন্থাগার সংসদের' (School Library Committee) সচিব (Secretary) ছিলেন। এই সময়ে প্রধানতঃ

অনাথবাবুর তৎপরতায় আমরা উভয়ে মিলিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। এই কার্যোপলক্ষে কতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কক্ষে এবং কখনও কখনও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আমরা একত্র কাজ করেছি সে স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর হাতে লেখা ঐ তালিকা এখনও আমার কাছে সেদিনের সে স্মৃতি বহন করে রেখেছে। এই তালিকা অবশ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক যখন প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় তখন থেকে অনাথবাবু বিশেষ উৎসাহের সাথে অধ্যাপক ও পরীক্ষক হিসাবে এই শিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। পরে তিনি 'গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সংসদের' সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এক সময়ে তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই শিক্ষণ কেন্দ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্থানের অধিকারী পরীক্ষার্থীকে 'ফিরোজকুমারী বসু' নামে পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ সম্মেলনে পরিষদের বিদ্যালয় সংক্রান্ত সংসদের সচিব হিসাবে পরিষদের পক্ষ থেকে অনাথবাবু বাংলা দেশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এক পর্যালোচনামূলক বিবরণ উপস্থিত করেন। ঐ বিবরণে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শোচনীয় দুরবস্থার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি-কল্পে ন্যূনপক্ষে কি করণীয় সে বিষয়েও তিনি সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। ঐ বিষয়ে আলোচনার পর সম্মেলন কর্তৃক অনাথবাবুর বক্তব্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থ নির্বাচন সংসদেরও তিনি কিছুদিন সদস্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত পরিষদের পরামর্শ সভারও (Council) তিনি অনেকদিন যাবৎ সদস্য ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী-সভাপতি ছিলেন।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ ক'রে তিনি দিল্লী চ'লে যাবার পর অনাথ বাবুর সাথে পরিষদের বা আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কিছুটা ব্যাহত হ'লেও পরিষদের কার্যকলাপের সংবাদ তিনি সব সময়ে আগ্রহ সহকারে সংগ্রহ ক'রতেন বা রাখতেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে মালদহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনে অনাথ বাবুকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হবে স্থির হয়। গ্রন্থাগার পরিষদের আমি তখন কর্মসচিব (Secretary)। কাজেই অনুরোধ জানাবার কাজ আমাকেই ক'রতে হবে। তিনি দিল্লীতে তখন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। দিল্লীর সৌজন্যতার মাপকাঠি সম্বন্ধে নানারকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। মধ্যে ২।১ বার ক'লকাতায় এলে বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আমার সাথে তিনি দেখা ক'রে গিয়েছেন সত্য এবং কখনও কখনও

কোন প্রয়োজনে দিল্লী থেকে আমাকে চিঠিও লিখেছেন। তবুও আমাদের এ অনুরোধকে দিল্লীর আবহাওয়ায় তিনি যে কি ভাবে গ্রহণ ক'রবেন সে সম্বন্ধে কারও কারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলাম না। বিশেষত দিল্লী থেকে মালদহ পর্যন্ত তাঁর যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ বহন করার মত সামর্থ তখনকার পরিষদের ছিল না। সে কথাও তাঁকে জানান হবে ব'লে স্থির হ'য়েছিল। যা হোক পত্র তাঁকে লেখা হ'ল। পত্র পেয়েই তিনি কিন্তু সানন্দে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলেন এবং তাঁর যাতায়াতের ব্যয় বহন সম্পর্কে এমন এক প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলেন যার ফলে পরিষদকে অতি অল্প অর্থই ব্যয় ক'রতে হয় শেষ পর্যন্ত। তিনি দিল্লী থেকে সোজা মালদহ রওনা হ'লেন ; আমরা রওনা হ'লাম রাত্রে ক'লকাতা থেকে। পূর্ব ব্যবস্থামত পথে সম্ভবত তিন পাহাড় জংসন ষ্টেশনে প্রাতঃকালে আমরা একত্র মিলিত হ'লাম। তাঁর সাথে মিলিত হ'য়ে তাঁর এবং সকলের সে কি উল্লাস। মালদহের এই সম্মেলনের বিবরণ পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সন ১৩৬১ সালের সম্মেলন সংখ্যায় প্রকাশ হ'য়েছে। পরিষদের সাথে আবার নিবিড়ভাবে তাঁর সেই শেষ মেলামেশা। তারপর পরিষদের আজীবন সদস্য থাকলেও তাঁর পক্ষে পরিষদের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করা আর সম্ভব হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও এর উন্নতিকল্পে সুপারিশের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেন শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু সেই কমিশনের সদস্য-সচিব (Member-Secretary) নিযুক্ত হন। ঐ কমিশনের রিপোর্টের ১১৬ পৃষ্ঠা থেকে ১২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান' সম্পর্কে এক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্তির মূলে অনাথ বাবুর যে হাত ছিল তা' সহজেই অনুমেয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে এবং দিল্লীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পরে পুনরায় অনাথ বাবু শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কাজের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। শেষবার শান্তিনিকেতন থেকে অবসর নিয়ে চ'লে আসার পর মাত্র আর একবার তাঁর সাথে আমার দেখা হয় ক'লকাতাতেই। শান্তিনিকেতনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কর্মের উদ্দীপনা, কর্মসাধনায় আন্তরিকতা, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং বন্ধুবৎসলতার স্মৃতি আমাদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে আমাদের জীবনের অবশিষ্ট কাল। তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ সুহৃদবৃন্দের সাথে আমিও তাঁর আত্মার উদ্দেশে আমার অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি ; আর কামনা করি তাঁর আত্মার শান্তি !

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের করণীয় কয়েকটি নির্দেশ

শিক্ষকের দায়িত্ব

১ বিভিন্ন মানের ছাত্রছাত্রীর উপযোগী বইপত্র কি আছে বা না আছে সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিবার জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করুন।

২ ভবিষ্যৎ পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের সহিত আলোচনা এবং বর্তমান পাঠ্যসূচীর বিষয় ও সেই সম্পর্কিত নূতন পরিবর্তনগুলিও তাঁহাকে জানাইয়া দিন।

৩ ক্লাস চলাকালে ছাত্রগণকে একক বা দলবদ্ধভাবে গ্রন্থাগারে প্রেরণ করুন, যাহাতে তাহারা পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়।

৪ ক্লাশে ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগারের উপকরণাদি একটি পিরিয়ড, একটি দিন বা এক সপ্তাহের জন্য ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করুন।

৫ ছাত্ররা যাহাতে গ্রন্থাগারের উপকরণাদি যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দানের প্রতি যত্নবান হোন। শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকের সহৃদয় সহযোগিতাই এই বিষয়ে ছাত্রদের সফলকামী করিয়া তুলিবে।

৬ কোষগ্রন্থ প্রভৃতির সহিত নানা ধরণের সহায়ক পুস্তক ক্লাশে ব্যবহারের জন্যে ব্যবস্থা রাখুন।

৭ ছাত্রদের সকলকে পৃথকভাবে বিষয় অনুধাবী অনুশীলনের নির্দেশ দিন। জটিল এবং অল্পপরিচিত সমস্যার তথা সরবরাহের প্রয়োজনে ক্লাশে আলোচনা করুন।

৮ পাঠ্যবিষয়ের সম্ভাব্য সূত্র সম্বন্ধে স্বাধীন এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশে ছাত্রদের উৎসাহ দান করুন। ফলে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে নূতন প্রকাশনার অন্তর্ভুক্তির সুবিধা হইবে।

৯ বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয়সমূহের ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিতে গ্রন্থাগারিককে উৎসাহ দান করুন।

১০ গ্রন্থাগারের বই, পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকাদির তালিকা প্রস্তুতিকার্যে পরামর্শ দিন।

১১ ছাত্রগণকে শুধুমাত্র গ্রন্থকীটে পরিণত না করিয়া মূলতত্ত্ব জানিতে উৎসাহী করিতে সচেষ্ট হউন।

১২ গ্রন্থাগারের পুস্তকও সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি হইতে চিত্রাদি সংগ্রহ না করা ও অন্যান্য বিধিনিষেধ সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করুন।

১৩ মেধাবী ছাত্রদের জ্ঞানোন্মেষের জন্য, সাধারণ ছাত্রগণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিবার জন্য এবং পশ্চাদপর ছাত্রগণের জন্য বিশেষ উপকরণাদির সহায়তায় গ্রন্থাগারের সংগ্রহাদির পূর্ণ ব্যবহার করুন।

১৪ গ্রন্থাগার ব্যবহার-স্পৃহা ছাত্রদের মধ্যে জাগাইয়া তুলুন। এবং এই স্পৃহার প্রেরণায় তাহারা অবকাশ সময়ে বা বিদ্যালয়ের পাঠশেষের পর নিজেদের প্রয়োজন বা আনন্দের তাগিদে সাধারণ পাঠাগার ব্যবহার করিবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

১ গ্রন্থাগারের তৎপরতা সম্বন্ধে সভা, আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষকগণকে সচেতন করিয়া তুলুন।

২ বিদ্যায়তনের সকল বিভাগের পঠনীয় বিষয়, পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও শিক্ষার ধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া সারা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন কতটা তাহা নির্ণয় করুন।

৩ গ্রন্থাগারের বিচিত্র সম্ভার অর্থাৎ বই, পুস্তিকা, সাময়িক পত্রাদি শিক্ষকদের গোচরীভূত করা এবং প্রতিটি শিক্ষকের (বিশেষত নবাগত শিক্ষকগণের) সহিত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দ্বারা প্রতি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত থাকুন।

৪ ক্লাস চলার সময়েই গ্রন্থাগারে ছাত্রগণ একক বা দলগতভাবে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগারের উপকরণাদি দ্বারা পাঠ্যবিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে অথবা আনন্দলাভ করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করুন।

৫ ক্লাসে ব্যবহারের জন্যে দরকারী বইপত্র ক্লাসে প্রেরণ করুন।

৬ সর্বপ্রকার বিষয়ের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারের যাবতীয় উপকরণাদির সুবিন্যস্ত গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করুন। এবং গ্রন্থাগারে একটি অনুলিপি রাখিয়া ইহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করুন। প্রতি বৎসর নূতন নূতন সংযোজন এবং যথোচিত পরিবর্তন দ্বারা ঐ গ্রন্থপঞ্জীকে হালনাগাদ রাখুন।

৭ গ্রন্থাগারে নূতন বইয়ের তালিকা নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষক, বিভাগীয় অধিকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

৮ নূতন উপকরণের সংযোজন সংবাদ শিক্ষকগণকে জানাইয়া দিন।

৯ নূতন পুস্তকের সমালোচনাগুলিও শিক্ষকদের দৃষ্টিগোচরে আনুন।

১০ গ্রন্থাগারের বইপত্রাদির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের উপযোগী করিয়া তুলিবার কাজে শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করুন।

১১ গ্রন্থাগারে সেবা, সাহচর্য ও সৌহার্দমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

১২ ছাত্রগণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি করুন। এই উৎসাহের সুফল স্বরূপ ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইয়া উত্তরকালে সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করিতে আগ্রহান্বিত হইবে।

[কলিকাতা ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক প্রচারিত এই নির্দেশনামাটি ইংরেজী থেকে তর্জমা করে দিন শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাংলায় কৃষি-বিজ্ঞান ঃ গ্রন্থপঞ্জী

সঙ্কলক ঃ তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও
সুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল

৩৩৮'১৭ কৃষিজ উৎপন্ন

সরকার, কালীপ্রসন্ন

বে কা রে র অ'ন সং স্থা ন।
রাজসাহী. গ্রন্থকার, ১৯৩২।
•'৫০।

৩৭২'৩ বিদ্যালয় বাগান

বসু, সন্তোষবিহারী

স্কুলবাগান। কলিকাতা,
গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৯৩৩। •'২৫।

৫৮৩ উদ্ভিদতত্ত্ব

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র

উদ্ভিদ তত্ত্ব। কলিকাতা,
এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং,
১৯২২।

৫৮১'২৩ পরাশ্রিতিক ব্যাধি

দে, প্রবোধচন্দ্র

ধানের পোকা। ঢাকা,
গ্রন্থকার, ১৯১৪। •'৮৭।

৬৩০ কৃষিবিদ্যা

আবদুল হাই

আদর্শ কৃষক ; ২য় সং।
ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯২১।

কালিদাস, অমরেশ

লাভজনক কৃষি। কলিকাতা,
গ্রন্থকার, ১৯২১। •'৫০।

কৃষকের কর্মভোগ। কলিকাতা,
গোবিনচাঁদ ভূয়াঁ, ১৯২০। •'২৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি।
বীরভূম, ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়,
১৯১৭। ২'২৫।

গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ

বাংলার কৃষি। কলিকাতা,
গ্রন্থকার, ১৯২৮। ২'০০।

ঘটক, কালীময়

কৃষি প্রবেশ ; ৩য় সং। কলিকাতা,
কে. সি. চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং,
১৮৭২।
—৪র্থ সং। ১৮৯১।
—কৃষিশিক্ষা। কলিকাতা,
নিত্যানন্দ ঘোষ, ১৮৭৮। •'৫০।
—১০ম সং, ১৯০২।

ঘোষ, এককড়ি

কৃষিতত্ত্ব। হুগলী, রাজেন্দ্র ঘোষ,
১৯৩০। ১'৫০।

চক্রবর্তী, কামিনীকুমার

কৃষক। শেরপুর, তমিজুদ্দীন
আহমদ, ১৮৯৩। •'৩১।

চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র

কৃষি-বিস্তার। আগ্রা,
এম. ধর, ১৯২১। •'৬।

চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যগোপাল

কৃষি-সংগ্রহ ঃ কলিকাতা,
পাইকপাড়া নার্সারী, ১৮৮৩।
২'৫০।

চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস
কৃষি-সখা : ১ম ভাগ। কলিকাতা, পাইকপাড়া লাইব্রেরি, ১৯২৪।

দত্ত, দ্বিজদাস
রাখালের কথা ; ২য় সং। সাতবারিয়া, রণদাকান্ত রায় চৌধুরী, ১৯২৬। ০·১২।

দাশগুপ্ত, রাজেশ্বর
কৃষিবিজ্ঞান। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯২৯—৩৩। ২ খণ্ড। ১০·০০।

দে, প্রবোধচন্দ্র
কৃষিক্ষেত্র। কলিকাতা, এইচ. সি. দাস, ১৮৯৪। ২ ভাগ। ১·০০।
—২য় সং, ১৯০১।
—৪র্থ সং, ১৯০৮।
—৬ষ্ঠ সং ১৯১৮।
—৭ম সং. ১৯২২।
—ভূমিকর্ষণ। কলিকাতা, দে অ্যান্ড সন্স, ১৯২২। ০·৩৭।
—মৃত্তিকাতত্ত্ব ২য় সং। কলিকাতা, কৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯২৪।

দেব, হেমচন্দ্র
ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ : ১ম ভাগ। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯১১। ২·৫০।

৬৬১·৮ সারতত্ত্ব

দে, প্রবোধচন্দ্র
উদ্ভিদখাদ্য। কলিকাতা, গ্রেট ইডেন প্রেস, ১৯২২। ০·৫০।

বসু, সন্তোষবিহারী
সারতত্ত্ব। বর্ধমান, প্রবোধ বিহারী বসু, ১৯৩৫। ১·০০।
—সার ব্যবহার। কলিকাতা, বেঙ্গল কেমিক্যাল, ১৯২৪।

পাল, কৃষ্ণপ্রসন্ন
কৃষিগাথা। কলিকাতা, নাথ, নন্দী এ্যান্ড কোং, ১৯১৯।

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
কৃষিপঞ্জিকা। কলিকাতা, অজিত শ্রীমানী, ১৯৩৩। ০·৭৫।

মুহম্মদ জাফর
কৃষক সহায়। সুখনগর, ১৯২৭।

মিত্র, সতীশচন্দ্র
বাংলার কৃষি শিল্প ও পল্লী। কলিকাতা, গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৯৩৫। ১·৫০।

মুখোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল
সরল কৃষি বিজ্ঞান। কলিকাতা। ১৯০৪।

মুখোপাধ্যায়, হারাধন
কৃষিতত্ত্ব : ১ম ভাগ। কলিকাতা, বি, কে, দাস এ্যান্ড কোং প্রেস, ১৮৮৬।

রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার
বঙ্গদেশের বর্তমান কৃষি ও বাণিজ্য। কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ শেঠ, ১৯১৮। ০·২৫।

বসু, গিরিশচন্দ্র
কৃষি সোপান ; ৭ম সং। কলিকাতা, ১৮৯৫।

বসু, শান্তিপ্রিয়
বাংলার চাষী। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৪। ০·৫০।

বসু, শ্রীসন্তোষবিহারী
সরল কৃষি শিক্ষা। যোগেন্দ্রপুর, বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, লিঃ, ১৯৩০। ১·২৫।
সেন, অম্বিকাচরণ
কৃষি প্রবেশ। কলিকাতা, এস. কে. লাহিড়ী, ১৯১০। ১·০০
সেনগুপ্ত, উমেশচন্দ্র
কৃষি চন্দ্রিকা। ৩য় সং। কলিকাতা, ললিতমোহন দাস, ১৮৯৩।
স্ট্যালিন, জোসেফ
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষিনীতির সমস্যা। কলিকাতা, ১৯৫৪।

৬৩০·০৪ কৃষিবিদ্যা—প্রবন্ধ

সিংহ, বাদেশ্বর
কৃষি প্রবন্ধ। রাধিনাল, গ্রন্থকার, ১৮৯৮। ১·৩৭।
—১৯৪৪। ৫·৫০।

৬৩০·০৫ কৃষিবিদ্যা—পত্রিকা

কৃষি সমাচার। ১৯১৬-১৭
কলিকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯১৬-১৭।
বাঁকুড়া কৃষি পত্রিকা। ১৯১৮-১৯।
বাঁকুড়া, কৃষিসভা, ১৯১৮-১৯।

৬৩০·০৬ কৃষি সমিতি—পাবনা

ভট্টাচার্য, যাদবচন্দ্র
পাবনা কৃষি সমিতি। কলিকাতা, ১৯২৬।

৬৩০·২৪ কৃষি—রসায়ন

গুপ্ত, শ্যামলকুমার
কৃষি-রসায়ন বিজ্ঞান। কলিকাতা, এস. এস. রায়, ১৯৬০। ৩, ৪৮। ৬·০০।

৬৩১·৫ জমি ও চাষ

রায়চৌধুরী, সত্যপ্রসাদ
জমি ও চাষ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৩। ০·৫০।
সেন, ইন্দুভূষণ
বাংলা দেশের গাছপালা। কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৯৩১-৩৮। ৩ ভাগ। ০·৩১।

৬৩২·৯৫ উদ্ভিদ রক্ষা : ঔষধ সিঞ্চন

ঘোষ চারুচন্দ্র
ফসলের পোকা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন, ১৯১০।

৬৩৩ সব্জী চাষ

চিদানন্দ, স্বামী
সব্জী বাগান। কলিকাতা, সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ১৯১১। ১·০০।
দে, প্রবোধচন্দ্র
সব্জীবাগ। কলিকাতা, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস, ১৮৯৫। ০·৫০।
—৪র্থ সং, ১৯০৬।
—৫ম সং, ১৯০৯।
—৯ম সং, ১৯২৪।
মান্না, হরিমোহন
সব্জীর কথা। কলিকাতা, ১৯৩৪।
—১৯৪০।
মিত্র, মন্মথনাথ
সব্জী চাষ। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন, ১৯১২। ০·৫০।

মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস
সবিজশিক্ষা ; ২য় সং।
কলিকাতা, ১৯০৬।
রায়, অমরনাথ
চাষীর ফসল। কলিকাতা,
গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৩৩। ১·৫০।
—১৯৪৪।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশকান্ত
বাস্তু কৃষি। ঢাকা, গ্রন্থকার,
১৯৩২।
শেঠ, নগেন্দ্রনাথ
বাহারন চাষ। কলিকাতা,
রয়েল গার্ডেনিং এসোসিয়েশন,
১৯১৫।
৬৩৩·১ ধান্যাদি শস্য
দাশগুপ্ত, কুমুদমোহন
ধান। ঢাকা, ১৯০১।
শেষ, সন্তোষনাথ
বঙ্গে চালতত্ত্ব। চন্দননগর,
গ্রন্থকার, ১৯২৫। ৩·০০।
৬৩৩·৩ গবাদি পশুর খাদ্যশস্য
রায়, অমরনাথ
পশুখাদ্যের চাষ। কলিকাতা,
গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৪৫। ১·৫০।
৬৩৩·৪ আদা-হরিদ্রা-পিপুল
মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
আদা-হরিদ্রা ও পিপুল চাষ :
বেনেতিবাগ ; ৪র্থ সং। কলি.
গ্রন্থকার, ১৯২২।
৬৩৩·৪ আলু
মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
আলুর চাষ। কলিকাতা,
বি. ভট্টাচার্য, ১৯২১। ৫·৬।
—৭ম সং, ১৯২৮। ০·১২।
৬৩৩·৫ তুলা
চৌধুরী, নিবারণচন্দ্র
কার্পাস চাষ। কলিকাতা,
ইন্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন,
১১০৬।
দত্ত, নিকুঞ্জবিহারী
কার্পাস প্রসঙ্গ। কলিকাতা,
ইন্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন,
১৯০৬।
দত্ত, বিধুভূষণ
কার্পাসে স্বাবলম্বন। কলিকাতা,
এস. সি. দত্ত অ্যান্ড ব্রাদার্স,
১৯২২। ০·২৫।
দাশগুপ্ত, সীতীশচন্দ্র
কার্পাস শিল্প। কলিকাতা,
খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৯২৫। ০·৭৫।
দে, প্রবোধচন্দ্র
কার্পাস কথা। কলিকাতা,
উষসী প্রেস, ১৯০৮। ০·৫০।
—২য় সং, ১৯২১।
পট্টদার, গুরুগোবিন্দ
কার্পাস আবাদ। পাবনা,
মন্মথনাথ সান্যাল, ১৯১৮।
পুততুণ্ড, বৃন্দাবনচন্দ্র
বঙ্গে কার্পাস চাষ। বরিশাল,
মৌলভী ইসৈগালি খান,
১৯২১। ০·৬।
মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
তুলার চাষ। কলিকাতা,
বি. ভট্টাচার্য, ১৯২১। ০·১২
—১৯২৩।
মমতাজোল করিম
তুলার চাষের নিয়মাবলী।
নোয়াখালী, নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট
বোর্ড, ১৯২৬।

মিত্র, শরচ্চন্দ্র
তুলা। কলিকাতা, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯২২। ১·৫০।

মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ
তুলার চাষ। কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০৬। ০·২৫।

বসু, সন্তোষকুমার
বঙ্গদেশে তুলার চাষ। বোলপুর, গ্রন্থকার, ১৯৩০। ০·১২।

৬৩৩·৫ পাট

দত্ত, বিজয়দাস
পাট বা নলিতা। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস, ১৯১১।

৬৩৩·৬ ইক্ষু চাষ

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
ইক্ষু চাষ। কলিকাতা, রায়হরি শ্রীমানী অ্যান্ড সন্স, ১৯২৯. —১৯৩২।

৬৩৩·৭ চা বাগান

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র
চা বাগান রহস্য। ঢাকা, অক্ষয় কুমার গাঙ্গুলী. ১৯২৪।

ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ
চা। দার্জিলিং, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২০।

৬৩৩·৮ বেনেতিবাগ

মজুমদার. যামিনীরঞ্জন
বেনেতিবাগ। কলিকাতা, জ্যোৎস্না রঞ্জন মজুমদার, ১৯৩২। ০·১২।

৬৩৪ ফল, ফলের বাগান

দে, প্রবোধচন্দ্র
ফলকর। কলিকাতা, ইলিসিয়াম প্রেস, ১৮৫৫। —২য় সং, ১৯০১। —৫ম সং, ১৯১৭। —৬ষ্ঠ সং, ১৯২৩।

মান্না, হরিমোহন
ফলের বাগান। কলিকাতা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ১৯৪৪। ১·২৫। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫।

রায়, অমরনাথ
আদর্শ ফলকর। কলিকাতা, গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৩৫। ১·৫০।

সিংহ, বাণেশ্বর
আয়কর ফলের চাষ। কলিকাতা, লক্ষ্মীশ্বর সিং, ১৯৪৮। ২·৭৫।

৬৩৪·৭ কলা

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন
কলার চাষ। কলিকাতা, জ্যোৎস্নারঞ্জন মজুমদার, ১৯২৬। ০·১২। —১৯৩২। ০·২৫।

৬৩৫ সব্জীবাগ

রায়, অমরনাথ
বাংলার সব্জী। কলিকাতা, গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৩৩। ১·৫০।

শেঠ, হরলাল
সব্জির বাগান। কলিকাতা, নবকুমার দত্ত, ১৯০১। ২·০০।

৬৩৪·৯ ফুলের বাগান

দে, প্রবোধচন্দ্র
　মালঞ্চ ; ২য় সং। কলিকাতা,
　হরিচরণ দাস, ১৯০৮। ১·০০।
　—৩য় সং, ১৯২৩।

রায়, অমরনাথ
　পুষ্পোদ্যান। কলিকাতা,
　গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৩৯। ১·৫০।

৬৩৫·৯৩ গোলাপ

দে, প্রবোধচন্দ্র
　গোলাপ বাড়ী। কলিকাতা,
　হরিচরণ দাস, ১৯০৮। ০·৭৫।
　—২য় সং, ১৯২৫। ১·০০।

৬৩৬·২　গবাদি পশু

কের (পি. জে) এবং ম্যাকলিন (কে.)
　বাঙ্গালা দেশে গোজাতির পালন
　ও উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা।
　কলিকাতা। গ্রন্থকারদ্বয়,
　১৯২৬।

চক্রবর্তী, গিরিশচন্দ্র
　গোধন। কিশোরগঞ্জ,
　নবীনচন্দ্র গোপ, ১৯১৪। ২·০০

ভারতের গোধন
　ভারতের গোধন। কলিকাতা,
　১৮৮৮।

৬৩৮·১৭　মৌমাছি পালন

ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র
　মৌমাছি পালন। কলিকাতা,
　গ্রন্থকার, ১৯১৮। ০·৮৭।

৬৩৮·২　রেশম গুটির চাষ

দে, মন্মথনাথ
　রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে ভূঁত
　তুস। পুসা, আশুতোষ ব্যানার্জি,
　১৯১৬।

সিংহ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ
　তসর প্রসঙ্গ। ১ম ভাগ।
　কলিকাতা, ১৯২১।

৬৬৩·৯　চা—আয়ুর্বেদীয় চা

দে, প্রবোধচন্দ্র
　আয়ুর্বেদীয় চা। ২য় সং।
　কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯১৪।

৬৭৬·১৪　গাঁজা

চক্রবর্তী, কালীমোহন
　গাঁজার গল্প। সেরপুর,
　গ্রন্থকার, ১৯১৩।

৯২৬·৩　কৃষক—জীবনী

আবদুল মজিদ
　আদর্শ কৃষক উছমান।
　ভাওয়ালী, ১৯২০।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার বিবরণ প্রকাশিত হয় ; সংবাদ সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে লিখিত না হইলে প্রকাশের নিশ্চয়তা থাকে না। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে আয়োজিত অনুষ্ঠান-সংবাদ এত অধিক আসিয়াছে যে সেগুলি স্থানাভাবের জন্য বাদ দিতে হইয়াছে এবং বিগত সংখ্যার মুদ্রণকালে অনবধানতাবশত গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। সেগুলি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। —সম্পা.]

কলিকাতা

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীবিনোদ বসু। পাঠাগার সভাপতি শ্রীবিনোদ বিহারী বসু অতিথিদের সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একমাত্র জীবিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠাগারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। পরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সভাস্থল চেতলা স্কুল হল ও নিত্যানন্দ লাইব্রেরী আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়।

ভারতী পরিষদের একসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব

গত ২৪শে নভেম্বর ভারতী পরিষদ পাঠকক্ষে (৬নং আর, জি, কর রোড, কলিকাতা—৪) ডঃ আদিত্য ওহদেদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতী পরিষদের ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সংগীতের পর পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীজগদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরিষদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। অতঃপর শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ পাঠাগারের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীঅজিতকুমার শ্রীমানী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের "লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস ভারতী

পরিষদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা পৌরসভার নিকট হইতে অনিয়মিত বাৎসরিক দানের ফলে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন।

চব্বিশ পরগণা

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বজবজ পৌরসভা ও স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই পাঠাগারে বর্তমানে প্রায় দশ হাজারের মত পুস্তক আছে। প্রতি বৎসর বহু টাকার নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। ১৯৬২ সালের জন্য সম্প্রতি নূতন কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয়েছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে।—সভাপতি শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি শ্রীনীহাররঞ্জন মুখার্জি ও শ্রীঅমূল্য গাঙ্গুলী, সম্পাদক : শ্রীবেণু গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক : শেখ রওশন আলি ও শ্রীফুলচন্দ্র, গ্রন্থাগারিক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোড়ুই, সহ-গ্রন্থাগারিক : শ্রীবাসুদেব মণ্ডল ও শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ : শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য : শ্রীমুকুল সাঁতরা, শ্রীদাশরথী বিশ্বী, শ্রীশক্তিশেখর দর্শন এবং শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া

গোবিন্দপুর বীণাপাণি পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৭শে ডিসেম্বর গোবিন্দপুরে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহাশয় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। শ্রীকামিনীকুমার নাথ ও শ্রী এস. ভট্টাচার্য সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও পুরুলিয়ার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীচন্ডীচরণ মাজি গ্রামবাসীদের উদ্যম, অকুণ্ঠ দান ও সরকারী সহায়তায় গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠার ইতিহাস বিবৃত করেন।

বীরভূম

সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার

গত ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে স্বাধীন ভারতের চির উপাস্য বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব স্মরণে তাঁহার চির-ভাস্বর অম্লান স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি উৎসব সভা

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সভায় উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়।

গত ২৮শে জানুয়ারী, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ।

গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতি মহাশয় বিশ্ববন্দিত স্বামীজীর মহান অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

মুর্শিদাবাদ

কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘ

গত ২৯শে জানুয়ারী কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘের ৭ম সমাবর্তন উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সমাজসেবী শ্রীসুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী। সপ্ত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া শ্রীরায়চৌধুরী সময়োপযোগী দীর্ঘ ভাষণ দেন। মুর্শিদাবাদ জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ভরতপুর দুই নাম্বার ব্লকের (সালারের) উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশ মহাশয় প্রধান অতিথি এবং শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গুণীজন সম্বর্ধনায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মানপত্রদ্বারা সম্বর্ধনা করা হয়। সঙ্ঘের সহ সভাপতি শ্রীসত্যনারায়ণ রায় তাঁহার স্বাগত ভাষণে কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘকে আগামী বৎসরের মধ্যে আঞ্চলিক পাঠাগাররূপে মনোনীত করার ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগদানের দাবী করিয়া আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সম্পাদক শ্রীমণিমোহন ঘোষ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। ঐদিন রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

মেদিনীপুর

সরলা জাগৃতি সাধারণ পল্লী পাঠাগার

দিবসব্যাপী এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে পাঠাগারে গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সকালে পাঠাগার ভবনে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীহরিপদ ঘোষ। তৎপূর্বে এক প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরাহ্নে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীপ্রমথনাথ সেন। সভায় উপস্থিত অনেকেই বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

হাওড়া

ডাকুড় আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন

বিগত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর পুণ্য জন্ম দিবসে উক্ত পাঠাগারের নব-নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। মাননীয় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় স্বস্তি বাচন পূর্বক প্রদীপ জ্বালিয়া উদ্বোধন কার্য সমাধা করেন। এই উপলক্ষ্যে এক মহতী জনসভায় পৌরোহিত্য করেন মাননীয় শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ এম-এল-সি (সভাপতি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি)। পাঠাগার সম্পাদক বিগত ১১ বৎসর ধরিয়া কিভাবে পাঠাগারটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও পাঠাগার গৃহ নির্মাণের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। উদ্বোধক ও সভাপতি উভয়েই সভায় সুচিন্তিত ভাষণ দেন। নেতাজী জন্মদিবস পালন ও উপরোক্ত অনুষ্ঠানের দরুন পাঠাগার প্রাঙ্গন সমস্ত দিনব্যাপী বেশ আনন্দময় ও কর্মমুখর হইয়া উঠিয়া ছিল।

হুগলী

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী

গত ১৫ই জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে শ্রীরামপুর মহকুমা প্রচার বিভাগ কর্তৃক 'আমাদের পরিকল্পনা' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থাগারের আহ্বায়ক শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর মহকুমা প্রচারাধিকারিক শ্রীশচীন মোদক পরিকল্পনা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

দুদকোমড়া সুহৃদ সঙ্ঘ

গত ১৭ই ডিসেম্বর '৬১ অপরাহ্নে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত দুদকোমড়া গ্রামে স্থানীয় সুহৃদ সঙ্ঘের উদ্যোগে সুহৃদ সংঘ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী বার্ষিকী উৎসব, সংঘ ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন ও সমবায় সমিতির ৪০ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন হুগলী জেলার অতিরিক্ত শাসক শ্রীতরুণকুমার দত্ত এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলার সমবায় সমিতির পরিদর্শক শ্রীসৌরাংশু সেনগুপ্ত। শ্রীতরুণকুমার দত্ত কর্তৃক সংঘ ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীনয়নরঞ্জন ধাড়া উপস্থিত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সুহৃদ সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের ভাষণ পাঠ করেন। তাঁহাদের ভাষণের অন্যতম বিষয় ছিল এই প্রতিষ্ঠানের গঠন ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা। সমবায় সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী

বাংলা দেশের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ৩১শে ডিসেম্বর সমিতির নবনির্মিত মনোরম গৃহে এক জনসভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত। প্রারম্ভে সমিতির কর্মসচিব শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরীর ইতিহাস ও কর্মতৎপরতার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। সভায় অন্যান্য বক্তারা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় গৃহীত ছয়টি প্রস্তাবের মধ্যে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, বৃহৎ রেল ষ্টেশনে যাত্রীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থ পাঠকক্ষ স্থাপন, পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার ও প্রামাণ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ শ্রীরামপুর

২৪শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার] সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন দান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের আনুকূল্যে গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভূপেন্দ্র পাঠ নিকেতন

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর এক বিরাট জনসভা হয়। উদ্বোধন করেন কর্মসচিব শ্রীখালেদ আরিফ। তাঁর ভাষণে পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানের নানামুখী কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠাগারের বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা দুই সহস্রাধিক এবং সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই শ'। স্বতন্ত্র কিশোর বিভাগ আছে। সমাজ কল্যাণমূলক নানাবিধ কাজে এই পাঠাগার নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। পাঠাগারটিকে 'ব্লক লাইব্রেরী' হিসাবে অনুমোদনের চেষ্টা চলছে।

বৈদ্যবাটি ক্লাব

গত ২১শে ডিসেম্বর '৬১ বৈদ্যবাটী ক্লাব কর্তৃক 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। সভায় সর্বশ্রীসুপ্রীতি কুমার দাস ও নিখিল রঞ্জন ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং (১) গ্রন্থাগার আইন, (২) মধ্যবর্তীকালীন সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, (৩) পুস্তকের গ্রন্থাগার সংস্করণ প্রকাশ, (৪) অধিক মূল্যের পুস্তকগুলি খন্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিষদের প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় মন্তব্য করেন যে, আজকের সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হইলে দেশের আপামর জনসাধারণ উপকৃত হইবে। স্থানীয় গ্রন্থাগার দরদীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় সভাকার্য সাফল্যমন্ডিত হয়।

বার্তা-বিচিত্রা

ডি-পলিব পরীক্ষার ফলাফল

গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরীয়ানসিপ পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হোল :

প্রথম শ্রেণী

১। শ্রীমতী নন্দিতা পাল

২। শ্রীজটাশঙ্কর ঘোষ
৩। শ্রীসলিলকুমার পাল
৪। শ্রীরামদুলাল ভট্টাচার্য
৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সুর

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। শ্রীমতী হিমানী ধর

২। শ্রীমতী গীতা গুহ
৩। শ্রীচুনী বসু
৪। শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
৫। শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত
৬। শ্রীঅরুণকুমার দাস
৭। শ্রীরাধাবিনোদ সুরাল
৮। শ্রীভবরঞ্জন দাস চাকলাদার
৯। শ্রীমতী ফুলরাণী সেনগুপ্ত

তৃতীয় শ্রেণী

১। শ্রীমতী ঝুমুর বসু

২। মাখনলাল গুপ্ত চৌধুরী
৩। শ্রীশশাঙ্কশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
৪। শ্রীমতী লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। শ্রীমতী সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়

কলকাতায় জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন কলকাতাতেও সরকার অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছেন। সহরের যে সকল গ্রন্থাগার সরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পশ্চিম বাংলার শিশু ও কিশোরদের পাঠরুচির সমীক্ষা

কলিকাতার শিশু সাহিত্য পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রভাসরঞ্জন রায় বিগত বর্ষের প্রথম দিকে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি সহর ও গ্রামে ছোটদের পাঠরুচির এক সুন্দর

সমীক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার পর্যটন করে পাঠরুচি সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর মতে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশুনার আগ্রহ কম নয়। উপযোগী শিশু ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার না থাকায় ইচ্ছা থাকলেও তারা বইপত্র সংগ্রহ করে উঠতে পারে না। চটকদার প্রচ্ছদ ও লক্ষ মলাটের বই-ই তাদের বেশী পছন্দ। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা পাতলা ছবিওলা বই পেলেই খুসী ; বেশী বয়সের যারা তাদের নজর সব সময় মোটা বইয়ের দিকে। তাদের শতকরা আশীজনই চায় গল্প উপন্যাস জাতীয় বই। কম বয়সের যারা তারা বড় হরফ ও বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা মাঝামাঝি হরফের বই চায়। রহস্য রোমাঞ্চ জাতের বই সকলেরই প্রিয়। তবে ছোটবেলায় রূপকথার বই এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে তারা হাসির বই পড়তে ভালবাসে। ছোটদের অভিভাবকরা তাদের বই কিনে দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জমানো পয়সা থেকেও ছোটরা বই কেনে। ছোটদের সর্বধরণের বইয়ের খুবই অভাব আছে,—বিশেষ করে বিজ্ঞান গ্রন্থের। বিদেশী বইয়ের অনুবাদ সর্ব বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে হচ্ছে প্রচুর। ছোটদের গ্রন্থের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে শ্রীরায় অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ হলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন সুরু হয়। ভারত সরকারের শিক্ষণ দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীপ্রেম কৃপাল সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীবি, এস, কেশবন তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন অনতিবিলম্বে বিধিবদ্ধ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের উদাসীন মনোভাবের তিনি তীব্র নিন্দা করেন। সম্মেলনের গ্রন্থপঞ্জিক নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে কয়েকটি আলোচিত হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ও শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিবের পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

সম্পাদকীয়

বৃত্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা

জনৈক গ্রন্থাগার কর্মী সেদিন অভিযোগ করছিলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের বৃত্তিস্বার্থের প্রতি নজর দেয় না। প্রশ্নে জানা গেল তিনি পরিষদের সদস্য নন। না হোন তাতে কিছু বলার নেই—অন্ততঃ সমালোচনার এখতিয়ার তাঁর অবশ্যই আছে। কারণ বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভের মধ্যে দিয়ে পরিষদ এখন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সত্তা অর্জন করেছে। তাই পরিষদের সমালোচনার অধিকার সকল নাগরিকেরই আছে, তবে পরিষদের কাজে স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কর্মশৈথিল্যের জবাবদিহি চাইবার আগে নিজেকেই প্রথম জিগ্যেস করা উচিত, 'পরিষদের প্রতি আমার কি দায়িত্ব এবং তার কতটা আমি পালন করেছি?' ন্যূনতম কর্তব্য হিসেবে যাঁরা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, বছরে তিন টাকা চাঁদা পাঠিয়ে সদস্যপদ বজায় রাখার মধ্যেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় মনে করা ভুল। যে কোনও প্রতিষ্ঠানেরই একমাত্র প্রাথমিক সদস্যদের সজাগ দৃষ্টি ও সক্রিয়তাই তাকে অভিষ্ট পথে নিয়ে যায়। দেহ পঙ্গু হলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ফলপ্রসূ হয় না।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ইদানিং সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এ বৃত্তিতে বেতন ও অন্যান্য সমস্যা স্বাভাবিক কারণে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনা এবং বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হওয়া দরকার। একমাত্র পরিষদকে কেন্দ্র করেই সে কাজ সম্ভব। দীর্ঘকাল ধরে সেবা ও নিষ্ঠার সাহায্যে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা পরিষদের শক্তি ও দৃঢ়তার ভিত গড়ে তুলেছেন। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও পরিষদের প্রতি অনেকের সশ্রদ্ধ মনোভাব ও তার কর্মতৎপরতার নিষ্কুণ্ঠ দরদ দেখা গেছে। কর্ম-তৎপরতায় পরিষদের যদি কোনও জড়তা ও দুর্বলতা লক্ষিত হয় তবে তা কাটিয়ে তোলার দায়িত্ব সদস্য ও দরদীদেরই। পরিষদ একটা 'এ্যাবসট্র্যাক্ট' সংগঠন নয়। সদস্য ও কর্মীদের চিন্তার সমন্বয় ও তাদের যুক্ত উদ্যম ও সক্রিয়তায় তার অস্তিত্ব। পরিষদের নিন্দা ও প্রশংসার অংশভাক মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মীই শুধু নয় তার সদস্যরাও সকলে।

গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বেশ প্রসার ঘটছে। কিন্তু পরিষদের সদস্য সংখ্যা সেই অনুপাতে বর্ধিত হচ্ছেনা। পরিষদের পরিচালনে বৃত্তি কুশলীরাই প্রধানাংশে আছেন বটে, কিন্তু সদস্য পর্যায়ে তাঁদের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। পশ্চিম বঙ্গে ন্যূনাধিক

দেড় সহস্র ব্যক্তি গ্রন্থাগার শিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বৃত্তিতে অবশ্য অধিকাংশই প্রবেশ করেন নি। কিন্তু যাঁরা করেছেন গ্রন্থাগারিকতার সামাজিক ভূমিকা, গ্রন্থাগার বিদ্যার উন্নতিসাধন প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহতো দূরের কথা পেশাগত ব্যাপারেই তাঁদের উৎসাহ কম। জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েক শত কর্মীর মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক কর্মীই পরিষদের সদস্যভুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও ঐরূপ বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের মধ্যে খুব কমই পরিষদের সদস্যভুক্ত। কেবল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই বোধ করি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানকার কর্মীরা সকলেই পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে পরিষদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষণ চিহ্নিত করেছেন। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার বৃত্তিতে পদস্থ কর্মী আছেন অনেক যাঁরা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে দুটি সর্বভারতীয় সংস্থার প্রধান দপ্তর অবস্থিত থাকায় এ রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য পর্যায়ে যাঁরা আগ্রহশীল রাজ্য পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য।

অপরদিকে আরেক দল কর্মিবন্ধু রয়েছেন যাঁদের কেউ হয়ত পরিষদের সদস্য, কেউবা নন; তাঁরা তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার সমাধান পরিষদের মধ্যে দিয়ে সম্ভব কিনা সে চেষ্টার পরিবর্তে সমাধানের জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনে তৎপর। এ ধরণের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কারণ হয়ত ব্যক্তিগত এবং তার অতীতের ইতিহাস নিষ্ফলতার সাক্ষ্যই দেয়।

পত্রিকার বিগত একাধিক সংখ্যায় আমরা বিভেদমূলক কার্যকলাপের অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং পরিষদের ভিতর সমবেত হয়ে সকলের মিলিত চিন্তা ও চেষ্টায় বৃত্তিস্বার্থ জড়িত সদস্যাদির সমাধানের জন্যে আহ্বান জানিয়েছি। প্রসঙ্গত দুটি কথার উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, সংখ্যায় আমরা নগণ্য এবং শক্তিও আমাদের সীমিত। তাই বৃত্তি সমস্যার সমাধান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবেদন-নিবেদন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই। আমাদের দাবিদাওয়া আদায়ের যে সংগ্রামের পথ সেটা প্রচলিত পথ থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। অফিস আদালত বা কলকারখানার কর্মীরা ধর্মঘট ইত্যাদির পথে যেতে পারেন শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে নয়, তাঁরা জানেন যে তাঁদের কর্মবিরতি যে ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি করে তা কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত মনোভাব ত্যাগের কারণ হয়। কিন্তু আজ গ্রন্থাগারিক বৃত্তি সামাজিক কারণে সে অবস্থায় পৌঁছয়নি।

দ্বিতীয়ত, সমাজে এখন যে-সব বৃত্তি সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত এবং আয়ের উৎস মুখ রক্ষণ ও প্রসারণে রত তাঁদের প্রতি বর্তমান সমাজ যতটা উদার ও মুক্তহস্ত তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে অনুৎপাদক শ্রেণীর প্রতি বর্তমান সমাজের

মনোভাব সেদিক থেকে বিমাতৃসুলভ। সেজন্যে আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বৃত্তিগুলিকে দেখা যায় কতই না অবহেলিত! সামাজিক দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাদের এই অদূরদর্শিতার পরিণাম সমাজের পক্ষে যে কতদূর হানিকর তার ফল নিয়তই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। সামাজিক এই ভারসাম্যহীন পরিবেশে যাঁরা মানসিক প্রবণতার ঝোঁকে শিক্ষার ক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান খোঁজেন তাঁদের বাধ্যতামূলক এই ত্যাগের পথই নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বিজ্ঞানী যোশেফ আত্মাহুতি দিয়েও সমাজপতিদের ছিপি আঁটা চৈতন্যের মুক্তি ঘটাতে পারে নি।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা নিশ্চয় উপরিউক্ত কথা উপলব্ধি করেই করেছেন। যে-কোনও একটা অর্থোপার্জনের পথ খুঁজতে গিয়ে যাঁরা গ্রন্থাগারিকতার পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা অন্যত্র অধিক অর্থোপায়ের পথ খুঁজে পেতে পারেন এবং সেজন্যে তাঁদের কাছ থেকে বৃত্তির স্বার্থে কিছু আশা করি না। কিন্তু যাঁরা সত্যিই এবৃত্তিকে ভালবেসে একে গ্রহণ করেছেন তাঁদের বরাতে বাধ্যতামূলক ত্যাগের প্রশ্ন এখনও কিছুকাল থাকবে। শেষোক্তদের উপর একটি গুরুদায়িত্ব তাই বর্তাচ্ছে—সেটা হোলো গ্রন্থাগার বৃত্তির সামাজিক তাগিদ ও স্বীকৃতির পথ-প্রস্তুতির দায়িত্ব—এবং সেকাজ কিছুটা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বলে কর্মীদের মানসিক দৃঢ়তা, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও অধ্যবসায় থাকা চাই। সমাজজীবনে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার ও চাহিদা গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দান করবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের একদিকে যেমন উপর মহলের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল উপায়েই সংগ্রাম নিয়ন্তর চালিয়ে যেতে হবে অন্যদিকে সাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে জনদাবি সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া 'সর্টকাট' কোনও পথ নেই।

পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে কয়েকটি কথার উল্লেখ করি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পে-কমিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে যে বেতনহার সুপারিশ করেছেন সেটা যেন এক অশুভ পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। পরিষদ সরকারের কাছে স্মারক-পত্র পাঠিয়েছে, আবেদন-নিবেদনও করেছে বিস্তর। কিন্তু নিষ্ফলতাই তার পরিণতি। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে যে কেচ্ছা চলেছে, জেলা গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সরকারী গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতনহারের যে হাস্যোদ্দীপক অদল-বদল হয়েছে তা কর্মীদের মনোবলই যে নষ্ট করেছে তাই নয়, সমগ্রভাবে সরকারী গ্রন্থাগার প্রচেষ্টার সাফল্যের গতিরোধ করবে বললে নিশ্চয় অতিশয়োক্তি হবে না। কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহারের চিত্র অধিকতর নৈরাশ্যব্যাঞ্জক। মনে হয় ইউ. জি. সি.-র সুপারিশ যেন এক মরীচিকা।

গ্রন্থাগার পরিচালনের কর্তৃত্ব যাঁদের মুঠোয় তাঁরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করে লোক দেখানো কাজ হিসাবে বহিরাঙ্গিক প্রলেপ দিয়ে নিজেদের ঔদাসিন্য ও অকর্মণ্যতাকে ঢাকতে চান। সুন্দর বাড়ি, দামী আসবাবপত্র ও আমলাতান্ত্রিক

ঠাট বজায় রাখতে পয়সার হরির লুঠ খেলা হয়। অর্থের টান পড়ে কেবল কর্মীদের পারিশ্রমিক দেবার যখন প্রশ্ন ওঠে।

ভুক্তভোগীদের কাছে তাই নিবেদন করি মনোবল হারিয়ে তাঁরা যেন নিরুৎসাহ না হয়ে পড়েন। প্রতিকারের সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বিত হতে পারে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন ধরণের কাজের উপযোগী পর্যাপ্ত কর্মী নেই। যাঁরা নানাবিধ কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তাঁরা এগিয়ে এসে পরিষদের কর্মগতিকে বেগবান করুন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এপ্রিলের পরিবর্তে জুন মাসে অনুষ্ঠিত হইবে

অনিবার্য কারণে এ বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এপ্রিল মাসে ইষ্টারের ছুটির পরিবর্তে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। দার্জিলিং জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীমতী তপতী রায়ের আমন্ত্রণে সম্মেলন শিলিগুড়িতে আহ্বানের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে

গ্রন্থাগারের

আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম

ও

আসবাবপত্রের জন্য

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ

ফোন : ২৪—৪৬৮৭

মূল্য—৩০ নয়া পয়সা

মুদ্রণ সমাপ্তপ্রায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

লিখেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক

বিমল কুমার দত্ত

মূল্য ২·০০ টাকা

মুদ্রণ শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

ন্যূনাধিক দু' হাজার বাংলা বইয়ের বর্গীকৃত বইয়ের তালিকা; আখ্যা, বিষয় ও লেখকের নামানুসারে নির্ঘণ্ট, নির্বাচিত বাংলার পত্রপত্রিকার তালিকা, প্রকাশকদের নামঠিকানা ও বাংলা গ্রন্থ উৎপাদনের তথ্যাদি সমন্বিত এই নির্দেশক-গ্রন্থ পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অপরিহার্য।

মুদ্রণকার্য চলিতেছে

ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

পশ্চিম বাংলার তিন সহস্রাধিক গ্রন্থাগারের নামঠিকানাসহ যাবতীয় তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে।

বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ কলিকাতা চৌদ্দ

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

একাদশ বর্ষ ॥ একাদশ সংখ্যা
ফাল্গুন ঃ ১৩৬৮

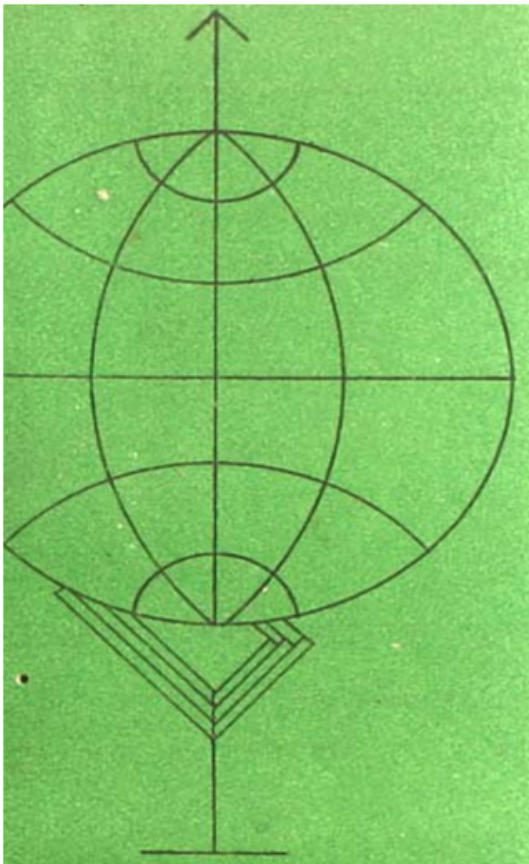

এ ই স ং খ্যা য়

নবজাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : সন্তোষ
বসু। সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : প্রীতি মিত্র
গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা : অমিতা মিত্র
ও গীতা মিত্র। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গ্রন্থাগার তৎপরতা
বিনয় ভূষণ রায়।

পরিষদ কথা ● বার্তা বিচিত্রা ● সম্পাদকী

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বুকল্যাণ্ড : প্রবন্ধ গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রকাশক

শিশির চট্টোপাধ্যায়ের
উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ৫·০০

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
লিপিবিবেক ৬·০০

মোহিতলাল মজুমদারের
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০·০০

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসুর
রবীন্দ্র অভিধান ১ম খণ্ড ৫·০০
(দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০)

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২·০০

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪·০০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩·০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ৬·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
ইডেনে শীতের দুপুর ৩·৭৫
(ক্রিকেটের বই)

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

গ্রন্থাগারের
আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম
ও
আসবাবপত্রের জন্য
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ
ফোন : ২৪—৪৬৮৭

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত-মনের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রকাশ। অর্থনীতি ইতিহাস শিক্ষা সাহিত্য সমাজ দর্শন ধর্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২৯ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৫০ নয়া পয়সা, * চিহ্নিতগুলি এক টাকা। প্রকাশিত বইয়ের কতকগুলি এই—

অর্থনীতি

টাকার বাজার ।। অতুল সুর

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ।। বিমলচন্দ্র সিংহ

ইতিহাস

আধুনিক চীন ।। থান-য়ুন-শান

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ।। যোগেশচন্দ্র বাগল

ধর্মপদ পরিচয় ।। প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারত ও ইন্দোচীন ।। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারত ও মধ্য-এশিয়া ।। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা ।। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ।। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ।। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

কৃষি ও শিল্প

কুটির শিল্প ।। রাজশেখর বসু

বাংলার চাষি ।। শান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ

বাংলার ভূমিব্যবস্থা ।। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলার রায়ত ও জমিদার ।। ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ

ভারতের রাসায়নিক শিল্প ।। ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ।। ডক্টর কুদরত-এ খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ

রায়তের কথা ।। প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

চিত্র

* ভারতশিল্পে মূর্তি ।। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ।। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ

॥ পত্র লিখলে পূর্ণ তালিকা পাঠানো হবে ॥

বিশ্বভারতী

৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

রবীন্দ্র দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত।

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তত্ত্বসম্বন্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিবেশে যুগরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত।

প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত মোট ছয়খানি উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার এবং সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া চৌত্রিশ হাজারের মত শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লাইনো হরফে ছাপা ; সুদৃঢ় বাঁধাই। [৮৷৷০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক পদসূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। অধুনা অপ্রাপ্য 'পদকল্পতরু' ও 'পদামৃতমাধুরী' হইতেও অধিকতর পদ সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত পদ এই প্রথম প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য হইয়াছে। প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনুপম। [২৫৲]

গ্রন্থাগার, পদাবলী-রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ।

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

ফাল্গুন ১৩৬৮

নবজাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

। সন্তোষ কুমার বসু

"...But the African is not blind...His power of expression has been hampered, but it is breaking through, will very soon sweep away the patronage and repression that surround him"

—Jomo Kenyatta.

আফ্রিকা ছিল তমসাচ্ছন্ন। ভারতের দূরপ্রান্ত থেকে নিপীড়িত ভারতীয়দের সাথে সাথে সমদুঃখী স্বাধীনতাকামী আফ্রিকানদের কথা আমাদের মনে পড়েছে। আজকের স্বাধীন আফ্রিকার অবস্থা অন্যরূপ। তাদের সঙ্গে আমাদের বাস্তব ও ভাবগত নৈকট্য উপলব্ধি করার দিন এসে পড়েছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সীমিত আলোচনার ক্ষেত্রেও উভয়ের সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে মিল বহু বিষয়েই আছে ঃ বহু ভাষার ব্যবহারে, জীবনযাত্রা ও পাঠক্ষমতার অনুন্নত মানে, সহজবোধ্য দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশের তাগিদে, দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন সমস্যায় ও বহুলাংশে একই রকমের আবহাওয়া জনিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে।

যে কোন পশ্চাৎপদ দেশের মতই আফ্রিকার সংখ্যাগুরু পাঠকদল বই পড়ে নিজেদের জীবন সংগ্রামে অধিকতর উপযোগী হয়ে ওঠার তাগিদে। নানান রকমের "টেক্‌নিক্যাল" ও "ইনফরমেটিভ্" বই পড়ার আগ্রহই নতুন দেশ গড়ার যুগে আফ্রিকান পাঠককে ব্যস্ত করে তুলেছে। সাধারণ বইয়ের অভাব, সদ্যসাক্ষরদের-জন্য উপযোগী গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের অভাবে আফ্রিকাকে বিশেষিত করেছে। কেবলমাত্র আনন্দলাভ ও অবসর বিনোদনের উপযোগী গ্রন্থের স্বল্পতাও এই দেশকে এক বিশেষ সমস্যায় এনে ফেলেছে।

উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থাগার

ইংরাজী ভাষা ব্যবহারকারী পশ্চিম আফ্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থায় বিশেষ

অভাব ছিল। ১৯৫০ সালের পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্যোগ ও ইউনেস্কোর ইবাদানে অনুষ্ঠিত (১৯৫৩) সেমিনারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম আফ্রিকা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মোদ্যম সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগার ১৯৬১ সালের মধ্যে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গ্রন্থ ও প্রায় আড়াই হাজার পত্র-পত্রিকার সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। ছাত্রদের ও জনসাধারণের রেফারেন্স-সংগ্রহ হিসাবে এবং গবেষণাকেন্দ্র রূপে ও পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কীয় বিশেষ সংগ্রহে এই গ্রন্থাগার অতুলনীয়। ১৯৫০ সালের পুস্তক প্রকাশন অর্ডিন্যান্স দ্বারা এই গ্রন্থাগার নাইজিরিয়ার সমস্ত গ্রন্থ ইত্যাদি পাবার অধিকারী। এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা নাইজিরিয়ার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বার্ষিক) ও নাইজিরিয়ার সাহিত্য, ভ্রমণ ও জীবনী সম্পর্কে পুস্তক তালিকাও প্রকাশ করছেন। নাইজিরিয় পত্র-পত্রিকার তালিকা ইত্যাদি 'লাইব্রেরী রেকর্ড' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাগারে ৩৫ মিলিমিটার মাইক্রোফিল্ম, ফ্লেক্স কপিং ও স্লাইড ইত্যাদি তৈরী করার উপযুক্ত নিজস্ব স্টুডিও আছে। এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে ১৯৬০ সাল থেকে একটি গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

ঘানার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার Balme Library বর্তমানে একলক্ষ চল্লিশ হাজার পুস্তক ও তিন হাজারের উপর পত্র-পত্রিকার সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। এই লাইব্রেরী পূর্বে নাইজিরিয়া ও ঘানার সমস্ত প্রকারের পুস্তকাদি দুইটি রেজিস্ট্রেশন আইনের বলে পেয়ে থাকে। এই গ্রন্থাগারে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের ক্লাসিফিকেশন স্কীম ব্যবহৃত হয়। বহু আফ্রিকান ভাষায় সংকলিত নানা বিষয়ের পুস্তক তালিকা প্রকাশ ও ঘানা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সাহিত্যের তালিকা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। একটি ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট সমন্বিত এই গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্মে ঘানার সংবাদপত্রগুলি রক্ষিত হয়। প্রায় চল্লিশ হাজার পুস্তক সংগ্রহ আছে সিয়েরালিওনের ফোরা বে কলেজ লাইব্রেরীতে। এখানে বর্তমানে কয়েকটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে রক্ষিত হয় সরকারী কাগজপত্রের সংগ্রহ। জারিয়া, ইবাদান ও এনুগুতে অবস্থিত নাইজিরিয়ান কলেজ অব্ টেকনোলজিতেও ৪৭ হাজার বই ও প্রায় ১২ হাজার পত্রিকার সংগ্রহ রাখা হয়েছে। কুমাসি কলেজ অব্ টেকনোলজিতে প্রায় ২০ হাজার বই আছে।

পূর্ব আফ্রিকার উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে মাক্যারেরি কলেজ লাইব্রেরী সবচাইতে বিখ্যাত। প্রায় ৯৫ হাজার বইয়ের এই সংগ্রহ আইন গত ভাবে উগাণ্ডার সর্ব প্রকার বইয়ের সংগ্রাহক। একটি ছোট মাইক্রোফিল্ম বিভাগ ও চমৎকার পুস্তক গ্রন্থন ও মুদ্রণ বিভাগ এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবজনক সহায়ক। কেনিয়ার রয়েল কলেজ লাইব্রেরীতে নতুন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত ২৫ হাজার বই আছে। এই দুইটি লাইব্রেরীর উৎসাহ ও

স্নেহচ্ছায়ায় পূর্ব আফ্রিকা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে ও গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের বন্দোবস্ত হয়েছে।

উপরের গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও সুদানের খার্টুম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রোডেসিয়া ও নায়াসালাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (সেলিসবেরী), লুসেনিয়াম রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (কেপ্টাউন) ও ইথিওপিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা

আফ্রিকার বিশেষ এক অবস্থায় উপরোক্ত গ্রন্থাগার সমূহকে অসীম সম্ভাবনা ও দায়িত্বের ভার বহন করতে হয়। প্রথমত যুদ্ধোত্তর আফ্রিকার নবজাগৃতির স্রোতে ও নতুন স্বাধীন আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি নানান বিষয়ের বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তুলেছে। এই সংগ্রহই আফ্রিকার ছাত্রদের কাছে সাময়িক প্রয়োজনের বাইরের বই সম্বন্ধে অবহিত করেছে। দ্বিতীয় বিচারে দেখতে পাওয়া যাবে যে ইবাদান ও মাকারারি গ্রন্থাগারের মত অনেক প্রতিষ্ঠানই যুগপৎ জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিয়েছে। তৃতীয়ত সুষ্ঠু গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষাদানে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠনে এদের অগ্রণী ভূমিকা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এইসব দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ বরোদা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। অধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও উচ্চমানে শিক্ষিতদের প্রয়োজনের টানাপোড়েনে আফ্রিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি জর্জরিত। একদিকে গবেষণা ও উচ্চমানের শিক্ষাদানের জন্য লাইব্রেরীগুলিতে অধিক পুস্তক সংগ্রহ চাই অন্যদিকে স্নাতক-পূর্ব শিক্ষণে দরকার প্রচুর সাধারণ বই। বাসুতোল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মত প্রচুর গ্রন্থাগারই আজ স্থানীয় সাহায্যের শীর্ষতম পর্যায়ে উপনীত। তবে এই গ্রন্থাগারগুলিও কাজ কম করেনি। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও মাকারারি কলেজ গ্রন্থাগার যথাক্রমে উত্তর নাইজিরিয়ার আরবী পুঁথি ও সোয়াহিলী ভাষার পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। আদ্দিস আবাবার ও খার্টুম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহও এইদিক দিয়ে মূল্যবান। অন্যদিকে ইবাদানের বার্ষিক পুস্তক তালিকা ও পত্র-পত্রিকার তালিকা, রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরি, (সালিসবেরীর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরী) ও খার্টুমের পত্র-পত্রিকার ইউনিয়ন লিস্ট শীঘ্রই আফ্রিকা বিষয়ক আলোচনায় আফ্রিকার গ্রন্থাগার-গুলোর ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তুলবে।

সরকারী ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার

এটা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে আফ্রিকার গ্রন্থাগারগুলোর প্রয়োজন প্রাথমিকভাবে সরকারী কার্য পরিচালনার জন্যই অনুভূত হয়েছিল। দেশের

সাধারণ মানুষকে ব্যাপক হারে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য নয়। ট্রপিক্যাল রোগের উপর বিশেষ সংগ্রহ, পাম গাছের তেল, কোকো, তুলা, কফি প্রভৃতি বিষয়ক সংগ্রহই এই ধরণের লাইব্রেরীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। 'উগান্ডা সমিতি' ও 'রোডস লিভিংস্টোন' গ্রন্থাগারদ্বয় (লিভিংস্টোন ও লুসাকায়) এবং নাইরোবী ও সালিসবারীর বিধানসভা গ্রন্থাগার দুটি ও এই শ্রেণীর। ফরাসী ভাষা ব্যবহারকারী আফ্রিকার বেশীর ভাগ গ্রন্থ সংগ্রহ এই জাতীয়। স্থানীয় ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনকার্য সম্বন্ধীয় সংগ্রহই এদের প্রধান উপাদান। সেনিগালের ডাকারস্থিত Institut francais d' Afrique Noire এর গ্রন্থাগার ও সেন্টলুই সহরের ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিও বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত। কেন্দ্রীয় পশু প্রজনন গবেষণাগারের গ্রন্থাগার, আবহাওয়া বিভাগ গ্রন্থাগার, পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার ও সেনিগালের সরকারী নথিপত্রের গ্রন্থাগার ও জাতীয় লোক-সভার গ্রন্থাগারও উল্লেখযোগ্য। অক্ষর জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর ফরাসী ব্যবহারকারী দেশ মরিটানিয়ার মোসলেম্ ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ও ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ তালিকা প্রণয়নকারী আফ্রিকান ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার দুটি আকর্ষণ করতে পারে। মাদাগাস্কারের পূর্বতন ফরাসী ডকুমেন্টেসন সেন্টার বর্তমানে আশী হাজার পুস্তক সংগ্রহের জাতীয় গ্রন্থাগার রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার পামগাছের তেলের উপর বিশেষ সংগ্রহ, ঘানা কোকো-বাগানের উপর বিশেষ সংগ্রহ, উগান্ডা ও কেনিয়ার তুলা ও কফিবাগান সম্বন্ধে বিশেষ সংগ্রহ ঐ গ্রন্থাগারটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে। সরকারী কাগজপত্রের সংরক্ষণাগার মরিটানিয়া, ডাহোমি, মাদাগাস্কার, মালি, আইভরিকোস্ট, প্রভৃতি জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। পূর্বতন ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা, টাঙ্গানাইকা, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানে সরকারী নথিপত্র সংরক্ষণাদির জন্য আসবাবপত্র বাড়ী ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার

পূর্ব আফ্রিকার কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাইরোবির ম্যাক-মিলান মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর কথা বলতে হয়। প্রথমে কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকলেও বর্তমানে এই গ্রন্থাগার সর্বজাতির পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত। তাহলেও এই প্রতিষ্ঠানে আফ্রিকান সভ্যদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁরা কেবলমাত্র অবৈতনিক পাঠককের ব্যবহার করে থাকেন। সিটি কাউন্সিল ও সরকারের নিকট সাহায্য পেলেও এই গ্রন্থাগার চাঁদার বিনিময়ে গ্রন্থ-ব্যবহারকারী পাঠকদের সদস্য হবার সুযোগ দেন। 'পূর্ব আফ্রিকা (কার্নেগি) চলমান পাঠাগার' নামে উপরোক্ত গ্রন্থাগারের দ্বারা ৩৯টি কেন্দ্রে পুস্তক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

মোম্বাসার সৈফবিনসলিম গ্রন্থাগারের স্থাপন প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে। এই লাইব্রেরীটিতে আশু সাহায্যের প্রয়োজন। গুজরাটি ও অন্যান্য ভাষার সংগ্রহে এই গ্রন্থাগার যথেষ্ট উন্নত। উগাণ্ডার কাম্পালা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী সর্বজাতির নিকট উন্মুক্ত। সর্বাধিক সংখ্যক আফ্রিকান পাঠকদের দ্বারা ব্যবহৃত পাঠকক্ষ এই গ্রন্থাগারের গর্বের বিষয়। টাঙ্গানাইকার লাইব্রেরী সার্ভিস মোটামুটিভাবে কার্যকরী হয়ে উঠবে শীঘ্রই। ইতিমধ্যেই টাঙ্গার সর্বজাতিক চাঁদাদানকারী পাঠকদের জন্য এই লাইব্রেরী কাজ সুরু করে দিয়েছে। জাঞ্জিবার মিউজিয়াম লাইব্রেরী কিছুদিন আগে চাঁদার বিনিময়ে বইয়ের লেন্ডিং সার্ভিস খুলেছেন। পূর্ব আফ্রিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ও লিটারেচার ব্যুরোর উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগার ও দেশব্যাপী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী অধুনা জোরদার হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগার সংগঠক ব্রিটিশ সরকারের অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, টাঙ্গানাইকা সরকারের বাৎসরিক পৌনঃপুনিক অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস নিয়ে বোধ হয় ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে দার-এস-সালামে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজকর্ম সুরু হবে।

পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ঘানাতেই সর্বপ্রথম জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৯ সালের গোলকোস্ট (ঘানা) লাইব্রেরী বোর্ড অর্ডিন্যান্স সর্বপ্রকার লাইব্রেরী সার্ভিসের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে তিনলক্ষের বেশী বই নিয়ে এই দেশব্যাপী উদ্যোগে কাজ এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীভূত গ্রন্থাগারনীতি পালন হিসেবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কেন্দ্রীয়ভাবে বই বাঁধাই ও তালিকা প্রণয়নের কাজ করে থাকেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও লেন্ডিং, রেফারেন্স ও ও চিলড্রেন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন। শাখা গ্রন্থাগার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার থেকে বইয়ের সাহায্য পেয়ে থাকেন। সর্বশেষ স্তরে গ্রামমাণ গ্রন্থাগার ও পুস্তক ঋণ-ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলের ৪০০।৫০০ বইয়ের কেন্দ্রগুলি সেচ্ছাসেবক গ্রন্থাগারিকের দ্বারা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রন্থ বিতরণের কাজ করায়। স্কুলের গ্রামমাণ লাইব্রেরী সার্ভিসও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। ব্যক্তিবিশেষকে প্রয়োজন মত ডাকযোগে বই পাঠানোর কাজও এঁরা করে থাকেন। লাইব্রেরী বোর্ডের অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ ভাবে আফ্রিকার আধুনিক ঘটনাবলী সম্পর্কীয় রিসার্চ লাইব্রেরী অন্যতম। আক্রার লাইব্রেরীর সম্প্রসারিত অংশে এক কক্ষে সমস্ত আফ্রিকান দেশের উপরে ও দেশ থেকে প্রকাশিত সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। নাইজিরিয়ার পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা ঐ দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুরূপ। ঘানা অর্ডিন্যান্সের উপর ভিত্তি করে রচিত পূর্বাঞ্চল লাইব্রেরী বোর্ড আইন ১৯৫৫ সালে চালু হয়। ইউনেস্কোর সাহায্যে ১৯৫৯ সালে এনুগুতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কার্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে লেন্ডিং, রেফারেন্স, শিশু গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপিত হয়। অন্যদিকে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তৃত্বাধীন পোর্ট হারকোর্ট ইত্যাদি স্থানে উপরের উল্লিখিত বিভাগগুলি নিয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংস্থার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রয়োজনমত বক্তৃতা কক্ষ ইত্যাদিও যুক্ত থাকবে। লাইব্রেরী বোর্ড পূর্বাঞ্চলে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছেন। এতে আরো চারিটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, এগুলিতে ছোটদের গ্রন্থাগারের পৃথক অবস্থিতি এবং অর্থনৈতিক সাহায্য মারফৎ আঞ্চলিক লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষের প্রয়োজন প্রভৃতির কথা বলেছেন। যে সমস্ত কাজকর্ম সরাসরি আরম্ভ হয়ে গেছে তাদের সুষ্ঠু সংগঠনের এবং উচ্চমানের কর্মীদের শিক্ষাদানের কথাও বলা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে শিক্ষা বিভাগ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এটা কাদুনা শহরে কেন্দ্রায়িত। এখানে একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আছে। বই ভর্তি বাক্স কেন্দ্র থেকে এই অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্নস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রেফারেন্স গ্রন্থাগারের জন্য ব্রিটীশ কাউন্সিলের সাহায্যও পাওয়া গেছে। লাগস ও পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিভাগীয় দায়িত্বে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কাজ তেমন ভাল ভাবে এগিয়ে যায়নি। লাগসের টাউন কাউন্সিল সামান্য অর্থ সাহায্যে একটি লাইব্রেরী চালান।

সিয়েরালিওনে সমস্যামূলকভাবে একটি লাইব্রেরী বোর্ড গঠিত হয়েছে। রাজধানী ফ্রিটাউনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও কেনেমা, মাকেনি, বো প্রভৃতি স্থানে শীঘ্রই একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাথার্স্টের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীই গাম্বিয়ার একমাত্র জনসাধারণের গ্রন্থাগার। এখান থেকে দেশের অভ্যন্তরে বইয়ের বাক্স পাঠানো হয়ে থাকে।

দারুণ অত্যাচার জর্জরিত শেতাঙ্গ আধিপত্যের দেশ উত্তর রোডেশিয়ার কোন সাধারণ লাইব্রেরী সার্ভিসের অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট লেন্ডিং লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষ অনেক জায়গাতেই আছে। খনি অঞ্চলে ও সহরগুলোতে সরকার আফ্রিকানদের জন্য সামান্য ব্যবস্থা করেছে। একমাত্র নডালার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও আফ্রিকান স্কুলগুলি এঁদের পাঠানো বইয়ের বাক্স থেকে কিছু উপকার পেয়ে থাকেন। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এক 'পাবলিকেশন ব্যুরো'র মাধ্যমে লুসাকায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ করেছেন। বয়স্ক শিক্ষা কলেজের সহযোগে এঁরা দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান ও উত্তর রোডেশিয়ার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির একটি সাধারণ পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আফ্রিকানদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার পক্ষের অনেক পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।

বুলাওয়েও পাবলিক লাইব্রেরী দক্ষিণ রোডেসিয়ার একটি 'জাতীয়' লেন্ডিং

সার্ভিস চালু করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বুলাওয়েও সহরে এই লাইব্রেরীর কার্যকর্মের পরিসর কেবলমাত্র সাদা চামড়ার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। সালিসবারির ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর অবস্থাও একই প্রকারের। অন্যদিকে আফ্রিকাবাসীদের বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থাগার খুলেছেন। হারারি সহরাঞ্চলের গ্রন্থাগারটি এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নিউইয়র্কের কার্নেগী কর্পোরেশন চাঁদার সাহায্যে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে। এঁদের পরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাত্র ৩২% জন আফ্রিকান অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

নায়সালাণ্ডের রাজধানী ব্লানটায়ার-এর একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরীটি প্রধানত ইউরোপীয় পাঠকদের চাহিদা পূরণ করে। ব্রিটিশ কাউন্সিল এদেশেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনে উৎসাহী ও এই সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। দানের ও বইয়ের বাক্স পাঠাবার পদ্ধতির মাধ্যমে এরা স্কুলগুলিকে সাহায্য করে থাকেন।

ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা গণতন্ত্র, ডাহোমি, গাবন, গিনি, কঙ্গো, টোগো, উত্তর ভল্টা, আইভরি কোস্ট, মালি, সেনিগাল, নাইজার, মাদাগাস্কার প্রভৃতি ফরাসী ভাষা ব্যবহারীকারী দেশে সত্যকারের জনসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। আমেরিকান কনসুলেটের প্রচেষ্টায় ও শাসন বিভাগীয় দপ্তাবেজ খানা ও একটি করে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারই এই সমস্ত দেশের একমাত্র লাইব্রেরী ব্যবস্থা। 'ফরাসী আফ্রিকা প্রতিষ্ঠান' এই সকল অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে। সেণ্টলুইস সহরের এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। আলিয়াস ফ্রঁসেজ-এর গ্রন্থাগার ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র গ্রন্থাগার, আমেরিকান সংস্কৃতি কেন্দ্র গ্রন্থাগার ও ব্রেরার্ড আফ্রিক লাইব্রেরী জনসাধারণের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল থেকে 'আফ্রিকার লাইব্রেরী উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পরিষদ' রাজধানী ডাকারে একটি রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূচনা করবেন।

মরিটানিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় গ্রন্থাগারটিকে প্রথম জাতীয় জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার আর একটি দেশ টোগোর সমস্যা খুব উৎসাহ ব্যাঞ্জক কারণ একমাত্র এখানেই কয়েকটি দেশীয় ভাষা লিখিতরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লাইব্রেরী সংগঠন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকর্মে এটা খুব কার্যকরী হয় আর এই ধরণের প্রচেষ্টায় ব্যাপকতাকে নিশ্চিত করে তোলে। 'টোগো ইনস্টিটিউট অব হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজ' ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারই এখানে জনসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

ব্রাজাভিল (কংগো) পাবলিক লাইব্রেরী পাঠককে পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করে থাকেন, পাঠকদের সরাসরি পুস্তকাগারের মধ্যে প্রবেশ করে বই বাছতে দেন ও কোনরূপ চাঁদা সংগ্রহ করেন না।

মধ্য আফ্রিকা গণতন্ত্র তার রাজধানী বাংগুই সহরে এক সরকার পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরীর পরিকল্পনা করছেন। মাদাগাস্কারের পূর্বতন সরকারী ডকুমেণ্টেশন কেন্দ্র বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

আফ্রিকার গ্রন্থাগার জগতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

প্রথমেই 'পূর্ব আফ্রিকা সাহিত্য সংসদ'-এর নাম করতে হয়। ব্রিটিশ উদযোগে ১৯৪৫-৪৭ সালে পূর্ব আফ্রিকার শাসকদের সম্মেলনে এক প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আফ্রিকানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বইয়ের চাহিদা মেটানো ও আফ্রিকান লেখক তৈরীই এর উদ্দেশ্য। আফ্রিকান ও শেতাঙ্গ লেখকের গ্রন্থ মুদ্রণ, পত্রিকা প্রভৃতির প্রকাশন, অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে পরামর্শদাতা হিসাবে এই সংগঠন পূর্ব আফ্রিকায় বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন, বইয়ের বাক্স বিতরণ ও ডাকে বই পাঠানোর কাজও এঁরা করে থাকেন। এঁদের বই প্রকাশনের ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এঁরা নানারকমের বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছেন ও শীঘ্রই আরো দুটো পত্রিকা ছাপবার চেষ্টা করছেন। কেনিয়ার নাইরোবি, উগাণ্ডার কাম্পালা, এবং টাংগানাইকা ও জাঞ্জিবারের জন্য দার-এস-সালামে একটি করে গ্রন্থাগার-বিদ্যায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক রয়েছেন ; এঁদের সংগে কুশলী অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে একজন পুস্তক-প্রকাশন অফিসারও রয়েছেন। এপর্যন্ত এই ব্যুরো গড়ে সপ্তাহে একটি করে বই প্রকাশ করেন—আফ্রিকান ও ইউরোপীয় ভাষাসমূহে। বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে প্রথমে সম্ভাবনাপূর্ণ লেখকের সন্ধান করা হয়ে থাকে। তারপর সেই লেখককে সর্বপ্রকারের টেকনিকাল সাহায্য দিয়ে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আফ্রিকানদের লিখিত বেশ কিছু উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক, সমসাময়িক বিষয়ের উপর লেখা পুস্তিকা ও জীবনী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যবসায়িক প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সংগে এই সংগঠন প্রতিযোগিতাতো করেই না, পরন্তু এঁদের প্রকাশিত বই পুস্তক বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রীত হয়, এমন কি এঁদের কোন কোন বই পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের প্রকাশিত সহজ ইংরাজী পত্রিকা 'এ্যারো' চল্লিশ হাজার কপি পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন স্কুলে বিক্রয় করা হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অর্ডাভাবে সারা দেশব্যাপী না হলেও একশো শিলিংএর বিনিময়ে দুইশত বই লেনদেনের সুবিধা এঁরা সারা বছরের জন্য দিয়ে থাকেন। 'বুক-বক্স' স্কীমটি টাকার অভাবে বেশী বাড়ানো না গেলেও এরা বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের উপর জোর দিয়েছেন ও কয়েকটি সংগ্রহ উঠিয়ে দিয়েছেন।

বিনা ডাক মাশুলে কেবলমাত্র ১০ শিলিং জমা ও ১০ শিলিং বাৎসরিক চাঁদায় এরা ডাকযোগে বই পাঠাবার একটি ব্যাপক পদ্ধতি চালু করেছেন। ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত গ্রন্থাগার উন্নয়ন সংগঠক ১৯৬০ সাল থেকে পূর্ব আফ্রিকার প্রত্যেকটি অঞ্চলে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার স্থাপন করার পরিকল্পনা রচনা করছেন। এই সমস্ত কারণে পূর্ব-আফ্রিকার গ্রন্থাগার জগতে এই সংস্থার স্থান অনন্যসাধারণ।

গোড়ার দিকের বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ব্রিটিশ কাউন্সিল ইংরাজী ভাষা ব্যবহারকারী আফ্রিকার অন্যতম গ্রন্থাগার সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এঁরা আফ্রিকার তিন ধরণের কাজ করে চলেছেন। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য লাইব্রেরী সংগঠন করে, আফ্রিকার দেশগুলিকে লাইব্রেরী সম্পর্কে সাহায্য দিয়ে, গ্রন্থাগার বিদ্যা অধ্যয়ন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়ে এঁরা আফ্রিকায় একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। নিউইয়র্কে কার্নেগী কর্পোরেশন, আমেরিকার ও ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ইউনেস্কো, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি সংস্থাও আফ্রিকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য করে যাচ্ছেন। যে কোন কারণেই হোক এঁরা সর্বজাতির মানুষের জন্য উন্মুক্ত; গ্রন্থাগারের মারফৎ সাধারণ গ্রন্থাগার বিস্তারের ভিত্তিভূমি এঁরা তৈরী করে দিচ্ছেন।

ফরাসী ভাষা ব্যবহারকারী আফ্রিকায় ফরাসী সরকারের সাহায্য ও উৎসাহপুষ্ট "আফ্রিকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের 'আন্তর্জাতিক' পরিষদ" ১৯৫৭ সালে সেনিগালের সেণ্ট লুই সহরে স্থাপিত হয়। প্রত্যেক দেশে একটি জাতীয় সংরক্ষণমূলক (Depository) গ্রন্থাগার স্থাপন, জাতীয়ভাবে সমস্ত দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলন ও বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও গবেষণাগারের বিশেষ সংগ্রহের গ্রন্থাগার স্থাপনই এই সংগঠনের প্রধানতম কর্তব্য। সেনিগাল, টোগো ও মরিটানিয়ায় শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন ও ফরাসী গ্রন্থাগার আধিকারিক আয়োজিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থাও এঁরা করেছেন।

আফ্রিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজন ও কর্ম পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান পাঠক সাধারণের প্রয়োজন মেটাতে জাতীয় গ্রন্থাগার আইন (বিশেষতঃ পশ্চিম আফ্রিকায়) কী অদ্ভুত সাফল্যজনক পথে অগ্রসর হচ্ছে। ঘানা ও নাইজিরিয়ার ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, বিভিন্ন আফ্রিকান পাঠাগারে আয়োজিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা চক্র, ভারতীয় ও আফ্রিকান জনসাধারণ ও ছাত্রদের পাঠস্থানের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

সর্বশেষে উল্লেখ করি আফ্রো-এশিয় ঐক্যবোধের কথা, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর কথা ও বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের একই প্রকারের রীতি-প্রকৃতির কথা। আফ্রিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হলে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারেরই খবর রাখা চাই। এই ব্যাপারে আফ্রিকাবাসী লেখকের লিখিত ও আফ্রিকায় প্রকাশিত বইপত্রের সাহায্য নিতে হবে।

সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রীতি মিত্র

সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন অভ্যুত্থান অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সোভিয়েত রাষ্ট্রের শিক্ষার অগ্রগতির সাথে তাল রেখে তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। এই অগ্রগতি সোভিয়েত জনসাধারণের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি

লেনিন প্রথম হইতেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। লেনিনের পত্নী ক্রুপস্কাইয়ার উদ্যমের ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটেছে। লেনিনের নির্দেশ ও সোভিয়েত সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রকল্প বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থপাঠ সম্পর্কে চেতনার সৃষ্টি করেছে। জারের আমলে রাশিয়ায় ৭৫·৯ হাজার গ্রন্থাগার ছিল এবং ১৯৫৭ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৪·৫ হাজারে দাঁড়ায়। বর্তমানে প্রতি ১৪০০ লোকের জন্যে একটী করে গ্রন্থাগার আছে। সোভিয়েত সরকারের পরিচালনায় অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তা হল: লেনিন গ্রন্থাগার, এম. ই. সালতীকোভ শ্চেদরিনের গ্রন্থাগার, ইতিহাস গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ১৫৫টী প্রাদেশিক ও জেলা গ্রন্থাগার, ৪৫০০টী আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ৩০০০টী পৌর গ্রন্থাগার, ৫১,২০০ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ৫০০৪ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার। সোভিয়েত সরকার গ্রামের উন্নতির দিকে প্রথম থেকেই লক্ষ রেখেছেন। ফলে বর্তমানে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজার। আর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হল ১৭৭ হাজার। ১৯৫৬ সালের হিসাবমত ১৫৫ লক্ষ লোককে বই সরবরাহ করা হয়েছে। সহর অঞ্চলেও গ্রন্থাগার আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। কর্মদক্ষতা বর্ধনের জন্য এবং জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য সহরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সোভিয়েত রাশিয়াতে প্রায় ২৯৬৮টী সহরে গ্রন্থাগার ছিল এবং এই গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬·২৩ কোটী। পুরাতন সহরগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবশ্য অধিকতর উন্নত ছিল। ১৯০০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। ১৯৫৬ সালে ইহার সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চত্বারিংশত বার্ষিকী উদযাপন করে। দেশের নানারকম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলিরও উন্নতি হতে থাকে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এবং পিপলস্ কমিশনের ভিত্তীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে এক নির্দেশ ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার সুরু হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে নিম্নলিখিত তালিকাটী পাওয়া যায় ঃ

	১৯৩১ হাজার হিসাবে	১৯৫১ হাজার হিসাবে	১৯৫৭ হাজার হিসাবে
বিভিন্ন রকম গ্রন্থাগারের সংখ্যা	১১৬	৩৫১	৩৯৪
পাবলিক লাইব্রেরী	৫১	১২০	১৪৪
করাল লাইব্রেরী	৩৬	১০২	১১৬
	১০ লক্ষ হিসাবে	১০ লক্ষ হিসাবে	১০ লক্ষ হিসাবে
বিভিন্ন রকম গ্রন্থাগারের বই-এর সংখ্যা	২৯৯	৭১৪	১৫০৯
পাবলিক লাইব্রেরী	৯৫	২৪৪	৬৫৩
করাল লাইব্রেরী	২৬	৯৯	৩০১

(Unesco Bulletin Vol. XII. No. I.)

১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে সোভিয়েত রাষ্ট্রে বই-এর বন্দোবস্ত, প্রতি ১০০ জন অধিবাসীদের জন্য প্রায় ৭৩৪ টা বই ছিল। বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রে ৩টী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে (মস্কো, লেনিনগ্রাড ও খারকভ)। এগুলিতে ৩,৭৫০ জন ছাত্র নিয়মিতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ৭৫৩৩ জন ছাত্র চিঠিপত্রাদি দ্বারা তাদের পড়াশুনা চালায়। এ ছাড়াও গ্রন্থাগারিকের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যাতে প্রায় ১৩,০০০ ছাত্র যোগদান করে এবং ১৭,০০০ ছাত্র প্রায় চিঠিপত্রাদি দ্বারা শিক্ষালাভ করে থাকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ কিছু শিক্ষা দেওয়া হত না, কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৮ সালে পেট্রোগ্রাডে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটী প্রথমে এন, কে ক্রুপস্কাইয়ার নামে নামকরণ করা হয়। এইখানে কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঘটনাবলী সম্পর্কেও সচেতন করা হয়। সবশেষে এই প্রতিষ্ঠানটী লেনিনগ্রাড ষ্টেট ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার নামে অভিহিত হয়। রাশিয়ায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞানচর্চা এত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল যে ১৯২০ সালের মধ্যেই অনেক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৩১ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম সান্ধ্যকালীন ক্লাস সুরু হয়। লেনিনগ্রাড ও মস্কোতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম তিনটী ফ্যাকালটীতে বিভক্ত করা হয়েছে : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থবিদ্যা ও শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ, কারিগরী ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় ১২৬ হাজার বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী ছিল। এছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেই এমন অনেক কর্মী গ্রন্থাগারের অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত আছেন। সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য সোভিয়েত দেশের বহুলোক অনুসন্ধিৎসু হয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের শরণাপন্ন হয়। সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী কর্মীরা নিযুক্ত আছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ উচ্চ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার শিক্ষণ দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমিক মানের শিক্ষা বিশেষ একটী মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু উচ্চতর মানের বিশেষ শিক্ষা মস্কো, লেনিনগ্রাড, খারকভস্কি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা চালিত হয়। এই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিবাকালীন ও সান্ধ্যকালীন ক্লাস এবং চিঠিপত্রাদি দ্বারা লিখিত কোর্স (Correspondence Course) পরিচালিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে বিনা মাহিনাতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কিছু ছাত্র রাষ্ট্রীয় বৃত্তি পায়। ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে সমস্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি, কতকগুলি নতুন নিয়মের প্রবর্তন করে। এই নিয়মের দ্বারা সমস্ত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের কোর্সগুলির তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা হয়। এর ফলে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, সকলকে মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ করে তুলতে পারে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক চার ও পাঁচ বৎসর সময়কালীন এক ব্যবস্থায় দিবাকালীন ও চিঠিপত্রাদি দ্বারা লিখিত কোর্স (Correspondence) পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রথম বার্ষিক ছাত্রেরা শিক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ চালিয়ে যায় এবং পরবর্তী ৩ বছর তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে দিবাকালীন কোর্সে যোগ দেয় এবং ৫ম বছরে তাদের সাংস্কৃতিক দপ্তরের নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করতে পাঠানো হয় এবং তাদের শিক্ষণ তখন চিঠিপত্রের মাধ্যমে চালিত হয়। টেকনিকাল স্কুল লাইব্রেরীতে পড়তে গেলে ১০ বছরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোর্স পড়বার পর ১ বছর ১০ মাসের কোর্স গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ গ্রন্থাগারে উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগারিকের কাজ করতে গেলে দুটো ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার, যথা : (১) উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা, (২) ছোটদের

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। ১৯৫৯-৬০ সাল হতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান গুলিতে সন্ধ্যাকালে বিশেষ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সুরু হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্কুলে শতকরা ৪০ ভাগ সময় ব্যবহারিক কাজে কাটানো হয় যাতে ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিকরা এই সমস্ত কাজে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। সোভিয়েত রাষ্ট্রে বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ শিক্ষণ নিতে হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

(১) মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, (২) সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং বিদেশের ইতিহাস, (৩) আধুনিক শিল্প ও কৃষি বিজ্ঞান, (৪) সাহিত্য, (৫) গ্রন্থপঞ্জী—গ্রন্থবিদ্যা, (৬) গ্রন্থাগার শিক্ষণের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।

গ্রন্থপঞ্জী

সোভিয়েত রাষ্ট্রের 'অল ইউনিয়ন বুক চেম্বার' অনেক প্রকার গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে নিয়মিত প্রকাশিতগুলির নাম : সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকাশিত বই-এর পঞ্জী এবং পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার পঞ্জী, সংগীতের গ্রন্থপঞ্জী, সাংস্কৃতিক গ্রন্থের পঞ্জী, মানচিত্রের পঞ্জী, খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের সূচী ও সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের পঞ্জী। এ ছাড়াও অল ইউনিয়ন বুক চেম্বার, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানও গ্রন্থাগারের জন্য প্রতিবছরে গ্রন্থবিদ্যা ও গ্রন্থপঞ্জী মূলক ২০,০০০ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এছাড়াও এই বুক চেম্বার, সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে প্রকাশিত প্রত্যেক মুদ্রিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতির পরিসংখ্যান বিশিষ্ট তালিকা রচনা করেছে। এ ছাড়া ১৯৫৬ থেকে বুকচেম্বার 'নভি ক্রিগি' নামে একটি সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ করেছে যাতে আগের সপ্তাহের প্রকাশিত বই-এর তালিকা পাওয়া যায়। সালতীকোভা-শ্চেদরিন গ্রন্থাগার ১৯০১-১৯০৬ (১৯০১-১৯১৬ পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার পঞ্জী) প্রকাশ করেছে। বর্তমানে এই বুকচেম্বার, 'ইজিত্র-গদনিকভ জুরনালনি স্তাতিয়া' প্রকাশ করার ভার নিয়েছে। ১৯৫৬ সাল হতে বেসরকারী ভাবে মুদ্রিত রাশিয়ান বই-এর পঞ্জী সালতীকোভ-শ্চেদরিন গ্রন্থাগার প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও এই গ্রন্থাগারটী 'এসবরনিক' নামে একটী গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করে। এই গ্রন্থাগারটী বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ের উপর নির্বাচিত বই-এর তালিকা প্রকাশ করে এবং বিদেশে প্রকাশিত বইএর নির্বাচিত তালিকার সংকলন করেছে। ১৯৬০ সালে মস্কোতে গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থপঞ্জী উপসমিতি গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধীয় কাজের উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উপসমিতি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করার জন্য এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন এবং ৭ম বার্ষিক পরিকল্পনাকালে রাশিয়ার বই-এর Union Catalogue প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবিনিময়

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার আদানপ্রদানের ইতিহাস দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইফলা (IFLA) বিভিন্ন দেশের মধ্যে গ্রন্থ আদানপ্রদান (Loan) পদ্ধতির প্রবর্তনের কাজ সুরু করেছেন। ১৯৫৬ সালে 'সোভিয়েত একাডেমী অফ সায়েন্স' ২৩টী দেশের ৮০টী গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থ আদানপ্রদান করে এবং ক্রমশ এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। ইফলা আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রন্থ আদানপ্রদানের জন্য প্রত্যেক দেশের একটী জাতীয় কেন্দ্র তৈরী করতে সচেষ্ট হয়। এই কেন্দ্র বিদেশী গ্রন্থাগারগুলিকে একটী জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা জানাতে বলে। 'লেনিন স্টেট গ্রন্থাগার' সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতীয় কেন্দ্র হিসাবে বিভিন্ন দেশের সহিত কাজ চালায়। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। ক্রমশ দেখা গেল যে এই আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান পদ্ধতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের ৯টী প্রধান গ্রন্থাগারের দ্বারা চালিত হচ্ছে। লেনিন স্টেট গ্রন্থাগারের চাহিদা ও বই পাঠানোর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। লেনিন স্টেট গ্রন্থাগারে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত রকম বই ও পত্রিকা সম্বন্ধে অনেক অনুরোধ আসে। কখনও যদি এই চাহিদা রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তখন মাইক্রোফিল্মের সাহায্য নিতে হয়। ১৯৫৬ সালে ৩১৮টী, ১৯৫৭ সালে ৬৮১টী বই, ১৯৫৮ সালে ৭০৬টী প্রশ্নের উত্তর মাইক্রোফিল্মের দ্বারা পাঠানো হয়।

বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহের কেন্দ্রীকরণ

সোভিয়েত রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে abstracting ও Indexing-এর কাজ সুরু করা হয়েছে। ভিনিটি নামক একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞান ও কারিগরী গ্রন্থাগারগুলির সহায়তার জন্য documentation-এর কাজ সুরু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির abstracting, Indexing, retrospective ও current bibliography এবং বিভিন্ন প্রবন্ধাদির অনুবাদ করে।

বিশেষ ও কারিগরী গ্রন্থাগার

সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি "উচ্চতর পর্যায়ের অর্থনৈতিক কমিটি" (ভে. এস. এন. খ) গড়ে উঠার সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯১৮ সাল হতেই হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটীর (ভে. এস. এন. খ) সাথে বিভিন্ন বিশেষ গ্রন্থাগার এবং রাজ্যসমূহের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গ্রন্থাগারগুলি যুক্ত ছিল। এই বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি "উচ্চতর পর্যায়ের অর্থনৈতিক কমিটীর" প্রেসিডেন্টের অধীনে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে এই কমিটীর আদেশে কেন্দ্রীয় অর্থনীতি

গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গ্রন্থাগার (গে. এন. বে) অর্থনীতি বিষয়ের গ্রন্থাগার (ভে. এস. এন খ) এবং বিদেশী সাহিত্যের পাঠকেন্দ্র একত্র মিলিত হয়।

১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান কারিগরী কমিটীর অধীনস্থ বিজ্ঞান কারিগরী গ্রন্থাগার, জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটীর অধীনস্থ গ্রন্থাগারগুলি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থাগার সমূহের কর্মীদের একটী সভায় এই গ্রন্থাগারগুলির মূল উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইহাতে স্থির হয় যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটীর গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান কারিগরী কমিটীর অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান কারিগরী গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজ্ঞান কারিগরী গ্রন্থাগারগুলির সমস্ত শাখাগুলিকে একত্রিত করা হয় এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে প্রণালীকরণ ও সামঞ্জস্য আনা হয়। এই সভায় বিজ্ঞান ও কারিগরী গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ কাজ সম্পর্কে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়, যথা বিভিন্ন প্রকার কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনের সংখ্যা বাড়ানো, গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ইত্যাদি।

বর্তমানে সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার একটী বিখ্যাত গ্রন্থাগার। এতে বইএর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রে বিশেষ কারিগরী গ্রন্থাগারগুলি গড়ে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। তন্মধ্যে এ, এম, গোর্কির বিজ্ঞান গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। এতে বই-এর সংখ্যা প্রায় ৫২ লক্ষ। লেনিনগ্রাডের সোভিয়েত একাদেমী অফ সায়েন্স গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। এই বিজ্ঞান গ্রন্থাগারগুলিতে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় বই ছাড়া মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বিস্তর বই আছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রে মেডিকেল গ্রন্থাগারগুলিও এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

১৯১৯ সালে প্রথম "কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থাগার" তৈরী হয়। এই গ্রন্থাগারটী আইনের সাহায্যে সমস্ত প্রকার সোভিয়েত গ্রন্থের কপি পায় এবং ইহা ছাড়াও এই গ্রন্থাগারে ১৪০০ বিদেশী পত্রিকা নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থাগারটী ৬,৫১,২০২টী বই পাঠকদের সরবরাহ করে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটী "ইয়ার বুক অফ সোভিয়েত মেডিক্যাল লিটারেচার" নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ

সোভিয়েত পিপলস কমিশনের এক ঘোষণাতে ১৯২০ সালের ৩রা নভেম্বর হতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে একটী মতামত প্রচার করা হয়। এই ঘোষণা মারফৎ দেশের যাবতীয় গ্রন্থাগারকে পিপ্‌লস্‌ কমিশনের অধীনে আনা হয় এবং

জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। লেনিন গ্রন্থাগারের সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বপ্রকার সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা সরকার ও উপদেষ্টা কমিটির সহযোগিতায় চলতে লাগল।

সূচীকরণ

আমরা সবাই জানি গ্রন্থসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হল পাঠকদের সামনে গ্রন্থাগারের পাঠ্যসামগ্রী তুলে ধরা। সোভিয়েত গ্রন্থাগারে গ্রন্থসূচী গ্রন্থপ্রচারের প্রধান সম্বল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার প্রতিনিধিগণ গ্রন্থসূচীর প্রমাণীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন অঞ্চলরাজ্যকে গ্রন্থসূচী নির্মাণে কার্যকরী নির্দেশ দেওয়া। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী গ্রাম্য গ্রন্থাগারে দুই ধরণের সূচী আছে: বর্ণাক্ষর অনুযায়ী সজ্জিত বিষয় সূচী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিষয় সূচী। প্রথমে ছোট ছোট লাইব্রেরীর জন্য "নরমালনি প্লান" গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থসূচীর নিয়ম ও লিখনের স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা ছিল। এই পদ্ধতিটী প্রথমে সর্বরাশিয়া গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে পরীক্ষিত হয়। এই সম্মেলনটী ১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারিকরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯২২ সালে মস্কো গ্রন্থসূচীকরণ কমিটীর কাজ যথেষ্ট পরিমাণে ফলপ্রদ হয়। যদিও এই কমিটীর গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতা খুব কমই ছিল, তবুও বিদেশী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থসূচীর সাহায্য নিয়ে যথেষ্ট কাজ হয়। এই কমিটী লেনিনের বিভিন্ন নির্দেশ গ্রহণ করে চলে। এই কমিটী গ্রন্থাগার সূচীর ক্ষেত্রে ইংগ-আমেরিকান পদ্ধতি (A. A. Code) অনুসরণ করে অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া সেই সময় হইতে এই রকম পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে।

বর্গীকরণ

সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রন্থাগারগুলিতে দশমিক বর্গীকরণ প্রথা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নানা অসুবিধা দেখা গেল। ফলে দশমিক বর্গীকরণে কিছু সংস্করণ করা হল। দশমিক প্রথামত প্রথমে ১০টী ভাগে ভাগ করা হল। যথা,

০—সাধারণ বিভাগ
১—ফিলজফি। লজিক। সাইকোলজি।
২—ধর্ম। থিওলজি।
৩—সোশিওলজি। সোশ্যাল পলিটিকাল লিটারেচার
৪—ভাষা

৫—বিজ্ঞান
৬—মেডিসিন, টেকনোলজি
৭—কারুকার্য
৮—সাহিত্য
৯—ইতিহাস, ভূগোল

প্রত্যেকটী ভাগকে আবার ১০ ভাগ করা হয়েছে এবং ১০ ভাগের প্রতিভাগকে আবার ১০টী ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সংশোধন ছাড়াও সংখ্যা অনুযায়ী অক্ষরেরও ব্যবহার করা হয়েছে। যথা—

32 c (৩২ এস্)—পলিটিকস এবং কনটেমপোরারী এফেয়ার্স।

পলিটিকস—পোজিসন অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন।

আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাক :

6 = (৬ পে)—শিল্প সম্পর্কিত
6 = 1 (৬ পে—১)—মাউনটেনিয়ারিং। মাইনিং
6 = 2 (৬ পে—২)—এনারজেটিক্স্
6 = 3 (৬ পে—৩)—মেটালার্জি
6 = 6 (৬ পে—৬)—টিম্বার ও উড ইনডাস্ট্রী
6 = 8 (৬ পে—৮)—ফুড ও ফে বার ইনডাস্ট্রী
6 = 9 (৬ পে—৯)—অন্যান্য ইনডাস্ট্রী

সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনেক কথাই বলা হল। সাধারণ বিজ্ঞানেও যেমন আজ সোভিয়েত দেশের অপ্রতিহত অগ্রগতি, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও তারা পশ্চাৎপদ নয়।

প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(১) বিবলিওটিয়েচনয়ি জিয়েলো ভে এস্ এস্ এস্ আর।
(২) সিয়েলস্কায়া বিবলিওথেকা
(৩) ৪০ লিয়েত বিবলিওতিয়েচনোভো
স্ত্রইচিয়েলস্তভা ভে এস্ এস্ এস্ আর।
(৪) ইউনেস্কো বুলেটিন ; দ্বাদশ খণ্ড প্রথম সংখ্যা।

[ব. গ্র. প. গ্রন্থাগারে বইগুলি পাওয়া যাবে]

গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা

। অমিতা মিত্র । গীতা মিত্র

পশ্চিম গোলার্ধের দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার (মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিস) লাতিন ভাষাভিত্তিক কুড়িটি রাষ্ট্র লাতিন আমেরিকা নামে অভিহিত। অবশ্য বর্তমানে সাধারণত বৃটিশ, স্প্যানিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসনে প্রপীড়িত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে লাতিন আমেরিকা বলা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে এই সব উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করে। যদিও অর্থনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাতিন আমেরিকার নেই, পরোক্ষভাবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কবলিত।

সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনে আবদ্ধ এই উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের মতন লাতিন আমেরিকাতেও বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার মধ্যেও সামগ্রিক ঐক্য আছে। ২০টি জাতির মধ্যে ১৮টি জাতির মাতৃভাষা স্প্যানিশ এবং ব্রেজিল পর্তুগীজ ও হাইতি ফরাসী ভাষাভাষী। সুতরাং ভাষাগত ঐক্য, একই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শাসনে পীড়িত ঔপনিবেশিকতার মসীলিপ্ত অতীত ইতিহাস, একই গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, একই প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা, একই ধর্ম ও ঐতিহ্য, দেশে ও বিদেশে একই শাসন নীতি ও বৈদেশিক নীতি এবং পরস্পরের অর্থনৈতিক সহযোগিতা তাদের মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেছে। লাতিন আমেরিকার এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপটের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন যদিও ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়নি, কিন্তু তারা একই পথের বিভিন্ন ধাপে অপেক্ষমান। ব্রেজিল এই পথে সবচেয়ে অগ্রণী, তার পিছনে আছে মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, চিলি ইত্যাদি, আরও অনেক দূরে, রয়েছে অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলি। লাতিন আমেরিকার যে সমস্ত দেশ আধুনিক শিল্পগত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকতা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাতেও আধুনিকতা এনেছে। অপরদিকে যে দেশগুলিতে এখনও কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় আছে সে সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়নি।

জাতীয় গ্রন্থাগার

লাতিন আমেরিকাতে আমাদের দেশের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বা রাজামহারাজাদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল, এবং এইগুলি পরে জাতীয় বা সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী কালে স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রেজিলের জাতীয় গ্রন্থাগার Bibliloteca Nacional do Rio de Janeiro বিশালতা ও বহুমুখীনতার দিক থেকে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পর্তুগালের রাজা John VI-এর রাজকীয় গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারিত করে ব্রেজিলের এই জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সুবিখ্যাত গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা José Toriblo Medinaর ত্রিশ হাজার গ্রন্থ সমন্বিত প্রসিদ্ধ Bibliloteca Americana সাান্টিগোতে চিলির জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি বৃহৎ অংশ। মেক্সিকোর দুটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ বিশেষ। ১৮২১ খৃঃ স্বাধীনতা লাভের ৩০ দিন পরে Peruvian National Library গঠিত হয়। José de San Martin দ্বারা প্রদত্ত এগার হাজার গ্রন্থ পেরুর জাতীয় গ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। লিমার জাতীয় গ্রন্থাগারটি বিভিন্ন জাতির প্রদত্ত বহু মূল্যবান পুস্তকে পরিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সমন্বিত পুস্তক-পুস্তিকায় সমৃদ্ধ। প্রায় সকল ছোট ছোট রাষ্ট্রেই জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং যে সমস্ত দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার নেই সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সমগ্র জাতির জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ করে।

সাধারণ গ্রন্থাগার

স্বাধীনতা লাভের পর লাতিন আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য যে তীব্র সংগ্রাম সুরু হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বর্তমান গ্রন্থাগার বিদ্যার নীতি অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার নয়। এইগুলি চাঁদা ও বিনা চাঁদার দুরকমের ছিল। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করাই ছিল এই গ্রন্থাগারগুলির মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে মন্থর গতিতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারতা হতে থাকে এবং ১৮৭১ খৃঃ আর্জেন্টিনায় প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে। বর্তমানে লাতিন আমেরিকাতে প্রায় ১৬০০ সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ১৯২১ খৃঃ মেক্সিকোতে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রসারতার জন্য জনশিক্ষা অধিকর্তার অধীনে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫৪ সালে কেবলমাত্র মেক্সিকো সহরেই প্রায় ২০টি স্থানীয় গ্রন্থাগারকে এই বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করতে দেখা গেছে। পানামার জাতীয় গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় ১৯৫৪ সালের মধ্যে পানামায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে ৭৫টি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

গুয়াটেমালার জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক গ্রন্থ কেন্দ্রগুলি ঐ স্থানের সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব পূরণ করে। চিলি, কলোম্বিয়া, কিউবা, হাইতি এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সরকারী প্রতিনিধিদের দায়িত্বে বিশেষ করে সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধীনে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। হাভানা, মন্টিভিডো ইত্যাদি রাজ্যের পৌর-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে কলোম্বিয়ায় মেডেলিনে Unesco র প্রচেষ্টায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কি ভাবে একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায় এই গ্রন্থাগারটি তার নিদর্শন স্বরূপ এবং অপরাপর গ্রন্থাগারগুলির পথ প্রদর্শক। সাধারণ গ্রন্থাগার যেখানে আজও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়নি সেখানে জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধে দিয়ে থাকে। ইকুয়েডরের বিভিন্ন সহরে House of Ecuatorian Culture নামে প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ চালিয়ে থাকে। বর্তমানে কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে—যেমন Economic Society of Friends of the Country কর্তৃক হাভানাতে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৮২ খৃঃ Bernardino Rivadavia Association দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্জেন্টিনার সাধারণ গ্রন্থাগারটির অবদানও কোন অংশে কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

লাতিন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি পুস্তকীকরণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত এবং এদের মধ্যে অনেকগুলি স্বাধীন ভাবে কার্য পরিচালনা করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত লিমার স্যান মারকস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন গ্রন্থাগারটি প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহে সমৃদ্ধ। পরবর্তীকালে ইহার সহিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও Schools of Medicine and Economics-এর গ্রন্থাগারগুলি মিলিত হয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছে। বুয়েনস এয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি প্রধান গ্রন্থাগারে দশ লক্ষ পুস্তক আছে। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ সহায়তা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন চিলি—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য Union Catalogue সংকলনের কাজে হাত দিয়েছে। সাওপালো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি সাময়িক পত্রিকাগুলির একটি সম্মিলিত তালিকা ও রচনাপঞ্জীরও একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। গুয়াটেমালার সানকারলোস বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সূচীকরণ ব্যবস্থা পদ্ধতি চালু করেছে।

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলির (private libraries) স্থান লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগারের ইতিহাসে কোন দিক থেকেই নগণ্য নয়। যেমন কুইটোর Jacinto Jijon y Camaano ও Ecuatoniana-র পুস্তক সংগ্রহ লাতিন আমেরিকার মূল্যবান সম্পদ। কিউবায় হাভানার Antonio Eligio de la puente-র মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহশালাটিও বাস্তবিক অতুলনীয়। লিমার প্রাডো পরিবারের নিজস্ব যাদুঘর ও গ্রন্থাগারে রক্ষিত পেরুভিয়ান ইতিহাস, সাহিত্য ও সামাজিক সমস্যাবহুল-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহটি এক অমূল্য সম্পদ।

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি প্রায়ই সরকারের গবেষণা তহবিল দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এইরূপ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কারাকাসে Academia Nacional da la Historia, Academia de Cinrcias Medicas, Fisicas y Naturales de la Habana ইত্যাদি। হাভানার Pan American Columbian Society, বোগোটার (Bogota) the Caro of Cuerro Institute এবং মেক্সিকো সহরের Socledad Mexicana de Geografia y Estadistica, লাতিন আমেরিকার খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের (Institutional) গ্রন্থাগারগুলিও সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন রিওর Instituo Historico e Geographico Brasileiro এবং Getulio Vergas Foundation, সাওপোলোর Instituto de Pesquisas Tecnologicas বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ গ্রন্থাগার

লাতিন আমেরিকায় কতকগুলি বিখ্যাত বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। যেমন কৃষিজাত গ্রন্থের উপর বিভিন্ন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। Inter-American Housing Centre স্থাপত্য শিল্পের উপর বিভিন্ন গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে উল্লেখযোগ্য বিশেষ গ্রন্থাগারের স্থান অধিকার করেছে—যেমন "Medical Library of the University of Chili." কোস্টারিকা, ভেনেজুয়েলা, গুয়াটেমালা, মেক্সিকো সহরের ব্যাঙ্কগুলি এবং আর্জেন্টিনা "ন্যাশানাল সেভিংস ব্যাঙ্ক" নানাবিধ অর্থনৈতিক তত্ত্ববহুল পুস্তিকা ও গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ।

সরকারী গ্রন্থাগার

বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সহিত যুক্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ একটি সমৃদ্ধশালী জাতীয় সম্পদ। গুয়াটেমালার শিক্ষা বিভাগের গ্রন্থাগারটি ডাকযোগে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থ সরবরাহ করে থাকে।

রিওর Administrative Department of Public Service রেজিলের গ্রন্থাগারগুলির জন্য মুদ্রিত ক্যাটালগ কার্ড সরবরাহ করে থাকে। ১৯৫০ খৃঃ মেক্সিকো সরকার ও UNESCOর মিলিত প্রচেষ্টায় একটি Scientific Documentatio Centre স্থাপিত হয়েছে। ইহা বৈজ্ঞানিকদের সুবিধের জন্য গ্রন্থপঞ্জী, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলির নির্ঘণ্ট ও প্রবন্ধের সারাংশের একটি সূচী প্রণয়ন করেছে।

আন্তর্দেশীয় গ্রন্থাগার

লাতিন আমেরিকাতে Organization of American States (OAS) এর অধীনে কতকগুলি আন্তর্দেশীয় গ্রন্থাগার আছে।

শিশু গ্রন্থাগার

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা লাতিন আমেরিকায় নতুন হলেও পৌর প্রতিষ্ঠানের শিশু গ্রন্থাগারগুলির বহুমুখী কার্যকলাপ বিশেষ প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থাগারগুলি শিশুদের জন্য নানারকম মূল্যবান গ্রন্থের ব্যবস্থা, অন্ধ শিশুদের জন্য গ্রন্থ সংস্থান, শিশুদের জন্য নানাপ্রকার শিক্ষামূলক খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিশু ও শিশু সাহিত্যিকদের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন ইত্যাদি করে থাকে। শিশু গ্রন্থাগারগুলি বেশীর ভাগই জাতীয় গ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত শুধুমাত্র শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার লাতিন আমেরিকার অনেক জায়গায় আছে ; এর মধ্যে Mrs. Lenyra Fraccaroli প্রতিষ্ঠিত ২০টি জেলাশাখা সম্মিলিত Sao Paulo'র শিশু গ্রন্থাগারটি পৃথিবী বিখ্যাত। পানামা, মন্টেভিডেও, রিও-ডি-জেনেরিও প্রভৃতি স্থানেও শিশু গ্রন্থাগারের ভাল ব্যবস্থা আছে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

লাতিন আমেরিকায় সাওপোলো, ভেনেজুয়েলা, গুয়াটেমালা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। মেক্সিকোর Patzcuaro হ্রদে গ্রন্থ সরবরাহের জন্য মোটর বোটের ব্যবস্থা আছে।

লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতির যে সংক্ষিপ্ত চিত্র উপরে দেওয়া হলো তাতেই ধারণা করা যায় যে লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি সুপরিকল্পিত সামগ্রিক আধুনিক ব্যবস্থায় রূপায়িত হতে বাধা দিচ্ছে। বর্তমানে লাতিন আমেরিকার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনা—যে পরিকল্পনা সমগ্র দেশের প্রতিটি স্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এই

পরিকল্পনা গ্রহণের আগে লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগার জগতের সর্বাধুনিক খবরাখবর সংগ্রহ করা ও তাদের প্রকৃত অবস্থা জানা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংবাদ দিতে পারে এমন কোন নির্ভরযোগ্য American Library Directory-র মত নির্দেশক গ্রন্থ নেই। তবে Pan American Union কর্তৃক প্রকাশিত সেখানকার গ্রন্থাগারের একটি তালিকা ও ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে আহুত Inter American Seminar এ লাতিন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাতে লাতিন আমেরিকার বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। এই তথ্যাবলী বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থা তুলে ধরেছে যার উপর নির্ভর করে এখন প্রয়োজন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হলে যে যুক্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল বাস্তব পরিকল্পনার প্রয়োজন তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই হবে না প্রত্যেক দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ধরণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গঠিত তার পর্যালোচনা করতে হবে, যাঁরা এই পটভূমিকার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত তাদের দিয়ে একটি ব্যাপক পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ভবিষ্যতে সকল পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় বাস্তবায়িকা ইত্যাদি ঘটবে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্ন ধাপে থাকায় প্রত্যেকের প্রয়োজন পৃথক। সেই কারণে একদিকে যেমন প্রত্যেক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পৃথক পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করা দরকার, অপরদিকে সমগ্র দেশের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বা প্রত্যেক দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তার অপরিণত অবস্থা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে আসবে।

UNESCO, OAS এবং Department of State এর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বা কোন বিখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত কোন কমিটির দ্বারা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির পথে প্রধান বাধা অর্থাভাব। প্রতিটি গ্রন্থাগার যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বই কেনার জন্য যে বাজেট ঠিক করা হয় দেখা যায় উপহার প্রদত্ত বিনিময় গৃহীত বইয়ের সংখ্যা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। সরকারী করের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্ত সাহায্য পায় না, তাই এদের বেশীর ভাগই নির্ভর করতে হয় সদস্যদের চাঁদার উপর। সম্প্রতিকালে কোন কোন প্রাদেশিক সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি সাধারণ গ্রন্থাগারের আর্থিক সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৬০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত UNESCO সেমিনারে পুস্তকের অভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে ও বিদেশের গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ বিনিময়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

সাধারণের মুক্তহস্ত দানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের যদিও নিজস্ব ভবন গড়ে উঠেছে কিন্তু সেইসব ভবনগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সে রকম আর্থিক অবস্থা তাদের নেই। এ ছাড়া অর্থাভাবে এবং গ্রন্থাগারিক ও স্থাপত্য শিল্পীদের সহযোগিতার একান্ত অভাবে গ্রন্থাগারগুলি পরিকল্পনাহীন ভাবে গঠিত হওয়ায় গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনার অনুপযুক্ত। সম্প্রতিকালে Buenos Aires বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Engineering কার্যকরী ও সুন্দর গ্রন্থাগার ভবন কিভাবে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী করা যায় তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল—এই প্রদর্শনী অনুযায়ী যদি গ্রন্থাগার ভবনগুলি তৈরী করা যায় তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত করা যাবে।

আর্থিক দুরবস্থার জন্য লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার পরিচালনার আবশ্যকীয় উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমস্ত দেশের উপযোগী কোন সূচীকরণ নিয়মাবলী (cataloguing code) এখানে প্রকাশিত হয়নি। Vatican Library কর্তৃক স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষায় যে সূচীকরণ নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাহাই একমাত্র গ্রন্থ সূচীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সমস্ত দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য A.L A. বা A.A. catalogulng codeএর মতন কোন সূচীকরণ নিয়মাবলীর এখানে একান্ত প্রয়োজন যা বিভিন্ন বাধাবিঘ্নে কোনক্রমেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্গীকরণের জন্য Dewey Schemeই প্রধানতঃ অনুসৃত হয় তবে U.D.C.র প্রচলনও আছে। পূর্বে প্রধান দুইটি দেশীয় ভাষায় এই দুইটি প্রণালী অনূদিত না হওয়ায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে Dewey Schemeএর পঞ্চদশ সংস্করণ স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে বর্গীকরণের দিক থেকে গ্রন্থাগারের অসুবিধা দূর হয়েছে। কিন্তু এই সংস্করণের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এর সাহায্য গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। U. D. C. ও স্প্যানিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। বিষয় সূচী সম্বন্ধেও একই সমস্যা দেখা যায়। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত বিষয় সূচীর তালিকা (subject heading) এখানে আছে এবং স্প্যানিশ ভাষায় Sear's Subject Headingও এখানে অনূদিত হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই ব্যাপক বা ত্রুটিহীন নয়। এ ছাড়া আমাদের দেশের মত এখানেও author headingএ Surname সংক্রান্ত নানা সমস্যা আছে। যে সমস্যা মীমাংসার সমস্ত রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই সমস্ত কারণে Sear's Subject Heading, একটি সুষ্ঠু সূচীকরণ নিয়মাবলী, Reference Service পরিচালনার জন্য ও অন্যান্য বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই ইত্যাদি চাই। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সহজলভ্য ও সুবিধা দরে গ্রন্থগারের এই ধরণের বিভিন্ন উপাদান যদি সরবরাহ করতে না পারা যায় তবে গ্রন্থাগারগুলি চালকবিহীন গাড়ীর অবস্থা প্রাপ্ত হবে এবং সুষ্ঠু শৃঙ্খলাপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার গড়ে ওঠা খুব সহজ হবে না।

আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, পেরু, ব্রাজিল, কস্টা রিকা গুয়াটেমালা, এল সালভাডর প্রভৃতি অনেকগুলি রাষ্ট্র প্রতি বছর তাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করে। কস্টা রিকা, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, এল সালভাডর, গুয়াটেমালা, হাইতি, হনডুরাস, নিকারগুয়ে, পানামা, আর্জেন্টিনা ভেনিজুয়েলা, উরুগুয়ের গ্রন্থাগারগুলি তাদের গ্রন্থসূচী সংগ্রহ করে সম্মিলিত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংক্ষেপে BCAC নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে।

Costa Rica-র জাতীয় গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্রিকাগুলির একটি Index আছে। কোন কোন রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলির সম্মিলিত চেষ্টায় Union Catalogue তৈরী হয়েছে। ব্রাজিলের SIC Unit Card ছাপিয়ে সস্তায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার-গুলিকে সরবরাহ করে এবং এইগুলি National Union Catalogue হিসাবে কাজ করে। এতে প্রায় ১০ লাখ বই ও ৬০,০০০ সাময়িক পত্রিকা তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও আঞ্চলিক Union Catalogue আছে। ১৯৬০ সালে মেক্সিকোর আঞ্চলিক সেমিনারে লাতিন আমেরিকার সমস্ত পত্রিকার একটি Union Catalogue প্রকাশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যার নাম সংক্ষেপে CAPPAL এবং এতে শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা গ্রহণ করা হবে ও জনপ্রিয় সাধারণ পত্রিকা বাদ দেওয়া হবে। লাতিন আমেরিকার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাগুলির একটি পৃথক প্রবন্ধসূচী ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত সেমিনারে গ্রহণ করা হয়। সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক প্রায় ৩০০ পত্রিকা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং বার্ষিক খণ্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রবন্ধ-পঞ্জী থাকবে।

লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী ও দক্ষ কর্মীর একান্ত অভাব। গ্রন্থাগার বৃত্তি এখনও পেশাদারী মর্যাদা পায় নি। ফলে গ্রন্থাগারে চার রকমের লোক কাজ করতে আসেন। একদল পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহী ও গ্রন্থবিদ গ্রন্থাগারের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় সময় অতিবাহিত করে পড়াশুনা করেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা নেই বা তা গ্রহণ করা বা নিজেদের পেশাদারী মর্যাদা বাড়ানর চেষ্টাও তাঁদের নেই। দ্বিতীয় দল হল বিবাহিত বা অবিবাহিত মহিলারা—যাঁদের অন্য কোথাও কাজের উপযোগী যোগ্যতা না থাকায় অর্থাভাবে অত্যন্ত কম বেতনে গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দিতে হয়—কিন্তু তাঁদেরও কোন রকম শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন একদল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সমাজ সেবায় উৎসাহী, গ্রন্থপ্রেমিক ব্যক্তিরা যাঁদের মধ্যে রয়েছে দক্ষ কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার সকল সম্ভাবনা। কিন্তু উপযুক্ত বেতন না থাকায় তাঁরা গ্রন্থাগারের কাজে অবহেলা করেন এবং অন্য কাজ করেন ও সুযোগ পেলেই গ্রন্থাগার বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেন। সবশেষে বলা যায় যে সুশিক্ষিত পেশাদার গ্রন্থাগারিকরাও এই বেতনের স্বল্পহারের জন্য অন্য কাজ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। খুব কম সংখ্যক আছেন যাঁরা গ্রন্থাগার বৃত্তিকে আদর্শ হিসাবে

গ্রহণ করে বেতন হারের স্বল্পতাকে তুচ্ছ করে বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও গ্রন্থাগারের উন্নতি করতে ও পেশাদারী মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন। এই সকল অদক্ষ কর্মীরা পূর্বে বিভিন্ন সূত্রে পিছনের দরজা দিয়ে কার্যে নিয়োগ হতো আর শুধু বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণই তাদের একমাত্র কাজ বলে মনে করা হতো। এই সকল লোকেরা গ্রন্থাগারের আদর্শকে ধূলায় লুণ্ঠিত বইকে নিরাপদে সুরক্ষিত করে রাখাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করত। শুধু অযোগ্যতাই নয় বেতনের স্বল্পতায় গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধান প্রয়োজন বেতনের হার বৃদ্ধি করা ও তার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পন্থায় সুদক্ষ কর্মী নিয়োগ ও Technical কাজে অদক্ষ কর্মী নিয়োগ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ও সমাজে তাঁদের সামাজিক ও পেশাদারী মর্যাদা স্বীকার করার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের আইন প্রচলন করেছে এই রকম বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে এই সকল সমস্যা সমাধান করা সহজ হয়েছে—যেমন চিলি ও ব্রেজিল এই ধরণের রাষ্ট্র। শ্রমিক আইনের যে সমস্ত অধিকার শ্রমিকদের দেওয়া হয় সেগুলি সমস্ত গ্রন্থাগারিকের প্রাপ্য বলে ব্রেজিলের গ্রন্থাগার আইনে স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালে শ্রম মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার বৃত্তিকে স্বাধীন পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষার ইতিহাস যদিও বিগত ৫০ বছরের ঐতিহ্য বহন করেছে কিন্তু লাতিন আমেরিকায় গ্রন্থাগার বিষয়ক দক্ষ কর্মীর একান্ত অভাব। শিক্ষাদানের জন্য যে স্কুলগুলি এখানে গড়ে উঠেছে সেগুলি বেশীর ভাগই শিক্ষকের অভাবে, যুগ ও দেশের উপযোগী সর্তিকারের একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাদান প্রণালী গ্রহণের অভাবে, অনিয়মিত শিক্ষাদান ইত্যাদি কারণে অধিক সংখ্যক পেশাদার গ্রন্থাগারিক তৈরী করতে Library School ১২ বছরের মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষা সম্পন্ন লোকেদের ৩ বছরের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। এই বিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর Seminar workshop পরিচালনা করছে এবং বাহিরের বা অন্য দেশের ছাত্ররা যাতে বৃত্তি নিয়ে এখানে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা করছে। চিলি, মেক্সিকো, ব্রেজিল ইত্যাদি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পানামা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্মকালীন পর্যায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বৃত্তির ক্ষেত্রে একটি জাতীয় পরিষদের অভাব লাতিন আমেরিকায় একান্তভাবে অনুভূত হয়। পেশাদারী গ্রন্থাগারিকরা স্থানীয় ভাবে নিজেদের পুথক পুথক সংসদ গড়ে তুলে তাদের পেশাগত মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছে। একটি জাতীয় সঙ্ঘের অভাবে লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নতি ও গ্রন্থাগারিকদের পেশাগত মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করছে না। এই জন্য এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একত্রীভূত করে একটি করে জাতীয় সংসদ

গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে একত্রীকরণের আদর্শে সৃষ্ট Brazilian Library Association গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথে একটী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

১৯৬০ সালে Unesco-র উদ্যোগে যে সেমিনার মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি গ্রহণ করা যায় তবে দক্ষিণ আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইনের প্রচলন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যতীত এই সকল প্রস্তাব কার্যকরী করা প্রায় অসম্ভব। এটা আশা করা যায় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হবে ও এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে ও বিশ্বের সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে একই আসনে একই মর্যাদায় লাতিন আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে।

বইগুলো সব ব্যবহারের জন্য
প্রতি পাঠক বই যেন পায়
প্রতি বই-ই পাঠককে চায়
বাঁচলে সময় পাঠক হবে ধন্য।
বেড়েই চলা গ্রন্থাগারের রীতি
এরাই রঙ্গনাথনকৃত প্রধান পঞ্চনীতি।

[চঞ্চল সেন]

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গ্রন্থাগার তৎপরতা

। বিনয়ভূষণ রায়

আমরা সাধারণত প্রাগ্রসর দেশগুলির গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত পরিচিত। প্রতিবেশী ও উন্নত রাষ্ট্র সমূহের খবর খুব কমই রাখিয়া থাকি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়ার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই প্রবন্ধে ইহাই আলোচ্য বিষয়।

ইন্দোনেশিয়া

আয়তন ৭৫০০০ বর্গ মাইল। দ্বীপ সংখ্যা ৩০০০। জনসংখ্যা ৮ কোটি। এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল। আমাদের দেশের মত এখানে আঞ্চলিক ভাষা আছে অনেক। বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার মান বিভিন্ন। নিরক্ষরতার সমস্যাও আমাদের দেশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শতকরা ৮০ ভাগই নিরক্ষর। তাই এখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলন নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম হইতেই গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। ১৯৪৫-৫৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে উক্ত কয়েক বছরের মধ্যে মাত্র দশ হাজারখানি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক ছাপা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার হাজার খানেক বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সব সময় ক্রয় করতে পারা যায়। ইহার প্রধান কারণ পুস্তকের সস্তা মূল্য।

উপরোক্ত সকল ঘটনা এবং জাতীয়তা বোধ এখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র দেশকে কতকগুলি সহরে, সহরগুলিকে কতকগুলি অঞ্চলে, অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি ক্ষুদ্রাঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য ১৮১টি সহর গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর ফলে ২৭৮৬টি ক্ষুদ্রাঞ্চলের মধ্য ২৬১৭টিতে অতি অল্প সময়েই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগার শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য। ইহা বাদে সদ্য সাক্ষরদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য ১৪৩৭৭টি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই সমস্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গঠিত এবং পরিচালিত। সরকার হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র গ্রন্থ এবং আর্থিক সাহায্য করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা বাদেও ইন্দোনেশিয়ার ১২টি প্রদেশে ১২টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করার একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে ইন্দোনেশিয়ার গ্রন্থাগার সম্পর্কে তদন্ত করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে এই তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমস্ত প্রদেশে গ্রন্থাগারিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'লাইব্রেরীস্ বুরো' স্থাপিত হয়। এই বুরোর কাজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থপঞ্জীর সংগঠন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইহা ছাড়া নূতন কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলে বুরো তাহার কর্মীদের দ্বারা ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সমূহের সূচীকরণ এবং প্রাথমিক যাবতীয় কাজ করাইয়া থাকে।

কলম্বো চুক্তি অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার একজন বিশেষজ্ঞর সাহায্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থপঞ্জীর সংস্থার কাজ সুরু হয়। পরে একজন নিউজিল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ঐ কাজ চলিতে থাকে। বুক ডেলিভারী অ্যাক্ট এখনও ইন্দোনেশিয়ায় বিধিবদ্ধ হয় নাই। বুরো ঐ বিষয়ে একটি খসড়া প্রণয়ন করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত উক্ত আইন প্রবর্তিত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন ক্যাটালগ, ইউনিয়ন লিস্ট অব সিরিয়ালস্, এবং সাময়িক পত্রপত্রিকার ইনডেক্সিং-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সকল পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকদের মাঝে মাঝে বিদেশে পাঠান হইয়া থাকে। প্রতিটি প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত প্রদেশে (পশ্চিম জাভা) গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্তিশালী সেখানে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার তার অধীনস্থ সমস্ত গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিয়া থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার নাই। যতদিন পর্যন্ত না ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠিতেছে ততদিন পর্যন্ত ছাত্রদের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পাঠস্পৃহা প্রাদেশিক গ্রন্থাগারকেই মিটাইতে হইবে। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গঠনের কাজ সুরু হয়। প্রথমে ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের কাজ চালাইবার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে সপ্তাহে আট ঘণ্টা হিসাবে তিনমাস শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থ সূচীকরণ, বর্গীকরণ, গ্রন্থ নির্বাচন, রেফারেন্স ওয়ার্ক, ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যের জন্য শিক্ষাদপ্তর হইতে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খোলা হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় শিশুদের উপযুক্ত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। তাই বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করা হইতেছে। শিক্ষক, প্রকাশক এবং শিশু গ্রন্থ সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে বৃটিশ কাউন্সিলের পক্ষ হইতে ১২০০ ইংরেজী শিশুগ্রন্থ দান করা হইয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৮।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করিয়া ছোট গ্রন্থাগার আছে। শিক্ষকগণ যাহাতে গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা পান সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫২ সালে ২০শে অক্টোবর, সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইহার শিক্ষণকাল দুই বৎসর। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজ শেষ করিয়া ছাত্রগণ এখানে ভর্তি হইতে পারে। অন্যান্য দেশের মত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি এখানকার জনসাধারণের সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। এই কারণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ছাত্রদের সংখ্যা বিশেষ কম। বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে যে সমস্ত গ্রন্থাগারিকগণ বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের কাজ করিয়া থাকেন। বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের মধ্যে ৯ জন বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দেশী ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। তাই বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের উপর ছাত্রদের নির্ভর করিতে হয়। তাই প্রতিটি ছাত্রকে ইংরেজী এবং ফরাসী অথবা জার্মান ভাষা শিখিতে হয়। ইন্দোনেশিয়ায় স্থানীয় ভাষাতেই শিক্ষাদান কার্য চলিয়া থাকে।

লাইব্রেরি টার্মিনোলজি এখানকার একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকগণ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। শিক্ষকদের অধীনে ছাত্রগণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিদেশী শব্দগুলিকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকেন। পরে ঐ সমস্ত অনূদিত শব্দ বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট পাঠান হয়। উহা সমর্থিত হইলে গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সূচীকরণ ও বর্গীকরণের কাজও স্থানীয় ভাষাতেই হয়। ফ্রাঙ্কলীন ফাউনডেসন কর্তৃক ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিও অনুবাদ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে অ্যাবস্ট্রাক্ট ও রিপ্রিন্ট করাইয়া থাকে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী (জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয়), গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থনির্বাচন, সূচীকরণ, বর্গীকরণ (ডিউই এবং ইউ, ডি, সি), ডকুমেন্টেসন, অ্যাবস্ট্রাক্টিং, রেফারেন্স ওয়ার্ক ইত্যাদি অবশ্যই শিখিতে হইবে। ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে (ক) ইন্দোনেশিয় ভাষা, ইংরাজী বাদে ফরাসী অথবা জার্মানের মধ্যে একটি এবং সংস্কৃত অথবা আরবী হইতে একটি ভাষা শিখিতে হয়। (খ) সাধারণ জ্ঞান প্যালিওগ্রাফি, ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কপিরাইট আক্ট ইত্যাদি পড়িতে হয়। প্রথম বছরের পরে দু' সপ্তাহ এবং শেষ পরীক্ষার আগে দু'মাস হাতেকলমে কাজ শিখিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ের উপর একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া জমা দিতে হয়।

১৯৫৩ সালে ইন্দোনেশিয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। প্রত্যেকটি প্রদেশে এই পরিষদের শাখা আছে। এই শাখা সমূহের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে। পরিষদের পক্ষ হইতে একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয়।

মালয়

আয়তন ৫০৯১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। অধিবাসীদের অধিকাংশ মালয়ী ও চীনা। ৯টি রাজ্য লইয়া মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এখানে কোন গ্রন্থাগার আইন নাই। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই চাঁদার সাহায্যে চলে। এখানকার সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারটির নাম কুয়ালালামপুর বুক ক্লাব। পুস্তক সংখ্যা এক লক্ষ। অন্যান্য গ্রন্থাগারের মধ্যে পেনাং ও ইপো গ্রন্থাগারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে বিশ হাজার ও তের হাজার। মালাক্কা, কালাং, সেগামাথ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে—১০৪৩৩, ৭০০১ এবং ৪৯৮৫। ইহা ছাড়াও আরও সাতটি ছোট গ্রন্থাগার আছে যাহাদের পুস্তক সংখ্যা ৪৫০ হইতে ২৯০০-র মধ্যে। মালয়ের নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই কম। এই শ্রেণীতে প্রথমেই নাম করিতে হয় "ব্রিটিশ কাউন্সিলের" এবং "ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেসন সারভিসের" গ্রন্থাগার দুটির। এর পরই পেনাং-এর বয়স্ক শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বাটার ওয়ার্থ গ্রন্থাগারটির নাম উল্লেখযোগ্য। এখানকার অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই ইংরেজী গ্রন্থ আছে। কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগারে ফরাসী, জার্মান, লাটিন, গ্রীক, মালয়ী, তামীল ইত্যাদি ভাষায় সামান্য গ্রন্থ আছে।

সহরাঞ্চলের তুলনায় পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা শোচনীয়। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের পাঠতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ডাকযোগে গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়। কুয়ালালামপুর বুক ক্লাব হইতে ডাক যোগে ৪০০ জন সদস্যের নিকট গ্রন্থ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেসন্ সারভিস এবং মালাক্কার স্যার হেনরী গুরেন গ্রন্থাগার হইতেও পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

১৯৫৩ সালে মালয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমগ্র মালয়ে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ১৯৫৬ সালে এই পরিষদ সাধারণ বিষয়ের উপর ৮০০০ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর ১০,০০০ খানি গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে বিলি করে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মিদের উৎসাহ এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য পরিষদের কর্মিগণ বিভিন্ন সময়ে উহা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয় এবং সরকারী অফিসেও গ্রন্থাগার আছে। সরকারী বিভাগের গ্রন্থাগারের মধ্যে কৃষিবিভাগ, এবং রবার গবেষণা পরিষদের গ্রন্থাগারের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েই শ্রেণী অথবা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা লওয়া হইয়া থাকে।

১৯৫৫ সালে মালয় লাইব্রেরীয়ান্ গ্রুপ তৈরী হয়। ঐ বছরের শেষে এই প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি সল্প মেয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইহাতে সিংগাপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে ৫৫ জন শিক্ষক যোগদান করেন। পুস্তক নির্বাচন, সূচীকরণ এবং বর্গীকরণই এই শিক্ষার প্রধান পাঠ্য বিষয়।

১৯৫৪ সালে মালয়ান সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের ফিজিক্যাল সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর একটি ইউনিয়ন ক্যাটলগ প্রকাশিত হয় এবং সরকারী ভাবে প্রতি বছর একবার করিয়া প্রকাশিত হয়।

সিঙ্গাপুর

আয়তন ২২৫ বর্গমাইল, এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৫০ জনের বয়সই ২১ বছরের নীচে। এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জনসংখ্যা ১৯৭২ সালে শতকরা ৪৬ জনের বয়স ১৭ বছরের নীচে হইবে। সুতরাং শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এখানে সবচেয়ে বেশী।

১৮৩২ সালে সর্বপ্রথম র‍্যাফেল ইন্সটিটিউসনে (ছেলেদের বিদ্যালয়) সিংগাপুরের প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকগণই কেবলমাত্র চাঁদা দিয়া এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিতেন। ১৯৪৪ সালে এই গ্রন্থাগারটি যাহাতে জনসাধারণ ব্যবহার করিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। তখন হইতে ইহার নাম হয় "সিংগাপুর লাইব্রেরী'. ১৮৭৪ সালে সরকার এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চাঁদা দেওয়ার পদ্ধতি আগের মতই থাকিয়া যায়। সরকার হইতে কেবল-মাত্র অতিরিক্ত ব্যয় বহন করা হয়। পাবলিসারস্ অডিন্যান্স্ অনুযায়ী ইহা সিংগাপুরে ছাপা সমস্ত গ্রন্থের সংরক্ষক। ১৯৫৮ সালে গ্রন্থাগার সংরক্ষিত একটি আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী 'র‍্যাফেল লাইব্রেরী"র নাম পরিবর্তন করিয়া "র‍্যাফেল ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী" রাখা হয় এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত একটি লাইব্রেরী বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার কোন দায়িত্ব নাই, ইহা শুধু গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, গ্রন্থপঞ্জী, অর্থ, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ আদানপ্রদানের ব্যাপারে সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারে।

অধিকাংশ শিশু গ্রন্থাগারই স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পরিচালিত। ১৯৫৩ সালে শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থ আদানপ্রদানের সংখ্যা ছিল ৬৬৫২৫। ১৯৫৮ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২৫১০৬০।

এখানকার জন সংখ্যা ১·৫ মিলিয়ন, এর মধ্যে ১১ লক্ষ জন চীনা, ১১৭৫৬১ জন মালয়ী, ১২৪০৯৩ জন ভারতীয় ও পাকিস্থানী, অবশিষ্ট ৩০ হাজার জন ইউরোপ, সিংহল, ইত্যাদি অন্যান্য দেশের।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন ইংরাজী, তবে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে মালয়ী এবং তামিল ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাথে গ্রন্থাগার

আছে। গ্রন্থাগারের জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা লওয়া হয়। প্রতিটি গ্রন্থাগারে ইংরাজী গ্রন্থের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। চীনা ও তামিল ভাষার গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম, তামিল ভাষায় গ্রন্থের জন্য দক্ষিণ ভারতের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিদ্যালয়ের সাথে শিশু গ্রন্থাগারের একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতি রবিবারে শিশু গ্রন্থাগারে ছাত্রদের বিশেষ ক্লাস লওয়া হইয়া থাকে।

যে সমস্ত স্থানে গ্রন্থাগার নেই সেই স্থানের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সাথে একটি করিয়া রেফারেন্স বিভাগ আছে। এই বিভাগে ডাইরেক্টরী, ইয়ার বুক ও এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ আছে। শিল্পপতিগণ এবং ব্যবসায়ীগণ যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার জন্য তাদের উপযুক্ত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থাগারের মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের গ্রন্থাগার এবং তামিল এসোসিয়েসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিলিপাইন

গ্রন্থাগার আন্দোলন এখানে মাত্র ৫০ বছর আগে সুরু হয়েছে। যে চারটি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত তাদের মধ্যে বুরো অব পাবলিক লাইব্রেরী এবং ম্যানিলা সিটি লাইব্রেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রাদেশিক ও সহর লাইব্রেরীর সংখ্যা ৪৪। মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২০৩, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮। বুরো অব পাবলিক লাইব্রেরীর অধীনে ২৫টি গ্রন্থ কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে এই সমস্ত সংস্থায় গ্রন্থ আদানপ্রদান করা হয়। ১৯৫৫ সালে বুরো অব পাবলিক লাইব্রেরীর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রতি বছরে ৩৩,২৩,৭৭৩ জন পাঠক ১,৭,৮১,৮১১ খানি গ্রন্থ পাঠ করে। স্থানীয় যে সমস্ত ভাষায় গ্রন্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে হিসান, ইলাকোন এবং বিকল ইত্যাদি ভাষায় গ্রন্থই বেশী। বেশীর ভাগ পাঠক উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকে। এর পরেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে গ্রন্থ বেশী ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থাগারের পাঠকদের শতকরা ১০ জনই বিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। এই সমস্ত পাঠকদের কিছু অংশ তাহাদের পাঠ শেষ করিয়া বৃত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে।

পাবলিক লাইব্রেরীর উপকার গ্রামাঞ্চলের পাঠকগণ যাহাতে পাইতে পারে তার জন্য বুরো অব পাবলিক লাইব্রেরী সচেষ্ট। এই বিষয়ে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের বদান্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাথে পাঠকদের জন্য রেডিও ও ছায়া চিত্রের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালে ম্যানিলাতে "অ্যাসোসিয়েসন অব স্পেসাল লাইব্রেরীস অব দি ফিলিপাইনস' (ASLP) গঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে 'স্পেসাল লাইব্রেরীর' ক্ষমতা ও করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুধাবন করা, কার্যক্ষমতার সম্প্রসারণ

এবং সদস্যদের মধ্যে পেশাগত একতার ভাব জাগাইয়া তোলা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা ১২০ এবং ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা ৪০। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইহার সদস্য তাহার মধ্যে সরকারী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী অফিসের সহিত জড়িত গ্রন্থাগারসমূহ আছে। মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ একসাথে সম্মেলনে মিলিত হইয়া পেশাগত লাইব্রেরীর সমস্যা এবং তাহার উন্নতির উপায়, গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাসিক মুখপত্র বাহির হয়। ১৯৩৭ সালে এসোসিয়েসনের প্রচেষ্টায় ৪১ পৃষ্ঠা সম্বলিত টাইপ করা একটি পেসাল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হয়।

থাইল্যাণ্ড

এখানকার লোক সংখ্যা দু' কোটির কাছাকাছি। ১৯৫০ সালে ১৭টি জেলায় সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের অধীনে ২৩৬টি গ্রন্থাগারে 'Service point'-এর কাজ চলিতেছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের বেশীর ভাগেরই একটি ছোট পাঠকক্ষ এবং ১০০ বই আছে। এই ২৩৬টি Service point-এর মধ্যে ৪০টির নিজস্ব বাড়ী আছে। এখানে মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও ছায়া চিত্রের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। কেবলমাত্র আর্থিক, গ্রন্থপঞ্জি এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে শিক্ষা দপ্তর হইতে সাহায্য করা হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে এবং যে সমস্ত স্থানের অধিবাসীগণ ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। তাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। ৯টি গ্রন্থযান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজে লিপ্ত আছে। ১৯৫০ সালে Library co-ordinating কমিটি গঠিত হয়। ইহার সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় ১টি করিয়া জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগারের অধীনে আবার কতগুলি শাখা গ্রন্থাগার আছে। থাইলাণ্ডএ UNESCO education service-এর মাধ্যমে book box service দেওয়া হইয়া থাকে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় এই কাজ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থাগারের পাঠকগণ হালকা ধরণের পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই সদ্য শিক্ষিত, সদ্য শিক্ষিতদের বেশীর ভাগই আবার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। শতকরা ৪০ ভাগ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পাঠকদের বেশীর ভাগই উপন্যাস পছন্দ করে। এর পরেই ভ্রমন, ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তকের স্থান। ধর্মমূলক বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তকের স্থান তৃতীয়। ১৯৫৫ সালের হিসাব অনুযায়ী পাঠকদের শতকরা ৪০ ভাগ—উপন্যাস, ২৫ ভাগ—ইতিহাস ও ভ্রমন। ৯ ভাগ—ধর্মমূলক; ৮·৩ ভাগ—সাহিত্য; ৩ ভাগ—দর্শন। ০·৭ ভাগ—বিজ্ঞান, ২·৫ ভাগ—ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের গ্রন্থাগার বিষয়ক তথ্য

	গ্রন্থাগারের সংখ্যা					গ্রন্থের সংখ্যা (প্রতি হাজারকে একক ধরিয়া)				
	বৎসর	জাতীয়	বিশ্ববিদ্যালয়	বিদ্যালয়	বিশেষ	সাধারণ	জাতীয়	বিশ্ববিদ্যালয়	বিদ্যালয়	বিশেষ	সাধারণ
কাম্বোডিয়া	১৯৫৬	১	১	১১	০	১	২২	১	০২	১১	০
লাওস	১৯৫৬	—	—	৪	৪	৪	—	—	৫	১১	৪
নিউগিনি	১৯৫৮	—	—	৩২	১	৭	—	—	১৮	০	১২
ফিলিপাইন	১৯৫৮	১	—	—	—	২৭৬	৪০	—	—	—	৩১
সিংগাপুর	১৯১৬	১	০	—	৬	৫	১০	২২৪	—	—	—
থাইল্যান্ড	১৯৫৮	১	২	১৭২	৭২	১৭২	১৬০	২১	১৯৪	৩০১	১২০৪
ভিয়েতনাম (গণতান্ত্রিক)	১৯৫৮	১	১	—	১০	১০	৮৮	৭	—	৮৪	৬৪
ইন্দোনেশিয়া*	——	১	১	—	৭০	১৭২২০	৪০০	১৩	—	—	—

*Basic Facts and Figures : International Statistics Relating to Education, Culture and Mass Comunication Published by UNESCO, 1958.

সূত্র : Unesco Bulletin for Libraries, 1959, Vol.13.

ভিয়েতনাম

এক সময়ে ভিয়েতনাম তার দুইটি গ্রন্থাগার নিয়ে গর্ব করতে পারত যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ঐ দুইটি গ্রন্থাগারই সবচেয়ে ভাল। এই দুইটি গ্রন্থাগার যথাক্রমে ইকোল ফ্রাঁসেস দা এক্সিট্রিম ওরিয়েন্ট এবং হ্যানয়ের সাধারণ পাঠাগার। হ্যানয়ের সাধারণ পাঠাগারটি ১৯১৯ সালে স্থাপিত হয়। এক সময়ে ইহা লিয়ের লাম্কের লাইব্রেরী নামে পরিচিত ছিল। দেশ বিভাগের আগে এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা ১.৫৫,০০০ এবং পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২.৩০০ ছিল। বেশীর ভাগ গ্রন্থই ফরাসী ভাষায় লিখিত। ১৭,০০০ গ্রন্থ ভিয়েতনামের স্থানিয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থাগারের অর্ধেক পত্রপত্রিকাই ইন্দোনেশীয়া হইতে প্রকাশিত। ১৯১৭ সালে ডাইরেক্টরেট অব রেকর্ডস এবং লাইব্রেরীস স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান কাজ হইতেছে সায়গন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, এবং কাম্বোডিয়ার পেনেম লেন ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত গ্রন্থাগারের পরিচালনা করা। সায়গনের গ্রন্থাগারটি ১৯০২ সালে স্থাপিত হয়। ইহা হ্যানয় সাধারণ পাঠাগারের একটি শাখা।

হিউতে অনেকগুলি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। কালক্রমে ইহারা সাংস্কৃতিক বিভাগের গ্রন্থাগারের সাথে একত্রিত হইয়া যায়। এখানে নগুইন সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র আছে। যুদ্ধের সময় এই গ্রন্থাগারটির বিশেষ ক্ষতি হয়।

১৯৫৪ সালে কলম্বো চুক্তির পর সায়গনে অবস্থিত হ্যানয় সাধারণ গ্রন্থাগারের শাখা গ্রন্থাগারটি সর্বপ্রথম ভিয়েতনামিদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে পরিচিত হয়। পুস্তক সংখ্যা ৮৫,০০০। বেশীর ভাগ পুস্তকই ফরাসী ভাষায় লিখিত। ইহা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত। ২টি পাঠকক্ষ এবং একটি পুস্তক আদানপ্রদানের কক্ষ আছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার বাদে কিছু কিছু বড় গ্রন্থাগার আছে। অনেক সরকারী দপ্তরের সহিত একটি ছোট গ্রন্থাগার আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট দপ্তরের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রাখা হয়। যুব ও তথ্য বিভাগের সহিত একটি গ্রন্থাগার আছে, উহার পুস্তক ২১,০০০। পুস্তক আইন অনুযায়ী ইহার পুস্তক ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থাগারের মধ্যে ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পুস্তক সংখ্যা ১০,০০০ এবং পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৩০০। সমাজ বিজ্ঞান-এর উপর কিছু নথিপত্র আছে। এই গ্রন্থাগারটি ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয়। পাঠকগণ নিজেদের ইচ্ছামত পুস্তক বাছিয়া লইতে পারেন। ডিউইর দশমিক বর্গীকরণের নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থ বর্গীকৃত হয়। গ্রন্থাগারটির সাথে একটি রেফারেন্স বিভাগও আছে।

এর পরই নাম করিতে হয়—ইতিহাস গবেষণা পরিষদের গ্রন্থাগারটির। ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। এখানে চীন, ভিয়েতনাম এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক নথিপত্র সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থ সংখ্যা ১০,০০০।

হিউ-এর ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগার ইহার শাখা। আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই এখানে মাইক্রোফিলিম এবং অতি প্রয়োজনীয় নথীপত্রের সংরক্ষণের কাজ শুরু হইবে।

দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আছে। ইহারা যথাক্রমে সায়গন এবং হিউ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। সাইগন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং ঐ সমস্ত বিভিন্ন বিভাগের সহিত বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে। উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর অভাবে অনেক গ্রন্থই সূচিকরণ করা হয় নাই।

হিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থ সংখ্যা ১০,০০০। ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়।

ভিয়েতনামে কোন পাবলিক লাইব্রেরী নাই। অবশ্য ডানাতে একটি মিউনিসি-প্যাল পাবলিক লাইব্রেরী আছে। পুস্তক সংখ্যা ৭,০০০। সপুল্যার কালচারাল এ্যাসোসিয়েসন নামে একটি সংস্থা আছে। ইহার প্রধান কাজ বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক প্রচার। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সায়গন, হিউ এবং ডানাতে ৩টি গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। বেশীর ভাগ গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখার জন্য পাঠকগণের কোন উপকার হয় না। ইহা ছাড়া ইউসিস এবং মিশন কালচারাল ফ্রাঁসেস-এর দুইটি গ্রন্থাগার আছে। শেষোক্ত গ্রন্থাগারে ফরাসী ভাষায় লিখিত ২০০,০০ গ্রন্থ আছে।

শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা অতি অল্প। গত কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার জন্য দুইটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। একটি শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত। ১৯৫৭ সালে ইহার কাজ শুরু হইয়াছে। অন্যটি ন্যাশনাল ইনিষ্টিট্যুট কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ এবং শিক্ষিত কর্মীর অভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কাজ বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে ভিয়েতনাম লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসন গঠিত হয়। ইহা অল্পদিনের মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার পরিবর্তনে বহুলাংশে সফল হইয়াছে।

পরিষদ কথা

ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

দার্জিলিং জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীমতী তপতী রায়ের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন আগামী ১০ ও ১১ জুন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবরের জন্যে পরিষদের সহ-সচিব শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য

বিগত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও ভারত সরকার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য দু' হাজার টাকার সাহায্য দান করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্য ও উন্নতির মান বজায় রেখে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পত্রিকা প্রকাশনে প্রশংসার নিদর্শন স্বরূপ ও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই অর্থসাহায্য প্রদত্ত হয়েছে।

প্রবন্ধ নির্ঘণ্ট প্রকাশের আয়োজন

পরিষদের প্রকাশন সমিতি বিগত এক সভায় বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (Index) গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রতিমাসে প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রারম্ভে পঞ্চাশটি পত্রিকা এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে। বহু পত্রপত্রিকা পরিষদের এ কাজে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পত্রিকার আগামী বৈশাখ সংখ্যা থেকে নির্ঘণ্টটি প্রকাশিত হবে। পরিষদের চারজন কর্মী এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য রৌপ্যপদক দানের সিদ্ধান্ত

গ্রন্থাগার পত্রিকায় বর্তমান বৎসরে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখককে একটি রৌপ্যপদক দানের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বিচারক মণ্ডলীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায়, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বাংলা বিভাগের সম্পাদক শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদকও আছেন। এ ছাড়াও পত্রিকায় বিগত দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্যও একটি রৌপ্যপদক দানের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং একটি বিচারক মণ্ডলীও গঠন করা হয়েছে।

বার্তা-বিচিত্রা

পশ্চিমবঙ্গে মিউজিয়ম এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা

সারা পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন ধরণের বহু ছোটবড় মিউজিয়ম আছে। সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা, কর্মতৎপরতার সমন্বয়, নানাবিধ সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং মিউজিয়ম আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্যে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে বিভিন্ন মিউজিয়ম কর্মীদের এক সভায় একটি এসোসিয়েসন গঠিত হয়েছে বলে প্রকাশ। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ নবগঠিত ঐ এসোসিয়েসনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীরবীনচন্দ্র কর ও ডঃ বঙ্কিম চৌধুরী সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। অধ্যাপক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল যথাক্রমে কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। আশুতোষ মিউজিয়মে উক্ত এসোসিয়েসনের দপ্তর অবস্থিত।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (ইয়াসলিক) সম্মেলন

বিহারের ধানবাদ জেলার জিলিংগড়ায় কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (IASLIC) চতুর্থ সম্মেলন ও এক সেমিনার গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৩ই হতে ১৬ই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হুইটেকার এবং উদ্বোধন করেন ডঃ এম. এস. থাকার এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দেন ডঃ ভবুরী। সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহের কেন্দ্রীয়করণের সমস্যা, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারে একটি মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব কালিটিভেশন অব সায়েন্সের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশব ভট্টাচার্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী দুই বৎসরের জন্য ডঃ ত্রিগুণা সেন ও শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন।

উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্রাজেরীতে সর্বাত্মক আন্দোলন

জনসাধারণকে অধিকতর গ্রন্থাগারমনা ও গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে ব্রাজেরীতে এক অভিনব আন্দোলন সুরু হয়েছে। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব উইমেন, ব্রি, ইউ, সি এবং পেট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্ট অগ্‌নাইজেসনের সংযুক্ত উদ্যোগে এক কার্যসূচি গৃহীত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে গ্রন্থাগার গুলির সংগ্রহকে দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে ষাট লক্ষ পাউণ্ড তোলা হবে। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব গৃহ সংস্থানের চেষ্টা ঐ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। এতদুদ্দেশ্যে সারা দেশে গ্রন্থকারগণ সভা, সম্মেলন ও বৈঠকের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাবেন এবং গ্রন্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পঁয়ষট্টি সালের মধ্যে প্রতি পরিবার থেকে অন্তত একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রবৃত্ত করা এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সম্পাদকীয়

ভাষা প্রসঙ্গে

ঈসপের সেই বিখ্যাত গল্পে কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতায় কচ্ছপ খরগোশের আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছিল। গল্পের নীতিটি আর কোথাও না হোক ভাষার ক্ষেত্রে এখনে হয় প্রযোজ্য। ভাষার ব্যাপারে ইদানীং যে উৎসাহের বান ডেকেছে তাতে মনে হয় সাময়িক উচ্ছ্বাস প্রবণ লম্ফনীতির পরিবর্তে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

ভাষার প্রসঙ্গটা সম্প্রতি প্রথম ভেসে ওঠে গত ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের এক প্রস্তাবে। প্রস্তাবটি কাগজে যা' বেরিয়েছে তা'হোল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, পরীক্ষণ থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ মায় সমাবর্তনের বক্তৃতা, অভিজ্ঞানপত্র, পদক এবং সর্ববিধ নথিপত্র পর্যন্ত বাংলায় করা হোক।

প্রস্তাবটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক না থাকলেও বিষয়টি ইতিমধ্যে এক তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে; বিশেষ করে বিগত সমাবর্তন উৎসবে যখন উপাচার্য সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর বিপরীত মনোভাব প্রকাশ পায় এবং একাধিক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় সুনীতি চাটুজ্যে মহাশয়ের মতামত উপাচার্যের অনুকূলেই কিছুটা ব্যক্ত হওয়ায়। তারপর বেশমত তর্কের যে তরঙ্গ বয়ে যায় তার পক্ষাপক্ষে অংশ নেয় বিভিন্ন সংবাদপত্র। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মতাবলম্বীদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও এক সুদূরপ্রসারী জটিল বিষয়ের সঙ্গে যে সেটি জড়িত তা অস্বীকার করা মনকে চোখ ঠারার মত। তাই সমগ্র বিষয়টিকে ভাবাবেগ ও রুদ্ধমন দিয়ে বিচার না করে বাস্তব প্রেক্ষাপটে যুক্তিনিষ্ঠ চোখ দিয়ে দেখতে হবে। একপক্ষ কূপমন্ডুক এবং অপরপক্ষ দাস মনোভাবাপন্ন বলে যে উক্তি বিনিময় চলেছে তাও কাম্য নয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য আছে বিস্তর, যুক্তিও আছে প্রচুর, আবার বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য উভয় পক্ষেরই সমান। ভুল বোঝাবুঝি ও অনর্থক তর্কযুদ্ধ থামিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির মস্তিষ্কে ঐতেক্যে পৌঁছানো দরকার, সমন্বয় ঘটানো দরকার দু' দলের মতামতে।

শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব নূতন কিছু নয়। নূতন পাত্রে পুরাতন মদিরা। ভারতীয় রেনেসাঁসের যাঁরা গোড়াপত্তন করে গেছেন সেই বিদেশী মিশনারীরাও একথা উপলব্ধি করে এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে

যত্নবান হয়েছিলেন। পঠনপাঠন ও শিক্ষাদানের সুবিধার্থে তাঁরা নানাবিধ গ্রন্থের মধ্যে বাংলা প্রভৃতি ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৮২০ সালে বাংলায় প্রকাশিত শল্যচিকিৎসার কোষগ্রন্থ আজকের দিনেও আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। এক সময় মেডিক্যাল কলেজে বাংলায় পড়ানো হোত। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজন বহুকাল থেকেই অনুভূত হয়েছে। কিন্তু মূলত বিদেশী শাসনই তার প্রতিবন্ধক ছিল। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার মাধ্যম প্রবর্তনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে কিছুটা রূপ দেন শ্যামাপ্রসাদ। এজন্য একটি পরিভাষা কমিটিও গঠন করা হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। ১৯৪০ থেকে ক্রমে সর্ব বিষয়ে বাংলায় পড়া ও পরীক্ষার সুবিধা দেওয়া হয়। এখন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ছাড়া কোনও বিষয় এবং স্নাতক পর্যায়ে অনার্সের বিষয়গুলিতে উক্ত সুবিধা নেই। পূর্বোক্ত প্রস্তাবকের মতে শিক্ষার সর্বোচ্চস্তরে বাংলায় পড়াশুনার সুবিধা না থাকায় বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী সম্ভাবনার উন্মিলনে বঞ্চিত হচ্ছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে পরিভাষার অসুবিধা ও গ্রন্থের অভাব আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বাধা যে দুরতিক্রমনীয় নয় তা বেশ কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রশ্ন যে রাতারাতি কার্যকর হবে না সে কথা উপলব্ধির সঙ্গে অন্তবর্তীকালের সম্ভাব্য নানাবিধ জটিলতার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। পরীক্ষানিরিক্ষা ও গবেষণার জন্যে অর্থব্যয় ঘটবে প্রচুর। কাজেই প্রস্তাবটির রূপায়ণে চাই পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার ও পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত উদ্যম। ফলে মৌলিক রচনা ও অনুবাদের এক বিরাট ক্ষেত্র খুলে যাবে। তাতে ভাষার উন্নতির সঙ্গেই আনুষঙ্গিক বহু কিছুর বিকাশ ঘটবে। টাইপরাইটার, টেলিপ্রিন্টার থেকে সুরু করে টাইপ ফাউন্ড্রি, কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাইয়ের উন্নতি মায় বৈদেশিক মুদ্রা বায় সংকোচনের মধ্যে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হবে।

শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে অনেকের মনে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল রয়েছে সর্বভারতীয় ভাষার প্রশ্নে, যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা এখন হিন্দী, কার্যত ইংরেজী। ইংরেজী সম্পর্কে ভারতের সকল রাজ্যের মনোভাব এক নয়। কোথাও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যেমন গুজরাট, তামিলনাদ প্রভৃতি স্থানে, তেমনি কোথাওবা পূর্বোদ্যমে ইংরেজী হটাও আন্দোলন চলেছে যেমন উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে। এখন মাতৃভাষায় লেখাপড়ার রেওয়াজ চালু করলে ইংরেজী জ্ঞান হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে বর্তমান অবস্থায় চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে পেছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। পক্ষান্তরে ইংরেজীর স্থানচ্যুতি ঘটলে তার জায়গা হিন্দী দখল করে নিলে হিন্দীভাষীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ পেছু হটতে হতে পারে এ আশঙ্কাও অনেকের রয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে অনেকে জাপান প্রভৃতি দেশের নজীর দেখান।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে পশ্চিম বঙ্গ বহুভাষী একটি দেশের অংগরাজ্য। মাতৃভাষা ছাড়াও এমন আর একটি ভাষা আমাদের তাই জানার প্রয়োজন করে যেটা এ রাষ্ট্রের অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে বোধগম্য। এ প্রয়োজন দোভাষীর সাহায্যে মেটে না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাষার ব্যাপারে যথাশীঘ্র একটা পাকাপাকি ফয়সলা হওয়া দরকার। নইলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান যদি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় তাহলে সেটা শুধু এক রাজ্যেই নয় সমস্ত রাজ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা চাই। তবে নথিপত্র, ফর্ম, অভিজ্ঞান পত্র ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষায় না হওয়াই ভাল। সেখানে সর্বভারতীয় ভাষার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীর রিপোর্ট ইত্যাদি বাংলায় করেন নি।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনটা সুবিধার দৃষ্টিকোণে নিঃসন্দেহে যুক্তিসংগত। কিন্তু নথিপত্র, কার্যবিবরণ, হিসাবনিকাশ মাতৃভাষায় করার আগ্রহ কিছুটা উগ্র স্বাদেশিকতার পরিচায়ক। ট্রামে বাসে, দোকান ও অফিসের সাইনবোর্ড ও নেমপ্লেটে, রেলওয়ে ষ্টেশনে আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও সর্বজন বোধগম্য ভাষার ব্যবহার আবশ্যক। মিশ্র জমায়েত ও সম্মেলনে আঞ্চলিক ভাষায় বক্তৃতা দিলে সংগে সংগে ইংরেজীতে তর্জমা করা চাই।

বলা হয়ে থাকে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না থাকায় জনসাধারণ জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত। জনসাধারণের বারো আনাই তো নিরক্ষর। তাদের কাছে ইংরেজীতে কে জ্ঞান বিতরণ করে জানি না। তবে গিরিশিখরে যে বারিরাশি কঠিন তুষারে আবদ্ধ থাকে, নদীর গতিপথে সেই বারিই তরলায়িত হয়ে যেমন অধিত্যকাকে শস্য শ্যামল করে তোলে তেমনি উচ্চস্তরে জ্ঞানবিদ্যা অন্য ভাষায় আচ্ছাদিত থাকলেও নিম্নমার্গে সেটা সরল মাতৃভাষায় বিনা আয়াসেই রূপান্তরিত হতে পারে।

ভাষার প্রসংগ ভারতবর্ষে যেমনি জটিল তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বভারতীয় সমস্যার সংগে আঞ্চলিক সমস্যার সম্পর্ক নেই মনে করা ভুল। ভাষার ব্যাপারটাকে তাই ভাসা ভাসাভাবে না দেখাই ভাল।

'রৌদ্রধারা' শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক মনোভঙ্গীর ছায়াপাত ঘটেছে। বেশ একটি সৌন্দর্য-সচেতন অনুভূতিপরায়ণ অথচ একালীন সমাজ চেতনায় স্বাক্ষর কবির মনের পরিচয় রয়েছে কবিতাগুলির বিষয় নির্বাচনে ও ভাবের বিস্তারে। বাণী পরিচ্ছন্ন, শব্দের হাতও মন্দ নয়। সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ে তা হলো কবিতাগুলির আঙ্গিকে চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার ছাপ আদৌ নেই। অর্থের এই প্রাঞ্জলতা কাব্যব্যঞ্জনার অভাব সূচনা করেন, সূচনা করে লেখিকার অনুভূতিময় হৃদয়ের আন্তরিকতার যথার্থ কাব্যের স্বাদ আসে এই চরণগুলিতে.....''

অল ইণ্ডিয়া রেডিও, ২৫।২।৬১

সমালোচনা : শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

'রৌদ্রধারা'

(রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ)

প্রাপ্তিস্থান : **ন্যাশনাল বুক এজেন্সি—কলিকাতা**

ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়

মূল্য : দুই টাকা

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

"গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র ; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ আনা (৫০ নয়া পয়সা)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া পত্রিকা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার কার্যালয়ে ৩৩, হরিসন রোডে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল৪টা হইতে ৯টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। ফোন : ৩৪-৭৩৫৫

"গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, (Central Library, The University, Calcutta12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পাঠাগার ফাল্গুন ১৩৬৮ Regd. No. C-391
মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

॥ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯ ॥

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

শ্রদ্ধার্ঘ

7 MAY 1963

বিমল কুমার দত্তের

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

২·০০

"বই রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন, গ্রন্থাগার ছিল তাঁর চিত্তের বিশ্রাম; এই দুইকে অবলম্বন করে তাঁর কল্পনা অনেক সময় মুক্তি পেয়েছে। বিমলকুমারের লেখায় রবীন্দ্রনাথের বোধ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের এই দিকটা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও রচনাগুলোর উদ্ধারও করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা ভালো।"

—নীহার রঞ্জন রায়

॥ বিষয় সূচী ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—গ্রন্থাগারের স্বরূপ—প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের দায়—পুস্তক ব্যবহার সম্প্রসারণ—পুস্তক পাঠের সুফল—অত্যধিক পুস্তক পাঠের কুফল—পাঠক চরিত্রের বিভিন্ন রূপ—গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যধারা—ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ—পুঁথিপত্রের প্রতি শিশু ও কীটপতঙ্গের মনোভাব—গ্রন্থাগারদরদী রবীন্দ্রনাথ—গ্রন্থপঞ্জী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলিকাতা ১৪

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২০, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

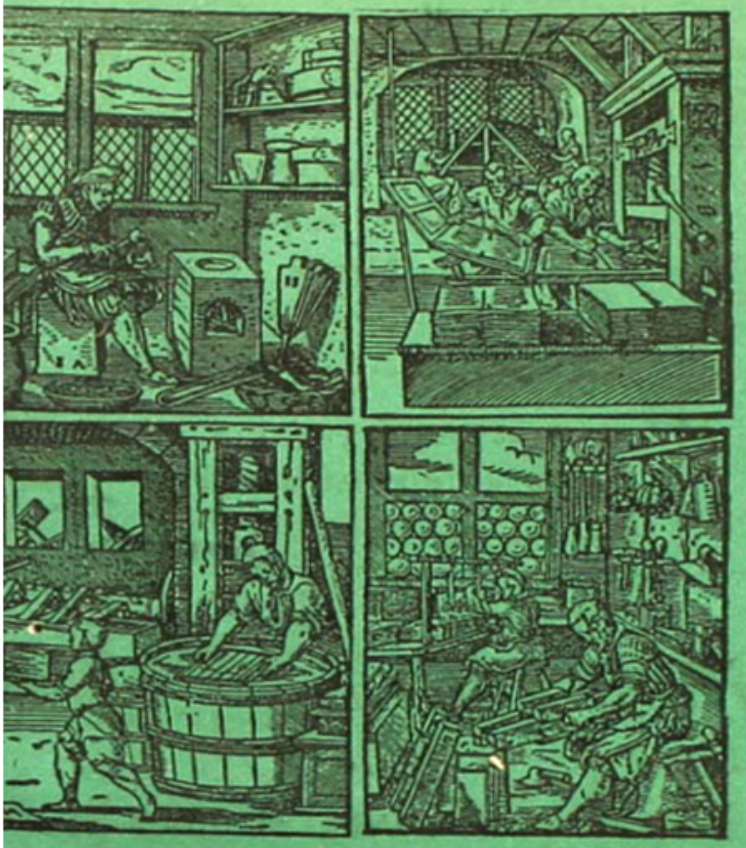

একাদশ বর্ষ ॥ দ্বাদশ স
চৈত্র ঃ ১৩৬৮

এ ই স ং খ্যা

গ্রন্থবিদ্যা : আদিত্য কুমার ওহদেদার। ব
কথা : প্রতিমা সেনগুপ্ত। বই-এর কথা : গৌরী
পাধ্যায়। বইকে চিনুন, বইকে জানুন : প
গুহ। সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ।

পরিষদ কথা ● গ্রন্থাগার সংবাদ ● স

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সাধারণ গ্রন্থাগারের বই

বিপ্লবী, সংগ্রামী ও সাংবাদিক

শ্রীবীরু সরকারের

শরৎ-সাহিত্যোত্তর দরদী উপন্যাস

তিন নারী এক আকাশ

॥ তিন টাকা ॥

দাঙ্গা ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পটভূমিকায় লিখিত প্রথম উপন্যাস

★

পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হ'বে যেন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নিগৃহীতা বেগম, ঝরণা গিরিবালাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন

সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ১০% কমিশন ও ভিঃ পিঃ ফ্রি

লোক-সাহিত্য সংসদ

সাপ্তাহিক বারাসাত বার্তার (১৯৫৩) প্রকাশনা বিভাগ বারাসাত

গ্রাম : বার্তা — ফোন : বারাসাত-৪

গ্রন্থাগারের

আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম

ও

আসবাবপত্রের জন্য

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা চৌদ্দ

ফোন : ২৪—৪৬৮৭

বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সদরুদ্দিন আইনী

সেকালের বুখারায়

বিখ্যাত তাজিক সাহিত্যিকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

"বইটি পড়তে পড়তে বিচিত্র জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে এমন এক বিচিত্র পরিবেশে গিয়ে পড়তে হয় যার সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ অজানিত অভাবিতকে জানার সীমার মধ্যে নিয়ে আসার যে এক প্রধান কর্ম অনুবাদ সাহিত্যের তার সাধনে একান্ত সার্থক হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থ।" —যুগান্তর

দাম : ৪·০০

লিওনিদ সলোভিয়েভ

বুখারার বীর কাহিনী

মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন লোককথার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত রোমান্টিক উপন্যাস, যার মধ্যে অতীত বুখারার আমীর-শাসনের নির্মমতা চিত্রিত হয়েছে।

'কাহিনী চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য। অনুবাদও হয়েছে চমৎকার। ভাষা সাবলীল এবং স্বচ্ছ।" —আনন্দবাজার

দাম : ৩·৫০

আলেকজান্দার কুপরিন

রত্ন বলয়

জীবনধর্মী আটটি রসঘন গল্পের সংকলন।

"অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে বাংলাভাষাকে যদি সমৃদ্ধতর করার উদ্দেশ্য থাকে কোনো লেখকের তবে তাঁকে অনুরোধ করি এ ধরনের সত্যিকারের সৎসাহিত্যই যেন তিনি বেছে নেন···।" —দেশ

দাম : ৫·৫০

মিখাইল শলোকভ

ধীর প্রবাহিনী ডন

১·০০

সাগরে মিলায় ডন

৬·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ

পারীর পতন

৮·০০

নবম তরঙ্গ

১ম খণ্ড : ৪.৫০ ২য় খণ্ড : ৬·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নোচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪

৫৫ বছর পরে

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত

যুগান্তকারী গ্রন্থ

THE SWAMI VIVEKANANDA—A Study

By MONOMOHAN GANGULY, B.E., M.R.A.S.

স্বামিজীর সাহচর্য্যধন্য সমসাময়িক লেখকের নির্ভীক আলোচনা

মূল্য—৩·০০

মন দেউলে দীপালোক

দরদী কথা-শিল্পী দক্ষিণারঞ্জন বসুর নবতম গল্পগ্রন্থ

মূল্য—৩·৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

উড়িষ্যার স্থাপত্য

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

★

একটি ফুলকে ঘিরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কন্‌টেম্‌পোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

৬৫, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

চৈত্র ১৩৬৮

গ্রন্থবিদ্যা ঃ গ্রন্থবীক্ষণ

আদিত্যকুমার ওহদেদার

ইতিপূর্বে গ্রন্থ সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে গ্রন্থ কী নিয়ে তৈরী—কী কী উপকরণ দিয়ে ও কীভাবে গ্রন্থ নিজের সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করে। এই জ্ঞানটা হল গ্রন্থের দেহ বা বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে।

এ পর্যন্ত আমরা গ্রন্থের বহিরঙ্গের সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করেছি। এবার গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় হবে আমাদের আলোচ্য বস্তু। কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থের যে পরিচয়, তাকেই বলব গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়। এই পরিচয় সেই গ্রন্থের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়কেই নিয়ে। গ্রন্থের অন্তরঙ্গ হল গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

স্থান কাল পাত্র ভেদে গ্রন্থ হয়ে ওঠে বিশেষ। পাত্র বলতে বুঝব বিষয়বস্তু ও রচয়িতা; গ্রন্থের শিরোনামও পাত্রের অঙ্গীভূত। স্থান বলতে বুঝব প্রকাশালয়। কাল বলতে প্রকাশের তারিখ। সুতরাং গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় মূলতঃ হল গ্রন্থের স্থান কাল পাত্রের পরিচয়।

যে বিশ্লেষাত্মক পরীক্ষার দ্বারা গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় অর্থাৎ গ্রন্থের স্থান কাল পাত্র নিরূপণ করা যায় তাকে নাম দিয়েছি গ্রন্থবীক্ষণ। ইংরেজিতে একেই বলে অ্যানালিটিক্যাল বা ক্রিটিক্যাল বিব্লিওগ্রাফি (Analytical or Critical Bibliography).

মনে হতে পারে গ্রন্থের স্থান কাল পাত্র নিরূপণ করার মধ্যে শক্ত ব্যাপার কী আর আছে! গ্রন্থের আখ্যাপত্র দিয়েই তো সব জানা যায়। তাতেই তো ছাপা থাকে কে গ্রন্থের রচয়িতা, গ্রন্থের শিরোনাম, কোথা থেকে ছাপা হয়েছে ও কবে ছাপা হয়েছে।

অবশ্য আখ্যাপত্র থাকলে ব্যাপারটা সত্যি সহজ হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে আখ্যাপত্র থাকবে এমন কোনো কথা নেই। আখ্যাপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সে ক্ষেত্রে গ্রন্থের স্থান কাল পাত্রের পরিচয় পেতে গেলে রীতিমত গবেষণা বা বীক্ষণ দরকার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্রীসুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২য় সং) ৯৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "নিধুবাবুর জীবৎ-কালেই তাঁহার গীতসংকলন বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বইটির নাম ছিল 'রসিক মনোরঞ্জন'।" এবং সেই পৃষ্ঠার পাদটীকায় জানিয়েছেন, "আমাদের পৈতৃক-সংগ্রহে একখানি বই আছে। কোনো নাম-পৃষ্ঠা নাই। কাগজ ও মুদ্রণরীতি হইতে মনে হয় যে ১৮২০-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। চামড়ার বাঁধাইয়ের পিছনে সোনার জলে নাম ছাপানো আছে 'রসীক মনরঞ্জন'।"

স্পষ্টই দেখছি এখানে বাঁধাইয়ের পেছনে ছাপানো লেখা বইটির নাম অনুমান করতে সাহায্য করেছে। এবং বইয়ের কাগজ ও মুদ্রণ রীতির পরীক্ষা করে অনুমান করা হয়েছে বইটির প্রকাশকাল।

১৫০০ খ্রীস্টাব্দের আগে যে-সব বই ছাপা হয়েছে তাদের বলা হয় ইনকিউনাবুলা (Incunabula) অর্থাৎ দোলনায়-দোলা বই। সোজা কথায়, ছাপাখানার শৈশব অবস্থার বই। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই আধুনিক প্রথামত বইতে আখ্যাপত্র ছাপার রীতির চল হয়, সুতরাং ইনকিউনাবুলার আখ্যাপত্র নেই। এই কারণেই ইনকিউ-বুলার ক্ষেত্রে গ্রন্থবীক্ষণ অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থবীক্ষণ মোটামুটিভাবে তিনটি প্রশ্ন সমাধান করে থাকে।

১। বীক্ষণীয় গ্রন্থে কী বা কী কী রচনা রয়েছে ? রচয়িতা কে ?

২। গ্রন্থটি কোন্ সংস্করণের ? অর্থাৎ, কবে ও কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ?

৩। বীক্ষণীয় গ্রন্থটি উক্ত সংস্করণেরই প্রকৃত একখানি কপি কিনা ?

যখন আখ্যাপত্র মুদ্রিত করার রীতি ছিল না, তখন প্রায় ক্ষেত্রেই গ্রন্থের শেষে গ্রন্থের নাম, মুদ্রণকাল ও স্থানের নাম ছাপা হত। এই বিবরণকে বলা হয় (Colophon) বা পুষ্পিকা।

বইয়ের আরম্ভ কোথা থেকে তাই জানাবার জন্যে Incipit কথাটি লিখে তার পরে লেখা হত বইয়ের নাম। Incipit কথার অর্থ হল It begins, অর্থাৎ 'এবার সুরু হল'। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে ইনকিউনাবুলাতে পাতার সংখ্যা ছাপা হত না। কিন্তু মুদ্রিত পৃষ্ঠার পরম্পরা জানানো হত প্রতি পৃষ্ঠার শেষে ডান দিকে পরবর্তী পৃষ্ঠার প্রথম দুটি কি একটি শব্দ মুদ্রিত করে।

অনেক সময় একাধিক রচনা একত্র গ্রথিত করা হয়। বিশেষ করে ছোট ছোট পুস্তিকা কয়েকটি একত্র গ্রথন করা হয়, যাতে তারা একটা প্রমাণ আকারের গ্রন্থের মতো দেখতে হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তিকা রাখবার এই ব্যবস্থা এককালে খুব প্রচলিত ছিল। একাধিক পুস্তিকা একত্র গ্রথিত থাকলে তাদের সনাক্ত করা কিছুই কঠিন নয়। তেমনি একাধিক লেখকের রচনা একটি গ্রন্থে মুদ্রিত হলেও রচনাগুলি সনাক্ত করা

অনায়াসে সম্ভব, যদি গ্রন্থের মধ্যে সেইসব রচনার আখ্যা পৃথক ভাবে থাকে। যদি তা না থাকে তবে কিন্তু রচনা সনাক্ত করা রীতিমতো কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে অতি সযত্ন ও সূক্ষ্ম বীক্ষণের দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

হাল আমলের বইতেও রচনা সনাক্ত করবার জন্যে পরীক্ষা দরকার। ১৯৫৪ সালে বিলেত থেকে সমারসেট মমের একটা বই বার হয় যার নাম Ten novels and their authors ; ১৯৫৫ সালে আমেরিকা থেকে বার হয় The art of fiction, এটিও মমের লেখা। শিরোনামায় মনে হবে এই দুইটি বই নিশ্চয়ই পৃথক, কিন্তু আসলে এ দুটি অবিকল এক বই। দ্বিতীয় বইটি প্রথম বইটির প্রথম প্রবন্ধের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

অনেক সময় একই বই বিভিন্ন সংস্করণে রীতিমত নূতন হয়ে ওঠে। ভাষার হের-ফের বা সংস্কার ছাড়াও রচনার নূতনত্ব দেখা দেয়। হয় রচনা বিশেষভাবে কলেবর বৃদ্ধি করে, কিংবা অন্য রচনা সন্নিবিষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করণে যা, দ্বিতীয় সংস্করণে তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু যুক্ত—তার সঙ্গে আছে 'ছবি ও গান' এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'। এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

উনিশ শতকে আমেরিকায় কপিরাইটের কোনো ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী ছিল না বলে বিলিতী বই যথেচ্ছা সেখানে ছাপা হত। এতে প্রায়ই একই সময়ে প্রকাশিত বইয়ের বিলিতী ও আমেরিকান সংস্করণে নানারূপ পাঠান্তর দেখা দিত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির বইগুলি এই ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অতি-খ্যাত উপন্যাস Return of the Native আমেরিকায় যখন প্রথম ছাপা হল, তখন তাতে একটা পাতাই বাদ পড়ল। কেন? কারণ, দেখা গেল সমস্ত বই ছাপতে একটা পাতা ফর্মার হিসেব ছাপিয়ে যায়। সুতরাং প্রকাশক বিনা দ্বিধায় এক পাতার মতো matter বই থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।

হার্ডির Mayor of Casterbridge উপন্যাসটি প্রথমে বিলেতের Graphic নামক কাগজে ধারাবাহিকভাবে বেরয়। এই কাগজ থেকেই গোটা উপন্যাস তাড়াতাড়ি ছেপে বেরুল আমেরিকায়। কিন্তু ওদিকে বিলেতে এ উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার সময় হার্ডি উপন্যাসের শেষটা বদলে দিলেন। ফলে একই সময়ে প্রকাশিত বইয়ের দুই বিভিন্ন পাঠ বজায় রইল, এবং এই অবস্থা ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত চলে। পরে দুটি আমেরিকান মহিলার আবেদনে হার্ডির বিলিতী সংস্করণের পাঠ বদলে আমেরিকান সংস্করণের অনুরূপ করে দেন, কারণ তিনি তাদের কথা স্বীকার করে নেন যে তাতেই উপন্যাসের শেষ বেশি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সেই থেকে ঐ উপন্যাসের পাঠ একই ভাবে আজও চলে আসছে।

॥ ২ ॥

ছাপা বইয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থবীক্ষণের কাজটা সব চেয়ে কঠিন হয় গ্রন্থের সন তারিখ, অর্থাৎ প্রকাশকাল নির্ণয় করা। আমরা আগেই বলেছি ছাপাখানার প্রথম অবস্থায়

মুদ্রিত পুস্তকে, অর্থাৎ ইন্‌কিউনাব্‌লায় প্রায়ই প্রকাশকাল ছাপা হত না। সুতরাং সেই সব বইয়ের প্রকাশকাল নির্ণয় করা রীতিমত গবেষণার কাজ। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত গ্রন্থবিদ্যাবিশারদ এস্‌ডেইল সাহেব (Esdaile) কয়েকটি পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন; সেগুলির উল্লেখ করা গেল :

(ক) বইয়ের প্রকাশকাল অনেক ক্ষেত্রে কোনো কাজনিরূপক সংকেত বা হেঁয়ালি বাক্য, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রোনোগ্রাম (Chronogram), তার সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যেমন—

gUstaVUs aDoLphUs gLorIose pUgnans MorItUs

এখানে বড় বড় হরফগুলি নির্দেশ করছে রোমান সংখ্যালিপি—হরফগুলি যে যে সংখ্যা সূচীত করছে তাদের একত্র যোগ করলেই একটা তারিখ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ

U = ৫
V = ৫
U = ৫
D = ৫০০
L = ৫০
U = ৫
L = ৫০
I = ১
U = ৫
M = ১০০০
I = ১
U = ৫

১৬৩২

তারিখটি হল Gustavus Adolphus-এর মৃত্যু বৎসর।

(খ) মুদ্রাকরের নাম দেওয়া থাকলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ মারফৎ গ্রন্থের প্রকাশকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তাঁর জন্মের পনের থেকে কুড়ি বছর পরে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছে ব'লে ধরা যেতে পারে; এবং তাঁর মৃত্যুর দু-এক বছর পরে মুদ্রিত পুস্তকেও তাঁর নাম থাকতে পারে। সুতরাং যদি কোনো মুদ্রাকরের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ হয় যথাক্রমে ১৪৬০ ও ১৫৩০ খৃস্টাব্দ, তাহলে তাঁর দ্বারা ছাপা বইয়ের প্রকাশকাল ১৪৭৫ থেকে ১৫৩২ সালের মধ্যে নিশ্চয়ই হবে—এমন সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে।

(গ) মুদ্রাকর কোন্ কার্যালয়ে কতদিন কাজ করেছেন তা জানতে পারলে প্রকাশকাল অনুমান করা যায়। যেমন, ইংলণ্ডের মুদ্রাকর উইন্‌কিন দ্য'ওর্ড

(Wynkyn de Worde) উইলিয়ম ক্যাক্সটনের কার্যালয় ত্যাগ করে 'সাইন্ অফ দি সান্' (Sign of the Sun) কার্যালয়ে যোগদান করেন ১৫০০ খৃষ্টাব্দের শেষে। সুতরাং 'সাইন্ অফ দি সান' থেকে উইনকিন দা ওর্ড কর্তৃক মুদ্রিত ব'লে যে বই ছাপা হয়েছে তার প্রকাশকাল যে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে এটা নিশ্চিতরূপেই অনুমেয়।

(ঘ) ছাপাখানার প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ শৈশবকালে, যিনি মুদ্রাকর তিনিই টাইপ প্রস্তুতকারক ছিলেন। আর তখন যে টাইপ তৈরি হত তা আধুনিক টাইপের মতো মজবুত হত না। সেজন্যে অনেকবার টাইপ প্রস্তুত করতে হত। যেমন, ক্যাক্সটন্ সতের বছরের মধ্যে আটবার টাইপ তৈরি করেন। এখন ক্যাক্সটনের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত যে সব বইয়ে প্রকাশকাল দেওয়া আছে সেগুলি কালানুক্রম-ভাবে সাজিয়ে তাদের ছাপাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে যে সব বইতে প্রকাশকাল দেওয়া নেই তাদের প্রকাশকাল মোটামুটিভাবে নির্দেশ করা যায়।

(ঙ) তখনকার মুদ্রাকরগণ প্রায়ই নিজের নাম ছাড়া কিম্বা নিজের নামের বদলে একটা বিশেষ কাঠখোদাই চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করতেন। এই চিত্র প্রতীক সর্বদা একই থাকত না, প্রায়ই বদলাতে হত ; কারণ, যে ব্লক দিয়ে ছাপা হত তা সহজেই নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং একটি চিত্র-প্রতীক সম্বলিত যে বইয়ে প্রকাশকাল দেওয়া আছে, সেই চিত্র-প্রতীক সম্বলিত অন্য যে বইতে প্রকাশকাল দেওয়া নেই, তার প্রকাশকাল পূর্বোক্ত বইয়েরই সমসাময়িক হবে—এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে।

(চ) বইতে ব্যবহৃত চিত্র বা অলঙ্করণ যে সব ব্লক মারফৎ ছাপা হত, সে সব ব্লক অতি ব্যবহারের ফলে কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হত ; আবার অনেক দিন ব্যবহারের ফলে তাতে ফাটল ধরত, কিম্বা পোকায় কাটত। সুতরাং একই ব্লক দ্বারা মুদ্রিত চিত্র বা অলঙ্করণ কোনো বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণে যদি থাকে, তাহলে তাদের প্রকাশকালের একটা কালানুক্রম পর্যায় পাওয়া যায়। যদি দেখা যায়, একটি বইয়ের চিত্রে ছাপার কোনো খুঁত নেই, কিন্তু সেই বইয়ের আর একটি কপিতে দেখা গেল সেই চিত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'চারটে সাদা গর্ত রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে প্রথমোক্ত বইটি শেষোক্ত বইয়ের পূর্ব সংস্করণ। শেষোক্ত বইয়ের অন্তর্গত ছবিটির সাদা গর্তগুলি সৃষ্টি করেছে ছবিটির কীটদষ্ট ব্লক।

(ছ) ছাপাখানার প্রথম অবস্থায় মুদ্রণ শিল্পের কোনো উন্নত উপায় উদ্ভাবিত হলে, তা পরিত্যাগ করা হত না। সে উদ্ভাবনা প্রচলিত হয়ে যেত। সুতরাং এই উদ্ভাবনা অনুসরণ করে তারই সূত্রে বইয়ের প্রকাশকাল নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, যদি দেখা যায় একই প্রেস থেকে ছাপা একটি বইয়ে আখ্যাপত্র আছে, কিম্বা justification আছে, কিন্তু আর একটি বইয়ে তা নেই, তাহলে বুঝতে হবে শেষোক্ত বই প্রথমোক্ত বইয়ের পূর্বে ছাপা হয়েছে। কারণ, বইয়ে আখ্যাপত্র সংযোজন করা, কিম্বা ছাপায় justification আনা—এসব হল মুদ্রণ শিল্পের উন্নততর উদ্ভাবনা।

(জ) ছাপাখানার পূর্বাবস্থায় সাধারণতঃ বইয়ের প্রথম সংস্করণ খুব সুদৃশ্য-ভাবে ছাপা হত—বইয়ের আকার ও টাইপের হরফ ও বড় করা হত। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করে বইয়ের সংস্করণের কালভেদ করা যায়।

(ক) বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপবার সময় বইয়ের মূল বক্তৃভাষণ (text) দিয়েই ছাপা শুরু করা হয়। পরে আখ্যাপত্র, ভূমিকা ইত্যাদি অংশগুলি ছাপা হয়। এই ছাপার জন্যে কাগজের নতুন ফর্মা ব্যবহার করা হয়, এবং একটা গোটা ফর্মা প্রায়ই লাগে না। পরবর্তী সংস্করণে, অথবা মুদ্রণে সাধারণত আখ্যাপত্র থেকেই ছাপা শুরু হয়। যে ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা এটা ধরা পড়বে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে বইটি পরবর্তী সংস্করণের।

(ঞ) অনেক সময় বইয়ে ব্যবহৃত কাগজের জলছাপ (water-mark) পরীক্ষা করে বইয়ের প্রকাশকাল অনুমান করা যায়। বিভিন্ন সময়ের কাগজে ব্যবহৃত জলছাপের ইতিবৃত্ত জানা থাকলে, একটি বিশিষ্ট জলছাপযুক্ত কাগজ কবে প্রচলিত ছিল তা নির্দিষ্ট করা যায়, এবং সেই কাগজ যে মোটামুটি সেই সময়েই ছাপার কাজে ব্যবহৃত হত, এটাও অনুমেয়।

(ট) কোনো বইয়ের মালিক যদি বইয়ের মধ্যে কিছু লিখে তারিখ দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত এটা জানা যাবে যে ও বই ঐ তারিখের আগে ছাপা ও বিক্রী হয়েছে। ঠিক এমন সূত্র ধরেই জানা সম্ভব হয়েছে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রথম যুগে ছাপা বিখ্যাত 42 line Bibleএর অনুমানিক প্রকাশকাল। প্যারিসের 'বিব্লিওথেক ন্যাশানেল' গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত এই বাইবেলের একটি কপির মধ্যে লেখা আছে যে হেনরিকাস ক্রিমার (Henricus Cremer) গ্রন্থটির বাঁধাই ও চিত্রণ সৌষ্ঠব (rubricating) সম্পন্ন করেছেন ২৪শে আগস্ট, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং জানা গেল যে ঐ বাইবেল ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দের আগে নিশ্চয় ছাপা ও বিক্রী হয়েছে। হাতে লেখা তারিখটি মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের দিকনির্ণয় করার কাজে একটি অপরিহার্য দীপবর্তিকা বলতে পারি।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগে মুদ্রণশিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তখন ছাপার কাজ ধীরে সুস্থে চলত, এবং একটা সংস্করণে মুদ্রণসংখ্যার পরিমাণ খুব কম থাকত। তার ফলে ছাপার কোনো ভুলের জন্যে সম্পূর্ণ পাতা আবার নতুন করে ছাপা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না, খরচের দিক থেকেও অনুভবযোগ্য ক্ষতি ছিল না। ছাপার ভুল সে রকম বুঝলে, লেখক বা প্রকাশকের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ পাতা বাদ দিয়ে নতুন শুদ্ধভাবে ছাপা পাতা জুড়ে দেওয়া হত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের কোনো একটি বই ছাপবার সময় আখ্যাপত্রে দেখা গেল 'উইলিয়ম স্কট' ছাপা হয়েছে। সুতরাং এই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে গোটা আখ্যাপত্র নতুন করে ছেপে পুরনো আখ্যাপত্র ছেঁটে ফেলে তার জায়গায় জুড়ে দেওয়া হল। আর একবার একটা বইতে এক পৃষ্ঠায় recondite-এর জায়গায়

reconditus, এবং আর এক পৃষ্ঠায় barrell-এর জায়গায় barell ছাপা হয় বলে, স্কট্ সাহেব সেই বইয়ের দুটি পাতাই আবার নতুন করে ছাপিয়ে নেন। বাতিল পাতার জায়গায় সেঁটে দেওয়া নতুন ছাপা পাতাকে বলা হয় cancellans, অথবা সংক্ষেপে cancel, এবং বাতিল পাতাকে বলা হয় cancellandum. বাংলা পরিভাষায় এদেরকে যথাক্রমে কর্তক ও কর্তিত পত্র বলতে পারি।

গ্রন্থ-বীক্ষণের কাজে cancel-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। cancel-এর গোলমালে অনেক ক্ষেত্রে একই সংস্করণের বইয়ের কপি পৃথক রূপ নিতে পারে। কোনো কপিতে হয়ত ভুলক্রমে cancellandum কাটা হয়নি কিন্তু cancel আঁটা হয়েছে, কোনো কপিতে cancel আঁটাই হয় নি, আবার কোনোটিতে হয়ত একটা cancel-এর জায়গায় অন্য cancel জোড়া হয়েছে। এই সব ত্রুটির জন্যেই উক্ত কপিগুলি একদিন বিশেষ মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে যখন ছাপাখানার চল হয়েছে, তখন বই ছাপাবার রীতি আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, মুদ্রণ সম্বন্ধীয় তথ্য সম্বলিত আখ্যাপত্র ছাপানো ব্যতিক্রমহীন নিয়ম রূপে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বইয়ের সন তারিখ নিয়ে কোনো বিরাট সমস্যা আমাদের দেশে নেই। অবশ্য বেশ কয়েক ক্ষেত্রে আখ্যাপত্রে বা বইয়ের অন্য কোথাও মুদ্রণকাল ছাপা নেই দেখা যায়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই সে সব মুদ্রণকাল নির্ণয় করা সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশকের কাছে সরাসরি অনুসন্ধান করলেই চলে।

গ্রন্থ বীক্ষণের কাজ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যাসঙ্কুল করেছে আমাদের দেশের পুঁথি। ভারতীয় বিদ্যার তিন ভাগেরও বেশি পুঁথির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। বহু পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। সুতরাং পুঁথির আবিষ্কার, তার পরীক্ষা ও কালনির্ণয় এবং তার বিধিসম্মত বিবরণের ওপর ভারতীয় গ্রন্থ-বীক্ষণের মর্যাদা নির্ভরশীল—একথা স্বীকার করতেই হবে।

পুঁথির একটা বড় সমস্যা হল প্রাচীনত্ব নির্ণয়। যাঁরা পুঁথি সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন তাঁদের প্রায়ই একটা প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয়। নতুন পুঁথিকে এসিড মিশানো জলে ভিজিয়ে ও মাটিতে কিছুদিন পুঁতে রেখে তাকে অতি প্রাচীন পুঁথি বলে চালাবার চেষ্টা চলে। এই ভেজাল ধরতে হলে পুঁথির কাগজ অথবা পত্র, তার লিপি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান থাকা উচিত।

পুঁথির রচনাকাল নির্ণয় করবার একটা সাধারণ উপায় হল পুঁথির অন্তর্গত কালনিরূপক সংকেত উদ্ধার করা। অনেক পুঁথিতেই এই সংকেত দেওয়া থাকে। তবে এই সংকেত উদ্ধার করার উপায়টাও সোজা। এ বিষয়ে বিধান বা সূত্র দেওয়া আছে—অঙ্কস্য বামাগতি। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথি কবে রচিত হয় তা জানবার উপায় হল এই শ্লোকটি—

শাকে সিন্ধুনিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোঽহ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

এখানে 'সিন্ধুনিবাণেন্দৌ' হল কালনিরূপক সংকেত। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কথাটি দাঁড়ায়—

সিন্ধু অগ্নি বাণ ইন্দু

শব্দগুলি যথাক্রমে যে যে সংখ্যা সূচিত করে তা হল এই—

৭ ৩ ৫ ১

যেহেতু সূত্রে বলছে, অঙ্কস্য বামাগতি, সুতরাং বাঁ দিক থেকে পড়তে হবে। অর্থাৎ, চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল হল ১৫৩৭। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কবিকঙ্কণ লিখেছেন,—

শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কব কত দিল গীত হরের বণিতা ॥

এখানে 'রস রস বেদ শশাঙ্ক' এই হল কালনিরূপক সংকেত। রস—৬, বেদ—৪ ও শশাঙ্ক—১, অতএব 'রস রস বেদ শশাঙ্ক' হল ৬ ৬ ৪ ১। সুতরাং কবিকঙ্কণচণ্ডীর রচনাকাল হল ১৪৬৬।

পুঁথির আর এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল পাঠভেদ। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত একই পুঁথির নকলে বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়। এক্ষেত্রে সমস্যা দাঁড়ায় এই যে কোন্ পাঠকে বলব আদি ও অকৃত্রিম পাঠ, অর্থাৎ মূল পাঠ যা পুঁথিকর্তার নিজের। বিভিন্ন পুঁথি পরীক্ষার দ্বারা মূল পাঠ বা মূলের কাছাকাছি পাঠ নির্দিষ্ট করা যায়। তবে এ কাজের জন্যে চাই অগাধ পাণ্ডিত্য। কারণ, এখানে গ্রন্থ-বীক্ষণ গ্রন্থের বহিরঙ্গ নিয়ে নয়, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে। সুতরাং সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে পাঠভেদ পরীক্ষা অসম্ভব।

পুঁথির পাঠভেদ হয় নানা কারণে। প্রথম কারণ, লিপি বিভ্রাট। হাতের লেখা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপ নেয়, তাছাড়া স্থান ভেদেও হাতের লেখার পার্থক্য দেখা দেয়। সুতরাং পুঁথি নকল করতে গিয়ে লিপিকার অনেক স্থানেই লেখা পড়তে পারতেন না, এবং সেক্ষেত্রে হয় শ্লোক বাদ দিতেন, নয় নিজের পাণ্ডিত্য ফলাতেন, অর্থাৎ নিজের বানানো কথা বসিয়ে দিতেন। যাঁরা সত্যই কিছু পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাঁরা আবার নিজের ইচ্ছা বা রুচি অনুযায়ী অনেক স্বরচিত শ্লোক মূল পুঁথির মধ্যে গুঁজে দিতেন। অনেক কথক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যেসব শ্লোক তৈরি করতেন সেগুলি মূল পুঁথির সঙ্গে এঁটে রাখতেন, লিপিকার পুঁথি নকল করার সময় সে-শ্লোকগুলিও মূলের সঙ্গে যোগ করে দিতেন। তাছাড়া, এদেশের জলবায়ুর দোষে পুঁথি সহজেই পোকায় কাটত, কিম্বা অনাদরে নষ্ট হত। লিপিকার সেই পোকায় কাটা ও নষ্ট অংশ পূরণ করতেন স্বরচিত শ্লোক দিয়ে। এই সব গুঁজে দেওয়া অংশকে বলা হয় প্রক্ষিপ্ত পাঠ। আমাদের পুরণো

পুঁথির প্রায় সবগুলিতেই একাধিক প্রক্ষিপ্ত অংশ বা পাঠ আছে। পুঁথি পরীক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ হল প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার ও নির্দিষ্টকরণ।

পুঁথির মধ্যে যত রকমের গুজে দেওয়া কথা ও অংশ আছে তাদের নির্দেশ ও বাতিল করাকে বলা হয় এমেন্ডেশন্ (Emendation) বাংলায় বলতে পারি শোধন। এইভাবে শোধন করে পুঁথির যে পাঠ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আদর্শ পাঠ। ইংরেজিতে বলে Recension. একাধিক আদর্শ পাঠ বা 'রিসেনশন্' মিলিয়ে ও পরীক্ষা-বিচার করে মূল রচনার পাঠ বা তার কাছাকাছি পাঠ স্থির করা হয়। এই পরীক্ষা-বিচার করাকেই বলে Textual Criticism ; বাংলায় 'পাঠ সংস্কার'।

কাগজের কথা

প্রতিমা সেনগুপ্ত

"মাঘাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।।"

ছয়মাস পর অধিকাংশ কথাই যে মন থেকে মুছে যায় এ একান্ত সত্য। তাই দেখি যে সভ্যতার আদিকাল হতে মানুষ তার জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক সম্পদকে কোন না কোন পন্থায় পরবর্তীদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। এই মনোবৃত্তি থেকেই মানুষ ঐ সকল জিনিসের স্থায়ী সাক্ষ্য লিখে বা উৎকীর্ণ করে রেখেছে। লিখবার উপাদান হিসাবেই কাগজের সৃষ্টি এবং এই হিসাবেই আজও কাগজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বহু জিনিসের মত কাগজের প্রথম আবির্ভাব ও তার পরবর্তী বিকাশের ইতিহাস কিছুটা তমসাচ্ছন্ন। রেশম ও পশমের তন্তু বা আঁশ (Fibre) থেকে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করবার কৌশল চীনবাসীগণ বহু পূর্বে আয়ত্ত করেছিল বলে মনে করা হয়। প্রাচ্যদেশ থেকে পরে এই শিল্প পাশ্চাত্য জগতে বিস্তার লাভ করে।

প্রথমেই একেবারে অংশুমান পদার্থের মণ্ড হতে কাগজ প্রস্তুত করার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে নীলনদের তীরবর্তী মিশর দেশে পেপিরস (Papyrus) নামক এক প্রকার জলজ ঘাস থেকে প্রস্তুত কাগজ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এ থেকেই ইংরাজী 'পেপার' (Paper) শব্দ উদ্ভূত। আধুনিক কাগজ প্রচলনের পূর্বে পুঁথিপত্র ইত্যাদি পেপিরাসে লেখা হত। পেপিরি ঘাসের ছাল ছাড়িয়ে সমানভাবে ছেঁচেকেটে নিয়ে পর্যায়ক্রমে আড়ভাবে ও লম্বাভাবে পেতে রাখা হত, পরে জল ছিটিয়ে চাপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে পেপিরাসের সীট বা পাতায় পরিণত হত। এক সময় পেপিরাসের বহু ব্যবহার ছিল এবং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরও এই কাগজ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আধুনিক ধারণায় কাগজ বলে যা পরিচিত চীনদেশই সে জিনিস তৈরীর কলাকৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেছিল। আনুমানিক ১০৫ খৃষ্টাব্দে Tsai Lung কাগজ তৈরীর নতুন উপায় আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসে তাঁকেই প্রথম কাগজ তৈরীর গৌরব দেওয়া হয়েছে। চীনাগণ মালবারি বা তুঁত গাছের তন্তু, ছিন্নবস্ত্রখণ্ড, মাছ ধরিবার জাল, বাঁশ, শন প্রভৃতিকে কাগজের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করত। প্রায় ৫০০ বৎসর পর্যন্ত এই তৈরীর কৌশল তারা নিজেদের মধ্যে গোপন করে রেখেছিল। ডাঃ Stein চীন, তুর্কিস্থান ভ্রমণের সময় যে কাগজ পান তাই বর্তমানকালের সর্বপ্রাচীন কাগজ হিসাবে পরিচিত।

চীন থেকে কোরিয়া ও জাপানে কাগজের প্রস্তুত প্রণালী বিস্তার লাভ করে। ৬১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কোরিয়া থেকে যায় জাপানে। জনৈক বৌদ্ধ ভ্রমন কোরিয়ায় কাগজ প্রস্তুত করবার কৌশল শিখে। জাপানে এই শিল্পের প্রচলন হয় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে। জাপানে কাগজ তৈরী হত মালবারি বা তুঁত গাছের তন্তু ও শন হতে, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড হতে নয়। এতেই জাপানী কাগজের বিশেষত্ব ও খ্যাতি।

ইউরোপে কাগজ প্রস্তুতির প্রসার ঘটে আরববাসীদের মাধ্যমে। তুর্কিস্থানের সাথে যুদ্ধে যে চীনারা বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু কাগজ তৈরীতে পারদর্শী ছিল। তাদের সাহায্যে ৭৫১ খৃঃ সমরখন্দে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ৭৯৩ খৃঃ প্রচলিত হয় বাগদাদ শহরে। তুর্কিস্থানে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্রখণ্ডের কাগজ প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিল।

চীনাদের মত মুরেরাও বহুদিন পর্যন্ত কাগজ তৈরীর কৌশল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মাধ্যমেই স্পেনের টলেডো শহরে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় (১১৫০ খৃঃ)। এটাই ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কাগজের কল। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে কাগজ তৈরী দক্ষিণ ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করে। এখানে এখনও বিখ্যাত কাগজের কল আছে। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে ইতালির ফেব্রিয়ানো শহরে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দক্ষিণ ইতালির কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্রসমূহ পরবর্তীকালে দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানীতে কাগজ রপ্তানী করত। ১৩২৪ খৃঃ থেকে জার্মানীতে রেশমের কাগজ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে পূর্বে এখানে কোন কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ১৪৯০ খৃঃ ইংলণ্ডে কাগজ তৈরী শুরু হয়। লণ্ডনের লর্ড মেয়রের জনটেট নামক পুত্র হার্টফোর্ড নামক স্থানে কাগজের কল স্থাপন করেন।

গ্রীক ইতিহাসে যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সাথে ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকদের কাগজ উৎপত্তি সম্বন্ধে মতের মিল হয় না। গ্রীক সেনাপতি নিয়ারকাস লিখে গেছেন যে সে সময় ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট মসৃণ, চিকন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এক প্রকার 'তুলা চাপড়ান' লেখা উপাদানের বহুল প্রচলন ছিল। এই 'তুলা চাপড়ান' সম্ভবতঃ তুলাট বা তুলট কিংবা তুলাট কাগজের অনুরূপ কিছু হতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে লিখবার কাগজের প্রচলন বহু পূর্বে ছিল। এক সময়

মালদহে এই কাগজ প্রচুর প্রস্তুত হত এবং দেশবিদেশে এর বেশ আদর ছিল। India proof কাগজ কোন সময় হয়ত ভারত থেকে চীনে রপ্তানী করা হয়েছিল বলেই এই নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভিন্ন ভারতীয় কাগজের ধারাবাহিক সামগ্রিক ইতিহাস পাওয়া যায় মুসলমান আমল থেকে। মুসলমান বিজয়ের মাধ্যমেই এ দেশে কাগজের প্রচলন হয়। কাশ্মীরে নৌশারা নামক স্থানে প্রথম কাগজ তৈরী হয় এবং এখান হতে শিয়ালকোট, লাহোর, দিল্লী, মুলতান, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। পরে বাংলা দেশে ও হায়দ্রাবাদে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। মুসলমান আমলে সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, আমীর ওমরাহের ব্যবহারের কাগজ এবং মোটা কাগজ—এই তিন প্রকার কাগজ প্রস্তুত হতো। কাশ্মীরে পুরানো দেশী এক প্রকার কাগজ দেখা যায়। এমন সুচিক্কন ও দৃঢ় কাগজ ভারতবর্ষে অল্পই আছে।

কাগজ তৈরীর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে কাগজের বিস্তারের সাথে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৪৪০ খৃঃ জন গুটেনবার্গ জার্মানীতে প্রথম ছাপার জন্য টাইপ (Type) বা পৃথক পৃথক বর্ণমালার অক্ষর তৈরী করেন। চীনারাও প্রায় ৫০০ বৎসর আগে ছাপার কৌশল আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু তারা যে পদ্ধতিতে এই কাজ করত তাতে পৃথক পৃথক অক্ষর ছাপা সম্ভব হত না। কাঠের ওপর অক্ষর বা ছবি কোদাই করে ছাপা হ'ত বলে এই সব বইকে বলাহত ব্লকবুক। এই অক্ষরগুলিকে পৃথক করার কোন উপায় ছিলনা। গুটেনবার্গের আবিষ্কারের ফলে একই অক্ষরকে প্রয়োজনমত সাজিয়ে পাতার পর পাতা ছাপা সম্ভব হল। ছাপার এই নতুন পদ্ধতি অভিদ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে এবং নতুন ও উন্নততর ছাপার যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে স্বাভাবিক কারণেই ছাপার জন্য কাগজের চাহিদাও বেড়ে যায়। পুরানো সহজ প্রথায় যে পরিমাণ কাগজ তৈরী হ'ত তাতে এই নতুন চাহিদা মিটত না। তাই এই নতুন চাহিদা মিটাতে নব আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে উন্নততর ও বেশী পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হতে লাগল। এই ভাবে দেখা যায় যে প্রকৃতিদত্ত উদ্ভিজ্জ বস্তুকে ছেঁটে কেটে যে অমসৃণ ও মোটা লেখা উপাদান ছিল বর্তমানকালে তাই সুন্দর ঝকঝকে, চিক্কন মসৃণ লেখা ও ছাপার কাগজে রূপান্তরিত হ'য়েছে।

একখণ্ড কাগজ ছিঁড়লে কাগজের ছেঁড়া ধারে চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে সেলুলোজ বা উদ্ভিজ্জ তন্তু (Fibre) বলাহয় এবং এই উদ্ভিজ্জ তন্তু বা আঁশাল পদার্থই কাগজের মূল উপাদান। আঁশাল পদার্থকে একবার জলে মেলান ও তাকে আবার শুকনো পাতায় পরিণত করা—এই হল কাগজ তৈরীর মূল প্রক্রিয়া। তাই এককথায় কাগজকে উদ্ভিজ্জ আঁশের জলময় জমাট পাতা বলাহয়।

সেলুলোজ পদার্থটি কাগজ তৈরীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যে উপাদানে এই সেলুলোজের পরিমাণ যত বেশী বর্তমান থাকে কাগজ তৈরীতে তা তত বেশী উপযোগী উপাদান রূপে বিবেচিত হয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে ছিন্ন

বস্ত্রখণ্ড সব থেকে উৎকৃষ্ট উপাদান। উপাদানে সেলুলোজের পরিমাণ, আঁশের দীর্ঘতা ও নমনীয়তা প্রভৃতির উপরই কাগজের গুণাগুণ নির্ভরশীল। তুলো ও রেশমে এই সকল গুণ আছে বলে এ'র থেকে তৈরী কাগজ মসৃণ ও মজবুত হয়। ওক, পাইন, স্প্রুস, ফার প্রভৃতি গাছের জীবকোষে বহুল পরিমাণ সেলুলোজ থাকে এবং এই কারণেই কাগজের উপাদান হিসাবে এ'দের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে।

কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি হয়েছে সে সবই হয়েছে যন্ত্রের ক্ষেত্রে এবং কাগজ তৈরীর মূলনীতি এখনও পর্যন্ত একই রয়েছে—আঁশাল উপাদানকে জলে মেশান ও আবার তাকে কাগজে জমান।

রেশম ও পশমের বস্ত্র খণ্ড হতে প্রস্তুত কাগজ উৎকৃষ্ট হলেও উপাদান স্বল্প হওয়ায় এই কাগজে সব প্রয়োজন মেটে না। তাই অন্যান্য সহজলভ্য উপাদানের অধিকতর প্রয়োগ হচ্ছে। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, এস্‌পারটো ঘাস, বাঁশ, খড়, পাট, শন, কাঠ প্রভৃতি আজকাল কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়।

এস্‌পারটো ঘাস উত্তর আফ্রিকায় ও কিছু পরিমাণে স্পেনে দেখা যায়। এই ঘাসের আঁশ লম্বা ও নমনীয় হওয়ায় কাগজ তৈরীতে অত্যন্ত উপযোগী উপাদানরূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘাসকে প্রথমে ধুলো ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে বেছে নিয়ে কস্টিক সোডা মিশিয়ে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় অসেলুলোজ পদার্থ গলে যায় এবং আঁশ যুক্ত সেলুলোজ পাওয়া যায়। এর থেকে মণ্ড প্রস্তুত করে কাগজ তৈরী করা হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাগজ কাঠের মণ্ড থেকে প্রস্তুত করা হয়। দুইটি প্রক্রিয়ায় কাঠের মণ্ড তৈরী হয়—একটি রাসায়নিক প্রয়োগে, অপরটি হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কাঠের টুকরোগুলিকে মেশিনে ফেলে পিষে মণ্ড প্রস্তুত হয়। প্রথম প্রক্রিয়াকে কেমিক্যাল ও দ্বিতীয়টিকে মেকানিক্যাল উড বলা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠের মণ্ডে অসেলুলোজ পদার্থ কিছু থাকে না, কিন্তু মেকানিক্যাল উডের ক্ষেত্রে নানা অসেলুলোজ আবর্জনা থেকে যায়। তাই এই মণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়। খবরের কাগজ, পিজবোর্ড, রেলের টিকিট প্রভৃতি এই কাগজ হতে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাগজে নির্ভেজাল সেলুলোজ মাত্র থাকে এবং এই কাগজ রেশম ও পশমের বস্ত্রখণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজের সমপর্যায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য হয়।

রেশম ও পশমের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে মণ্ড করতে হলে প্রথমে ধুলো, আবর্জনা হতে পরিষ্কার করে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে একটি পাত্রে রাখা হয়। কস্টিক সোডা মেশান গরম জলে এই টুকরোগুলিকে সিদ্ধ করে নিলে অসেলুলোজ পদার্থ গলে যায়। তখন শুধুমাত্র সেলুলোজ পদার্থযুক্ত আঁশকে ছেঁকে নিয়ে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কাগজের উপাদান যাই হোক না কেন তাকে প্রথমে মণ্ডে পরিণত করে নিতে হয়। মণ্ড প্রস্তুত করবার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপাদান হতে

অসেলুলোজ পদার্থ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নির্ভেজাল সেলুলোজ পদার্থ রাখা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের প্রণালী সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রায় এক। সকল ক্ষেত্রেই বস্তুসমূহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ধুলো ও অন্যান্য ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। পরে ঐ খণ্ড পদার্থকে কস্টিক সোডা ও অন্যান্য খার মেশান গরম জলে সিদ্ধ করা হয়। ফলে আঁশের মধ্যস্থিত সেলুলোজ ভিন্ন অন্য সব পদার্থ গলে যায় এবং জল ছেঁকে নিলে শুধুমাত্র সেলুলোজযুক্ত পদার্থ থেকে যায়। ইহার পর ক্রমপর্যায়ে ব্রেকার (Breaker) ও বীটার (Beater) যন্ত্রে ফেলে আঁশকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। এখান হতে মণ্ড যায় বীটারে। বীটারের মাঝে একটা চাকা অবিরত ঘুরতে থাকে। ফলে জলে মিশ্রিত কাগজের মণ্ড থিতিয়ে পড়তে পারেনা, জলের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ঘুরতে থাকে এই স্তরে অশোষক পদার্থ (Sizing) এবং চীনামাটি China clay মিশান (loading) হয়। লোডিংয়ের উদ্দেশ্য মণ্ডের আঁশের মধ্যস্থিত ফাঁকগুলি ভরাট করা; আর সাইজিংয়ের উদ্দেশ্য কাগজে কালি ধরে রাখার জন্যে কাগজকে মসৃণ করা। এইখানে বিরঞ্জন (Bleaching) করে মণ্ডকে রং হতে মুক্ত করে নেওয়া হয়। এই অবস্থায়ও যদি কিছু আবর্জনা থেকে যায় তাদের আবার একবার ছেঁকে নেওয়া হয় এবং মণ্ডের কাগজে রূপান্তরের পূর্বে ইহাই সর্বশেষ অধ্যায়।

কাগজ প্রস্তুতের যন্ত্র বেশ বড় এবং যন্ত্রটি স্থাপনের জন্য প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন। কাগজ তৈরীর পূর্বে মণ্ড স্টাফ চেস্টে (Stuff chest) বা স্টাফ ট্যাংকে (Stuff tank) জমা হয়। এখানে একসাথে আধটন পরিমাণ জিনিস মজুদ করা যায়। পরে এখান থেকে মণ্ড যায় ফিড (feed) বক্সে। এখানে শতকরা ১ ভাগ পদার্থের সাথে ৯৯ ভাগ জল মিশিয়ে মণ্ডকে তরল করে নেওয়া হয় ও এই তরল পদার্থকে মেশিনের জালের ওপরে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারের বুনন এবং মোল্ড (mould) বা ছাঁচ নামে পরিচিত। যন্ত্রটি সব সময়ে সম্মুখের দিকে ঘুরিতে থাকে। মণ্ড পড়বার সাথে সাথে জালের মধ্য দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যায়। মণ্ড পড়ে স্রোতের মত এবং এই স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছামত কাগজের গুরুত্ব ও ওজন ঠিক করা যায়। মোল্ডে সম্মুখ গতির সাথে আবার পার্শ্বদিক থেকেও নাড়া দিয়ে মণ্ডের আঁশকে একত্রিত করে নেওয়া হয়। এই ভিজে কাগজের পাতা জাল পরিত্যাগের আগে সাক্সন বক্সের ওপর দিয়ে যায় এবং এর ফলে কাগজে তখনও যে অবলিপ্ট জল থাকে তার অধিকাংশ শুকিয়ে যায়। এর পর কাগজের পাত ডান্ডিরোল অতিক্রম করে। এই যন্ত্রটি চাপ দিয়ে কাগজকে মসৃণ করে এবং এইখানে ওয়াটার মার্ক (Water mark) বা জল ছাপ দেওয়া হয়। চাপ দেবার রোলারগুলি এমনভাবে ঘোরে যাতে কাঁচা কাগজ বেশী আঘাত না পায় এবং রবারের দ্বারা আবৃত হয়ে রোলার থেকে কাগজ বেরিয়ে আসে। এরপর বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত শুকোবার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কাগজ যায় এবং এর সংস্পর্শে কাগজের জল শুকিয়ে যায়। পরবর্তী যন্ত্রটি

হচ্ছে ক্যালেন্ডার (Calender) রোল। এটিকে অতিক্রম করবার সময় কাগজ খুব বেশী চাপ পায়। ফলে কাগজ ককককে ও মসৃণ হয়ে ওঠে।

কাগজ তৈরীর যন্ত্র প্রায় দেড়শ বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। জনৈক ফরাসীবাসী এর আবিষ্কর্তা। পরে এই যন্ত্রের বহু উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং বর্তমানে এই যন্ত্রের একদিকে মণ্ড ঢেলে দিলে অন্য প্রান্তে পরিপাটি কাগজ পাওয়া যায়। এই হ'ল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজ প্রস্তুত করবার সাধারণ প্রক্রিয়া।

যন্ত্র আবিষ্কার এবং এর বহুল প্রচলন কাগজ আবিষ্কারের বহু পরে হয়েছিল। সুতরাং দেখা যায় যে বহুদিন পর্যন্ত কাগজ তৈরীর পুরাণো প্রথাই অনুসৃত হত। এই পদ্ধতিতে মানুষের শ্রমে তার হাতেই কাগজ প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়াই সমাধা হয়। মণ্ড প্রস্তুত করবার প্রাথমিক পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই এক। যন্ত্রের ক্ষেত্রে মোল্ডের ওপর প্রবাহিত করার জন্য জল মিশিয়ে তরল করে নেওয়া হয়। হাতে প্রস্তুত কাগজের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করবার পাত্র (Vat) থেকে মোল্ডের ওপর মণ্ড তুলে নেওয়া হয়। এখানেও মোল্ডটি চালুনির মত ঘন বুনন তারের জালা। মোল্ডের চারদিকে একটি চলনশীল কাঠের কাঠাম লাগান থাকে। মণ্ড যাতে মোল্ডের পাস ছাপিয়ে না পড়ে যায় তার জন্যই এই কাঠামটি ব্যবহার করা হয়। কাগজ প্রস্তুতকারককে ভ্যাটম্যান (Vatman) বলা হয়। ভ্যাটম্যান পাত্র থেকে একখানা কাগজ প্রস্তুত করবার মত পরিমাণ মণ্ড তুলে নেয় এবং চারদিকে বেশ ভালভাবে নেড়েচেড়ে মণ্ডকে জালের ওপর সমানভাবে বিছিয়ে দেয়। জালের ফাঁক দিয়ে জল বের হয়ে গেলে মণ্ডটি জালের ওপর থিতিয়ে জমাট বাঁধা একখানা পাতে পরিণত হয়। হাতে প্রস্তুত কাগজের ক্ষেত্রে ভ্যাটম্যানের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা থাকা প্রয়োজন। কারণ তার দক্ষতার ওপরেই কাগজের পারিপাটা নির্ভর করে। এই গুরুত্ব ঠিক করবার অন্য কোন সহজ উপায় তার কাছে থাকে না। মণ্ড জালের ওপর থিতিয়ে জমাট বেঁধে গেলে মোল্ড থেকে সচল কাঠামটি খুলে কাগজ সমেত মোল্ড খানাকে একখানা বনাতের ওপর উল্টে দেওয়া হয় এবং জমাট মণ্ডের ওপর আর একখানা বনাত ঢাকা দেওয়া হয়। এইভাবে ছয় সাতখানি বনাত সমেত কাগজ চাপ দেবার যন্ত্রে ফেলে চাপা দিয়ে নেওয়া হয়। এতে মণ্ডের আর্দ্রতা অনেক কমে যায় এবং পরে আবার বালামচির ওপর শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় কাগজ শোষণীয় থাকে। তাই জিলাটিন সলুশান (Gelatine solution) ডুবিয়ে অশোষণী (sizing) করে নেওয়া হয়। আবার আর একবার বালামচির ওপর শুকিয়ে নিয়ে পালিশ করা হয় এবং কাগজকে বিভিন্ন মাপে কাটা হয়।

বইয়ের কথা

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ উৎপাদনের ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রের নিকটেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বিশেষ করে গ্রন্থ ব্যবসায়ী ও গ্রন্থাগার কর্মীর নিকট গ্রন্থ উৎপাদন ইতিহাসের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এরা উভয়েই গ্রন্থকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থ উৎপাদনের আদি ও ইতিহাস অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। একথা আমরা সবাই জানি যে আজকের সভ্যতা মুদ্রিত সাহিত্যের ওপর মূলতঃ নির্ভরশীল। ছাপার কৌশল আবিষ্কার হওয়ার আগে গান, ছড়া ও কাহিনী মুখে মুখে বংশানুক্রমে প্রচারিত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু মাটীর ফলকে, পাথরের গায়ে, পার্চমেণ্ট প্যাপীরাসের ওপর অক্ষরের প্রথম আবিষ্কারের সাথে সাথে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার অধিকতর লোকের নিকট উন্মুক্ত হয়। অক্ষরের আবির্ভাবের সাথে সাথেই শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ সর্বজনের নিকট সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। গ্রন্থ তখন মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী ছিল—সর্বসাধারণ তার নাগাল পেত না। স্বাভাবিক কারণেই সর্বজনের জন্য গ্রন্থের উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রসার তখন সম্ভব হয়নি। মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লেখা সম্বলিত শিলালিপি বা অ্যাসিরিয়ানদের ক্লে টেবলেট তখনও সাধারণ লোকের আওতার বাইরে। কতিপয় সৌভাগ্যবান যাঁরা ধর্মস্থানে, গুহাভ্যন্তরে, পাথরের ওপর লিখিত এই অমূল্য সম্পদ অনুধাবনের অধিকারী হতেন তাঁরাই সেযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রবক্তা ছিলেন। এইসব শিলাফলকই আধুনিক চিত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থের পুরোগামী।

আধুনিক গ্রন্থের ন্যায় শিলাফলক দোকানে বিক্রি হত না কিন্তু প্রথম লিখিত দলিলরূপে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষিত হত। এই সংগ্রহকেই বলা হত লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার। আমরা জানি গ্রীক শব্দ "Biblio" এবং ল্যাটিন শব্দ "Liber"—এর বুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল গাছের ছাল। ইতিহাসের নজীর থেকে জানা যায় যে গাছের ছাল ও পাতা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ও প্রাচ্যদেশে লিখন সামগ্রীরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। এও আমরা জানি খৃষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে জলজ প্যাপীরাস গাছ থেকে মিশরে লিখন সামগ্রী তৈরী হত। কিন্তু এই প্যাপীরাস উৎপাদনের ওপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের একচেটিয়া অধিকার ছিল। প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন ধরণের লিখন সামগ্রীর মধ্যে প্যাপীরাসই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্দিষ্ট আয়তনের এই প্যাপীরাসের পাত (খণ্ড) গ্রীস, রোম ও অন্যান্য দেশে বহুল পরিমাণে

রপ্তানী হত। এমন কি একাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ এই প্যাপীরাসে লেখা হত। কিন্তু প্যাপীরাসের জন্মস্থান মিশরে প্যাপীরাসের ব্যবহার লোপ পেল আরবদের মিশরে আসার সাথে সাথে। শুরু হল কাগজের ব্যবহার।

কিন্তু এই কাগজের ব্যবহার শুরু হবার আগেই আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আর একটি লিখন সামগ্রীর ব্যবহার ক্রমশঃ দেখা দিল—পার্চমেন্ট। এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন সহরে ছাগল, ভেড়া, গো-শাবক প্রভৃতি পশুর চামড়া থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত এই পার্চমেন্টের ব্যবহার ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্যাপীরাস ও পার্চমেন্টে লেখা এইসব গ্রন্থ গুটিয়ে বা রোল করে রাখা হত। এইসব আকৃতির গ্রন্থকে বলা হত "স্ক্রোল" (Scroll)। এছাড়া প্যাপীরাস ও পার্চমেন্টের ওপর লেখা এইসব পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের আকারেও রাখা হত। এই ধরণের আকৃতির পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থকে বলা হত কোডেক্স (Codex)। কোডেক্স বা স্ক্রোল উভয়কেই সমান্তরালভাবে আলমারীতে বা র‍্যাকে রাখা হত। স্ক্রোল বা কোডেক্সের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থটির নাম "লেবেল" দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হত। কখনও কখনও এইসব স্ক্রোলকে যত্ন সহকারে রাখার জন্যে মাটি, পাথর বা কাঠের তৈরী (হাঁড়ি বা) পাত্রে রাখা হত।

আধুনিক গ্রন্থ উৎপাদনের কথা বিচারের পূর্বে আমাদের জেনে রাখতে হবে আধুনিক গ্রন্থের প্রধান সামগ্রী কাগজ উৎপাদনের কথা। কাগজ আবিষ্কারের ফলে Parchmentএর ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পেল। যদিও 'পেপার" কথাটির সাথে প্যাপীরাস কথার অনেক মিল আছে, কিন্তু কাগজ বা পেপার সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। কাগজ আবিষ্কার হয় চীন দেশে। যতদূর জানা যায় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী ত চীনা সিল্ক রিবন থেকে তৈরী এক ধরণের লেখা সামগ্রীর ওপর কালির সাহায্যে লেখা হত। চীন দেশের জনৈক সাই লুন (Tsai Lun) মালবারী বৃক্ষের ছাল হতে গৃহীত উদ্ভিজ্জ তন্তু বা আঁশ পুরানো কাপড়, অন্যান্য জিনিষের সাথে মিশিয়ে তন্তু বা আঁশ সমন্বিত কাগজের মণ্ড (Pulp) তৈরী করেন। কাগজ তৈরীর পর্যায়ে মণ্ড থেকে জল সরিয়ে ঘন মণ্ড তৈরী করা হয় এবং নানা পদ্ধতিতে চাপ দিয়ে ও শুকিয়ে কাগজের সীট তৈরী হয়। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমানের এই যান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত কাগজ তৈরীর নীতি ও প্রক্রিয়া মোটামুটি একই রয়েছে। কাগজের আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা চীনা যুদ্ধ বন্দীদের নিকট হতে এই কৌশল আয়ত্ত করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় সমরখণ্ডে। এই স্থানটি দীর্ঘদিন যাবৎ কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকাল বাগদাদ ও ফেজে কাগজের কল স্থাপিত হয় এবং ইটালী ও স্পেনের মাধ্যমে কাগজ তৈরীর কৌশল ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

সভ্যতার অনেক গর্বের বস্তুর ন্যায় ক্রীতদাস বা যুদ্ধবন্দীরা প্যাপীরাস বা পার্চমেন্টের বই (স্ক্রোল বা কোডেক্স) তৈরী করতেন। শুধু প্যাপীরাস সীট বা

পার্চমেন্টের চামড়া তৈরীই তাঁদের কাজ ছিলনা। এমন কি লেখার কাজও তাঁদের ক'রতে হত। যদিও গ্রীসের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্যাপীরাস বা পার্চমেন্টের ওপর লেখার কৌশল জানতেন; সাধারণতঃ তাঁরা চিঠিপত্র লেখা, বিজ্ঞপ্তি লেখা বা টাকা পয়সা আদায়ের রসিদ লিখতেন। তারা বেশী লিখতেন না, কারণ বই লেখার কাজ "স্বাধীন মানুষের" যোগ্য নয়—ক্রীতদাসের কাজ।

এই কথা সহজেই বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে গ্রন্থ লেখা, তৈরী করা ও পড়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। সুতরাং সাধারণ লোকের জন্যে বই বিক্রির ব্যবসা তখনও ঠিক গড়ে ওঠে নি। অবশ্য লেখার সামগ্রী, অর্থাৎ, প্যাপীরাস, পার্চমেন্ট এবং কাগজ তৈরী ও বিক্রিকে কেন্দ্র করে বেশ ভাল ব্যবসাই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সংগ্রাহক ছিল গ্রন্থাগার। অনুসন্ধানে জানা যায় আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে বিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫,০০,০০০ গুটানো গ্রন্থ বা স্ক্রোল (Scroll) ছিল। এই গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও ছিল যার মধ্যে অনেকগুলিই হল এথেন্স থেকে সংগৃহীত গ্রীক ক্লাসিক। এই বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ২৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজেন্দ্রিয়া সহরের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।

এশিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতি বিশ্ব সংস্কৃতির সম্পদ। বাইবেল, কোরান, আভেস্তা ও বেদের জন্মভূমি এশিয়া। সে যুগের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেরই ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনো ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিত্র সম্বলিত সুসজ্জিত এবং সুগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব বুঝতেন এবং সম্ভব হলেই ঐ সব সংগ্রহ করতেন। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক গ্রন্থাগারে মুসলমানদের শিল্পকলা সম্বলিত বাঁধানো গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর আরবরা প্রাচ্যের এই সম্পদ স্পেন, সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রন্থ উৎপাদনে ও ব্যবসায় প্রথম আমূল পরিবর্তন আসে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আধুনিক ছাপার কৌশল আবিষ্কারের সাথে সাথে। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার ক'রবেন বিভিন্ন অক্ষর বা টাইপ থেকে ছাপার কৌশল আবিষ্কারের সাথে সাথে আধুনিক যুগ সুরু হয়ে যায়। পাণ্ডুলিপির স্তর হতে আমরা প্রথমে কাঠে খোদাই করা বর্ণমালা বা ছবির ব্লক হতে ছাপারস্তরে প্রবেশ করি। যদিও নিঃসন্দেহে এটা একটা অগ্রগতি তবুও কাঠের ব্লক থেকে ছাপার নানা অসুবিধে ছিল। সুতরাং বিভিন্ন অক্ষর হতে ছাপার উপযোগিতা উপলব্ধি করে গুটেনবার্গ ও অন্যান্য পূর্বগামীরা সর্বপ্রথম ধাতুর তৈরী বিভিন্ন অক্ষর বা টাইপ আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার অতিদ্রুত গ্রন্থ উৎপাদন ও ব্যবসাকে প্রভাবিত করল। শিলাফলক থেকে কাগজ, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে আধুনিক ধাতুর তৈরী টাইপে মুদ্রণ এ সবই মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিফলন। অবশ্য একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে হাতে লেখা এই পাণ্ডুলিপিগুলির শিল্পের দিক থেকে উৎকর্ষতা

আধুনিক ছাপানো গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যন্ত্র অন্য সমস্যার সমাধান করেছে—অল্প সময়ে, সস্তায় নির্দিষ্ট মানের ব্যাপক উৎপাদনে। আধুনিক ছাপার কৌশল আবিষ্কারের প্রথম যুগে (১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) যে সব গ্রন্থ ছাপা হত তাকে বলা হয় ইনকুনাবুলা (Incunabula)। এই যুগে ছাপাখানার কর্মীরা উৎপাদিত গ্রন্থের অংগসজ্জা ইত্যাদি পাণ্ডুলিপির মত রাখতে চেষ্টা করতেন এবং এই ছাপা পার্চমেন্টের ওপর হত। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রথম যুগে সাধারণতঃ গড়ে প্রায় ২০০ কপি করে ছাপা হত এবং পাণ্ডুলিপির দরে বিক্রি হত। মধ্যযুগে পাণ্ডুলিপিলেখার কাজ প্রধানত পুরোহিত এবং সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। তাই তাঁরা এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাপার কৌশলকে ভাল চোখে দেখলেন না। একে আখ্যা দিলেন "শয়তানের শিল্প" বা কালা শিল্প (Black art) এবং নানারকমের বিধিনিষেধ এর ওপর আরোপ করলেন। তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের বিরোধীতার জন্য ছাপাখানাকে প্রথম পর্যায়ে নানা রকমের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিক কারণেই গ্রন্থের উৎপাদনও কিছুটা সীমিত ছিল।

যে সামাজিক চাহিদার ফলে গ্রন্থের উৎপাদন পাণ্ডুলিপির স্তর থেকে ছাপার স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই সামাজিক চাপ ও চাহিদাই এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের বাধাবিপত্তিকে পরাস্ত করে দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে গেল। এই অগ্রগতিতে প্রধান প্রেরণা দিল ইউরোপের নব জাগরণ (Renaissance) আন্দোলন। বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক, প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা, প্রাচীন ধ্যানধারণা পাল্টে দেওয়ার মত নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং শিক্ষার দ্রুত প্রসার এই সব কিছুই গ্রন্থের উৎপাদন, ও বিতরণের কৌশল ও পদ্ধতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। গ্রন্থ উৎপাদনের প্রথম স্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, গ্রন্থকার, মুদ্রক, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা একই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় আর এর সাথেই দেখা দিল বিভাগীয় পারদর্শিতা। প্রথম স্তরে জ্ঞানের পিপাসার সংগে সংগে গ্রন্থ উৎপাদনের ইতিহাসকে আর একটি কারণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই কারণটি হল গ্রন্থের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের সংগে সংগে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ সংগ্রাহক দেখা দিল—ব্যক্তিগত সংগ্রাহক, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রধানত পাঠ ও গবেষণার জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু এদের সাথে সাথে রাজা, মহারাজা, সম্রাটপতি ও অন্যান্য ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে তখন গ্রন্থ সংগ্রহ অনেক পরিমাণে গর্ব, অহংকার বা ফ্যাশনরূপে দেখা দেয়। কার কত মূল্যবান গ্রন্থের বা প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের সংগ্রহ আছে তারই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। গ্রন্থপাঠ হক বা না হক, দাম দিতে সক্ষম হ'ক না হ'ক, গ্রন্থ বার করে এনে ফেরৎ দিক বা না দিক, গ্রন্থ সংগ্রহ করাই ছিল

এদের নেশা। গ্রন্থের সব কিছুকেই এঁরা ভালবাসতেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ছাপা, বাঁধাই, ছবি, অঙ্গসজ্জা—সব কিছুই। গ্রন্থের নেশা কিরূপ উদ্‌গ্র হতে পারে তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৪০ সালে জার্মানীতে নরহত্যা ও ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত এক আসামীর বিচার হতে। আসামী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং প্রাণদণ্ড হ'ল। পরে অনুসন্ধানে দেখা গেল ঐ আসামী বিভিন্ন অপরাধ দ্বারা সংগৃহীত অর্থে প্রায় ৩০,০০০ গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংগ্রহ রেখে গেছেন। এই কথাগুলি বলা হ'ল এই জন্যে কারণ এই সব (উন্মাদ) লোক গ্রন্থ উৎপাদনের প্রথম স্তরে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

গ্রন্থ-ব্যবসায় আজ একটি স্বাধীন, সুস্থ অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসারূপে দেখা দিয়েছে। পুস্তক বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার ন্যায় নয়। একটি গ্রন্থ যখন সে ক্রেতার হাতে তুলে দেয় তখন কাপড় বা চামড়াতে নিখুঁতভাবে বাঁধানো প্যাপীরাস বা পার্চমেণ্ট বা কাগজের মুদ্রিত বা লিখিত সামগ্রীই হাতে তুলে দেয় না অধিকন্তু গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চিন্তার জগৎ কেও ক্রেতার সামনে হাজির করে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণা, সাহিত্যিকের সৃষ্টি, শিল্পীর সাধনা, দার্শনিকের চিন্তা সব কিছুই পুস্তক ক্রেতার সামনে হাজির করে। এই বেচাকেনার মধ্যে আর্থিক দিক নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিকও কোন অংশেই কম নয়। গ্রন্থ বিক্রেতাকে এই সাংস্কৃতিক দিকটির সাথে মেলাতে হয় ব্যবসায়ের দিকটি—অর্থাৎ অল্প সময়ে সস্তায় গ্রন্থের উৎপাদন।

গ্রন্থ ব্যবসা বর্তমানে একটি পৃথক ব্যবসারূপে দেখা দিয়েছে, যদিও অনেকক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশনের সঙ্গে এটা যুক্ত রয়েছে। বড় বড় প্রকাশকদের ছাপাখানা নিজস্ব বাঁধাইয়ের বন্দোবস্ত ইত্যাদি থেকে বই বিক্রীর দোকান পর্যন্ত সবই আছে। বইএর দোকান বই ব্যবসার প্রথমস্তর থেকে শুরু হয়েছে। আর প্রথম স্তরে একই মালিকানা ছিল। শুধুমাত্র পৃথক গ্রন্থের দোকান সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি।

বইকে চিনুন, বইকে জানুন

পার্থপ্রতিম গুহ

একটা ছোট ছেলেকে চিড়িয়াখানায় কোন একটা খাঁচার সামনে এনে আমরা যখন তাকে জন্তুটাকে চিনতে শেখাই তখন তার বৈশিষ্ট্যটা দেখিয়ে দেই। গরু সম্বন্ধে রচনা লেখার সময় তারা লেখে 'গরু চতুষ্পদ জন্তু, তার চারটি খুর ইত্যাদি'। দেখা যাচ্ছে আমরা যাকে চিনি তার প্রত্যেকটা অংশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বহু পরিচিত বই বোধ হয় এর ব্যতিক্রম। এর কারণ বোধ হয় আমরা বইকে যতটা ভাল করে (অর্থাৎ মনযোগ দিয়ে) দেখা উচিত, ততটা দেখি না। বইয়ের পাঠ্যঅংশটাই শুধু পড়ি, আর ওটুকুতেই বইয়ের সম্পর্ক আমাদের সাথে; তাই বইয়ের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটা বেশ অস্পষ্ট।

পরিচয়টা গভীর না হলেও কয়েকটা অংশ আমাদের পরিচিত। কিন্তু অপরিচিত অংশের পরিমাণও খুব কম নয়। তাই একটা বইয়ে কি কি অংশ থাকে তা আমরা চট্ করে বলতে পারি না।

বইয়ের সব অংশকে জানতে গেলে আমাদের যেতে হবে ছাপাখানায় যেখানে বইয়ের রূপদানের প্রাথমিক কাজ করা হচ্ছে। ওখানে দেখতে পাওয়া যাবে বইগুলো ছাপা হচ্ছে। কিন্তু যে কাগজে ছাপান হচ্ছে সেগুলো বইয়ের আয়তনের তুলনায় মস্ত বড়। কি করে ছাপা হচ্ছে সেগুলো দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপাততঃ এইটুকু দেখলেই চলবে যে একেকটা বড় কাগজে বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা এক সাথে ছাপান হচ্ছে। ছাপার পর সেগুলো ভাঁজ করলে বইয়ের আকারটা পাওয়া যাবে। এমনি একটা কাগজ ভাঁজ করে বইয়ের যে অংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ফর্মা। এক ফর্মায় পাতার সংখ্যা ৪, ৮, ১৬ পৃষ্ঠা কিংবা তারও বেশী হতে পারে সেটা নির্ভর করে বইয়ের আকারের উপর; কারণ বড় আকারের বইয়ের ক্ষেত্রে একবার ভাঁজ করতে হলেও, সাধারণ আকারের বইগুলোতে কাগজটা তিনবার ভাঁজ করতে হয়।

কয়েকটা ফর্মা মিলে একটা বই। ফর্মাগুলোকে একসাথে সেলাই করে তার উপর প্রচ্ছদ লাগান হয়। বইটা বাঁধানো না হলে সাধারণতঃ একটু মোটা কাগজ দিয়ে প্রচ্ছদটা বানানো হয়। যে কাগজ দিয়ে ফর্মাগুলোকে প্রচ্ছদের সাথে আটকে রাখা হয় সে কাগজটার নাম এণ্ডপেপার। এর অর্ধেকটা প্রচ্ছদের সাথে আঠা দিয়ে লাগানো থাকে আর বাকিটা ফর্মার সাথে। সাধারণতঃ এণ্ডপেপার সাদা কাগজেই হয়ে থাকে, তবে কখনও এতে মানচিত্র বা অন্য কোন ছবি থাকে যেটা বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত। ছোটদের বইতে প্রায় সব সময়ই ছোটদের উপযোগী ছবি ছাপা থাকে এণ্ডপেপারে। আজকাল কোন কোন বইয়ে (বিশেষ করে বাঁধানো বইগুলোতে) একটা গ্রন্থাবরণ দেখতে পাওয়া যায়। এটাতে বইয়ের

নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি ছাপান থাকে। কখনও কখনও পিছনের দিকে বইটার বা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কিংবা অন্য কোন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। এই গ্রন্থাবরণটি কিন্তু বই থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। পেছনের প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপন সস্তার ইংরেজী বইয়ে সব সময়ই দেখা যায়।

এতক্ষণ বইয়ের প্রচ্ছদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিলাম এবারে বইয়ে ছাপান অংশটা দেখতে হবে। এন্ডপেপারের পরই যে পৃষ্ঠাটা দেখতে পাই সাধারণতঃ সেটাতে শুধু বইয়ের নামটা (কখনও কখনও নামের সংক্ষিপ্ত আকার) থাকে। এই পৃষ্ঠাকে প্রাক-আখ্যাপত্র বলা হয়। পুরানো বাংলা বই এমন কি এখনকার অনেক বইতেই এই পৃষ্ঠার দেখা আমরা পাই না।

এর পরের পৃষ্ঠা, আখ্যাপত্রকে বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বলে ধরা চলে। এতে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের তারিখ, কোথা থেকে প্রকাশিত এই সব খবর থাকে।

আখ্যাপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় কখনও লেখকের অন্য বইয়ের নাম বা ঐ ধরণের বিজ্ঞপ্তি থাকে। আখ্যাপত্রের উল্টো পৃষ্ঠাতে থাকে আগের পৃষ্ঠায় না দেওয়া খবরগুলো। যেমন বাংলা বইয়ে প্রকাশক, মুদ্রক, বিক্রয় কেন্দ্রের নাম ছাড়াও বইয়ের দাম, প্রকাশের তারিখ, অংগসজ্জা, প্রচ্ছদপট প্রভৃতির খবরও এই পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য থাকায় এই পৃষ্ঠাটি গ্রন্থাগারিকের কাছে খুব মূল্যবান।

প্রাক-আখ্যাপত্র ও আখ্যাপত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে কোন ছবি দেখা যায়। সাধারণতঃ সেগুলো থাকে আর্টপেপারে ছাপা। ছবিটা লেখকের বা বইয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্য কিছুর হতে পারে। পৃষ্ঠাটা সম্মুখচিত্র নামে পরিচিত। সব বইয়ে এটা পাওয়া যায় না। তবে এটার প্রচলনটা আজকাল আগের তুলনায় কিছু বেড়েছে।

আখ্যাপত্রের পরের পাতাতে বইটা লেখক কাকে উৎসর্গ করেছেন সেটা লেখা থাকে। পুরানো বাংলা বইয়ে এই পৃষ্ঠায় যাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে বেশ কয়েকটা লাইন লেখা থাকত। আজকাল কিন্তু এই পৃষ্ঠায় লেখার পরিমাণ অনেকটা কমে কতকটা ইংরাজী বইয়ের মত কয়েকটা অক্ষরে এসে ঠেকেছে।

বইয়ের মূল পাঠ্য অংশের মোটামুটি সুরু হয় ভূমিকাতে; কারণ এখানেই পাঠ্য অংশ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস দেওয়া থাকে। কখনও গ্রন্থকার কখনও প্রকাশক, কখনও বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি (সাধারণতঃ গ্রন্থকারের চেয়ে বেশী পরিচিত) এটা রচনা করেন। বাংলা বইয়ে এই অংশটা নানা নামে পরিচিত কখনও সূচনা, কখনও প্রকাশকের নিবেদন, কখনও বা উপক্রমণিকা। এছাড়াও মুখবন্ধ, নিবেদন, দুটি কথা ইত্যাদি অজস্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন বইয়ে এই অংশটার জন্য। বাংলা বইয়ে গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকার শেষে সাধারণতঃ লেখক রচনার সময় বা প্রকাশের সময় যাদের সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইংরেজী বইতে প্রায়ই এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে ভূমিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। কোন কোন বাংলা বইয়েও এই ধরণের আলাদা স্বীকৃতি দেখা যায়।

এরপরই আসে সূচীপত্র আর চিত্রসূচী। বইয়ের কোন পরিচ্ছেদে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা সূচীপত্র থেকেই জানা যায়; চিত্রসূচীও তেমনি কোন বিষয়ের কোন ছবিটা কত পৃষ্ঠায় আছে সেটা পাঠককে জানিয়ে দেয়।

এরপর সুরু আসল অংশ। এইখানে লেখক তাঁর বক্তব্য পাঠকের সামনে হাজির করেন। প্রায়ই এটা কয়েকটা অংশে ভাগ করা থাকে। পাঠকের সুবিধার জন্যে অনেক সময় লেখক ছবি, ফটো ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন। মূল পাঠ্য অংশের সাথে কিন্তু বইয়ের দৈহিক গঠনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই।

আসল পাঠ্য অংশের পরই কিন্তু বই শেষ হয় না। তারপরে থাকে পরিশিষ্ট। এখানে বইয়ে বর্ণিত কোন কোন ঘটনার বিশদ আলোচনা দেওয়া হয় তবে সব সময়ে পরিশিষ্টে একই ধরণের আলোচনা থাকে না। তাই পরিশিষ্টের বিষয়বস্তু কি বা কেমন হবে সেটা একেবারেই নির্দিষ্ট নয়। এর পরবর্তী অংশের সাথে এটার যোগাযোগ আছে উদ্দেশ্যের দিক থেকে। পরবর্তী অংশ, টীকাতে পরিশিষ্টের তুলনায় আলোচনা বা বিশ্লেষণগুলো অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত থাকে। তবে বইয়ের শেষে টীকা দেওয়ার চেয়ে যে পৃষ্ঠার শব্দটি বা অংশটি আছে সেই পৃষ্ঠারই নীচের দিকে টীকা দেওয়ার প্রথাটাই বেশী প্রচলিত।

কোন কোন বইয়ে মূল অংশের পর একটা অংশ আমরা দেখি যেটাকে আগের অংশের পরিপূরক বলা যায়। এই অংশে এমন কিছু থাকে যেটা লেখক মূল অংশে দিতে পারেন নাই কোন বিশেষ কারণে, কিন্তু এটার আসলে সেখানেই স্থান পাওয়া উচিত ছিল। লেখকের বইয়ে শেষ মুহূর্ত সংযোজন হিসাবেও এটাকে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে সেই বিষয়ে আধুনিকতম পরিবর্তন বা অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। এই ধরণের পরিপূরকের দেখা পাওয়া যায়, সেই সব বিজ্ঞান বা কারিগরী বিষয়ক বইয়ে, যেগুলো বেশ কিছুদিন আগে লেখা আর তারপরের সংস্করণগুলোতে সংশোধন অর্থাৎ রিভিশন করা হয় নাই অথচ বই লেখার পর সেক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সব বইতে না হলেও আজকাল বাংলায় কোন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জী দেখা যায়। ইংরাজী বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়ার প্রথাটা আরও বেশী প্রচলিত। এই অংশটার মূল্য খুবই বেশী তাঁদের কাছে যাঁরা ঐ বইয়ে আলোচিত বিষয়ে আরও বেশী কিছু জানতে চান। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটাতে কতকগুলো বইয়ের নাম দেওয়া থাকে; কখনও বা কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ প্রবন্ধের উল্লেখও এতে পাওয়া যায়। পাঠকের সুবিধার জন্য প্রায়ই বইয়ের ঠিক কোন অধ্যায়ে, এমন কি কোন পৃষ্ঠায় সেই বিষয়ে আলোচনা আছে সেটাও দেওয়া হয়ে থাকে।

যে সব বইয়ে বৈজ্ঞানিক ভাষা বেশী ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর যদি লেখক মনে করেন যে সেগুলো সাধারণ পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে তবে তিনি সেগুলোর অর্থ দিয়ে দেন একটা বিশেষ অধ্যায়ে, বইয়ের শেষে। এই অধ্যায়কে আমরা শব্দার্থ বলতে পারি।

সবসময় বইয়ের সূচীপত্র পাঠককে তার প্রয়োজনীয় সব খবর দিতে পারে না। যেমন, যদি কোন পাঠকের নালন্দার বিষয় একটা ইতিহাস বইয়ে কি লেখা আছে জানতে চান তাহলে তাকে সূচীপত্র কোন সাহায্য করতে পারবে না। বইটাতে নালন্দার উপরে যদি একটা পুরো পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয় তবে অবশ্য আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করতে পারে নির্ঘণ্ট। এখানে বইয়ে আলোচিত ছোট বড় সব ঘটনার বা জায়গা বা লোকের নাম আর সেগুলোর উল্লেখ বইয়ের কত পৃষ্ঠায় আছে সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাটা পাশেই দেওয়া থাকে। কোন বইয়ের নির্ঘণ্ট করা খুবই সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এতে পাঠকের কাজে সুবিধা হয় অনেকটা; তাছাড়াও পাঠকের কাজটা অল্প সময়ে সেরে নেওয়া যায় অযথা খুঁজে সময় নষ্ট না করে।

বইটা ছাপানো সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায় বইয়ের শেষে কোলোফোনে। কিন্তু সব বইয়ে কোলোফোন থাকে না। বইয়ের সবচেয়ে শেষে থাকে শুদ্ধিপত্র। ছাপার কোন ত্রুটীর জন্যে ছাপাতে কোন ভুল থাকলে আর বই ছাপা হওয়ার পরে অথচ প্রকাশিত হওয়ার আগে সেটা লেখকের চোখে পড়লে তিনি সেটাকে শুদ্ধিপত্রের মাধ্যমে শুদ্ধ করে দিয়ে থাকেন।

এতক্ষণ অনেককিছু বলে গেলাম একনাগাড়ে। আপনি হাতের পাশের বইগুলো নিয়ে হয়ত আমার কথাগুলোর সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা করার আগে আমার বাকী কথাগুলো শুনে নিন। আপনার হাতের বইটাতে আমি যতগুলো অংশের উল্লেখ করেছি সেগুলোর সবকটাই হয়ত পাবেন না। এবারে হয়ত আপনি ভাবছেন 'বেশ লোক তো। একবার বলে এই অংশগুলো বইয়ে আছে আবার বেই যাচাই করতে যাই অমনি বলে সব অংশগুলো হয়ত পাবেন না'। এর কারণটা হচ্ছে কোন বইয়ে কতরকম সম্ভাব্য অংশ থাকতে পারে তার কথাই আমি বলেছি। আবার সব বইয়ে একই অংশ একই জায়গাতেও থাকে না। কোন বইয়ে শুদ্ধিপত্র থাকে বইয়ের প্রথম দিকে কোথাও থাকে শেষে। আরম্ভেই যে ফর্মার কথা বলেছি সেই ফর্মা সব বইতেই থাকে এমন নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা বই দেখা যায় যেটাতে কোন ফর্মা নেই। বাংলায় এ ধরণের কোন বই চোখে পড়ে না। ঐ ধরণের বইগুলোতে প্রত্যেকটা পাতাই আলাদা থাকে, যে সব বইয়ে ফর্মা আছে তাদের মত দুটো পাতা একসাথে থাকে না। এগুলোতে সাধারণতঃ সেলাই না করে ভাল আঠা দিয়ে সব পাতাগুলোকে একসাথে আটকে রাখা হয়।

ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক যোজনা ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ

জেলা, আঞ্চলিক, গ্রামীণ ও মহকুমা গ্রন্থাগার

প্রথম পঞ্চ বার্ষিক যোজনায় জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের পাঠের সুবিধা বিধানের জন্য সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই ব্যবস্থা দুইটি যথাক্রমে Improvement of Library Service Scheme ও Integration of Library Service Scheme নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার তদানীন্তন গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের এবং বাণীপুর ও কালিম্পংয়ে একীভূত গ্রন্থাগার (Integrated Library Service) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থাগুলির যথেষ্ট উন্নতি করা হয়। জিলায় জিলায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, কয়েকটি অঞ্চলে একীভূত গ্রন্থাগারমালা (Integrated Libraries) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পার্শ্ববর্তী গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তকাদি ধার দিয়া থাকে আবার জিলা গ্রন্থাগারগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি সরবরাহ করে। এইরূপে এক জিলার সমস্ত গ্রন্থাগারই যাহাতে সরকারী ব্যয়ে পুস্তকের সাহায্য পায় সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি এবং সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির একীকরণ এই দুমুখী কর্মধারাকেই সফল করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহে (Area Libraries) তত্রত্য অধিবাসীর প্রত্যেকেই যাহাতে পুস্তকাদি পড়িবার সুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতেছে। অনেকটা পরীক্ষামূলকভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অংশে জিলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারই জনসেবায় নিয়োজিত আছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় গ্রামীণ ও জিলা গ্রন্থাগারের মধ্যবর্তী একরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বর্তমানে জিলা গ্রন্থাগারের সহিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যোগাযোগ সামান্য। জেলা গ্রন্থাগার হইতে বই পাওয়া ছাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সহিত ইহার আর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। অবশ্য শুধুমাত্র জিলা-সহর হইতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দূরত্ব এবং যোগাযোগের অসুবিধাই ইহার একমাত্র কারণ নহে। যাহা হউক তৃতীয় যোজনায় যোগাযোগের সুবিধা হইবে এবং সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একীকরণ সহজ হইবে মনে করিয়া এক অন্তর্বর্তী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে।

রাজ্য গ্রন্থাগার

দ্বিতীয় যোজনায় আরম্ভ হইলেও, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গ্রন্থাগার তৃতীয় যোজনায়ই জনসেবার স্বার্থে আত্মনিয়োগ করিবে। এই গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়িবার, জিলা গ্রন্থাগারে এবং তাহার-মাধ্যমে অন্যত্র গ্রন্থ সরবরাহের ক্ষণাচিৎ ব্যবহৃত পুস্তক সংগ্রহ করার বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের নানাবিধ গ্রন্থপঞ্জী রচনার, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। এইজন্য বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে যে কর্মিদল আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা বহুল পরিমানে বর্ধিত করা প্রয়োজন হইবে।

কলিকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

ইহা ছাড়া তৃতীয় যোজনায় কলিকাতার জন্য জিলা গ্রন্থাগারের আদর্শে প্রায় কুড়িটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর এখানে প্রচুর সমাবেশ। কিন্তু সহরের বহির্ভাগে দক্ষিণে জাতীয় গ্রন্থাগার ও উত্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যতীত কলিকাতার অধিবাসীদের পড়িবার তৃতীয় জায়গা নাই। তাই কলিকাতার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিকল্পনা। ১৯৬০ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতার গ্রন্থাগারানুরাগীদের সভায় কলিকাতার জন্য কয়েকটি জিলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়। তৃতীয় যোজনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে এই দাবী অনেকাংশে পূর্ণ হইবে।

বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি

গ্রন্থাগার সমুন্নতির জন্য সরকারের এইরূপ বহুবিধ প্রচেষ্টা অনেকখানি আশাপ্রদ হইলেও নানা কারণে ইহাতে যতটা ফল আশা করা গিয়াছিল ততটা ফল পাওয়া যাইতেছে না। বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। গ্রন্থাগারগুলি সর্বত্র দূরত্ব ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ সমস্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগাযোগ প্রয়োজনমত যথেষ্ট নহে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা আশানুরূপ নয়। অক্ষরজ্ঞানবর্জিতদের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা অপ্রতুল।

চাঁদা-নির্ভর গ্রন্থাগার

সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি বে-সরকারী চাঁদা-নির্ভর গ্রন্থাগারগুলি আছে। ইহারা জিলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বই ধার পাইয়া থাকে। সরকারী ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহও ইহাদের অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সাহায্য অপ্রতুল। বস্তুতঃ এই সব গ্রন্থাগার অবৈতনিক সেবকদের উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল। উপযুক্ত শিক্ষা, সময়, নিশ্চিন্ততা, অর্থ, ব্যবস্থাপনা

সমস্ত কিছুর অভাবে এই গ্রন্থাগারগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া জনসেবায় আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

গ্রন্থাগার আইন

বাংলা দেশের সমস্ত অধিবাসীর বিনা চাঁদায় বই পড়ার ব্যবস্থা করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে তৃতীয় যোজনা নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতা, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের বিষয়ে সংশয়, রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে গ্রন্থাগারের জন্য সুচিহ্নিত অর্থের ব্যবস্থা না থাকা, জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রন্থাগারের জন্য প্রত্যক্ষতঃ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা সুকঠিন হইতেছে। সেইজন্য তৃতীয় যোজনার সময়ে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার পরিকল্পনা আছে। অবশ্য এই আইনের ধারাগুলি কিরূপ হইবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। চাঁদা-নির্ভর গ্রন্থাগারগুলোকে এই নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কেমন করিয়া একীভূত করা যাইবে ইহা নিশ্চয়ই তৃতীয় যোজনার একটী বিশেষ সমস্যা।

পঞ্চায়েৎ ও ব্লক গ্রন্থাগার

তৃতীয় যোজনায়, শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইবে আশা করা যায়, ফলে পঞ্চায়েৎ, ব্লক প্রভৃতি এই সময়ে রূপ পরিগ্রহ করিবে। এই পঞ্চায়েৎ বা ব্লকগুলির সমুন্নতি অনেকাংশে সেইখানকার অধিবাসীদের উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং গ্রন্থাগার গুলিকে শিক্ষা, সংবাদ সরবরাহ, প্রভৃতি নানা কার্যের দায়িত্ব লইয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

আমাদের দেশের জনসংখ্যার পরিবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া শিক্ষার প্রসার হইতেছে না। এই সমস্যায় গ্রন্থাগারের করণীয় কী তাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে।

বৈষয়িক উন্নতি ও গ্রন্থাগার

দেশের আর্থিক সমুন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন গ্রন্থাগার তাহা বিকীরণের জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে তাহাও আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার কর্মী

গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। একীভূত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রন্থের বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি বহুকার্য একত্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সম্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে সাধারণ পাঠক ও জিজ্ঞাসুদের সেবা করিবার কর্মি পাওয়া যাইবে, নিরক্ষতা দূরীকরণের কার্যে সাহায্য করিবার কর্মী পাওয়া যাইবে।

বর্তমানে জিলা গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। জিলা গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির সভ্য নহেন, গ্রন্থাগার পরিচালনার নীতি-নির্ধারণে তাঁহার কোন অংশ নাই। যেখানে বিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান শিক্ষকদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, সেখানে গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিককে এইরূপ নিয়োজামাত্রের ভূমিকা দেওয়ার কুফল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জিলা গ্রন্থাগারেই দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনও অত্যন্ত নৈরাশ্যকর। প্রায় ৮।১০ বৎসর হইতে চলিল গ্রন্থাগার কর্মীগণ ভাতা বর্জিত মোট বেতন পাইতেছেন। বস্তুতঃ বেতনের স্বল্পতার জন্য অনেক স্থলেই কর্মীগণ কর্তব্য অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণা পান না। এই বিষয়ে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশগুলিকে তৃতীয় যোজনার ভিতর কার্যকরী করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পঠিত বিষয়গুলি অধিগত করিবার সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হইতে পুস্তক ক্রয় খাতে অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। কলিকাতায় পরীক্ষা-মূলকভাবে Day Students' Home প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এই পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হওয়ায় কলিকাতার বাহিরেও Day Students' Home প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিভিন্ন Seminar প্রভৃতির আয়োজন করিয়া গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তি বিষয়ক যোগ্যতা পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তৃতীয় যোজনায় গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও যোগ্যতা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

কিন্তু ছাত্রদিগকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রণালী শিখাইবার আয়োজন এখনও অত্যন্ত স্বল্প। অর্থনৈতিক অসুবিধার চাপে অধিকাংশ পরিবারে ছাত্রদের পড়িবার জায়গা পর্যন্ত সঙ্কুলান করা কঠিন। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি এখনও পর্যন্ত যতটুকু সময় খোলা থাকে তাহাতে ছাত্রদের পড়াশুনার স্থান হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ পরিমিত। মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত বেতনহার প্রবর্তন করার ব্যাপারে উৎসাহী নহেন। এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের সর্ববিধ সুযোগ ও পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় না। অধিকাংশ কলেজেই এখনও গ্রন্থাগারিকদের উপর একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রাখা হইয়াছে। Seminar সমূহে পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকেরা যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষার গ্রন্থাগার বিভাগ পরিচালনার তবু একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন,

কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিষয় প্রতিধান করিবার কেহ নাই। কলেজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক এত কর্মভার পীড়িত যে এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চিন্তা করিবার অবকাশ অত্যন্ত স্বল্প। সর্ববিধ গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বই Director of Library Servicesকে দিলে উন্নতি হইবে কিনা বিবেচ্য। গ্রন্থাগারিকদের বেতনহার পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা যায়, গ্রন্থাগারের কার্যকাল বর্ধনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং ছাত্রদিগকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে কিরূপে আরও বেশী উৎসাহিত করা যায় তাহা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

স্কুল গ্রন্থাগার

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমুন্নতির দিকেও সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তৃতীয় যোজনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিকতর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—পৃথক গ্রন্থাগারিক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু পে কমিটির সুপারিশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা, সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের সমতুল্য করা হয় নাই। ইহার ফলে ছাত্রদের উপর তাঁহাদের প্রভাব যথোচিত হইবে কিনা সন্দেহ এবং ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়মূল হওয়া কষ্টকর হইবে এবং পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষার সহিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সমন্বয়ও যথোচিত হইবে কিনা সন্দেহ।

অন্যবিধ গ্রন্থাগার

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় দেশে শিল্প সমৃদ্ধি আরও বেশী হইবে, অধিকতর ব্যক্তি শিল্পে নিয়োজিত হইবে। প্রত্যেক শিল্পের নিজস্ব সমস্যাও জ্ঞাতব্য আছে। শিল্পনিযুক্ত ব্যক্তিদের নৈপুণ্য ও জ্ঞানের সহিত শিল্পের সমুন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাহাতে উপযুক্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার পরিকল্পনা করা আবশ্যক। সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলিকে এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। এইসব গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অবসর বিনোদনের অহিতকর উপায় রোধ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে।

শিক্ষা

তৃতীয় যোজনায় গ্রন্থাগার সমুন্নতির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা সার্থক করিতে হইলে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার দায়িত্ব আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহন করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ডিপ্লোমা কোর্সের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনঃপুনঃ আবেদন সত্ত্বেও তাঁহারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রবর্তন করিতে পারিতেছেন না। উত্তরাঞ্চলে দিল্লী এবং দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ এই ডিগ্রী প্রবর্তন করিয়া আপন আপন অঞ্চলের অধিবাসীদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সমস্ত পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অবিলম্বে পূর্বাঞ্চলের জন্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উভয় প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষার্থীদিগকে একটি নিম্নতম শিক্ষাগত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। অথচ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিগণ অনেকেই এই যোগ্যতার অধিকারী নহেন। সুতরাং ইঁহাদের শিক্ষার জন্য সরকার রহড়া জিলা গ্রন্থাগারে একটি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাজ্য গ্রন্থাগারের সহিতও এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া তৃতীয় যোজনায় একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ Training College প্রতিষ্ঠারও সরকারী পরিকল্পনা আছে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার পরিচালন সমস্যা অন্য দেশ হইতে একটু ভিন্ন। বিপুল সংখ্যক লোক নিরক্ষর, সাধারণের নাগরিক জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ স্বল্প; স্বাস্থ্যরক্ষা, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে খোঁজ পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। সরকারী পরিকল্পনাগুলি জনসমাজে যথোচিত প্রচারিত না হওয়ায় জনসমাজের সহিত সহযোগিতাও আশানুরূপ নহে। সুতরাং দুইটি যোজনাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও দেশের বৈষয়িক উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে এই বিষয়ে অনেক উন্নতি আশা করা যায়। কিন্তু এইজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাই যথেষ্ট নহে। যাঁহারা জনশিক্ষার গ্রন্থাগারের (Public Library) কর্মে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদের অতিরিক্ত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। সাধারণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষা এই দিকে সরকারী দৃষ্টি পড়া বাঞ্ছনীয়। সরকার অবশ্য গ্রন্থাগার পরিষদ বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও শিশু গ্রন্থাগার পরিচালকদের শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অপেক্ষিত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিচালককে ইহা ছাড়াও পাঠ্য নির্দিষ্ট নানাবিধ বিষয় জানিতে হইবে। শিক্ষা বিজ্ঞানের নীতিগুলিও তাঁহাদের জানা প্রয়োজন। বস্তুতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জন্যও বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের এই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা বিভিন্ন Training Collegeএ করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালনায় যে দক্ষতার প্রয়োজন তাহা হয় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ নচেৎ তাহার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়ন প্রয়োজন।

বস্তুতঃ গ্রন্থাগার সমুন্নতির পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহার জন্য গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত বেতন, মর্যাদা ও পদবৃদ্ধির সুযোগ থাকা আবশ্যক। নচেৎ যোগ্য ব্যক্তি এই কার্য গ্রহণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাইবেন না।

পরিষদ কথা

পরিষদ কার্যালয়ে হিউইট-এর সম্বর্ধনা

গত মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ও জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ইউনাইটেড গ্রান্ড লজ অব ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারিক ও খ্যাতনামা গ্রন্থাগার আইন বিশেষজ্ঞ শ্রী এ. আর. হিউইট কর্তৃক কলকাতায় কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীহিউইটকে পরিষদ কার্যালয়ে এক চা-চক্রে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শ্রীহিউইট-এর কাছে পরিষদ কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে শ্রী বি. এস. কেশবন পরিষদের নানাবিধ কর্মতৎপরতার এক ক্ষুদ্র বিবরণ দান করেন। শ্রীহিউইট আলোচনা প্রসঙ্গে এদেশের গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা সভা

১৮ই মার্চ অপরাহ্ণে স্টুডেন্টস হলে পরিষদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'পশ্চিম বঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।' সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে যোগদান করেন শ্রী এ. আর. হিউইট। আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সভায় দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়। একটি পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারের বিত্ত মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অপরটির রচয়িতা ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তার মতামত ও সভার ধারাবিবরণী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়। সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে বহু সদস্য ও উৎসাহী ব্যক্তি যোগদান করেন।

পরিষদকে রাজ্য সরকারের অর্থ-সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্যে মোট ৩,৭০০ টাকা ১৯৬১-৬২ সালের সাহায্য বাবদ দান করেছেন। ফলে পরিষদের সাম্প্রতিক অর্থ সংকট কিছুটা উপশম হয়েছে। কিন্তু যে দুটি বৃহৎ প্রকল্পের মুদ্রণ কার্য চলেছে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তার কাজ ব্যাহত হতে পারে। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সেজন্যে রাজ্য সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন।

পরিষদ ভবন তহবিল

ভবন উপ-সমিতি সমাচার

পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রারম্ভিক কার্য সমাপ্ত প্রায়। নকসা প্রস্তুতি ও অন্যান্য উদ্যোগ আয়োজন যথারীতি সুরু করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্ত দানের জন্যে পরিষদ কাউন্সিল সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক লক্ষ টাকার এই তহবিলে সাহায্যের জন্যে সরকারের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু তহবিল পরিপুষ্টির দায়িত্ব প্রধানাংশে পরিষদ সদস্যদের। মুদ্রিত আবেদনপত্র ও রসিদ বই পরিষদ কার্যালয় থেকে সদস্য প্রমাণ সাপেক্ষে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে যাঁরা আবেদনে সাড়া দিয়েছেন এবং অর্থ সংগ্রহে সাধ্যমত তৎপর হয়ে সংগৃহীত অর্থ পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন তাঁদের নামের প্রথম তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হোল।

কাউন্সিলের বিগত এক সভায় ব্যক্তিগতভাবে দশ টাকা প্রথম দিয়ে গৃহ নির্মাণ তহবিল খোলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত। ঐ সভাতেই আরও পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায় শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকে। সভায় উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা দু' হাজার টাকা সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও পর্যন্ত দেয় অর্থ জমা দেন নি।

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বিগত দুটি পুনর্মিলনোৎসবের উদ্বৃত্ত অর্থ গৃহনির্মাণ তহবিলে প্রদত্ত হয়েছে। আশা করা যায় এই মনোভাব অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানেও আদর্শ হিসাবে অনুসৃত হবে।

তহবিলের জন্যে যাঁরা অর্থ সংগ্রহ করেছেন :

কৃষ্ণা দত্ত	১০১·০০
সুচিত্রা ঘোষ	১০০·০০
ইলা চন্দ	৭০·০০
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭·০০
দীপিকা চক্রবর্তী	৫০·০০
অমিয়ভূষণ রায়	১৮·৫০
অজয় রায়	৯·০০
অনন্ত চক্রবর্তী	৭·৫০
শ্রীসঙ্ঘ পাঠাগার	৫·০০

ভহবিলে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দান করেছেন :

মণি ঘোষ	মালদহ	১০০·০০	অলক সেন	কলিকাতা	২·০০
কে. আই. সিং	কলিকাতা	৫·০০	শেফালী বর্ধন	,,	২·০০
বিজন রায়	,,	৫·০০	দেবীপ্রসাদ ঘোষ	,,	১·০০
মোহন ভাটিয়া	দিল্লী	৫·০০	ভানুজ্যোতি চৌধুরী	,,	১·০০
নীহার সরকার	কলিকাতা	২·০০	দেবকুমার রায়	,,	·৫০
কবিতারঞ্জন প্রামাণিক	,,	৫·০০	সমর কুমার সেনগুপ্ত	,,	১·০০
ইলা চন্দ	,,	৫·০০	অখিলবন্ধু ঘটক	,,	১·০০
সুচিত্রা ঘোষ	,,	৫·০০	পুষ্পাসন্দু	,,	·৫০
ধীরা ঘোষ	,,	৫·০০	হৃষিকেশ সেন	,,	১·০০
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	৫·০০	বিজন সিনহা	,,	·৫০
ভোলানাথ শেঠ	,,	৫·০০	হারাধন অধিকারী	,,	·৫০
বিমলকুমার সোম	,,	৫·০০	দেবী প্রসাদ হালদার	,,	·৫০
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	১০·০০	যদুপতী পরকাইল	,,	১·০০
মায়া দাস	,,	২·০০	বি, করগুপ্ত	,,	১·০০
গীতা হাজরা	,,	২·০০	এস, কে, সরকার	,,	১·০০
আর. কে. ঘোষ	টাকি	৫·০০	কে, ভট্টাচার্য	,,	১·০০
এস. সি. দত্ত	দমদম	৫·০০	কে, কে, মজুমদার	,,	১·০০
এস. কে. বিশ্বাস	কলিকাতা	৫·০০	পি, দাসগুপ্ত	,,	১·০০
পি. বি. নাথ	,,	৫·০০	এ, রাউৎ	,,	১·০০
রামচাঁদ অওৎরাই	কাঁচরাপাড়া	৫·০০	এ, আর, ঘোষ	,,	২·০০
কনস্ট্রাকসন কোঃ	কলিকাতা	৫·০০	গৌরী গুপ্ত		১·০০
এস. বি. দত্ত	শালিমার	৫·০০	এন, বি, সরকার	,,	১·০০
পি. কে. রায়চৌধুরী	বসিরহাট	৫·০০	আনওয়ার আলী	,,	১·০০
এ. এম. সিংহ	কলিকাতা	৫·০০	রাখাল চন্দ্র চ ' .ওঁ	,,	১·০০
বি. বি. বর্ধন	,,	৫·০০	অজয় কুমার গাঙ্গুলী	,,	১·০০
হরলাল চন্দ	,,	২·০০	তুলসী চরণ বসু	,,	১·০০
প্রণব ব্যানার্জী	,,	২·০০	রমেন্দ্র সেনগুপ্ত	,,	১·০০
বিমল ঘোষ	,,	২·০০	শিশির রঞ্জন সাহা	,,	১·০০
এস. পি. বিশ্বাস	,,	২·০০	কালাচাঁদ কাঞ্জিলাল	,,	·৫০
বকুল বর্ধন	,,	২·০০	কেশব চৌধুরী	,,	১·৫০
হীরালাল চন্দ	,,	২·০০	ধীরেন্দ্রকুমার চাকলাদার	,,	১·০০
বি. কে. মৈত্র	,,	২·০০	হেমচন্দ্র হালদার	,,	১·০০
স্বদেশ গুপ্ত	,,	২·০০	ভক্তিপদ ব্যানার্জী	,,	১·০০

তারাদাস মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০০০	সীতারমণ	কলিকাতা	১০০০
নীরোদ ভূষণ ঘোষ	,,	১০০	আর,সি, সিন্‌হা বিশ্বাস	,,	১০০০
গুরুদাস মজুমদার	,,	১০০	সুধীন্দ্র কুমার সিন্‌হা	,,	১০০০
সত্যরঞ্জন রায়	,,	১০০	আর, চারী	,,	১০০০
প্রভাকর কৈবর্ত	,,	১০০	এম, আর, ঘোষ	,,	১০০০
কিরণ সরকার	,,	১০০	আর, এন নিয়োগী	,,	১০০০
এ, কে, সিন্‌হা বিশ্বাস	,,	২০০	এইচ, সিন্‌হা	,,	১০০০
শচীন গাঙ্গুলী	,,	২০০	এ, কে, সিন্‌হা	,,	১০০০
এ, কে, মিত্র	,,	১০০	শক্তি সরকার	,,	৫০০
ইভা মিত্র	,,	১০০	অশোক কুমার চক্রবর্তী	,,	৩০০
কে, এ, বালান	,,	৫০০	রণধীর বর্মণ	,,	১০০০
বাসন্তী দাস	,,	১০০	হিরন্ময় চক্রবর্তী	,,	২০০
শ্যামশ্রী রায়	,,	১০০	বি, হালদার	,,	১০০
সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ বিশ্বাস	,,	২০০	এস, পি, ঘোষ	,,	১০০
দুর্গাদাস ঘোষ	,,	১০০	জে, দাস	,,	১০০
এ, এম, বসু	,,	২০০	পি, বোস	,,	১০০
মাধব চন্দ্র বসু	,,	৫০০	এ, সরকার	,,	১০০
ভপতী রায়	,,	৫০০	এস, ব্যানার্জী	,,	১০০
যূথিকা মুখার্জি	,,	২০০	পি, চক্রবর্তী	,,	১০০
এস, ব্যানার্জি	,,	২০০	এস, ঘোষ	,,	১০০
এস, কে, ভট্টাচার্য	,,	৫০০	এস, দেবী	,,	১০০
আর, ব্রহ্ম	,,	১০০০	টি, দেব	,,	১০০
সাম, রুচ্ এণ্ড কোঃ	,,	৫০০	পি, চক্রবর্তী	,,	১০০
বারীন্দ্র নাথ মুখার্জি	,,	৫০০	এ, দত্ত মজুমদার	,,	১০০
শীতাংশুমোহন গাঙ্গুলী	,,	৫০০	কমলা পালিত	,,	১০০
মণিকা ব্যানার্জি	,,	৫০০	তরুণকুমার চক্রবর্তী	নিউ দিল্লী	৫০০
এ, কে, দাস	,,	১০০০	শিশিরকুমার বোস	কলিকাতা	২০০
এ, আর, রায়	,,	১০০০	সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী	,,	৫০০
			সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য	,,	৫০০

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশ পরগণা

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

গত ২১-এ জানুয়ারী গ্রন্থাগার ভবনে এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনী বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল—'ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গভাষী বিতর্ক পরিষদের সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ বসু। বিতর্কে উক্ত পরিষদের সদস্যগণ পক্ষাপক্ষে যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি উভয় পক্ষের মতামতকে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

২৮-এ জানুয়ারী গ্রন্থাগারের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কয়েকটি প্রস্তাবে অচিরে একটি পাঠা পুস্তক বিভাগ খোলা, গৃহ-সম্প্রসারণ ও সমাজ শিক্ষায় অধিকতর তৎপরতার সিদ্ধান্ত করা হয়। নির্বাচনে শ্রীগুরুশরণ দাসগুপ্ত ও অধ্যাপক সত্যব্রত সিংহ যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব পদে নির্বাচিত হন।

গ্রন্থাগারে ৮ই মার্চ এক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ও শ্রীজ্যোতি বসুকে যথাক্রমে লোকসভা ও বিধানসভায় স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীবসু তাঁর ভাষণে সমুদয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন বিবৃত করেন।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগারে বিতর্ক সভা

গত ২৫-এ মার্চ বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারে—'নারী প্রগতির সুফল ও কুফল' প্রসঙ্গে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকমল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅজিত কুমার লাহিড়ী। বিতর্কে আটজন অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী নরেশ মজুমদার, রনজিৎ ভট্টাচার্য, মালতী মিত্র, ভারতী বসু, যুগল কিশোর দেওয়ান, যতীন দাশ, জহর আলি ও টিয়া বসু প্রতিযোগিতা করেন। শ্রীজহর আলি ও শ্রীযতীন দাস প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। পরিশেষে বিচারকগণ ও সভাপতি মহাশয় নারী প্রগতি সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

বর্ধমান

কল্যানবগ্রাম আশুতোষ গ্রন্থাগারে সাহিত্য সভা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্রন্থাগারের আম্রকুঞ্জশোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গনে এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক বৈঠকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত আশুতোষ গ্রন্থাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখা গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীদত্ত পাঠাগার পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তিনি গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্যাদি সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকারান্তরে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের সুপারিশ করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মতৎপরতা

মাখনলাল পাঠাগার চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেছে। পাঠাগারটি 'করাল লাইব্রেরী' স্কীমের অন্তর্গত। ৯টি শাখায় পাঠাগার থেকে বিগত বর্ষে পাঁচ হাজারেরও অধিক গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে পাঠাগারটির সদস্য সংখ্যা ২১৮ এবং পুস্তক সংখ্যা ৬৫৯৯। পাঠাগারের বহুমুখী কর্মতৎপরতার মধ্যে একটি মিউজিয়াম, সমাজ শিক্ষা বিভাগ, নৈশ বিদ্যালয়, সংগীত ও অভিনয় শাখা, হস্ত শিল্প বিভাগ, এবং সেবামূলক কার্যাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ সরঞ্জামের সাহায্যে গ্রামবাসীদের আনন্দ ও শিক্ষা দানের নিয়মিত ব্যবস্থা পাঠাগারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পাঠাগারটির এখন একটি নূতন সুদৃশ্য গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং পাঠাগারের নিজস্ব পুরাতন গৃহ ও তৎসংলগ্ন উন্মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় মঞ্চটি নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্মী কিছুকাল পূর্বে পাঠাগারটি পরিদর্শন করেন। পাঠাগারটি পল্লী বাংলার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

বীরভূম

সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের প্রতিকৃতি উন্মোচন

১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে রামরঞ্জন পৌরভবনে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর। প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন শ্রীমতী অমলা শঙ্কর। গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী সভার উদ্বোধন করিয়া সমাগত অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা করেন। অধ্যাপক দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নাট্যাচার্য শিশির কুমারের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ভাষণ দেন। ডাঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংগীত পরিবেশন করেন কুমারী পূরবী, রেবা, আভা নন্দী। প্রতিকৃতি খানি লাভপুরের শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

হাওড়া

গোহালদহ জ্ঞান মন্দিরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

গত ২৫, ২৬ ও ২৭-এ মার্চ গোহালদহ জ্ঞান মন্দিরের উদ্যোগে স্থানীয় গোহালদহ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে রাত্রি ৮টায় ব্যায়ামাচার্য শ্রীবিভূপদ ঘোষের কৃতী ছাত্র শ্রীসজীব কুমার মান্না মহাশয় ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনীর শেষ দুইদিন সরকারী প্রচার বিভাগ কর্তৃক কৃষি ও শিল্প বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রায় ছয় সহস্রাধিক লোক প্রদর্শনী দেখেন। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীনিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় পরামর্শ দান করেন।

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ উৎপাদন সম্পর্কে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী

'কি করে একটি বই তৈরী হয়' এই বিষয়ে ছোটদের অবহিত করার জন্যে বৃটিশ ফেডারেশন অব মাস্টার প্রিন্টার্স' একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী লন্ডন এলাকার একাধিক স্থানে দেখিয়ে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তির উপযোগী এই প্রদর্শনীতে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পর্যায় থেকে বাঁধাইয়ের শেষ পর্ব অবধি দেখানো হয়। বিলেতের গ্রন্থ উৎপাদন শিল্পের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদর্শনী থেকে জানা যায়। উক্ত বিষয়ে প্রদর্শনী থেকে একটি পুস্তিকাও বিলি করা হয়। প্রদর্শনীটি ইতিমধ্যে দশ সহস্রাধিক দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রদর্শনীটি দেখবার জন্যে ইংলণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়গুলি থেকে অনুরোধ আসায় বিভিন্থানে ঐটি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ডিপ-লিপ পরীক্ষায় শ্রীমতী নন্দিতা পালের সর্ব-শীর্ষস্থান অধিকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরীয়ানসিপ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী নন্দিতা পাল। ১৯৫৮-তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করে মুণীন্দ্র দেব রায় পদক লাভ করেন। শ্রীমতী পাল দর্শনে এম. এ.। এ বৃত্তিতে প্রবেশ করে তিনি প্রথমে লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজ গ্রন্থাগারে যোগদান করেছিলেন।

রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদে বসিরুদ্দিন-এর সম্বর্ধনা

গত ১৩ই মার্চ উদয়পুরে ভারতের প্রবীণ গ্রন্থাগারিকদের অন্যতম আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীএস. বসিরুদ্দিনকে উদয়পুর লাইব্রেরী স্টাডি সার্কলে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীবসিরুদ্দিন উদয়পুরে উপনীত হন। নাতিদীর্ঘ এক ভাষণে শ্রীবসিরুদ্দিন গ্রন্থাগার কর্মীদের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জনে তৎপর হতে উপদেশ দেন; যার ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন সুবিবেচনা লাভ করবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজস্থান কৃষি কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীএম. এল. সংগতি রাজস্থানে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচেষ্টার বিবরণ দান করেন।

সম্পাদকীয়

সালতামামি

—এ পত্রিকাটা এখনো বেরোয়?—গ্রন্থাগার পত্রিকাটিকে দেখে সেদিন জনৈক কলেজ লাইব্রেরীয়ান তাঁর কোনে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন।

—'সেকি! আপনি প্রফেশনে থেকেও খবর রাখেন না যে পত্রিকাটা বেরোয় কিনা?—বন্ধু উত্তর দিলেন।

—হুঁঃ! এসব বাজে পত্রিকার খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করি না।

—এঁ্যা! না বেরোই বলেন বাজে? কথাটা কিন্তু একজন গ্রন্থাগারিকের মুখে বেমানান।

প্রশ্নকারী চুপ করে যান। প্রসঙ্গটা সেখানেই থেমে যায়।

পত্রিকার এবারের সালতামামির সময় উপরের কথাগুলি কানে এল। পত্রিকাটি দেখে প্রশ্নকারীর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ বাংলার পত্রপত্রিকা এতাবৎকাল বেরিয়েছে বিস্তর। কিন্তু জীবনশক্তি অথবা সামাজিক প্রয়োজন না থাকায় অধিকাংশেরই অবলুপ্তি ঘটেছে। আয়ুর দৈর্ঘ্য পত্রিকার ক্ষেত্রে তাই বিস্ময়কর। কিন্তু জৈব অস্তিত্বেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা যেমন নির্ণীত হয় না তেমনি পত্রিকার বেলায় মাসের পর মাস বছরের পর বছর আত্মপ্রকাশেই তার মূল্য নিরূপিত হয় না। বিষয়-বৈচিত্র্য, মৌলিক চিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ এবং নূতন ও নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেষণের মধ্যে দিয়ে পত্রপত্রিকার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা চিহ্নিত হয়। এই মনোভঙ্গি নিয়ে খতিয়ে দেখলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার উদ্ভব পত্র আশানুরূপ না হলেও লাভে অঙ্কে নিঃসন্দেহে ক্রমোন্নয়নের পরিচায়ক।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ভূমিকা নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এরা রাজ্যের বিভিন্ন মানের গ্রন্থাগার কর্মীদের চিন্তা ও অনুভূতি, কার্যক্রম ও তৎপরতার খবরাখবর পত্রিকার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের কাছে সঞ্চারিত হয়। সেদিক থেকেও পত্রিকার সাফল্য তার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তায় সুচিহ্নিত।

চলতি বছরে পত্রিকার ধারাবাহিক বহু বিষয়েই সুপরিস্ফুট। প্রায় প্রতিটি সংখ্যার বিশেষ বিষয়ের উপর প্রবন্ধগুচ্ছের প্রকাশ শুধু নূতনত্ব নয়, বৈচিত্র্য ও মৌলিকতার জন্যেও প্রশংসা লাভ করেছে। এ বছরের সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে পত্রিকার নূতন লেখকলেখিকার সংখ্যা পুরাতনদের অতিক্রম করেছে। পূর্বাপেক্ষা পত্রিকার প্রবন্ধ সংখ্যা ও কলেবর বৃদ্ধি এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। তুলনায় সংবাদ বিভাগগুলি তেমন পরিপুষ্ট হয়নি। আকর্ষণীয় সংবাদ আমরা সাধ্যমত সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করি বটে; তবে এ বিভাগগুলির বিকাশ অনেকাংশে সংবাদপ্রেরকদের উপর নির্ভর করে।

পত্রিকা পরিচালকবর্গের সকল প্রচেষ্টাকেই ম্লান করে তুলছে তার বিলম্বিত প্রকাশ। মুদ্রণ পর্যায়ের নানাবিধ বাধা ও অসুবিধাতো আছেই, তদুপরি পরিষদের অন্যান্য পুস্তক প্রকাশন কার্যে কর্মীরা ব্যস্ত থাকায় পত্রিকার নিয়মানুগ প্রকাশন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যথাসময়ে না পাওয়ায় দরুন পত্রিকার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

পত্রিকা প্রকাশন পরিষদের বহু কাজের মধ্যে একটি। পরিষদের কাজের পরিমাণ

ও বৈচিত্র্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে ; তেমনি বেড়ে চলেছে তার কর্মী ও অর্থ সমস্যা। কর্মীর অভাব পরিষদের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। পরিষদের সকল কাজই এখন স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের শ্রমদানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে কোন প্রচেষ্টাই স্থায়ী ও সুদৃঢ় হতে পারে না যদি তা সম্পূর্ণ এমেচারি শ্রমনির্ভর হয়। কাজের উন্নত মান ও স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত সুপটু কর্মীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থাগমের বিশেষ সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। সেজন্যে কাজের মান ও গতি সর্বাংশে সন্তোষজনক করে তোলা কঠিন। লাইব্রেরী এডভাইসরি কমিটি তাঁদের রিপোর্টে স্পষ্টই বলেছেন যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর জন্যে সরকারের নিয়মিত পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে রিপোর্ট ধামা চাপাই পড়ে আছে।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তি এখন এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তৎপর হয়েছেন। জনসাধারণও ক্রমেই গ্রন্থাগারমনা হয়ে উঠছে। আদর্শ ভবিষ্যতের পথে সঠিক পদক্ষেপের জন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া চাই এই সময়ে। কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে এনে বিভিন্ন কাজে তাঁদের যুক্ত উদ্যমের প্রয়োজন। মুখপত্র হিসাবে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ভূমিকাও তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটিকে গতানুগতিক অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার আত্মপ্রসাদের পরিবর্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে রচনায় ও তথ্যে সমৃদ্ধিসাধন এবং খবরাখবর বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে একে ব্যবহারসার্থক করে তুলুন—গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এই অনুরোধ জানাই।

যাঁদের হারিয়েছি

চলতি বছরে আমরা দেশের অনেক মনীষী ও সুহৃদকে হারিয়েছি। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ডাইরেক্টর শ্রীএম. এল. টান্ডন যাঁর লিখিত গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধ পত্রিকার বিগত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অধুনা পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ফজল ইলাহীর মৃত্যু সংবাদে আমরা বেদনাহত। পরিষদের নেতৃত্বে সংগঠিত পুস্তকের উপর হতে বিক্রয় কর রহিত আন্দোলনের আওয়াজ যাঁর কণ্ঠে বিধান সভায় ধ্বনিত হয়েছিল সেই সুহৃদ ডক্টর অতীন বসুর অকালমৃত্যু এবং পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্মী অধ্যক্ষ অনাথ নাথ বসুর মৃত্যু আমাদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ গ্রন্থাগারের শ্রাবণ সংখ্যায় যখন প্রকাশিত হয় তখন কে জানত এত শীঘ্র তাঁকে আমরা হারাব। প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের মৃত্যুতে পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন অকৃত্রিম দরদী মানুষকে হারিয়েছে। পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি বিমল সিংহের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও পরিষদের শুভানুধ্যায়ী নির্মলচন্দ্র সিদ্ধান্তের মৃত্যু আকস্মিক ও বেদনাদায়ক। এঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

"গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা (৫০ নয়া পয়সা)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া পত্রিকা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার কার্যালয়ে ৩৩, বৃজকিশোর লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল৪টা হইতে ৯টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। ফোন : ৩৪-৭৩৫৫

"গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, (Central Library, The University, Calcutta12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই

গ্রন্থকার নামা—প্রমীলচন্দ্র বসু	২·০০
গ্রন্থবিদ্যা (চিত্রণ ও গ্রন্থন)—আদিত্য ওহদেদার	১·০০
রবীন্দ্র চর্চা : গ্রন্থপঞ্জী—কৃষ্ণা দত্ত	০·৫০
গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	২·৫০
Library Personality & Library Bill : West Bengal—Ranganathan, S. R.	২·০০

পাঠ্য ১৩৬৮ Regd. No. C-3910
মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

শ্রদ্ধার্ঘ

বিমল কুমার দত্তের

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

২·০০

"বই রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন, গ্রন্থাগার ছিল তাঁর চিত্তের বিশ্রাম; এই দুইকে অবলম্বন করে তাঁর কল্পনা অনেক সময় মুক্তি পেয়েছে। বিমলকুমারের লেখায় রবীন্দ্রনাথের বোধ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের এই দিকটা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও রচনাগুলোর উদ্ধারও করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা ভালো।"

—নীহার রঞ্জন রায়

॥ বিষয় সূচী ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—গ্রন্থাগারের স্বরূপ—প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের দায়—পুস্তক ব্যবহার সম্প্রসারণ—পুস্তক পাঠের সুফল—অত্যধিক পুস্তক পাঠের কুফল—পাঠক চরিত্রের বিভিন্ন রূপ—গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যধারা—ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ—পুঁথিপত্রের প্রতি শিশু ও কীটপতঙ্গের মনোভাব—গ্রন্থাগারদরদী রবীন্দ্রনাথ—গ্রন্থপঞ্জী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলিকাতা ১৪

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিক্রেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে